ভূমিকা।

মহাভারতীয় দ্রোণপর্ব্ব, দ্রোণাভিষেক, সংশপ্তক বধ, অভিমনু্য বধ, প্রতিজ্ঞা, জয়দ্রথ বধ, ঘটোৎকচ বধ, দ্রোণবধ ও নারায়ণাস্ত্র মোক্ষ এই কএকটি পর্ব্বে বিভক্ত। ক্ষত্রিয় প্রধান কুরু-সেনাপতি ভীষ্ম শর শয্যায় শয়ান হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহাবীর দ্রোণ পাঁচ দিবস ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পাণ্ডব পক্ষীয় বহুল বল ও ভূপালগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পরিশেষে অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে সাতিশয় বিষণ্ণ ও অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে দ্রুপদাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। তিনি কৌরব পাণ্ডব ও অন্যান্য ভূপালগণকে অস্ত্রবিদ্যায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য তৎকালে আর কেহই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিল না। অর্জ্জুন প্রভৃতি কএকটি মহাবীরই তাঁহার গুণ গরিমার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের যুদ্ধপ্রণালী কিরূপ এবং তাঁহারা কিরূপ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেন, দ্রোণপর্ব্ব পাঠ করিলে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। তৎকালে যেরূপ কৌশলে ব্যূহ প্রস্তুত হইত, তাহা আজিও অনেক ইউরোপীয় সুসভ্য সেনাপতিদিগের নিতান্ত বিস্ময়াবহ হইয়া থাকে। মহাবীর আলেকজাণ্ডর ব্যূহ রচনার অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান এবং তন্নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া এখনও ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ বাসীরা ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত ব্যূহ নিরীক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, ভারতবর্ষ হইতেই ঐ সমুদায় পরিগৃহীত হইয়া কোন কোন অংশ পরিবর্দ্ধিত, কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত ও কোন কোন অংশ অবিকল নীত হইয়াছে। যাহা হউক, পূর্ব্বতন হিন্দুরা যে সর্ব্বাগ্রে ব্যূহ নিয়ম পরিশুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই।

র্ব্বকালে লোকের সত্যের উপর কতদূর নির্ভর ছিল এবং মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে জন সমাজে কিরূপ অনাদৃত হইতেন, এই দ্রোণপর্ব্ব পাঠ করিলে তাহা সবিশেষ বিদিত া যায়। ফলত যিনি জ্ঞানোপার্জন করিবেন, এই দ্রোণপর্ব্বই তাঁহার পাঠ্য এবং যিনি কৌশল অবগত হইবেন, এই দ্রোণপর্ব্বই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। মহাকবি াস কৌশলে এই দুইটি বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধকালে পতা পুত্র বা ভ্রাতৃগণকে সম্মুখে নিহত দর্শন করিয়াও কিরূপ অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ করিতেন, এই দ্রোণপর্ব্ব পাঠ করিলেই তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে, সন্দেহ নাই।

সারস্বতাশ্রম,
১৭৮৫ শক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারতীয় দ্রোণ পর্ব্বের সূচিপত্র।

৵

সূচিপত্র।

দ্রোণ পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

দ্রোণ পর্ব্ব।

দ্রোণাভিষেক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জন্মেজয় কহিলেন, ভগবন্! সত্ত্ব, ওজস্বিতা, বল, বীরত্ব ও পরাক্রমে অদ্বিতীয় ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি রথিগণের সাহায্যে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্য ভোগের অভিলাষী হইয়াছিলেন, ধনুর্দ্ধরগণের কেতু স্বরূপ সেই ভীষ্ম নিহত হইলে তিনিই বা কি করিয়াছিলেন? সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের মৃত্যু শ্রবণে চিন্তা ও শোকে এরূপ আকুল হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া অনবরত সেই দুঃখই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় রজনী সমুপস্থিত হইল। সঞ্জয়ও শিবির হইতে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আগমন করিলেন। পুত্রগণের জয়ার্থ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ অবধি বিষণ্ণহৃদয় হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, সঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; সঞ্জয়! কালপ্রেরিত কৌরবগণ ভীষণপরাক্রম মহাত্মা ভীষ্মের নিধনে শোকসাগরে মগ্ন হইয়া কি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ভূপালগণই বা কি করিয়াছিলেন? সমুদায় কীর্ত্তন কর। মহাত্মা পাণ্ডবগণের সমুদ্ধত সেনা সকল ভুবনত্রয়েরও ভয় উৎপাদন করিতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্য মনে শ্রবণ করুন; সত্যপরাক্রম ভীষ্ম নিহত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা করিতে লাগিলেন; কৌরবগণ বিস্ময় ও পাণ্ডবগণ হর্ষ সহকারে ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে পিতামহকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরজালে তাঁহার উপধান সমেত শয্যা প্রস্তুত করিয়া চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং পরস্পর সম্ভাষণ ও ভীষ্মের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারে প্রদক্ষিণ করিয়া কালপ্রেরিত হইয়া কোপলোহিত লোচনে পরস্পর দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ তূর্য্য ও ভেরী নিনাদ সহকারে বহির্গত হইল। পর দিন প্রভাতে কৌরবগণ অমর্ষপরবশ ও কালোপহতমানস হইয়া মহাত্মা ভীষ্মের হিতকর বাক্যে

অনাদর করিয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে গমন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! মৃত্যু কর্তৃক আহূত কৌরব ও ভূপালগণ আপনার ও দুর্য্যোধনের অজ্ঞানতায় এবং ভীষ্মের বধে শ্বাপদ সংকুল বনে অশরণ অজ ও মেষ সমূহের ন্যায় নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া উঠিলেন। যেমন মহার্ণবে চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীর্ণ নৌকারে আহত করে, সেই রূপ মহাবীর পাণ্ডবগণ, নক্ষত্রবিহীন দ্যুলোকের ন্যায়, বায়ুহীন আকাশের ন্যায়, শস্যশূন্য পৃথিবীর ন্যায়, সংস্কারহীন বাক্যের ন্যায় বলিহীন অসুর সেনার ন্যায়, বিধবা বরবর্ণিনীর ন্যায়, শুষ্কতোয়া তরঙ্গিণীর ন্যায়, বৃকগণ কর্তৃক রুদ্ধ ও হতযূথপ মৃগীর ন্যায়, শরভ কর্তৃক হতসিংহ গিরিকন্দরের ন্যায়, ভীষ্মহীন সেই ভারতী সেনাকে নির্ভর নিপীড়িত করিয়াছিলেন। সেই সেনার অন্তর্গত অশ্ব, রথ ও গজ সকল ব্যাকুল, অধিকাংশই বিপন্ন, এবং সকলেই দীন ও ভীত হইয়াছিল; এমন কি, ভিন্ন ভিন্ন ভূপাল ও সৈনিকগণ ভীষ্ম ব্যতিরেকে যেন পাতালে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌরবগণ ভীষ্মসদৃশ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। যেমন গৃহী ব্যক্তির মন সাধু অতিথির প্রতি ও আপদগ্রস্ত ব্যক্তির মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কৌরবগণের মন কর্ণের প্রতিই ধাবমান হইল। তখন পার্থিবগণ সূতপুত্র কর্ণকে, আপনাদের হিতকারী মনে করিয়া কর্ণ! কর্ণ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, মহাযশা কর্ণ, তাঁহার অমাত্য ও বন্ধুগণ দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই; অতএব অবিলম্বে তাঁহারেই আহ্বান কর। মহাবাহু কর্ণ দুই রথীর তুল্য, রথাতিরথগণের অগ্রগণ্য, শূরগণের সম্মত এবং যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেও সমর্থ; তথাপি ভীষ্ম, বলবিক্রমশালী রথিগণের গণনা সময়ে তাঁহারে অর্দ্ধরথ বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন; তিনি সেই ক্রোধে ভীষ্মকে কহিয়াছিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি জীবিত থাকিতে আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না। মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণ তোমার হস্তে নিহত হইলে, আমি দুর্য্যোধনের অনুজ্ঞা লইয়া অরণ্যে গমন করিব, অথবা তুমি পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে আমি এক রথে তোমার অভিমত রথিগণকে সংহার করিব। এই কথা বলিয়া মহাযশা কর্ণ, দুর্য্যোধনের সম্মতিক্রমে দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই। অমিতবিক্রম ভীষ্মই যুধিষ্ঠিরের যোদ্ধাগণকে সংহার করিয়াছিলেন। তিনি নিহত হইলে যেমন তিতীর্ষু ব্যক্তি ভেলককে স্মরণ করে, সেই রূপ আপনার পুত্রগণ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। আপনার পুত্র, সৈন্য ও ভূপালগণ, হা কর্ণ! এই সমুচিত সময়, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, কর্ণ অস্ত্রে পরশুরামের শিক্ষিত ও দুর্নিবার্য্যপরাক্রম; এই নিমিত্ত যেমন বিপদ্ কালে সকলের মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, সেই রূপ আমাদিগের মন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। যেমন গোবিন্দ দেবগণকে নিরন্তর মহাভয় হইতে রক্ষা করেন, সেই রূপ তিনি আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

সঞ্জয় এই রূপ পুনঃপুন কর্ণের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় ধৃতরাষ্ট্র ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন প্রভৃতি তোমরা সকলে নিতান্ত কাতর ও একান্ত ত্রস্ত হইয়া যে কর্ণকে স্মরণ এবং তাঁহার সহিত যে সাক্ষাৎ করিয়াছিলে, তাহা ত তিনি মিথ্যা করেন নাই? কৌরবগণের আশ্রয় ভীষ্ম নিহত হইলে তোমাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, শরীর-

ত্যাগশীল, সত্যবিক্রম, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য কর্ণ ত তাহা পুরণ করিয়াছিলেন? তিনি শত্রুগণকে ভীত ও আমার পুত্রগণের জয়াশা সফল করিতে ত পরাঙ্মুখ হন নাই?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহাবীর কর্ণ অগাধ সলিল নিমগ্ন নৌকা সদৃশ কৌরব সৈন্যগণকে সহোদরের ন্যায় উদ্ধার করিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, সেই রূপ তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত কৌরব সেনাকে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ! চন্দ্রমা যেমন নিরন্তর শশচিহ্নে অঙ্কিত, সেইরূপ যিনি ধৃতি, বুদ্ধি, পরাক্রম, ওজস্বিতা, সত্য, দম, সমুদায় বীরগুণ, দিব্য অস্ত্র, নম্রতা, হ্রী, প্রিয়বাদিতা ও কৃতজ্ঞতায় নিরন্তর অলংকৃত এবং দ্বিজগণের শত্রু নিপাতন সেই ভীষ্ম যদি বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, তবে এ ক্ষণে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, সমুদয় যোদ্ধাই নিহত হইয়াছেন। যখন মহাব্রত ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন, তখন কালি যে সূর্য্যোদয় হইবে, ইহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না; অতএব কর্ম্মের নিয়ত সম্বন্ধনিবন্ধন ইহ লোকে কোন বস্তুই অবিনাশী নয়। বসুর ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন, ও বসুতেজে সমুৎসম্পন্ন ভীষ্ম বসুগণকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন; এ ক্ষণে ধন, পুত্র, পৃথিবী, কৌরবগণ ও এই সকল সৈন্যের নিমিত্ত শোক কর। মহাপ্রভাব ভীষ্ম নিপাতিত ও কৌরবগণ পরাজিত হইলে, কর্ণ দুর্ম্মনা হইয়া গলদশ্রু লোচনে সাতিশয় আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র ও সৈনিকগণ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরস্পর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহাদিগের নয়ন হইতে চীৎকারের অনুরূপ শোকজল বিগলিত হইতে লাগিল।

পুনর্ব্বার মহাযুদ্ধ আরব্ধ হইলে সৈন্যগণ পার্থিবগণের নিয়োগানুসারে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে মহারথশ্রেষ্ঠ কর্ণ আহ্লাদকর বাক্যে রথিগণকে কহিলেন, হে পার্থিবগণ! এই অনিত্য জগতে সকলই নিরন্তর মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছে চিন্তা করিয়া আমি সকলকেই অস্থায়ী দেখিতেছি; দেখুন! আপনরা বিদ্যমান থাকিতেও গিরিসদৃশ কুরুপ্রধান ভীষ্ম কি প্রকারে নিপাতিত হইলেন! মহাবীর ভীষ্ম ভূতলে পাতিত হইয়া গগনপতিত দিবাকরের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন; প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন; সৈন্যগণ নির্ভর নিপীড়িত হইয়াছে; শত্রুগণ তাহাদিগের উৎসাহ বিনষ্ট করিয়াছে; তাহারা একবারে অনাথ হইয়া রহিয়াছে; এ সময়ে অন্য পার্থিবগণ ধনঞ্জয়কে সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না; বৃক্ষগণ কি পর্ব্বতবাহী সমীরণের বেগ সহ্য করিতে পারে? অতএব আমি মহাত্মা ভীষ্মের ন্যায় সমরে এই কুরু সৈন্যকে পরিপালন করিব। এ ক্ষণে আমার প্রতি ঈদৃশ ভার সমর্পিত হইল; এই জগৎ অনিত্য বোধ হইতেছে এবং রণবীর ভীষ্ম নিপাতিত হইয়াছেন; অতএব কিনিমিত্তই বা আমার ভয় না হইবে। সে যাহা হউক, আমি এই মহাযুদ্ধে বিচরণ পুর্ব্বক পাণ্ডবগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া জগতে যশই পরম ধন এই ভাবিয়া অবস্থান করিব অথবা তাহাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিব। যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও উৎসাহ সম্পন্ন; বৃকোদর শত মাতঙ্গ তুল্য বিক্রমশালী; অর্জ্জুন দেবরাজের আত্মজ ও যুবা; অতএব পাণ্ডব সৈন্যগণকে জয় করা অমরগণেরও অনায়াসসাধ্য নয়। যমোপম যমজ নকুল ও সহদেব এবং সাত্যকিসমেত দেবকীসুত যে সৈন্যে আছেন, তাহা কৃতান্তের

মুখ স্বরূপ; কোন কাপুরুষই তাহার সম্মুখীন হইলে বিনিবৃত্ত হইতে পারিবে না; মনস্বিগণ তপস্যা দ্বারাই অত্যুগ্র তপস্যা নিবারিত করেন এবং বল দ্বারাই বলকে প্রতিহত করিয়া থাকেন।

সূত! আমার মন শত্রু নিবারণে ও স্বপক্ষ সংরক্ষণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। আজি আমি শত্রুগণের প্রভাব প্রতিহত করিয়া গমন মাত্র তাহাদিগকে পরাজয় করিব। মিত্রদ্রোহ আমার সহ্য হয় না; সৈন্য ভগ্ন হইলে যিনি মিলিত হইবেন, তিনিই আমার মিত্র। হয়, আমি এই সৎপুরুষোচিত আর্য্য কর্ম্ম সম্পাদন করিব, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের অনুগামী হইব—হয়, সমুদায় শত্রু বিনাশ করিব, না হয় শত্রুহস্তে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হইব। আমি জানি যে, স্ত্রী ও কুমারগণ ক্রন্দন ও মুক্ত কণ্ঠে বিলাপ করিলে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রের পৌরুষ পরাহত হইলে ঐ রূপ কার্য্যই আমার কর্ত্তব্য; অতএব আজি রাজা দুর্য্যোধনের শত্রুগণকে পরাজিত করিব। এই সুঘোর সমরে প্রাণপণে কৌরবগণের রক্ষা পূর্ব্বক সমুদয় শত্রু নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে রাজ্য প্রদান করিব। এ ক্ষণে সুবর্ণময় মণিরত্নবিভূষিত বিচিত্র কবচ, সূর্য্যপ্রভ শিরস্ত্রাণ, অগ্নি, বিষ, ভুজঙ্গ তুল্য ধনু ও শরাসন এবং ষোড়শ তূণীর বন্ধন করিয়া দাও; দিব্য ধনু, শর, মহতী গদা ও স্বর্ণখচিত শংখ আহরণ কর; এই সুবর্ণময়ী নাগকক্ষা ও ইন্দীবরপ্রভা সম্পন্ন দিব্য ধ্বজ সূক্ষ্ম বস্ত্রে মার্জ্জিত করিয়া জালসমবেত বিচিত্র মালার সহিত আনয়ন কর; আরও কতক গুলি শ্বেতাভ্রসঙ্কাশ হৃষ্ট পুষ্ট অশ্ব মন্ত্রপুত জলে স্নান করাইয়া তপ্ত কাঞ্চন ভূষণে ভূষিত করিয়া অনতিবিলম্বে আনয়ন কর; হেমমালা ও চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ রত্ন সমূহে বিভূষিত, সমাচিত উপকরণ সম্পন্ন, বাহন সংযোজিত রথ শীঘ্র আবর্ত্তিত কর; বেগসহ বিচিত্র চাপ, শত্রুসংহারোপযোগী উৎকৃষ্ট জ্যা, শরপরিপূর্ণ প্রকাণ্ড তূণীর ও গাত্রাবরণ সকল সজ্জিত কর; প্রস্থানকালোচিত কাংস্য ও হেমঘট দধিপূর্ণ করিয়া আনয়ন কর; মালা আনয়ন করিয়া অঙ্গে বন্ধন কর এবং জয়ভেরী সকল বাদ্য কর।

হে সূত! যে স্থানে অর্জ্জুন, বৃকোদর, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব আছে, শীঘ্র তথায় গমন কর, আমি তাহাদিগকে সংহার করিব অথবা তাহাদের হস্তে নিহত হইয়া ভীষ্মের সহিত মিলিত হইব। যে সৈন্যে সত্যধৃতি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, সাত্যকি, বাসুদেব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছে, তাহা জয় করা ভূপালগণের সাধ্যায়ত্ত নয়। যদি সর্ব্বসংহার কর্ত্তা কৃতান্ত অপ্রমত্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি তাহারে বিনাশ করিব, অথবা ভীষ্মের পথ দিয়া যমসমীপে উপস্থিত হইব। এ ক্ষণে আমি সেই সৈন্যগণের মধ্যে অবশ্যই গমন করিব; আমার এই সকল সহায় মিত্রদ্রোহী, ভক্তিবিহীন বা পাপাত্মা নন।

অনন্তর সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও রত্ন খচিত রথ সুসজ্জিত এবং পতাকা ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ অশ্ব সকল সংযোজিত হইল। যেমন দেবগণ দেবরাজকে পূজা করিয়া থাকেন, সেই রূপ কুরুগণ মহাত্মা কর্ণকে সৎকার করিলেন। হুতাশনপ্রভ কর্ণ অনল সদৃশ মেঘস্বন রথে আরোহণ করিয়া বিমানারূঢ় বাসবের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং যে স্থানে ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় গমন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহারাজ! অগাধজলনিমগ্নদিগের দ্বীপ স্বরূপ, সৈন্য ও ধনুর্দ্ধরগণের চিহ্ন স্বরূপ, শত্রু সৈন্যগণের মোহন স্বরূপ, মহাবীর

ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভীষ্ম মহাবাত সমূহে শোষিত সমুদ্রের ন্যায়, ইন্দ্র কর্তৃক ভূতলে পাতিত দুঃসহ মৈনাকের ন্যায়, আকাশচ্যুত আদিত্যের ন্যায়, বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাজিত ইন্দ্রের ন্যায়, সব্যসাচীর দিব্যাস্ত্র জালে নিপাতিত, যমুনা প্রবাহ তুল্য শর সমূহে সমাচ্ছন্ন ও শরশয্যাগত হইয়াছেন অবলোকন করিয়া আপনার পুত্রগণের সুখ ও জয়াশা বর্ম্মের সহিত ভগ্ন হইয়াছিল। কর্ণ ঈদৃশ অবস্থাপন্ন ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিবা মাত্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; শোকমোহে আচ্ছন্ন ও বাষ্পাকুললোচন হইয়া তাঁহার নিকট পদব্রজে গমন করিলেন এবং তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, পিতামহ! আপনার মঙ্গল হউক; আমি কর্ণ; পবিত্র বাক্যে সম্ভাষণ ও নয়ন উন্মীলন করিয়া অবলোকন করুন। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ, তথাপি যখন আহত হইয়া শয়ন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কেহ ইহ লোকে পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পায় না। কুরুগণের মধ্যে কোষ বর্দ্ধন, মন্ত্রণা, ব্যূহ রচনা ও অস্ত্র প্রয়োগ কুশল আর কেহই নাই। যে বিশুদ্ধবুদ্ধি ভীষ্ম বহুবিধ যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া কৌরবদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করিতেন, তিনি পিতৃলোকে গমন করিবেন, অতএব যেমন ব্যাঘ্রগণ মৃগ ক্ষয় করে, আজি অবধি পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রূপ কৌরব ক্ষয় করিবেন; আজি গাণ্ডীব ঘোষের বীর্য্যজ্ঞ কৌরবগণ বজ্রপাণি হইতে অসুরগণের ন্যায় অর্জ্জুন হইতে ভয়বিহ্বল হইবেন; আজি অশনিধ্বনি সদৃশ, গাণ্ডীব বিনির্ম্মুক্ত শর নিকরের শব্দ কৌরব ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে বিত্রাসিত করিবে, যেমন প্রজ্বলিত মহাজ্বাল হুতাশন দ্রুমরাজি ভস্মসাৎ করে, সেই রূপ কিরীটীর শর সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে দগ্ধ করিবে। ধনঞ্জয় প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ও বাসুদেব বায়ুর ন্যায়; বায়ু ও অগ্নি যে যে স্থানে গমন করে, তত্রত্য সমুদায় তৃণ, গুল্ম ও দ্রুম দগ্ধ হইয়া যায়।

হে বীর! সমুদায় সৈন্য পাঞ্চজন্য ও গাণ্ডীবের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয় প্রাপ্ত হইবে। আপনি না থাকিলে পার্থিবগণ উৎপতিত ও অমিত্রকর্ষী কপিধ্বজ রথের শব্দ সহ্য করিতে পারিবেন না। মনীষীগণ যাঁহার দিব্য কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যিনি মহাত্মা ত্র্যম্বকের সহিত অমানুষ সংগ্রাম করিয়া তাঁহার নিকট অকৃতাত্মাগণের দুর্ল্লভ বর লাভ করিয়াছেন, বাসুদেব যাঁহারে রক্ষা করেন, আপনি ব্যতীত কোন্ রাজা সেই সমরশ্লাঘী ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ বা তাঁহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন? আপনি ক্ষত্রিয়ান্তকারী, দেবদানব পূজিত ভীষণ পরশুরামকে পরাজিত করিয়াছেন, অতএব আমি আপনার অনুজ্ঞাত হইয়া অস্ত্রবলে আশীবিষ সদৃশ দৃষ্টিহর রণদক্ষ পাণ্ডবকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব।

চতুর্থ অধ্যায়।

পিতামহ ভীষ্ম কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে দেশকালোচিত বাক্যে কহিলেন, হে কর্ণ! যেমন সমুদ্র সমুদয় নদীর, দিবাকর সমুদয় জ্যোতির, সাধুগণ সত্যের, উর্ব্বরা ভূমি সমুদয় বীজের ও পর্জ্জন্য সমুদয় প্রাণিগণের অবলম্বন, সেই রূপ তুমি সুহৃদগণের আশ্রয়; অমরগণ যেমন পুরন্দরের অনুজীবী, বান্ধবগণ সেই রূপ তোমার অনুজীবী হউন। তুমি শত্রুগণের মন হরণ কর এবং বিষ্ণু যেমন দেবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, তুমি সেই রূপ মিত্রগণের ও কৌরবগণের আনন্দ বর্দ্ধন কর। তুমি দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষে নিজ বাহুবলে রাজপুরে গমন করিয়া কাম্বোজগণ, গিরিব্রজগত নগ্নজিৎ প্রভৃতি ভূপালগণ, অম্বষ্ঠ, বিদেহ, গান্ধার, উৎকল, মেকল,

পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, অঙ্গ, নিষাদ, ত্রিগর্ত্ত ও বাহ্লীকগণকে পরাজিত এবং হিমালয়-দুর্গস্থ রণনিষ্ঠুর কিরাতগণকে দুর্য্যোধনের বশীভূত করিয়াছ। এ ক্ষণে সবান্ধব দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমিও কৌরবগণের আশ্রয় হও। আমি কল্যাণ বাক্যে কহিতেছি, তুমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ কর, কৌরবগণকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া দুর্য্যোধনকে জয়শীল কর। দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমি আমাদিগের পৌত্র সদৃশ, আমরা অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় দুর্য্যোধনের অধিকৃত। মনীষিগণ সাধুদিগের পরস্পর সহবাসকে যৌনিকৃত সম্বন্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন; তোমার সহিত কৌরবগণের সেই রূপ সম্বন্ধ জন্মিয়াছে; অতএব দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমিও মমতা সহকারে কৌরব সৈন্যগণকে পরিপালন কর।

কর্ণ ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণের সমীপে গমন এবং অতি প্রশস্ত সেনাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ত্র শস্ত্রে ও উরস্ত্রাণে সুশোভিত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ মহাবাহু কর্ণকে সেনাগণের অগ্রসর ও যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে সিংহনাদ ও বিবিধ শরাসন শব্দে তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কর্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি সৈন্যগণকে রক্ষা করাতে তাহাদিগকে সনাথ বোধ হইতেছে, কিন্তু যাহা ক্ষমতার আয়ত্ত ও হিতকর, তাহা অবধারণ কর।

কর্ণ কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি প্রাজ্ঞতম রাজা, অতএব কি করিতে হইবে, আপনিই বলুন; রাজা স্বয়ং যেরূপ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, অন্য ব্যক্তি সে রূপ করিতে সমর্থ হয় না। ভূপালগণ আপনার বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; বোধ হইতেছে, আপনি অন্যায্য বাক্য কহিবেন না।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! বয়স, বিক্রম ও শাস্ত্র সম্পন্ন এবং যোদ্ধাগণ পরিবৃত ভীষ্ম সেনাপতি হইয়া আমার শত্রুগণকে বিনাশ করত দশ দিন রক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সুরলোক আশ্রয় করিয়াছেন; এ ক্ষণে সেনাপতি মনোনীত কর। যেমন কর্ণ হীন নৌকা সলিলে ক্ষণ মাত্র অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ নায়ক হীন সেনা যুদ্ধে মুহূর্ত্ত মাত্রও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। সেনাপতি না থাকিলে সেনাগণ কর্ণধার হীন নৌকার ন্যায়, সারথি হীন রথের ন্যায় যথেচ্ছ গমন করিয়া থাকে। যেমন দেশানভিজ্ঞ সার্থ সর্ব্ব প্রকার ক্লেশ ভোগ করে, সেই রূপ নায়ক হীন সেনা সর্ব্বপ্রকার দোষ প্রাপ্ত হয়; অতএব মদীয় মহাত্মাগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভীষ্মের পর সেনাপতি হইতে পারেন, তুমি পরীক্ষা কর। তুমি যাঁহারে সেনাপতি পদের উপযুক্ত বোধ করিবে, আমরা সকলে তাঁহারেই সেনাপতি করিব।

কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! এই মহাত্মাগণ কুলজ্ঞ, সমরজ্ঞ, মহাবল, পরাক্রান্ত, বুদ্ধিমান, উপযুক্ত, কৃতজ্ঞ ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ; অতএব ইহাঁরা সকলেই সেনাপতি হইবার উপযুক্ত, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সকলেই এক কালে সেনাপতি হইতে পারেন না; অতএব যিনি বিশেষ গুণে অলঙ্কৃত, তাঁহারেই সেনাপতি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাঁরা সকলেই পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; ইহাঁদের মধ্যে এক জনকে সৎকার করিলে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্ষুব্ধ হই-

বেন, হিতৈষী হইয়া যুদ্ধ করিবেন না। এই নিমিত্ত সকল যোদ্ধার আচার্য্য, স্থবির, ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য ভারদ্বাজকেই সেনাপতি করা উচিত। শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় অভিজ্ঞ শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ বিদ্যমান থাকিতে আর কে সেনাপতি হইবে? আপনার ভূপালগণের মধ্যে এমন কোন যোদ্ধা নাই যে, দ্রোণাচার্য্য সমরে গমন করিলে তাঁহার অনুগমন না করিবেন। দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিগণের শ্রেষ্ঠ, শস্ত্রধরগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ ও আপনার গুরু, অতএব অমরগণ যেমন অসুর জয়ের নিমিত্ত কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়াছিলেন, আপনিও সেই রূপ শীঘ্র দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি করুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনামধ্যগত দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! শ্রেষ্ঠ বর্ণ, কুল, বয়স, বুদ্ধি, বীরত্ব, দক্ষতা, অধৃষ্যতা, অর্থজ্ঞান, নীতি, জয়, তপস্যা ও কৃতজ্ঞতা নিবন্ধন আপনি সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ; ভূপালগণের মধ্যে আর কেহই আপনার সমান উপযুক্ত রক্ষক নাই; অতএব ইন্দ্র যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, আপনি সেই রূপ আমাদিগকে করুন। আমরা আপনারে সেনাপতি করিয়া অরাতিগণকে পরাজিত করিতে অভিলাষ করিয়াছি। যেমন কাপালী রুদ্রগণের, হুতাশন বসুগণের, কুবের যক্ষগণের, বাসব দেবগণের, বশিষ্ঠ বিপ্রগণের, দিবাকর তেজঃসমূহের, যম পিতৃগণের, বরুণ জলজন্তুগণের, চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের ও শুক্র দৈত্যগণের শ্রেষ্ঠ, আপনিও সেই রূপ সেনাপতিগণের প্রধান; অতএব আপনি সেনাপতি হউন। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আপনার অধীন হউক; আপনি ইহাদিগকে প্রতিব্যূহিত করিয়া দানবদল সংহারের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার করুন। আপনি দেবগণের অগ্রগামী কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় আমাদিগের অগ্রে গমন করুন; আমরা বৃষভের অনুগামী বৃষগণের ন্যায় আপনার অনুগমন করিব। আপনি অগ্রে দিব্য শরাসন বিস্ফারণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিলে অর্জ্জুন প্রহার করিবে না। আপনি যদি সেনাপতি হন, তাহা হইলে আমি যুধিষ্ঠিরকে সবংশে ও সবান্ধবে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই।

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে ভূপালগণ সিংহনাদে তাঁহার হর্ষোৎপাদন করিয়া দ্রোণকে জয়বাদ প্রদান করিলেন; সৈনিকগণও মহৎ যশ প্রার্থনায় দুর্য্যোধনকে অগ্রসর করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে কহিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

হে দুর্য্যোধন! আমি ষড়ঙ্গ বেদ, মানবী অর্থবিদ্যা, শৈব অস্ত্র ও বাণ এবং অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র অবগত আছি; তোমরা জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া আমাতে যে সকল গুণ আরোপ করিলে, এ ক্ষণে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব; কিন্তু কদাচ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিতে পারিব না; সে আমার বধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। সমুদয় সোমকগণকে বিনাশ ও অন্যান্য সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিব; কিন্তু পাণ্ডবগণ হর্ষিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না।

অনন্তর দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাঁহারে সেনাপতি করিলেন; যেমন কার্ত্তিকেয় ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই রূপ তিনি দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভূপতিগণ

কর্ত্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। কৌরবগণ বাদিত্র ও শংখনাদে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে পুণ্যাহ শব্দে স্বস্তিবাদে সূত, মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতি-গানে, দ্বিজগণের জয় শব্দে এবং সূতগণের নৃত্যে দ্রোণকে সমুচিত সৎকার করিয়া পাণ্ডবগণ পরাজিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

মহারথ দ্রোণ সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করত সমরাভি-লাষে আপনার পুত্রগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। জয়দ্রথ, কলিঙ্গ ও আপনার পুত্র বিকর্ণ তাঁহার দক্ষিণ পক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শকুনি প্রধান প্রধান অশ্বা-রোহী ও প্রাসযোধী গান্ধারগণ সমভিব্যা-হারে তাঁহাদিগের পক্ষ হইলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ সাবধানে দ্রোণের বাম পক্ষ রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। কাম্বোজগণ সুদক্ষিণকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগ অশ্বে আরোহণ পুর্ব্বক শক ও যবনগণ সমভি-ব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রপক্ষ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মদ্র, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, শিবি, শূরসেন, শূদ্র, মলদ, সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য এবং দাক্ষিণাত্যগণ দুর্য্যোধন ও কর্ণকে অগ্রসর করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে হর্ষিত করত গমন করিতে লাগিলেন।

কর্ণ সেনা সমূহের বল বর্দ্ধন করিয়া সকল ধনুর্দ্ধরের অগ্রে গমন করিলেন। তাঁহার অতি বৃহৎ প্রদীপ্ত সিংহলাঞ্ছিত সূর্য্যসংকাশ মহাকেতু সৈন্যগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন কর্ণকে অবলোকন করিয়া কেহই ভীষ্মের বিপদ্ গণনা করিলেন না; কৌরব ও অন্যান্য রাজাগণ সকলেই শোক পরি-ত্যাগ করিলেন। অনেক যোদ্ধা একত্র হইয়া হৃষ্ট চিত্তে পরস্পর কহিতে লাগিল যে, পাণ্ডবগণ কর্ণকে অবলোকন করিলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিবে না; হীনবীর্য্য হীনপরাক্রম পাণ্ডবগণের কথা কি, কর্ণ সবাসব দেবগণকেও পরাজয় করিতে পা-রেন। মহাবাহু ভীষ্ম সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু কর্ণ তাঁহাদি-গকে তীক্ষ্ণ শরনিকরে বিনষ্ট করিবেন। যোদ্ধাগণ কর্ণের এই রূপ প্রশংসা করিতে করিতে বহির্গত হইলেন; দ্রোণাচার্য্য আ-মাদিগের যে ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন, তাহার নাম শকটব্যূহ।

যুধিষ্ঠির আহ্লাদ পূর্ব্বক ক্রৌঞ্চ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বানরধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া সেই ব্যূহমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সমু-দায় সৈন্যগণের অগ্রগণ্য, ধনুর্দ্ধরগণের তেজ স্বরূপ, অমিততেজা ধনঞ্জয়ের কেতু সৈন্য-গণকে সমুজ্জ্বলিত করিল; তাহা দর্শন ক-রিয়া বোধ হইল যেন প্রলয়কালীন সূর্য্য প্রজ্বলিত হইয়া বসুন্ধরা দগ্ধ করিতেছে। অর্জ্জুন সমুদায় যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, গাণ্ডীব সমুদায় শরাসনের শ্রেষ্ঠ, বাসুদেব সমুদায় প্রাণীর শ্রেষ্ঠ ও সুদর্শন সমুদায় চক্রের শ্রেষ্ঠ; শ্বেত হয় সংযুক্ত রথ এই চারি তেজ বহন করিয়া শত্রুগণের সম্মুখে সমুদ্যত কালচক্রের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। কৌরবগণের অগ্রসর কর্ণ ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর অর্জ্জুন, ইহাঁরা পরস্পর জাতক্রোধ ও বধপ্রার্থী হইয়া পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ দ্রোণাচার্য্য সহসা যুদ্ধার্থ গমন করিলে ঘোরতর আর্ত্তনাদে ধরাতল কম্পিত হইয়া উঠিল; কৌশেয় নিকর সদৃশ অবিরল ধুলিপটল বায়ুবেগে উত্থিত হইয়া দিনকরের সহিত নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল; অন্তরিক্ষ মেঘশূন্য হই-

রাও মাংস, অস্থি ও রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র গৃধ্র, শ্যেন, কাক ও কঙ্ক সৈন্যের উপর্য্যুপরি পতিত হইতে লাগিল; গোমায়ু অতি ভীষণ নিদারুণ চীৎকার করিতে লাগিল এবং মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পানাভিলাষে বারংবার কৌরব সৈন্যের দক্ষিণ দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল; অতি চঞ্চল দীপ্যমান উল্কা সকল পুচ্ছ দ্বারা সমুদায় আবৃত করিয়া নির্ঘাত সহকারে সন্তাপিত করিতে লাগিল; বিদ্যুৎ ও মেঘ সহকৃত পরিবেশ দিবাকরকে পরিবেষ্টন করিল; কৌরবগণের সেনাপতি গমন করিলে এই রূপ ও অন্যান্য রূপ নিদারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

অনন্তর পরস্পর বধার্থী কৌরব ও পাণ্ডব সেনা শর শব্দে সমুদায় জগৎ পরিপূরিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কৌরব ও পাণ্ডবগণও জয় প্রত্যাশায় পরস্পর নিশিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহাদ্যুতি, দ্রোণাচার্য্য শত শত নিশিত সায়কে সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিতে করিতে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে গ্রহণ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য ও পাঞ্চালগণকে সংক্ষোভিত ও ছিন্নভিন্ন এবং ক্ষণ মধ্যে ভূরি ভূরি দিব্য অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুগত পাঞ্চালগণ বাসবতাড়িত দানবগণের ন্যায় দ্রোণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। দিব্যাস্ত্রবিৎ শৌর্য্যশালী মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শরবৃষ্টি দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যগণকে বহুধা ছিন্ন ভিন্ন ও তাঁহার শরজাল নিবারিত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবাহু দ্রোণ আপনার তাবৎ সৈন্য একত্র করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করিলেন; যেমন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া দানবগণের উপর শর বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি শরজাল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পশুগণ যেমন সিংহের নিকট ছিন্ন ভিন্ন হয়, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্যের শরনিকরে কম্পমান পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বারংবার ভগ্ন হইতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সৈন্যের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শাস্ত্রানুসারে সুসজ্জিত দ্রোণাচার্য্যের রথ আকাশচর নগরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, স্ফটিক সদৃশ বিমল ধ্বজদণ্ড শোভা পাইতে লাগিল; পতাকা অনিলভরে সঞ্চালিত হইতে লাগিল; রথ নির্ঘোষ বিনির্গত হইতে লাগিল; অশ্ব সকল পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইল; তিনি তখন সেই রথে আরোহণ করিয়া শত্রু সৈন্যগণকে ত্রাসিত ও নিহত করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

দ্রোণাচার্য্য সেই রূপে অশ্ব, সারথি ও হস্তিগণকে সংহার করিতেছেন দেখিয়া পাণ্ডবগণ ব্যথিত না হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! হে অর্জ্জুন! তোমরা সকলে সতর্ক হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর। তখন অর্জ্জুন, অনুযায়িবর্গসমেত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। কৈকেয়গণ, ভীমসেন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির, নকুল সহদেব, মৎস্য, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টকেতু, সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু ও পাণ্ডবগণের অনুযায়ী অন্যান্য পার্থিবগণ স্ব স্ব কুল বীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। সমরদুর্ম্মদ

দ্রোণ সক্রোধে নেত্র দ্বয় বিবর্ত্তিত করিয়া দেখিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সৈন্যগণকে রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেই রূপ পাণ্ডব সৈন্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও মাতঙ্গগণের প্রতি মত্তের ন্যায় ধাবমান হইয়া বৃদ্ধ হইলেও যুবার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগগামী, শ্রান্তি হীন তাঁহার আজানেয় অশ্বগণ স্বভাবতই শোণিতবর্ণ, তাহাতে আবার শোণিতাক্ত হইয়া অধিকতর কান্তি ধারণ করিল।

দ্রোণাচার্য্য অন্তকের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষ যোদ্ধাগণ ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ পুনরায় আবর্ত্তিত হইল; কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিয়া এক এক বার দণ্ডায়মান হইয়া রহিল; শূরগণের হর্ষজনন ভীরুগণের ভয় বর্দ্ধন তাহাদিগের নিদারুণ শব্দে সমস্ত রোদসী পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য পুনর্ব্বার আপন নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শত শত শরে শত্রুগণকে আচ্ছন্ন করিয়া আপনারে নিতান্ত ভয়ঙ্কর করিলেন; বৃদ্ধ হইয়াও যুবার ন্যায়, কৃতান্তের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং মস্তক ও অলঙ্কৃত বাহু সকল ছেদিত ও রথ সকল নির্মনুষ্য করিয়া উচ্চ স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই হর্ষ শব্দে ও বাণবেগে যোদ্ধাগণ শীতার্দ্দিত গো সমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার রথঘোষে, মৌর্ব্বী নিষ্পেষণে ও শরাসন শব্দে আকাশে এক মহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল এবং তাঁহার শরাসন হইতে শরনিকর বিনিঃসৃত হইয়া সমুদায় দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিগণের উপর পতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সেই মহাবেগ কার্ম্মুক সনাথ, অস্ত্র সমূহে প্রজ্বলিত হুতাশন দ্রোণাচার্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের কুঞ্জর, পদাতি ও অশ্বগণকে যমসদনে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীকে শোণিত দ্বারা কর্দ্দমিত করিলেন এবং অনবরত এরূপ দিব্যাস্ত্র ও শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, সমুদায় দিকে এবং পদাতি, অশ্ব ও রথে শরজাল ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হইল না, কেবল তাঁহারই কেতু মেঘরাজি বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় বিচরণ করিতেছে, নিরীক্ষণ করিলাম।

অনন্তর অদীনসত্ত্ব দ্রোণাচার্য্য কৈকেয়গণের প্রধান পাঁচ বীরকে ও দ্রুপদকে শরজালে নিপীড়িত করিয়া কার্ম্মুক বাণ হস্তে যুধিষ্ঠির সৈন্যের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ভীমসেন, ধনঞ্জয়, সাত্যকি, দ্রুপদপুত্রগণ, শৈব্যনন্দন কাশিরাজ ও শিবি হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে শরনিকরে তাঁহারে আচ্ছন্ন করিলেন। দ্রোণাচার্য্যের শরাসন বিমুক্ত স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর গজ ও অশ্বযুবাদিগের কলেবর ভেদ করিয়া শোণিতলিপ্ত পক্ষে মহীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্র যোদ্ধা সমূহে, রথ সমূহে ও শরনির্ভিন্ন গজবাজি সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া শ্যামল মেঘ সমূহে সমাবৃত আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এই রূপে দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের উন্নতি কামনায় সাত্যকি, ভীম, অর্জ্জুন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, দ্রুপদ ও কাশিরাজ প্রভৃতি বীরগণকে বিমর্দ্দন ও অন্যান্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন পূর্ব্বক প্রলয় কালীন প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় সকল লোককে সন্তাপিত করিয়া ইহ লোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের বহু সহস্র যোদ্ধা সংহার করিলে পর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে নিপাতিত করিয়াছেন। তিনি পাণ্ডবগণের দুই অক্ষৌহিণীর অধিক সৈন্যে

অপরাঙ্মুখ শূরগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পাণ্ডব ও ক্রূরকর্ম্মা অসমজ্ঞ পাঞ্চালগণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সৈন্য ও অন্যান্য লোকের ঘোর নাদ আকাশে অমুত্থিত হইল। ভূত-গণের অহো ধিক্! শব্দে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্ত-রিক্ষ, দিক্ ও বিদিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দেবগণ, পিতৃগণ ও মহারথ দ্রোণাচার্য্যের বান্ধবগণ তাঁহারে জীবন শূন্য অবলোকন করিলেন। পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের সিংহনাদে বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল।

নবম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাদৃশ অস্ত্রনিপুণ দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিলেন, তাঁহার কি রথ ভগ্ন বা শরাসন বিশীর্ণ হইয়াছিল? অথবা তিনি অনবধান হইয়াছিলেন যে, সেই নি-মিত্ত মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন? যিনি ভূরি ভূরি স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল বিকীর্ণ করিতেছিলেন, যিনি অবহিত হইয়া দুষ্কর কর্ম্মকলাপ সম্পা-দন করিতেছিলেন, যিনি অতি দূরে শর ক্ষেপ করিতে পারিতেন, যিনি শস্ত্রযুদ্ধে পারীণ হই-ছিলেন, যিনি দিব্যাস্ত্র ধারণ করিতেন, যিনি শত্রুগণের দুরভিভবনীয়, ক্ষিপ্রহস্ত, দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ, কৃতী, চিত্রযোধী, দান্ত, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই অক্ষয় দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিল? পৌরুষ অপেক্ষা দৈবের বলই অধিক, এই নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্য মহাত্মা ধৃষ্ট-দ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেন। যাঁহাতে চতুর্বিধ অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন কহিতেছ! যিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবৃত স্বর্ণময় রথে আরোহণ করিতেন, সেই দ্রো-ণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আজি আর শোকের শান্তি হইতেছে না। ইহা যথার্থ যে, পরের দুঃখে কাহার প্রাণ বহির্গত হয় না, এই মন্দভাগ্য ধৃতরাষ্ট্র দ্রো-ণের মৃত্যু শ্রবণ করিয়াও জীবিত আছে। এ ক্ষণে দৈবই প্রধান; পুরুষকার নিরর্থক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার হৃদয় প্রস্ত-রের সারাংশ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; এই নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু শ্রবণে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। গুণার্থী ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্রগণ ব্রাহ্ম ও দৈব শাস্ত্রের নিমিত্ত যাঁহার উপাসনা করিতেন, মৃত্যু তাঁহারে কি প্রকারে বিনাশ করিল? আমি সাগরের শোষণ, মেরুর উৎসারণ ও দিবাকরের নিপাতনের ন্যায় দ্রোণাচা-র্য্যের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না।

যিনি দুষ্টগণকে নিবারণ ও ধার্ম্মিক-গণকে রক্ষা করিতেন, যিনি দীন দুর্য্যোধনের নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, মূঢ়-মতি আমার পুত্রগণের জয়াশা যাঁহার বিক্রমের উপর নির্ভর করিত, যিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সদৃশ ছিলেন, তিনি কি প্রকারে নিহত হইলেন? যাহারা হির-ণ্ময় জালে আচ্ছন্ন থাকিত, সর্ব্ব প্রকার শস্ত্রপাত অতিক্রম করিত, সংগ্রাম কালে দৃঢ় হইয়া অবস্থান করিত, শংখ দুন্দুভি শ্রবণ জনিত করিবৃংহিত, জ্যাক্ষেপ, শর ও শস্ত্র সহ্য করিত, পরিশ্রম করিলেও ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিত না, কদাচ ব্যথিত হইত না এবং শত্রুগণের পরাজয় কীর্ত্তন করিত, দ্রোণের সেই শোণবর্ণ, বৃহৎ কলেবর, বায়ু সম বেগশীল, বলবান, শান্ত, অবিহ্বল সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ অতি শীঘ্র কি পরাজিত হইয়াছিল? দ্রোণাচার্য্য সেই সমস্ত অশ্বকে সুবর্ণভূষিত রথে যো-জিত করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সেনা হইতে উত্তীর্ণ হন নাই?

যে সত্যসন্ধ শূরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের বিদ্যা সকল ধনুর্দ্ধরের উপজীবিকা, তিনি কি রূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন? কোন্ সকল রথী ইন্দ্র সদৃশ, ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, উগ্রকর্ম্মা দ্রোণাচার্য্যকে প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিল? পাণ্ডবগণ সেই মহাবলকে অবলোকন করিয়া কি পলায়ন করিয়াছিল, কিম্বা সমুদায় সৈন্য ও ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিল? অথবা ধনঞ্জয় শরনিকরে অন্যান্য পার্থিবগণকে নিবারণ করিলে পাপকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে আক্রমণ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন কর্তৃক পরিরক্ষিত ভীষণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কেহ দ্রোণকে বধ করিয়াছে, এমন বোধ হয় না। বোধ হয়, যেমন পিপীলিকাগণ বিষধরকে আকুলিত করে, সেই রূপ কৈকেয়, চেদি ও কারুষগণ এবং অন্যান্য ভূমিপাল সকল অন্তুকর কর্ম্মে ব্যাপৃত দ্রোণাচার্য্যকে আকুলিত করিলে পাঞ্চালাধম ধৃষ্টদ্যুম্ন শূরগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহারে বধ করিয়াছিল। যেমন সাগর সমুদায় তরঙ্গিণীর আধার, সেই রূপ যিনি ষড়ঙ্গ সমবেত চারি বেদ ও আখ্যান অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় হইয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উভয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কি প্রকারে শস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেন? ক্রোধন স্বভাব দ্রোণাচার্য্য আমার নিমিত্ত সর্ব্বদা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া পার্থকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সমুচিত ফল লাভ করিয়াছেন। যাঁহার কর্ম্ম ধনুর্দ্ধরগণের উপজীবিকা, যিনি সত্যসন্ধ ও পুণ্যবান্, সম্পত্তি লোলুপেরা তাঁহারে কি প্রকারে সংহার করিল? পাণ্ডবগণ পুরন্দরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ, মহাসত্ত্ব, ক্ষিপ্রহস্ত, দৃঢ়ধন্বা মহাবল দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে বধ করিল? ক্ষুদ্র মৎস্যেরা কি তিমি সংহার করিতে পারে? জয়ার্থী ব্যক্তি যাঁহার গোচরে উপস্থিত হইলে জীবিত থাকিতে পারিত না, বেদার্থিগণের বেদশব্দ ও ধনুর্দ্ধরগণের জ্যানির্ঘোষ যাঁহারে কখন পরিত্যাগ করে নাই, যিনি অদীন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, শ্রীমান্, অপরাজিত এবং সিংহ ও দ্বিরদের ন্যায় বিক্রমশালী, সেই দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না।

যাঁহার যশ বল কেহই পরাভব করিতে পারে না, ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরুষেন্দ্রগণের সমক্ষে সেই দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিল? কাহারা দ্রোণাচার্য্যের অগ্রে অবস্থান করিয়া তাঁহারে রক্ষা করত নিকট হইতে যুদ্ধ করিয়াছিল? কাহারা দুর্লভ গতি লাভ করয়া পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান করিয়াছিল? কাহারা দক্ষিণ চক্র ও কাহারাই বা বাম চক্র রক্ষা করিয়াছিল? দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ সময়ে কাহারা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিয়াছিল এবং কাহারাই বা সেই যুদ্ধে প্রতিকূল মৃত্যু ও কাহারাই বা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে? দ্রোণের রক্ষক মন্দমতি ক্ষত্রিয়গণ কি ভয়ে তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়াছিল? শত্রুগণ কি তাঁহারে নির্জ্জনে বধ করিয়াছে? তিনি ত নিতান্ত বিপন্ন হইলেও ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন না, তবে শত্রুগণ তাঁহারে কি প্রকারে বধ করিল? আর্য্য ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, ঘোরতর আপদ্ উপস্থিত হইলে যথাশক্তি পরাক্রম প্রকাশ করিবেন, তিনি তাহাও করিয়াছেন। হে সঞ্জয়! আমার মন মোহাবিষ্ট হইতেছে, এ ক্ষণে কথা নিবর্ত্তিত কর। পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া তোমারে জিজ্ঞাসা করিব।

দশম অধ্যায়।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এই রূপ জিজ্ঞাসা করিয়া আন্তরিক শোকে সাতিশয় কাতর, পুত্রগণের জয় লাভে হতাশ ও হত-

চেতন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। পরিচারকগণ তাঁহারে বীজন ও পবিত্রগন্ধ অতিক্রান্ত শীতল জলে অভিষেক করিতে লাগিল। ভরতকুলের কামিনীগণ মহারাজকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া বেষ্টন পূর্ব্বক করতল দ্বারা তাঁহার কলেবর স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং বাষ্পাকুলকণ্ঠ হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহারে ভূমিতল হইতে উত্থিত করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন। তথাপি তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইল না; তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বীজন আরম্ভ হইল। অনন্তর তিনি অল্পে অল্পে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কম্পিত কলেবরে পুনরায় সঞ্জয়কে যথাযথ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যেমন প্রতিহস্তীর অজেয় প্রমত্ত মাতঙ্গ অন্য হস্তীরে করিণীসমাগমে প্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুত গমন করে, যিনি সমুদিত আদিত্যের ন্যায় জ্যোতি দ্বারা তিমিরজাল অপনোদন পূর্ব্বক সেই রূপ দ্রোণের নিকট আগমন করিতেছিলেন, যে বীর পুরুষ আমাদের বহু বীরকে নিহত করিয়াছেন; যে মহাবাহু একাকী ঘোর চক্ষু দ্বারা দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতে পারেন; আমাদিগের কোন্ সকল বীর পুরুষ সেই দুর্দ্ধর্ষ অজাতশত্রুরে নিবারণ ও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? যিনি মহাবল, মহাকায়, মহোৎসাহ ও বলে অযুত মাতঙ্গ তুল্য; যিনি অতি বেগে আগমন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিপীড়ন করিয়াছিলেন, যিনি শত্রুগণের সমক্ষে মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছিলেন, কোন্ কোন্ বীর পুরুষ তাঁহার গতি রোধ করিয়াছিলেন?

যিনি জলদের ন্যায় দীপ্তিমান্ ও মহাবীর; যিনি পর্জ্জন্যের অশনি বর্ষণের ন্যায়, দেবরাজের বারি বর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিতেছিলেন; যাঁহার তল শব্দে ও নেমি নির্ঘোষে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইতেছিল; যাঁহার ধনু বিদ্যুৎ সদৃশ, রথগুল্ম মেঘ তুল্য ও নেমিনির্ঘোষ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায়; যিনি শর শব্দে অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন; যিনি রোষরূপ মেঘ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যিনি মন ও অভিপ্রায়ের ন্যায় গমন করিতে পারেন এবং মর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হন; যিনি অন্তকের ন্যায় মানবগণের শোণিতজলে দশ দিক্ প্লাবিত করিয়া গৃধ্রপত্র শিলাশিত শরজালে দুর্য্যোধন প্রভৃতিরে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; সেই অর্জ্জুন যখন শরসমূহে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীব হস্তে আগমন করিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? তিনি কি গাণ্ডীব শব্দে সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে করিতে তোমাদের অভিমুখীন হইয়াছিলেন? বায়ু যেমন মেঘরাশি ও শরবন ছিন্ন ভিন্ন করে, ধনঞ্জয় কি সেই রূপ তোমাদিগের প্রাণ বিনাশ করেন নাই? যিনি সেনাগ্রে অবস্থান করিতেছেন শ্রবণ করিলেই লোকে বিহ্বল হইয়া উঠে, কোন্ মানব সেই গাণ্ডীবধন্বারে সহ্য করিতে পারে? যে যুদ্ধে সেনাগণ কম্পিত ও বীরগণ ভয়াবিষ্ট হইয়াছিল, সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কে কে দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করেন নাই ও কোন্ সকল দুর্ব্বল ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল? কাহারাই বা দেহ ত্যাগ করিয়াও প্রতিকূল মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে? আমার সৈন্যগণ দেবগণেরও জেতা ধনঞ্জয়ের তেজ তাঁহার শ্বেতাশ্বের বেগ ও বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় গাণ্ডীবধ্বনি সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। ফলত বাসুদেব যে রথে সারথি, ও অর্জ্জুন যে রথে রথী, দেবাসুরগণও তাহা পরাজয় করিতে সমর্থ হন না।

সুকুমার, যুবা, শৌর্য্যশালী, দর্শনীয়,

মেধাবী, সত্যপরাক্রম নকুল যখন বিপুল নিনাদ সহকারে সমুদায় সৈন্য ব্যথিত করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? শ্বেতাশ্ব, আর্য্যব্রত, অমোঘাস্ত্র ধীমান্ অপরাজিত সহদেব আশীবিষের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইয়া শত্রুগণকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত আগমন করিলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি সৌবীররাজের মহতী সেনা প্রমথিত করয়া তাঁহার মহিষী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভোজকন্যারে গ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহার সত্য, ধৃতি, শৌর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিনিয়ত অব্যাহত আছে; যিনি বলবান্, সত্যকর্ম্মা, অদীন, অপরাজিত, সমরে বাসুদেবের সমান ও বাসুদেবের অনন্তরজাত, যিনি ধনঞ্জয়ের উপদেশে শর ও অস্ত্র প্রয়োগে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা ও ধনঞ্জয়ের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন, কোন্ বীর সেই যুযুধানকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন; যিনি বৃষ্ণিবংশের ও ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, অস্ত্র প্রয়োগ, যশ ও বিক্রমে পরশুরামের সমান এবং কেশব যেমন ত্রৈলোক্যের আশ্রয়, সেই রূপ যাঁহাতে সত্য, ধৃতি, বুদ্ধি, শৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন্ সকল বীর সেই মহাধনুর্দ্ধর সাত্বতকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি পাঞ্চালগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কুলীনগণের প্রীতিভাজন; উত্তমকর্ম্মা; ধনঞ্জয়ের হিত কার্য্যে ব্যাপৃত; আমার অনর্থের নিমিত্ত উৎপন্ন; যম, কুবের, আদিত্য, ইন্দ্র ও বরুণের সমান এবং মহারথ বলিয়া বিখ্যাত; সেই উত্তমৌজা প্রাণপণে দ্রোণের সহিত যুদ্ধে সমুদ্যত হইলে কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে বীর একাকী চেদিগণ হইতে আগমন করিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টকেতু দ্রোণের নিকট আগমন করিলে কে তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে বীর গিরিদ্বারে পলায়িত দুর্জ্জয় রাজপুত্রকে বধ করিয়াছিলেন, কোন্ ব্যক্তি সেই কেতুমানকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন?

যে নরব্যাঘ্র স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই গুণাগুণ অবগত আছেন; যিনি মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর হেতু স্বরূপ; সেই অম্লানচেতা শিখণ্ডী দ্রোণের অভিমুখীন হইলে কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি ধনঞ্জয় অপেক্ষা অধিক গুণবান্; যাঁহাতে অস্ত্র, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত আছে; যিনি বীরত্বে বাসুদেবের ন্যায়, বলে ধনঞ্জয়ের ন্যায়, তেজে আদিত্যের ন্যায় ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায়; ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় সেই অভিমন্যু দ্রোণাভিমুখে আগমন করিলে কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? সেই তরুণপ্রজ্ঞ যুবা যখন দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? যেমন নদ সমূহ সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, সেই রূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলে কোন্ সকল বীরগণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যাঁহারা বাল্য কালে দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রত ধারণ পূর্ব্বক অস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত ভীষ্মের নিকট বাস করিয়াছিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সেই ক্ষত্রঞ্জয়, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম্মা ও মানদ, এই চারি বালককে কোন্ সকল বীর নিবারণ করিয়াছিলেন? বৃষ্ণিগণ যাঁহারে এক শত বীর অপেক্ষাও অধিকতর বলবান্ বিবেচনা করেন, সেই মহাধনুর্দ্ধর চেকিতানকে দ্রোণের নিকট হইতে কে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি পরাক্রম, সত্যবিক্রম, রক্ত অশ্ব, রক্ত আয়ুধ ও

রক্ত বর্ম্মে সুশোভিত, ইন্দ্রগোপ সদৃশ, পাণ্ডবগণের মাতৃস্বস্ত্রীয় এবং তাঁহাদিগের জয়ার্থী কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা দ্রোণ বিনাশে আগমন করিলে কাহারা তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? রাজগণ বারণাবত নগরে জাতক্রোধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া ছয় মাস যুদ্ধ করিয়াও যাঁহারে পরাজয় করিতে পারেন নাই; যিনি বারাণসী নগরে স্ত্রীলোলুপ মহারথ কাশিরাজ পুত্রকে ভল্ল দ্বারা রথ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলেন, কোন্ সকল বীর সেই ধনুর্দ্ধরবর সত্যসন্ধ যুযুৎসুরে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণের মন্ত্রধারী, দুর্য্যোধনের অহিতকারী; যিনি দ্রোণবধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন; সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন যোদ্ধাগণকে দগ্ধ ও বিদীর্ণ করিতে করিতে দ্রোণের অভিমুখে আগমন করিলে কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে অস্ত্রবেত্তা প্রায় দ্রুপদের উৎসঙ্গেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন; কাহারা সেই শস্ত্ররক্ষিত শিখণ্ডীরে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়! যিনি চর্ম্মবৎ পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন; যে শত্রু নিপাতন মহারথের রথ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বহির্গত হইত; যিনি সুস্বাদু অন্ন, পান ও সুন্দর দক্ষিণা সহকারে নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্ব যজ্ঞ স্বরূপ দশ অশ্বমেধ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন; যিনি প্রজাগণকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন; গঙ্গাস্রোতে যতগুলি সৈকত আছে, যিনি যজ্ঞে তৎ সংখ্যক ধেনু দান করিয়াছিলেন; পূর্ব্বে বা পরে যাঁহার ন্যায় কোন মনুষ্য ঐ রূপ অনুষ্ঠানে সমর্থ হন নাই, এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে দেবগণ যাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, "চরাচর ত্রিভুবনে উশীনর তনয়ের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্মে নাই, জন্মিবে না এবং বর্ত্তমানও নাই;" কে সেই উশীনরের নপ্তা শৈব্যকে নিবারণ করিয়াছিলেন? বিরাটরাজের রথ সৈন্য দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখীন হইলে কাহারা তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাবল পরাক্রান্ত মায়াবী রাক্ষস বৃকোদর হইতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; যাহারে আমি যৎপরোনাস্তি ভয় করিয়া থাকি; পাণ্ডবগণের জয়ার্থী, আমার পুত্রগণের কণ্টক সেই মহাকায় ঘটোৎকচকে দ্রোণের নিকট হইতে কাহারা নিবারণ করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়! এই সকল ও অন্যান্য বীরগণ যাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং পুরুষোত্তম বাসুদেব যাঁহাদিগের আশ্রয় ও হিতার্থী হইয়াছেন, কি নিমিত্ত তাঁহাদিগের পরাজয় হইবে। বাসুদেব লোকগুরু, লোকনাথ, সনাতন, যুদ্ধে নরগণের শরণ্য, দিব্যাত্মা ও প্রভু; মনীষিগণ ইহাঁর দিব্য কর্ম্ম সকল উচ্চারণ করিয়া থাকেন; আমিও আত্মস্থৈর্য্যের নিমিত্ত ভক্তি পূর্ব্বক তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিব।

একাদশ অধ্যায়।

হে সঞ্জয়! বাসুদেব যে সকল অনন্য পুরুষ সাধারণ দিব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। মহাত্মা বাসুদেব বাল্যকালে যখন গোপকুলে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, তৎকালেই তাঁহার বাহুবল ভুবনত্রয়ে বিখ্যাত হইয়াছিল। তিনি উচ্চৈঃশ্রবার তুল্য বল ও সমীরণের ন্যায় বেগশালী যমুনাবনবাসী হয়রাজকে বধ করিয়াছেন। তিনি গোসমূহের যমস্বরূপ ঘোরকর্ম্মা বৃষরূপধারী দানবকে বাল্যকালে ভুজযুগলে সংহার করিয়াছেন; সেই পুণ্ডরীকাক্ষ প্রলম্ব, নরক, জম্ভ, মহাসুর, পীঠ ও সুরতুল্য মুরকে বিনাশ

করিয়াছেন; তিনি বিক্রম পূর্ব্বক জরাসন্ধের প্রতিপালিত মহাতেজা কংসকে স্বদলের সহিত সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছেন; সেই অমিত্রঘাতী বাসুদেব বলদেবকে সহায় করিয়া বলবিক্রমশালী, সমগ্র অক্ষৌহিণীর ঈশ্বর, ভোজরাজের মধ্যস্থ, কংসের ভ্রাতা, সুনামা নামক শূরসেনের রাজারে সসৈন্যে দগ্ধ করিয়াছেন; একদা কোপনস্বভাব বিপ্রর্ষি দুর্ব্বাসা পত্নী সমভিব্যাহারে তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি তাঁহারে বর প্রদান করিয়াছিলেন; বাসুদেব গান্ধাররাজকন্যার স্বয়ম্বরে ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহারে বিবাহ করিয়াছিলেন; অমর্ষপরবশ নরপতিগণ তাঁহার বৈবাহিক রথে যোজিত হইয়া তোদনদণ্ডে আহত ও ক্ষত বিক্ষত হন; সেই জনার্দ্দন অক্ষৌহিণীপতি মহাবাহু জরাসন্ধকে অন্য দ্বারা নিপাতিত করিয়াছেন; যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সময়ে রাজসেনাপতি পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল অর্ঘ বিষয়ে বিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহারে পশুবৎ ছেদন করিলেন; সেই মাধব দৈত্যদিগের আকাশস্থ, শাল্বরক্ষিত, দুরাসদ সৌভনগর সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন; সেই পুণ্ডরীকাক্ষ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মাগধ, কাশি, কৌশল, বাৎস্য, গার্গ্য, করূষ, পৌণ্ড্র, আবন্ত্য, দাক্ষিণাত্য, পার্ব্বত, দশেরক, কাশ্মীরক, ঔরসিক, পিশাচ, মুদ্গল, কাম্বোজ, বাটধান, চোল, পাণ্ড্য ত্রিগর্ত্ত, মালব, দরদ, নানা দিক্ হইতে সমাগত খস ও শকগণ এবং সানুচয় যবনগণকে জয় করিয়াছিলেন; তিনি জলজন্তু সমাকীর্ণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সলিলান্তগত বরুণকে পরাজিত করিয়াছেন; সেই হৃষীকেশ যুদ্ধে পাতালতলবাসী পঞ্চজনকে সংহার করিয়া পাঞ্চজন্য দিব্য শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছেন; সেই মহাবল বাসুদেব ধনঞ্জয়ের সহিত খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে সন্তুষ্ট করিয়া আগ্নেয় অস্ত্র ও দুর্দ্ধর্ষ চক্র লাভ করিয়াছেন; সেই বীর গরুড়ের উপর আরোহণ পূর্ব্বক অমরাবতী ত্রাসিত করিয়া মহেন্দ্রভবন হইতে পারিজাত পুষ্প আনয়ন করিয়াছেন; দেবরাজ তাঁহার পরাক্রম অবগত আছেন বলিয়াই তখন উহা সহ্য করিয়াছিলেন।

হে সঞ্জয়! ইহা কখন শ্রবণগোচর হয় নাই যে, রাজাদিগের মধ্যে এক জনও কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হন নাই। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ কৌরব সভামধ্যে যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কে সেরূপ করিতে সমর্থ হয়? আমি ভক্তি লাভে নির্ম্মল হইয়া সেই ঈশ্বরকে অবলোকন ও তাঁহার অনুষ্ঠান সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করিয়াছিলাম। বিক্রম ও বুদ্ধিশালী হৃষীকেশের কর্ম্মের অন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয়, সেই বাসুদেব আহ্বান করিলে গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, বিদূরথ, অগাবহ, অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্ণ, সারণ, উল্মুখ, নিশঠ, ঝিল্লীবভ্রু, পৃথু, বিপৃথু, শমীক, ও অরিমেজয় প্রভৃতি মহাবল বৃষ্ণিগণও যে কোন রূপে হউক, যুদ্ধকালে পাণ্ডব সৈন্যকেই আশ্রয় করিবেন; তাহা হইলে আমার সকলই সংশয়াপন্ন হইবে। যে স্থানে জনার্দ্দন অবস্থান করিবেন, অযুত নাগের তুল্য বল, কৈলাশ শিখর সদৃশ, বনমালী বলরামও সেই স্থানে গমন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

হে সঞ্জয়! দ্বিজগণ যাঁহারে সকলের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই বাসুদেব কি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন? তিনি যখন পাণ্ডবগণের নিমিত্ত সন্নদ্ধ হইবেন, তখন কেহই তাঁহার প্রতিযোদ্ধা হইতে পারিবেন না। যদি কৌরবগণ পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলে মহাবাহু

বাসুদেব তাঁহাদিগের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদায় নরপতি ও কৌরবকে সংহার করিয়া কুন্তীরে মেদিনী প্রদান করিবেন। যে রথে কৃষ্ণ সারথি ও অর্জ্জুন রথী, কোন্ রথ সমরে সেই রথের প্রতিপক্ষ হইবে? অতএব কোন ক্রমেই কুরুগণের জয় লাভ দেখিতেছি না। এ ক্ষণে যে রূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, সমুদায় বল।

অর্জ্জুন কেশবের ও কেশব অর্জ্জুনের আত্মা; অর্জ্জুন নিত্যবিজয়ী, কেশব সনাতন কীর্ত্তিমান্; ধনঞ্জয় সকল লোকের অজেয়; বাসুদেব অপরিমিত প্রধান গুণের আকর; দুর্য্যোধন দৈবদুর্ব্বিপাকে মোহিত ও আসন্নমৃত্যু হইয়া সেই অর্জ্জুনকে ও সেই বাসুদেবকে অবগত হইতেছে না। এই দুই মহাত্মা পূর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ; ইহাঁরা উভয়ে একাত্মা, দ্বিধাভূত হইয়া মানবগণের নয়নগোচর হইতেছেন; ইহাঁদিগের পরাভব এক বার মনেও উদয় হয় না। এই দুই যশস্বী পুরুষ ইচ্ছা করিলেই এই সমস্ত সেনা বিনাশ করিতে পারেন; মানুষ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই সে রূপ ইচ্ছা করিতেছেন না। যুগবিপর্য্যয় যেমন মনুষ্যের মোহ উৎপাদন করে, মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের মৃত্যুও সেই রূপ মোহ উৎপাদন করিতেছে। কি ব্রহ্মচর্য্য কি বেদাধ্যয়ন, কি শস্ত্র, কিছুতেই কেহ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় না।

হে সঞ্জয়! লোকপূজিত, কৃতাস্ত্র, যুদ্ধদুর্ম্মদ, মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কি নিমিত্ত জীবিত রহিলাম? আমরা পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের যে রাজলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া অসূয়া পরবশ হইয়াছিলাম, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বিনাশে আজি তাহারই অনুজীবী হইতে হইল। আমার নিমিত্তই কুরুগণের এই মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে; কালপরিণত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তৃণ সকলও বজ্রের ন্যায় কার্য্য করে। যাহার কোপে মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিপাতিত হইলেন, সেই যুধিষ্ঠিরই পৃথিবীর এই অনন্ত ঐশ্বর্য্য হস্তগত করিয়াছেন; অতএব ধর্ম্ম আমার আত্মজগণের প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়া স্বভাবত যুধিষ্ঠিরকেই আশ্রয় করিয়াছে। এই ক্রূর কাল সর্ব্বনাশ না করিয়া অতীত হইবে না। আর দেখ, মনস্বিগণ বিষয় সকল যে রূপ মনে করেন, দৈববশত উহা অন্য প্রকার হইয়া থাকে; সে যাহা হউক, এই যে দুশ্চিন্ত্য বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে, ইহা পরিহার করিবার সাধ্য নাই; এ ক্ষণে যথার্থ যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন কর।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদায় স্ব চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অতএব আচার্য্য দ্রোণ যে রূপে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক বিনাশিত ও নিপাতিত হইয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিব।

মহারথ দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণের সমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি যে আজি কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের পরই সেনাপতিপদ প্রদান করিয়া আমারে পূজা করিলে, এ ক্ষণে তাহার অনুরূপ ফল লাভ করিবে; আজি তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে, প্রার্থনা কর।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া দুর্দ্ধর্ষ, জয়িপ্রধান আচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! যদি বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই বর প্রার্থনা করি যে, রথিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত গ্রহণ করিয়া এই স্থানে আমার নিকট আনয়ন করুন।

কৌরবগণের আচার্য্য দ্রোণ দুর্য্যোধনের

বাক্য শ্রবণে সেনাগণকে হর্ষযুক্ত করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য; কারণ, তুমি তাহারে সংহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। হে পুরুষোত্তম! তুমি কি নিমিত্ত [illegible] বধ কামনা করিতেছ না এবং মন্ত্রণা [illegible] কি নিমিত্তই বা এ বিষয়ের উল্লেখ [illegible]? কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মরাজের দ্বেষ্টা নাই। তুমি তাহারে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার কুল রক্ষা করিতেছ, অথবা পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পরিশেষে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক সৌভ্রাত্র করিবার অভিলাষী হইতেছ। যাহা হউক, রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য; শুভ ক্ষণে সেই ধীমানের জন্ম হইয়াছিল; তাহার অজাতশত্রু নামও অযথার্থ নয়; কেননা তুমি তাহার প্রতি স্নেহবান্ হইতেছ।

বৃহস্পতি সদৃশ ব্যক্তিও হৃদ্গত ভাব গোপন করিতে পারেন না; এই নিমিত্ত দুর্য্যোধনের চিরপোষিত হৃদয়গত অভিপ্রায় সহসা বহির্গত হইল; তিনি দ্রোণাচার্য্যের বাক্যাবসানে প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, হে আচার্য্য! যুধিষ্ঠিরের সংহারে আমার জয় লাভ হইবে না; তাঁহারে বিনাশ করিলে ধনঞ্জয় আমাদের সকলকেই বিনাশ করিবে, সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সকলকে সংহার করা সুরগণেরও অসাধ্য; সুতরাং যে অবশিষ্ট থাকিবে, সেই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন করিলে তাঁহারে পুনরায় দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত করিব; তাহা হইলে তাহার অনুগত পাণ্ডবগণ পুনরায় বনে গমন করিবে এবং ঈদৃশ জয়ও ব্যক্ত রূপে দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইবে; এই নিমিত্ত আমি কখন যুধিষ্ঠিরের বধ ইচ্ছা করি না।

অর্থতত্ত্ববিৎ বুদ্ধিমান্ দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের কুটিল অভিপ্রায় অবগত হইয়া চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থিত বর এই রূপ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রদান করিলেন; হে দুর্য্যোধন! যদি বীর্য্যশালী অর্জ্জুন যুদ্ধ স্থলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করে, তাহা হইলে তুমি মনে করিবে, যুধিষ্ঠির স্ববশে সমানীত হইয়াছে; ইন্দ্র প্রভৃতি দেব ও অসুরগণও অর্জ্জুনের প্রত্যুদ্গমন করিতে পারেন না; এই নিমিত্ত আমি ইহা করিতে সাহসী হইতেছি না। অর্জ্জুন একাগ্র ও আমার শিষ্য এবং আমি তাহার অস্ত্র শিক্ষা বিষয়ে প্রথম আচার্য্য, যথার্থ বটে; কিন্তু সেই তরুণবয়স্ক পুণ্যবান্ অর্জ্জুন আবার ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে বহুবিধ অস্ত্র প্রাপ্ত এবং তোমা কর্ত্তৃক ক্রোধিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত আমি যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না। অতএব যে উপায়ে পার, যুদ্ধ হইতে ধনঞ্জয়কে অপসারিত কর; তাহা হইলেই যুধিষ্ঠির তোমার নিকট পরাজিত হইবেন। হে পুরুষোত্তম! তাঁহারে সংহার না করিয়া গ্রহণ করিলেই জয় লাভ হইবে আর তিনও এই উপায়ে পরিগৃহীত হইবেন; নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অপনীত হইলে সত্যধর্ম্ম পরায়ণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে যদি মুহূর্ত্ত কালও আমার অগ্রে অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমি অদ্য তাঁহারে গ্রহণ করিয়া তোমার বশীভূত করিব; তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্জ্জুনের সমক্ষে ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণও তাহারে গ্রহণ করিতে পারেন না।

দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের গ্রহণ বিষয়ে এই রূপ সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে অতি মূর্খ আপনার পুত্রগণ তাঁহারে গৃহীত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডবগণের পক্ষপাতী জানিতেন, এই জন্য সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অনেক মন্ত্রণা করিয়া যুধিষ্ঠিরের গ্রহণ সমুদায় সৈন্য মধ্যে ঘোষণা করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহ বিষয়ে সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে পর আপনার সৈনিকগণ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, বাণধ্বনি ও শংখশব্দের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির আপ্ত লোক দ্বারা ন্যায়ানুসারে দ্রোণাচার্য্য চিকীর্ষিত সমুদায় বৃত্তান্ত শীঘ্র অবগত হইয়া অন্যান্য লোক ও ভাতৃগণকে আনয়ন পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! অদ্য দ্রোণাচার্য্যের চিকীর্ষিত সকল তোমার শ্রবণ গোচর হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে তাহা সফল না হয়, এরূপ নীতি বিধান কর। হে মহাধনুর্দ্ধর! শত্রুনিপাতন দ্রোণ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং সেই সীমা তোমাতেই নিহিত হইয়াছে; অতএব তুমি আজি আমার নিকটে থাকিয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ কর; দুর্য্যোধন যেন দ্রোণের সাহায্যে পূর্ণকাম না হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যেমন কোন কালেই আচার্য্যের প্রাণসংহার আমার কর্ত্তব্য নয়, সেই রূপ আপনারে পরিত্যাগ করাও আমার অভিলষিত নয়; যদি আমারে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়, তথাপি কোন ক্রমেই আচার্য্যের বিপক্ষ হইব না; কিন্তু দুর্য্যোধন যে আপনারে গ্রহণ করিয়া রাজ্য কামনা করিতেছে, তাহা এই জীবলোকে কখনই পরিপূর্ণ হইবে না। যদি বজ্রধর স্বয়ং বা দেবগণ সমবেত বিষ্ণু সমরে তাহার সাহায্য করেন, তথাপি সে আপনারে গ্রহণ করিতে পারিবে না। হে রাজেন্দ্র! দ্রোণাচার্য্য নিখিল অস্ত্র শস্ত্রধরের শ্রেষ্ঠ হইলেও আমি জীবিত থাকিতে আপনি তাঁহারে ভয় করিবেন না। আমি আপনারে আরও কহিতেছি যে, আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ ভঙ্গ হয় না; আমি কখন মিথ্যা বাক্য কহিয়াছি কি পরাজিত হইয়াছি অথবা প্রতিশ্রুত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও অন্যথা করিয়াছি, ইহা আমার স্মরণ হয় না।

অনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিবেশনে শংখ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক সকল বাদিত হইতে লাগিল; গগনস্পর্শী, অতি ভীষণ সিংহনাদ এবং ধনু, জ্যা ও তলধ্বনি সমুত্থিত হইল। মহাবীর পাণ্ডবদিগের শংখধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যেও বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। অনন্তর আপনার ও পাণ্ডবগণের সংব্যূহিত যুদ্ধাভিলাষী সৈন্যগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্রমশ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণের এবং দ্রোণ ও পাঞ্চালদিগের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সৃঞ্জয়গণ দ্রোণপালিত সৈন্য বিনাশে প্রযত্ন সহকারে প্রবৃত্ত হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; দুর্য্যোধনের মহারথ যোদ্ধাগণও অর্জ্জুন পালিত পাণ্ডব সেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না; সুতরাং দ্রোণার্জ্জুন পালিত উভয় সেনাই রাত্রি কালীন দুই কুসুমিত বনরাজির ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর দীপ্যমান দিবাকর সদৃশ, সুবর্ণরথ দ্রোণ পাণ্ডব সেনাগণকে নিষ্পেষণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সেই রথারোহী ক্ষিপ্রকারী এক মাত্র দ্রোণাচার্য্যকে বহুবিধ বিভীষিকা স্বরূপ বলিয়া বোধ করিলেন। দ্রোণবিমুক্ত ভীষণ শরনিকর পাণ্ডব সৈন্যগণকে ত্রাসিত করিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আচার্য্য দ্রোণ মধ্যাহ্ন কালীন, কিরণশত সংবৃত দিবাকরের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। দানবগণ যেমন সমরক্রুদ্ধ দেবরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই রূপ পাণ্ডবগণের মধ্যে কেহই

তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে পারিল না। অনন্তর প্রতাপবান্ দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শীঘ্র শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাগণকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যে স্থানে ধৃষ্টদ্যুম্ন অবস্থান করিতেছিলেন, সমস্ত দিক্ ও আকাশমণ্ডল শরনিকরে আবৃত করিয়া সেই স্থানেই পাণ্ডব সেনাগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সৈন্যের সহিত তুমুল রণ করত, হুতাশন যেমন বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া বিচরণ করে, সেই রূপ তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সুবর্ণরথ দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছেন দেখিয়া সৃঞ্জয়গণ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। আকর্ণ আকৃষ্যমান আশুকারী দ্রোণশরাসনের প্রবল জ্যানির্ঘোষ অশনিশব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। লঘুহস্ত দ্রোণ কর্ত্তৃক বিনির্মুক্ত অতি ভীষণ সায়ক সমূহ রথী, সাদী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। যেমন বায়ুসহায় গর্জ্জমান পর্জ্জন্য বর্ষা কালে শিলা বর্ষণ করে, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্য বাণ বর্ষণ করত শত্রুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিলেন এবং বিচরণ পূর্ব্বক সেনাগণকে সংক্ষোভিত করিয়া শত্রুগণের অলৌকিক ভয় বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাম্যমান রথে হেমপরিষ্কৃত চাপ পুনঃপুন জলদ বিলগ্ন বিদ্যুতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সত্যবান্, প্রাজ্ঞ, নিত্যধর্ম্মপরায়ণ সেই বীর অমর্ষবেগ সম্ভূত, ক্রব্যাদগণ সংকুল, সৈন্যস্রোতে পরিপূর্ণ, বীরবৃক্ষাপহারী, শোণিতোদক, গজাশ্বকৃতপুলিন, কবচোৎপল, মাংসপঙ্ক, মেদমজ্জাস্থিসৈকত, উষ্ণীষফেন, যুদ্ধমেঘাকীর্ণ, নরনাগাশ্বগহন, সরবেগপ্রবাহ, দেহদারুসংকীর্ণ, রথকচ্ছপসমাকুল, মস্তকশিলাতটশোভিত, রথনাগহ্রদোপেত, নানাভরণভূষিত, মহারথ শতাবর্ত্ত, ধূলিতরঙ্গ, মহাবীরগণের সুতর, ভীরুগণের দুস্তর, শরীরশতপূর্ণ, কঙ্ক গৃধ্র পরিচারিত, শূরসর্পসমাকীর্ণ, জীববৃন্দ সেবিত, ছিন্নচ্ছত্রমহাহংস, মুকুটবিহগ, চক্রকূর্ম্ম, গদাকুম্ভীর, খড়্গপ্রাসমৎস্য, ভয়ানক কাক গৃধ্র ও শৃগাল সমূহে অধিষ্ঠিত, কেশ শৈবাল শাদ্বল, ভীরুগণের ভয় বর্দ্ধন নদী প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই নদী বলবান্ দ্রোণ কর্ত্তৃক নিহত সহস্র সহস্র মহারথ ও অন্যান্য শত শত প্রাণীরে যম সদনে বহন করিতে লাগিল।

এই রূপে দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণের প্রতি তর্জ্জন করিতেছেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীরগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। দৃঢ়বিক্রম কৌরবপক্ষ শূরগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। উহা লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল।

শতমায় শকুনি সম্মুখীন হইয়া নিশিত শর সমূহে সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন। সহদেবও ঈষৎ রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে তাঁহার কেতু, ধনু, সারথি ও তুরঙ্গমগণকে ছেদিত করিয়া ষষ্টি সায়কে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। শকুনি গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তদ্দ্বারা সহদেবের সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর দুই মহাবলই বিরথ ও গদাহস্ত হইয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় সংগ্রামে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

দ্রোণাচার্য্য দশ বাণে দ্রুপদকে বিদ্ধ করিলে তিনি বহু বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্য পুনরায় তাঁহারে ততোধিক সায়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীমসেন নিশিত বিংশতি শরে বিবিংশতিরে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না; ইহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। বিবিংশতি ভীমসেনকে সহসা অশ্ব শূন্য, কেতু শূন্য ও শরাসন শূন্য করিলে ভীমসেন অরাতির তাদৃশ বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া গদা দ্বারা তাঁহার সমুদায় বশীভূত অশ্বকে নিপাতিত করিলেন। যেমন মত্ত গজ মত্ত গজকে আক্রমণ করে, সেই রূপ মহাবল বিবিংশতি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হতাশ্ব রথ হইতে ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন।

বীর্য্যশালী শল্য প্রীতিভাজন ভাগিনেয় নকুলকে, যেন কোপিত করিবার নিমিত্ত হাস্য সহকারে লালন করিতে করিতে শরজাল আঘাত করিলেন। প্রতাপবান্ নকুল তাঁহার সমুদায় অশ্ব, আতপত্র, ধ্বজ, সারথি ও শরাসন বিনষ্ট করিয়া শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।

ধৃষ্টকেতু কৃপ নিক্ষিপ্ত বহুবিধ শর ছেদন করিয়া সপ্ততি শরে তাঁহারে বিদ্ধ ও তিন শরে তাঁহার ধ্বজচিহ্ন বিনষ্ট করিলেন। কৃপাচার্য্য প্রচুর শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহারে নিবারণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি যেন হাস্য করিতে করিতে কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থলে প্রথমে নারাচ পরে সপ্ততি শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অন্য শর সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন দ্রুতগামী বায়ু অচলকে কম্পিত করিতে পারে না, সেই রূপ ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা সুনিশিত সপ্তসপ্ততি শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না।

সেনানী সুশর্ম্মার সমুদায় মর্ম্মস্থান অতিমাত্র আহত করিলে তিনিও তোমর দ্বারা সেনানীর স্কন্ধদেশে আঘাত করিলেন। বিরাট মহাবীর মৎস্যগণের সহিত কর্ণকে নিবারিত করিলেন, ইহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। ইহাই সূতপুত্রের পৌরুষ যে, তিনি সন্নতপর্ব্ব শর সমূহে সেই দারুণ সৈন্য নিরস্ত করিলেন। রাজা দ্রুপদ স্বয়ং ভগদত্তের সহিত সমরে মিলিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অদ্ভুতবৎ যুদ্ধ হইয়াছিল। ভগদত্ত নতপর্ব্ব শর সমূহে রাজা দ্রুপদকে সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলে দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা মহারথ ভগদত্তের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। যোদ্ধাবর অস্ত্রবিশারদ ভূরিশ্রবা ও শিখণ্ডী ভূতগণের ত্রাসজনন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীর্য্যবান্ ভূরিশ্রবা সায়ক সমূহে মহারথ শিখণ্ডীরে আচ্ছন্ন করিলে শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া নবতি সায়কে ভূরিশ্রবারে কম্পিত করিলেন। ভীষণকর্ম্মা, মায়াবী, গর্ব্বিত, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ পরস্পর জয়ার্থী হইয়া মায়া প্রকটন পূর্ব্বক অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করত সাতিশয় বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। যেমন দেবাসুর যুদ্ধে মহাবল বল ও ইন্দ্র পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই রূপ চেকিতান অনুবিন্দের সহিত অতিভৈরব যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন পূর্ব্বে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই রূপ লক্ষ্মণ ক্ষত্রদেবের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবল হার্দ্দিক্য ত্বরান্বিত ও যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া যথাবিধি কল্পিত, প্রচলিতাশ্ব রথে আরোহণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর অভিমুখে গমন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অরিন্দম অভিমন্যু তাঁহার সহিত অতি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হার্দ্দিক্য শরনিকরে অভিমন্যুরে আচ্ছন্ন করিলে অভিমন্যু তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও অশ্বগণকে ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। হার্দ্দিক্য অন্য

সাত শরে অভিমন্যুরে ও পাঁচ শরে তাঁহার অশ্বগণকে ও সারথিরে বিদ্ধ করিয়া কৌরব সেনাগণের হর্ষ বর্দ্ধন করত সিংহের ন্যায় মুহুর্মুহু শব্দ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু হার্দ্দিক্যের প্রাণহর শর গ্রহণ করিবা মাত্র হার্দ্দিক্য সেই ঘোরদর্শন শর সন্ধিত হইয়াছে জানিয়া দুই শরে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরবীরহা অভিমন্যু সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া চর্ম্ম ও নিশিত খড্গ ধারণ পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন এবং সেই খড্গ ঘূর্ণয়মান করিয়া অনেক তারাশোভিত সেই চর্ম্ম দ্বারা কৃতহস্তের ন্যায় আত্মবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এক বার ঘূর্ণায়মান, এক বার উর্দ্ধে ভ্রাম্যমান, এক বার কম্পিত ও এক বার উত্থিত করাতে অসিচর্ম্মের প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হইল না। অনন্তর তিনি সিংহনাদ সহকারে হার্দ্দিক্যের রথেষায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথে আরোহণ ও তাঁহার কেশকলাপ গ্রহণ করিয়া পদাঘাতে সারথিরে নিহত করিলেন, খড্গাঘাতে ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং গরুড় যেমন সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিয়া সর্পকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, সেই রূপ অভিমন্যু তাঁহারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তখন পার্থিবগণ বিগলিত কেশ পৌরবকে সিংহ কর্ত্তৃক পাত্যমান অচেতন বৃষভের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ পৌরবকে অভিমন্যুর বশবর্ত্তী, অনাথবৎ আকৃষ্যমাণ ও নিপতিত অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সিংহনাদসহ, ময়ূরাঙ্কিত, কিঙ্কিণীশত শোভিত, জালপরিবেষ্টিত চর্ম্ম ও খড্গ গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অভিমন্যু জয়দ্রথকে দর্শন করিয়া পৌরবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তূর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্যেনবৎ নিপতিত হইলেন। শত্রুগণের নিক্ষিপ্ত প্রাস, পট্টিশ ও নিস্ত্রিংশ সকল খড্গ দ্বারা ছেদিত ও চর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত করিতে লাগিলেন এবং স্বপক্ষ সৈন্যগণকে স্বভুজবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই মহাখড্গ ও চর্ম্ম উদ্যত করিয়া, শার্দ্দূল যেমন কুঞ্জরের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ পিতার অত্যন্ত বৈরী, বৃদ্ধক্ষত্রনন্দন জয়দ্রথের অভিমুখে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। যেমন ব্যাঘ্র ও সিংহ নখদন্ত দ্বারা পরস্পর প্রহার করে, তদ্রূপ তাঁহারা উভয়ে উভয়কে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে খড্গ দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই অসিচর্ম্মের সম্পাতে, অভিঘাতে ও নিপাতে সেই নরসিংহ দ্বয়ের প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারিল না। উভয়ের অবক্ষেপ, শস্ত্রান্তর নিদর্শন এবং বাহ্যান্তর নিপাতও নির্ব্বিশেষ লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই দুই মহাত্মা যখন বাহ্য ও অভ্যন্তর পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা সপক্ষ পর্ব্বতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। অনন্তর যশস্বী অভিমন্যু খড্গ বিক্ষেপ করিবা মাত্র জয়দ্রথ তাঁহার চর্ম্মে খড্গাঘাত করিলেন। সেই মহাখড্গ অভিমন্যুর চর্ম্মস্থিত স্বর্ণপত্রের অভ্যন্তরে সংলগ্ন ও জয়দ্রথ কর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক কম্পিত হওয়াতে ভগ্ন হইল। দেখিলাম, জয়দ্রথ স্বীয় খড্গ ভগ্ন হইয়াছে জানিয়া প্লুত গতিতে ছয় পদ গমন করিয়া নিমেষ মাত্রেই পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন। এ দিকে অভিমন্যু সমরমুক্ত হইয়া উত্তম রথে অবস্থান করিলে সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহারে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। মহাবল অর্জ্জুননন্দন চর্ম্ম ও খড্গ উৎক্ষিপ্ত করিয়া জয়দ্রথের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

যেমন ভাস্কর ভুবন সন্তাপিত করেন, পরবীরহা অভিমন্যু সিন্ধুরাজকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার সৈন্যগণকে সেই রূপ পরি-

তাপিত করিতে লাগিলেন। শল্য তাঁহার উপর লৌহময়, কনকভূষণ, অতি ভীষণ, অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। গরুড় যেমন পতনশীল পতঙ্গকে গ্রহণ করে, অভিমন্যু সেই রূপ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই শক্তি গ্রহণ করিয়া স্বীয় অসি কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিলেন। রাজগণ সেই অমিততেজার ক্ষিপ্রকারিতা ও বলবত্তা অবগত হইয়া সকলে এক কালে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর পরবীরহা অভিমন্যু শল্যের প্রতি সেই বৈদূর্য্য খচিত শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ শক্তি শল্যের রথে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সারথিরে নিহত ও রথ হইতে নিপাতিত করিল। অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, কৈকেয়, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা সাধু সাধু বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নানাবিধ বাণ শব্দ ও বিপুল সিংহনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল; উহা শ্রবণ করিয়া সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যু সাতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। যেমন জলদজাল পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, আপনার পুত্রগণ শত্রুর ঈদৃশ বিজয় লক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকরে সেই রূপ আকীর্ণ করিলেন। শত্রুনিপাতন শল্য সারথির পরাভবে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগের প্রিয়াচরণ বাসনায় সুভদ্রানন্দনকে আক্রমণ করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তোমার কথিত বহুবিধ বিচিত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধ শ্রবণ করিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণকে ধন্য বোধ করিতেছি। মানবগণ কুরু ও পাণ্ডবগণের দেবাসুরোপম যুদ্ধ আশ্চর্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন। আমি এই উৎকৃষ্ট যুদ্ধ শ্রবণ করিতেছি বটে, কিন্তু ইহাতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না; অতএব আমার নিকট শল্য ও অভিমন্যুর যুদ্ধ কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শল্য সারথিরে ব্যাপাদিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া লৌহময় গদা উৎক্ষিপ্ত করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ভীমসেন তাঁহারে প্রদীপ্ত কালানলের ন্যায়, দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া বৃহৎ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অতি বেগে গমন করিলেন। অভিমন্যুও বজ্রতুল্য মহাগদা ধারণ করিয়া আইস, আইস, বলিয়া শল্যকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন যত্ন পূর্ব্বক অভিমন্যুরে নিবারণ করিলেন এবং শল্যের নিকট গমন করিয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই রূপ মহাবল মদ্ররাজও ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া কুঞ্জরের অভিমুখগামী শার্দ্দূলের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর তূর্য্য নিনাদ, সহস্র সহস্র শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ ও ভেরী সমূহের মহাশব্দ হইতে লাগিল এবং পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান পাণ্ডব ও কৌরবগণের শত শত সাধু সাধু শব্দ সমুৎপন্ন হইল। সমরে শল্য ভিন্ন কেহই ভীমসেনের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; সেই রূপ ভীম ভিন্ন কোন ব্যক্তিই মহাত্মা মদ্রাধিপের গদাবেগ সহ্য করিতে পারে না। স্বর্ণপট্টসংযুক্ত সকল লোকের হর্ষজনন বৃহৎ গদা ভীম কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং শল্য বিভাগ ক্রমে মণ্ডলাকার পথে বিচরণ করাতে তাঁহার গদাও মহাবিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দুই বীরই বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় বিঘূর্ণিত গদারূপ শৃঙ্গে সুশোভিত হইয়া গর্জ্জন সহকারে মণ্ডল গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মণ্ডলগতিতে ও গদা প্রহারে উভয়ের

তুল্যরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। মদ্ররাজের মহতী গদা ভীম কর্ত্তৃক আহত হওয়াতে অগ্নিশিখা সহকারে অতি ভীষণ হইয়া আশু বিশীর্ণ হইল এবং ভীমসেনের গদাও শল্য কর্ত্তৃক আহত হইয়া বর্ষা প্রদোষে খদ্যোত পরিবৃত বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মদ্ররাজ নিক্ষিপ্ত গদা আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মুহুর্মুহু হুতাশন উৎপাদন করিতে লাগিল এবং ভীমসেনের গদা শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া পতন্তী মহোল্কার ন্যায় শল্যের সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিল। সেই উভয় গদাই পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নিশ্বসন্তী নাগকন্যার ন্যায় অনল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। যেমন দুই মহাব্যাঘ্র নখ দ্বারা এবং দুই মহাগজ দশন দ্বারা পরস্পর আক্রমণ করিয়া বিচরণ করে, সেই রূপ শল্য ও বৃকোদর উভয় গদা দ্বারা পরস্পর আক্রমণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুই মহাত্মাই ক্ষণমাত্রে মহাগদার আঘাতে রুধিরসিক্ত হইয়া কুসুমিত কিংশুক তরুর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইলেন। সেই নরসিংহদ্বয়ের গদাঘাত জনিত মহাশব্দ, সকল দিকে বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। পর্ব্বত যেমন বিদীর্ণ হইলেও কম্পিত হয় না, সেই রূপ ভীমসেন শল্য কর্ত্তৃক গদা দ্বারা বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে আহত হইয়াও কম্পমান হইলেন না এবং মহাবল শল্যও ভীমসেনের গদাবেগে তাড্যমান হইয়াও ধৈর্য্য বশত বজ্র সমূহে আহত পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবেগশালী মাতঙ্গ সদৃশ উভয় বীরই গদা উদ্যমিত করিয়া উভয়ের প্রতি পতিত হইলেন, পুনরায় অন্তর মার্গে অবস্থান পূর্ব্বক মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; পরে সহসা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অষ্ট পদ গমন করিয়া সেই লৌহদণ্ড দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। এই রূপে উভয় বীর পরস্পরের বেগে ও গদাঘাতে নির্ভরনিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ক্ষিতিতলে যুগপৎ নিপতিত হইলেন।

অনন্তর মহারথ কৃতবর্ম্মা বিহ্বল ও পুনঃপুন নিশ্বসন্ত শল্যের নিকট অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে গদা দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচেষ্ট বিষধরের ন্যায় মূর্চ্ছাভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া শীঘ্র স্বরথে আরোহিত করত সংগ্রাম হইতে অপবাহিত করিলেন। অনন্তর মত্তবৎ বিহ্বল, বীর্য্যশালী, মহাবাহু, গদাহস্ত ভীমসেন নিমেষ মাত্রে পুনরায় উত্থিত হইয়াছেন, অবলোকন করিলাম। আপনার পুত্রগণ মদ্রাধিপতিরে পরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, পদাতি, অশ্ব ও রথের সহিত কম্পিত হইয়া উঠিলেন। জয়শালী পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান কৌরব সৈন্যগণ ভীত হইয়া বাতনোদিত জলদজালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। মহারথ পাণ্ডবগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাজিত করিয়া দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন, হর্ষিত হইয়া উচ্চ স্বরে সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন এবং ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক সকল বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! বীর্য্যবান্ বৃষসেন আপনার সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া একাকী অস্ত্রমায়া প্রকটন পূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃষসেন বিনির্ম্মুক্ত শরনিকর মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তিগণকে বিদীর্ণ করিয়া দশ দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। তাঁহার সহস্র সহস্র মহাবাণ গ্রীষ্মকালীন দিবাকরকিরণের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণ পূর্ব্বক রথী ও সাদিগণকে নিপীড়িত করিয়া বাতভগ্ন দ্রুমের ন্যায়

সহসা ভূমিতলে নিপাতিত করিল। মহারথ বৃষসেন শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্বদল, রথশ্রেণী ও গজযূথকেও নিপাতিত করিলেন।

ভূপতিগণ বৃষসেনকে একাকী অভীতবৎ সংগ্রামে বিচরণ করিতে দেখিয়া, সকলে একত্র হইয়া তাহারে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। নকুলনন্দন শতানীক বৃষসেনের সম্মুখীন হইয়া মর্ম্মভেদী দশ নারাচে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। বৃষসেন শতানীকের শরাসন ও কেতু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রৌপদীর অন্যান্য পুত্রগণ শতানীকের নিকটবর্ত্তী হইবার বাসনায় গমন করিয়া শীঘ্র শর সমূহে বৃষসেনকে অদৃশ্য করিলেন। যেমন জলদজাল পর্ব্বতকে আবৃত করে, সেই রূপ অশ্বত্থামা প্রভৃতি রথিগণ নানাবিধ শরে মহারথ দ্রৌপদেয়গণকে শীঘ্র আচ্ছন্ন করিয়া ধাবমান হইলেন। পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চাল, কৈকেয়, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ ত্বরান্বিত ও উদ্যতায়ুধ হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধের ন্যায় কৌরবগণের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর লোমহর্ষণ মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পর কৃতাপরাধ বীর্য্যশালী পাণ্ডব ও কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর অবলোকন করত এই রূপ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সেই সকল অমিততেজার শরীর রোষ বশত আকাশে যুদ্ধার্থী পক্ষী ও সর্পের শরীরের ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র ভীম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি দ্বারা প্রলয় কালীন সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইল। দেবগণের সহিত দানবগণের সমরের ন্যায় পরস্পর প্রহারী মহাবলগণের সহিত মহাবলগণের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর কৌরবপক্ষ মহারথগণ পলায়ন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কৌরব সৈন্যগণকে বধ করিতে লাগিল।

দ্রোণাচার্য্য কৌরব সৈন্যগণকে ভগ্ন ও শত্রুগণ কর্ত্তৃক অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে শূরগণ! পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই। অনন্তর শোণাশ্ব দ্রোণাচার্য্য চতুর্দন্ত হস্তীর ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলে যুধিষ্ঠির কঙ্কপত্রশোভিত শরনিকরে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ সত্বরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। বেলা যেমন সমুদ্রকে ধারণ করে, পাঞ্চালগণের যশস্কর, চক্ররক্ষক কুমার সেই রূপ আগচ্ছমান দ্রোণকে ধারণ করিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে কুমার কর্ত্তৃক নিবারিত দেখিয়া সকলে সিংহনাদ ও সাধুবাদ করিতে লাগিল। মহাবল কুমার ক্রুদ্ধ হইয়া সায়ক দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন এবং কৃতহস্ত হইয়া অবিশ্রান্ত ভাবে অনেক সহস্র শরে তাঁহারে নিবারণ করিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

আপনার সৈন্যগণের রক্ষাকর্ত্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য শৌর্য্যশালী, আর্য্যব্রত, মন্ত্রে ও অস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, চক্ররক্ষক কুমারকে বিনষ্ট করিলেন, সৈন্যগণের মধ্য স্থলে আগমন করিয়া সকল দিকে বিচরণ পূর্ব্বক দ্বাদশ বাণে শিখণ্ডীরে, বিংশতি বাণে উত্তমৌজারে, পাঁচ বাণে নকুলকে, সাত বাণে সহদেবকে, দ্বাদশ বাণে যুধিষ্ঠিরকে, তিন তিন বাণে দ্রৌপদেয়দিগকে, পাঁচ বাণে সাত্যকিরে ও দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া প্রাধান্যানুসারে অন্যান্য যোদ্ধাগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিক্ষোভিত করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। যুগন্ধর মহারথ, জাতক্রোধ, বাতোদ্ধূত সাগর সদৃশ

ভারদ্বাজকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা যুগন্ধরকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন।

অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, কৈকেয়গণ, সাত্যকি, শিবি, পাঞ্চাল্য ব্যাঘ্রদত্ত, বীর্য্যবান্ সিংহসেন ও অন্যান্য বহু বীর যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার বাসনায় ভূরি ভূরি সায়ক নিক্ষেপ করত দ্রোণাচার্য্যের পথ রোধ করিলেন। পাঞ্চাল্য ব্যাঘ্রদত্ত পঞ্চাশৎ নিশিত সায়কে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলে লোক সকল চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহসেনও হৃষ্ট হইয়া সহসা অন্যান্য মহারথগণকে বিত্রাসিত করত দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলবান্ দ্রোণাচার্য্য নয়নযুগল বিষ্ফারিত ও শরাসনজ্যা মার্জ্জিত করিয়া সিংহনাদ সহকারে তাঁহারে আক্রমণ পূর্ব্বক দুই ভল্ল দ্বারা তাঁহার ও ব্যাঘ্রদত্তের কুণ্ডলসনাথ মস্তক ছেদন করিলেন এবং শর সমূহে পাণ্ডবদিগের মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের রথ সমীপে অন্তকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যতব্রত দ্রোণাচার্য্য সন্নিহিত হইলে যুধিষ্ঠিরের সৈন্য মধ্যে, রাজা নিহত হইলেন, এই মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। আপনার সৈনিকগণ দ্রোণের বিক্রম অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিল, আজি যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধন কৃতার্থ হইবেন; দ্রোণাচার্য্য এই মুহূর্ত্তেই যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে আমাদিগের ও দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

কৌরব সৈন্যগণ এই রূপ জল্পনা করিতেছেন, এমন সময় মহারথ অর্জ্জুন শোণিত জল, রথাবর্ত্ত, শূরগণের অস্থি ও শরীরে আকীর্ণ প্রেতকূলাপহারী, শরজাল ফেনময় মহা নদী প্রবর্ত্তিত ও, রথঘোষে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করত সেই ভয়ঙ্কর নদী উত্তীর্ণ হইয়া কৌরবগণকে বিদ্রাবিত করিয়া মহাবেগে আগমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন দ্রোণ সৈন্যগণকে যেন মোহিত করিয়া শরজালে আচ্ছন্ন করত সহসা আক্রমণ করিলেন। যশস্বী ধনঞ্জয় এরূপ সত্বরে শর ক্ষেপ ও সন্ধান করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অবকাশ কাহারও নয়নগোচর হইল না। অনন্তর ধনঞ্জয়কৃত শরান্ধকারে না দিক্, না অন্তরিক্ষ, না স্বর্গ না মেদিনী, কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না; বোধ হইল, যেন সমুদায়ই বাণময় হইয়া গিয়াছে। এই সময় দিবাকর ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন ও অস্তমিত হইলেন; সুতরাং কে সুহৃৎ, কে মিত্র ইহা অবগত হইবার আর সামর্থ রহিল না।

অনন্তর দ্রোণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে অবহার করিলে অর্জ্জুন শত্রুগণকে ভীত ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ জানিয়া স্ব সৈন্যগণকে ক্রমে ক্রমে অবহার করিলেন। ঋষিগণ যেমন সূর্য্যের স্তব করেন, পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ হৃষ্ট হইয়া সেই রূপ মনোজ্ঞ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এই রূপে ধনঞ্জয় বাসুদেবের সহিত শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া হৃষ্ট চিত্তে সৈন্যগণের পশ্চাতে সারযুক্ত ইন্দ্রনীলমণি, সুবর্ণ, রৌপ্য, হীরক, প্রবাল ও স্ফটিকে খচিত রথে, নক্ষত্রখচিত আকাশস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভমান হইয়া স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

দ্রোণাভিষেক পর্ব্ব সমাপ্ত।

সংশপ্তকবধ পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনাগণ শিবিরে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব ভাগে ও স্ব স্ব গুল্মে ন্যায়-

নুসারে বাস করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন পূর্ব্বক লজ্জিত মনে কহিলেন, মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অর্জ্জুন থাকিতে দেবগণও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমরা দৃঢ়তর যত্ন করিয়াছিলে; তথাপি ধনঞ্জয় সেই কার্য্য সমাপন করিয়াছেন; অতএব আমার বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না; কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই অজেয়। অতএব কোন রূপে অর্জ্জুনকে অপসারিত করিতে পারিলে আজি যুধিষ্ঠির তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। এ ক্ষণে অন্য কোন বীরকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করুন; তিনি অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ স্থানান্তরিত করিলে যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুন তাহারে পরাজয় না করিয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; আমি সেই অবসরে পাণ্ডবসেনা ভেদ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব। যদি যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের অনবস্থান কালে আমারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হন, তাহা হইলে তাঁহারে গৃহীত বিবেচনা করিবে। হে মহারাজ! আজি এই রূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুচরগণকে তোমার বশম্বদ করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

ত্রিগর্ত্তাধিপতি দ্রোণবাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন বারংবার আমাদিগকে পরাভব করিয়াছে; আমরা নিরপরাধী কিন্তু সে আমাদের নিকট অপরাধ করিয়া থাকে। আমরা সেই সকল নানা প্রকার পরাভব স্মরণ করিয়া রোষানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকি; রজনী যোগে কিছুতেই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হই না। সে অস্ত্র সম্পন্ন হইয়া ভাগ্য বশত আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; আমরা আজি অভিলাষানুরূপ আপনার হিতকর ও আমাদের যশস্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিব; আমরা রণক্ষেত্রের বহির্ভাগে গমন করিয়া তাহারে সংহার করিব। আজি পৃথিবী অর্জ্জুনশূন্য বা ত্রিগর্ত্তশূন্য হইবে; আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহা কখনই মিথ্যা হইবে না।

প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্ত সুশর্ম্মা সত্যরথ, সত্যধর্ম্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু ও সত্যকর্ম্মা এই পাঁচ ভ্রাতা এবং অযুত রথ সমভিব্যাহারী মাবেলক, ললিত্থ ও মদ্রকগণের সহিত নানা জনপদ হইতে সমাগত উৎকৃষ্ট অযুত রথ সমভিব্যাহারে এবং মালব ও তুণ্ডিকেরগণ তিন অযুত রথ লইয়া শপথ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সকলে হুতাশন আনয়ন ও পৃথক্ পৃথক্ স্থাপিত করিয়া কুশচীর ও বিচিত্র কবচ ধারণ করিলেন; পরে সেই মহাত্মারা ঘৃতাক্ত, মৌর্ব্বী মেখলালঙ্কৃত, সহস্র শত দক্ষিণাসম্পন্ন, যাজ্ঞিক, পুত্রসমবেত, পুণ্য লোকলাভের যোগ্য, কৃতকৃত্য, জীবিত নিরপেক্ষ, যশ ও বিজয়লাভার্থী এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রমুখ, শ্রুতি বিহিত, ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্য লোক সমুদায় লাভে সমুৎসুক হইয়া সংগ্রামে তনুত্যাগ পূর্ব্বক তথায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ নিষ্ক, ধেনু ও বস্ত্র প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন, পরস্পর সম্ভাষণ ও সমরব্রত ধারণ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। পরে তাঁহারা সর্ব্ব সমক্ষে সেই হুতাশন স্পর্শ করিয়া অর্জ্জুনবধে প্রতিজ্ঞা করত উচ্চ স্বরে কহিলেন, হে ভূপালগণ! যদি আমরা অর্জ্জুনকে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হই অথবা তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মঘাতক, মদ্যপায়ী, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্মস্ব ও রাজপিণ্ডাপহারী, শরণাগত পরিত্যাগী, অর্থি-

ঘাতী, গৃহদাহী, গোহন্তা, অপকারী, ব্রহ্মদ্বেষী, ন্যস্ত ধনাপহারী, শাস্ত্র বিহিত পথ পরিত্যাগী, দীনানুসারী, নাস্তিক এবং অগ্নি ও মাতৃ পরিত্যাগীদিগের যে লোক, আর যে ব্যক্তি মোহ পরতন্ত্র হইয়া ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন না করে, যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করে ও যে ব্যক্তি ক্লীবের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদের যে লোক এবং অন্যান্য পাপানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিদিগের যে লোক, আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইব। কিন্তু যদি রণস্থলে অতি দুষ্কর কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হই, তাহা হইলে আজি নিঃসন্দেহ অভীষ্ট লোক সকল প্রাপ্ত হইব। সুশর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ এই রূপ শপথ করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে দক্ষিণ দিকে আহ্বান করিতে করিতে সমরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত হই না; এই রূপ ব্রত ধারণ করিয়াছি। এ ক্ষণে সংশপ্তকগণ আমারে আহ্বান করিতেছে, অতএব আপনি অনুচরগণের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। আমি উহাদিগের এই রূপ আহ্বান কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। এ ক্ষণে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি উহাদিগকে অবশ্যই বিনাশ করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যে রূপ অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাও তুমি সম্যক্ কর্ণগোচর করিয়াছ; এ ক্ষণে যাহাতে উহা মিথ্যা হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। দ্রোণ মহাবল পরাক্রান্ত, শিক্ষিতাস্ত্র ও জিতশ্রম; তিনি আমারে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! সত্যজিৎ আজি আপনার রক্ষক হইবেন; ইনি জীবিত থাকিতে দ্রোণাচার্য্য স্বীয় অভিলাষ পূরণে কদাচ সমর্থ হইবেন না। সত্যজিৎ বিনষ্ট হইলে আপনারা কেহই রণস্থলে অবস্থান করিবেন না।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রীতিস্নিগ্ধ নয়নে অর্জ্জুনকে অবলোকন ও আলিঙ্গন করিয়া বারংবার আশীর্ব্বাদ করত গমনে অনুমতি করিলেন। তখন যেমন ক্ষুধার্থ সিংহ ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত মৃগগণের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ তিনি ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ রোষাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুন বিহীন রাজা যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ বর্ষাকালে প্রবৃদ্ধসলিলা অতি বেগবতী ভগবতী ভাগীরথী যেমন সরিৎ দ্বারা সরযূর সহিত মহাবেগে মিলিত হয়, তদ্রূপ মহাবেগে মিলিত হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনন্তর সংশপ্তকগণ সমতল ভূতলে অবস্থান করিয়া হৃষ্ট মনে রথ দ্বারা চন্দ্রাকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষভরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঐ চীৎকার শব্দ চতুর্দ্দিক্ ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন করিল, কিন্তু চারি দিক্ লোকে সমাবৃত ছিল বলিয়া প্রতিধ্বনি হইল না। তখন ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে নিতান্ত সন্তুষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্য মুখে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি ঐ সমস্ত মুমূর্ষু ত্রিগর্ত্তদিগকে অবলোকন কর; উহারা রোদন করিবার স্থলে হর্ষ প্রকাশ করিতেছে অথবা উহারা কাপুরুষ দুষ্প্রাপ্য উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হইবে বলিয়া এ সময় হর্ষ প্রকাশ করিতেছে; তাহার সন্দেহ নাই। এই বলিয়া অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তদিগের বিপুল বল সমুদায়ের সম্মুখীন হইয়া চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করত মহাবেগে সুব-

র্ণালঙ্কৃত দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকদিগের বাহিনী সেই ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি শ্রবণে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তাঁহাদের অশ্ব সকল বিবৃতচক্ষু, স্তব্ধকর্ণ, স্তব্ধগ্রীব ও স্তব্ধপাদ হইয়া রুধির বমন ও প্রস্রাব করিতে লাগিল। অনন্তর সংশপ্তকগণ সংজ্ঞা লাভ করত সেনাগণকে প্রকৃতিস্থ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি এককালে বাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন পঞ্চদশ শরে সংশপ্তকবিনির্ম্মুক্ত সহস্র শর আগত হইতে না হইতেই খণ্ড খণ্ড করিলেন। পরে তাঁহারা দশ দশ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন তিন তিন শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সংশপ্তকগণ পাঁচ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন দুই দুই শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। সংশপ্তকগণ পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যেমন বৃষ্টি দ্বারা তড়াগ সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ শর নিকরে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন যেমন কানন মধ্যে ভ্রমর পংক্তি কুসুমসুশোভিত পাদপে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র শর অর্জ্জুনের প্রতি নিপতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর সুবাহু অস্থিসারময় ত্রিশ শরে অর্জ্জুনের কিরীট বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন কিরীটস্থ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃতের ন্যায় ও উত্থিত দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি ভল্লাস্ত্রে সুবাহুর হস্তাবাপ ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা, সুরথ, সুধর্ম্মা, সুধনু ও সুবাহু ইঁহারা দশ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রত্যেককেই শরজালে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে সুধন্বার শরাসন ছেদন ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার শিরস্ত্রাণ সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। তখন তাঁহার অনুচরগণ নিতান্ত ভীত হইয়া যে স্থানে দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল অবস্থান করিতেছে, তথায় ধাবমান হইল। যেমন দিবাকর করজালে অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন রোষভরে অবিচ্ছিন্ন শরনিকরে কৌরব সেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন সেনাগণ ত্রস্ত ভীত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। ত্রিগর্ত্তেরা অর্জ্জুনকে ক্রোধে নিতান্ত অধীর নিরীক্ষণ করত সাতিশয় শঙ্কিত হইল এবং পার্থ শরে আহত হইয়া ভয়ার্ত্ত মৃগযূথের ন্যায় সেই সেই স্থানেই মোহে অভিভূত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারথ ত্রিগর্ত্তদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ! ভীত হইও না; পলায়ন করা তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে না। তোমরা কৌরব সৈন্য সমক্ষে সেই রূপ ভয়ানক শপথ করিয়া এক্ষণে তাহাদের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রধান প্রধানদিগকে কি বলিবে। পলায়ন করিলে কি লোকে উপহাস করিবে না? অতএব তোমরা একত্র মিলিত হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ কর। এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র তাহারা তুমুল কোলাহল সহকারে পরস্পরকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সংশপ্তকগণ ও নারায়ণী সেনারা মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে প্রত্যাগত নিরীক্ষণ করিয়া মহাত্মা বাসুদেবকে কহিলেন, হে কেশব! বোধ হইতেছে, সংশপ্তকগণ জীবন সত্ত্বে রণস্থল পরিত্যাগ করিবে না; অতএব এক্ষণে উহাদের দিকে অশ্ব চালনা কর। আজি তুমি আমার ভুজ-

বল ও গাণ্ডীববল অবলোকন করিবে। যেমন রুদ্রদেব পশুগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও ইহাদিগকে বধ করিব। তখন বাসুদেব সহাস্য মুখে শুভাকাঙ্ক্ষা দ্বারা অর্জ্জুনকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে রথ চালন করিতে লাগিলেন। সমরে পাণ্ডুবর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক সেই রথ পরিচালিত হইলে আকাশগামী বিমানের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইল এবং পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে সুররাজরথের ন্যায় মণ্ডল ও গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর বিবিধ আয়ুধধারী নারায়ণী সেনা সকল ক্রোধভরে শরনিকরে অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে নেত্রের অগোচর করিল। তখন অর্জ্জুন ক্রোধভরে দ্বিগুণ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সত্বরে গাণ্ডীব শরাসন পরিমার্জ্জিত করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ললাটদেশে ক্রোধচিহ্ন ভীষণ ভ্রুকুটি করিয়া দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত্রুনিসূদন ত্বাষ্ট্র অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে সহস্র সহস্র মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইল। তখন সেনাগণ আপনার প্রতিরূপ সেই নানা রূপে বিমোহিত হইয়া পরস্পরকে অর্জ্জুন বোধে বিনাশ করিতে লাগিল। তাহারা এই অর্জ্জুন এই বাসুদেব বলিয়া মোহ প্রভাবে পরস্পরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন সকলে ত্বাষ্ট্র অস্ত্র প্রভাবে বিমোহিত হইয়া এক কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে রণস্থল পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। সেই ত্বাষ্ট্র অস্ত্র শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্রজাল ভস্মসাৎ করিয়া বীরগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সহাস্য মুখে ললিত্থ, মালব, মাবেল্লক, ত্রিগর্ত্ত ও অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বিবিধ আয়ুধজাল পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই ভয়ানক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অর্জ্জুন, রথ ও কেশব আর নয়নগোচর হইলেন না। ইত্যবসরে সংশপ্তকগণ লব্ধলক্ষ্য হইয়া পরস্পর কোলাহল করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রীত মনে বসন বিকম্পিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্র সহস্র বীরগণ ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ ধ্বনি করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন বাসুদেব একান্ত ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি কোথায়; আমি তোমারে নিরীক্ষণ করিতেছি না; তুমি ত জীবিত আছ? তাঁহার বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুন সত্বর হইয়া বায়ব্যাস্ত্রে সেই সমস্ত শর নিরাকরণ করিলেন। তখন ভগবান্ প্রভঞ্জন শুষ্ক পত্ররাশির ন্যায় হস্তী, অশ্ব, রথ ও আয়ুধের সহিত সংশপ্তকগণকে বহন করিতে লাগিলেন। যেমন বিহঙ্গগণ যথা সময়ে বৃক্ষ হইতে উড্ডীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা বায়ুবেগে উড্ডীন হইয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অর্জ্জুন সত্বরে তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া শত শত সহস্র সহস্র শরে প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্লাস্ত্রে তাঁহাদের মস্তক ও সশস্ত্র হস্ত ছেদ করিয়া শর দ্বারা করিশুণ্ডোপম উরুদণ্ড পৃথিবীতে নিপাতিত করিলেন। তখন কাহার পৃষ্ঠদেশ খণ্ড খণ্ড, কাহার চরণযুগল ছিন্ন ভিন্ন, কাহারও বা বাহু নিকৃত্ত ও চক্ষু বিকল হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন শত্রুগণকে এই রূপ ক্ষত বিক্ষত করত গন্ধর্ব্ব নগরাকার সুসজ্জিত রথ সকল শরজালে খণ্ড খণ্ড করিয়া হস্তী ও অশ্বগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কোন কোন স্থলে ছিন্নধ্বজ রথ সকল মুণ্ডিত তালবনের ন্যায় শোভা

প্রাপ্ত হইল। উৎকৃষ্ট আয়ুধসনাথ পতাকা পরিশোভিত, ধ্বজদণ্ডমণ্ডিত অঙ্কুশ সম্পন্ন মাতঙ্গগণ তরুরাজি সমাকীর্ণ বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। চামরপীড়, কবচাবৃত তুরঙ্গম সকল পার্থ বাণে অস্ত্র, নেত্র ও জীবন বিনির্গত হওয়ায় আরোহী সহিত ধরাসনে শয়ন করিল। অসি ও নখরবিদ্ধ, ছিন্নবর্ম্মা, ছিন্নাস্থিসন্ধি, ছিন্নমর্ম্মা পদাতিগণ নিহত হইয়া অতি দীন ভাবে শয়ন করিয়া রহিল। তখন কেহ নিহত, কেহ হন্যমান, কেহ নিপতিত, কেহ পাত্যমান, কেহ অবস্থিত, কেহ বা বিচেষ্টমান হইতে লাগিল। এই রূপে রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। নভোমণ্ডলে উড্ডীন ধূলিজাল রুধিরধারা বর্ষণে প্রশান্ত হইয়া গেল; কবন্ধশত সঙ্কুল রণস্থল নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। তখন কালাত্যয়ে পশু সংহারে প্রবৃত্ত ভগবান্ রুদ্রের আক্রীড়ের ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনের সাতিশয় ভয়ঙ্কর রথ বিলক্ষণ শোভা পাইতে লাগিল। নিতান্ত ব্যাকুল অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণ সমবেত অর্জ্জুনাভিমুখীন সৈন্যগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ইন্দ্রপুরের আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন সেই রণক্ষেত্র নিহত মহারথগণে আস্তীর্ণ হইয়া সাতিশয় সুশোভিত হইল। অর্জ্জুন এই রূপে সমরমদে মত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। আয়ুধধারী বিপুল বল সমুদায় যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে সত্বরে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তখন রণস্থল অতি তুমুল হইয়া উঠিল।

বিংশতিতম অধ্যায়।

মহারথ দ্রোণাচার্য্য রজনী অতিবাহিত করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে বৎস! আমি তোমারই বশম্বদ। আমি অর্জ্জুনের সহিত সংশপ্তকগণের সমর উদ্ভাবিত করিয়াছি। অনন্তর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলে দ্রোণ ব্যূহ রচনা করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে পাণ্ডব সেনাভিমুখে নির্গত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভারদ্বাজ বিরচিত সুপর্ণ ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া মণ্ডলার্দ্ধ ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ সুপর্ণ ব্যূহের মুখ, সানুচর সহোদরগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন তাহার মস্তক, কৃতবর্ম্মা ও তেজস্বী গৌতম চক্ষু দ্বয়, ভূতশর্ম্মা, ক্ষেমশর্ম্মা, করকাক্ষ এবং কলিঙ্গ, সিংহল, প্রাচ্য, শূদ্র, আভীর, দাশেরক, শক, যবন, কাম্বোজ, হংসপদ, শূরসেন, দরদ, মদ্র ও কেকয়গণ আর শত শত সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি উহার গ্রীবা, ভূরিশ্রবা, শল্য, সোমদত্ত ও বাহ্লিক অক্ষৌহিণী পরিবৃত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দানুবিন্দ ও কাম্বোজ সুদক্ষিণ, ইহাঁরা বাম পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া অশ্বত্থামার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উহার পৃষ্ঠ ভাগে অম্বষ্ঠ, কলিঙ্গ, মাগধ, পৌণ্ড্র, মদ্রক, গান্ধার, শকুন, প্রাচ্য, পার্ব্বতীয় ও বসাতিগণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবীর কর্ণ পুত্র, জ্ঞাতি, বান্ধবগণ এবং নানা দেশ সমাগত বহুল বল সমভিব্যাহারে অবস্থান করিলেন। জয়দ্রথ, ভীমরথ, যাজ, ভোজ, ভূমিঞ্জয়, বৃষ, ক্রাথ ও মহাবল পরাক্রান্ত নৈষধ, ইহাঁরা বহুসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ব্যূহের বক্ষস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক হস্ত্যশ্বরথপদাতি পরিকল্পিত সুপর্ণ ব্যূহ যেন বায়ুক্ষুভিত মহাসাগরের ন্যায় নৃত্য করিতেছে বোধ হইল। যোদ্ধা সকল সমরাভিলাষে উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে জলদকালীন বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত গর্জ্জমান মেঘমণ্ডলের ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ব্যূহের মধ্যে প্রাগ্জ্যো-

ত্রিবেশ্বর ভগদত্ত সুসজ্জিত মাতঙ্গে আরোহণ করিলে এবং ভৃত্যেরা পূর্ণিমা রজনীতে কৃত্তিকা নক্ষত্র যুক্ত চন্দ্রমা সদৃশ মাল্য দাম বিভূষিত, শ্বেত ছত্র তাঁহার মস্তকে ধারণ করিলে তিনি উদয় কালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ মদমত্ত মাতঙ্গ বারিধারাভিষিক্ত উত্তুঙ্গ শৈলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বিবিধায়ুধ ধারী বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত পার্ব্বতীয় নৃপতিগণ তাঁহারে বেষ্টন করিয়া রহিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুর্ভেদ্য অমানুষ ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে বীর! আজি আমি যাহাতে ব্রাহ্মণের বশবর্ত্তী না হই, তাহার উপায় বিধান কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য বহু যত্নেও আপনারে বশবর্ত্তী করিতে সমর্থ হইবেন না; আমি তাঁহারে ও তাঁহার অনুচরগণকে সমরে নিবারণ করিব। আমি জীবিত থাকিতে আপনি কদাচ উদ্বিগ্ন হইবেন না; দ্রোণাচার্য্য আমারে পরাজয় করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবেন না।

এই বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলে দ্রোণাচার্য্য সেই অশুভদর্শন ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া ক্ষণমধ্যেই সাতিশয় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ দ্রোণাচার্য্যকে একান্ত বিমনায়মান নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিলেন। তখন উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্ম্মুখকে সত্বরে শর নিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক দ্রোণকে নিবারণ করিলেন। দুর্ম্মুখ দ্রোণকে নিবারিত দেখিয়া সত্বরে আগমন পূর্ব্বক নানা লক্ষণলাঞ্ছিত শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোহিত করিলেন। তাঁহারা এই রূপে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, দ্রোণাচার্য্য রাজা যুধিষ্ঠিরের সেনাগণকে শর প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন বায়ুবেগ বশত মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কোন কোন স্থলে নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল।

ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল মধুরদর্শন হইয়াছিল; পরিণামে উন্মত্তের ন্যায় নিতান্ত মর্য্যাদা শূন্য হইয়া প্রবর্ত্তিত হইল। তখন উভয় পক্ষে আত্মপর বিবেচনা কিছুই রহিল না; কেবল অনুমান ও সংজ্ঞা দ্বারা লোক সকল উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের চূড়ামণি, নিষ্ক, অন্যান্য ভূষণ ও বর্ম্ম সমুদায়ে আদিত্যসঙ্কাশ প্রভাজাল উদ্ভাসিত হইল। পতাকামণ্ডিত হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল বলাকা সনাথ জলদপটলের ন্যায় রমণীয় শোভা ধারণ করিল। মনুষ্য মনুষ্যকে, অশ্ব অশ্বকে, রথী রথীরে ও হস্তী হস্তীরে বিনাশ করিতে লাগিল। ক্ষণ কাল মধ্যে গজে গজে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সমস্ত মদস্রাবী দ্বিরদগণের গাত্র ঘর্ষণ ও দশনাঘাতে সধূম পাবক সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন স্খলিতপতাক বিষাণজ্বলিত হুতাশন করিনিকর নভোমণ্ডলে বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত মেঘের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। যেমন শরৎ কালে গগনতল জলদজালে সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ মাতঙ্গ সকল রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া ইতস্তত বিকীর্ণ হইল, কেহ কেহ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা তথায় নিপতিত হইল। কোন কোন হস্তী বাণ ও তোমর দ্বারা আহত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী বাণ ও তোমর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া

নিতান্ত ভীত হইল। কতকগুলি হস্তী বিষাণ সমাহত হইয়া প্রলয় কালীন জলদের ন্যায় ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী অন্য হস্তী দ্বারা প্রতিকূলগামী হইলে অঙ্কুশাহত হইয়া পুনরায় উন্মথিত করত শত্রুগণকেআঘাত করিল।

মহামাত্র সকল মহামাত্র কর্ত্তৃক শর তোমর দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রহরণ ও অঙ্কুশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল। মহামাত্র শূন্য মাতঙ্গ সকল নিনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছিন্ন অভ্রখণ্ডের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। কতক গুলি হস্তী নিহত, পাতিত ও পতিতায়ুধ ব্যক্তিদিগকে বহন করিয়া গণ্ডারের ন্যায় চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল। কতক গুলি হস্তী তোমর, ঋষ্টি ও পরশু দ্বারা আহত ও আহন্যমান হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইল। উহাদিগের অচলোপম বৃহৎ কলেবরে পৃথিবী আহত হইয়া সহসা কম্পিত ও শব্দায়মান হইতে লাগিল। বিনষ্ট আরোহীযুক্ত, পতাকা সমলঙ্কৃত মাতঙ্গগণ নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত দ্বারা পরিকীর্ণের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। করিসমারূঢ় মহামাত্র সকল রথী দ্বারা ভল্লাস্ত্রে নির্ভিন্নহৃদয় হইয়া অঙ্কুশ ও তোমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। কোন কোন হস্তী নারাচে আহত হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় চীৎকার করিয়া উভয় পক্ষীয় বীরগণকে বিমর্দ্দিত করত দশ দিকে গমন করিল। তখন বসুন্ধরা হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ এবং মাংস, শোণিত ও কর্দ্দমে নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। বারণগণ সচক্র, বিচক্র, অতি বৃহৎ রথ সকল দশনে মথিত করিয়া রথীর সহিত উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। রথ সকল রথী শূন্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ আরোহী শূন্য ও নিতান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। তথায় পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতারে সংহার করিতে লাগিল। এই রূপে অতি তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তৎকালে কিছুই অনুভূত হইল না। লোহিতবর্ণ কর্দ্দমে মনুষ্য সকলের গুল্ফ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইল; তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন পাদপ সকল প্রদীপ্ত দাবানলে পোথিত হইয়াছে। বস্ত্র, কবচ, ছত্র ও পতাকা সকল শোণিতসিক্ত হওয়াতে সমস্ত শোণিত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নিপাতিত অশ্ব, রথ ও নর সমুদয় রথনেমির প্রত্যাবর্ত্তনে বহুধা ছিন্ন হইল। সেই সৈন্যসাগর গজ সমূহ রূপ মহাবেগ শালী, বিনষ্ট মনুষ্য রূপ শৈবাল শোভিত, রথ সমূহ রূপ তুমুল আবর্ত্তযুক্ত হইয়া উঠিল। জয়াভিলাষী বীর পুরুষেরা বাহন রূপ বৃহৎ নৌকা দ্বারা তাহাতে অবগাহন করত নিমগ্ন না হইয়া বিপক্ষগণকে মোহাবিষ্ট করিতে লাগিলেন। চিহ্ন সম্পন্ন যোদ্ধাগণ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলে কোন ব্যক্তিই চিহ্ন বিহীন হইয়াছে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল না।

মহাবীর দ্রোণ সেই ভয়ঙ্কর ঘোরতর সমরে শত্রুগণকে মোহাবিষ্ট করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন।

এক বিংশতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে সমীপে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাসিংহ গজযূথপতিরে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে করিগণ যে রূপ শব্দ করে, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ সেই রূপ কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ দ্রোণকে অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ আচার্য্যের প্রতি ধাবমান-

হইলে মহাবীর দ্রোণ ও সত্যজিৎ সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করত বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ নিশিতাস্ত্র সায়ক দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথির উপরে সর্পবিষ সদৃশ সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সারথি সত্যজিতের বাণাঘাতে মূর্চ্ছাপন্ন হইল। অনন্তর মহাবীর সত্যজিৎ দ্রোণের অশ্বগণকে দশ ও উভয় পার্ষ্ণি সারথিরে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া মণ্ডলাকার গমনে বিচরণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ চিত্তে আচার্য্যের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমরে সত্যজিতের কার্য্য সন্দর্শনে তাঁহারে কালপ্রাপ্ত বোধ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ দশ শরে তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন। মহাপ্রতাপশালী সত্যজিৎ সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণের উপর কঙ্কপত্রযুক্ত ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যকে সত্যজিৎ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে বীরনাদ ও বসন কম্পন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃক ক্রোধভরে দ্রোণের বক্ষস্থলে ষষ্টি বাণ বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এই রূপে মহারথ দ্রোণ শর নিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধে নেত্র দ্বয় উদ্বর্ত্তন পূর্ব্বক মহাবেগে সত্যজিৎ ও বৃকের শরাসন ছেদন করিয়া ছয় বাণে সারথি ও অশ্ব সমুদায় সমভিব্যাহারে তাঁহারে সংহার করিলেন। তখন মহাবীর সত্যজিৎ সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের এবং তাঁহার অশ্ব সমুদায়, সারথি ও ধ্বজের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ সমরে সত্যজিতের প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত সত্বরে অশ্ব, ধ্বজ, শরাসনমুষ্টি এবং পার্ষ্ণি সারথি দ্বয়ের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে দ্রোণাচার্য্য বারংবার শরাসন ছেদন করাতে মহাবীর সত্যজিৎ ক্রোধভরে দ্রোণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে সত্যজিৎকে তাদৃশ প্রভাব সম্পন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন।

এই রূপে মহারথ সত্যজিৎ নিহত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণের ভয়ে ভীত হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, চেদি, কৰূষ ও কোশলগণ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থে দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হুতাশন যেমন তুলারাশি দহন করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবার বাসনায় সেই সমাগত সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন মৎস্যরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর শতানীক দ্রোণকে বারংবার সৈন্য সংহার করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনের বাসনায় কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত, সূর্য্যরশ্মি সমপ্রভ ছয় বাণে তাঁহারে, তাঁহার সারথিরে ও অশ্ব সমুদায়কে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করত পুনরায় দ্রোণের উপর শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সত্বরে ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া সতানীকের কুণ্ডল সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। মৎস্যগণ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এই রূপে মৎস্যগণকে পরাজয় করিয়া চেদী, কারূষ, কৈকয়, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব সৈন্যগণকে বারংবার পরাজয় করিতে লাগিলেন।

সৃঞ্জয়গণ ক্রোধান্বিত মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে হুতাশনের বনদহনের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহার করিতে দেখিয়া সত্বরে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। অমিত্র নিহন্তা মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের শরাসন নিস্বন চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইল। তাঁহার হস্ত বিনিক্ষিপ্ত সায়ক সমুদায় অসংখ্য অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতিগণকে সংহার করিল। গ্রীষ্ম কালে প্রবল বায়ুবেগ সঞ্চালিত জলধর পটল যেমন শিলা বৃষ্টি করে, তদ্রূপ মহাধনুর্দ্ধর, মহাবাহু, মিত্রগণের অভয়প্রদ, মহাবীর দ্রোণ শর বর্ষণ পূর্ব্বক ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হেমমণ্ডিত শরাসন অভ্রমধ্যস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ধ্বজস্থিত বেদী হিমবানের শৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সুরাসুরনমস্কৃত মহাপ্রভাবশালী বিষ্ণু যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যপরাক্রম দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র প্রভাবে রণস্থলে অসংখ্য শৃগাল, কুক্কুর, ক্রব্যাদ ও পিশিতাশনগণে সংকীর্ণা, মানব কুলাপহারিণী, ভীরুজন ভয়প্রদা শমন সদন গামিনী নদী প্রবাহিত হইল; কবচ সমুদায় তরঙ্গ স্বরূপ, ধ্বজ সমুদায় আবর্ত্ত স্বরূপ, গজ ও বাজি সমুদায় গ্রাহ স্বরূপ, অসি সকল মীন স্বরূপ, বীরগণের অস্থি সকল কর্কর স্বরূপ, ভেরী ও মুরজ সমুদায় কচ্ছপ স্বরূপ, চর্ম্ম ও বর্ম্ম সকল প্লব স্বরূপ, কেশকলাপ শৈবাল ও সাদ্বল স্বরূপ, শর সমুদায় বেগ স্বরূপ, শরাসন সকল স্রোত স্বরূপ, বাহু সমুদায় পন্নগ স্বরূপ, নিহত নরগণের মস্তক সকল শিলা স্বরূপ, উরু সকল মীন স্বরূপ, গদা সকল উড়ুপ স্বরূপ, উষ্ণীষ নিচয় ফেন স্বরূপ, অন্ত্র সমুদায় সরীসৃপ স্বরূপ, মাংস ও শোণিতরাশি কর্দ্দম স্বরূপ, কেতু সকল বৃক্ষ স্বরূপ ও সাদিগণ তাহার নক্র স্বরূপ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

তখন পাণ্ডুনন্দনগণ অন্যান্য বীরগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ কৃতান্তের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহার করিতেছেন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার অভিমুখীন হইয়া সেই ভুবনতপন দিনকর সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব পক্ষ রাজা ও রাজপুত্রগণ তদ্দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া দ্রোণের রক্ষার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শিখণ্ডী পাঁচ, ক্ষত্রবর্ম্মা বিংশতি, বসুদান পাঁচ, উত্তমৌজা তিন, ক্ষত্রদেব পাঁচ, সাত্যকি শত, যুধামন্যু আট, যুধিষ্ঠির দ্বাদশ, ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ ও চেকিতান তিন বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বীরগণের বাণাঘাতে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া রথ সৈন্য অতিক্রমণ পূর্ব্বক দৃঢ়সেনকে নিপাতিত করিলেন। পরে সহসা ভূপতি ক্ষেমের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে নব শরে বিদ্ধ করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়া রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন অন্যের অরক্ষণীয় মহাবীর দ্রোণ চতুর্দ্দিক্ বিচরণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের মধ্য স্থলে সমুপস্থিত অন্যান্য বীরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর শিখণ্ডীরে দ্বাদশ, উত্তমৌজারে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা বসুদানকে সংহার করিলেন। অনন্তর অশীতি শরে ক্ষেমবর্ম্মারে ও ষড়্বিংশতি শরে সুদক্ষিণকে বিদ্ধ এবং ভল্ল দ্বারা ক্ষত্রদেবকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া যুধামন্যুর উপর চতুঃষষ্টি ও সাত্যকির উপর ত্রিশ বাণ নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহা-

রাজ ধর্ম্মনন্দন সত্বরে বেগবান্ অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক দ্রোণের সমীপ হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর পাঞ্চাল তনয় দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবাহু দ্রোণ তাঁহারে শরাসন; অশ্বগণ ও সারথির সহিত অবিলম্বে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর পাঞ্চালনন্দন দ্রোণের শরে নিহত হইয়া আকাশ মণ্ডল হইতে পতিত জ্যোতির ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এই রূপে সেই পাঞ্চালতনয় নিহত হইলে চতুর্দ্দিগে দ্রোণকে সংহার কর, দ্রোণকে সংহার কর বলিয়া শব্দ হইতে লাগিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ পাঞ্চাল, মৎস্য কৈকয়, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বার্দ্ধক্ষেমি চৈত্রসেনি, সেনাবিন্দু ও সুবর্চ্চা এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক বীরগণ কৌরবগণ সমবেত দ্রোণের নিকট পরাজিত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে কৌরবগণ জয় লাভ করিয়া পলায়মান পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিল। যেমন দানবগণ ইন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া কম্পিত হইয়াছিল, তদ্রূপ পাঞ্চাল মৎস্য ও কৈকয়গণ দ্রোণের নিকট পরাভূত হইয়া কম্পিত হইল।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমুদায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ করিলে কে তাঁহার অভিমুখীন হইয়াছিল? কি আশ্চর্য্য! তৎকালে কৃতজ্ঞ, সত্যনিরত, দুর্য্যোধনহিতৈষী, চিত্রযোধী, মহাধর্দ্ধনুর, শক্র কুলের ভয়বর্দ্ধন, জৃম্ভমান ব্যাঘ্র সদৃশ, মদস্রাবী মাতঙ্গসম দ্রোণাচার্য্য জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন বীরই ক্ষত্রিয়গণের যশস্কর, কাপুরুষবর্গের অসেবিত, শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের সেবিত সমরাভিলাষে সমুত্তেজিত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিল না! বল কোন্ কোন্ বীর সমরে সমুদ্যত হইয়াছিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরবগণ পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, সৃঞ্জয়, চেদি ও কৈকয়গণ সমুদ্রবেগে পরিচালিত প্লবসমুদায়ের ন্যায় দ্রোণের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাদ্য বাদন করত বিপক্ষ পক্ষের রথ, হস্তী ও নরগণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সৈন্যগণ মধ্যস্থিত স্বজন পরিবৃত মহারাজ দুর্য্যোধন বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যগণকে তদবস্থ দর্শন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে হাস্য করত কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয়! ঐ দেখ, দ্রোণ সায়কাভিহত পাঞ্চালগণ সিংহ সন্ত্রাসিত মৃগযূথের ন্যায় একান্ত বিত্রাসিত হইয়াছে। বৃক্ষ সমূহ যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হয়, তদ্রূপ উহারা দ্রোণশরে ভগ্ন হইয়াছে; বোধ হয়, আর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে না। ঐ দেখ, অসংখ্য সৈন্য মহাত্মা দ্রোণের রুক্মপুঙ্খ শরের আঘাতে পলায়নে অসমর্থ হইয়া ইতস্তত ঘূর্ণায়মান হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তী যূথ যেমন হুতাশন দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলীভূত হয়, তদ্রূপ বহু সংখ্যক সৈন্য মহাবীর দ্রোণ ও কৌরব পক্ষ অন্যান্য বীরগণ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলীভূত হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে দ্রোণের ভ্রমর সদৃশ নিশিত সায়কে বিদ্ধ ও পলায়নপর হইয়া পরস্পর মিলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ক্রোধ পরায়ণ ভীমসেন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও কৌরব যোদ্ধাগণে পরিবৃত হইয়া আমারে আহ্লাদিত করিতেছে। ঐ দুরাত্মা আজি সমুদায় লোক দ্রোণময়

দেখিতেছে এবং জীবন ও রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে।

কর্ণ কহিলেন, হে কুরুরাজ! মহাবাহু ভীমসেন জীবন থাকিতে কদাপি সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না। এই সমুদয় সিংহনাদও তাঁহার সহ্য হইবে না। আর বলবীর্য্যসম্পন্ন, রণদুর্ম্মদ, শিক্ষিতাস্ত্র পাণ্ডবগণ যে সহসা সংগ্রামে পরাজিত হইবেন, ইহাও সম্ভবপর নয়। উহাঁরা বিষ, অগ্নি, দ্যূত ও বনবাসের ক্লেশ স্মরণ করিয়া কদাচ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না। অমিততেজা মহাবাহু বৃকোদর সংগ্রামে প্রত্যাগত হইতেছেন, অবশ্যই প্রধান প্রধান রথিগণকে সংহার করিবেন। উহাঁর অসি, শরাসন, শক্তি, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও লৌহদণ্ড প্রভাবে এক এক বারে অসংখ্য সৈন্য নিহত হইবে। মহাবীর সাত্যকি প্রমুখ রথী সমুদায় এবং পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ ভীমসেনের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই মহাবীর, মহাবল পরাক্রান্ত ও মহারথ; বিশেষত অমর্ষপরায়ণ মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে উহাঁদিগকে সংগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন। মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে পরিবৃত করে, তদ্রূপ উক্ত বীরগণ ভীমসেনকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইতেছেন। যেমন মুমূর্ষু পতঙ্গগণ দীপের উপর নিপতিত হয়, তদ্রূপ উক্ত বীরগণ একাগ্র মনে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া অরক্ষিত দ্রোণাচার্য্যকে নিপীড়িত করিবেন। উহাঁরা সকলেই কৃতাস্ত্র; সুতরাং দ্রোণকে নিবারণ করা উহাঁদের দুঃসাধ্য হইবে না। আমার মতে আজি দ্রোণের উপর অতি ভার পতিত হইয়াছে। অতএব তাঁহার সমীপে স্বরায় গমন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন বৃকগণ মহাগজকে সংহার করে, তদ্রূপ পাণ্ডবপক্ষ যোদ্ধাগণ সমবেত হইয়া যেন মহাবীর দ্রোণকে বিনাশ করিতে না পারে।

মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় একমাত্র দ্রোণ বধাভিলাষী, নানা বর্ণের অশ্ব সমুদায়ে যোজিত রথে সমারূঢ় পাণ্ডবগণের ঘোরতর নিনাদ হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন প্রভৃতি যে যে মহাবীর ক্রোধভরে দ্রোণের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের রথচিহ্ন সমুদায় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর ঋষ্যবর্ণ অশ্ব যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম স্থলে সমুপস্থিত হইলে মহাবীর সাত্যকি রজত বর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। তখন দুষ্প্রধর্ষ যুধামন্যু ক্রোধভরে সারঙ্গ বর্ণ অশ্ব যোজিত রথে ও পাঞ্চালরাজতনয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবেগশালী, সুবর্ণমণ্ডিত, পারাবত বর্ণ অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় মহাবীর ক্ষত্রধর্ম্মা স্বীয় পিতার রক্ষা ও সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত রক্তবর্ণ হয় যোজিত রথে আরূঢ় হইয়া ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডিনন্দন মহাবাহু ক্ষত্রদেব স্বয়ং পদ্মপত্র সন্নিভ, মল্লিকা সদৃশাক্ষ অশ্ব সমুদায় চালন পূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। শুকপক্ষ বিভূষিত কাম্বোজ দেশীয়, দর্শনীয় অশ্বগণ নকুলকে বহন করত কৌরব সমুদায়ের প্রতি ধাবমান হইল। মেঘ সদৃশ হয়গণ উত্তমৌজারে বহন করত তুমুল সংগ্রামে গমন করিতে লাগিল। তিত্তিরবর্ণ বায়ুবেগগামী অশ্বগণ উদ্যতায়ুধ মহাবীর সহদেবকে তুমুল সংগ্রামে সমুপস্থিত করিল। দন্তসবর্ণ, কৃষ্ণ কেসর যুক্ত, মহাবেগ অশ্বগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বহন

করিতে লাগিল। সৈন্যগণ সুবর্ণ ভুষণ বিভূষিত বায়ুবেগগামী হয় সমুদায়ে সমারূঢ় হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিল। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সুবর্ণমণ্ডিত ও যুধিষ্ঠিরের অনুগামী সৈন্যগণে অভিরক্ষিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সান্তভী সর্ব্ব শব্দসহ, দিব্যাভরণ ভুষিত অশ্ব সমুদায়ে সংযোজিত রথে অধিরূঢ় হইয়া ভূপতিগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট মহারথগণ সমভিব্যাহারে সান্তভীর পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কৈকয়গণ, মহাবীর শিখণ্ডী ও ধৃষ্টকেতু স্ব স্ব সৈন্য লইয়া বিরাটের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পাটলপুষ্প বর্ণ অশ্বগণ অরাতি নিপাতন মহারাজ মৎস্যরাজকে বহন করত নিরতিশয় শোভা ধারণ করিল। হরিদ্রা বর্ণ, হেমমালা বিভূষিত, বেগশালী অশ্বগণ বিরাটরাজের পুত্রকে বহন করিতে লাগিল। সুবর্ণ বর্ণ, হেমমালা বিভূষিত, যুদ্ধবিশারদ, লোহিত ধ্বজ সম্পন্ন, বর্ম্মিতদেহ, কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা ইন্দ্রগোপ সবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বারি বর্ষণ কারী জীমূতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। আমপাত্র বর্ণ, তুম্বুরু কর্ত্তৃক প্রদত্ত দিব্য অশ্বগণ অমিততেজা দ্রুপদতনয় শিখণ্ডীরে বহন করিতে লাগিল। পাঞ্চাল দেশীয় দ্বাদশ সহস্র মহারথ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ষট্ সহস্র শিখণ্ডীর অনুগমন করিলেন। সারঙ্গ বর্ণ অশ্ব সমুদায় শিশুপালের তনয়কে বহন করিতে লাগিল। চেদীশ্বর মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। পলাল ধূম.সদৃশ, সুকুমার, সিন্ধু দেশীয় অশ্বগণ কৈকেয় বৃহৎক্ষত্রকে বহন করিতে লাগিল। মল্লিকা সদৃশাক্ষ, পদ্ম বর্ণ, দিব্যাভরণ ভুষিত বাহ্লিজ অশ্বগণ শিখণ্ডীর পুত্র ক্ষত্রদেবকে বহন করিতে লাগিল। স্বর্ণালঙ্কার সম্পন্ন, কৌশেয় সবর্ণ, ধীর স্বভাব অশ্বগণ অরাতিনিপাতন সেনাবিন্দুরে বহন করিল। ক্রৌঞ্চবর্ণ উৎকৃষ্ট হয়গণ সুকুমার, মহারথ, কাশিরাজ তনয়ের বাহন হইল। সারথির প্রীতিকর শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণগ্রীব বায়ুবেগগামী অশ্বগণ প্রতিবিন্ধ্যকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন সোমের নিকট যে পুত্রটীরে যাচ্ঞা করিয়া ছিলেন, সেই সুতসোম মাষপুষ্পসবর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। হে মহারাজ! অর্জ্জুনের ঐ পুত্রটী কৌরবদিগের উদয়েন্দু নামক পুরে জন্ম গ্রহণ করিয়া সহস্র সোম সদৃশ প্রভা সম্পন্ন ও সোমক সভা মধ্যে খ্যাত হইয়াছেন বলিয়া উহার নাম সুতসোম হইয়াছে।

হে মহারাজ! তরুণাদিত্য সঙ্কাশ, শাল পুষ্প সন্নিভ অশ্বগণ শতানীককে, কাঞ্চন সদৃশ যোক্ত্র সম্পন্ন ময়ূর গ্রীবা সবর্ণ, অশ্বগণ শ্রুতকর্ম্মারে ও স্বর্ণ চাতকপক্ষ সন্নিভ হয় সমুদায় পার্থতুল্য শ্রুতনিধি শ্রুতকীর্ত্তিরে সংগ্রামে বহন করিতে লাগিল। সংগ্রামে যাহার প্রভাব কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রভাব অপেক্ষা সার্দ্ধেকগুণ অধিক, সেই মহাবীর অভিমন্যু পিঙ্গল বর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইলেন। আপনার শত পুত্রের মধ্যে যিনি একাকী সোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়াছেন, সেই মহাবীর যুযুৎসু মহাকায় অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। পলালকাণ্ড সবর্ণ দিব্যাভরণ ভুষিত বেগবান্ অশ্বগণ বার্দ্ধক্ষেমিরে বহন করিতে লাগিল। সুবর্ণ পত্রযুক্ত বর্ম্ম ভুষিত, সারথির আজ্ঞাবহ, কৃষ্ণপাদ অশ্বগণ কুমার সৌচিত্তিরে বহন করিল। সুবর্ণমণ্ডিতপৃষ্ঠ, সুবর্ণমালা বিভূষিত, শান্তপ্রকৃতি কৌশেয়

সদৃশ অশ্বগণ শ্রেণিমানের বাহন হইল। অরুণবর্ণ অশ্বগণ ধনুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্ম বেদ পারগ সত্যধৃতিরে বহন করিতে লাগিল। যিনি সংগ্রাম স্থলে দ্রোণাচার্য্যের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেই পাঞ্চাল সেনানী ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবত সবর্ণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবীর সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণিমান, বসুদান ও কাশিরাজের পুত্র বিভু বেগশালী, কাম্বোজ দেশীয়, হেমমালা বিভূষিত অশ্ব সমুদায় লইয়া শত্রু সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুগমন করিতে লাগিলেন। হেমমণ্ডিত নানা বর্ণের অশ্ব ও ধ্বজ সম্পন্ন, বিতত কার্ম্মুক কাম্বোজ দেশীয় প্রভদ্রকগণ শরজালে অরাতি সৈন্যগণকে বিকম্পিত করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। পিঙ্গল কৌশেয় বর্ণ, সুবর্ণ মালাধারী, অম্লানচিত্ত অশ্বগণ চেকিতানকে বহন করিতে লাগিল। সব্যসাচীর মাতুল, কুন্তিভোজ পুরজিৎ ইন্দ্রায়ুধ সবর্ণ হয়োত্তম যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। তারকাপুঞ্জ বিচিত্রিত নভোমণ্ডল সদৃশ অশ্বগণ মহারাজ রোচমানকে বহন করিতে লাগিল। লোহিতবর্ণ অশ্বগণ গোপতির পুত্র পাঞ্চাল দেশীয় সিংহসেনকে বহন করিল। পাঞ্চলগণের মধ্যে যিনি জনমেজয় নামে বিখ্যাত, সেই মহাত্মা সর্ষপপুষ্প সবর্ণ অশ্ব সমুদায়ে যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবেগশালী, হেমমালা বিভূষিত, মাষবর্ণ, দধিপৃষ্ঠ, চন্দ্রমুখ অশ্ব সমুদায় পাঞ্চালকে বহন করিতে লাগিল। শরস্তম্ব সদৃশ, পদ্মকিঞ্জল্ক বর্ণ, মহাবল পরাক্রান্ত অশ্ব সমুদায় দণ্ডধারকে বহন করিল। অরুণবর্ণ, মূষিক সবর্ণপৃষ্ঠ অশ্বগণ ব্যাঘ্রদত্তের বাহন হইল। বিচিত্র কৃষ্ণবর্ণ, চিত্রমাল্য বিভূষিত অশ্বগণ পাঞ্চাল দেশীয় সুধন্বারে বহন করিতে লাগিল। অশনিসমস্পর্শ, ইন্দ্রগোপ সন্নিভ, বিচিত্রগতি, চিত্র অশ্বগণ চিত্রায়ুধের বাহন হইল। চক্রবাক সদৃশোদর, হেমমালাধারী অশ্বগণ কোশলাধিপতির পুত্র সুক্ষত্রকে বহন করিল। বিচিত্রবর্ণ, সুবর্ণ মালা মণ্ডিত, অত্যুচ্চ অশ্বগণ সমর নিপুণ, সত্যধৃতি ক্ষেমিরে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর শুক্র শুক্লবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু ও অশ্ব সমুদায় লইয়া সংগ্রামে অভিমুখীন হইলেন। সমুদ্রসম্ভূত, শশাঙ্ক সদৃশ অশ্বগণ সমুদ্রসেনের পুত্র মহাতেজা চন্দ্রসেনকে বহন করিতে লাগিল। নীলোৎপল সন্নিভ, সুবর্ণ বিভূষিত, চিত্রমাল্যধারী অশ্বগণ চিত্ররথের বাহন হইল। কলায়পুষ্প সবর্ণ, শ্বেত ও লোহিত রেখায় অঙ্কিত অশ্বগণ রণদুর্ম্মদ রথসেনকে বহন করিতে লাগিল। লোকে যাঁহারে সমুদায় মনুষ্য অপেক্ষা শৌর্য্য সম্পন্ন বলিয়া থাকে, সেই পটচ্চর নিহন্তা মহাবীর, শুক্লবর্ণ হয় সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন। কিংশুক সবর্ণ অশ্বগণ চিত্র মাল্য, বিচিত্র বর্ম্ম, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধ্বজ সম্পন্ন চিত্রায়ুধকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর নীল নীলবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু ও অশ্ব সমুদায় লইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবীর চিত্র বিচিত্র রত্নচিহ্নসম্পন্ন বরূথ, রথ ধ্বজ ও শরাসন এবং বিচিত্র অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকা লইয়া সমরে গমনোন্মুখ হইলেন। পুষ্করবর্ণ অশ্বগণ রোচমানের পুত্র হেমবর্ণকে বহন করিতে লাগিল। সমর কুশল, শীঘ্রগামী, কুক্কুটাণ্ড সবর্ণ, শ্বেতাণ্ডযুক্ত, শোভন অশ্বগণ দণ্ডকেতুরে বহন করিতে আরম্ভ করিল।

পিতা কৃষ্ণের হস্তে নিহত, পাণ্ড্যগণের কপাট ভিন্ন ও বন্ধুগণ পলায়িত হইলে যিনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও পরশুরামের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়া অস্ত্রবিদ্যায় রুক্মি, কর্ণ, অর্জ্জুন ও

কৃষ্ণের সমান হইয়া দ্বারকাপুরী উচ্ছিন্ন ও সমুদায় ভূমণ্ডল পরাজিত করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অনন্তর যিনি হিতচিকীর্ষু, প্রাজ্ঞ সুহৃদ্গণের নিবারণে বৈরনির্য্যাতন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এ ক্ষণে স্বীয় রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই পাণ্ড্যাধিপতি সারঙ্গধ্বজ বৈদূর্য্যজাল সংছন্ন, চন্দ্ররশ্মি সন্নিভ অশ্ব সমুদায় লইয়া স্বীয় বাহুবল প্রভাবে দিব্য শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাসক পুষ্পসবর্ণ অশ্বগণ পাণ্ড্যের অনুযায়ী চতুর্দ্দশ অযুত রথীরে বহন করিতে লাগিল। নানাবর্ণযুক্ত, নানাবিধমুখ অশ্বগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে বহন করিল। যিনি সমুদায় কৌরবগণের মত ও স্বীয় অভিলষিত দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি সহকারে একাকী যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মহাবাহু লোহিতনয়ন বৃহন্ত, মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায় অশ্বগণ সংযোজিত সুবর্ণময় স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক সমরে গমন করিলেন। সুবর্ণবর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে রথিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিল। দেবরূপী প্রভদ্রকগণ নানা বর্ণের অশ্ব সমুদায় লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সমুদায় বীরগণ ভীমসেনের সহিত সমবেত হইয়া ইন্দ্র সমবেত সুরগণের ন্যায় শোভাধারণ করিল। উঁহারা পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সবিশেষ মনোনীত হইয়াছিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমুদায় সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধ্বজদণ্ডাগ্রস্থিত কৃষ্ণাজিন ও সুবর্ণময় কমণ্ডলু সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেনের বৈদূর্য্যমণি নির্ম্মিত লোচন সম্পন্ন মহাসিংহ ধ্বজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণ নির্ম্মিত, গ্রহগণ পরিবৃত চন্দ্রধ্বজ সাতিশয় শোভমান হইল। উঁহার ধ্বজে নন্দ ও উপনন্দ নামে দুই বিপুল মৃদঙ্গ যন্ত্র সহকারে সুমধুর স্বরে বাদিত হইয়া হর্ষ বর্দ্ধন করিতেছিল। মহাবীর নকুলের ধ্বজে অতিভীষণ অত্যুগ্র সুবর্ণপৃষ্ঠ সরভ দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবাহু সহদেবের ধ্বজে শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন, ঘণ্টা ও পতাকা যুক্ত, দুর্দ্ধর্ষ হংস সাতিশয় শোভমান হইল। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের পঞ্চ ধ্বজে ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতে লাগিল। কুমার অভিমন্যুর রথে তপ্ত কাঞ্চন বিনির্ম্মিত শার্ঙ্গপক্ষী সনাথ ধ্বজ দৃষ্ট হইল, মহাবীর ঘটোৎকচের ধ্বজে গৃধ্র শোভা পাইতে লাগিল। এবং পুর্ব্বে যেমন রাবণের অশ্বগণ কামচারী ছিল, ঘটোৎকচের অশ্বগণ সেই রূপ কামচারী বোধ হইল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির দিব্য মাহেন্দ্র ধনু ও ভীমসেন বায়ব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রৈলোক্য রক্ষার নিমিত্ত যে শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় সেই দিব্য অজয় গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর নকুল বৈষ্ণব শরাসন, সহদেব আশ্বিন শরাসন, ঘটোৎকচ অতিভীষণ পৌলস্ত শরাসন এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রৌদ্র, আগ্নেয়, কৌবের্য্য, যাম্য ও গিরিশ ধনু গ্রহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন। রোহিণীতনয় বলভদ্র যে রৌদ্র ধনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুষ্ট হইয়া সেই ধনু অভিমন্যুরে প্রদান করেন। অর্জ্জুনতনয় সেই শরাসন লইয়া সংগ্রামে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! যে সমুদায় ধ্বজের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, তদ্ভিন্ন মহাবীরগণের অন্যান্য অসংখ্য হেমমণ্ডিত, অরাতিগণের ভয়াবহ ধ্বজ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সেই সুরগণ পরিবৃত, ধ্বজসঙ্কুল

কাপুরুষ শূন্য দ্রোণ সৈন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইল। স্বয়ম্বর স্থল সদৃশ সেই সমরাঙ্গনে দ্রোণের প্রতি ধাবমান বীরগণের কেবল নাম গোত্র শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সংগ্রাম স্থলস্থিত বৃকোদর সমবেত উক্ত ভূপতিগণ দেবতাদিগের সৈন্যগণকেও ব্যথিত করিতে পারেন। পুরুষ অদৃষ্ট সংযুক্ত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহার অভিলষিত বিষয় সকল অন্য প্রকার দৃষ্ট হয়। দেখ পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠির দীর্ঘ কাল অরণ্যে বাস ও লোকের অজ্ঞাত বিচরণ করিয়া এ ক্ষণে সংগ্রামের নিমিত্ত এই মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে; আমার পুত্রের দুরদৃষ্ট ব্যতীত ইহার আর কারণ কি? নিশ্চয় বোধ হইতেছে, মনুষ্য অদৃষ্ট যুক্ত হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে, সুতরাং তাহারে অদৃষ্টের অধীন হইয়া চলিতে হয়; তন্নিমিত্তই সে আপনার ইচ্ছানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। যুধিষ্ঠির দ্যূতব্যসন প্রভাবে যৎপরোনাস্তি ক্লেশিত হইয়াছিল, এ ক্ষণে আপনার অদৃষ্টবলে সহায় সম্পন্ন হইয়াছে। কেকয়, কৌশিক, কোশল, চেদি ও বঙ্গদেশীয়গণ এ ক্ষণে আমাদের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমারে কহিয়াছিল যে, পৃথিবীর অধিকাংশই আমার অধীন; যুধিষ্ঠিরের অতি অল্প মাত্র। কিন্তু দুরদৃষ্টের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আমাদের অসংখ্য সৈন্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়াও ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেন। সতত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বাস্ত্র পারগ মহাবীর দ্রোণ ভূপতিগণের মধ্যে কিরূপে মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন? হে সঞ্জয়! ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে আমার মহৎ কৃচ্ছ্র ও মোহ সমুপস্থিত হইয়াছে; ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে বাসনা নাই। পূর্ব্বে মহামতি বিদুর আমারে পুত্রলোলুপ দেখিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণা প্রভাবে তৎসমুদায় ঘটিয়াছে। এ ক্ষণে যদি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পুত্রগণকে রক্ষা করি, তাহা হইলে কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার হয় না এবং সকলকেও প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয় না। যে ভূপতি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থপর হন, তাঁহারে অবশ্যই ইহলোকে হীন ও ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইতে হয়। হে সঞ্জয়! যখন বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন এই হতোৎসাহ রাজ্যের আর নিস্তার নাই। আমরা যে পুরুষোত্তম দ্বয়ের প্রভাবে জীবন ধারণ করিতেছিলাম, সেই ধুরন্ধর দ্বয় যখন নিহত হইয়াছেন, তখন আর কি রূপে আমাদের পরিত্রাণ হইবে?

যাহা হউক, এ ক্ষণে যে রূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর। কোন্ কোন্ বীর যুদ্ধ করিয়াছিল? কে কে আক্রমণ করিয়াছিল? আর কোন্ কোন্ ক্ষুদ্রাশয়েরা বা পলায়ন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর। ঐ মহাবীর ও বৃকোদরই আমার মহাভয়ের কারণ। পাণ্ডবগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের সৈন্যগণ কি রূপে দারুণ সংগ্রাম করিয়াছিল? পাণ্ডবেরা সংগ্রাম আরম্ভ করিলে তোমাদের মন কি রূপ হইয়াছিল? এবং আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়াছিল?

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ সমর ক্ষেত্রে গমন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে

মেঘাচ্ছাদিত দিবাকরের ন্যায় সমাচ্ছন্ন করিলে আমাদের পক্ষে মহা শঙ্কট সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডব সৈন্য সমুত্থিত ধূলিপটল প্রভাবে কৌরব পক্ষগণ আবৃত হওয়াতে আমরা দ্রোণকে অবলোকন না করিয়া মৃত বলিয়া স্থির করিলাম। ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে দুষ্কর ক্রূর কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া আপনার সৈন্যগণকে সংগ্রামে প্রেরণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে সেনাগণ! তোমরা মহোৎসাহ সহকারে সাধ্যানুসারে পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারিত কর। তখন আপনার তনয় মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ দূর হইতে ভীমসেনকে দেখিয়া দ্রোণের জীবন রক্ষা মানসে ভীমের উপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যু তুল্য ক্রোধান্বিত মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ যেমন ভীমের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন, মহাবীর বৃকোদরও তদ্রূপ দুর্ম্মর্ষণের উপর শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহাদের দুই জনের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এ দিকে অন্যান্য রণপ্রাজ্ঞ মহাবীরগণ আপনাদের প্রভু কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া রাজ্য ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সমরোন্মত্ত মহাবীর কৃতবর্ম্মা মত্ত বারণ বিক্রান্ত সাত্যকিরে, সিন্ধুরাজ ক্ষত্রবর্ম্মারে ও উগ্রধন্বা মহেষ্বাসকে শর নিকর দ্বারা দ্রোণাভিমুখ হইতে নিবারিত করিলেন। ক্ষত্রবর্ম্মা সিন্ধুপতির ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদ করিয়া ক্রোধভরে দশ নারাচ দ্বারা তাঁহার সমুদায় মর্ম্ম স্থান তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সিন্ধুরাজ সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া লৌহময় শর দ্বারা ক্ষত্রবর্ম্মারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুবাহু, পাণ্ডবগণের হিতার্থ সংগ্রামে বর্ত্তমান স্বীয় ভ্রাতা মহারথ যুযুৎসুরে দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর যুযুৎসু সুশাণিত ক্ষুরপ্র দ্বয়ে সুবাহুর ধনুর্ব্বাণ সুশোভিত বাহুযুগল ছেদন করিলেন। বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ প্রতিরোধ করে, তদ্রূপ মদ্ররাজ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের উপর অসংখ্য মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মদ্রাধিপতি ধর্ম্মরাজকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া উচ্চ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের চীৎকার শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ বাহ্লিক অসংখ্য সেনা সমবেত হইয়া মহতী সেনা পরিবৃত মহারাজ দ্রুপদকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মদস্রাবী মহাযূথাধিপতি মাতঙ্গ যুগলের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত উক্ত বৃদ্ধ ভূপতি দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পূর্ব্বে ইন্দ্র ও অগ্নি যেমন বলিরে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন; তদ্রূপ অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মৎস্যাধিপতি বিরাটকে শর নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মৎস্য ও কৈকয়গণের যুদ্ধ সুরাসুর সংগ্রামের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল।

নকুলনন্দন শতানীক শর নিকর নিক্ষেপ করত দ্রোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; সভাপতি ভূতকর্ম্মা তাঁহারে নিবারণ করিলেন। তখন নকুলনন্দন ক্রোধভরে তিন সুশাণিত ভল্ল পরিত্যাগ করিয়া ভূতকর্ম্মার বাহু যুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিবিংশতি দ্রোণাভিমুখে ধাবমান বল বিক্রমশালী সুতসোমকে নিবারণ করিলেন। তখন সুতসোম ক্রোধভরে অজিহ্মগ শর নিকর দ্বারা স্বীয় পিতৃব্য বিবিংশতিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর

ভীমরথ সুনিশিত লৌহময় শর নিকর বর্ষণ করিয়া শাল্ব এবং তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবীর চিত্রসেনের পুত্র, ময়ূর সদৃশ অশ্ব সংযুক্ত রথারূঢ় সমরাঙ্গনে ধাবমান মহাবাহু শ্রুতকর্ম্মারে নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার উক্ত পৌত্র দ্বয় স্ব স্ব পিতৃকুলের হিত সাধনার্থ পরস্পর নিধন বাসনায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সিংহলাঙ্গুলধ্বজ মহাবাহু অশ্বত্থামা পিতার নাম রক্ষার্থ বিবিধ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমরাঙ্গনস্থ প্রতিবিন্ধ্যকে নিবারণ করিলে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধভরে তাঁহারে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন, কৃষক যেমন বীজকালে ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, তদ্রূপ দ্রৌপদীতনয়গণ, অশ্বত্থামার উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনকুমার শ্রুতকীর্ত্তি যুদ্ধার্থ দ্রোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন দেখিয়া দুঃশাসনতনয় তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সদৃশ বলবিক্রমশালী অর্জ্জুন তনয় সুশাণিত তিন ভল্ল দ্বারা দুঃশাসননন্দনের শরাসন, ধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদন করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই যাঁহারে বীর প্রধান বলিয়া গণনা করে, মহাবীর লক্ষ্মণ সেই পটচ্চর হন্তারে নিবারণ করিলেন। তখন পটচ্চরনিহন্তা ক্রোধভরে লক্ষ্মণের শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ যুবা বিকর্ণ সমরে ধাবমান যজ্ঞসেনতনয় শিখণ্ডীরে নিবারণ করিলে তিনি বিকর্ণের উপর বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর বিকর্ণ অনায়াসে শিখণ্ডী নিক্ষিপ্ত শর সমুদায় নিরাকৃত করিলেন। মহাবাহু উত্তমৌজা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন; মহাবীর অঙ্গদ শরনিকর নিক্ষেপ করত তাঁহারে নিবারণ করিলেন। উক্ত বীর দ্বয়ের সংগ্রাম ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিল; তদ্দর্শনে সমুদায় সৈন্যগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

মহা ধনুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান মহাবীর পুরুজিৎকে বৎসদন্ত দ্বারা নিবারণ করিলেন। মহাবাহু পুরুজিৎ ক্রোধভরে দুর্ম্মুখের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নারাচ নিক্ষেপ করিলে দুর্ম্মুখের মুখমণ্ডল সুনাল পঙ্কজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান লোহিত ধ্বজ কৈকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতারে শর নিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন। তাঁহারা কর্ণের শরাঘাতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণ তাঁহাদিগকে বারংবার শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে কর্ণ ও কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা পরস্পরের শরজালে পরস্পর, অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত অদৃশ্য হইলেন। হে মহারাজ! আপনার তিন পুত্র দুর্জ্জয়, জয় ও বিজয় নীল, কাশ্য ও জয়ৎসেন এই তিন বীরকে নিবারণ করিলেন। সিংহ, ব্যাঘ্র ও তরক্ষুর সহিত ভল্লূক, মহিষ ও বৃষভের যেমন সংগ্রাম হয়, তদ্রূপ আপনার তিন পুত্রের সহিত উক্ত বীরত্রয়ের ঘোরতর যুদ্ধ দেখিয়া দর্শকগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্ষেমধূর্ত্তি ও বৃহন্ত দুই ভ্রাতা দ্রোণাভিমুখে ধাবমান সাত্বতকে তীক্ষ্ণ শর নিকরে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। অরণ্যে সিংহের সহিত মত্ত মাতঙ্গ দ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হয়, সাত্বতের সহিত উক্ত ভ্রাতৃ দ্বয়ের তদ্রূপ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রোধপরায়ণ চেদিরাজ অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধাভিনন্দী অম্বষ্ঠরাজকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ অম্বষ্ঠ

অস্থিভেদিনী শলাকা দ্বারা চেদিরাজকে বিদ্ধ করিলে চেদিরাজ অম্বষ্ঠের দারুণ প্রহারে একান্ত ব্যথিত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পুর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। শারদ্বত কৃপ ক্ষুদ্রক সমুদায় দ্বারা ক্রোধ পরবশ বার্দ্ধক্ষেমিরে নিবারিত করিলেন। হে মহারাজ! চিত্রযোধী রণমদমত্ত কৃপ ও বার্দ্ধক্ষেমিরে যে যে ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাহারা সকলেই যুদ্ধাসক্তচিত্ত ও অনন্যমতি হইয়া কার্য্যান্তরবিমূঢ় হইয়া উঠিল। মহাবীর সৌমদত্তি দ্রোণের যশোবর্দ্ধন পুর্ব্বক মহারাজ মণিমান্‌কে নিবারিত করত সত্বরে তাঁহার শরাসন, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র ও সারথিরে রথ হইতে পাতিত করিলেন। তখন অরাতিনিপাতন যূপকেতু মণিমান্ সত্বরে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া খড়্গ দ্বারা সৌমদত্তির অশ্ব, ধ্বজ, রথ ও সারথিরে ছেদন্ করিয়া ফেলিলেন এবং সত্বরে আপনার রথে আরোহণ পুর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অশ্ব চালন করত পাণ্ডবপক্ষ সেনাগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃষসেন অসুর বধার্থ ধাবমান সুররাজ পুরন্দর সদৃশ পাণ্ড্যকে শরনিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন।

মহাবীর ঘটোৎকচ গদা, পরিঘ, খড়্গ, পট্টিস, আয়োধন, প্লব, মুষল, মুদ্গর, চক্র, ভিন্দিপাল, পরশু, পাংশু, বায়ু, অগ্নি, সলিল, ভস্ম, লোষ্ট্র, তৃণ ও বৃক্ষ সমুদায় দ্বারা সেনাগণকে রুগ্ন, ভগ্ন, বিনষ্ট, বিদ্রাবিত, বিক্ষিপ্ত ও ভীষিত করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন রাক্ষসাগ্রগণ্য অলম্বুষ ক্রুদ্ধচিত্তে নানা অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ ও নানাবিধ যুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া হিড়িম্বাতনয়কে প্রহার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সম্বর ও ইন্দ্রের যে রূপ সংগ্রাম হইয়াছিল; এ ক্ষণে উক্ত রাক্ষস দ্বয়ের তদ্রূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে শত শত রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ ঘোরতর সংগ্রামে করিতে আরম্ভ করিল। ফলত দ্রোণবধের নিমিত্ত তৎকালে যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, সে রূপ সংগ্রাম পুর্ব্বে আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে কেবল নানাবিধ ঘোরতর বিচিত্র অতিভীষণ সংগ্রাম দৃষ্ট হইতে লাগিল।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই রূপে সৈন্যগণ সমর ক্ষেত্রে গমন পুর্ব্বক অংশ ক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে পর পাণ্ডব পক্ষ ও অস্মৎপক্ষ বীরগণ কি রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে কি রূপে আক্রমণ করিলেন? সংশপ্তকেরাই বা তাঁহার সহিত কি রূপ সংগ্রাম করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সৈন্যগণ উক্ত প্রকারে সংগ্রামাসক্ত হইয়া অংশক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্বয়ং গজ সৈন্য লইয়া মহাবীর বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গকে আক্রমণ করে, বৃষ যেমন বৃষকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে সংগ্রামনিপুণ অসাধারণ বাহু বীর্য্যশালী মহাবীর পবনতনয় ক্রোধভরে গজ সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া অচিরাৎ কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতাকার মাতঙ্গগণ ভীমসেনের নারাচ প্রহারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মদক্ষরণ করত ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রবল বায়ুবেগে জলধর পটল যেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ গজানীক সকল ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। সূর্য্য সমুদিত হইয়া যেমন ভূমণ্ডলে

কিরণজাল বিকীর্ণ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন করিকুলের উপর শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। করিগণ ভীমসেনের শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া সূর্য্য কিরণ সংপৃক্ত নভোমণ্ডলস্থ ধারাধরপুঞ্জের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহারাজ দুর্য্যোধন এই রূপে ভীমসেনকে করিকুল সংহার করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া অচিরাৎ দুর্য্যোধনকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার শরীরে নিশিত সায়ক সমুদায় বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবাহু দুর্য্যোধন ভীমশরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর সূর্য্যকিরণ সদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সত্বরে দুই ভল্ল দ্বারা দুর্য্যোধনের ধ্বজস্থিত মণিময় রত্নখচিত নাগ ও তাঁহার হস্তস্থিত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ঐ সময় ম্লেচ্ছ অঙ্গাধিপতি দুর্য্যোধনকে ভীম কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া গজারোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন অঙ্গাধিপতির মাতঙ্গকে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত আগমন করিতে দেখিয়া তাহার কুম্ভান্তরে নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন; ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ নারাচ কুঞ্জরের কলেবর ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল; হস্তীও বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। হস্তী নিপতিত হইবা মাত্র অঙ্গরাজ ভূতলে পতিত হইতেছিলেন; ইত্যবসরে লঘুহস্ত বৃকোদর ভল্ল দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঙ্গরাজ নিহত হইলে সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অশ্ব, হস্তী ও রথী সকল সসম্ভ্রমে ইতস্তত ধাবমান হইয়া অসংখ্য পদাতির প্রাণ সংহার করিতে লাগিল।

এই রূপে সৈন্যগণ রণে ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত কুঞ্জর লইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ক্রোধে ব্যাবৃত্তলোচন সেই গজরাজ চরণদ্বয় উৎক্ষিপ্ত ও শুণ্ড সংহত করিয়া ভীমকে দগ্ধ করতই যেন তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক এক কালে রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ভীমসেন অঞ্জলিকাবেধ বিদ্যা জানিতেন, এই নিমিত্ত পলায়ন না করিয়া পাদচারে ধাবমান হইয়া সেই করিরাজের গাত্রে বিলীন হইলেন। এই রূপে ভীমসেন গজের গাত্রের অভ্যন্তরে থাকিয়া কর দ্বারা তাহারে প্রহার করিতে লাগিলেন। নাগ ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন অযুত নাগ তুল্য বলশালী মহাবীর বৃকোদর হস্তীর কলেবর হইতে বহির্গত হইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। নাগরাজ অবসর পাইয়া শুণ্ড দ্বারা ভীমের গ্রীবা আক্রমণ ও জানু দ্বারা তাঁহারে নিপাতন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে সমুদ্যত হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর অবিলম্বে মোটন দ্বারা করিবরের করবেষ্টন মোচন পূর্ব্বক পুনরায় তাহার গাত্রে প্রবেশ করিয়া স্বপক্ষ হস্তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় তাহার গাত্র হইতে বহির্গত হইয়া মহাবেগে গমন করিলেন। এ দিকে সমুদায় সৈন্যগণ, হা ধিক্! ভীমসেন কুঞ্জর কর্ত্তৃক হত হইলেন, বলিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। পাণ্ডব সৈন্যগণ হস্তীর ভয়ে ভীত হইয়া বৃকোদরের সমীপে ধাবমান হইল।

এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে নিহত জ্ঞান করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে ভগদত্তের সমীপে সমাগত হইয়া অসংখ্য রথ দ্বারা তাঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অঙ্কুশ দ্বারা বিপক্ষ বিনির্ম্মুক্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া গজ দ্বারা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। আমরা বৃদ্ধ ভগদত্তকে রণস্থলে অসঙ্কুচিত চিত্তে কুঞ্জর চালন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তখন মহারাজ দশার্ণাধিপতি বক্রগামী মহাবেগশালী মদস্রাবী মাতঙ্গ লইয়া ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে সবৃক্ষ পর্ব্বতদ্বয়ের যে রূপ সংগ্রাম হইত, এ ক্ষণে উক্ত বীরদ্বয়ের কুঞ্জর যুগল তদ্রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভগদত্তের হস্তী মহাবেগে অপাবৃত্ত হইয়া দশার্ণাধিপতির হস্তীর পার্শ্ব ভেদ করিয়া তাহারে নিহত করিল। তখন মহাবীর ভগদত্ত অবসর পাইয়া সূর্য্যরশ্মি সঙ্কাশ সাত তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বীয় শত্রু দশার্ণাধিপতিরে হস্তীর উপরেই সংহার করিলেন।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অসংখ্য রথ সৈন্য দ্বারা ভগদত্তকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। কুঞ্জরস্থিত মহাবীর ভগদত্ত রথিগণ কর্ত্তৃক চারি দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া পর্ব্বতোপরি বনমধ্যস্থ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রথিগণ চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে অবস্থান করিয়া শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর ভগদত্ত গজ লইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমরবিশারদ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সাত্যকির রথাভিমুখে সেই মহাগজ প্রেরণ করিলেন। করিবর সাত্যকির রথ গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে নিক্ষেপ করিবামাত্র সাত্যকি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথিও বৃহৎকায় সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইল। ঐ অবসরে হস্তী রথমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদায় ভূপতিগণকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভূপতিগণ সেই আশুগামী নাগ কর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইয়া তাহারে শত শত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

এই রূপে গজারোহী মহাবাহু ভগদত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রণে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়ন কালে গজ ও তুরঙ্গমগণের ঘোরতর শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর পুনরায় ভগদত্তাভিমুখে ধাবমান হইলে ভগদত্তের হস্তী শুণ্ড বিনির্ম্মুক্ত বারি দ্বারা ভীমের বাহনগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল। বাহনসকল মহাবীর ভীমকে লইয়া প্রস্থান করিল।

তখন কুন্তীর পুত্র রুচিপর্ব্বা রথে আরোহণ করিয়া শর বর্ষণ করিতে করিতে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পর্ব্বতপতি সুবর্চ্চা আনতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহারে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর রুচিপর্ব্বা রণে নিপতিত হইলে মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীতনয়গণ, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু ও যুযুৎসু হস্তীরে নিহত করিবার বাসনায় ভীষণ ধ্বনি করত বৃষ্টিধারার ন্যায় শরজাল নিক্ষেপ করিয়া তাহারে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তখন সমর কুশল মহাবীর ভগদত্ত পার্ষ্ণি, অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা হস্তীরে সঞ্চালিত করিলেন। করিবর প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া শুণ্ড প্রসারণ এবং কর্ণ ও নেত্র স্তব্ধ করিয়া সত্বরে গমন পূর্ব্বক যুযুৎসুর বাহনগণকে আক্রমণ ও সারথিরে সংহার করিল। মহাবীর যুযুৎসু

সত্বরে রথ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধাগণ ভীষণ নিনাদ করিয়া শরনিকর দ্বারা সত্বরে নাগরাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র সসম্ভ্রমে অভিমন্যুর রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ভগদত্ত ঐ সময় কুঞ্জরপৃষ্ঠ হইতে অরাতিকুলের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া প্রসৃতকর দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অভিমন্যু দ্বাদশ, যুযুৎসু দশ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও ধৃষ্টকেতু তিন তিন শরে ভগদত্তের হস্তীরে বিদ্ধ করিলেন। করিবর বীরগণ কর্ত্তৃক অতি প্রযত্ন সহকারে শরবিদ্ধ হইয়া সূর্য্যকিরণ সংপৃক্ত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর নিয়ন্তা কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া স্বীয় সব্যাপসব্যস্থিত সৈন্যগণকে ইতস্তত নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। গোপাল বন মধ্যে দণ্ড দ্বারা যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভগদত্ত পাণ্ডব সৈন্যগণকে বারংবার তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ শ্যেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত বায়সগণের ন্যায় চীৎকার করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় ভগদত্তের মহাগজ অঙ্কুশাহত হইয়া সপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। বণিক্‌গণ আপনাদের উভয় পার্শ্বে সমুদ্র তরঙ্গ দেখিয়া যে রূপ ভীত হয়, অরাতি পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজ সন্দর্শনে তদ্রূপ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। মহাভয়ে পলায়মান হস্তী, অশ্ব, রথ ও পার্থিবগণের চীৎকারে ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল ও সমুদায় দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। পূর্ব্বে দানবরাজ বিরোচন যেমন সুরক্ষিত দেবসেনামধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর ভগদত্ত সেই মহানাগ লইয়া শত্রুসৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পার্থিব ধূলিপটল বায়ুবেগে গগন মণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া সৈন্যগণকে সমাচ্ছাদিত করিল। তত্রস্থ মনুষ্যগণ সেই এক গজকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান অসংখ্য গজ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! আপনি আমারে অর্জ্জুনের সমরদক্ষতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অতএব মহাবাহু ধনঞ্জয় যাহা যাহা করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। মহাবীর ভগদত্ত সংগ্রাম স্থলে ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় সমুদ্ধূত ধূলিপটল দর্শন ও মানবগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মধুসূদন! মহারাজ ভগদত্ত গজ লইয়া সত্বরে নিষ্ক্রান্ত হওয়াতেই এই ঘোরতর নিনাদ উত্থিত হইতেছে। মহাবীর ভগদত্ত গজযানবিশারদ ও পুরন্দর সদৃশ; উনি এই ভূমণ্ডলে গজযোধীদিগের প্রধান; উহাঁর গজের প্রতিগজ নাই। ঐ গজ কৃতকর্ম্মা, জিতক্লম এবং অস্ত্রাঘাত ও অগ্নিস্পর্শ সহিষ্ণু। অস্ত্র দ্বারা উহারে বধ করা দুঃসাধ্য। অদ্য ঐ হস্তী একাকীই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিবে। আমরা দুই জন ব্যতীত আর কেহই উহারে নিবারণ করিতে পারিবে না; অতএব সত্বরে ভগদত্তের সমীপে গমন কর। আমি আজি হস্তিবলে গর্ব্বিত বয়ঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত ভগদত্তকে পুরন্দরপুরে আতিথ্য গ্রহণ করাইব। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের বচনানুসারে ভগদত্তাভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় ভগদত্তের সহিত সংগ্রাম করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন; এমন সময় ত্রিগর্ত্ত দেশীয় দশ সহস্র ও কৃষ্ণের পূর্ব্বানুচর

চারি সহস্র মহারথ, এই চতুর্দ্দশ সহস্র সংশপ্তক তাঁহারে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। এ দিকে ভগদত্ত সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে; ও দিকে সংশপ্তকগণ যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে; এই উভয় সঙ্কট সমুপস্থিত হওয়াতে মহাত্মা ধনঞ্জয়ের চিত্ত দোলার ন্যায় দুই দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। কি করি! এই স্থান হইতে প্রতিবৃত্ত হই অথবা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করি, এই চিন্তা করিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। পরিশেষে বহু ক্ষণ বিবেচনা করিয়া একাকী বহু সহস্র সংসপ্তকগণকে সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ও কর্ণ অর্জ্জুনের বধ সাধনার্থই দুই দিকে সংগ্রাম সমুপস্থিত করিয়াছিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তক বধে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহাদের সে আশা বিফল করিলেন।

তখন মহারথ সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের উপর সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সংশপ্তকগণের শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কি অর্জ্জুন কি কৃষ্ণ কি অশ্বগণ কি রথ, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। জনার্দ্দন সংশপ্তকগণের পরাক্রম দর্শনে বিমুগ্ধ ও স্বেদাক্তকলেবর হইবা মাত্র অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক সংশপ্তকগণকে প্রায় সংহার করিলেন। শত শত শর, শরাসন ও জ্যাসনাথহস্ত এবং শত শত কেতু, অশ্ব, সারথি ও রথিগণ ছিন্নকলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। দ্রুম, অচল ও অম্বুধর তুল্য কলেবর, সুসজ্জিত, আরোহী বিহীন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তিগণ পার্থশরে নিহত হইয়া ধরাতলশায়ী হইল। আরোহী সমেত কুঞ্জরগণ অর্জ্জুনের শর নিকরে ছিন্নকুথ, ছিন্নাভরণ ও গতজীবন হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। বীরগণ ঋষ্টি, প্রাস, অসি, মুদ্গর ও পরশু সমবেত বাহু সকল ভল্ল প্রহারে ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। বালাদিত্য, অম্বুজ ও চন্দ্র সদৃশ নরমস্তক সকল অর্জ্জুন শরে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রু নিপাতে প্রবৃত্ত হইলে সেনাগণ প্রাণনাশক শরনিকরে সন্তাপিত হইয়া উঠিল। হস্তী যেমন পদ্মবন প্রমথিত করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় হেন সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহারে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। মহামতি মধুসূদন অর্জ্জুনকে ইন্দ্র সদৃশ কর্ম্ম করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন। হে পার্থ! অদ্য তুমি সংগ্রামস্থলে যে রূপ কার্য্য করিলে, বোধ হয়, তাহা ইন্দ্র, যম ও কুবেরেরও দুষ্কর। তুমি এক কালে শত শত সহস্র সহস্র মহারথ সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়াছ।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই রূপে বহুসংখ্যক সংসপ্তককে সংহার করিয়া কৃষ্ণকে ভগদত্তাভিমুখে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! মহামতি মধুসূদন অর্জ্জুনের ইচ্ছানুসারে সুবর্ণভূষণ মণ্ডিত, বায়ুবেগগামী অশ্বগণকে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণ শরাভিতাপিত স্বীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থ গমন করিতেছেন, এমন সময় মহাবীর সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামার্থ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে কহিলেন, হে শত্রুসূদন! ঐ দেখ, সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ আমারে আহ্বান করিতেছে;

আবার উত্তর দিকে সৈন্যগণ দ্রোণ শরে বিদীর্ণ হইতেছে। এই রূপে সংশপ্তকগণ আমার চিত্তকে দোলায়মান করিয়াছে। এ ক্ষণে সংশপ্তকগণকে সংহার করি অথবা অরাতি শরার্দ্দিত আত্মীয়গণকে রক্ষা করি? এই উভয়ের কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বল।

মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মার অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রণ বিশারদ ধনঞ্জয় সাত বাণে সুশর্ম্মারে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার ধনু ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক ছয় বাণে তাঁহার ভ্রাতৃগণকে অশ্বগণ ও সারথি সমভিব্যাহারে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর সুশর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া অর্জ্জুনের উপর ভীষণ ভুজঙ্গাকার অয়োময় শক্তি ও বাসুদেবের উপর তোমর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তিন শরে সুশর্ম্মার শক্তি ও তিন শরে তোমর ছেদন পূর্ব্বক শর নিকর দ্বারা তাঁহারে বিমোহিত করিয়া শর জাল বর্ষণ করত গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্য মধ্যে কেহই তাঁহারে নিবারিত করিতে পারিল না।

মহাবীর ধনঞ্জয় বাণ দ্বারা মহারথগণকে সংহার করত কক্ষরাশিদহন দহনের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অগ্নিস্পর্শ সদৃশ দারুণ অর্জ্জুনের বেগ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইল। এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় শর নিকর দ্বারা সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে ভগদত্তাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে সমর বিজয়ী অর্জ্জুন দুর্দ্দান্তদেবী দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধ জনিত ক্ষত্রিয় বিনাশের নিমিত্ত নিষ্পাপ পাণ্ডবগণের ক্ষেমঙ্কর, শত্রুগণের অশ্রু বর্দ্ধন গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়াছিলেন। কৌরব সেনাগণ পার্থ শরে বিক্ষোভিত হইয়া পর্ব্বত সংলগ্ন নৌকার ন্যায় বিপন্ন হইল।

তখন ক্রূরমতি দশ সহস্র কৌরব সৈন্য জয় ও পরাজয়ে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতে লাগিল। সর্ব্বভারসহ মহাবীর ধনঞ্জয় পদ্মবনপ্রবিষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় সেই সৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুন শরে প্রমথিত হইলে মহাবীর ভগদত্ত ক্রোধভরে সেই হস্তী লইয়া ধনঞ্জয়াভিমুখে ধাবমান হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় রথ দ্বারা তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। রথ ও নাগে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর ভগদত্ত ও ধনঞ্জয় সুসজ্জিত গজ ও রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত মেঘসঙ্কাশ হস্তীর উপর হইতে ইন্দ্রের ন্যায় ধনঞ্জয়ের উপর শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সমর বিশারদ অর্জ্জুন শর জাল দ্বারা অর্দ্ধ পথে ভগদত্তের শর নিকর নিবারণ করিয়া তাঁহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর অনায়াসে অর্জ্জুনের শর নিকর নিরাকৃত এবং তাঁহারে ও কৃষ্ণকে অসংখ্য শর সমূহে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে সংহার করিবার মানসে হস্তী সঞ্চালন করিলেন। মহামতি জনার্দ্দন ভগদত্তের হস্তীরে কালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয় ঐ সুযোগে সেই হস্তী ও তাহার আরোহী ভগদত্তকে পশ্চাৎ হইতে বিনষ্ট করিতে পারিতেন; কিন্তু ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহা করিলেন না। তখন সেই মহাগজ অসংখ্য হস্তী, রথ ও অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া তৎসমুদায় বিনষ্ট করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে অর্জ্জুনের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধান্বিত হইয়া ভগদত্তের কি করিলেন আর ভগদত্তই বা তাঁহার কি করিয়াছিলেন? যথার্থ কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব ভগদত্তের সমীপে গমন করিলে তত্রত্য সমুদায় লোকই তাঁহাদিগকে যমের দশন সন্নিহিত বলিয়া বোধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত গজস্কন্ধ হইতে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় কার্ম্মুক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া হেমপুঙ্খ শিলানিশিত কৃষ্ণায়স বিনির্ম্মিত শরনিকরে দেবকীনন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্পর্শ শরনিকর দেবকীতনয়কে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভগদত্তের শরাসন ছেদন ও রথ রক্ষককে বিনাশ করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করতই যেন সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি চতুর্দ্দশ সুতীক্ষ্ণ তোমর নিক্ষেপ করিলে লঘুহস্ত সব্যসাচী ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক তোমর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া সুতীক্ষ্ণ শর নিকর দ্বারা তাঁহার হস্তীর বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাগজ অর্জ্জুনের সায়ক জালে ছিন্নবর্ম্মা ও একান্ত ব্যথিত হইয়া বারিধারাসিক্ত মেঘবিহীন পর্ব্বতরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর কৃষ্ণের উপর লৌহময় হেমদণ্ড মণ্ডিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সমরবিশারদ অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে ভগদত্তের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহারে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের কঙ্কপত্রযুক্ত নিশিত শরনিকরে দৃঢ় বিদ্ধ হইয়া একান্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে তাঁহার মস্তকে অসংখ্য তোমর নিক্ষেপ করত উচ্চ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত শর নিকরে অর্জ্জুনের কিরীট পরিবর্ত্তিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন সেই পরিবর্ত্তিত কিরীট যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া ভগদত্তকে কহিলেন, প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর! এই সময় সকলকে উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিয়া লও।

মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের বাক্যে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া অতি ভীষণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার ও কৃষ্ণের উপর অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সমরবিশারদ ধনঞ্জয় সত্বরে ভগদত্তের শরাসন ও তূণীর ছেদন করিয়া দ্বিসপ্ততি শরে তাঁহার সমুদায় মর্ম্ম স্থানে আঘাত করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ক্রোধভরে বৈষ্ণব অঙ্কুশ অস্ত্র অভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের বক্ষ স্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদন পার্থকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং সেই ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত সর্ব্বঘাতী বৈষ্ণবাস্ত্র বক্ষ স্থলে গ্রহণ করিলেন। অস্ত্র কৃষ্ণের বক্ষ স্থলে বৈজয়ন্তী মালা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত ক্লিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যুদ্ধ করিবে না; কেবল আমার অশ্ব সংযমন করিবে; এ ক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে না। যদি আমি ব্যসনাপন্ন বা অরাতি নিবারণে অসক্ত হই, তাহা হইলে যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য; আমি বর্ত্তমান থাকিতে সমর ব্যাপারে হস্ত ক্ষেপ করা তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নয়। আমি যে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া সুর, অসুর ও মানবগণ সমবেত সমুদায় লোক পরাজয় করিতে পারি, তাহা তোমার অবিদিত নাই।

তখন মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! আমি অতি গুহ্য পুরাবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি লোকের হিত সাধন ও পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনার মূর্ত্তি চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমার এক মূর্ত্তি ভূমণ্ডলে তপশ্চরণ, দ্বিতীয় মূর্ত্তি জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম্ম অবলোকন, তৃতীয় মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলোক আশ্রয় পূর্ব্বক মানুষ কর্ম্ম সাধন ও চতুর্থ মূর্ত্তি শয়ন করিয়া সহস্র বর্ষ ব্যাপী নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। ঐ চতুর্থ মূর্ত্তি সহস্র বৎসরের পর সমুত্থিত হইয়া বরার্হ ব্যক্তিগণকে অত্যুৎকৃষ্ট বর প্রদান করে। ঐ সময় পৃথিবী আমার বর প্রদান কাল জানিয়া স্বীয় পুত্র নরকের নিমিত্ত আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল, শ্রবণ কর; পৃথিবী কহিল, হে নারায়ণ! তোমার বরে আমার পুত্র বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া দেব ও অসুরগণের অবধ্য হউক। আমি কহিলাম, হে বসুন্ধরে! এই বৈষ্ণবাস্ত্র নরকের রক্ষার্থ অমোঘ হউক; ইহার প্রভাবে নরককে কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার পুত্র এই অস্ত্র কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া সর্ব্ব লোকের দুরাধর্ষ ও পরবল মর্দ্দন ক্ষম হইবে। পৃথিবী এই রূপে আমার নিকট কৃতকার্য্য হইয়া তথাস্তু বলিয়া গমন করিলেন। নরকাসুরও তদবধি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। মহাবীর প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর নরকের নিকট হইতে সেই অস্ত্র প্রাপ্ত হন। ত্রিলোকমধ্যে ইন্দ্র রুদ্র প্রভৃতি কেহই ঐ অস্ত্রের অবধ্য নন। এই নিমিত্ত আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিয়া স্বয়ং অস্ত্র বেগ ধারণ করিলাম। দেবদ্বেষী মহাসুর ভগদত্ত এক্ষণে সেই পরমাস্ত্র বিহীন হইয়াছে; অতএব যেমন আমি লোক হিতার্থ নরকাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলাম, তদ্রূপ তুমি ঐ দুর্দ্ধর্ষ বৈরীরে বিনষ্ট কর।

মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সহসা ভগদত্তের উপর নিশিত শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ভগদত্তের হস্তীর কুম্ভান্তরে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সর্প যেমন বল্মীকের মধ্যে গমন করে, তদ্রূপ অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত বজ্রসম সেই নারাচ করিকুম্ভ মধ্যে প্রবেশ করিল। ভগদত্ত বারংবার হস্তীরে চালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দরিদ্রের ভার্য্যা যেমন স্বামীর বাক্যে কর্ণপাত করে না, তদ্রূপ গজরাজ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিল না। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই করিবর স্তব্ধগাত্র ও দন্ত দ্বারা অবনিতলগত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করত প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুন শরে ভিন্নহৃদয় হইয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যেমন সন্তাড়িত পদ্মনাল হইতে পত্র নিপতিত হয়, তদ্রূপ ভগদত্তের মস্তক হইতে মহার্ঘ বস্ত্র ধরাতলে নিপতিত হইল। যেমন সুপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ হেমমালা ভূষিত ভগদত্ত স্বর্ণ ভূষণ ভূষিত হস্তী হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম ইন্দ্রের সখা মহাবাহু ভগদত্তকে নিহত করিয়া, বলবান্ বায়ু যেমন বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন করে, তদ্রূপ কৌরব পক্ষীয় বীরগণকে নিহত করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় সখা প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তকে বিনাশ করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃষক ও অচল নামে

গান্ধার রাজের তনয় দ্বয় অর্জ্জুনকে একান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ সম্মুখে কেহ বা পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া অর্জ্জুনকে মহাবেগ শাণিত সায়কে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শাণিত শর নিকরে সুবলনন্দন বৃষকের অশ্ব, সারথি, ধনু, ছত্র, ধ্বজ ও রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন এবং নানাবিধ আয়ুধ দ্বারা সৌবল প্রমুখ গান্ধারগণকে বারংবার ব্যাকুল করিতে লাগিলেন। পরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উদ্যতাস্ত্র পঞ্চ শত গান্ধারকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। বৃষক সত্বরে হতাশ্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতার রথে আরোহণ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুন এক রথারূঢ় বৃষক ও অচলকে বারংবার শর জালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বৃত্র ও বলাসুর সুররাজ ইন্দ্রকে আঘাত করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহারা অর্জ্জুনকে শর নিকরে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যেমন নিদাঘ ও বর্ষা কালীন মাস দ্বয় গ্রীষ্ম ও অম্বু দ্বারা লোককে একান্ত কাতর করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা আহত না হইয়া অর্জ্জুনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন এক রথারূঢ় সংশ্লিষ্ট কলেবর বৃষক ও অচলকে এক শরে বিনাশ করিলেন। তখন সেই সিংহ সঙ্কাশ লোহিতলোচন এক লক্ষণাক্রান্ত বীর দ্বয় গতাসু হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের মৃত কলেবর দশ দিকে অতি পবিত্র যশ বিস্তার করিয়া ভূতল প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর আপনার আত্মজগণ সমরে অপরাঙ্মুখ বন্ধুজনপ্রিয় দুই মাতুলকে ভূতলশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মায়াবিশারদ শকুনি উভয় ভ্রাতারে বিনষ্ট দেখিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিমোহিত করত মায়াজাল বিস্তার করিলেন; তখন লগুড়, অয়োগুড়, প্রস্তর, শতঘ্নী, শক্তি, গদা, পরিঘ, খড্গ, শূল, মুদ্গর, পট্টিশ, কম্পন, ঋষ্টি, নখর, মুষল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালীক, বৎসদন্ত, অস্থিসন্ধি, চক্র, বিশিখ, প্রাস ও অন্যান্য নানাবিধ আয়ুধ সকল দিক্ ও বিদিক্ হইতে অর্জ্জুনের প্রতি নিপতিত হইতে লাগিল। খর, উষ্ট্র, মহিষ, ব্যাঘ্র, সিংহ, সৃমর, চিল্লক, ঋক্ষ, শালাবৃক, গৃধ্র, কপি, সরীসৃপ ও বিবিধ রাক্ষসগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন দিব্যাস্ত্রবেত্তা অর্জ্জুন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা শরতাড়িত হইয়া চীৎকার করত বিনষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর ঘোরতর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইয়া অর্জ্জুনের রথ সমাচ্ছন্ন করিলে সেই অন্ধকার হইতে অতি কঠোর বাক্য অর্জ্জুনকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। অর্জ্জুন জ্যোতিষ্ক অস্ত্রে তৎক্ষণাৎ সেই ভয়প্রদ গাঢ়ান্ধকার নিরাস করিলেন। পরে ভয়ঙ্কর জল প্রবাহ প্রাদুর্ভূত হইল। অর্জ্জুন জল শোষণ করিবার নিমিত্ত আদিত্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। উহা প্রযুক্ত হইবা মাত্র প্রায় সমস্ত জলই শুষ্ক হইয়া গেল। এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে অস্ত্র বলে সৌবল বিহিত বিবিধ মায়া বিনাশ করিলেন। তখন শকুনি অর্জ্জুন শর তাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া অতি বেগ গামী তুরঙ্গমে আরোহণ পূর্ব্বক নীচ লোকের ন্যায় পলায়ন করিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন আপনার হস্ত লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণের প্রতি শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগীরথীপ্রবাহ পর্ব্বতে সংলগ্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ সেই সমস্ত সৈন্য অর্জ্জুন শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইল;

এবং কতকগুলি দ্রোণের নিকট ও কতকগুলি দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিল। পরে সৈন্য সকল ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইলে আমরা আর অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলাম না; কেবল দক্ষিণ দিকে অনবরত গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। ঐ গাণ্ডীব নির্ঘোষ শঙ্খ, দুন্দুভি ও অন্যান্য বাদ্য ধ্বনি অভিভূত করিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল।

অনন্তর দক্ষিণ দিকে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আমি দ্রোণাচার্য্যের অনুসরণ করিলাম। রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কৌরব সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। যেমন বর্ষা কালে বায়ু মেঘ সকল অপবাহিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যদিগকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই ভূরি বর্ষণ শীল ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় শর নিকর বর্ষী অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কৌরবগণ পার্থ শরাহত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিবার সময় স্ব পক্ষদিগকে বিনাশ করিলেন। অর্জ্জুন বিনির্ম্মুক্ত কঙ্কপত্র বিভূষিত তনুচ্ছেদী শর সকল শলভের ন্যায় দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। যেমন পন্নগগণ বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই সমস্ত শর তুরঙ্গম, নাগ, পদাতি ও রথিগণকে ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। অর্জ্জুন হস্ত্যশ্ব ও মনুষ্যের প্রতি দ্বিতীয় শর পরিত্যাগ করেন নাই; তাহারা প্রত্যেকেই এক মাত্র শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও গতাসু হইয়া নিপতিত হইয়াছিল। নিহত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বে রণ স্থল পরিপূর্ণ হইল; শৃগাল ও কুক্কুরেরা কোলাহল করিতে লাগিল; এই রূপে রণক্ষেত্র সাতিশয় বিচিত্র হইয়া উঠিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতারে ও সুহৃৎ সুহৃৎকে পরিত্যাগ করিয়া আত্ম রক্ষায় যত্নবান্ হইলেন; অধিক কি, তৎকালে অনেকেই পার্থশর তাড়িত হইয়া স্ব স্ব বাহনদিগকেও পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন কৌরবসেনা সকল ছিন্ন ভিন্ন হইলে তোমরা দ্রুত পদ সঞ্চারে প্রস্থান করিতে লাগিলে, তৎকালে তোমাদের মন কি রূপ হইল? ছিন্ন ভিন্ন ও স্থান লাভের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল সৈন্যগণকে একত্র করা নিতান্ত দুষ্কর; তাহাই বা কি রূপে সম্পাদিত হইল? তুমি আমার সমক্ষে এই সমস্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সৈন্য সকল এই রূপ বিশৃঙ্খল হইলেও রাজা দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষী বীর পুরুষেরা যশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্যের অনুগমন করিলেন এবং অস্ত্র সমুদায় সমুদ্যত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সম্ভ্রান্ত ও রণস্থল নিতান্ত ভীষণ হইলে নির্ভীকের ন্যায় সাধু সম্মত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মহাবীর ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখে নিপতিত হইলে ক্রূর স্বভাব পাঞ্চালগণ, দ্রোণকে আক্রমণ কর, দ্রোণকে আক্রমণ কর, বলিয়া সৈন্যগণকে প্রেরণ করিল এবং আপনার পুত্রগণ, দ্রোণাচার্য্যকে যেন বধ করে না, দ্রোণাচার্য্যকে যেন বধ করে না, এই বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কহিতে লাগিলেন, দ্রোণকে বিনাশ কর; কৌরবগণ কহিতে লাগিল, দ্রোণকে যেন বিনষ্ট করে না; এই রূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণকে লইয়া যেন দ্যূত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চালগণের যে যে রথীরে মথিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সেই রথীর নিকট উপস্থিত

হইতে লাগিলেন। এই রূপে নির্দ্দিষ্ট ভাগের বিপর্য্যয় ও রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল ; বীরগণ ভৈরব রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপক্ষ বীরগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ শত্রুপক্ষদিগের নিতান্ত দুরাক্রম্য হইয়া উঠিলেন এবং আপনাদিদের ক্লেশ পরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক শত্রুদিগের সৈন্য বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা রোষপরবশ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যুদ্ধ লৌহ শিলা সম্পাতের ন্যায় একান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। এ রূপ যুদ্ধ বৃদ্ধদিগেরও স্মৃতি পথে উদিত হয় না এবং কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণও করে নাই। সেই বীর বিনাশন সংগ্রামে পৃথিবী বলভরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল। ইতস্তত ঘূর্ণায়মান কৌরব সেনাগণের অতি ভীষণ কলরব নভোমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন দ্রোণাচার্য্য সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া শাণিত শর নিকরে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বয়ং দ্রোণকে নিবারণ করিলেন। আমরা দ্রোণ ও পাঞ্চালরাজের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় বোধ করিলাম যে, এই সংগ্রামের উপমা নাই।

অনন্তর অনল সঙ্কাশ, শরস্ফুলিঙ্গ সম্পন্ন, কার্ম্মুক জ্বালা করাল, মহাবীর নীল হুতাশনের তৃণরাশি দহনের ন্যায় কৌরব সেনাগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী অশ্বত্থামা সর্ব্বাগ্রে সহাস্য মুখে কহিলেন, হে নীল! যোদ্ধাদিগকে শরানলে দগ্ধ করিলে তোমার কি হইবে? তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং রোষপরবশ হইয়া শীঘ্র আমারে প্রহার কর। তখন মহাবীর নীল পদ্ম নিকরাকার, পদ্মপলাশলোচন, প্রফুল্ল কমলানন অশ্বত্থামারে শর জালে বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা শাণিত তিন ভল্লাস্ত্রে নীলের ধনু, ধ্বজ ও ছত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নীল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিহঙ্গমের ন্যায় অশ্বত্থামার কলেবর হইতে মস্তক উৎপাটনের অভিলাষ করিলে অশ্বত্থামা হাসিতে হাসিতে নীলের সুন্দর নাসা সুশোভিত, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ভল্লাস্ত্রে তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন। সেই পূর্ণ চন্দ্র নিভানন, কমললোচন নীল ভূতলে নিপতিত হইবা মাত্র পাণ্ডব সেনাগণ নিতান্ত ব্যথিত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন পাণ্ডব পক্ষ মহারথ সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অর্জ্জুন অবশিষ্ট সংশপ্তকগণ ও নারায়ণী সেনার সহিত দক্ষিণ দিকে যুদ্ধ করিতেছেন ; সুতরাং তিনি এ ক্ষণে কি প্রকারে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর বৃকোদর স্বীয় সৈন্য বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া ষষ্টি শরে বাহ্লিক ও দশ শরে কর্ণকে আঘাত করিলেন। দ্রোণ ভীমের প্রাণ নাশের অভিপ্রায়ে তীক্ষ্ণধার শরে মর্ম্মে প্রহার করিয়া উপর্য্যুপরি ষড়্বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে কর্ণ দ্বাদশ, অশ্বত্থামা সাত ও মহারাজ দুর্য্যোধন ছয় বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণকে, দশ শরে কর্ণকে, দ্বাদশ শরে দুর্য্যোধনকে ও আট শরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সুলভমৃত্যু তুমুল রণস্থলে রাজা যুধিষ্ঠির

ভীমসেনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যোদ্ধাদিগকে প্রেরণ করিলেন। নকুল, সহদেব ও যুযুধান প্রভৃতি বীরেরা ভীমসেনের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। অনন্তর ভীমসেন প্রভৃতি মহারথগণ সমবেত হইয়া রোষভরে সুরক্ষিত দ্রোণ সৈন্যদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় গমন করিলে মহাবীর দ্রোণ সেই সকল মহাবল পরাক্রান্ত মহারথদিগকে অনায়াসে গ্রহণ করিলেন। তখন কৌরবগণ রাজ্যস্পৃহা ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিকট উপনীত হইলে গজারোহী গজারোহীরে ও রথী রথীরে বিনাশ করিতে লাগিল; বীরগণ শক্তি, অসি ও পরশু প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর করী সৈন্য সকল ঘোরতর সমর করিতে লাগিল। কেহ করিপৃষ্ঠ হইতে কেহ বা অশ্ব হইতে অধঃশিরা হইয়া কেহবা রথ হইতে শর বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে পতিত হইল; কোন ব্যক্তি বিমর্দ্দকালে বর্ম্ম শূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইলে একটী হস্তী তাহার বক্ষঃস্থল আক্রমণ পূর্ব্বক মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। অন্যান্য হস্তীরা নিপতিত বহুসংখ্য লোককে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী ধরণীতলে নিপতিত হইয়া বিশাল দশন দ্বারা অনেকানেক রথীরে ভেদ করিল। কতকগুলি হস্তী দশন সংলগ্ন নারাচ দ্বারা শত শত মনুষ্যকে বিমর্দ্দিত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল। কুঞ্জর সকল নিপতিত অশ্ব, রথ, হস্তী ও পিহিত লৌহতনুত্র মানবদিগকে স্থূল নলের ন্যায় প্রোথিত করিয়া ফেলিল। লজ্জাশালী ভূপালগণ কাল বশত গৃধ্র পক্ষাস্তীর্ণ নিতান্ত ক্লেশকর শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং পুত্র মোহ পরতন্ত্র হইয়া পিতার মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে লাগিল। চারি দিকে রথের অক্ষ ভগ্ন, ধ্বজ ছিন্ন ও ছত্র নিপতিত হইতে লাগিল। কোন অশ্ব ছিন্ন যুগার্দ্ধ লইয়া ধাবমান হইল। অসিদণ্ড মণ্ডিত বাহু নিপতিত ও কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত মাতঙ্গগণ রথ সমস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। কোথাও অশ্ব হস্তী কর্ত্তৃক সাতিশয় আহত হইয়া আরোহীর সহিত নিপতিত হইতে লাগিল।

এই রূপে মর্য্যাদাশূন্য ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হা তাত! হা পুত্র! হা সখে! তুমি কোথায় রহিয়াছ; ঐ স্থানে অবস্থান কর; ধাবমান হইও না; ইহারে প্রহার কর, উহারে আনয়ন কর; ঐ ব্যক্তিরে বিনাশ কর, এই রূপ ও অন্যান্য রূপ বাক্য হাস্য, সিংহনাদ ও গর্জ্জন সহকারে সমুত্থিত হইতেছে শ্রুতিগোচর হইল। মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীর শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল; পার্থিব ধূলিজাল উপশমিত হইল; ভীরুস্বভাব মনুষ্যেরা বিমোহিত হইয়া উঠিল। কোন বীরের রথ চক্র অন্য বীরের রথ চক্রে সংলগ্ন হওয়াতে অস্ত্র প্রয়োগাবসর অতীত হইলে তিনি গদা দ্বারা তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিলেন। নিরাশ্রয় সমরে আশ্রয় লাভার্থী বীর পুরুষেরা নিদারুণ কেশাকর্ষণ, মুষ্টি যুদ্ধ এবং নখ ও দন্ত প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন বীরের খড়্গ সনাথ উদ্যত বাহুদণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; কাহারও বা শর, শরাসন ও অঙ্কুশ সমলঙ্কৃত হস্ত ছিন্ন ভিন্ন হইল। কোন ব্যক্তি কাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল; কেহ সমরে পরাঙ্মুখ হইল; কোন ব্যক্তি সমকক্ষ ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করিল; কেহ চীৎকার পূর্ব্বক ধাবমান হইল; কেহ সাতিশয় ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল; কেহ শাণিত শরে স্বপক্ষকে কেহ বা পর পক্ষকে বিনাশ করিতে লাগিল। গিরিশৃঙ্গ সদৃশ কোন মাতঙ্গ নারাচ অস্ত্রে আহত হইয়া বর্ষাকালীন

নদীতটের ন্যায় নিপতিত হইল। প্রস্রবণশালী পর্ব্বত সদৃশ মদস্রাবী অন্য এক মাতঙ্গ রথী, অশ্ব ও সারথীরে নিপীড়ন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। ভীরুস্বভাব, দুর্ব্বলহৃদয় মনুষ্যেরা শোণিত সিক্ত মহাবীরদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া মোহাবিষ্ট হইতে লাগিল। সকলেই উদ্বিগ্ন হইল; কিছুই পরিজ্ঞাত হইল না। সৈন্য পদোদ্ধূত ধূলিজালে সমস্ত সমাচ্ছন্ন হইলে সমর বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল।

অনন্তর পাণ্ডব সেনাপতি নিত্যোৎসাহী পাণ্ডবগণকে, এই সমুচিত অবসর, এই বলিয়া ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। বাহুবল শালী পাণ্ডবেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে সৈন্য সংহার পূর্ব্বক, হংসগণ যেমন সরোবরে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণ রথাভিমুখে গমন করিলেন। উহারে গ্রহণ কর; ধাবমান হইও না; শঙ্কা পরিত্যাগ কর; উহারে বিনাশ কর; দ্রোণাচার্য্যের রথের অভিমুখে এই রূপ তুমুল ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং শল্য তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। পরে জাতক্রোধ, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, দুর্নিবার পাঞ্চালগণ পাণ্ডবদিগের সহিত শরজালে একান্ত নিপীড়িত হইয়াও আর্য্য ধর্ম্মানুসারে দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিলেন না। অনন্তর দ্রোণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শত শত শর পরিত্যাগ করিয়া চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশনি শব্দ সঙ্কাশ মানবগণের ত্রাসজনন মৌর্ব্বী ও তল ধ্বনি চতুর্দ্দিকে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণকে বিমর্দ্দিত করিতেছেন; ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন বহুসংখ্য সংশপ্তককে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া শোণিতোদক সম্পন্ন, শরোর্ম্মি মাহবর্ত্ত মহাহ্রদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন, অবলোকন করিলাম এবং সেই কীর্ত্তি সম্পন্ন, সূর্য্য সঙ্কাশ অর্জ্জুনের প্রদীপ্ত কপিধ্বজও নয়নগোচর হইল। পাণ্ডব মধ্য বর্ত্তী, যুগান্ত কালীন সূর্য্য স্বরূপ মহাবীর অর্জ্জুন শর নিকর রূপ কর জালে সংশপ্তক সমুদ্র শুষ্ক করিয়া কৌরবগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। যেমন প্রলয় কালে ধূমকেতু উত্থিত হইয়া সমস্ত প্রাণী দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি অস্ত্রতেজে কৌরবগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহিগণ সহস্র সহস্র শরে তাড়িত হইয়া আলুলিত কেশে নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ আর্ত্তনাদ, কেহ কেহ বা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি লোক পার্থ শরে আহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইল। বীরবর অর্জ্জুন যোদ্ধাদিগের নিয়ম স্মরণ করিয়া উত্থিত, নিপতিত ও পরাঙ্মুখ ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিলেন না। কৌরবগণ প্রায় সকলেই বিস্মিত ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া হাহাকার ও কর্ণ! কর্ণ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; মহারথ কর্ণ তৎকালে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে ছিলেন না; এ ক্ষণে শরণার্থী কৌরবগণের রোদন শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীত হইও না বলিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় প্রদীপ্ত শরাসন ধারী, শাণিত শর নিকর সম্পাত কর্ণের শর জাল শর সমূহ দ্বারা নিবারণ করিলেন। কর্ণও তাঁহার শর সকল শর নিকরে নিবারণ ও শর বর্ষণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম ও সাত্যকি তিন তিন শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ শর বর্ষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের শর নিবারণ করিয়া তিন বাণে

ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি তিন বীরের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্নায়ুধ সেই সকল বীর নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় রথ হইতে শক্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই আশীবিষ সদৃশ মহাবেগ সম্পন্ন শক্তি সমস্ত প্রদীপ্ত হইয়া মহাবেগে কর্ণের প্রতি গমন করিতে লাগিল। কর্ণ তিন তিন শরে সেই সমস্ত শক্তি ছেদন করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতারে বিনাশ করিলেন। পরে ছয় শরে শত্রুঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া ভল্লাস্ত্রে বিপাটের মস্তক ছেদন করিলেন। এই রূপে কর্ণের তিন ভ্রাতা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে ও কর্ণের সম্মুখে এক মাত্র অর্জ্জুনের হস্তেই বিনষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভীমসেন পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ দ্বারা কর্ণপক্ষ পঞ্চদশ বীরকে বিনাশ করিলেন; পরে পুনরায় রথে আরোহণ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দশ শরে কর্ণকে এবং পঞ্চ শরে সারথী ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ ও ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রবর্ম্মা ও নিষধ দেশীয় বৃহৎক্ষত্রকে আহত এবং রথে আরোহণ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক বিংশতি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি অন্য শরাসন গ্রহণ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুঃষষ্টি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; পরে ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া পুনরায় তিন বাণে তাঁহার ভুজযুগল ও বক্ষস্থলে আঘাত করিলে রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণ ও জয়দ্রথ সাত্যকি রূপ মহাসাগরে নিমজ্জমান কর্ণকে উদ্ধার করিলেন; তাঁহার শত শত পদাতি অশ্ব ও হস্তী নিতান্ত ভীত হইয়া তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, অভিমন্যু, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার ও পাণ্ডব পক্ষ বীরগণের বিনাশার্থ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সকলেই জীবন নিরপেক্ষ হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।

পদাতি, রথী, হস্তী ও অশ্বগণের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোথাও হস্তী সকল রথী ও পদাতির সহিত, রথী সকল হস্তী পদাতি ও অশ্বের সহিত এবং রথী ও পদাতিগণ রথী ও হস্তীর সহিত, কোথাও বা অশ্বের সহিত অশ্ব, হস্তীর সহিত হস্তী, রথীর সহিত রথী ও পদাতির সহিত পদাতিগণ মাংসাশী পশুগণের হর্ষ সূচক যমরাজ্য বিবর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হস্তী কর্তৃক বহুসংখ্য হস্তী, রথ, পদাতি ও অশ্বগণ বিনষ্ট হইল; কোথাও হস্তী কর্তৃক হস্তী, রথী কর্তৃক রথী, অশ্ব কর্তৃক অশ্ব, পদাতি কর্তৃক পদাতি, কোথাও বা রথী কর্তৃক হস্তী, হস্তী কর্তৃক অশ্ব ও অশ্ব কর্তৃক মনুষ্য ছিন্নজিহ্ব, ভগ্নদশন গলিতনয়ন, প্রমথিতকবচ ও বিগতভূষণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভীষণদর্শন মাতঙ্গগণ বহু শস্ত্র সম্পন্ন শত্রুগণ কর্তৃক আহত, অশ্ব ও গজ চরণে তাড়িত, রথ নেমি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত, ক্ষিতি তলে পোথিত ও সাতিশয় সমাকুল হইয়া বিনষ্ট হইল। এই রূপে পক্ষী, শ্বাপদ ও রাক্ষসদিগের আহ্লাদকর, অতি ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপস্থিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ একান্ত কুপিত হইয়া বল পূর্ব্বক পরস্পরকে বিনাশ করত সমর ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন এবং শোণিত সিক্ত ও সাতিশয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরস্পর

মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষ বীর পুরুষেরা মৃদু পদ সঞ্চারে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

সংশপ্তকবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

অভিমন্যুবধ পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অমিত বলশালী অর্জ্জুনের প্রভাবে আমাদিগের সৈন্য সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন, দ্রোণের অভিলাষ নিষ্ফল ও যুধিষ্ঠির সুরক্ষিত হইলে যুদ্ধ নির্জ্জিত, বর্ম্মশূন্য ধূলিধূসরিত সমর জয়ী বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সাতিশয় হাস্যাস্পদ কৌরবগণ উদ্বিগ্ন মনে দশদিক্ অবলোকন করত দ্রোণের অনুমতিক্রমে সমর অবহার করিয়া অর্জ্জুনের অসংখ্য গুণ গ্রামের প্রশংসা ও তাঁহার সহিত কৃষ্ণের সখ্যভাব শ্রবণে চিন্তা ও মৌন ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অভিশপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রভাত কালে শত্রুর উন্নতি দর্শনে একান্ত বিমনায়মান ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রণয় ও অভিমান সহকারে যোদ্ধাদিগের সমক্ষে দ্রোণকে কহিলেন, হে আচার্য্য! আমরা আপনার বধ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি; কেন না আপনি যুধিষ্ঠিরকে সমীপস্থ দেখিয়া আজিও গ্রহণ করিলেন না। আপনি যাহারে গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিবেন, সে আপনার সম্মুখবর্ত্তী হইলে, যদি দেবগণের সহিত পাণ্ডবেরা তাহারে রক্ষা করেন, তাহা হইলেও সে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। আপনি অগ্রে প্রসন্ন মনে আমারে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতেছেন; কিন্তু আর্য্য ব্যক্তিরা কদাচ ভক্ত জনের আশা ভঙ্গ করেন না।

তখন দ্রোণাচার্য্য নিতান্ত লজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ নিরন্তর যত্নবান্ রহিয়াছি; আমারে কদাচ ঐ রূপ জ্ঞান করিও না। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও উরগগণও অর্জ্জুন রক্ষিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। যে স্থানে বিশ্বস্রষ্টা জনার্দ্দন বিরাজমান আছেন এবং অর্জ্জুন সেনাপতি হইয়াছেন, সে স্থলে ভগবান শূলপাণি ব্যতিরেকে আর কাহার বল ফলোপধায়ক হইতে পারে? আজি আমি সত্যই কহিতেছি, পাণ্ডবদিগের মধ্যে বীর প্রবর এক মহারথকে নিপাতিত এবং দেবগণেরও দুর্ভেদ্য এক ব্যূহ প্রস্তুত করিব; কখনই ইহার অন্যথা হইবে না। এক্ষণে কোন উপায় দ্বারা অর্জ্জুনকে ধর্ম্মরাজের নিকট হইতে অপনীত কর। যুদ্ধে তাহার অজ্ঞাত বা অসাধ্য কিছুই নাই; সে নানা স্থান হইতে সকল বিষয়ই অবগত হইয়াছে।

আচার্য্য দ্রোণ এই রূপ আদেশ করিলে সংশপ্তকগণ পুনরায় অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ দক্ষিণ দিকে আহ্বান করিতে লাগিল। সুতরাং সংশপ্তকদিগের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাদৃশ যুদ্ধ কখন কাহার শ্রবণ বা নয়ন গোচর হয় নাই। এদিকে আচার্য্য দ্রোণ চক্র ব্যূহ রচনা করিলেন। উহা তপনশীল মধ্যাহ্ন কালীন দিনকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অভিমন্যু জ্যেষ্ঠতাত যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সেই দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ বারংবার ভেদ করিলেন। পরে তিনি অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন ও সহস্র সহস্র বীর

নিপাতন পূর্ব্বক ছয় বীরের সহিত সমরে ব্যাপৃত ও দুঃশাসন পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। পাণ্ডবগণ শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। অনন্তর অবহার করিলাম।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পুরুষ সিংহ অর্জ্জুনের আত্মজ অপ্রাপ্তযৌবন অভিমন্যু বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যে ধর্ম্মানুসারে রাজ্যলোলুপ বীরেরা বালকের উপর অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, ধর্ম্ম কর্ত্তারা সেই ক্ষত্র ধর্ম্ম কি নিদারুণ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন! আমার পক্ষ বীরেরা নিতান্ত সুখী, নির্ভীকের ন্যায় বিচরণশীল, বালক অভিমন্যুরে কি প্রকারে বিনাশ করিল? আর অভিমন্যু রথ সৈন্য সংহার করিবার বাসনায় যে রূপ রণ স্থলে সঞ্চরণ করিয়াছিল, তাহাও কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমারে যে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্যক্ কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। কুমার অভিমন্যু সৈন্য সংহারার্থ যে রূপে রণ স্থলে সঞ্চরণ করিয়াছিলেন, জয়লাভাভিলাষী দুর্নিবার বীর সমুদায় যে রূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিলেন এবং তৃণ, গুল্ম ও পাদপ সমাচ্ছন্ন অরণ্য মধ্যে দাবানল পরিবেষ্টিত বনবাসীদিগের ন্যায় আপনার পক্ষ বীরগণেরঅন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল; এ ক্ষণে তাহা শ্রবণ করুন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে নরনাথ! পঞ্চ পাণ্ডব ও কৃষ্ণ যুদ্ধে সাতিশয় ভীমকর্ম্মা ও দেবগণেরও দুরধিগম্য এবং তাঁহারা যে একান্ত শ্রমশীল, তাহাও তাঁহাদিগের কর্ম্ম দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির সত্ত্ব, কর্ম্ম, অন্বয়, বুদ্ধি, কীর্ত্তি, যশ ও সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়, সতত সত্যধর্ম্ম নিরত ও দান্ত। তিনি ব্রাহ্মণ পূজা প্রভৃতি গুণ সমূহে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদাই স্বর্গ ভোগ করিতেছেন। যুগান্ত কালীন অন্তক, জামদগ্ন্য ও রথস্থ ভীমসেন এই তিন জন সমকক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুনের উপমা পৃথিবীতে নাই। গুরুভক্তি, মন্ত্র রক্ষণ, নিপুণতা, বিনয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অনুকৃতি ও শূরতা এই ছয় গুণ নকুলে নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সহদেব শ্রুত, গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্য, সত্ত্ব, রূপ ও পরাক্রমে অশ্বিনীতনয়দ্বয়ের সদৃশ। কৃষ্ণে ও পঞ্চ পাণ্ডবে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই সকল গুণ এক মাত্র অভিমন্যুতে লক্ষিত হইয়া থাকে। রাজা যুধিষ্ঠিরে ধৈর্য্য, কৃষ্ণের চরিত্র, ভীমসেনের কার্য্য, অর্জ্জুনের রূপ, বিক্রম ও শাস্ত্র জ্ঞান এবং সহদেব ও নকুলের বিনয়ের উপমা নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! নিতান্ত দুর্জ্জয় অভিমন্যু কি রূপে রণস্থলে বিনষ্ট হইল, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি দুঃসহ শোক সম্বরণ করিয়া সুস্থির হউন; আমি আপনার বন্ধু বিনাশ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা করিয়া তন্মধ্যে দেবরাজ তুল্য মহীপালগণকে সংস্থাপিত করিলেন; উহার দ্বার দেশে সূর্য্য সঙ্কাশ রাজকুমারগণ সন্নিবেশিত হইলেন। তৎকালে সমুদয় রাজতনয় একত্র হইয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই রক্ত পতাকা পরিশোভিত, হেমহার বিভূষিত, চন্দন ও অগুরু চর্চ্চিত, রক্ত বিভূষণ সম্পন্ন, সূক্ষ্ম রক্তাম্বরধারী, মাল্যদাম মণ্ডিত, সুবর্ণ খচিত ধ্বজ দণ্ডে শোভিত ও কৃত প্রতিজ্ঞ। সেই দশ সহস্র রাজপুত্র একত্র সমবেত

হইয়া সমরাভিলাষে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা পরস্পর সমদুঃখসুখ, সমসাহস ও হিতানুষ্ঠান নিরত হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণকে অগ্রসর করত পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্বেতছত্রে ও চামরে উদয়মান দিবাকরের ন্যায়, পুরন্দর সদৃশ শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যোধন মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুঃশাসন কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া দ্রোণাধিকৃত সেনা মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সৈন্য মধ্যে সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ভাবে অবস্থান করিলেন। অমর সদৃশ আপনার ত্রিংশৎ তনয় অশ্বত্থামারে পুরোবর্ত্তী করিয়া সিন্ধুরাজের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্যূতদেবী গান্ধাররাজ শকুনি, শল্য ও ভূরিশ্রবা, সিন্ধুরাজের পার্শ্বে শোভমান হইলেন। অনন্তর উভয় পক্ষ বীরগণ মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া তুমুল লোম হর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে নরনাথ! অনন্তর ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কুন্তিভোজ, দ্রুপদ, অভিমন্যু, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, বিরাট, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিশুপাল নন্দন, ক্ষত্রধর্ম্মা, বৃহৎক্ষত্র, চেদিপতি, ধৃষ্টকেতু, নকুল, সহদেব, ঘটোৎকচ ও যুধামন্যু, মহাবীর্য্য কৈকেয়গণ, শত সহস্র সৃঞ্জয় এবং অন্যান্য যুদ্ধ দুর্ম্মদ সানুচর বীরবর্গ যুদ্ধার্থী হইয়া সহসা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সন্নিহিত বীরগণকে শর বর্ষণ পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। যেমন প্রবল জল প্রবাহ দুর্ভেদ্য পর্ব্বতকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, যেমন সাগর সকল বেলা ভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ পাণ্ডবপক্ষ বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। ফলত পাণ্ডবেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত দ্রোণ চাপ বিনিঃসৃত শর নিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইলেন। আমরা তখন দ্রোণের অদ্ভুত ভুজবল অবলোকন করিতে লাগিলাম। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে দ্রোণকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া নানা প্রকার নিবারণোপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দ্রোণকে নিবারণ করা অন্যের অসাধ্য বিবেচনা করত অর্জ্জুন ও বাসুদেব সম অমিততেজা অভিমন্যুর উপর দুর্ব্বহ ভার সমর্পণ করিয়া কহিলেন, হে বৎস! আমরা কি রূপে চক্রব্যূহ ভেদ করিব, কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি না; এ ক্ষণে অর্জ্জুন আসিয়া যাহাতে আমাদিগকে নিন্দা না করে, তুমি এই রূপ অনুষ্ঠান কর। তুমি, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন তোমরা চারি জনই চক্রব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ, এ বিষয়ে পঞ্চম ব্যক্তি আর নয়নগোচর হইতেছে না। এ ক্ষণে পিতৃগণ, মাতুলগণ, সৈন্যগণ তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি ইহাঁদিগকে বর প্রদান কর। তুমি অবিলম্বে অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্য বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হও; নতুবা ধনঞ্জয় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিন্দা করিবে।

অভিমন্যু কহিলেন, আর্য্য! আমি পিতৃগণের জয়লাভার্থী হইয়া অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্যের সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর সৈন্য সাগরে অবগাহন করিব। আপনি আমারে দ্রোণ সৈন্য বিনাশে আদেশ করিলেন; কিন্তু আমি কোন বিপদাবহ কার্য্যে অগ্রসর হইতে উৎসাহ করি না। রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! তুমি সৈন্য ভেদ করিয়া

আমাদিগের প্রবেশ দ্বার প্রস্তুত কর ; তুমি তথায় গমন করিলে আমরা তোমার অনুগমন করিব। তুমি যুদ্ধে অর্জ্জুন তুল্য! তোমারে সমরে প্রেরণ করিয়া আমরা চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করত তোমারই অনুগমন করিব। ভীম কহিলেন, বৎস! তুমি এক বার যে ব্যূহ ভেদ করিবে, আমরা তথায় সমুপস্থিত হইয়া বারংবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরদিগকে বিনষ্ট করিব।

অভিমন্যু কহিলেন, আর্য্য! যেমন পতঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আমি নিতান্ত দুরধিগম্য দ্রোণ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিব। আজি আমি মাতৃ পিতৃ কুলের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব; মাতুল ও পিতার প্রিয় কার্য্য অবশ্যই সংসাধন করিব। এ ক্ষণে সমস্ত প্রাণী এক মাত্র শিশুর হস্তে শত্রু সৈন্য সকল বিনষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিবেন। যদি কেহ আজি আমার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে আমি সুভদ্রার গর্ভসম্ভূত ও অর্জ্জুনের ঔরসে সঞ্জাত নই। যদি আমি এক মাত্র রথে আরোহণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয় মণ্ডলকে অষ্টধা খণ্ড খণ্ড করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি আর আপনারে অর্জ্জুনের আত্মজ বলিয়া স্বীকার করিব না।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! তুমি আজি সাধ্য, রুদ্র ও দেব কল্প, মহাবল পরাক্রান্ত, বসু, হুতাশন ও আদিত্য সম বিক্রমশালী, মহাবীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত নিতান্ত দুরধিগম্য দ্রোণ সৈন্য বিনাশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছ; অতএব তোমার বল বর্দ্ধিত হউক। মহাবীর অভিমন্যু রাজা যুধিষ্ঠিরের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুমিত্র! তুমি অবিলম্বে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে অশ্ব চালন কর।

ষট্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! অভিমন্যু চালাও চালাও বলিয়া সারথিরে বারংবার আদেশ করিলে সারথি সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিল, হে আয়ুষ্মন্! পাণ্ডবগণ আপনার উপর গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়াছেন; এ ক্ষণে ইহা আপনার উপযুক্ত কি না, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। দ্রোণাচার্য্য কার্য্যকুশল ও দিব্যাস্ত্রে সুনিপুণ; আপনি নিরন্তর সুখ সম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। তখন অভিমন্যু হাস্য করিয়া কহিলেন, হে সারথি! ক্ষত্রিয়গণ ও দ্রোণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণ পরিবৃত, ঐরাবত সমারূঢ়, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ করিব; আজি ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার কিছু মাত্র বিস্ময় নাই। এই সমস্ত শত্রু সৈন্য আমার ষোড়শ ভাগের উপযুক্ত হইতেছে না; অধিক কি, বিশ্ব বিজয়ী মাতুল ও পিতার সহিত সমর করিতেও আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হয় না। অভিমন্যু এই রূপে সারথির বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, সূত! তুমি অবিলম্বে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে গমন কর।

অনন্তর সারথি অতিশয় অসন্তুষ্ট মনে ত্রিবর্ষবয়স্ক সুবর্ণ মণ্ডিত অশ্বগণকে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে চালন করিল। মহাবেগ পরাক্রমশালী অশ্ব সকল সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইল। কৌরবগণ অভিমন্যুরে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে পুরোবর্ত্তী করত গমন করিতে লাগিলেন; এ দিকে পাণ্ডবেরাও অভিমন্যুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন সিংহশাবক হস্তিযূথ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কর্ণিকার লাঞ্ছিত ধ্বজ দণ্ড শালী, সুবর্ণ বর্ম্ম সমলঙ্কৃত অভিমন্যু যুদ্ধার্থী হইয়া

নির্ভীকের ন্যায় দ্রোণ প্রমুখ বীরগণকে প্রাপ্ত হইলেন। তখন কৌরবগণ নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া অভিমন্যুরে প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগীরথীর আবর্ত্ত সাগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল তুমুল হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরস্পর প্রহরণশীল বীরগণের অতি ভীষণ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহাবীর অভিমন্যু দ্রোণের সমক্ষে ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতি সকল মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যুরে শত্রু মধ্যে প্রবিষ্ট ও বীর বিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। বীরগণ নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি, সিংহনাদ, বাহ্বাস্ফোটন, গভীর গর্জ্জন, হুঙ্কার, থাক থাক শব্দ, ঘোরতর হলহলা রব, গমন করিও না, আমার নিকট অবস্থান কর, আমি এই স্থানে অবস্থান করিতেছি, এই রূপ কোলাহল, করি বৃংহিত, ভূষণ শিঞ্জিত, হাস্য ও অশ্বের খুরধ্বনি দ্বারা ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অভিমন্যু তাঁহাদিগকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া মর্ম্মভেদী শর নিকরে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহারা বিবিধ লক্ষণ লাঞ্ছিত শর জালে বিনষ্ট হইয়া শলভের হুতাশন প্রবেশের ন্যায় রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন রণস্থল তাহাদিগের অবয়বে কুশ সংস্তীর্ণ যজ্ঞবেদীর ন্যায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অভিমন্যু গোধা চর্ম্ম বিনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, শর, শরাসন, অসি, চর্ম্ম, অঙ্কুশ, অভীষু, তোমর, পরশু, গদা, অয়োগুড়, প্রাস, ঋষ্টি, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, শক্তি, কম্পন, প্রতোদ, মহাশঙ্খ, কুন্ত, কচগ্রহ, মুদ্গর, ক্ষেপণীয়, পাশ, উপল, কেয়ূর ও অঙ্গদে সুশোভিত মনোহর গন্ধানুলিপ্ত সহস্র সহস্র করযুগল ছেদন করিলেন। বিহগরাজচ্ছিন্ন, পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের ন্যায় শোণিত লিপ্ত কর নিকরে সমর ভূমি সুশোভিত হইতে লাগিল। যে-সকল মস্তক মনোহর নাসা, আনন ও কেশ কলাপে সুশোভিত, সুচারু কুণ্ডল, মাল্য, মুকুট, উষ্ণীষ, মণি ও রত্নে বিরাজিত, বিনাল নলিনের ন্যায় আকার ও চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন এবং ব্রণ শূন্য; যাহা রোষ বশত ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া রহিয়াছে; যাহা হইতে রুধির ধারা বিনিঃসৃত হইতেছে; জীবন কালে যাহা হিতকর ও প্রীতিকর বাক্য কহিত, অভিমন্যু অরাতিগণের সেই সুগন্ধ ময় মস্তক সমূহে ধরামণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধর্ব্ব নগরাকার যে সকল রথ ঈষামুখ, বিচিত্র-বেণু ও দণ্ডে যথাবিধি সুসজ্জিত ছিল, অভিমন্যুর শর নিকরে তাহার রথী সকল বিনষ্ট, জঙ্ঘা, অক্ষি, নাসা, দশন, চক্র, উপস্কর ও উপস্থ সকল ছেদিত, উপকরণ সকল ভগ্ন, আস্তরণ সকল নিক্ষিপ্ত, পরিশেষে রথ সকলও খণ্ড খণ্ড হইল। অনন্তর তিনি পতাকা, অঙ্কুশ ও ধ্বজ সম্পন্ন, তূণ বর্ম্মধারী শত্রুপক্ষ গজারোহী, গজ ও পাদ রক্ষকদিগকে গ্রীবা বন্ধন রজ্জু, কম্বল, ঘণ্টা, শুণ্ড, দশনাগ্র ভাগের সহিত নিশিত শর নিকরে ছেদন করিলেন। বনায়ুজ কাম্বোজ, বাহ্লিক ও পার্ব্বতীয়, স্থির পুচ্ছ, স্থির কর্ণ, স্থির নেত্র, বেগশালী যে সকল অশ্ব শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসযোধী সুশিক্ষিত যোদ্ধাগণে সমারূঢ় ছিল, তাহাদিগের মুকুট ও চামর বিনষ্ট, জিহ্বা ও নয়ন ছিন্ন, অন্ত্র ও যকৃৎ নিষ্কাশিত, আরোহিগণ নিহত এবং চর্ম্ম ও বর্ম্ম নিকর্ত্তিত হইল। তাহারা মল, মূত্র ও রুধির ধারায় পরিপ্লুত ও গত জীবন হইয়া ক্রব্যাদগণের প্রমোদ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। যেমন ভগবান্ শূলপাণি ঘোরতর অসুর বল সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিষ্ণুর সদৃশ অচিন্ত্যপ্রভাব একাকী অভিমন্যু ঈদৃশ অতি দুষ্কর কার্য্য

সমাধান করিয়া অঙ্গত্রয় সম্পন্ন আপনার সৈন্য সমুদায় বিমর্দ্দিত ও পদাতিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কার্ত্তিকেয় যেমন আসুরী সেনা নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এক মাত্র অভিমন্যু কৌরব সৈন্যগণকে নিহত করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পক্ষ বীরগণ ও আপনার পুত্রগণ দশ দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল; নয়ন যুগল নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; কলেবর কণ্টকিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা শত্রু পরাজয়ে একান্ত উৎসাহ শূন্য ও পলায়নে সমুৎসুক হইয়া জীবিতাভিলাষে গোত্র ও নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পরস্পরকে আহ্বান, নিহত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু ও সম্বন্ধীদিগকে পরিত্যাগ এবং করী ও তুরগে আরোহণ করিয়া সত্বরে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন অভিমন্যুর শরে স্বীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান দেখিয়া যোদ্ধাদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে দুর্য্যোধনের অনুসরণ কর; অভিমন্যু আমাদিগের সমক্ষে বীরগণকে বিনাশ করিতেছে; এ ক্ষণে তোমরা ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হও এবং কৌরবগণকে পরিত্রাণ কর। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সমরবিজয়ী সুহৃদ্গণ তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভীত মনে দুর্য্যোধনকে বেষ্টন করিলেন। পরে দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, বৃহদ্বল, মদ্ররাজ, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল ও পৌরব বৃষসেন অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক অভিমন্যুরে নিবারিত ও বিমোহিত করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিলেন। অভিমন্যু আস্য দেশ হইতে আচ্ছিন্ন গ্রাসের ন্যায় এই ব্যাপার সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না; সুতরাং শর জালে অশ্ব, সারথী ও মহারথদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ আমিষলোলুপ সিংহ সদৃশ অভিমন্যুর সিংহনাদ সহ্য করিতে না পরিয়া রথ সমূহে তাঁহারে বেষ্টন পূর্ব্বক বিবিধ লাঞ্ছন লাঞ্ছিত শর জাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু নিশিত শর নিকরে অন্তরীক্ষেই সেই সমস্ত অস্ত্র নিরস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। তখন এই ব্যাপার নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ রোষ পরবশ হইয়া সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যুরে বিনাশ করিবার মানসে আশীবিষ সদৃশ শর নিকরে আচ্ছন্ন করিলেন। অভিমন্যু একাকী বেলার ন্যায় বিক্ষোভিত সমুদ্র সদৃশ সেই বল সমুদায় ধারণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত উভয় পক্ষের কেহই রণস্থল হইতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তখন দুঃসহ নয়, দুঃশাসন দ্বাদশ, কৃপাচার্য্য তিন, দ্রোণ সপ্ত দশ, বিবিংশতি সপ্ততি, কৃতবর্ম্মা সাত, বৃহদ্বল আট, অশ্বত্থামা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মদ্ররাজ ছয়, শকুনি দুই ও রাজা দুর্য্যোধন তিন শরে অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিলে মহাপ্রতাপশালী অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতেই তাঁহাদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন।

দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ অভিমন্যুরে এই রূপ ভয় প্রদর্শন করিলেও তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভ্যাসকৃত বল প্রদর্শন পূর্ব্বক বিনতানন্দন গরুড় ও অনিল তুল্য

বেগশালী, সারথির আদেশানুবর্ত্তী অশ্ব দ্বারা ত্বরমাণ অশ্মকেশ্বরকে নিবারণ করিলেন। শ্রীমান অশ্মকেশ্বর অভিমন্যুর অভিমুখীন হইয়া থাক থাক বলিয়া দশ শরে তাহারে বিদ্ধ করিলে মহাবীর অভিমন্যু সহাস্যমুখে দশ শরে তাহার সারথি, অশ্ব, ধ্বজ, বাহু যুগল, ধনু ও মস্তক পৃথিবীতে নিপাতিত করিলেন। তখন অশ্মকেশ্বরের সৈন্য সমুদায় পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, গান্ধাররাজ শকুনি, শল, শল্য, ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, সোমদত্ত, বিবিংশতি, বৃষসেন, সুষেণ, কুণ্ডভেদি, প্রতর্দ্দন, বৃন্দারক, ললিত্থ, প্রবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুর্য্যোধন ক্রোধভরে অভিমন্যুর প্রতি শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু শর নিকরে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া কর্ণের প্রতি বর্ম্ম ও কায়ভেদী এক শর সন্ধান করিলেন। সেই শর কর্ণের বর্ম্ম ভেদ করিয়া বল্মীক মধ্যে পন্নগ প্রবেশের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ সেই নিদারুণ প্রহারে ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূকম্প কালীন অচলের ন্যায় নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অভিমন্যু একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য নিশিত শরত্রয়ে দীর্ঘলোচন, সুষেণ ও কুণ্ডভেদিকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি নারাচ, অশ্বত্থামা বিংশতি শর ও কৃতবর্ম্মা সাত শর নিক্ষেপ করিলেন। সৈন্যগণ শরাচিতকলেবর, নিতান্ত ক্রুদ্ধ, অর্জ্জুনাত্মজ অভিমন্যু পাশহস্ত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিল। মহাবীর অভিমন্যু সন্নিহিত শল্যকে শর নিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া কৌরব সৈন্যগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক আক্রোশ করিতে লাগিলেন। শল্য মর্ম্মভেদী শর নিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও বিমোহিত হইলেন। আপনার সৈন্যগণ শল্যকে শর বিদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া সিংহ পীড়িত মৃগের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দেবতা, চারণ, সিদ্ধ ও পিতৃগণ এবং অবনিতল গত ভূত সমুদয় সামরিক যশে অভিমন্যুরে অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলে তিনি হুত হুতাশনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় এই রূপে মহাধনুর্দ্ধরগণকে বিমর্দ্দন করিতেছে দেখিয়া আমাদের কোন্ কোন্ বীর তাহারে নিবারণ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুনকুমার যে রূপে দ্রোণ সংরক্ষিত রথ সৈন্য ভেদ করিবার মানসে সমর ক্রীড়া করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন্। শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠকে অভিমন্যুর শরে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া ক্রোধভরে বাণ নিক্ষেপ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লঘুহস্ত মহাবীর অর্জ্জুনতনয় নিশিত শর নিকর নিক্ষেপ করিয়া এক কালে তাঁহার মস্তক, হস্ত, পাদ, চারি অশ্ব, ছত্র, ধ্বজ, ত্রিবেণু, তল্প, চক্র, যুগ, ঈষা, তূণীর, অনুকর্ষ, পতাকা ও অন্যান্য রথোপকরণ এবং দুই জন চক্রগোপ্তা ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় কোন ব্যক্তিই তাঁহারে নয়নগোচর করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর শল্যানুজ এই রূপে অর্জ্জুনতনয়ের শরে নিহত হইয়া প্রবল বায়ুবেগ সংরুগ্ন মহা শৈলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ একান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তত্রস্থ সমস্ত লোক অর্জ্জুনতনয়ের সেই অলৌকিক কার্য্য

সন্দর্শন করিয়া সাধু সাধু বলিয়া উচ্চ স্বরে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এই রূপে শল্যের অনুজ নিহত হইলে তাঁহার বহুসংখ্য সৈন্যগণ অর্জ্জুনতনয়কে স্ব স্ব কুল, অধিবাস ও নাম শ্রবণ করাইয়া বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। উহারা কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ কেহ বা পাদচারে গমন পূর্ব্বক ঘোরতর বাণ শব্দ, রথনেমি নিস্বন, হুঙ্কার, সিংহ নাদ, জ্যা নিস্বন, তল ধ্বনি ও গর্জ্জন করত অদ্য জীবিতাবস্থায় আমাদের নিকট পরিত্রাণ পাইবে না বলিয়া অভিমন্যুরে তর্জ্জন করিতে লাগিল। মহাবীর অভিমন্যু তাহাদের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিলেন ও তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহারে অগ্রে প্রহার করিল, তাহাকে অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বিচিত্র অস্ত্র লাঘব প্রদর্শন করিবার মানসে মৃদুতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিকট প্রাপ্ত অস্ত্র সমুদায় অবিকল তাঁহাদের উভয়ের ন্যায় প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমরকালে তাঁহার বাণ সন্ধান ও বাণ নিক্ষেপের কিছু মাত্র ভেদ লক্ষিত হইল না। ঐ মহাবীরের চতুর্দ্দিকে বিস্ফুরিত চাপমণ্ডল শরৎকালীন সুদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। উহার জ্যা নির্ঘোষ ও তলশব্দ বর্ষাকালীন পয়োধর বিনির্ম্মুক্ত অশনি নির্ঘোষের ন্যায় শ্রুত হইল। হ্রীমান্, অমর্ষী, মানকৃৎ, প্রিয়দর্শন অভিমন্যু বীরগণের মান রক্ষার্থ বাণ ও অস্ত্র দ্বারা মৃদুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন ভগবান্ ভাস্কর বর্ষাকাল অতীত হইলে প্রখর হইয়া উঠেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনতনয় প্রথমে মৃদু হইয়া ক্রমে ক্রমে তীক্ষ্ণতা অবলম্বন পূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ, রুক্মপুঙ্খ, বিচিত্র শর নিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সহস্র সহস্র ক্ষুরপ্র, বৎসদন্ত, বিপাঠ, অর্দ্ধচন্দ্র সন্নিভ নারাচ, ভল্ল ও অঞ্জলিক দ্বারা দ্রোণের সমক্ষে রথসৈন্যকে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে কৌরব সৈন্যগণ মহাবীর অর্জ্জুনতনয়ের ভীষণ শর নিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সমরে বিমুখ হইতে লাগিলেন।

ঊন চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অনায়াসে আমার পুত্রের সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছে শুনিয়া আমার হৃদয় লজ্জা ও সন্তোষে যুগপৎ আক্রান্ত হইতেছে। এ ক্ষণে অসুরগণের সহিত কার্ত্তিকেয়ের সংগ্রামের ন্যায় কৌরবগণের সহিত অভিমন্যুর সংগ্রাম সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অভিমন্যু একাকী যে বহুসংখ্য বীরগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রথারূঢ় মহাবীর অভিমন্যু উৎসাহ সহকারে সমরোৎসাহী অরাতিনিপাতন কৌরব পক্ষ রথিগণের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সমরাঙ্গনে অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করত দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, ভোজ, বৃহদ্বল, দুর্য্যোধন, সোমদত্তি, শকুনি, অন্যান্য বহু সংখ্যক নৃপতি ও নৃপতি তনয় এবং সৈন্যগণকে সত্বরে শরবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার লঘুচারিত্ব প্রযুক্ত তাঁহারে চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার পক্ষ সৈন্যগণ অমিততেজা অভিমন্যুর এই রূপ অসামান্য সমর দক্ষতা সন্দর্শন করিয়া একান্ত বিত্রাসিত ও প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

তখন প্রতাপশালী মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অভিমন্যুর অসাধারণ পরাক্রম সন্দর্শনে হর্ষোৎফুল্ল লোচন হইয়া দুর্য্যোধনের মর্ম্ম বিঘটিত করিয়াই যেন কৃপকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ভদ্র! ঐ দেখ, মহাবীর সুভদ্রাতনয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও অন্যান্য বান্ধব সম্বন্ধী এবং মধ্যস্থগণকে সন্তোষিত করত পাণ্ডবগণের অগ্রে গমন করিতেছে। আমার মতে, উহার সমান সমরবিশারদ ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সমুদায় কৌরব-সৈন্য সংহার করিতে পারে কিন্তু কি নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছে না, বলিতে পারি না।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণ, বাহ্লিক, দুঃশাসন, শল্য ও অন্যান্য ভূপতিগণকে কহিতে লাগিলেন; হে ভূপগণ! দেখ, সমুদায় ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য ব্রহ্মবিদ-গ্রগণ্য দ্রোণ মোহ বশত অর্জ্জুনতনয়কে নিধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি যে, আচার্য্য বধোদ্যত হইয়া সংগ্রাম করিলে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, উহাঁর নিকট যমের-ও নিস্তার নাই। কিন্তু অর্জ্জুন উহাঁর শিষ্য; শিষ্য, পুত্র ও তাহাদের ধার্ম্মিক অপত্য, নিতান্ত স্নেহের ভাজন হয় বলিয়াই আচার্য্য অভিমন্যুরে রক্ষা করিতেছেন। অর্জ্জুন-নন্দন দ্রোণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই আপনারে বীর্য্যবান্ বোধ করিতেছে; অতএব সেই পৌরুষাভিমানী মূঢ়কে শীঘ্র সংহার কর।

বীরগণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ-চিত্তে অভিমন্যুরে নিধন করিবার বাসনায় সত্বরে দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দুঃশাসন দর্প সহকারে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! যেমন রাহু দিবাকরকে গ্রাস করে, তদ্রূপ আজি আমি সমুদায় পাঞ্চাল ও পাণ্ডুপুত্র-গণের সমক্ষে অভিমন্যুরে সংহার করিব। তখন মহাভিমানী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আমার হস্তে অভিমন্যুর নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিলে অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিবে; পরে পাণ্ডুর অন্যান্য পুত্রগণও কৃষ্ণার্জ্জুনের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে জড়ের ন্যায় অসমর্থ হইয়া এক দিনে কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইবে; সন্দেহ নাই। হে কুরুরাজ! এই রূপে এক অভিমন্যু নিহত হইলে তোমার সমুদায় শত্রু নিহত হইবে; অতএব আমার মঙ্গল চিন্তা কর; আমি তোমার শত্রুগণকে সংহার করিতেছি।

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুঃশাসন এই বলিয়া উচ্চস্বরে ধ্বনি করত ক্রোধ-ভরে অভিমন্যুর অভিমুখীন হইয়া তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমন্যুও তাঁহার উপর শর নিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অভিমন্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে সেই রথশিক্ষা বিশারদ বীর দ্বয় রথ দ্বারা সব্য ও দক্ষিণে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ পূর্ব্বক সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সকলে তুমুল পণব, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, ক্রকচ, মহানক, ঝর্ঝর ও ভেরী ধ্বনি এবং সাগর নিনাদ সদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! শরবিক্ষতগাত্র মহাবীর অভিমন্যু গর্ব্বিত বচনে স্বীয় অমিত্র মহাবীর দুঃশাসনকে কহিতে লাগিলেন, হে বৃথাক্রোধপরায়ণ, অধর্ম্মনিরত, বীরাভিমানী পুরুষ! অদ্য সৌভাগ্য ক্রমে সংগ্রামে

তোমারে নয়নগোচর করিতেছি ; তুমি যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে সভা মধ্যে কটূক্তি দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কোপিত করিয়াছিলে এবং কপট দ্যূত আশ্রয় পূর্ব্বক বলমদে মত্ত হইয়া মহাবীর ভীমসেনকে যে কুবাক্য বলিয়াছিলে, আজি তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। অরে দুর্ম্মতি ! আজি অবিলম্বেই পরবিত্তাপহরণ, ক্রোধ, অশান্তি, লোভ, অজ্ঞানতা, দ্রোহ, অত্যাহিত এবং আমার গুরুগণের রাজ্য হরণ প্রভৃতি অধর্ম্মের ফল লাভ করিবে। আমি সমরে সৈন্যগণ সমক্ষে শর নিকর দ্বারা অতি সত্বরে তোমারে শাস্তি প্রদান করিয়া ক্রোধপরায়ণ দ্রুপদাত্মজা ও অমর্ষ পরবশ মহাবীর বৃকোদরের নিকট আনৃণ্য লাভ করিব। যদি তুমি সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না কর ; তবে আমার নিকট কখনই তোমার জীবন রক্ষা হইবে না।

মহাবীর অর্জ্জুনতনয় এই রূপে তর্জ্জন করিয়া দুঃশাসনের বিনাশের নিমিত্ত কাল, অগ্নি ও অনিলের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু নিক্ষিপ্ত সায়ক দুঃশাসনের জত্রুদেশ ভেদ করিয়া সর্পের বল্মীক প্রবেশের ন্যায় পুঙ্খের সহিত ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পুনরায় দুঃশাসনকে পঞ্চ বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু দুঃশাসন অভিমন্যুর শরে গাঢ়বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে শয়ান ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন সারথি তাঁহারে অচেতন নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে সংগ্রাম স্থল হইতে অপসৃত করিলে সমুদায় পাণ্ডব, দ্রৌপদেয়, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ এবং বিরাট দুঃশাসনকে দেখিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব পক্ষ সৈন্যগণ সমর পরিতুষ্ট হইয়া নানাবিধ বাদ্যবাদন করত বিস্মিত চিত্তে প্রধান শত্রু দুঃশাসনের পরাজয়কারী মহাবীর অভিমন্যুর বিক্রম দেখিতে লাগিল। ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি লক্ষিত ধ্বজ বিভূষিত স্যন্দনে সমারূঢ় মহাবীর দ্রৌপদীতনয়গণ, মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কৈকেয়, ধৃষ্টকেতু এবং মৎস্য পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার মানসে সত্বরে ধাবমান হইলেন। তখন সমরে অপরাঙ্মুখ জয়াভিলাষী উভয় পক্ষ বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই রূপে অতি ভয়ঙ্কর সমর সমুপস্থিত হইলে কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে কহিলেন, অঙ্গরাজ ! ঐ দেখ, আদিত্য তুল্য প্রতাপশালী মহাবীর দুঃশাসন সমরে শত্রু সৈন্যগণকে নিধন করিয়া পরিশেষে অভিমন্যুর বশীভূত হইয়াছে এবং পাণ্ডবগণ মহাবল সিংহের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনতনয়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমর ক্ষেত্রে ধাবমান হইতেছে।

হে মহারাজ ! তখন আপনার পুত্রের পরম হিতকারী মহাবীর কর্ণ ক্রোধান্বিত চিত্তে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমুদায় দ্বারা অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অনুচরগণের উপর তীক্ষ্ণ শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দ্রোণসমীপ গমনাভিলাষী মহামতি অর্জ্জুনতনয় সত্বরে ত্রিসপ্ততি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরব পক্ষ রথিশ্রেষ্ঠদিগকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন ; তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহই সেই মহাবীর পুরঙ্গবপৌত্রকে দ্রোণসমীপগমনে বিরত করিতে পারিলেন না। তখন সমুদায় ধনুর্দ্ধর অপেক্ষা অভিমানী জয়াভিলাষী পরশুরামের শিষ্য মহাবীর কর্ণ শত শত উত্তম অস্ত্রে অভিমন্যুরে পীড়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবলপরাক্রান্ত অমর সদৃশ অর্জ্জুনতনয় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন

না। তিনি শিলাশিত আনত পর্ব্ব বহুসংখ্য ভল্ল দ্বারা শূরগণের শরাসন ছেদন করিয়া কর্ণের উপর শরাঘাত করিতে লাগিলেন এবং শরাসন বিনির্ম্মুক্ত আশীবিষ সন্নিভ শর নিকরে তাঁহার ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব সমুদায় ও সারথিরে ছেদন করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অভিমন্যুর উপর সন্নত পর্ব্ব পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জ্জুন-তনয় অনায়াসে সেই সকল শর সহ্য করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে এক বাণে তাঁহার ধ্বজ, ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা তাঁহারে তদবস্থ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সুদৃঢ় কার্ম্মুক সমুদ্যত করিয়া সত্বরে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অনুচরবর্গ কর্ণের সেই রূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার, বাদিত্র বাদন ও অভিমন্যুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! কর্ণের ভ্রাতা বারংবার গর্জ্জন ও শরাসনজ্যা বিকর্ষণ করত সত্বরে অভিমন্যু ও কর্ণের রথের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত হইয়া দশ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভিমন্যুরে ও তাঁহার সারথিরে ছত্র, ধ্বজ ও অশ্বের সহিত বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু স্বীয় পিতা ও পিতামহের ন্যায় অমানুষ কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে কর্ণের ভ্রাতার শরে পীড়িত হইলেন দেখিয়া কৌরবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মহাবীর অভিমন্যু দর্প সহকারে এক বাণ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের ভ্রাতার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ অভিমন্যুশর নিহত ভ্রাতারে বায়ুবেগে পর্ব্বত হইতে নিপতিত কর্ণিকারের ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন।

এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় কর্ণকে সমরবিমুখ করিয়া কঙ্কপত্র যুক্ত শর নিকর নিক্ষেপ করত অন্যান্য বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সেই বিবিধ চতুরঙ্গ কৌরব সৈন্যগণকে ক্রোধ ভরে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণ অভিমন্যুর শর নিকরে সমাহত ও ব্যথিত হইয়া মহাবেগে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বারিধারা ও শলভ নিকর সদৃশ মহাবীর অভিমন্যুর শর সমূহে গগন মণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইলে কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কৌরব পক্ষ সৈন্যগণ অভিমন্যুর শরে জর্জ্জরিত হইয়া সকলেই পলায়ন করিল। কেবল মহাবীর সিন্ধুরাজ সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় শঙ্খ বাদন পূর্ব্বক কৌরবসৈন্য মধ্যে নিপতিত হইয়া কক্ষদহন দহনের ন্যায় বাণানলে শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতিগণকে সংহার করিয়া ভূতল কবন্ধময় করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ অভিমন্যুর শরে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবন রক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া স্বপক্ষগণকেই সংহার করিতে লাগিল। অর্জ্জুনতনয় বিক্ষিপ্ত বিষম বিপাঠ সকল রথ, নাগ ও অশ্ব সমুদায় নিধন করিয়া ধরাতলে পতিত হইল। আয়ুধ, অঙ্গুলিত্রাণ, গদা ও অঙ্গদ সমবেত, হেমাভরণ ভূষিত সহস্র সহস্র ছিন্ন বাহু এবং অসংখ্য সায়ক, শরাসন, খড়্গ, নরকলেবর ও মাল্য কুণ্ডল সনাথ নরমস্তক সকল ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাশি রাশি দিব্য ভূষণ ভূষিত আসন, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, চক্র, যুগ, শক্তি, চাপ, অসি, ধ্বজ, চর্ম্ম ও শর সমুদায় এবং অসংখ্য মৃত ক্ষত্রিয়, মৃত গজ ও মৃত তুরঙ্গ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল কঙ্কাল

মধ্যে অগম্য ও ভয়ানক হইয়া উঠিল। বধ্যমান রাজপুত্র সকল পরস্পর ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে সমরাঙ্গনে ভীরুজনভয়াবহ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুননন্দন অসংখ্য শত্রু সৈন্য এবং রথ, অশ্ব ও গজ সমুদায় সংহার করত কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনলের কক্ষ দহনের ন্যায় অরাতিগণকে সংহার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৈন্য গমন সম্ভূত প্রভূত পার্থিব ধূলি সমুত্থিত হওয়াতে আমরা তৎকালে সেই অসংখ্য গজ, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণ নাশক মহাবীর অভিমন্যুরে নয়নগোচর করিতে পাইলাম না বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই মহাবীর অর্জ্জুনতনয় মধ্যাহ্নকালীন ভাস্করের ন্যায় অরাতিগণকে তাপিত করত সৈন্য মধ্যে দৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বাচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পরম সুখোচিত, বাহুবলে দর্পিত সমর কুশল বালক অর্জ্জুনতনয় ত্রিহায়ণ উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজিত রথে আরোহণ করিয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিবার বাসনায় সমর সাগরে অবগাহন করিলে পাণ্ডব সৈন্যগণের মধ্যে কোন্ কোন্ মহাবীর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, মৎস্যদেশীয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, কৈকয় ও ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি অভিমন্যুর আত্মীয়গণ তাঁহারে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার অনুসরণ ক্রমে সমরে ধাবমান হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ পাণ্ডব পক্ষ বীরগণকে সমরে ধাবমান অবলোকন করিয়া রণে পরাঙ্মুখ হইল। তখন আপনার জামাতা উগ্রধন্বা মহাতেজস্বী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কৌরব সৈন্যগণকে স্থির করিবার মানসে দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রয়োগ পূর্ব্বক পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে নিবারণ করিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সমর স্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবাহু জয়দ্রথ একাকী পুত্ররক্ষাভিলাষী, অতিক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিয়া সমরে অতিভার বহন করিয়াছেন; আমি জয়দ্রথের বল বীর্য্য অদ্ভুত জ্ঞান করিতেছি; তুমি সবিস্তরে তাঁহার সমর বৃত্তান্ত বর্ণন কর। মহাবীর সিন্ধুরাজ এমন কি দান, হোম, যজ্ঞ বা তপস্যা করিয়াছিলেন যে, একাকী রোষপরবশ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যৎকালে দ্রৌপদীরে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সময় মহাবীর ভীমসেন তাঁহারে পরাজয় করেন; মহাবীর জয়দ্রথ সেই অভিমানে নিতান্ত দুঃখিত মনে প্রিয় ভোগ্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত এবং ক্ষুৎ, পিপাসা ও আতপ ক্লেশ সহ্য করিয়া নিতান্ত কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত কলেবর হইয়া তপোনুষ্ঠান এবং বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক বর লাভার্থ দেবাধিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ ভূতনাথ জয়দ্রথের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহারে স্বপ্নাবস্থায় কহিতে লাগিলেন, হে জয়দ্রথ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন সিন্ধুরাজ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেবদেব! আমি যেন আপনার বর প্রভাবে একাকী রথারূঢ় হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পাণ্ডবকে নিবারিত করিতে পারি। প্রমথনাথ কহিলেন, হে সিন্ধুরাজ! আমি বর প্রদান

করিতেছি, তুমি অর্জ্জুন ব্যতীত আর চারি জন পাণ্ডবকে নিবারণ করিতে পারিবে। জয়দ্রথ মহাদেবের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া জাগরিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সিন্ধুরাজ মহাদেবের সেই বর প্রভাবে ও দিব্যাস্ত্র বলে একাকী পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারিত করিলেন। তাঁহার জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে শত্রু পক্ষ ক্ষত্রিয়গণ ভীত এবং কৌরব সৈন্যগণ আহ্লাদিত হইলেন। কৌরব পক্ষ বীরগণ জয়দ্রথের উপর সমরের সমুদায় ভার সমর্পিত দেখিয়া সাহস পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনি আমারে সিন্ধুরাজের পরাক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; অতএব তিনি যে রূপে পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি গন্ধর্ব্ব নগর সদৃশ, বিবিধ ভূষণে ভূষিত, বায়ুবেগগামী সারথির বশংবদ প্রকাণ্ড সিন্ধুদেশীয় অশ্ব সমুদায়ে যোজিত রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রথের উপরি ভাগে রজতময় বরাহ কেতু সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর সিন্ধুরাজ শ্বেত ছত্র, পতাকা ও ব্যজনাদি রাজচিহ্ন দ্বারা নভোমণ্ডলস্থ তারাপতির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার লৌহময় বরূথ মুক্তা, হীরা, মণি ও স্বর্ণে বিভূষিত হইয়া জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সঙ্কুল আকাশ মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর জয়দ্রথ মহাচাপ বিস্ফারণ পূর্ব্বক অসংখ্য শর নিকর নিক্ষেপ করিয়া অভিমন্যু বিদারিত ব্যূহ পূরিত করিলেন এবং সাত্যকিরে তিন, ভীমকে আট, ধৃষ্টদ্যুম্নকে ষষ্টি, বিরাটকে দশ, দ্রুপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীরে দশ, যুধিষ্ঠিরকে সপ্ততি, কৈকয়গণকে পঞ্চবিংশতি ও দ্রৌপদীতনয়গণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে অসংখ্য শর নিকরে তাড়িত করিতে লাগিলেন। উহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। প্রতাপশালী মহাবীর ধর্ম্মনন্দন হাসিতে হাসিতে নিশিত ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক জয়দ্রথের শরাসন ছেদন করিলে সমর বিশারদ সিন্ধুরাজ নিমেষ মধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে দশ ও অন্যান্য বীরগণকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর জয়দ্রথের সমর লাঘব অবগত হইয়া সত্বরে তিন ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার ধনু, ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সিন্ধুপতি অবিলম্বে অন্য শরাসনে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক বাণ নিক্ষেপ করিয়া ভীমের কেতু, ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন করিলে মহাবাহু বৃকোদর সেই হতাশ্ব রথ হইতে সত্বরে অবতরণ পূর্ব্বক, সিংহ যেমন পর্ব্বতাগ্রে আরোহণ করে তদ্রূপ সাত্যকির রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষ সৈন্যগণ জয়দ্রথের সেই কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া উচ্চ স্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। মহাবীর সিন্ধুরাজ একাকী ক্রোধপরবশ পাণ্ডব সমুদায়কে অস্ত্র প্রভাবে নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিলেন। পূর্ব্বে মহাবীর অভিমন্যু যোদ্ধাদিগের সহিত কৌরব পক্ষ অসংখ্য হস্তী সংহার করিয়া পাণ্ডবগণকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে মহাবীর সিন্ধুরাজ স্বীয় প্রভাবে সেই পথ নিরোধ করিলেন। মৎস্য, পাঞ্চাল, কৈকয় ও পাণ্ডবগণ বহু যত্ন সহকারে জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত

হইলেন ; কিন্তু তাঁহার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে বিপক্ষ পক্ষ যে যে বীর দ্রোণের সৈন্যগণকে ভেদ করিতে চেষ্টা করিল, মহাবাহু জয়দ্রথ বর প্রভাবে তৎসমুদায়কেই নিবারণ করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! জয় লাভার্থী পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কর্ত্তৃক এই রূপে নিরুদ্ধ হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তেজস্বী অভিমন্যু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া মকর বিক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় সৈন্যগণকে ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলে কৌরব পক্ষ বীরগণ প্রাধান্য ক্রমে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের দারুণ সংমর্দ্দ হইতে লাগিল। কুরুবীরগণ নিরবচ্ছিন্ন শর নিকর বর্ষণ করিয়া রথ সমূহ দ্বারা অভিমন্যুরে রুদ্ধ করিলে অভিমন্যু বৃষসেনের সারথিরে বিনাশ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। বায়ুবেগ গামী অশ্বগণ সহসা বৃষসেনকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। এই অবসরে অভিমন্যুর সারথিও রথ লইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল। মহারথগণ হৃষ্ট চিত্তে সাধু সাধু বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর বসাতীয় রোষাবিষ্ট সিংহ সদৃশ অভিমন্যুরে শর নিকরে শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক নিকটে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুত বেগে তাঁহার অভিমুখীন হইয়া ষষ্টি শরে তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং কহিলেন, হে বীর! আমি জীবিত থাকিতে কদাচ তুমি জীবিতাবস্থায় আমার হস্তগ্রহ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তখন সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু শর সমূহে সেই লৌহময় বর্ম্মধারী বসাতীয়ের হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ গতাসু হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। বসাতীয়কে গতাসু দেখিয়া নানা প্রকার কার্ম্মুক বিস্ফারিত করত কৌরব পক্ষ ক্ষত্রিয়গণ অভিমন্যুরে বিনাশ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। এই যুদ্ধ সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অভিমন্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের শর, শরাসন, শরীর ও মাল্যদাম মণ্ডিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সকল ছেদন করিলেন। খড়্গ, অঙ্গুলিত্রাণ, পট্টিশ ও পরশু সম্পন্ন, সুবর্ণাভরণ ভূষিত, ছিন্ন, হস্ত সকল ইতস্তত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মাল্যদাম, আভরণ, বস্ত্র, ধ্বজদণ্ড, বর্ম্ম, চর্ম্ম, হার, মুকুট, ছত্র, চামর, উপস্কর, অধিষ্ঠান, ঈষাদণ্ড, বিমথিত অক্ষ, ভগ্ন চক্র, ভগ্ন যুগ, অনুকর্ষ, পতাকা, অশ্ব, সারথি, ভগ্ন রথ ও হস্তী দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। রণস্থল মহাবল পরাক্রান্ত নানা জনপদের অধীশ্বর জয়াভিলাষী নিহত ক্ষত্রিয়গণে পরিপূর্ণ ও অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। যখন অভিমন্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে দিক্ বিদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার রূপ আর কাহারও নয়নগোচর হইলনা ; কেবল কাঞ্চন বর্ম্ম, আভরণ, কার্ম্মুক ও শর নিকর নেত্রগোচর হইতে লাগিল। এই রূপে মহাবীর অভিমন্যু যখন দিবাকরের ন্যায় সমর মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক শরজালে যোদ্ধাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন, তখন কেহই তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না।

পঞ্চ চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! যেমন প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে কৃতান্ত সমস্ত ভূতের প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সুররাজ সমবিক্রম অভিমন্যু বীরগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন এবং সৈন্য সকল আলোড়িত করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। পরে যেমন সমু-

দ্ধত শার্দ্দূল মৃগকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তিনি সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যশ্রবারে গ্রহণ করিলেন ; অনন্তর তাঁহারে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথগণ বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আমিই সর্ব্বাগ্রে, আমিই সর্ব্বাগ্রে এই বলিয়া স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক অভিমন্যু বিনাশের অভিলাষে গমন করিতে লাগিলেন। যেমন সাগর মধ্যে তিমি ক্ষুদ্র মৎস্যদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমন্যু ধাবমান ক্ষত্রিয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন নদী সকল সমুদ্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যুর সন্নিহিত সৈন্যগণ আর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। তখন কৌরব সেনা মহাগ্রাহ গৃহীতের ন্যায়, বায়ুবেগ ক্ষুভিত ঘূর্ণায়মান সাগরস্থিত নৌকার ন্যায় নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত নির্ভীক মদ্রেশ্বরতনয় রুক্মরথ, সন্ত্রস্ত সৈন্যদিগকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা ভীত হইও না ; আমি জীবিত থাকিতে অভিমন্যু কি করিবে? আমি উহারে জীবন্ত গ্রহণ করিব, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি এই বলিয়া সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তিন বাণে তাঁহার বক্ষ স্থল, তিন বাণে দক্ষিণ বাহু ও তিন বাণে বাম বাহু বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরাসন, বাহু যুগল এবং সুন্দর নয়ন ও সুন্দর ভ্রূ সুশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ক্ষিতিতলে নিপাতিত করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ শল্যতনয় রুক্মরথের প্রিয় বয়স্য সুবর্ণ খচিত ধ্বজশালী রাজকুমারগণ তাঁহারে বিনষ্ট দেখিয়া তাল প্রমাণ কার্ম্মুক আকর্ষণ ও শর বর্ষণ পূর্ব্বক অভিমন্যুরে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। শিক্ষাবল সম্পন্ন তরুণবয়স্ক একান্ত অমর্ষণ স্বভাব বীরগণ শর নিকরে অভিমন্যুরে সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন দেখিয়া দুর্য্যোধন সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অভিমন্যু শমনসদনে গমন করিয়াছেন বোধ করিলেন। রাজকুমারগণ নানা লক্ষণ লাঞ্ছিত সুবর্ণপুঙ্খ শর জালে নিমেষ মধ্যে অভিমন্যুরে দৃষ্টিপথের অতীত করিলেন। আমরা রথ, ধ্বজদণ্ড, তাঁহার সারথিরে ও তাঁহারে শলভ সমাচ্ছন্নের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তখন অভিমন্যু তোদনদণ্ড পীড়িত মাতঙ্গের ন্যায় গাঢ়বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গান্ধর্ব্ব অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মায়া জাল বিস্তার করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক তুম্বুরু প্রমুখ গন্ধর্ব্ব হইতে ঐ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহা পরিত্যাগ করিবা মাত্র বিপক্ষেরা বিমোহিত হইল। অভিমন্যু ক্ষিপ্র হস্তে গান্ধর্ব্ব অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলাত চক্রের ন্যায় কখন এক কখন শত কখন বা সহস্র প্রকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি রথ চালন ও অস্ত্রমায়া দ্বারা মহী পালগণকে বিমোহিত করিয়া তাঁহাদের কলেবর শতধা খণ্ড খণ্ড করিলেন। জীবগণের জীবন নিশিত শর নিকরে নির্গত হইয়া পর লোকে গমন করিল এবং দেহ পৃথিবীতে নিপতিত রহিল। অনন্তর অভিমন্যু নিশিত ভল্লে কতকগুলি রাজপুত্রের কার্ম্মুক, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, অঙ্গদ সমলঙ্কৃত বাহু ও মস্তক সকল ছেদন করিলেন। যেমন পঞ্চ বর্ষীয়, ফল সম্পন্ন, আম্র কানন ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, তদ্রূপ এক শত রাজপুত্র অভিমন্যু শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন ক্রুদ্ধ আশীবিষ সঙ্কাশ, সুখোচিত, রাজকুমারগণকে এক মাত্র অভিমন্যু কর্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের

অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল এবং তাঁহারে রথী, কুঞ্জর, অশ্ব ও পদাতি সকল বিমর্দ্দিত করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে সত্বরে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। উভয়ের অসম্পূর্ণ সংগ্রাম ক্ষণ কালের নিমিত্ত তুমুল হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন শর-জালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি অনেক ব্যক্তির সহিত একের তুমুল সংগ্রাম ও জয় লাভ কীর্ত্তন করিতেছ। এ ক্ষণে তাহার বিক্রম বিশ্বাসের অযোগ্য ও নিতান্ত অদ্ভুতের ন্যায় বোধ হইতেছে; কিন্তু যাঁহাদিগের ধর্ম্মই আশ্রয়, তাঁহাদের এই রূপ বিক্রম অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যাহা হউক, এ ক্ষণে এক শত রাজপুত্র নিহত ও দুর্য্যোধন বিমুখ হইলে আমার পক্ষ বীরগণ অভিমন্যুর সহিত কি রূপ আচরণ করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পক্ষ বীরগণের মুখমণ্ডল শুষ্ক, নয়ন যুগল চঞ্চল, গাত্র কণ্টকিত ও অনবরত স্বেদ জল নির্গত হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা বিজয় লাভে নিতান্ত উৎসাহ শূন্য হইয়া পলায়নে কৃত সংকল্প হইলেন এবং নিহত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, সুহৃৎ, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তী ও অশ্বদিগকে ত্বরান্বিত করত গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা ও সৌবল তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিমুখ প্রায় করিলে সুখ ভোগ প্রবৃদ্ধ, বালকতা ও দর্প বশত নির্ভয়, মহাতেজা লক্ষ্মণ একাকী অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পুত্রবৎসল রাজা দুর্য্যোধন লক্ষ্মণের অনুগমন করিলেন এবং অন্যান্য মহারথগণ দুর্য্যোধনের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যেমন বারিধর পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা অভিমন্যুর উপর শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে অভিমন্যু সমীরণের অম্বুদ মন্থনের ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন মত্ত মাতঙ্গ অন্য মত্ত মাতঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমন্যু পিতৃ সমীপবর্ত্তী, উদ্যতকার্ম্মুক, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, কুবেরপুত্র সদৃশ, প্রিয়দর্শন মহাবীর লক্ষ্মণকে প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মণ নিশিত শর নিকরে অভিমন্যুর বক্ষস্থল ও বাহু দ্বয়ে প্রহার করিলে অভিমন্যু দণ্ডাহত ভুজঙ্গের ন্যায় অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! তোমারে পর লোকে গমন করিতে হইবে; এই সময় সুন্দর রূপে ইহ লোক সন্দর্শন কর; আমি তোমার বান্ধবগণ সমক্ষেই তোমারে যমালয়ে প্রেরণ করিব। এই বলিয়া তিনি নির্ম্মোক মুক্ত উরগ সদৃশ এক ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র লক্ষ্মণের নাসাবংশ সুশোভিত, ভ্রূযুগলোপেত, কেশ কলাপ ও কুণ্ডল সমলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিল।

সকলে লক্ষ্মণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল; রাজা দুর্য্যোধন উচ্চ স্বরে ক্ষত্রিয়গণকে কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা অভিমন্যুরে সংহার কর। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয় জন রথী অভিমন্যুরে বেষ্টন করিলেন। অভিমন্যু নিশিত শর নিকরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও পরাঙ্মুখ করিয়া মহাবেগে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সৈন্য মধ্যে নিপতিত হইলেন। কলিঙ্গ ও নিষাদগণ এবং মহাবল পরাক্রান্ত ক্রাথপুত্র গজ

সৈন্য দ্বারা তাঁহার পথ রোধ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অভিমন্যু দুর্দ্ধর্ষ করিবল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন, সমীরণ নভোমণ্ডলে জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। পরে ক্রাথপুত্র শর নিকরে অভিমন্যুরে নিবারণ করিলে দ্রোণ প্রভৃতি রথী সকল পুনরায় আগমন করিয়া দিব্যাস্ত্র জাল বিস্তার পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। অভিমন্যু শরজালে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া ক্রাথপুত্রকে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শরে তাঁহার ছত্র ও ধ্বজ ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্বগণকে বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে কুল, শীল, শ্রুত, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও অস্ত্রবল সম্পন্ন ক্রাথপুত্রকে নিহত করিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য বীরগণ সমরে পরাঙ্মুখপ্রায় হইলেন।

সপ্ত চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কুলানুরূপ কার্য্যকারী ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট তরুণ অপলায়ী অভিমন্যু ত্রিহায়ণ, বলবান্ কুলীন অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যেন নভোমণ্ডলে সন্তরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ কোন্ বীর তাহারে নিবারণ করিয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অভিমন্যু ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার পক্ষ ক্ষিতিপালগণকে নিশিত শর নিকরে পরাঙ্মুখ করিলে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয় রথী অভিমন্যুরে বেষ্টন করিলেন। সৈন্যগণ জয়দ্রথের প্রতি গুরুতর ভার সমর্পিত হইয়াছে দেখিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। অন্যান্য বীরগণ তাল প্রমাণ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু সেই সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদ বীরগণকে শর নিকরে স্তম্ভিত করিয়া পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণকে, বিংশতি শরে বৃহদ্বলকে, অশীতি শরে কৃতবর্ম্মারে, ষষ্টি শরে কৃপকে এবং আকর্ণাকৃষ্ট রুক্ম পুঙ্খ মহাবেগগামী দশ শরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর বিপক্ষগণ মধ্যে পীত নিশিত কর্ণি অস্ত্রে কর্ণের কর্ণ বিদ্ধ করিলেন; পরে কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণি সারথি দ্বয় ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া দশ শরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন এবং আপনার পুত্র ও বীরগণের সমক্ষে কৌরবকুলের কীর্ত্তি বর্দ্ধন বৃন্দারক নামে মহাবীরকে বধ করিলেন। অভিমন্যু নির্ভীকের ন্যায় প্রধান প্রধান কৌরব বীরকে নিপীড়িত করিতেছেন দেখিয়া অশ্বত্থামা পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকে তাঁহারে বিদ্ধ করিলে তিনিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সমক্ষে অবিলম্বে শাণিত শর নিকরে অশ্বত্থারে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ ষষ্টি শরে মৈনাক পর্ব্বতোম অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিয়া ও বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সুবর্ণপুঙ্খ দ্বিসপ্ততি শরে তাঁহারে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিলেন। পুত্রবৎসল দ্রোণাচার্য্য এক শত শর, পিতৃ রক্ষার্থী অশ্বত্থামা ষষ্টি শর, কর্ণ দ্বাবিংশতি ভল্ল, কৃতবর্ম্মা চতুর্দ্দশ ভল্ল, বৃহদ্বল পঞ্চাশৎ ভল্ল এবং শারদ্বত দশ ভল্ল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু তাঁহাদিগকে দশ দশ শরে প্রহার করিলেন। কোশলরাজ কর্ণি অস্ত্রে তাঁহার হৃদয় দেশে আঘাত করিলে অভিমন্যু তাঁহার ধ্বজ, কার্ম্মুক, সারথি ও অশ্বগণকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কোশলরাজ বিরথ হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিবার অভিলাষ করিলেন, অভিমন্যু শর দ্বারা কোশলাধিপতি বৃহদ্বলের হৃদয় বিদ্ধ করিবা

মাত্র তিনি ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন অশুভ বাক্য প্রয়োক্তা খড়্গ কার্ম্মুক ধারী দশ সহস্র ভূপাল রণে ভগ্ন হইতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমন্যু বৃহদ্বলকে নিহত ও শর নিকরে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্ট চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় কর্ণের কর্ণ দেশে সুশাণিত কর্ণিক নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার গাত্রে পঞ্চাশত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু কর্ণ অভিমন্যুর শরাঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গাত্রে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রানন্দন কর্ণের শরে বিদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন এবং ক্রোধভরে কর্ণের উপর অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যুর বিষম শর নিকরে কর্ণের ক্ষত বিক্ষত গাত্র হইতে রুধিরধারা বিনির্গত হওয়াতে তাঁহারও অপূর্ব্ব শোভা হইল। ঐ দুই মহাবীরই পরস্পরের শরে বিদ্ধ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাবীর অভিমন্যু কর্ণের ছয় জন মহাবল পরাক্রান্ত সচিবের অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংহার করিলেন এবং অন্যান্য মহারথগণকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ছয় বাণে মাগধের পুত্রকে সংহার করিয়া যুবা অশ্বকেতুরে অশ্বগণ ও সারথির সহিত শমন সদনে প্রেরণ করিলেন এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা কুঞ্জরকেতু মার্ত্তিকাবতিক ভোজকে সংহার করিয়া শর নিকর নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু দুঃশাসনতনয় চারি বাণে অভিমন্যুর চারি অশ্ব ও এক বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় দুঃশাসনতনয়ের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া রোষাক্ত নয়নে উচ্চ স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দুঃশাসনতনয়! তোমার পিতা নিতান্ত কাপুরুষ; তিনি সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছেন। তুমি এই যুদ্ধে আমার হস্তে কদাপি পরিত্রাণ পাইবে না।

মহাবীর অর্জ্জুনতনয় দুঃশাসনপুত্রকে এই কথা বলিয়া তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মকার পরিমার্জ্জিত নারাচ নিক্ষেপ করিলে মহাবাহু অশ্বত্থামা সত্বরে তিন তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভিমন্যু নিক্ষিপ্ত নারাচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অশ্বত্থামারে প্রহার না করিয়া শল্যের উপর তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ সত্বরে অভিমন্যুর বক্ষস্থলে গৃধ্রপক্ষ যুক্ত নয় বাণ বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। তখন সমর বিশারদ অর্জ্জুননন্দন সত্বরে শল্যের শরাসন ছেদন এবং উভয় পার্ষ্ণি সারথির সংহার করিয়া তাঁহারে ছয় অয়োময় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শল্য অভিমন্যুর শরে জর্জ্জরিত হইয়া সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য রথে আরূঢ় হইলেন। সমর নিপুণ অর্জ্জুনতনয় শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, সুবর্চ্চা ও সূর্য্যভাস এই পাঁচ বীরকে সংহার করিয়া শকুনিরে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুবলনন্দন অভিমন্যুরে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! এ ক্ষণে সকলে একত্র হইয়াই অর্জ্জুনতনয়কে সংহার করা কর্ত্তব্য; নচেৎ অভিমন্যু এক এক করিয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে; অতএব দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতির সহিত উহার বধোপায় চিন্তা কর। তখন মহাপ্রতাপশালী কর্ণ দ্রোণা-

চার্য্যকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! অবিলম্বে অভিমন্যুর বধোপায় বলুন ; নচেৎ অর্জ্জুনতনয় আমাদের সকলকেই সংহার করিবে। মহারথ দ্রোণাচার্য্য কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর সমুদায় কৌরব পক্ষ বীরগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কি এ পর্য্যন্ত অর্জ্জুনতনয়ের অণু মাত্র অবকাশ দেখিয়াছ? অর্জ্জুনতনয়ের লঘুচারিত্ব অবলোকন কর ; অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু চারি দিক্ ভ্রমণ করিতেছে, তথাপি উহার কিছু মাত্র অবকাশ লক্ষিত হইতেছে না। ঐ মহাবীর এত শীঘ্র শর সন্ধান ও পরিত্যাগ করিতেছে যে, রথোপরি কেবল উহার চাপ মণ্ডল লক্ষিত হইতেছে। অরাতি নিপাতন মহাবীর সুভদ্রাতনয় শরজালে আমারে একান্ত ব্যথিত ও মোহিত করিয়াও সন্তুষ্ট করিতেছে। কৌরব পক্ষ মহারথগণ ক্রোধ পরবশ হইয়াও উহার যে অণু মাত্র অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন না, তাহাতে আমার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ক্ষিপ্রহস্তে শর দ্বারা দশ দিক্ সমাবৃত করাতে গাণ্ডীব ধারী মহাবীর অর্জ্জুন হইতে উহার কিছু মাত্র বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে না।

তখন মহাবাহু কর্ণ অর্জ্জুনতনয়ের শরে আহত হইয়া পুনরায় দ্রোণকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বীরগণের সমর পরিত্যাগ করা উচিত নয় বলিয়া আমি অভিমন্যুর শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও এ স্থানে অবস্থান করিতেছি। ঐ মহাতেজা অর্জ্জুনকুমারের পাবক সদৃশ পরম দারুণ শর নিকরে আমার হৃদয় বিদলিত হইতেছে।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হে রাধেয়! মহাবীর অভিমন্যুর কবচ অভেদ্য। আমি উহার পিতারে কবচ ধারণে সুশিক্ষিত করিয়াছি ; ঐ বীরও তাহার নিকট তদ্বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাতিশয় যত্ন সহকারে সুতীক্ষ্ণ শর নিকর নিক্ষেপ করিয়া উহার ধনু, জ্যা, অশ্ব, অশ্ব সারথি ও উভয় পার্ষ্ণি সারথিরে অনায়াসে ছেদন করা যাইতে পারে ; অতএব যদি সমর্থ হও, তবে উহার শরাসন প্রভৃতি ছেদন করিয়া উহারে সমরবিমুখ কর ; পশ্চাৎ সংগ্রাম করিও। যত ক্ষণ উহার করে শরাসন থাকিবে, তত ক্ষণ উহারে পরাজয় করা সমুদায় দেব ও অসুরগণেরও সাধ্য নহে। অতএব যদি উহারে পরাজয় করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে উহারে বিরথ ও শরাসন শূন্য কর।

মহাবীর কর্ণ দ্রোণের বাক্য শ্রবণানন্তর সত্বরে শর নিক্ষেপ পুর্ব্বক অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে ভোজ তাঁহার অশ্ব সমুদায় ও কৃপ তাঁহার পার্ষ্ণি সারথি দ্বয়কে সংহার করিলেন। অন্যান্য বীরগণ তাঁহার উপর শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই করুণ রস শূন্য ছয় মহারথ সত্বরে এক কালে একাকী বালক অভিমন্যুরে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ছিন্নশরাসন রথ বিহীন অর্জ্জুনতনয় স্বীয় বীর ধর্ম্ম প্রতিপালন করত খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পুর্ব্বক আকাশ মার্গে সমুত্থিত হইয়া মহাবেগে কৌশিকাদি গতি দ্বারা গরুড়ের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রন্ধ্রু দর্শন তৎপর মহাধনুর্দ্ধরগণ এই অভিমন্যু অসিহস্তে আমার উপর নিপতিত হইবে মনে করিয়া উর্দ্ধ্ব দৃষ্টি হইয়া তাঁহারে বাণ বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ; অরাতি নিপাতন মহাবীর দ্রোণ সত্বরে তাঁহার খড়্গের মণিময় মুষ্টি দেশে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ছেদন করিলেন এবং কর্ণ শাণিত শর নিকরে তাঁহার চর্ম্ম ছেদন করিলেন। এই রূপে অসি, চর্ম্ম ও বাণ সমুদায়

ছিন্ন হইলে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চক্ররেণু সমুজ্জ্বল কলেবর মহাবীর অভিমন্যু চক্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে বাসুদেবের অনুকরণ করত সাতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিলেন। তৎকালে অমিততেজা, সিংহনাদকারী, বীরগণ মধ্যস্থিত মহাবীর অভিমন্যুর দেহ হইতে শোণিত বিনির্গত হইয়া বস্ত্র রক্তবর্ণ ও ভ্রূকুটি দ্বারা ললাট ফলক কুটিল হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভা হইল।

উন পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! সুভদ্রানন্দকর মহাবীর অভিমন্যু চক্র ধারণ করিয়া সমরে দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; তাঁহার কেশ কলাপ বায়ুবেগে উদ্ধূত হইতে লাগিল এবং আয়ুধ প্রধান চক্র উদ্যত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; তখন তিনি দুঃসমীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। ভূপতিগণ তাঁহার সেই অলৌকিক রূপ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার চক্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সত্বরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবাহু দ্রোণনন্দন প্রজ্বলিত অশনির ন্যায় সেই অভিমন্যুর গদা অবলোকন করিয়া রথোপস্থ হইতে তিন লম্ফে পলায়ন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় গদা দ্বারা তাঁহার অশ্ব সমুদায় এবং পার্ষ্ণি সারথি দ্বয়কে সংহার করিয়া বীরগণের শর নিকরে বিদ্ধগাত্র হইয়া শল্লকীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিলেন। পরে সুবলনন্দন কালিকেয়কে নিহত করিয়া তাঁহার অনুচর সপ্তসপ্ততি গান্ধারকে নিহত করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মবসাতীয় দশ রথী এবং কৈকেয়দিগের সাত রথী ও দশ মাতঙ্গ বিনষ্ট করিয়া গদা দ্বারা দুঃশাসনতনয়ের রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর দুঃশাসনতনয় ক্রোধভরে ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্ব কালে মহাদেব ও অন্ধক যেমন পরস্পরের উপর গদাঘাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অভিমন্যু ও দুঃশাসনতনয় পরস্পরকে সংহার করিবার বাসনায় পরস্পরের প্রতি গদাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই বীর দ্বয় গদাযুদ্ধ করত পরস্পর গদাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া নিপতিত ইন্দ্রধ্বজ দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবীর দুঃশাসনতনয় সত্বরে অগ্রে সমুত্থিত হইয়া উত্তিষ্ঠমান মহাবাহু অর্জ্জুনতনয়ের মস্তকে গদাঘাত করিলেন। অরাতিকুলনিপাতন মহাবীর অভিমন্যু দুঃশাসননন্দনের দারুণ গদাঘাত ও সমর পরিশ্রমে মোহিত এবং অচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় একাকী অরাতি পক্ষ সমুদায় সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিয়া পরিশেষে বহুসংখ্য শত্রু কর্তৃক নিহত হইয়া পদ্মবনপ্রমাথী ব্যাধগণের হস্তে নিহত বনগজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন আপনার পক্ষ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ সমরাঙ্গনে নিপতিত মহাবীর অর্জ্জুনতনয়কে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং দাবদহনানন্তর নিদাঘ কালীন প্রশান্ত পাবকের ন্যায়, অস্তগত আদিত্যের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায়, শুষ্ক সাগরের ন্যায়, তরুশৃঙ্গ মর্দ্দনানন্তর নিবৃত্ত সমীরণের ন্যায়, পূর্ণচন্দ্রনিভানন, কাকপক্ষাবৃতনেত্র সেই অভিমন্যুরে ভূতলে পতিত দেখিয়া পরমাহ্লাদ সহকারে সিং-

হনাদ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের আহ্লাদের আর. পরিসীমা রহিল না। এ দিকে পাণ্ডব পক্ষ বীরগণের নেত্র হইতে অবিরল বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় গগনচর ভূতগণ অভিমন্যুরে আকাশচ্যুত চন্দ্রের ন্যায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চ স্বরে কহিতে লাগিল যে, মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ ছয় জন মহারথ এই বালককে সংহার করিয়াছেন, ইহা আমাদের মতে নিতান্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত এবং রুধির সংপ্লুত রুক্মপুঙ্খ শর নিকর, বীরগণের কুণ্ডল শোভিত মস্তক, বিচিত্র উষ্ণীষ, পতাকা, চামর, চিত্র কম্বল, উত্তম আয়ুধ, রথ, অশ্ব ও গজগণের অলঙ্কার, নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ নিশিত খড়্গ, শরাসন, ছিন্ন শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, কম্পন ও অন্যান্য আয়ুধ সমুদায় ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হওয়াতে ভূমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্র বিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অর্জ্জুনতনয়ের শরে ভূতলে নিপতিত শোণিতদিগ্ধাঙ্গ আরোহী সমবেত নির্জ্জীব ও শ্বাসাবশিষ্ট অশ্ব সমুদায়ে রণস্থল বন্ধুর হইয়া উঠিল। মহামাত্র, অঙ্কুশ, চর্ম্ম, আয়ুধ ও কেতু সমবেত শরনিহত পর্ব্বতাকার গজ সকল, অশ্ব, সারথি ও যোদ্ধা সমবেত প্রস্ফুভিত হ্রদ সদৃশ রথ সমুদায় এবং বিবিধায়ুধধারী পদাতি সমুদায়ে রণস্থল ভীরুজনভয়াবহ ঘোররূপ ধারণ করিল।

হে মহারাজ! এই রূপে অপ্রাপ্তবয়স্ক মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সমরভূতলে নিপতিত হইলে কৌরব পক্ষ বীরগণের আনন্দ ও পাণ্ডব পক্ষদিগের বিষাদের পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডব সৈন্যগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনতনয়ের নিধন নিবন্ধন বীরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ! সমর বিশারদ মহাবাহু অভিমন্যু সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া শত্রু হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছে; তোমরা স্থির হও; ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; আমরা অবিলম্বে শত্রুগণকে পরাজয় করিব। কৃষ্ণার্জ্জুনসমপ্রভাব মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সমরে আশীবিষ সদৃশ রাজপুত্রগণ, দশ সহস্র সৈন্য, মহারথ কৌশল্য বৃহদ্বল এবং অসংখ্য রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ ও নরগণকে সংহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় নাই। ঐ মহাবীর অগ্রে ঐ সমুদায় শত্রু পক্ষদিগকে নিধন করিয়া পশ্চাৎ শত্রু হস্তে সমরে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই ইন্দ্র ভবনে বা অন্য কোন পুণ্য নির্জ্জিত পবিত্র সনাতন স্থানে গমন করিয়াছে। সেই পুণ্যাত্মার নিমিত্ত শোক করা কদাপি বিধেয় নয়। মহাতেজা মহারাজ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সেই সমুদায় দুঃখিত সৈন্যগণের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! আমরা এই রূপে শত্রু পক্ষ বীরশ্রেষ্ঠকে নিহত করিয়া তাঁহাদের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধিরোক্ষিত কলেবরে সায়ং কালে শিবিরে যাত্রা করিলাম। ভগবান্ মরীচিমালী রক্তোৎপল তুল্য কলেবর ধারণ পূর্ব্বক অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। দিবস ও রজনীর সন্ধি সমুপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে অশিব শিবানিনাদ হইতে লাগিল। ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর উৎকৃষ্ট অসি, শক্তি, ঋষ্টি, বরূথ, চর্ম্ম ও অলঙ্কার সমুদায়ের প্রভা হরণ পূর্ব্বক আকাশ ও ভূমণ্ডল যেন একাকার করিয়াই স্বীয় প্রিয় কলেবর পাবক মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঐ সময় আমরা ও আমাদের বিপক্ষগণ, আমরা উভয় পক্ষই সমর ব্যায়ামে বিমোহিত প্রায় হইয়া সংগ্রামস্থল অবলোকন করত মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলাম; দেখিলাম, রণ ভূমি বজ্রাহত অভ্রংলিহাগ্র অচল শৃঙ্গ সদৃশ, পতাকা অঙ্কুশ বর্ম্ম ও সাদি সমবেত নিপতিত মাতঙ্গ নিকরে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং রথী, যন্ত্রী, বিভূষণ, অশ্ব, সারথি, পতাকা ও কেতু বিহীন চূর্ণিত প্রকাণ্ড রথ সমূহে শোভা পাইতেছে; বোধ হইতেছে যেন, শত্রুগণ শর নিকরে সেই সকল রথের প্রাণ নাশ করিয়াছে। বীরগণের শর নিকরে সাদি সমভিব্যাহারে নিহত, মহার্হ ভূষণ বিভূষিত, বিবিধ রথাশ্ব সমুদায় বিস্ফারিতলোচন, বিনির্গতান্ত্র ও বহিষ্কৃতজিহ্বাদশন হইয়া ধরাতলে নিপতিত থাকাতে রণভূমি ঘোর রূপ ধারণ করিয়াছে। মহামূল্য চর্ম্ম, আভরণ, বসন, অস্ত্র ও শস্ত্রে বিভূষিত, মহার্ঘ শয়নোচিত মহাবীরগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও অনুচরবর্গের সহিত অনাথের ন্যায় ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। বিকটাকার শৃগাল, কুক্কুর, কাক, বক, সুপর্ণ, বৃক, তরক্ষু, রক্তপায়ী পক্ষী, রাক্ষস ও পিশাচগণ হৃষ্ট চিত্তে রণনিহত প্রাণিগণের চর্ম্ম ভেদ করিয়া রুধির, বসা, মজ্জা ও মাংস ভক্ষণ করিতেছে। রাক্ষসগণ শব সমুদায় আকর্ষণ করিয়া হাস্য করিতেছে।

হে মহারাজ! সমর ক্ষেত্রে বীরগণ কর্ত্তৃক দুস্তর বৈতরণীর ন্যায় অতি ভীষণ শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। রথ সকল উহার উড়ুপ স্বরূপ, হস্তিগণ পর্ব্বত স্বরূপ, মনুষ্যগণের মস্তক সমুদায় উৎপল স্বরূপ, মাংস কর্দ্দম স্বরূপ ও নানা বিধ অস্ত্র শস্ত্র মালা স্বরূপ শোভা পাইল। উহাতে অসংখ্য প্রাণিগণের শরীর ভাসিতে লাগিল। বিকট দর্শন ভয়াবহ পিশাচ, শৃগাল, কুক্কুর ও পিশিতাশন পক্ষিগণ পরমানন্দে ঐ নদীতে পান ভোজন করত ভীষণ স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ সায়ংকালে বিধ্বস্তভূষণ শক্র সদৃশ রণনিহত মহাবীর অভিমন্যুরে হব্য বিহীন যজ্ঞীয় হুতাশনের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া যমরাজ্য বর্দ্ধন, নৃত্য পরায়ণ কবন্ধকুল সঙ্কুল, ভীম দর্শন সমর ভূমি ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে রথযূথপতি মহাবীর অভিমন্যু সমরে নিপতিত হইলে পাণ্ডব পক্ষ বীর সমুদায় রথ, কবচ ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে অভিমন্যুরে চিন্তা করত যুধিষ্ঠিরের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

মহারাজ ধর্ম্ম নন্দন ভ্রাতৃপুত্র নিধনে একান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; হায়! মহাবীর অভিমন্যু আমার প্রিয়চিকীর্ষায় ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক সিংহ যেমন গোগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ দুর্ভেদ্য দ্রোণ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যাহার প্রভাবে মহাধনুর্দ্ধর, সমর দুর্ম্মদ, অস্ত্র শস্ত্র বিশারদ, বিপক্ষ পক্ষ বীরগণ রণে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছে, যে মহাবীর আমাদের প্রধান শক্র দুঃশাসনকে সংগ্রামে অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই বিসংজ্ঞ ও বিমুখ করিয়াছে এবং অনায়াসে দ্রোণ সৈন্য রূপ মহাসাগর পার হইয়াছে, সেই সমর বিশারদ অভিমন্যু দুঃশাসনতনয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া শমন সদনে গমন করিল! আজি আমি কি রূপে পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় ও পুত্রের অদর্শনে একান্ত কাতরা সুভদ্রারে অবলোকন করিব! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এ স্থানে আগমন করিয়া আমারে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব! আমিই কৃষ্ণ

ও অর্জ্জুনের জয় লাভ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার মানসে এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি! লুব্ধ ব্যক্তি কদাপি দোষ জানিতে পারে না; লোভ মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। আমি রাজ্যলোলুপ হইয়া এই মহৎ অনিষ্টপাত অবলোকন করিতে সমর্থ হই নাই। যে সুকুমার কুমারকে ভোজ্য, যান, শয্যা ও ভূষণ প্রদান করা উচিত, আমরা তাহার উপরেই সংগ্রামের প্রধান ভার সমর্পণ করিয়াছিলাম। সৎস্বভাব সম্পন্ন অশ্ব যেমন বিষম সঙ্কটে পতিত হইলে তাহার মঙ্গল হয় না, তদ্রূপ সমরানভিজ্ঞ বালক অভিমন্যুর এই বিষম সঙ্কটে কি রূপে মঙ্গল হইবে?

যাহা হউক, অদ্য আমরা ক্রোধ প্রদীপ্ত অর্জ্জুনের দীন নয়নানলে দগ্ধ হইয়া অভিমন্যুর সহিত ভূতলে শয়ন করিব। যে অর্জ্জুন নিতান্ত অলুব্ধ, মতিমান্, লজ্জাশীল, ক্ষমাশালী, রূপবান্, মানপ্রদ, সত্যপরায়ণ, রূপবান, ধীরপ্রকৃতি ও মহাবল পরাক্রান্ত; পণ্ডিতগণ যাঁহার উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রশংসা করেন; যে মহাবীর হিরণ্যপুরবাসী, ইন্দ্রশত্রু নিবাতকবচ ও কালকেয়গণকে নিহত করিয়াছেন; যিনি চক্ষুর নিমেষ মাত্রে পুলোমনন্দনগণকে সগণে নিধন করিয়াছেন এবং যিনি শরণাগত শত্রুগণকেও অভয় প্রদান করেন, আজি আমরা সেই অর্জ্জুনের পুত্রকে নিদারুণ কৌরব সৈন্যের ভয় হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না! মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রবধে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই কৌরবগণকে সংহার করিবেন এবং ক্ষুদ্রসহায় ক্ষুদ্রাশয় স্বপক্ষ ক্ষয়কারী দুরাত্মা দুর্য্যোধনও আত্মীয়গণের নিধন দর্শনে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এই অসাধারণ পুরুষকার সম্পন্ন অর্জ্জুনতনয়কে সংগ্রামস্থলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া আজি আমাদের জয় লাভ, রাজ্য লাভ বা সুরলোক প্রাপ্তি কিছুই প্রীতিজনক বলিয়া বোধ হইতেছে না।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে নরনাথ! অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিলপমান ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহারে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক ভ্রাতৃপুত্র বধ জনিত শোকাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন বালক অভিমন্যু নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল; ইত্যবসরে বহুসংখ্য অধার্ম্মিক মহারথ তাহারে বেষ্টন করিয়া বিনাশ করিয়াছে। আমি অভিমন্যুকে কহিয়াছিলাম, তুমি আমাদিগের সমর প্রবেশের দ্বার প্রস্তুত কর। অভিমন্যু আমার বাক্যে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম; কিন্তু জয়দ্রথ আমাদিগকে নিবারণ করিল। যুদ্ধজীবী পুরুষেরা তুল্য ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু বিপক্ষেরা যে রূপ যুদ্ধ করিয়াছে, উহা নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে; তাহার সন্দেহ নাই। আমি তন্নিমিত্ত সাতিশয় সন্তপ্ত ও শোক বাষ্পে নিতান্ত সমাকুল হইতেছি; এই বিষয় বারংবার চিন্তা করিয়া কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

ভগবান্ ব্যাস শোকবেগ সন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই রূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে সর্ব্ব শাস্ত্রবিশারদ! তোমার সদৃশ মহাত্মারা বিপদে কদাচ বিমোহিত হন না। অভিমন্যু বালকের অসদৃশ কার্য্যানুষ্ঠান ও বহুসংখ্য শত্রু হনন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। মৃত্যু দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগকেও হরণ করিয়া থাকে; মৃত্যুকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাত্মন্! এই সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণ নিহত হইয়া ধরাতলে সৈন্য মধ্যে নিপতিত রহিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ অযুত নাগ তুল্য পরাক্রমশালী এবং কেহ কেহ বায়ুবেগ তুল্য বলবান্; ইহাঁরা পরস্পর সংগ্রাম করিয়াই নিহত হইয়াছেন। সংগ্রাম স্থলে ইহাঁদিগকে সংহার করিতে অন্য কাহারও সাধ্য নাই। পরস্পরকে পরাজয় করিবার বাসনাই ইহাঁদের হৃদয়ে সতত জাগরূক ছিল। এ ক্ষণে ইহাঁরা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই সমুদায় ভীমবিক্রম ভূপতিগণ নিহত হওয়াতে অদ্য মৃত্যু এই শব্দের সার্থকতা সম্পাদিত হইল। ইহাঁরা এ ক্ষণে নিশ্চেষ্ট নিরভিমান ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়াছেন। হে মহর্ষে! এই নিহত ভূপতিগণকে অবলোকন করিয়া আমার এই সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে যে, মৃত্যু কে, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা প্রজাগণকে সংহার করে? আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

অনন্তর ভগবান্ ব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব কালে মহর্ষি নারদ এ বিষয়ে রাজা অকম্পনের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ করুন, আমি জানি রাজা অকম্পনও নিতান্ত দুর্ব্বিষহ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব আমি মৃত্যুর উৎপত্তি কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলে আপনি স্নেহ বন্ধন জনিত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। হে বৎস! এই পুরাবৃত্ত বেদাধ্যয়নের ন্যায় ফলপ্রদ, পবিত্র, অরি বিনাশক, মঙ্গলেরও মঙ্গল, ধন্য, আয়ুষ্কর, শোক নাশন ও পুষ্টিবর্দ্ধন; আপনি ইহা শ্রবণ করুন। আয়ুষ্মান্ পুত্র, রাজ্য ও সম্পদ্ লাভার্থী দ্বিজগণ এই উপাখ্যান প্রতিনিয়ত প্রাতঃ কালে শ্রবণ করিবেন।

পূর্ব্ব কালে সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রণস্থলে শত্রুগণের বশবর্ত্তী হইলেন এবং নারায়ণ তুল্য বলবান্, শ্রীমান্, শিক্ষিতাস্ত্র, মেধাবী, দেবরাজ সদৃশ হরি নামে তাঁহার এক পুত্রও রণস্থলে শত্রুগণে পরিবৃত হইয়া হস্তী ও বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগের উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ এবং অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করিয়া সৈন্য মধ্যে নিহত হইলেন। রাজা অকম্পন পুত্রের প্রেতকার্য্য সমাধানন্তে দিবা রাত্র শোকে একান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহার পুত্র বিনাশ জনিত শোক অবগত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন। রাজা অকম্পন দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক শত্রুগণের জয় লাভ ও আপনার পুত্রের বিনাশ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! শত্রুগণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আমার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। এ ক্ষণে এই মৃত্যু কে এবং ইহার বল, বীর্য্য ও পৌরুষই বা কি রূপ? আমি ইহার যাথার্থ্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। তখন নারদ তাঁহার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রশোক বিনাশন এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, মহারাজ, আমি এই বিস্তীর্ণ উপাখ্যান যে রূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ কমলযোনি প্রথমে প্রজা সমস্ত সৃষ্টি করিলেন; অনন্তর এই বিশ্ব বিনষ্ট হইতেছে না দেখিয়া সাতিশয় চিন্তিত হইলেন; কিন্তু সৃষ্টি সংহার বিষয়ে কিছুই অবধারণ করিতে

পারিলেন না। অনন্তর তাঁহার রোষপ্রভাবে আকাশ হইতে এক অগ্নি সমুত্থিত হইল। উহা সংসারস্থ দেশ সমস্ত ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত চারি দিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। এই রূপে ক্রোধভরে সকলকে বিত্রাসিত করত ভগবান্ ব্রহ্মা জ্বালা সমাকুল চরাচর সমস্ত জগৎ ও নভোমণ্ডল ভস্মসাৎ করিলেন; স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল বিনষ্ট হইল।

অনন্তর জটাজূট মণ্ডিত ভূতপতি ভগবান্ ভবানীপতি পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা লোকের হিত কামনায় সমাগত ভূতপতিরে দেখিয়া তেজ প্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার ইচ্ছানুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; এ ক্ষণে বল, তোমার কি রূপ মনোরথ সফল করিতে হইবে; আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিব।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

রুদ্র কহিলেন, হে প্রভু! প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে তুমিই যত্ন করিয়াছিলে এবং তুমিই নানাবিধ ভূত সমুদায় সৃষ্টি করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ। এ ক্ষণে সেই সকল প্রজা তোমার রোষানলে দগ্ধ হইতেছে। তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে; অতএব তুমি প্রসন্ন হও।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রুদ্র! সৃষ্টি সংহার বিষয়ে আমার অভিলাষ ছিল না; কিন্তু পৃথিবীর হিত কামনায় আমার ক্রোধ উপস্থিত হইল। এই দেবী বসুন্ধরা দুর্ভর ভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভূত সংহারার্থ আমারে অনুরোধ করেন; কিন্তু আমি এই অনন্ত জগতের সংহার কারণ কিছুই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলাম না; এই নিমিত্ত আমার হৃদয়ে ক্রোধের আবির্ভাব হইল।

রুদ্র কহিলেন, হে জগন্নাথ! প্রসন্ন হও, বিশ্ব সংহারের নিমিত্ত সমুৎপন্ন ক্রোধ পরিত্যাগ কর; স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল বিনাশ করিও না। তোমার প্রসাদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ জগৎ বিদ্যমান থাকুক। তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া যে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছ, উহা নদী, প্রস্তর, বৃক্ষ, পল্বল, তৃণ ও উলপ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ ভস্মসাৎ করিতেছে। এ ক্ষণে প্রসন্ন হইয়া যাহাতে ক্রোধের উপশম হয়, ইহাই আমার অভিলষণীয় বর। হে দেব! সৃষ্ট পদার্থ সকল বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি তেজ সংহার কর; উহা তোমাতেই বিলীন হউক; হিতাভিলাষ পরতন্ত্র হইয়া প্রজাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই সমস্ত প্রাণী যাহাতে বিদ্যমান থাকে, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, উৎপন্ন প্রজা সকল যেন নির্ম্মূল না হয়। তুমি আমারে লোক মধ্যে অধিদেব পদে নিযুক্ত করিয়াছ। হে ত্রিলোকীনাথ! এই চরাচর বিশ্ব বিনাশ করিও না; তুমি প্রসাদোন্মুখ হইয়াছ বলিয়া তোমারে এই রূপ কহিতেছি।

অনন্তর লোক পিতামহ ব্রহ্মা প্রজাদিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পুনরায় অন্তরাত্মাতে স্বীয় তেজ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নির উপসংহার করিয়া সৃষ্টি হেতু প্রবৃত্ত ধর্ম্ম ও মোক্ষ হেতু নিবৃত্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধ জনিত হুতাশন সংহার করেন, তৎকালে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে কৃষ্ণ, রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ রক্তজিহ্ব, রক্তাস্য ও রক্তলোচন, বিমল কুণ্ডলালঙ্কৃত, বিবিধ ভূষণে বিভূষিত এক নারী প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ নারী নির্গত হইবা মাত্র ব্রহ্মা ও রুদ্রকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মা তাহারে মৃত্যু বলিয়া আহ্বান করত কহিলেন, তুমি আমার সংহার বুদ্ধি প্রভাবে ক্রোধ হইতে

প্রাদুর্ভূত হইয়াছ; অতএব তুমি আমার নিয়োগ বশত কি জড় কি পণ্ডিত এই পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রজাগণকে সংহার কর; তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। কমললোচনা মৃত্যু ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত মধুর স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা লোকের হিত সাধনার্থ তৎক্ষাৎ অঞ্জলিপুটে তাঁহার নেত্রজল গ্রহণ করিয়া ঐ নারীরে নানা প্রকারে অনুনয় করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

কিয়ৎক্ষণ পরে মৃত্যু দুঃখ অপনীত করিয়া সন্ন মত লতার ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মারে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কেন এই পাপীয়সীরে সৃষ্টি করিলেন। এক্ষণে আমি এই অহিত ক্রূর কর্ম্ম নিতান্ত অধর্ম্ম মূলক জানিয়াও কি রূপে ইহার অনুষ্ঠান করিব। আমি অধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিশয় ভীত হইতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি যাহাদের একান্ত প্রিয়তর পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, পিতা ও ভর্ত্তাদিগকে বিনাশ করিব, তাহারা অবশ্যই আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে; এই নিমিত্ত আমার অত্যন্ত শঙ্কা হইতেছে। আমি প্রিয়বিয়োগে দীনভাবে রোরুদ্যমান প্রজাগণের অনর্গল নিপতিত নেত্রজল হইতে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। এক্ষণে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি; আপনি প্রসন্ন হউন। আমি কদাচ যমালয়ে গমন করিতে পারিব না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ সফল করুন। ধেনুকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনার আরাধনা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমারে তদ্বিষয়ে আদেশ করুন; আমি এই মাত্র বর প্রার্থনা করি। আমি কদাচ বিলপমান প্রাণিগণের প্রিয়তর প্রাণ বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। হে পিতামহ! আপনি আমারে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যু! তুমি প্রজা সংহারার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছ; অতএব আমার নিয়োগানুসারে কোন বিচার না করিয়া লোক বিনাশে প্রবৃত্ত হও। লোকক্ষয় অবশ্যই হইবে; ইহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর; এই বিষয়ে কেহই তোমারে নিন্দা করিবে না।

মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। লোকের হিত সাধনোদ্দেশে লোক বিনাশে কোন মতেই তাঁহার অভিলাষ হইল না। পিতামহ ব্রহ্মা তৎকালে মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং অবিলম্বেই হাস্য মুখে লোক রক্ষার্থে প্রসন্ন হইলেন। এই রূপে সর্ব্বলোক পিতামহ কমলযোনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদায় লোক অপমৃত্যু গ্রস্ত না হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই কন্যা প্রজা সংহার বিষয়ে অঙ্গীকার না করিয়া ব্রহ্মার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে অপসৃত হইলেন এবং অবিলম্বে ধেনুকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া অতি কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয় সেব্য প্রিয় বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া প্রজাগণের হিতার্থ এক বিংশতি পদ্ম বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে পুনরায় এক বিংশতি পদ্ম বৎসর একপদে অবস্থান করিলেন। অনন্তর অযুত পদ্ম বৎসর মৃগগণের সহিত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় সুশীতল নির্ম্মল জল সম্পন্ন পবিত্র নন্দা তীর্থে গমন করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র বৎসর সলিলে

কালাতিপাত করিলেন। এই রূপে নন্দা-তীর্থে বিগতপাপ হইয়া প্রথমত অতি পবিত্র কৌশিকী তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় বায়ু ভক্ষণ ও জল পান করিয়া পুনরায় নিয়মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে পঞ্চগঙ্গ ও বেতস তীর্থে তপোবিশেষ দ্বারা দেহ পরিশুদ্ধ করিলেন। অনন্তর গঙ্গা ও প্রধান মহামেরু তীর্থে গমন পূর্ব্বক প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া প্রস্তরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে হিমালয়ের শিখর দেশে গমন পূর্ব্বক অঙ্গুলির উপর নির্ভর করিয়া নিখর্ব্ব বৎসর অবস্থান করিলেন। পূর্ব্ব কালে দেবগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা পুষ্কর, গোকর্ণ, নৈমিষ ও মলয় তীর্থে অভিলষিত নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক দেহ পরিশুষ্ক করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি অনন্যমনে একমাত্র ব্রহ্মারে প্রতি নিয়ত ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিলেন।

তখন অব্যয় ভূতভাবন ভগবান ব্রহ্মা শান্ত ও প্রীত মনে তাঁহারে কহিলেন, হে মৃত্যু! তুমি কি নিমিত্ত এই রূপ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছ? তখন মৃত্যু পুনরায় ব্রহ্মারে কহিলেন। হে ভগবন্! প্রজারা সুস্থ হইয়া কাল যাপন করিতেছে; তাহারা বাক্যেও অন্যের অপকার করে না; আমি তাহাদিগকে কখনই বিনষ্ট করিতে পারিব না। এ ক্ষণে আপনার নিকট এই বরই প্রার্থনা করি। আমি অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছি। অতএব আপনি আমারে অভয় প্রদান করুন। আমি একান্ত কাতর ও নিরপরাধী; প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আশ্রয় হউন। অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ পিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন, হে কন্যে! এই সমস্ত প্রজা সংহার করিলে তোমার কিছু মাত্র অধর্ম্ম হইবে না, আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নয়। অতএব তুমি অশঙ্কিত চিত্তে চতুর্ব্বিধ প্রজা সংহার কর; তোমার সনাতন ধর্ম্ম লাভ হইবে। লোকপাল যম, ব্যাধি সকল ও দেবগণ তোমার সহায় হইবেন এবং আমিও তোমার সহায়তা সম্পাদন করিব। আর তুমি পাপ হইতে বিমুক্ত ও রজোগুণ রহিত হইয়া যে রূপে খ্যাতি লাভে সমর্থ হইবে, পুনরায় এমন একটি বরও তোমারে প্রদান করিব।

অনন্তর মৃত্যু প্রণত হইয়া ব্রহ্মারে প্রসন্ন করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যদি আমা ব্যতিরেকে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়, তবে অগত্যা আপনার এই আজ্ঞা আমারে শিরোধার্য্য করিতে হইল; কিন্তু আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ ও নির্লজ্জতা এই সকল পরুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রাণিগণের দেহ ভেদ করিবে। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যু! তুমি যাহা কহিলে তাহাই হইবে, এ ক্ষণে তুমি লোক বিনাশে প্রবৃত্ত হও। তোমার অধর্ম্ম হইবে না এবং আমিও তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করিব না। আমার করতলে তোমার যে সমুদায় অশ্রু বিন্দু নিপতিত রহিয়াছে, উহা প্রাণিগণের আত্ম সম্ভূত ব্যাধি রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রাণ সংহার করিবে; তাহা হইলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। তুমি এ ক্ষণে ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি প্রাণিগণের ধর্ম্ম, ধর্ম্মের অধীশ্বর, ধর্ম্ম পরায়ণ ও ধর্ম্মের কারণ; এ ক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশে প্রবৃত্ত হও। তুমি কাম ও রোষ বিসর্জ্জন করিয়া জীবগণের জীবন সংহার কর। তাহা হইলে তোমার অক্ষয় ধর্ম্ম লাভ হইবে। অধর্ম্ম দুরাচারদিগকে নির্ম্মূল করিবে; তুমি আমার বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া

আপনারে পবিত্র কর; তুমি অসাধু জীবগণকে পাপে নিমগ্ন করিবে।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই কন্যা আপনার 'মৃত্যু, এই নাম হইল দেখিয়া নিতান্ত ভীত ও অভিশাপ ভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করিলেন। সেই মৃত্যু কাম ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অসংসক্ত রূপে অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ নাশ করিয়া থাকেন। প্রাণিদিগেরই মৃত্যু হয়; রোগ নামধারী ব্যাধি প্রাণিগণ হইতেই সম্ভূত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা তাহারা সাতিশয় নিপীড়িত হয়। অতএব আপনি জীবনান্তে জীবগণের নিমিত্ত বৃথা শোক করিবেন না। ইন্দ্রিয় সকল জীবনান্তে জীবগণের সহিত পরলোকে গমন ও স্বস্ব কার্য্য সংসাধন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, এই রূপ দেবগণও মনুষ্যের ন্যায় পর লোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন। ভীমরূপ, ভীমনাদ, সর্ব্বগামী, উগ্র, অনন্ততেজা প্রাণ বায়ু কেবল দেহই ভেদ করিয়া থাকে; উহার যাতায়াত নাই। সকল দেবতারাও মর্ত্ত্যসংজ্ঞাধারী; হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না। তিনি স্বর্গে সুরম্য বীরলোক প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ ও সাধুসমাগম লাভ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত আনন্দিত হইতেছেন। প্রজাদিগের মৃত্যু দেবনির্দ্দিষ্ট; মৃত্যু, কাল উপস্থিত হইলে প্রজাদিগের প্রাণ নাশ করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ স্বয়ংই বিনষ্ট হয়; মৃত্যু দণ্ডধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে হিংসা করেন না; এই ব্রহ্মসৃষ্ট সত্তাটী পণ্ডিতেরা সম্যক্ অবগত হইয়া মৃতব্যক্তিদিগের নিমিত্ত কদাচ শোক করেন না। হে মহারাজ! আপনি দৈববিহিত এই রূপ সৃষ্টি অবগত হইয়া পুত্রের বিনাশ নিবন্ধন শোক অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন।

মহারাজ অকম্পন প্রিয় সখা নারদের নিকট এই রূপ অর্থ বহুল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বিগত শোক, প্রীত ও কৃতার্থ হইলাম, এ ক্ষণে আপনারে অভিবাদন করি। এই রূপে ভূপতি অকম্পন বিগত শোক হইলে দেবর্ষি নারদ অবিলম্বে নন্দন কাননে প্রস্থান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই ইতিহাস শ্রবণ ও অন্যের নিকট কীর্ত্তন করা উভয়ই ধন্য, পুণ্যজনক, যশস্কর, আয়ুস্কর ও স্বর্গ লাভের হেতুভূত; হে ধর্ম্মরাজ! তুমি এই অর্থ ভূয়িষ্ঠ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্ম ও বীরগণের উৎকৃষ্ট গতি অবগত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর। চন্দ্রাংশ সম্ভূত মহারথ অভিমন্যু অসংখ্য ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে শত্রুগণকে বিনাশ পূর্ব্বক সংগ্রাম করত অসি, গদা, শক্তি ও কার্ম্মুক দ্বারা বিনষ্ট ও রজোগুণ বিরহিত হইয়া পুনরায় চন্দ্রে বিলীন হইয়াছেন। অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে যুদ্ধার্থ নির্গত হও।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মৃত্যুর উৎপত্তি ও অদ্ভুত কার্য্য সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক ব্যাসকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী, পুণ্যকর্ম্মা, সত্যবাদী ও পাপশূন্য ছিলেন; আপনি তাঁহাদের কার্য্য ও শোকাপনোদন বাক্যে আমারে আশ্বাসিত করুন এবং কোন্ রাজর্ষি কি পরিমাণে দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন করুন।

ব্যাস কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! মহারাজ শ্বিত্যের সৃঞ্জয় নামে এক আত্মজ ছিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ও নারদের সহিত তাঁহার সখ্য

ভাব ছিল। একদা তাঁহারা সৃঞ্জয়ের সহিত সাক্ষাত করিবার নিমিত্ত তাঁহার আবাসে প্রবেশ করিলেন। সৃঞ্জয় তাঁহাদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা সাতিশয় প্রীত হইয়া পরম সুখে তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা রাজা সৃঞ্জয় তাঁহাদিগের সহিত সুখ সচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার একটি অবিবাহিতা দুহিতা তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন করিলেন। সৃঞ্জয় পার্শ্বস্থ কন্যারে অভিলাষানুরূপ আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ঐ কন্যারে নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, মহারাজ! এই সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্না কন্যা কাহার? ইনি সূর্য্যের প্রভা বা অনলের শিখা; অথবা শশধরের কান্তি কিম্বা শ্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি ও সিদ্ধির অন্যতম হইবেন। নৃপতি সৃঞ্জয় দেবর্ষি পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, সখে! এইটি আমার কন্যা, এ ক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছে। তখন নারদ কহিলেন, মহারাজ! তুমি যদি মঙ্গল লাভের অভিলাষী হও তাহা হইলে এই কন্যাটি ভার্য্যার্থ আমারে প্রদান কর। রাজা সৃঞ্জয় পরম প্রীতি সহকারে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন।

তখন মহর্ষি পর্ব্বত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নারদকে কহিলেন, আমি পূর্ব্বেই ইহাঁরে মনে মনে বরণ করিয়াছি, পশ্চাৎ তুমি ইহাঁরে বরণ করিলে; অতএব তুমি স্বেচ্ছাক্রমে স্বর্গগমনে সমর্থ হইবে না। নারদ কহিলেন, ইনি আমারই ভার্য্যা এই রূপ অধ্যস্তান, এই রূপ বাক্য ও এই রূপ অধ্যবসায় এবং উদক প্রক্ষেপ পূর্ব্বক দান আর পাণিগ্রহণ মন্ত্র এই কএকটি পরিণয়ের লক্ষণ বলিয়া প্রখ্যাত আছে। এই সমস্ত বিষয় সম্পাদিত হইলেই যে ভার্য্যাত্ব সম্পাদিত হয়, এমত নহে; সপ্তপদীগমনই ভার্য্যাত্ব সম্পাদক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; এই কন্যা তোমার ভার্য্যা না হইতেই তুমি যখন আমারে অভিশম্পাত করিলে তখন তুমিও আমা ব্যতিরেকে স্বর্গগমনে সমর্থ হইবে না। এই রূপে সেই দেবর্ষি দ্বয় পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ প্রদান করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজা সৃঞ্জয় পুত্র প্রার্থনায় বিশুদ্ধ মনে পরম যত্ন সহকারে অন্ন পান ও বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদা বেদ বেদাঙ্গ পারগ স্বাধ্যায় নিরত ব্রাহ্মণগণ সৃঞ্জয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে পুত্র প্রদান করিবার অভিলাষে মহর্ষি নারদের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন! আপনি মহারাজকে একটি অভিলষিত পুত্র প্রদান করুন। নারদ ব্রাহ্মণগণের বাক্যে স্বীকার করিয়া সৃঞ্জয়কে কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া তোমার একটি পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন। এ ক্ষণে তোমার যে রূপ পুত্র লাভের ইচ্ছা থাকে, প্রার্থনা কর; তোমার মঙ্গল হইবে। তখন রাজা সৃঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহাত্মন! আপনার বর প্রভাবে আমার যেন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কীর্ত্তিমান, যশস্বী ও অসাধারণ তেজঃ সম্পন্ন এক পুত্র জন্মে এবং তাহার মূত্র, পুরীষ, ক্লেদ ও স্বেদ যেন কাঞ্চনময় হয়। নারদ সৃঞ্জয়ের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিলে অতি অল্প কালের মধ্যে তাঁহার প্রার্থনানুরূপ এক পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্র ক্ষিতি তলে সুবর্ণ ষ্ঠীবী নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ পুত্র মহর্ষির বর প্রভাবে ক্রমে অপরিমিত ধন পরিবর্দ্ধিত করিলে রাজা সৃঞ্জয় সমস্ত অভীষ্ট

বস্ত্র সুবর্ণময় করিয়া লইলেন। তখন তাঁহার গৃহ, প্রাকার, দুর্গ, ব্রাহ্মণালয়, শয্যা, আসন, স্থান ও স্থালী সমস্ত কাঞ্চনময় হইয়া কাল সহকারে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে দস্যুগণ নৃপতনয়ের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ ও তাঁহারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া ভূপতির অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কহিল আমরা স্বয়ং গিয়া রাজার পুত্রকে গ্রহণ করিব। ঐ পুত্রই সুবর্ণের আকর; অতএব উহারে হস্তগত করিতে যত্ন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনন্তর লুব্ধ স্বভাব দস্যুগণ ঐ রূপ পরামর্শ করিয়া নৃপসদনে প্রবেশ পুরঃসর বল পূর্ব্বক রাজকুমার সুবর্ণষ্ঠীবীকে লইয়া অরণ্যে পলায়ন করিল। তথায় কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া তাঁহারে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিল কিন্তু কিছুই অর্থলাভ করিতে সমর্থ হইল না। রাজকুমারের প্রাণ নাশ হইলে সেই বরসঞ্জাত ধন বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন মূর্খ দস্যুগণ জ্ঞান শূন্য হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। এই রূপে তাহারা সেই অদ্ভুত পূর্ব্ব রাজকুমারকে সংহার পূর্ব্বক পরস্পর বিনষ্ট হইয়া ঘোর নরকে গমন করিল।

এ দিকে রাজা সৃঞ্জয় সেই বর প্রদত্ত পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে করুণ বচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ রাজাকে পুত্র শোকে নিতান্ত কাতর জানিয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! আমরা ব্রহ্মবাদী মহর্ষি; আমরা সততই তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু তোমারেও বিষয় বাসনায় অপরিতৃপ্ত হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অবিক্ষিতের পুত্র মরুত্তও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া সম্বর্ত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভগবান্ শূলপাণী উহাঁরে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে দেখিয়া হিমাচলের সুবর্ণময় এক প্রত্যন্ত পর্ব্বত প্রদান করিয়াছিলেন, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ যজ্ঞান্তে উহাঁর নিকট উপনীত হইতেন। উহাঁর যজ্ঞ ভূমির পরিচ্ছদ সকল সুবর্ণময় ছিল। অন্নার্থী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় উহাঁর যজ্ঞকালে অভিলাষানুরূপ পবিত্র অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং বেদপারগ প্রহৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত অভিলাষানুরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন। দেবগণ রাজা মরুত্তের গৃহে দ্রব্য সামগ্রী পরিবেশন করিতেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। অমরগণ হবি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ পূর্ব্বক সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাজার শস্য সকল পরিবর্দ্ধিত করিতেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা নিরন্তর ঋষি, দেবতা ও পিতৃ লোকের তৃপ্তি সাধন করিতেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে শয়ন, আসন, যান ও দুস্ত্যজ সুবর্ণ রাশি অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিরন্তর তাঁহার শুভ চিন্তা করিতেন। তিনি প্রজাগণকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে জিত অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যৌবনাবস্থায় পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব, অমাত্য ও প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা তপ, সত্য, দয়া ও দান সম্পন্ন এবং তোমারপুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই মরুত্ত রাজাও কাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অনধ্যায়ী পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।

ষট্ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! অদ্বিতীয় বীর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ রাজা সুহোত্রও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছেন। অমরগণ তাঁহার সাক্ষাতকার লাভার্থী হইয়া প্রতিনিয়ত উপস্থিত হইতেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য অধিকার করিয়া ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে আপনার হিত জনক বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করত তাঁহাদিগের মত গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রজা পালন, ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ ও শত্রু জয় ইহা সবিশেষ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ধনাগমের ইচ্ছা করিতেন। তিনি দেবগণকে ধর্ম্মানুসারে আরাধনা ও ভুজবলে শত্রু জয় করিয়া ম্লেচ্ছ ও তস্কর শূন্য অবনী উপভোগ করত নিজ গুণে প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন। পর্জ্জন্য তাঁহার নিমিত্ত সম্বৎসর হিরণ্য বর্ষণ করিতেন। তন্নিবন্ধন পূর্ব্ব কালে তাঁহার রাজ্যে হিরণ্ময়ী স্রোতস্বতী সকল সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইত। ঐ সমুদায় নদীতে রাজ্যস্থ সমুদায় প্রজারই অধিকার ছিল। কুব্জ ও বামনগণ ঐ সমুদায় নদী হইতে অনায়াসে প্রতিপালিত হইত। পর্জ্জন্য সুবর্ণময় গ্রাহ, কর্ক্কট, বহুবিধ মৎস্য ও অন্যান্য অসংখ্য জলজন্তু বর্ষণ করিতেন। ঐ রাজ্যে সুবর্ণময়ী বাপী সকল ক্রোশ পরিমিত ছিল। রাজা সুহোত্র সুবর্ণময় সহস্র সহস্র নক্র, মকর ও কচ্ছপ সকল অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি কুরুজাঙ্গলে বিস্তীর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অপরিমিত সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভুত দক্ষিণা দান সহকারে শত সহস্র অশ্বমেধ, রাজসূয়, পবিত্র ক্ষত্রিয় যজ্ঞ ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া অভিলষিত গতি লাভ করিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষাসমধিক সত্য, তপ, দান ও দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান সেই সুহোত্র ভূপতিও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

সপ্ত পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহাবীর রাজা পৌরবও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি দশলক্ষ শ্বেত বর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে নানা দেশ সমাগত, অধ্যয়ন রীতিজ্ঞ ও ব্রহ্মানুষ্ঠান কুশল অসংখ্য পণ্ডিতগণের সমাগম হয়। ঐ সকল বেদস্নাত, বিদ্যাস্নাত ও ব্রতস্নাত, বদান্য, প্রিয় দর্শন পণ্ডিতগণ পৌরবের নিকট উৎকৃষ্ট ভিক্ষা, আচ্ছাদন, গৃহ, শয্যা, আসন ও বাহন প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। নিয়ত উদ্যোগ বিশিষ্ট, ক্রীড়া নিয়ত, নট, নর্ত্তক ও গন্ধর্ব্ব এবং সুবর্ণ চূড় পক্ষী ও বর্দ্ধমানক গৃহ সতত তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিত। মহারাজ পৌরব প্রতি যজ্ঞে মদস্রাবী সুবর্ণবর্ণ দশ সহস্র হস্তী, ধ্বজ পতাকা পরিশোভিত রথ, সহস্র সহস্র সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা, রথ যুক্ত সুপ্রসিদ্ধ অশ্ব ও গজ এবং গৃহ, ক্ষেত্র, গোশত, কাঞ্চনমালালঙ্কৃত দেহ সহস্র ধেনু ও ভৃত্য সকল দান করিতেন। পুরাণবেত্তা মহাত্মারা এই রূপ কহিয়া থাকেন যে, রাজা পৌরব সেই সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞে হেমশৃঙ্গ। রৌপ্য খুর, কাংস্য দোহন পাত্র সমবেত সবৎস ধেনু, দাস, দাসী, খর, উষ্ট্র, ঘৃত, মেষ, ছাগ, বিবিধ রত্ন ও অন্ন পর্ব্বত সকল দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই যাজ্ঞিক অঙ্গরাজ পৌরব ক্রমে স্বধর্ম্মানুগত সর্ব্বকামপ্রদ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দান ও দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা

পুণ্যবান সেই পৌরব রাজও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছিলেন; অতএব এ ক্ষণে তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

অষ্ট পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! উশীনর-তনয় শিবি রাজাও কাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি প্রতি নিয়ত প্রধান প্রধান শত্রু সকল বিনাশ করিয়া অদ্রি, দ্বীপ, অর্ণব ও অরণ্য সমাচ্ছন্ন এই পৃথিবী রথ ঘর্ঘর শব্দে নিনাদিত ও আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন এবং বিপুল অর্থ অধিকার করিয়া ভূরি দক্ষিণা দান সহকারে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সমুদায় ভূপালগণই তাঁহারে সংগ্রামের উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মহাত্মা শিবি রাজা বাহু বলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়া হস্তী, অশ্ব, পশু, ধান্য, মৃগ, গো, ছাগ ও মেষ প্রদান পূর্ব্বক বহু ফলশালী অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন পূর্ব্বক সহস্র কোটি নিষ্ক ও বহু সংখ্য ভূমি ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। বর্ষার যতগুলি ধারা, আকাশের যতগুলি তারা, গঙ্গার যতগুলি বালুকা, সুমেরুর যতগুলি উপলখণ্ড এবং সাগরে যতগুলি রত্ন ও জলজন্তু আছে, তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান কালে ততগুলি গো দান করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা শিবি রাজার কার্য্যভার বহন করে এমন নৃপতি কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান কোন কালেই লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। শিবি রাজা সর্ব্বকার্য্য সমন্বিত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ঐ সমস্ত যজ্ঞে অসংখ্য সুবর্ণময় যূপ, আসন, গৃহ, প্রাকার ও তোরণ নির্ম্মিত এবং পবিত্র সুস্বাদু অন্নপান প্রস্তুত হইত। প্রিয়বাদী অযুত প্রযুত ব্রাহ্মণগণ ঐ যজ্ঞে আগমন করিতেন। তাঁহার যজ্ঞস্থানে দধি দুগ্ধের হ্রদ ও নদী এবং ধবল অন্ন পর্ব্বত প্রস্তুত হইত। তৎকালে কেবল, স্নান কর এবং স্বেচ্ছানুসারে পান ও ভক্ষণ কর এই রূপ শব্দ সর্ব্বদা সমুত্থিত হইত। রুদ্র দেব এই দানশীল রাজার পবিত্র কার্য্যে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তোমার ধন, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, ভূতগণের প্রিয়তা ও স্বর্গ অক্ষয় হউক, এই বলিয়া তাঁহারে বর প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা শিবি এই সমস্ত অভিলষিত বর লাভ করিয়া যথা কালে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দান সম্পন্ন তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান সেই শিবি রাজাকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

একোন ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! দশরথাত্মজ মহারাজ রামকেও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। প্রজাগণ ঐ মহাত্মারে স্ব স্ব ঔরস পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিত। ঐ অসংখ্য গুণ সম্পন্ন, অমিত তেজা মহানুভব রাম পিতার নিদেশানুসারে বনিতা সমভিব্যাহারে চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ মহাবীর জনস্থানে অবস্থান করত তত্রত্য তপস্বিগণের রক্ষার্থ চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ স্থানে তাঁহারে লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বিমোহিত করিয়া তাঁহার ভার্য্যা জানকীরে অপহরণ করেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর রাম রাবণের এই অপরাধে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরাতিগণের অনির্জ্জিত, সুরাসুরের অবধ্য, দেব ব্রাহ্মণ কন্টক পাপাত্মারে সগণে বিনাশ করিয়াছিলেন।

প্রজানুগ্রহকারী, দেবগণাভিপূজিত সুরর্ষিগণ সেবিত, মহাত্মা দাশরথির কীর্ত্তি

অদ্যাপি ধরাতলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ সর্ব্বভূতানুকম্পী মহাত্মা বিবিধ রাজ্য লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করত মহা যজ্ঞ ও ত্রিগুণ দক্ষিণ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া হবি দ্বারা পুরন্দরের প্রীতি সাধন এবং অন্যান্য বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষুৎ পিপাসা পরাজয় পূর্ব্বক দেহিগণের সমুদায় রোগ নিবারণ করিয়াছিলেন। অসাধারণ গুণ সম্পন্ন সতত স্বতেজে দেদীপ্যমান দশরথতনয় রাম তৎকালে সমুদায় জীবগণকে অতিক্রমণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যশাসন সময়ে ভূমণ্ডলে ঋষি, দেবতা ও মনুষ্যগণের একত্র সহবাস হইয়াছিল; প্রাণিগণের বল এবং প্রাণ, অপান, উদান, ও সমান বায়ুর হ্রাস হয় নাই; তেজ পদার্থসকল দেদীপ্যমান হইয়াছিল; কোন অনর্থ ঘটনা হইত না; সমুদায় প্রজা দীর্ঘায়ু হইয়াছিল; কেহই যৌবনাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয় নাই; দেবগণ প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে চতুর্ব্বেদ বিধানানুসারে বিবিধ হব্য, কব্য নিষ্পূর্ত্ত ও হুত প্রাপ্ত হইতেন; দেশ মধ্যে দংশ, মশক ও হিংস্র সরীসৃপ সমুদায়ের সম্পর্ক ছিল না; সলিল মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইত না; দহন অকালে দগ্ধ করিতেন না; কেহই অধর্ম্মপরায়ণ, লুব্ধ বা মূর্খ ছিল না এবং সর্ব্ব বর্ণের সমুদায় প্রজা সজ্জনোচিত ইষ্ট কার্য্যে তৎপর থাকিত।

ঐ সময় রাক্ষসগণ জনস্থানে স্বধা ও পূজা বিনষ্ট করিয়াছিল, মহাত্মা দশরথতনয় তাহাদিগকে সংহার করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণকে স্বধা ও পূজা প্রদান করেন। ঐ মহাত্মার রাজ্য সময়ে পুরুষগণ সহস্র পুত্র সম্পন্ন হইত ও সহস্র বৎসর জীবিত থাকিত। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠগণ দ্বারা শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিত না। যুবা, শ্যাম, লোহিতাক্ষ, মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম, আজানুলম্বিত বাহু, সিংহস্কন্ধ, সর্ব্বজন প্রিয়, মহাবলপরাক্রান্ত দাশরথি একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য শাসন সময়ে প্রজাগণের রাম, রাম ব্যতীত প্রায় অন্য কোন কথা ছিল না এবং জগৎ নিতান্ত অভিরাম হইয়াছিল। মহাত্মা রাম পরিশেষে আপনার দুই পুত্র ও ভ্রাতৃত্রয়ের ছয় পুত্রকে আট রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রজা লইয়া স্বর্গে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা দাশরথিরেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহারাজ ভগীরথও করাল কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা ভাগীরথী তীর কাঞ্চন যূপে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি রাজা ও রাজপুত্রগণকে পরাভব করিয়া হেমালঙ্কার ভূষিত দশ লক্ষ কন্যা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ঐ সমুদায় কন্যা রথারূঢ়; রথ সমুদায় চারি চারি অশ্বে যুক্ত; প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ হেমমালী শত মাতঙ্গ; প্রত্যেক মাতঙ্গের পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ শত গো এবং গোগণের পশ্চাৎ অসংখ্য অজ ও ছাগ ছিল। মহারাজ ভগীরথের ভূরি ভূরি দক্ষিণা প্রদান সময়ে গঙ্গা জনৌঘ আক্রমণে ব্যথিত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। জাহ্নবী সেই দিন হইতে ভগীরথের কন্যা হইয়া ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হন এবং পুত্রের ন্যায় ভগীরথের পূর্ব্ব পুরুষগণকে উদ্ধারে

করেন। ভগবতী ভাগীরথী যে স্থানে ভগীরথের উরু দেশে উপবেশন করেন, ঐ স্থান উর্ব্বশী তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে সৃঞ্জয়! সূর্য্য সদৃশ তেজ সম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ মধুরভাষী দেব, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট এই গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

হে শ্বিত্যনন্দন! এই রূপে ভগবতী গঙ্গা ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহাত্মা ভগীরথকে পিতৃত্বে বরণ করেন। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সুরগণ ভগীরথের যজ্ঞ অলঙ্কৃত করিয়া যজ্ঞাংশ গ্রহণ ও যজ্ঞ বিঘ্ন নিরাকরণ করিয়াছিলেন। যে যে ব্রাহ্মণ যে যে স্থানে থাকিয়া যে যে প্রিয় বস্তু প্রার্থনা করিতেন, মহাত্মা ভগীরথ সেই সেই ব্রাহ্মণকে সেই সেই স্থানে সেই সেই অর্থ সমুদায় প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। পরিশেষে ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে ব্রহ্ম লোকে গমন করেন। মরীচিপায়ী মহর্ষিগণ মোক্ষ ও স্বর্গ লাভের নিমিত্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্ম বিদ্যা ও কর্ম্ম বিদ্যা সুনিপুণ মহাত্মা ভগীরথের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা ভগীরথকেও কাল গ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

এক ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! ইলবিলতনয় মহাত্মা দিলীপও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞানার্থ সম্পন্ন পুত্র পৌত্রশালী অযুত অযুত ব্রাহ্মণ দ্বারা শত শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঐ ভূপাল বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই বসুপূর্ণ বসুন্ধরা প্রদান করেন। উহাঁর যজ্ঞে পথ সমুদায় সুবর্ণময় হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ মহাত্মার যজ্ঞ সময়ে ক্রীড়া করতই যেন চষাল, প্রচষাল ও হিরণ্ময় যূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সমাগত মনুষ্যগণ অপরিমিত রাগখাণ্ডব ভোজনে মত্ত হইয়া পথি মধ্যে শয়ান থাকিত। মহাত্মা দিলীপ সলিলের উপর রথারোহণে সংগ্রাম করিতেন কিন্তু তাঁহার রথ চক্র দ্বয় কদাপি সলিল মধ্যে নিমগ্ন হইত না। এই অদ্ভুত ক্ষমতা মহাত্মা দিলীপ ব্যতীত আর কাহারও ছিল না। যাঁহারা দৃঢ়ধন্বা, সত্যবাদী, দাক্ষিণ্যশালী মহারাজ দিলীপকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও স্বর্গলাভ হইয়াছে। মহারাজ দিলীপের আলয়ে স্বাধ্যায়ঘোষ, জ্যানির্ঘোষ এবং পান কর, ভোজন কর ও আহার কর এই সকল শব্দ কখনই বিলুপ্ত হইত না। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান, সেই মহাত্মা দিলীপকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

দ্বি ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! যুবনাশ্বের পুত্র সুর, অসুর ও মনুষ্যগণের বিজেতা মহারাজ মান্ধাতাকেও করাল কাল কবলে পতিত হইতে হইয়াছে। স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয় মান্ধাতারে তাঁহার পিতার গর্ভ হইতে নিষ্কাশিত করেন। একদা মান্ধাতার পিতা মহারাজ যুবনাশ্ব মৃগয়ায় গমন করিয়া নিতান্ত তৃষ্ণাতুর ও শ্রান্ত বাহন হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি যজ্ঞধূম লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞ স্থলে গমন পূর্ব্বক পৃষদাজ্য ভক্ষণ করেন। ঐ পৃষদাজ্যের প্রভাবে মহারাজ যুবনাশ্বের

গর্ভ হইল। ভিষগাগ্রগণ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয় যুবনাশ্বকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার গর্ভ হইতে সুকুমার নবকুমার নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। দেবগণ সেই দেব সদৃশ তেজসম্পন্ন বালককে পিতার অঙ্কে শয়ান দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই বালক কি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে? তখন সুররাজ পুরন্দর কহিলেন, এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করুক। সুররাজ এই কথা কহিবা মাত্র তাঁহার অঙ্গুলি সমুদায় হইতে অমৃতময় দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সুররাজ অনুগ্রহ করিয়া এই বালক মাংধাতা অর্থাৎ আমার অঙ্গুলি পান করুক, বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত সুরগণ যুবনাশ্বতনয়ের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। তখন ইন্দ্রের হস্ত হইতে ঘৃত ও দুগ্ধের ধারা নিঃসৃত হইয়া যুবনাশ্বতনয়ের মুখে নিপতিত হইতে লাগিল। মান্ধাতা এই রূপে সুররাজের অঙ্গুলি পান করিয়া দিন দিন সমধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ দিনে দ্বাদশ হস্ত পরিমিত ও মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

হে সৃঞ্জয়! ধর্ম্মাত্মা, ধৃতিমান্, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, মহাবলশালী, যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা এক দিনে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করেন। মহারাজ জনমেজয়, সুধন্বা, গয়, শূল, বৃহদ্রথ, অমিত ও নৃগ মান্ধাতার কার্ম্মুক বলে পরাজিত হন। সূর্য্যের উদয় স্থান অবধি অস্তগমন স্থান পর্য্যন্ত যে সকল প্রদেশ আছে, তৎসমুদায় অদ্যাপি মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইতেছে। মহাত্মা মান্ধাতা শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিয়া পদ্মরাগ খনি সম্পন্ন সুবর্ণাকর যুক্ত দশযোজন দীর্ঘ, এক যোজন বিস্তৃত মৎস্য সকল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে দর্শনার্থী সমাগত জনগণ ব্রাহ্মণ ভোজনাবশিষ্ট বহু প্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্য, ভোজ্য ও অন্ন ভোজন করিয়া সমধিক তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। যজ্ঞ স্থানে নানা বিধ ভক্ষ্য ও পান এবং অন্ন পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। সূপরূপ পঙ্ক, দধি রূপ ফেন ও গুড় রূপ সলিল শালিনী মধুক্ষীর বাহিনী নদী সকল ঘৃত হ্রদে গমন করত অন্ন পর্ব্বত সকল অবরোধ করিত। অসংখ্য দেব, অসুর, নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পক্ষী এবং বহু সংখ্যক বেদ বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ ঐ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় কোন ব্যক্তিই মূর্খ ছিল না। মহাবীর মান্ধাতা অর্ণব মেখলা বসুপূর্ণা বসুন্ধরা ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া স্বীয় যশ প্রভাবে দশ দিক্ আবরণ পূর্ব্বক পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করত পুণ্যার্জ্জিত লোকে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা মান্ধাতারেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।

ত্রি ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! নহুষ তনয় যযাতিরেও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা শত রাজসূয়, শত অশ্বমেধ, সহস্র পুণ্ডরীক, শত বাজপেয়, সহস্র অতিরাত্র, অসংখ্য চতুর্মাস্য, বহুবিধ অগ্নিষ্টোম ও অন্যান্য অসংখ্য ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পৃথিবীস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণ দ্বেষী ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের সম্পত্তি সমুদায় বিপ্রসাৎ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা দেবাসুরের যুদ্ধ সময়ে দেবগণের সহায়তা করিয়া এই অবনী মণ্ডল

চতুর্দ্ধা বিভাগ পূর্ব্বক চারি জন ঋত্বিক্‌কে প্রদান, নানাবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মানুসারে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করেন। ঐ অমরোপম মহীপাল দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় আপনার ইচ্ছানুসারে সমুদায় দেবারণ্যে বিহার করিতেন।

পরিশেষে তিনি অশেষ ভোগ্য বস্তুর উপভোগেও বিষয় বাসনার শান্তি হইল না দেখিয়া, স্বীয় পুত্র পুরুরে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভার্য্যা সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রবেশ করেন। তিনি বন গমন কালে এই কথা কহিয়াছিলেন যে, এই ভূমণ্ডল মধ্যে যাবতীয় ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী আছে, তৎসমুদায়ই যদি এক জনের উপভোগ্য হয়, তথাপি তাহার বিষয় বাসনা বিলুপ্ত হয় না; লোকে এই বিবেচনা করিয়া শান্তিপথ অবলম্বন করিবে। মহারাজ যযাতি এই রূপে সমুদায় বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা যযাতিরেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! নাভাগতনয় মহাত্মা অম্বরীষকেও শমন সদনে গমন করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা একাকী দশ লক্ষ ভূপতির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। অস্ত্র যুদ্ধ বিশারদ, ঘোরদর্শন অরাতিগণ জিগীষা পরবশ হইয়া অশিব বাক্য প্রয়োগ করত তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আসিয়াছিল; তিনি স্বীয় বাহুবল ও অস্ত্রবলে অনায়াসে তাহাদের ছত্র, ধ্বজ, অস্ত্র ও রথ ছেদন এবং অনেকের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন। হতাবশিষ্ট শত্রুগণ জীবন রক্ষার্থ বর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম এই বলিয়া অম্বরীষের শরণাগত হইল।

এই রূপে মহাবীর অম্বরীষ সেই সমুদায় ভূপতিগণকে বশীভূত ও সমুদায় বসুন্ধরা অধিকৃত করিয়া বিধানানুসারে শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে সমাগত ব্যক্তিগণ অতি সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ যথাবিধ পূজা গ্রহণানন্তর সুস্বাদু মোদক, পূরিক, পুপ, শষ্কুলী, করম্ভ, পৃথুমৃদ্বীক, সুপক্ব সূপ, অন্ন, মৈরেয়ক, রাগখাণ্ডবপারক, বিবিধ সুরভি মিষ্টান্ন, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, তোয়, দধি, এবং সুস্বাদু ফল মূল ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অনেক লোক মদ্য পান পাপজনক জানিয়াও সুখ লাভ বাসনায় যথাকালে সুরা পান করিয়া গীত বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে মত্ত হইয়া অম্বরীষের স্তুতি সংযুক্ত গাথা গান করত নৃত্য করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা ধরাতলে নিপতিত হইল।

ঐ সমুদায় যজ্ঞে মহারাজ অম্বরীষ দশ প্রযুত যাজককে শত সহস্র ভূপতির রাজ্য এবং ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা স্বরূপ হিরণ্য কবচ যুক্ত, শ্বেত ছত্র পরিশোভিত, হিরণ্যস্যন্দন সমারূঢ় অনুযাত্র, পরিচ্ছদ সম্পন্ন, কোষদণ্ড সমবেত অসংখ্য ভূপতি ও রাজ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞ দর্শনে প্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, মহাত্মা নাভাগনন্দন যে রূপ অমিতদক্ষিণ যজ্ঞ করিলেন, এমন যজ্ঞ পূর্ব্বে কেহই করিতে পারে নাই, পরেও কেহ করিতে পারিবে না। হে সৃঞ্জয়!

তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা অম্বরীষকেও মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর বৃথা শোক করিও না।

পঞ্চ ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দুও কাল কবলে কবলিত হইয়াছেন। ঐ সত্যপরাক্রম শ্রীমান্ মহাত্মা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার এক লক্ষ ভার্য্যা ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের গর্ভে ভূপতির এক এক সহস্র তনয় উৎপন্ন হয়। রাজকুমারেরা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, বেদপারগ, হিরণ্য কবচধারী ও মহাধনুর্দ্ধর ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বহুসংখ্য অশ্বমেধ ও নিযুত সংখ্যক অন্যান্য প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহারাজ শশবিন্দু স্বয়ং অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ সমুদায় তনয় ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করেন। ঐ সকল প্রত্যেক রাজপুত্রের পশ্চাৎ অসংখ্য রথ, গজ ও সুবর্ণালঙ্কৃত রাজকন্যা গমন করিয়াছিল। প্রত্যেক কন্যার সহিত শত গজ, প্রত্যেক গজের সহিত শত রথ, প্রত্যেক রথের সহিত শত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের সহিত সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর সহিত পঞ্চাশৎ ছাগ গমন করে।

হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দু এই রূপে মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে ব্রাহ্মণগণকে অপর্য্যাপ্ত ধন সম্প্রদান করিয়াছিলেন। লোকে অশ্বমেধে যতগুলি বৃক্ষের যূপ প্রস্তুত করিয়া থাকে, মহারাজ শশবিন্দুর যজ্ঞে ততগুলি বৃক্ষের যূপ এবং আর ততগুলি সুবর্ণময় যূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে এক ক্রোশ উচ্চ অসংখ্য অন্ন পর্ব্বত ও পানীয় হ্রদ প্রস্তুত হয়। অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে মহারাজ শশবিন্দুর ত্রয়োদশ রাজ্য অবশিষ্ট ছিল। ঐ মহাত্মা বহু দিন রাজ্য ভোগ ও প্রজা পালন করিয়া পরিশেষে অমর লোকে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা শশবিন্দুরেও কাল কবলে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত আর বৃথা অনুতাপ করিও না।

ষট্ ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! অমূর্ত্তরযার পুত্র গয়ও কাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহীপাল শত বৎসর কেবল হুতাবশিষ্ট ভক্ষণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ হুতাশন গয়ের উৎকট নিয়ম দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে আগমন করিলে তিনি কহিলেন, হে হুতভুক্! আমার অভিলাষ এই যে, আমি যেন তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, নিয়ম ও গুরুর প্রসাদ প্রভাবে বেদজ্ঞ হই; যেন স্বধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক অন্যের হিংসা না করিয়া অক্ষয় ধন লাভ ও শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন দান করিতে পারি; বিপ্রগণকে প্রত্যহ ধন প্রদান করিতে যেন আমার শ্রদ্ধা থাকে; কেবল সবর্ণা ভার্য্যার গর্ভেই যেন আমার পুত্রোৎপত্তি হয়; আমার মন যেন ধর্ম্মে নিরত হয় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে যেন কোন বিঘ্ন না জন্মে। ভগবান্ অগ্নি গয়ের বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

এই রূপে মহারাজ গয় অগ্নির বরে সমুদায় অভিলষিত বিষয়, প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে অরাতিগণকে পরাজয় পূর্ব্বক

এক শত বৎসর কেবল দর্শপৌর্ণমাস, নবশস্যেষ্টি, চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি বিবিধ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরম শ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ, ছয় অযুত গো, দশ সহস্র অশ্ব ও এক লক্ষ নিষ্ক প্রদান করিলেন এবং সমুদায় নক্ষত্রে নক্ষত্র দক্ষিণা প্রদান ও সোম ও অঙ্গিরার ন্যায় বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মণিরূপ কর্কর সমবেত সুবর্ণময়ী পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ঐ যজ্ঞে নানারত্নবিভূষিত সর্ব্বভূতমনোহর বহুমূল্য সুবর্ণ যূপ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা গয় তৎসমুদায় প্রহৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে প্রদান করিলেন। সমুদ্র, বন, দ্বীপ, নদী, নদ, নগর, রাজ্য, স্বর্গ ও আকাশে যে যে প্রাণি বাস করে, তাহারা সকলেই গয়ের যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিয়াছিল যে, মহারাজ গয় যেমন যজ্ঞ করিলেন, এ রূপ যজ্ঞ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই। ঐ যজ্ঞে ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, ষড়্‌বিংশ যোজন আয়ত, চতুর্ব্বিংশ যোজন উচ্চ এবং মণি মুক্তা ও হীরকে খচিত সুবর্ণময় বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা গয় ব্রাহ্মণগণকে সেই বেদী, বিবিধ বসন, ভূষণ ও যথোচিত দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ঐ যজ্ঞ অবসান হইলে পঞ্চবিংশতি অন্ন পর্ব্বত, অসংখ্য রসনদী এবং রাশি রাশি বস্ত্র, আভরণ ও গন্ধদ্রব্য অবশিষ্ট ছিল। মহারাজ গয়ের কীর্ত্তি স্বরূপ অক্ষয্যকরণ বট ও পবিত্র ব্রহ্মসর অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ কীর্ত্তি দ্বয়ের প্রভাবেই মহাত্মা গয় ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও জ্ঞানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান সেই মহাত্মা গয়কেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক, অধ্যয়নাদি রহিত, স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর বৃথা অনুতাপ করিও না।

সপ্ত ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতিতনয় মহাত্মা রন্তিদেবকেও শমন সদনে গমন করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার ভবনে দুই লক্ষ পাচক সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণগণকে দিবারাত্র পক্ব ও অপক্ব খাদ্য দ্রব্য পরিবেশন করিত। মহাত্মা রন্তিদেব ন্যায়োপার্জ্জিত অপর্য্যাপ্ত ধন ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বেদাধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মানুসারে শত্রুগণকে বশীভূত করেন। ঐ মহাত্মার যজ্ঞ সময়ে পশুগণ স্বর্গলাভেচ্ছায় স্বয়ং যজ্ঞস্থলে আগমন করিত। তাঁহার অগ্নিহোত্র যজ্ঞে এত পশু বিনষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাদের চর্ম্মরস মহানস হইতে বিনির্গত হইয়া এক মহানদী প্রস্তুত হইল। ঐ নদী চর্ম্মন্বতী নামে অদ্যাপি বিখ্যাত রহিয়াছে। মহাত্মা রন্তিদেব, তোমায় নিষ্ক প্রদান করিতেছি তোমায় নিষ্ক প্রদান করিতেছি বলিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে অনবরত নিষ্ক প্রদান করিতেন। তিনি এক দিনে এক কোটি নিষ্ক দান করিয়াও, অদ্য অতি অল্প দান করা হইল বলিয়া পুনরায় নিষ্ক প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন। ফলত তাঁহার ন্যায় দাতা আর কাহারেও দৃষ্টিগোচর হয় না। মহাত্মা সঙ্কৃতিনন্দন এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিতেন যে, যদি আমি ব্রাহ্মণের হস্তে ধন প্রদান না করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমারে চিরস্থায়ী মহাদুঃখে নিপতিত হইতে হইবে। তিনি শত বৎসর পঞ্চদশ দিন প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে গোশত সমবেত সুবর্ণ বৃষভ ও অষ্টশত সুবর্ণ নিষ্ক প্রদান করিতেন। ঐ মহাত্মা

সমুদায় অগ্নিহোত্রোপকরণ, যজ্ঞোপকরণ, করক, কুম্ভ, স্থালী, পিঠর, শয়ন, আসন, যান, প্রাসাদ, গৃহ, বিবিধ বৃক্ষ ও বিবিধ অন্ন ঋষিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা রন্তিদেবের সমুদায় দ্রব্যই সুবর্ণময় ছিল।

পুরাণবিৎ ব্যক্তিগণ রন্তিদেবের অলৌকিক সমৃদ্ধি সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া এই কথা কহিয়া গিয়াছেন যে, মহাত্মা রন্তিদেবের যে রূপ সম্পত্তি, এ রূপ সম্পত্তি, অন্য কোন মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, কুবেরের ভবনেও দৃষ্ট হয় না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, রন্তিদেবের ভবন অমরাবতী। মহাত্মা সঙ্কৃতিনন্দনের ভবনে প্রত্যহ এত অধিক অতিথি সমাগত হইত যে, মণিকুণ্ডলধারী সূদগণ এক বিংশতি সহস্র বলীবর্দ্দের মাংস পাক করিয়াও অতিথিগণকে কহিত, অদ্য তোমরা অধিক পরিমাণে সূপ ভক্ষণ কর, আজি অন্য দিনের ন্যায় অপর্য্যাপ্ত মাংস নাই। পরিশেষে যে কিছু সুবর্ণ অবশিষ্ট ছিল, মহানুভব রন্তিদেব তৎ সমুদায় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন। ঐ মহাত্মার প্রত্যক্ষেই দেবগণ হব্য ও পিতৃগণ কব্য এবং ব্রাহ্মণগণ যথাকালে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য ভোগ করিতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান সেই মহাত্মা রন্তিদেবকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

অষ্ট ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! দুষ্মন্ততনয় ভরতকে কাল কবলে কবলিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা শৈশবাবস্থায় অরণ্যে অন্যের দুষ্কর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি হিম সবর্ণ, নখদংষ্ট্রায়ুধ মহাবল পরাক্রান্ত সিংহ সমুদায়কে স্বীয় বাহুবলে নির্বীর্য্য করিয়া আকর্ষণ ও বন্ধন করিতেন; ক্রূরস্বভাব উগ্রতর ব্যাঘ্রগণকে দমন পূর্ব্বক বশীভূত করিতেন; মনঃশিলা সংযুক্ত ধাতু রাশি বিলিপ্ত বিবিধ ব্যাল ও হস্তী সমুদায়ের দংষ্ট্রা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিমুখ ও শুষ্কাস্য করিয়া বশীভূত করিতেন এবং মহাবল পরাক্রান্ত মহিষগণকে আকর্ষণ, শত শত গর্ব্বিত সিংহগণকে বল পূর্ব্বক দমন ও সৃমর, গণ্ডার এবং অন্যান্য জন্তুদিগকে বন্ধন ও দমন পূর্ব্বক প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া বিমুক্ত করিতেন। তপোবনস্থ ব্রাহ্মণগণ দুষ্মন্ততনয়ের সেই ভয়ানক কার্য্য দেখিয়া তাঁহারে সর্ব্বদমন বলিয়া আহ্বান করিতেন। ভরতের জননী শকুন্তলা তাঁহারে সতত পশুগণকে কষ্ট প্রদান করিতে দেখিয়া পশু হিংসা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

মহাত্মা ভরত যমুনাতীরে এক শত, সরস্বতীতীরে তিন শত ও গঙ্গাতীরে চতুঃশত অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপরে পুনরায় সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় সুসম্পন্ন করিয়া ভূরিদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উক্থ্য, বিশ্বজিৎ ও সহস্র সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই রূপে শকুন্তলানন্দন ভরত নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন দানে পরিতৃপ্ত করিলেন। ঐ সময় তিনি মহর্ষি কণ্বকে বিশুদ্ধ সুবর্ণ বিনির্ম্মিত সহস্র পদ্ম মুদ্রা প্রদান করেন। ভরতের যজ্ঞানুষ্ঠান কালে ইন্দ্রাদি দেবগণ দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া শতব্যাম পরিমিত সুবর্ণময় যূপ সমুচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন। অদীনচিত্ত অরাতি নিপাতন, অপরাজিত, মহারাজ চক্রবর্ত্তী মহাত্মা ভরত, মনোহর রত্ন সমুদায়ে বিভূষিত বহু সংখ্যক অশ্ব, হস্তী, রথ, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ এবং অসংখ্য দাস, দাসী, ধন, ধান্য সবৎসা

পয়স্বিনী ধেনু, গ্রাম, গৃহ, ক্ষেত্র, বিবিধ পরিচ্ছদ ও প্রচুর পরিমিত সুবর্ণ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা ভরতকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি শূন্য স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

একোন সপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! বেণরাজতনয় পৃথুও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। মহর্ষিগণ তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহারে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভাবশালী বেণতনয় স্বীয় বাহু বল প্রভাবে পৃথিবীস্থ সমুদায় বীরগণকে পরাজয় করেন। তাঁহা দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল প্রথিত হইয়াছিল এই নিমিত্ত তিনি পৃথু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি প্রাণিগণকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করিয়া স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব সার্থক করিয়াছেন। প্রজা সকল পৃথুকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়াছিল, আমরা সকলেই ইহাঁর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি; এই নিমিত্ত তিনি প্রজাগণের অনুরাগ ভাজন হইয়া রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে ভূমি সকল কৃষ্ট না হইয়াও অভীষ্ট ফল উৎপাদন করিত। ধেনু সকল কামদুঘা হইয়াছিল। কমল সকল মধু পরিপূর্ণ থাকিত। কুশা সমুদায় সুবর্ণময় ও সুখাবহ ছিল। প্রজাগণ সেই সমস্ত কুশের চীর পরিধান ও কুশাস্তরণে শয়ন করিত। তাহারা কেহই নিরাহার থাকিত না; সকলেই অমৃত কল্প স্বাদু ও মৃদু ফল সকল আহার করিত এবং সকলেই রোগ শূন্য, সফল কাম ও নির্ভয় চিত্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বৃক্ষ ও গিরিগুহায় বাস করিত। তৎকালে রাজ্য ও পুরের বিভাগ ছিল না। প্রজাগণ হৃষ্টমনে সুখ সচ্ছন্দে স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ কাল যাপন করিত। যখন পৃথুরাজা সমুদ্র যাত্রা করিতেন, তৎকালে সলিল রাশি স্তম্ভিত হইয়া থাকিত। পর্ব্বত সকল তাঁহার গমন কালে পথ প্রদান করিত। তোরণাদি দ্বারা তাঁহার রথধ্বজ ভগ্ন হইত না।

একদা সমুদায় শৈল, বনস্পতি, দেবতা, অসুর, নর, উরগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সপ্তর্ষি ও পিতৃগণ সুখাসীন পৃথু রাজার সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমাদের সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, রাজা, রক্ষক, প্রভু ও পিতা; এ ক্ষণে আমরা যদ্দ্বারা নিরন্তর তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হই, আমাদিগকে এই রূপ অভিলষিত বর প্রদান কর।

তখন মহারাজ পৃথু তাঁহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া আজগব শরাসন ও ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, হে বসুন্ধরে! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি ইহাঁদিগের নিমিত্ত অভিলষিত দুগ্ধ ক্ষরণ কর, তাহা হইলে আমি ইহাঁদিগকে অভিলাষানুসারে অন্ন প্রদান করিব। পৃথিবী কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমারে দুহিতা বলিয়া জ্ঞান করিলেন। পৃথুরাজ তথাস্তু বলিয়া দোহনের সমস্ত উদ্যোগ করিলেন। তখন ভূত সমুদায় তাঁহারে দোহন করিতে লাগিল।

বনস্পতিগণ দোহনের অভিলাষে সর্ব্বাগ্রে সমুত্থিত হইল। বৎসলা বসুন্ধরা বৎস, দোগ্ধা ও পাত্র লাভের অভিলাষে উত্থিত হইলেন। তখন পুষ্পিত শাল বৃক্ষ বৎস, বট বৃক্ষ দোগ্ধা, ছিন্ন অঙ্কুর দুগ্ধ ও উডুম্বর পবিত্র পাত্র হইল। পর্ব্বতগণের দোহন সময়ে উদয় পর্ব্বত বৎস, মহাগিরি সুমেরু দোগ্ধা, রত্ন ও ওষধি সকল দুগ্ধ ও পাত্র প্রস্তরময় হইয়াছিল। তৎপরে দেবগণ

দোগ্ধা ও তেজস্কর প্রিয়বস্তু সকল দুগ্ধ হইল। তদনন্তর অসুরগণ আম পাত্রে মদ্য দোহন করিলেন; ঐ সময় দ্বিমূর্দ্ধা দোগ্ধা ও বিরোচন বৎস হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণ কৃষি ও শস্য দোহন করিলেন। ঐ সময় স্বায়ম্ভুব মুনি বৎস ও পৃথু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। নাগগণ অলাবু পাত্রে বিষ দোহন করিলেন; তৎকালে ধৃতরাষ্ট্র দোগ্ধা ও তক্ষক বৎস হইয়াছিলেন। সপ্তর্ষিগণ বেদ দোহন করিলেন। তৎকালে বৃহস্পতি দোগ্ধা, ছন্দ পাত্র ও সোমরাজ বৎস হইয়াছিলেন। যক্ষেরা আম পাত্রে অন্তর্ধান দোহন করিল; তৎকালে কুবের দোগ্ধা ও বৃষধ্বজ বৎস হইয়াছিলেন। অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ পদ্মপাত্রে পবিত্র গন্ধ দোহন করিলেন; তৎকালে চিত্ররথ বৎস ও বিশ্বরুচি দোগ্ধা হইয়াছিলেন। পিতৃগণ রজত পাত্রে স্বধা দোহন করিলেন; তৎকালে বৈবস্বত বৎস ও অন্তক দোগ্ধা হইয়াছিলেন। হে শ্বিত্যনন্দন! বনস্পতি প্রভৃতি দোগ্ধারা যে সমস্ত পাত্র ও বৎস দ্বারা অভিলষিত দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন, ঐ সকল পাত্র ও বৎস অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ পৃথু বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমুদায় প্রাণিগণকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুর সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বিপ্রসাৎ করেন। তিনি ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টি শত সুবর্ণময় হস্তী এবং মণিরত্নে সমলঙ্কৃত সুবর্ণময় পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া দ্বিজাতিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! রাজা পৃথু তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দানশীল, এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান; সেই পৃথু নৃপতিও কাল কবলে কবলিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! বীর বর্গ পরিপূজিত মহাবল পরাক্রান্ত, যশস্বী মহাতপা পরশুরামও অতৃপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। তিনি এই পৃথিবীকে সুখময় ও উৎকৃষ্ট শ্রী লাভ করিয়াও কিছুমাত্র বিকৃত হন নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট চরিত্র চিরকালই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার পিতাকে পরাভব ও বৎসহরণ করিলে তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই, নিতান্ত দুর্জ্জয় মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করেন। তিনি স্বীয় শরাসন প্রভাবে একাদিক্রমে চতুঃষষ্টি অযুত, কালগ্রস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া পুনরায় অন্য চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রাহ্মণ দ্বেষী ক্ষত্রিয়গণকে আক্রমণ ও সংহার করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর মুষল দ্বারা সহস্র, অসি দ্বারা সহস্র ও উদ্বন্ধনে সহস্র হৈহয়কে সমরে বিনাশ করেন। ঐ সংগ্রামে পিতৃবধ জনিত ক্রোধে প্রদীপ্ত জামদগ্ন্য কর্তৃক অসংখ্য রথ ভগ্ন এবং অশ্ব গজ ও বীরগণ বিনষ্ট হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল। তৎকালে জামদগ্ন্য পরশু দ্বারা দশ সহস্র বীরকে সমরে বিনাশ করিয়াছিলেন। হে রাম! মহর্ষি ভৃগুর প্রতি ধাবমান হও, ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিবা মাত্র তিনি একান্ত ক্রোধ সন্তপ্ত হইয়া কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষোবাহ, বীতহোত্র, ত্রিগর্ত্ত, মার্ত্তিকাবত, শিবি ও অন্যান্য নানা দেশ সম্ভূত সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে শর নিকরে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহার হস্তে শত সহস্র কোটি ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হয়।

অনন্তর জামদগ্ন্য ইন্দ্র গোপ সবর্ণ, বন্ধুজীব সন্নিভ রুধির প্রবাহে সরোবর সকল পরিপূর্ণ ও অষ্টাদশ দ্বীপ আপনার বশীভূত করিয়া প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। মহর্ষি কশ্যপ জামদগ্ন্যের নিকট অষ্টনল পরিমাণে সমুন্নত, বিধানানুসারে সর্ব্বরত্নে পরিপূর্ণ, পতাকা শত পরিশোভিত, সুবর্ণময় বেদী এবং গ্রাম্য ও আরণ্যক পশুগণে পরিপূরিত এই অখণ্ড ভূমণ্ডল প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাবীর পরশুরাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই পৃথিবী দস্যু শূন্য ও শিষ্ট জন সঙ্কুল করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে প্রদান করেন। ঐ যজ্ঞে মহর্ষি কশ্যপকে সুবর্ণালঙ্কার বিভূষিত শত সহস্র মাতঙ্গও প্রদত্ত হইয়াছিল।

হে শ্বিত্যনন্দন! মহাবীর পরশুরাম এক বিংশতি বার এই পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করিয়া শত শত যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সমুদায় ভূমণ্ডল বিপ্রসাৎ করেন। মহাতপা কশ্যপ রামের নিকট এই সপ্ত দ্বীপা পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, হে রাম! তুমি আমার আদেশানুসারে এই পৃথিবী হইতে নির্গত হও। তখন মহাবীর রাম ব্রাহ্মণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক রত্নাকরকে উৎসারিত করত মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দান সম্পন্ন, তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ভৃগুকুল কীর্ত্তি বর্দ্ধন মহা যশস্বী রামও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইবেন; অতএব তুমি সেই অধ্যয়নাদি শূন্য অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। হে মহারাজ! এই সমস্ত অসংখ্য গুণ সম্পন্ন ভূপালগণ মৃত্যু গ্রস্ত হইয়াছেন এবং আরও কত শত রাজা কাল কবলে নিপতিত হইবেন।

এক সপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! রাজা সৃঞ্জয় পুণ্য জনক আয়ুস্কর এই ষোড়শ রাজিক উপাখ্যান শ্রবণ পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি যে সমস্ত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, তুমি ত তৎ সমুদায় শ্রবণ ও তৎ সমুদায়ের মর্ম্মাবধারণ করিয়াছ? অথবা ঐ সকল উপাখ্যান শূদ্রাপতির শ্রাদ্ধের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া গেল।

তখন সৃঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে তপোধন! পূর্ব্বতন যাজ্ঞিক রাজর্ষিগণের উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিস্ময় বশত আমার সমুদায় শোক দিনকর করাপসারিত অন্ধকারের ন্যায় অপনীত হইয়াছে; আমি বিগত পাপ ও ব্যথা শূন্য হইয়াছি; এ ক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমারে কি করিতে হইবে। নারদ কহিলেন, মহারাজ! তুমি ভাগ্যবলে বিগত শোক হইয়াছ; এ ক্ষণে স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হইবে; আমরা মিথ্যাবাদী নহি। সৃঞ্জয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি কৃতার্থ ও পরমাহ্লাদিত হইয়াছি; আপনি যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহার কোন বিষয়ই অসুলভ হয় না। তখন নারদ কহিলেন, মহারাজ! দস্যুগণ তোমার পুত্রকে বৃথা নিহত করিয়াছে; আমি তাহারে প্রোক্ষিত পশুর ন্যায় ঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তোমায় প্রদান করিতেছি।

অনন্তর প্রসন্ন চিত্ত দেবর্ষি নারদ প্রভাবে রাজা সৃঞ্জয়ের সেই কুবেরতনয় সদৃশ অদ্ভুত পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল। সৃঞ্জয় পুত্র

লাভে সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রভুত দক্ষিণা দান সহকারে বহুবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! সেই সুবর্ণষ্ঠীবী অকৃত কার্য্য নিতান্ত ভীত, অযাজ্ঞিক ও অপত্য বিহীন ছিলেন এবং যুদ্ধেও বিনষ্ট হন নাই; এই নিমিত্তই পুনরায় তিনি জীবিত হইলেন। কিন্তু মহাবীর অভিমন্যু সৈন্যগণের অভিমুখীন হইয়া সহস্র সহস্র শত্রুগণকে সন্তপ্ত করত কৃতার্থতা লাভ করিয়া রণে নিহত হইয়াছেন। লোকে ব্রহ্মচর্য্য, প্রজ্ঞা, শাস্ত্র জ্ঞান ও প্রধান প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যে সমস্ত অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকে, মহাবীর অভিমন্যুরও সেই সমুদায় লোক প্রাপ্তি হইয়াছে। বিদ্বান্ লোকেরা পুণ্য কার্য্য দ্বারা প্রতিনিয়ত স্বর্গ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বর্গবাসীরা কদাচ এই পৃথিবীতে অধিবাস করিবার প্রার্থনা করেন না। অতএব সেই স্বর্গস্থ অর্জ্জুনাত্মজ অভিমন্যুকে অত্যল্প অপ্রাপ্য পার্থিব সুখ উপভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে আনয়ন করা কোন মতেই সুসাধ্য নহে। যোগীরা সমাধি বলে পবিত্র দর্শন হইয়া যে গতিলাভ করিয়া থাকেন এবং উৎকৃষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ও কঠোর তপস্বীদিগের যে গতি হইয়া থাকে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু সেই অক্ষয় গতি লাভ করিয়াছেন। মহাবীর অভিমন্যু দেহান্তে দেহান্তর লাভ করিয়া অমৃতময় স্বীয় রশ্মি প্রভাবে বিরাজিত হইতেছেন। ঐ মহাবীর এ ক্ষণে স্বীয় চান্দ্রমসী তনু লাভ করিয়াছেন; অতএব তাঁহার নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

হে যুধিষ্ঠির! এ ক্ষণে তুমি এই সমস্ত অবগত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শত্রু বিনাশে প্রবৃত্ত হও। বরং জীবিত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করা আমাদের কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বর্গ প্রাপ্ত মহাত্মাদের নিমিত্ত অনুতাপ করা কদাপি বিধেয় নহে। শোক করিলে তাহার পাপ পরিবর্দ্ধিত হয়; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মঙ্গল লাভার্থ যত্নবান হইবে। হর্ষ, অভিমান ও সুখ প্রাপ্তির অভিলাষ করা বিধেয়; বুধগণ এই রূপ অবধারণ করিয়া কদাচ শোকাকুল হন না। ফলত শোক শোকান্তরের উৎপাদন করিয়া থাকে। এ ক্ষণে তুমি এই সমস্ত সম্যক্ অবগত হইয়া উত্থিত ও যত্নবান হও; আর বৃথা শোকাকুল হইও না। তুমি মৃত্যুর উৎপত্তি, অনুপম তপ ও সর্ব্বভূত সমতা এবং সম্পত্তির অশ্বৈর্য্য ও সৃঞ্জয়ের মৃত পুত্রের পুনরায় জীবন প্রাপ্তির বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে; এ ক্ষণে আর শোক করিও না; আমি চলিলাম, এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাস তথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন।

নির্ম্মল নভোমণ্ডল সদৃশ শ্যামকলেবর ভগবান্ ব্যাস এই রূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলে ধর্ম্মনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির মহেন্দ্র প্রতিম তেজস্বী, ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত পুর্ব্বতন নৃপতিদিগের যজ্ঞ সম্পত্তির বিষয় শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে উহার সবিশেষ প্রশংসা করত শোক পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু অর্জ্জুনকে কি বলিব এই মনে করিয়া পুনরায় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অভিমন্যুবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

প্রতিজ্ঞা পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বি সপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রাণিগণের ক্ষয়কর সেই ভয়ানক দিবা অবসান হইলে দিনকর অস্ত গমন করিলেন। সন্ধ্যাকাল

সমুপস্থিত হইল এবং সৈন্যগণ স্কন্ধাবারে গমন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কপিকেতন ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্র জালে সংশপ্তকগণকে সংহার পূর্ব্বক সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে সাশ্রুকণ্ঠে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশব! কেন অদ্য আমার হৃদয় ভীত, বাক্য স্খলিত, অঙ্গ স্পন্দিত ও গাত্র অবসন্ন হইতেছে? ক্লেশ জনক অমঙ্গল চিন্তা আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে না, আমি চারি দিকে উৎপাত ও বহুবিধ অনিষ্ট সূচক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিত্রাসিত হইয়াছি। হে মধুসূদন! এই সমুদায় অমঙ্গল সূচক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অমাত্য সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কুশল বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে।

বাসুদেব কহিলেন, ধনঞ্জয়! অমাত্য সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই জয় লাভ করিবেন; তুমি দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর; তোমাদের অতি অল্পমাত্র অনিষ্ট হইবে।

অনন্তর মহাবীর বাসুদেব ও অর্জ্জুন সন্ধ্যোপাসনা করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শিবির আনন্দ শূন্য, দীপ্তি শূন্য ও নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তখন অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় আকুল হৃদয় হইয়া কেশবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আজি মঙ্গল তূর্য্য নিস্বন এবং দুন্দুভিনাদ সহকৃত শংখ ও পটহের শব্দ হইতেছে না; করতাল সমবেত বীণা বাদন রহিত হইয়াছে এবং বন্দিগণ আমার নিকটে স্তুতি যুক্ত, মনোহর, মঙ্গল গীত সকল গান ও পাঠ করিতেছে না। যোদ্ধাগণ আমারে দেখিয়াই অধোমুখে পলায়ন করিতেছে; উহারা পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকট স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে না। হে মাধব! আজি আমার ভ্রাতৃগণ কি কুশলে আছেন? আত্মীয়গণকে দেখিয়া আমার মনে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে। হে মানদ! পাঞ্চালরাজ, বিরাট ও আমার যোদ্ধাগণ সকলে কি কুশলে আছে? আমি সংগ্রাম হইতে আগমন করিতেছি, কিন্তু অভিমন্যু ভ্রাতৃগণের সহিত প্রফুল্ল চিত্তে সহাস্য বদনে কেন আমার প্রত্যুদ্গমন করিল না?

কৃষ্ণ ও বাসুদেব এই রূপ কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পাণ্ডবগণ নিতান্ত অসুস্থ ও বিচেতন প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। দুর্ম্মনায়মান ধনঞ্জয় শিবির মধ্যে সমুদায় ভ্রাতা ও পুত্রগণকে অবলোকন করিলেন কিন্তু অভিমন্যুরে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, হে বীরগণ! তোমাদের সকলেরই মুখবর্ণ অপ্রসন্ন হইয়াছে; এবং তোমরা কেহই আমারে অভিনন্দন করিতেছ না। বৎস অভিমন্যু কোথায়? আমি শুনিয়াছি, দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অল্পবয়স্ক অভিমন্যু বিনা তোমাদের মধ্যে এমন আর কেহই নাই যে, তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমি তাহারে ব্যূহ হইতে বিনির্গম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করি নাই। তোমরা কি সেই বালককে ব্যূহে প্রবেশিত করিয়াছিলে? পরবীরহা, মহাধনুর্দ্ধর, সুভদ্রানন্দন কি শত্রুগণের বহুসৈন্য ভেদ করিয়া যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে? বল; লোহিতাক্ষ, মহাবাহু, পর্ব্বতজাত সিংহ সদৃশ, উপেন্দ্রোপম, মহাবীর অভিমন্যু কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল। কোন্ ব্যক্তি কালমোহিত হইয়া দ্রৌপদী, কেশব ও কুন্তীর নিরন্তর প্রীতিভাজন, সুভদ্রার প্রিয় পুত্রকে বিনাশ করিল? বিক্রম, শ্রুতি ও

মাহাত্ম্যে বৃষ্ণিবীর মহাত্মা কেশবের সমকক্ষ মহাবীর অভিমন্যু কি প্রকারে সংগ্রামে বিনষ্ট হইল? সুভদ্রার দয়াভাজন, আমার নিরন্তর লালিত শৌর্য্যশালী পুত্রকে যদি দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই যম লোক অবলোকন করিব। মৃদুকুঞ্চিত কেশান্ত, মৃগ শাবকাক্ষ, মত্তবারণবিক্রান্ত, শালপোত সদৃশ সমুন্নত, মহাবীর অভিমন্যু সতত সস্মিত, প্রিয়ভাষী, শান্ত, গুরু বাক্যের অনুগত, অমৎসর, মহোৎসাহ, ভক্তানুকম্পী, দান্ত, অনীচানুসারী, কৃতজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, কৃতাস্ত্র, যুদ্ধাভিনন্দী, অরাতিগণের ভয়বর্দ্ধন, আত্মীয়গণের প্রিয় ও হিতাচরণে নিযুক্ত, পিতৃগণের জয়াভিলাষী, অভূতপূর্ব্ব যোদ্ধা ও সংগ্রামে নির্ভয় ছিল এবং বালক হইয়াও যুবজনের ন্যায় কার্য্য করিত। আমি যদি সেই প্রিয় পুত্রের সন্দর্শন প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যদি প্রদ্যুম্ন, কেশব ও আমার নিরন্তর প্রীতিভাজন, রথীগণনায় মহারথ বলিয়া পরিগণিত, যুদ্ধে আমা অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক তরুণ বয়স্ক, মহাবাহু পুত্রকে দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। প্রিয় তনয়ের সেই সুন্দর নাসা, সুন্দর ললাট, সুন্দর চক্ষু, সুন্দর ভ্রূ ও সুন্দর ওষ্ঠ সমন্বিত মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ, সেই তন্ত্রী শব্দের ন্যায়, পুংস্কোকিল রবের ন্যায় মনোহর বাণী শ্রবণ এবং সেই দেবগণ দুর্লভ, অপ্রতিম রূপ অবলোকন না করিলে আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? অভিবাদন দক্ষ, পিতৃগণের বাক্যে অনুরক্ত অভিমন্যুরে না দেখিলে আমার হৃদয় কোন মতেই সুস্থির হইবে না।

সুকুমার, মহার্হ শয়নোচিত, মহাবীর অভিমন্যু অসংখ্য সহায় সম্পন্ন হইয়াও আজি অনাথের ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছে, সন্দেহ নাই। যে বীর শয়ন করিয়া অমরাঙ্গনাগণ কর্তৃক উপাসিত হইত, আজি অশিব শিবাগণ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বাণবিদ্ধ কলেবর মহাবীরকে আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মধুর স্বরে স্তুতি পাঠ করিয়া যে মহাবীরকে প্রবোধিত করিত, আজি শ্বাপদগণ তাহার চতুর্দ্দিকে বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতেছে। যে মুখচন্দ্র পূর্ব্বে ছত্রচ্ছায়ায় সমাবৃত থাকিত, আজি ধূলিপটল নিশ্চয়ই তাহা সমাচ্ছন্ন করিবে। হা পুত্র! আমি তোমায় বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াও অবিতৃপ্ত থাকিতাম; এ ক্ষণে কাল এই ভাগ্য হীনের নিকট হইতে তোমারে বল পূর্ব্বক অপহরণ করিল। আজি পুণ্যবান্‌গণের আশ্রয়, স্বীয় প্রভায় প্রদীপ্ত, মনোহর যমপুরী তোমা দ্বারা অধিকতর শোভমান হইতেছে এবং যম, বরুণ, ইন্দ্র ও কুবের, তোমারে প্রিয় অতিথি লাভ করিয়া অর্চ্চনা করিতেছেন, সন্দেহ নাই।

নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্ যেমন বিলাপ করে, ধনঞ্জয় সেই রূপ বিলাপ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! অভিমন্যু কি শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক মহাবীরগণের সহিত সংগ্রাম করত স্বর্গের অভিমুখীন হইয়াছে? অসহায় অভিমন্যু যত্নাতিশয় সহকারে মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সাহায্য লাভার্থী হইয়া আমারে চিন্তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, আমার বালক পুত্র অভিমন্যু কর্ণ, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি নৃশংসগণ কর্তৃক নানা চিহ্নে চিহ্নিত, সুধৌতাগ্র, তীক্ষ্ণ সায়ক নিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া, হা তাত! এ ক্ষণে আমারে পরিত্রাণ কর, এই বলিয়া বারংবার বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতলে নিপাতিত হইয়াছে! অথবা মহাবীর অভিমন্যু আমার ঔরস, সুভদ্রার গর্ভসম্ভূত ও বাসু-

দেবের ভাগিনেয়; সে এ রূপ আর্ত্তনাদ করিবার পাত্র নয়।

আমার হৃদয় বজ্রসার ময় ও নিতান্ত কঠিন, সন্দেহ নাই, এই নিমিত্তই সেই দীর্ঘ-বাহু আরক্তলোচন পুত্রের অদর্শনে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। নৃশংসগণ মহা ধনুর্দ্ধর হইয়া কি প্রকারে বাসুদেবের ভাগিনেয়, আমার পুত্র, সেই বালকের উপর মর্ম্মভেদী শরজাল নিক্ষেপ করিল! অদীনাত্মা অভিমন্যু প্রতি দিন প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক আমারে অভিনন্দন করিত। আজি আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া আগমন করিতেছি, কিন্তু সে কেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে না? নিশ্চয়ই সে রুধিরাক্ত কলেবরে সমরাঙ্গনে শয়ান হইয়া নিপতিত আদিত্যের ন্যায় স্বীয় দেহ প্রভায় ধরাতল শোভমান করিতেছে। সুভদ্রার নিমিত্ত আমার যৎপরোনাস্তি সন্তাপ জন্মিতেছে; সে সমরে অপরাঙ্মুখ পুত্রকে নিহত শ্রবণ পূর্ব্বক শোকাকুল হইয়া নিশ্চয় ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। হায়! অদ্য সুভদ্রা ও দ্রৌপদী অভিমন্যুরে না দেখিয়া আমারে কি বলিবে এবং তাহারা দুঃখার্ত্ত হইলে আমিই বা কি বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিব। যদি বধূরে শোক কর্ষিত চিত্তে রোদন করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় সহস্রধা হইয়া না যায়, তাহা হইলে ইহা বজ্রসার ময় সন্দেহ নাই।

আমি গর্ব্বিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়াছি। বাসুদেবও বৈশ্যানন্দন যুযুৎসুরে বীরগণের প্রতি এই রূপ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছেন যে, হে অধার্ম্মিক মহারথগণ! তোমরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া এক বালকের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক বৃথা আনন্দিত হইতেছ! অচিরাৎ পাণ্ডবগণের বল দেখিতে পাইবে। তোমরা যখন সংগ্রামে কেশব ও অর্জ্জুনের বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছ, তখন তোমাদের শোক সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, তবে কেন বৃথা প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছ? তোমরা অবিলম্বে এই পাপ কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে। অধর্ম্মের ফল অতি সত্বরেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মহামতি যুযুৎসু কোপাবিষ্ট ও দুঃখান্বিত হইয়া তাহাদিগকে এই কথা বলিতে বলিতে অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপসৃত হইলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি যুযুৎসুর বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলে, কিন্তু আমারে কি নিমিত্ত জ্ঞাত কর নাই? আমি ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ সেই নৃশংস মহারথগণের সকলকেই শরানলে দগ্ধ করিতাম।

মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে পুত্র শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া সাশ্রুনয়নে চিন্তা করিতে দেখিয়া তাঁহারে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এ রূপ হইও না; অপলায়ী শূরগণের, বিশেষত যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের সকলেরই এই পথ। ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞেরা অপরাঙ্মুখ, যুদ্ধ্যমান শূরগণের এই রূপ গতিই বিধান করিয়াছেন; অতএব নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অভিমন্যু পুণ্য কর্ম্মাদিগের লোকে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সমুদায় বীরগণই সংগ্রামে অভিমুখ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, মহাবীর অভিমন্যু মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্রগণকে সংগ্রামে সংহার করিয়া বীরজন কাঙ্ক্ষিত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব তুমি শোক করিও না। পূর্ব্বতন ধর্ম্ম সংস্থাপকগণ যুদ্ধমৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। তুমি শোক সমাবিষ্ট হইয়াছ বলিয়া তোমার এই ভ্রাতৃগণ, সুহৃৎগণ ও ভূপতিগণ সকলেই দীনমনা হইয়াছেন, তুমি শান্ত বাক্যে

ইহাঁদিগকে আশ্বাসিত কর। বেদিতব্য বিষয় তোমার বিদিত হইয়াছে, অতএব তোমার শোক করা নিতান্ত অনুচিত হইতেছে।

মহাবীর ধনঞ্জয় অদ্ভুতকর্ম্মা বাসুদেব কর্তৃক এই রূপ আশ্বাসিত হইয়া শোক কর্ষিত ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! সেই দীর্ঘ বাহু কমলায়তলোচন অভিমন্যু যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিল, শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। তোমাদের সমক্ষে স্বীয় পুত্রের বৈরীগণকে হস্তী, রথ, অশ্ব ও পরিবারগণের সহিত সংহার করিব। তোমরা সকলে কৃতাস্ত্র ও শস্ত্র পাণি; তোমাদের সমক্ষে বজ্রপাণি সুররাজও কি অভিমন্যুরে যুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারে। হায়! যদি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আমার পুত্রের রক্ষণে অসমর্থ জানিতাম, তাহা হইলে আমি স্বয়ংই তাহারে রক্ষা করিতাম। তোমরা রথারূঢ় হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতেছিলে, তথাপি শত্রুগণ কি প্রকারে অন্যায় সংগ্রাম করিয়া অভিমন্যুর প্রাণ সংহার করিল! কি আশ্চর্য্য! এখন জানিলাম, তোমাদের কিছুমাত্র পৌরুষ বা পরাক্রম নাই, এই জন্য অভিমন্যু তোমাদের সমক্ষেই নিপাতিত হইয়াছে। অথবা সকলই আমার দোষ; কেন না, তোমাদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বল, ভীরু ও অকৃতনিশ্চয় জানিয়াও আমি এ স্থান হইতে গমন করিয়াছিলাম। তোমরা যদি আমার পুত্রকেও রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে, তবে তোমাদের বর্ম্ম, শস্ত্র ও আয়ুধ সকল কি ভূষণের নিমিত্ত এবং বাক্য কি সভা মধ্যে বক্তৃত্ব করিবার নিমিত্ত?

পুত্রশোক সন্তপ্ত ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণ মুখে ধনু ও খড়্গ হস্তে অবস্থান করত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব ব্যতীত আর কোন সুহৃদই তাঁহার সহিত আলাপ বা তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ দুই জন সকল অবস্থাতেই অর্জ্জুনের অনুকূল ছিলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতি করিতেন, এই নিমিত্তই তাঁহারা তৎকালে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন যুধিষ্ঠির, পুত্র শোকাধিকাতর রাজীবলোচন ক্রোধসন্তপ্ত চিত্ত অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন।

ত্রি সপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহাবাহু! তুমি সংশপ্তক সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলে দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে সংব্যূহিত করিয়া আমারে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন আমরা রথ সৈন্য প্রতিব্যূহিত করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে সমুদ্যত হইলাম। বহু সংখ্যক বীরপুরুষ আমারে রক্ষা করত দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে নিশিত শরনিকরে নিতান্ত উৎপীড়ন করত আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা দ্রোণ কর্তৃক এ রূপ নিপীড়িত হইলাম যে, তাঁহার সৈন্য ভেদ করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও পারিলাম না। তখন অপ্রতিম বীর্য্য সম্পন্ন সুভদ্রা কুমারকে কহিলাম, বৎস! দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য ভেদ কর। বীর্য্যবান্ অভিমন্যু আমাদের নিয়োগানুসারে উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় সেই অসহ্য ভার বহনের উপক্রম করিল। গরুড় যেমন সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই বালক দ্রোণ সৈন্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। আমরা তাঁহার অনুগমন করিলাম এবং সে যে রূপে সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই রূপে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি-

লাম; কিন্তু ক্ষুদ্র জয়দ্রথ রুদ্রের বরদান প্রভাবে আমাদিগের সকলকেই নিবারণ করিল। তখন মহাবীর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কোশলরাজ, বৃহদ্বল ও কৃতবর্ম্মা এই ছয় জন রথী সেই অসহায় বালককে বেষ্টন করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও তাঁহাদের শরে বিরথ হইল। তখন দুঃশাসনের পুত্র অবিলম্বে তাহার সমীপে গমন পূর্ব্বক স্বয়ং সংশয়াপন্ন হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল। পরম ধার্ম্মিক মহাবীর অভিমন্যু প্রথমত সহস্র মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গ, এবং তৎপরে পুনরায় আট সহস্র রথ, নয় শত হস্তী, দুই সহস্র রাজপুত্র এবং অলক্ষিত বহু বীর ও রাজা বৃহদ্বলকে সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! আমাদিগের এই শোক জনক ব্যাপার এই রূপে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

তখন পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হা পুত্র বলিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। সকলে বিষণ্ণ বদন হইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টন পূর্ব্বক অনিমিষ নয়নে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর ধনঞ্জয় সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন; এবং জ্বর গ্রস্তের ন্যায় কম্পিত হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি করে কর নিপীড়ন ও উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কালি জয়দ্রথকে বিনাশ করিব। যদি জয়দ্রথ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরিত্যাগ না করে, যদি আমাদিগের পুরুষোত্তম কৃষ্ণের বা আপনার শরণাপন্ন না হয়, নিশ্চয়ই কল্য আমার শরে বিনষ্ট হইবে। সেই পাপাত্মা আমার সৌহৃদ্য বিস্মৃত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য করিতেছে এবং সেই পাপাত্মাই অভিমন্যু বধের হেতু হইয়াছে। অতএব কালি তাহাকে সংহার করিব। দ্রোণই হউন, আর কৃপই হউন, যে কেহ তাহার রক্ষার্থে আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাঁহাদিগকে আমার শরনিকরে আচ্ছাদিত হইতে হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! আমি যাহা কহিলাম, যদি সংগ্রামে সেই প্রকার কার্য্য না করি, তাহা হইলে যেন আমার পুণ্যলব্ধ লোক সকল লাভ না হয়। যদি জয়দ্রথ বধ না করি, তাহা হইলে মাতৃহন্তা, পিতৃঘাতী, গুরুদাররত, খল, সাধুগণের প্রতি অসূয়াপরবশ, তাঁহাদিগের পরিবাদ দাতা, গচ্ছিত ধনের অপহারক, বিশ্বাসঘাতী, ভুক্ত পূর্ব্ব স্ত্রীর নিন্দক, অযশস্বী, ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, বৃথা পায়স ভোজী, বৃথা যবান্ন ভোজী, বৃথা শাক ভোজী, বৃথা তিলান্ন ভোজী, বৃথা সংযাব ভোজী, বৃথা পিষ্টক ভোজী, বৃথা মাংস ভোজী এবং বেদাধ্যায়ী, প্রশংসিত ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও গুরুর অবমন্তা যে লোকে গমন করে, আমিও যেন সেই লোক প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণ, গো ও অগ্নি স্পর্শ করে এবং যে ব্যক্তি জলে শ্লেষ্ম, পুরীষ ও মূত্র পরিত্যাগ করে, আমি যেন তাহাদিগের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি নগ্ন হইয়া স্নান করে, যাহার নিকট অতিথি বিমুখ হয়, যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ ও প্রবঞ্চনা করে এবং যে নীচাশয় ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী ও আশ্রিতগণকে প্রদান না করিয়া তাহাদের সমক্ষে স্বয়ং মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে, আমি যেন তাহাদিগের

ভয়ানক গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে নৃশংসাত্মা আশ্রিত, সাধু ও বাক্যানুবর্ত্তী ব্যক্তিরে প্রতিপালন না করিয়া পরিত্যাগ করে, যে পাপাত্মা উপকারকের নিন্দা করে, যে পূজনীয় প্রাতিবেশ্যকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দান না করিয়া অযোগ্য ব্যক্তিরে দান করে, যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, যে মর্য্যাদা ভেদ করে, যে বৃষলী গমন করে, যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন এবং ভ্রাতৃনিন্দক, আমি অবিলম্বে যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই। যদি কল্য জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে এ স্থলে যে সকল অধার্ম্মিকের নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং যে সকল অধার্ম্মিকের নাম কীর্ত্তিত হইল না, আমি যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই।

আমি পুনরায় অন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদি কল্য পাপাত্মা জয়দ্রথ জীবিত থাকিতে দিবাকর অস্তগত হন, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব। অসুর, সুর, মনুষ্য পক্ষী, সর্প, পিতৃলোক, রাক্ষস, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক অন্যান্য প্রাণিগণ কেহই আমার শত্রুরে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। অভিমন্যুর শত্রু যদি পৃথিবী, আকাশ, দেবপুর, দৈত্যপুর বা রসাতলে প্রবিষ্ট হয়, তথাপি আমি শর শত দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিব।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া বামে ও দক্ষিণে গাণ্ডীব শরাসন নিক্ষেপ করিলেন। শরাসনের শব্দ ধনঞ্জয়ের শব্দ অতিক্রম করিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বাসুদেব পাঞ্চজন্য শংখের ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনও দেবদত্ত শংখ বাদিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য শংখ কেশবের মুখ বায়ুতে পরিপূর্ণ হইলে তাহার ছিদ্র হইতে নির্ঘোষ নিঃসৃত হইয়া জগতীতল, পাতাল, আকাশ ও দিক পালগণকে বিকম্পিত করিল। তখন পাণ্ডবগণের সহস্র সহস্র বাদ্য ধ্বনি ও সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

চরগণ জয়লোলুপ পাণ্ডবগণের সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া সংবাদ প্রদান করিলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ উত্থান পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত, বিমুগ্ধ চিত্ত ও শোক সাগরে নিমগ্ন প্রায় হইয়া অনেক বিবেচনা করত ভূপালগণের সভায় গমন করিলেন এবং অর্জ্জুনের ভয়ে নিতান্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে ভূপালগণ! পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কামপরবশ ইন্দ্রের ঔরসে সমুৎপন্ন দুর্ব্বুদ্ধি ধনঞ্জয় আমারে শমন ভবনে প্রেরণ করিবার সংকল্প করিতেছে; অতএব আপনাদিগের মঙ্গল হউক; আমি প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত স্বস্থানে প্রস্থান করি, অথবা আপনারা সকল বীর অস্ত্রবলে আমারে রক্ষা করুন। পার্থ আমারে নিধন করিতে বাসনা করিয়াছে, আপনারা আমারে অভয় প্রদান করুন। দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, কর্ণ, শল্য, বাহ্লিক ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ যম নিপীড়িত ব্যক্তিরেও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, অতএব অর্জ্জুন একাকী আমারে সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে যথার্থ বটে; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, আপনারা সমস্ত ভূপাল একত্র হইয়াও আমারে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছি; মুমূর্ষুর ন্যায় আমার গাত্র অবসন্ন হইতেছে। নিশ্চয়ই গাণ্ডীবধন্বা আমারে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; সেই নিমিত্ত পাণ্ডবগণ শোক কালেও হৃষ্ট হইয়া চীৎকার

করিতেছে। ভূপালগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, ভুজঙ্গ ও রাক্ষসগণও অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ নন। অতএব হে ভূপতিগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আপনারা অনুজ্ঞা করুন, আমি পলায়ন পূর্ব্বক লুক্কায়িত হইয়া থাকি; তাহা হইলে পাণ্ডবগণ আমার দর্শন প্রাপ্ত হইবে না।

জয়দ্রথ ভয় ব্যাকুলিত চিত্তে এই রূপ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে আত্ম কার্য্য সাধন তৎপর রাজা দুর্য্যোধন তাঁহারে কহিলেন, সিন্ধুরাজ! ভীত হইও না; তুমি ক্ষত্রিয় বীরগণের মধ্যে অবস্থান করিলে কে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিবে? আমি, কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভুরিশ্রবা, শল, শল্য, দুর্দ্ধর্ষ বৃষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, সত্যব্রত, মহাবাহু বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশাসন, সুবাহু, উদ্যতায়ুধ কলিঙ্গ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শকুনি ও অন্যান্য অসংখ্য ভূপাল, আমরা সকলে সসৈন্যে তোমার চতুর্দ্দিকে গমন করিব; তুমি দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর। তুমি স্বয়ংও রথীশ্রেষ্ঠ এবং শৌর্য্যশালী; তবে পাণ্ডবগণকে ভয় করিতেছ কেন? আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তোমারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিবে। অতএব তুমি ভীত হইও না; তোমার ভয় দূরীভূত হউক।

হে রাজন্! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্তৃক এই প্রকার আশ্বাসিত হইয়া সেই রাত্রিতে তাঁহার সহিত দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচার্য্য! দূরস্থ লক্ষ্যে শর নিপাতন, লঘুত্ব ও দৃঢ় বেধনে অর্জ্জুনের সহিত আমার প্রভেদ কি বলুন। আমি আপনার নিকট অর্জ্জুন ও আমার যুদ্ধ বিদ্যার তারতম্য অবগত হইতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া অর্জ্জুনের ও আমার যথার্থ বিদ্যা ব্যাখ্যা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, বৎস! তোমার ও অর্জ্জুনের গুরূপদেশ সমান; কিন্তু অর্জ্জুন যোগ ও দুঃখাবস্থান নিবন্ধন তোমা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমারে অর্জ্জুনের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না; আমি তোমারে ভয় হইতে রক্ষা করিব, সন্দেহ নাই। মদ্ভুজ রক্ষিত ব্যক্তির প্রতি অমরগণও প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি এমন ব্যূহ ব্যূহিত করিব যে, পার্থ তাহা কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ভীত হইও না; স্বধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক পিতৃ পৈতামহ পথে অনুগমন কর। তুমি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন, হোম ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, অতএব মৃত্যু তোমার পক্ষে ভয়ঙ্কর নয়। যদি তুমি অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে নিহত হও, তাহা হইলে মূঢ় মনুষ্যগণের দুর্ল্লভ মহা ভাগ্য লাভ করিয়া স্বীয় ভুজবীর্য্যার্জ্জিত যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট দিব্য লোক সকল লাভ করিবে। কৌরব, পাণ্ডব ও বৃষ্ণি এবং আমি অশ্বত্থামা ও অন্যান্য মনুষ্যগণ সকলেই অচিরস্থায়ী। আমরা সকলেই বলবান কাল কর্তৃক পর্য্যায়ক্রমে নিহত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম লইয়া পর লোকে গমন করিব। হে সিন্ধুরাজ! তপস্বিগণ তপস্যা করিয়া যে সকল লোক প্রাপ্ত হন; ক্ষত্রিয় বীরগণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুগত হইয়া সেই সমস্ত লোক লাভ করেন।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক এই রূপ আশ্বাসিত হইয়া অর্জ্জুনের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন সমুদায় কৌরব সৈন্য

হৃষ্ট চিত্ত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায়।

এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়া ভ্রাতৃগণের সম্মতি ক্রমে জয়দ্রথকে বধ করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ইহা অত্যন্ত সাহসের কর্ম্ম হইয়াছে। এই যে বিষম ভার উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে কি প্রকারে আমরা সকল লোকের উপহাস হইতে পরিত্রাণ পাইব? আমি দুর্য্যোধনের শিবিরে চরগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এই তাহারা ত্বরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই বার্ত্তা নিবেদন করিতেছে যে, তুমি জয়দ্রথ বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে অস্মৎ পক্ষীয় বাদিত্রনাদ সহকৃত সুমহান্ সিংহনাদ কৌরবগণের শ্রবণ গোচর হইয়াছিল। সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সেই শব্দে নিতান্ত ভীত হইলেন এবং এই সিংহনাদ অকারণ নয়; মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমন্যু বধ শ্রবণে কাতর হইয়া রোষবশত রাত্রিতেই যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইবেন সন্দেহ নাই। এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কৌরবগণের হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথ সমূহের ভীষণ ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। হে রাজীবলোচন! সত্যব্রত কৌরবগণ এই রূপে যত্ন পূর্ব্বক যুদ্ধসজ্জা করিতেছে, এমন সময় তোমার জয়দ্রথ বধের সত্য প্রতিজ্ঞা তাহাদের শ্রবণ গোচর হইল। দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ তোমার দারুণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে সকলেই ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভীত ও দুর্ম্মনায়মান হইতে লাগিল।

তখন সিন্ধু সৌবীরাধিপতি জয়দ্রথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অমাত্যগণের সহিত আপনার শিবিরে আগমন পূর্ব্বক সমুদায় কল্যাণকর কার্য্যের মন্ত্রণা করিয়া রাজ সমাজে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে কুরুনন্দন! ধনঞ্জয় আমারে তাহার পুত্র হন্তা বলিয়া কালি আক্রমণ করিবে, সে সেনাগণের মধ্যে আমার প্রাণ সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, সর্প বা রাক্ষসগণ সব্যসাচীর সেই প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ নন। অতএব আপনারা সংগ্রামে আমারে রক্ষা করুন; ধনঞ্জয় যেন আপনাদের মস্তকে পদার্পণ করিয়া লক্ষ্য গ্রহণ করিতে না পারে। যদি আপনারা সংগ্রামে আমারে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে অনুজ্ঞা করুন, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন জয়দ্রথের বাক্য শ্রবণে তাহারে নিতান্ত ভীত জ্ঞান করিয়া অবাক্ শিরা ও বিমনায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা জয়দ্রথ দুর্য্যোধনকে কাতর দেখিয়া মৃদুস্বরে আপনার হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! মহাযুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনের অস্ত্র সকল প্রতিহত করিতে পারে, আমাদের মধ্যে এমন ধনুর্দ্ধর বীর দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্জ্জুন বাসুদেবের সাহায্যে গাণ্ডীব ধনু কম্পন করিলে সাক্ষাৎ পুরন্দর হইলেও তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারেন না, শুনিয়াছি, ধনঞ্জয় পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতে পাদচারে মহাবীর প্রভু মহেশ্বরের সহিত সংগ্রাম এবং দেবরাজের নিদেশানুসারে এক রথে হিরণ্যপুরবাসী সহস্র দানবের প্রাণ সংহার করিয়াছে। আমার বোধ হয়, ধনঞ্জয় ধীমান্ বাসুদেবের সহিত মিলিত হইলে অমরগণের সহিত ভুবনত্রয়কে বিনষ্ট করিতে পারে। এই জন্য আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, হয় আপনারা আমারে পলায়নে অনুজ্ঞা করুন, না হয়, বীর্য্যশালী মহাত্মা দ্রোণ

পুত্রের সহিত আমারে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন।

হে অর্জ্জুন! রাজা দুর্য্যোধন জয়দ্রথের বাক্যানুসারে তাহার রক্ষার্থে আচার্য্যের নিকট অনেক প্রার্থনা করিয়াছেন। সদুপায় সকল বিহিত এবং অশ্ব ও রথ সকল সজ্জিত হইয়াছে। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, দুর্জ্জয় বৃষসেন, কৃপ, শল্য, এই ছয় জন সমরে অগ্রসর হইবেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিবেন, উহার পূর্ব্বার্দ্ধ শকট ও পশ্চার্দ্ধ পদ্মের ন্যায় হইবে। পদ্মের মধ্য স্থলে সূচী নামে গূঢ় ব্যূহ নির্ম্মিত হইবে এবং জয়দ্রথ অসংখ্য বীরগণে রক্ষিত হইয়া সেই সূচী ব্যূহের পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। হে পার্থ! উল্লিখিত ছয় রথী ধনু, অস্ত্র, বল, বীর্য্য ও ঔরস প্রভাবে নিতান্ত অসহনীয়। এই ছয় জনকে পরাজয় না করিলে জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। হে ধনঞ্জয়! ঐ ছয় জনের প্রত্যেকের বীরত্বের বিষয় চিন্তা কর; তাঁহারা মিলিত হইলে শীঘ্র তাঁহাদিগকে পরাজয় করা সাধ্যায়ত্ব নয়। অতএব আত্মহিত ও কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রণাভিজ্ঞ সচিব ও সুহৃদগণের সহিত পুনরায় নীতি মন্ত্রণা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি দুর্য্যোধনের যে ছয় জন রথীরে অধিকতর বলবান্ বলিয়া বোধ করিতেছ, আমার বোধ হয়, তাহাদিগের বীরত্ব আমার বীরত্বের অর্দ্ধ ভাগেরও সমান নহে। তুমি দেখিবে আমি জয়দ্রথ বধার্থে সংগ্রামে গমন করিয়া অস্ত্র দ্বারা উল্লিখিত বীরগণের অস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন ও সিন্ধুরাজের মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিব; দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে স্বগণ সমভিব্যাহারে বিলাপ করিবেন। যদি সুররাজ ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, গরুড়, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং সমুদায় সাধ্য, রুদ্র, বসু, দেবতা, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, সাগর, পর্ব্বত, দিক্, দিক্‌পতি গ্রাম্য ও আরণ্য প্রাণী ও অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমগণ সিন্ধুরাজের পরিত্রাতা হন, তথাপি কালি তুমি তাহারে আমার শরনিকরে নিহত নিরীক্ষণ করিবে। আমি সত্য দ্বারা শপথ ও আয়ুধ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সেই পাপাত্মা দুর্ম্মতি জয়দ্রথের রক্ষক, অতএব অগ্রে তাঁহারেই আক্রমণ করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের উপরেই এই সংগ্রামের জয় পরাজয় নির্ভর করিয়াছে; অতএব আমি দ্রোণেরই সেনাগ্রভাগ ভেদ করিয়া সিন্ধুরাজের নিকট গমন করিব। কালি তুমি দেখিবে যে, মহাধনুর্দ্ধরগণ বজ্র বিদারিত পর্ব্বত শৃঙ্গ সমূহের ন্যায় আমার সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিচয়ে বিদীর্য্যমান হইতেছে এবং মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ সমুদায় নিশিত শর সম্পাতে বিদীর্ণ কলেবর ও নিপতিত হইয়া শোণিত ধারা মোক্ষণ করিতেছে। গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত মনো মারুতগামী শরনিকর সহস্র সহস্র নর, বারণ ও অশ্বের প্রাণ সংহার করিবে। আমি যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে যে সকল ভীষণ অস্ত্র লাভ করিয়াছি, নরপতিগণ এই যুদ্ধে তৎসমুদায় নয়নগোচর করিবেন। কালি তুমি দেখিবে যে, যাঁহারা সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগের অস্ত্র সমুদায় আমার ব্রহ্ম অস্ত্রে বিনাশিত এবং শরবেগচ্ছেদিত নরপতিগণের মস্তক সমূহে ধরামণ্ডল আচ্ছাদিত হইতেছে। আমি রাক্ষসগণকে পরিতৃপ্ত, শত্রুগণকে দ্রাবিত, সুহৃদগণকে আনন্দিত ও সিন্ধুরাজকে নিহত করিব। অশেষাপরাধী অনাত্মীয়, পাপ দেশ সমুৎপন্ন সিন্ধুরাজ আমা কর্তৃক

নিহত হইয়া আত্মীয়গণকে শোকাকুল করিবে। কালি পাপাচার পরায়ণ জয়দ্রথকে সমুদায় রাজার সহিত শরনিকরে বিদীর্ণ দেখিতে পাইবে। কালি প্রভাতে আমি এ রূপ কার্য্য করিব যে, দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই ভূমণ্ডলে আমার সদৃশ ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই. বলিয়া নিশ্চয় করিবে। গাণ্ডীব দিব্য ধনু, আমি যোদ্ধা ও তুমি সারথি; তবে আমার অজেয় আর কি আছে? হে ভগবন্! তোমার প্রসাদে যুদ্ধে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত নাই; তুমি আমার পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য জানিয়াও কেন আমারে তিরস্কার করিতেছ? চন্দ্রের শোভা ও সমুদ্রের জল যেমন স্থির, আমার প্রতিজ্ঞাও সেই রূপ অচল জানিবে। হে মধুসূদন! আমার এবং আমার অস্ত্র, দৃঢ় ধনু ও বাহু বলের অবমাননা করিও না। আমি এ রূপে সংগ্রামে গমন করিব যে, আমার অবশ্যই জয় লাভ হইবে; আমি কখন পরাজিত হইব না। আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন তুমি মনে স্থির কর যে, জয়দ্রথ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে সত্য, সাধুতে নম্রতা, যজ্ঞে শ্রী ও নারায়ণে জয় প্রতি নিয়তই বিরাজমান থাকে।

ইন্দ্রনন্দন ধনঞ্জয় মহাত্মা হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া আদেশ করিলেন যে, হে কেশব! যাহাতে রজনী প্রভাত হইবা মাত্র আমার রথ সুসজ্জিত হয়, সাতিশয় উদ্যম সহকারে তাহার চেষ্টা কর।

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শোক-দুঃখাকুল বাসুদেব ও ধনঞ্জয় সেই রাত্রিতে নিদ্রা সুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নর ও নারায়ণকে জাতক্রোধ জানিয়া, না জানি কি দুর্ঘটনা ঘটিবে এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। নিদারুণ, রুক্ষ, অমঙ্গল সূচক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; দিবাকরে কবন্ধ ও অর্গল দৃষ্ট হইল; বিনা মেঘে বজ্রাঘাত নির্ঘাত ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল; পৃথিবী শৈল ও কাননের সহিত বিকম্পিত এবং সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইল, নদী সকল প্রতিকূল স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল; রাক্ষসগণের প্রমোদ ও যম রাজ্য সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত রথী, অশ্ব, মনুষ্য ও মাতঙ্গগণের ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতে লাগিল এবং বাহন সকল মল মূত্র পরিত্যাগ ও রোদন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণ এই সমস্ত লোম হর্ষণ নিদারুণ উৎপাত দর্শন ও মহাবল সব্যসাচীর কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

এ দিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় বাসুদেবকে কহিলেন, কেশব! তুমি তোমার ভগিনী সুভদ্রারে এবং আমার পুত্র বধূ ও তাঁহার বয়স্যাগণকে সান্ত্ববাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাদের শোকাপনোদন কর।

তখন নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান বাসুদেব অর্জ্জুনের গৃহে গমন পূর্ব্বক পুত্র শোকাকুলা ভগিনীরে আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, সুভদ্রে! কুমারের নিমিত্ত স্নুষার সহিত আর শোক করিও না; কাল সকল প্রাণীরেই ধ্বংস করিয়া থাকে। সৎকুলজাত ধৈর্য্যশালী ক্ষত্রিয়ের যে রূপে প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেই রূপেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে; অতএব আর শোক করিবার আবশ্যক নাই। মহারথ বীর, পিতৃ তুল্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ভুরি

ভুরি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যার্জিত সর্ব্ব কাম প্রদ, অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যে রূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেই রূপ গতিই লাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে! তুমি বীর জননী, বীরপত্নী, বীর-নন্দিনী ও বীর বান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নহে; তোমার পুত্র পরম গতি লাভ করি-য়াছে। হে বরারোহে, পাপাত্মা শিশু ঘাতক সিন্ধুরাজও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত এই গর্ব্বের প্রতি ফল প্রাপ্ত হইবে। ঐ পাপ-কারী রজনী প্রভাত হইলে অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেও ধনঞ্জয়ের নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। কালি অবশ্যই তোমার শ্রবণ-গোচর হইবে যে, সিন্ধুরাজের মস্তক স্যমন্ত পঞ্চকের বহিঃপ্রদেশে সমানীত হইয়াছে; অতএব শোক পরিত্যাগ কর, রোদন করিও না। শস্ত্র জীবিগণ যে রূপ গতি লাভ করিয়া থাকেন, শৌর্য্যশালী অভিমন্যু ক্ষত্র ধর্ম্ম অনুসারে সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশাল বক্ষা, মহাবাহু, সমরে অপরাঙ্মুখ, রথিগণের নিহন্তা, পিতা ও মাতৃ পক্ষের অনুগত, বীর্য্যবান্ শৌর্য্যশালী, মহারথ অভি-মন্যু সহস্র সহস্র শত্রুরে সংহার করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি শোক পরি-ত্যাগ কর। হে ভদ্রে! পার্থ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তাহা অবশ্যই সফল হইবে; কদাচ অন্যথা হইবে না। তোমার স্বা-মীর চিকীর্ষিত বিষয় কখনই নিষ্ফল হয় নাই। যদি সমুদায় মনুষ্য, সর্প, পিশাচ, রাক্ষস, পতঙ্গ, সুর ও অসুরগণ রণক্ষেত্র-গত সিন্ধুরাজের সহিত মিলিত হন, তথাপি সিন্ধুরাজ তাঁহাদিগের সহিত বিনষ্ট হইবে।

অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পুত্রশো-কাধিকাতরা সুভদ্রা মহাত্মা কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; হা বৎস! হতভাগিনীর পুত্র! তুমি পিতৃ তুল্য পরাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে কি প্রকারে নিধন প্রাপ্ত হইলে! আমি কি করিয়া তোমার ইন্দীবর শ্যাম, সুদর্শন, চারুলো-চন মুখ মণ্ডল রণরেণু সমাচ্ছন্ন অবলোকন করিব! হে সমরাপরাঙ্মুখ মহাবীর! আজি তুমি সমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে মনুষ্য-গণ তোমারে ভূতলে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিতেছে। হায়! পূর্ব্বে যাহার শয্যা মনোহর আস্তরণে সমাচ্ছন্ন থাকিত, আজি সেই সুখলালিত অভিমন্যু বাণবিদ্ধ হইয়া কি প্রকারে ভূমিতলে শয়ান রহি-য়াছে! যে মহাভুজ বীর পূর্ব্বে বরাঙ্গনাগণের সহবাসে কালযাপন করিত, আজি সে যুদ্ধে নিপতিত হইয়া কি প্রকারে শিবাগণের সহবাসী হইয়া আছে! সূত, মাগধ ও বন্দী-গণ হৃষ্ট হইয়া যাহারে স্তব করিত, আজি রাক্ষসগণ তাহার নিকট ভীষণ রবে চীৎ-কার করিতেছে! হা বৎস! পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ তোমার সহায় থাকিতে কে তোমারে অনাথের ন্যায় সংহার ক-রিল! হে পুত্র! তোমারে দর্শন করিয়া এই মন্দ ভাগিনীর নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত হয় নাই; অতএব আজি আমি তোমার চন্দ্রানন নিরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অবশ্যই শমন ভবনে গমন করিব। বিশাললো-চনশালী মনোহর কেশকলাপ সম্পন্ন চারু বাক্যযুক্ত সুগন্ধ ও ব্রণশূন্য তোমার সেই মুখমণ্ডল আবার কবে আমার নয়নগোচর হইবে। ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণের বলে ধিক্, বৃষ্ণিবীরগণের বীরত্বে ধিক্, পাঞ্চালগণের সামর্থ্যে ধিক্ এবং কৈকেয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চাল গণকেও ধিক্; তুমি সংগ্রামে গমন করিলে ইহাঁরা তোমারে রক্ষা করিতে সমর্থ হই-লেন না। আমার শোক ব্যাকুল লোচন

অভিমন্যুর অদর্শনে সমুদায় পৃথিবী শূন্যের ন্যায় অবলোকন করিতেছে। হে বীর! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয়; গাণ্ডীবধন্বার পুত্র ও স্বয়ং অতিরথ; তুমি আজি সমরে নিপাতিত হইয়াছ, ইহা আমি কি প্রকারে অবলোকন করিব! হে বীর! তুমি স্বপ্নগত ধনের ন্যায় দৃষ্ট ও বিনষ্ট হইলে। হায়! এখন জানিলাম মনুষ্যগণের সমুদায় দ্রব্যই জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য। হা বৎস! তোমার এই তরুণী ভার্য্যা মনোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছে; আমি কি প্রকারে ইহারে সান্ত্বনা করিব। বৎস! আমি তোমার দর্শনে নিতান্ত উৎসুক, কিন্তু তুমি আমারে ফল কালে পরিত্যাগ করিয়া অকালে প্রস্থান করিলে। যখন তুমি কেশব সনাথ হইয়াও সংগ্রামে অনাথের ন্যায় নিহত হইয়াছ, তখন কৃতান্তের গতি প্রাজ্ঞগণেরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই। হে বৎস! যাগশীল, দানশীল, ব্রাহ্মণ, কৃতাত্মা, ব্রহ্মচারী, পুণ্য তীর্থাবগাহী, কৃতজ্ঞ, বদান্য, গুরু শুশ্রূষানিরত ও সহস্র দক্ষিণাপ্রদ ব্যক্তির যে গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। অপরাঙ্মুখ বীরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে অরাতিগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং নিহত হইলে যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। যাঁহারা সহস্র গো দান, যজ্ঞার্থে দান, উপকরণ সম্পন্ন অভিমত গৃহ দান, শরণ্য ব্রাহ্মণগণকে রত্ন দান এবং দণ্ডার্হকে দণ্ড প্রদান করেন, তাঁহাদিগের যে পবিত্র গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। শংসিতব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এবং পুরুষগণ এক মাত্র পত্নী পরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ভূপালগণ সদাচার, চারি বর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও পুণ্যবানেরা পুণ্যের সুরক্ষণ দ্বারা যে সনাতন গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাঁহারা দীনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা সতত সংবিভাগ করেন, যাঁহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সতত ব্রতানুষ্ঠান ধর্ম্মানুশীলন ও গুরু সুশ্রূষায় নিরত থাকেন, অতিথিগণ যাঁহাদের নিকট বিমুখ হন না, যাঁহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট, বিপন্ন ও পুত্র শোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য্য রক্ষা করেন, যাঁহারা সর্ব্বদা মাতাপিতার সেবায় নিরত থাকেন এবং আপনার পত্নীতে নিরত হন, যে মনীষিগণ পরদার পরাঙ্মুখ হইয়া ঋতু কালে স্বীয় ভার্য্যা গমন করেন, যাঁহারা গত মৎসর হইয়া সর্ব্ব ভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন, যাঁহারা অন্যের মর্ম্মপীড়া প্রদানে বিরত থাকেন, যাঁহারা ক্ষমাশীল হন এবং যাঁহারা মধু, মাংস, মদ্য, দম্ভ, মিথ্যা ও পরপীড়ন পরিত্যাগ করেন, তুমি তাঁহাদিগের গতি লাভ কর। হীমান্, সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের যে গতি, তোমারও সেই গতি হউক।

সুভদ্রা দীন ও শোকাকুল হইয়া এই রূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে দ্রুপদনন্দিনী উত্তরারে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে সাতিশয় রোদন ও বিলাপ করত উন্মত্তার ন্যায় সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। বাসুদেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অচেতন প্রায়, রোদনশীল, মর্ম্মবিদ্ধ, কম্পিত কলেবর ভগিনীর গাত্রে জলসেচন ও তাঁহারে সমুচিত হিতবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, সুভদ্রে! পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না; পাঞ্চালি! উত্তরারে আশ্বাস প্রদান কর; ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অভিমন্যু ক্ষত্রিয়গণের উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছে। হে বরাননে! আমার এই মানস যে, যশস্বী অভিমন্যু যে গতি লাভ

করিয়াছেন, আমাদিগের কুল জাত পুরুষগণ সকলেই সেই গতি প্রাপ্ত হউন। তোমার মহারথ পুত্র একাকী যে রূপ কর্ম্ম করিয়াছে, আমরা ও আমাদের সুহৃদ্গণ সকলে একত্র হইয়া সেই রূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি।

মহাবাহু বাসুদেব ভগিনী, দ্রৌপদী ও উত্তরারে এই রূপে আশ্বাসিত করিয়া পার্থের নিকট গমন পূর্ব্বক ভূপালগণ, বন্ধুগণ ও অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারাও স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

তখন বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অপ্রতিম ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া উদক স্পর্শ পূর্ব্বক সুলক্ষণ সম্পন্ন স্থণ্ডিলে বৈদূর্য্য সন্নিভ কুশ সমূহে প্রস্তুত মঙ্গল শয্যা বিস্তৃত করিয়া সমুচিত বিধান অনুসারে মঙ্গল মাল্য, লাজ ও গন্ধ দ্বারা অলংকৃত এবং উত্তম উত্তম আয়ুধে পরিবৃত করিলেন। অনন্তর পরিচারকগণ বিনীত ভাবে রাত্রি কর্ত্তব্য ও ত্রৈয়ম্বক বলি সম্পাদন করিল। তখন ধনঞ্জয় উদকস্পর্শ করিয়া প্রীত চিত্তে গন্ধ মাল্য দ্বারা বাসুদেবকে অলংকৃত করিয়া রাত্রির সমুচিত উপহার প্রদান করিলেন। বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করত অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার কল্যাণ হউক; তুমি শয়ন কর; আমি চলিলাম।

অর্জ্জুনের প্রিয়ঙ্কর ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার এই কথা বলিয়া দ্বার দেশে গৃহীতাস্ত্র রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়া দারুক সমভিব্যাহারে স্বীয় শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভূরি ভূরি কর্ত্তব্য চিন্তা করত শুভ্র শয্যায় শয়ন করিয়া পার্থের হিতের নিমিত্ত যোগাবলম্বন পূর্ব্বক তেজোদ্যুতি বিবর্দ্ধন শোক দুঃখাপহ উপায় বিধান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই রাত্রিতে পাণ্ডবগণের শিবিরে কেহই নিদ্রিত হন নাই; সকলেই জাগরিত থাকিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাত্মা গাণ্ডীবধন্বা পুত্রশোকে সন্তাপিত হইয়া সহসা সিন্ধুরাজকে বধ করিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তাহা কি প্রকারে সফল করিবেন। তিনি অতি দুষ্কর বিষয়ে অধ্যবসায় করিয়াছেন। রাজা জয়দ্রথ সামান্য বীর নন। বিশেষত দুর্য্যোধন তাঁহারে অসংখ্য সৈন্য ও মহাবল পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, এ ক্ষণে মহাত্মা অর্জ্জুন পুত্রশোকাধিকাতর হইয়া যে দুস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সিন্ধুরাজ ও অন্যান্য অরাতিগণকে সংহার পূর্ব্বক তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরাগমন করুন। তিনি যদি কালি জয়দ্রথকে সংহার করিতে না পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবেন; কদাচ আপনার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিতে পারিবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির জয়ের নিমিত্ত অর্জ্জুনের উপর নির্ভর করিয়া আছেন; যদি ধনঞ্জয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কি অবস্থা হইবে? যদি আমরা কোন সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সকলের ফলে সব্যসাচী অরাতিগণকে পরাজয় করুন। পাণ্ডবপক্ষীয়গণ এই রূপ জয় বিষয়ক কথোপকথনে অতি কষ্টে সেই রজনী অতিবাহিত করিল।

এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব সেই রজনী মধ্যেই জাগরিত হইয়া পার্থের প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক দারুককে কহিলেন, দারুক! অর্জ্জুন পুত্র বিয়োগে কাতর হইয়া, কালি জয়দ্রথকে সংহার করিব বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দুর্য্যোধন পার্থের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে যাহাতে জয়দ্রথ নিহত না হয়, মন্ত্রিগণের সহিত তদ্বিষয়িণী মন্ত্রণা করিবে।

দুর্য্যোধনের সেই অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ও সর্ব্বাস্ত্র বেত্তা সপুত্র দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথের রক্ষায় নিযুক্ত হইবেন। দ্রোণাচার্য্য যাহারে রক্ষা করেন, দৈত্য ও দানবগণের দর্পহারী অদ্বিতীয় বীর ইন্দ্রও তাহারে বিনাশ করিতে সমর্থ নন; কিন্তু ধনঞ্জয় যাহাতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে সংহার করিতে পারেন, আমি অবশ্যই কালি তাহার উপায় করিব। কি দারা, কি মিত্র, কি জ্ঞাতি, কি বান্ধবগণ, অর্জ্জুন অপেক্ষা কেহই আমার প্রিয়তর নয়। আমি মুহূর্ত্ত মাত্রও অর্জ্জুন শূন্য পৃথিবী অবলোকন করিতে সমর্থ হইব না। ফলত ধনঞ্জয় অবশ্যই কালি সংগ্রামে জয় লাভ করিবেন। আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের হিতার্থে অসংখ্য নাগাশ্ব সমবেত বীরগণকে, কর্ণ ও দুর্য্যোধনের সহিত পরাজয় ও সংহার করিব। ত্রিলোকের লোক কালি মহাযুদ্ধে আমার বল বিক্রম নিরীক্ষণ করুক। কালি সহস্র সহস্র ভূপাল, শত শত রাজপুত্র এবং অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিবে। আমি তোমার সমক্ষে পাণ্ডবগণের হিতার্থে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত কৌরব সৈন্য চক্র দ্বারা প্রমথিত ও নিপাতিত করিব। কালি দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ প্রভৃতি সকলেই অবগত হইবেন যে, আমি সব্যসাচীর কি রূপ সুহৃৎ। যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের দ্বেষ করে, সে আমার দ্বেষ্টা এবং যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের বশীভূত হয়, সে আমারও বশীভূত। ফলত তুমি অর্জ্জুনকে আমার শরীরার্দ্ধ বলিয়া স্থির করিয়া রাখ।

হে দারুক! এই রাত্রি প্রভাত হইলে তোমারে পূর্ব্বের ন্যায় আমার উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত করিয়া আমার সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিতে হইবে। তুমি রথ মধ্যে ছত্র, দিব্য কৌমোদকী গদা, শক্তি, চক্র, ধনু, শর প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার উপকরণ সংস্থাপিত এবং রথোপস্থে রথশোভী, বীর্য্যশালী গরুড়ের ধ্বজস্থান পরিকল্পিত করিয়া সূর্য্যাগ্নি সদৃশ প্রভা সম্পন্ন বিশ্বকর্ম্ম বিরচিত দিব্য কাঞ্চন জালে বিভূষিত বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব এই চারি অশ্ব রথে সংযোজন পূর্ব্বক স্বয়ং কবচ ধারী হইয়া অবস্থান করিও। ঋষভ রাগ পরিপূরিত পাঞ্চজন্য শংখের ভৈরব রব শ্রবণ মাত্র সত্বরে আমার নিকট আগমন করিবে। আমি এক দিনেই পৈতৃস্বসেয়ের ক্রোধ ও দুঃখ সমুদায় দূরীকৃত করিব। ধনঞ্জয় যাহাতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিতে পারেন, আমি সর্ব্ব প্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইব। হে সারথে! আমি কহিতেছি, ধনঞ্জয় যে যে ব্যক্তিরে সংহার করিতে যত্ন করিবেন, সেই সেই ব্যক্তিরেই মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইবে।

দারুক কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! আপনি যাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অবশ্যই জয় লাভ হইবে, কখনই পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনি যে প্রকার আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব। আজি অর্জ্জুনের জয় লাভের নিমিত্তই বিভাবরী সুপ্রভাত হইল।

অশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে অচিন্ত্য বিক্রম ধনঞ্জয় আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের চিন্তা ও ব্যাস দত্ত মন্ত্র স্মরণ করত নিদ্রাগত হইলে মহাতেজা বাসুদেব স্বপ্নে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেম বশত কোন কালে কোন অবস্থাতেই তাঁহারে দেখিয়া প্রত্যুত্থান করিতে ক্ষান্ত হইতেন না; সুতরাং এক্ষণেও প্রত্যুত্থান

করিয়া বাসুদেবকে আসন প্রদান করিলেন; কিন্তু স্বয়ং তৎকালে উপবেশনের অভিলাষ করিলেন না।

মহাতেজা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন; এ ক্ষণে উপবেশন করিয়া তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, পার্থ! কাল অতি দুর্জ্জয়; কাল সকল ভূতকেই অবশ্যম্ভাবি বিষয়ে নিয়োজিত করে, অতএব তুমি বিষণ্ণ হইও না। হে পুরুষোত্তম! তুমি কি নিমিত্ত বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছ? হে পণ্ডিতবর! তোমার শোক করা উচিত নয়; শোকে কার্য্য নাশ হয়, অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। শোক চেষ্টা হীন ব্যক্তির শত্রু। শোককারী ব্যক্তি শত্রুগণকে আনন্দিত ও মিত্রগণকে ক্ষীণ করে এবং স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়; অতএব শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

অপরাজিত অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার পুত্রহন্তা দুরাত্মা জয়দ্রথকে কালি সংহার করিব; কিন্তু মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সকলেই সেই প্রতিজ্ঞা বিঘাতার্থ সিন্ধুরাজকে পৃষ্ঠ ভাগে সংস্থাপিত করিয়া রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। দুরাত্মা জয়দ্রথ একাদশ অক্ষৌহিণীর হতাবশিষ্ট অতি দুর্জ্জয় সৈন্য ও মহারথগণে পরিবৃত হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎকার অতি দুঃসাধ্য হইবে। বিশেষত এ ক্ষণে দক্ষিণায়ন; দিবাকর অতি শীঘ্র অস্তে গমন করেন, অতএব বোধ হয়, আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। প্রতিজ্ঞা বিফল হইলে মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে জীবিত থাকিতে পারে? এক্ষণে আমার দুঃখ প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

বাসুদেব ধনঞ্জয়ের শোক হেতু শ্রবণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ও জয়দ্রথের বধ সাধনার্থ জলস্পর্শ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! দেবাদিদেব মহাদেব যাহা দ্বারা সমুদায় দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, যদি সেই সনাতন পাশুপত অস্ত্র তোমার স্মৃতিপথারূঢ় থাকে, তাহা হইলে কালি নিশ্চয়ই তাহা দ্বারা জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবে। আর যদি উহা বিস্মৃত হইয়া থাক, তবে মনে মনে সাবধানে মহাদেবের স্মরণ ও ধ্যান কর। তুমি তাঁহার ভক্ত, অবশ্যই তাঁহার প্রসাদে সেই মহৎ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে।

মহাত্মা অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর জলস্পর্শ করিয়া একাগ্র চিত্তে ভূমিতলে উপবেশন পূর্ব্বক মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুভ লক্ষণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সন্নিহিত হইলে ধনঞ্জয় দেখিলেন যে, আপনি কেশবের সহিত গগন মণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় কেশব তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলে তিনি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে সমাকীর্ণ, সিদ্ধচারণ সেবিত হিমালয়ের পবিত্র পাদ দেশে ও মণিমান্ পর্ব্বতে বায়ুবেগে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে উত্তর দিকে শ্বেত পর্ব্বত; কুবেরের বিহার প্রদেশস্থিত প্রফুল্ল সরসিজ সম্পন্ন সরোবর এবং পুষ্প ফল সঙ্কীর্ণ, দ্রুমরাজি বিরাজিত, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানাবিধ মৃগগণে পরিপূর্ণ, পবিত্র আশ্রম সম্পন্ন, মনোহর বিহগ সমূহে উপশোভিত, স্ফটিক সদৃশ অগাধ জল পরিপূর্ণ, নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গা ও কিন্নর গীত ধ্বনিত হেম রূপ্যময় শৃঙ্গে সুশোভিত কুসুমিত মন্দার বৃক্ষে সুবাসিত নানাবিধ ওষধিতে সন্দীপিত মন্দর পর্ব্বতের প্রদেশ প্রভৃতি অদ্ভুত দর্শন পদার্থ সকল অবলোকন করত সুচিক্কণ অঞ্জনরাশি সন্নিভ কাল পর্ব্বতে গমন

করিলেন। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মতুঙ্গ, বহুসংখ্যক নদী, জনপদ, সুশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, শর্য্যাতিবন, পবিত্র অশ্বশির স্থান, আথর্ব্বণের স্থান, বৃষদংশ পর্ব্বত, অপ্সরা ও কিন্নরগণে সমাকীর্ণ মহামন্দর শৈল এবং মনোহর প্রস্রবণ, সুবর্ণ ও নগর সমূহে শোভিত, চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রভা সম্পন্ন পৃথিবী ও বহুরত্নের আকর অদ্ভুতাকার সমুদ্র সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই রূপে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সহিত অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশে পর্য্যটন করত বিস্মিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ এক পর্ব্বত তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন তিনি সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, মহাত্মা বৃষভধ্বজ তথায় তপশ্চর্য্যায় ব্যাপৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এ রূপ তেজ যে, বোধ হয় সহস্র সূর্য্য একত্র দেদীপ্যমান হইতেছে। তাঁহার হস্তে শূল, মস্তকে জটা; পরিধান বল্কল ও অজিন এবং শরীর শ্বেতবর্ণ ও সহস্র লোচনে সুশোভিত। তাঁহার সঙ্গে পার্ব্বতী ও ভাস্বর ভূতগণ অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন গীত, কখন বাদ্য, কখন শব্দ, কখন হাস্য, কখন নৃত্য, কখন হস্ত পদাদির আস্ফালন, কখন আস্ফোটন, কখন বা চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার গাত্র পবিত্র গন্ধে সুবাসিত হইয়াছে এবং দিব্য ঋষি ও ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন।

ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব সেই শরাসনধারী ভূতনাথ ভবানীপতিরে অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পার্থের সহিত ক্ষিতিতলে মস্তকাবনমন করিলেন। যে মহাত্মা সকল লোকের আদি, অজন্মা, ঈশান, অব্যয়, মনের পরম কারণ, আকাশ ও বায়ু স্বরূপ, সমস্ত জ্যোতির আধার, পরপ্রকৃতি, দেব দানব যক্ষ ও মানবগণের সাধনীয়, যোগের আধার, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞদিগের আশ্রয়, চরাচরের স্রষ্টা ও প্রতিহর্ত্তা এবং ধীরত্ব ও প্রচণ্ডতার উদয় স্থান; সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম পদ লাভার্থী জ্ঞানিগণ যাঁহারে প্রাপ্ত হন এবং সংহার কালে যাঁহার কোপের উদয় হয়; বাসুদেব বাক্য, মন, বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারে বন্দনা করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহারে সকল ভূতের আদি এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কারণ জানিয়া ভূয়োভূয় অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এই রূপে উভয়ে সেই কারণ স্বরূপ, আত্ম স্বরূপ, মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব নর ও নারায়ণকে সমাগত দেখিয়া প্রসন্ন মনে সহাস্য বদনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, হে নরোত্তম বীরদ্বয়! তোমরা গাত্রোত্থান কর; তোমাদের ক্লেশ দূর হউক। তোমাদের মনের অভিলাষ শীঘ্র ব্যক্ত কর; যে কার্য্যের অনুরোধে আগমন করিয়াছ, আমি তাহা সম্পাদন করিব। তোমরা আপনাদের কল্যাণ প্রার্থনা কর; আমি তাহা প্রদান করিতেছি।

মহামতি বাসুদেব ও অর্জ্জুন মহাত্মা মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্থান ও অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক দিব্য বাক্যে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেনঃ— হে দেব! তুমি ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, উগ্র, কপর্দ্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শান্ত, ঈশান ও মখঘ্ন; তুমি অন্ধকঘাতী, কার্ত্তিকেয়ের পিতা, নীলগ্রীব ও বেধা; তুমি পিণাকী, হবিষ্য, সত্য, বিভু, বিলোহিত, ধূম্র, ব্যাধ ও অপরাজিত; তুমি নিত্য নীল শিখণ্ড, শূলধারী, দিব্য চক্ষু, হর্ত্তা, পাতা, ত্রিনেত্র ও বসুরেতা; তুমি অচিন্ত্য, অম্বিকানাথ, সর্ব্ব

দেবসুত, বৃষধ্বজ, মুণ্ড, জটিল ও ব্রহ্মচারী; তুমি সলিল মধ্যস্থ তপস্বী, ব্রহ্মণ্য, অজিত, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বব্যাপী, তুমি ভূতগণের সেবনীয়, প্রভু, ও বেদমুখ, তুমি সর্ব্ব, শঙ্কর ও শিব, তুমি বাক্যের পতি, প্রজাপতি, বিশ্বপতি ও মহতের পতি; তুমি সহস্রশিরা, সহস্রভুজ, সহস্রনেত্র, সহস্রপাদ ও অসংখ্যের কর্ম্মা, তুমি সংহর্ত্তা, হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্য কবচ, ও ভক্তানুকম্পী; তোমারে নমস্কার; হে প্রভো! আমাদিগের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।

হে মহারাজ! বাসুদেব ও অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের নিমিত্ত এই রূপ স্তব করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসন্ন মনে উৎফুল্ল নয়নে সমস্ত তেজোনিধান বৃষভধ্বজের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে বাসুদেব নিবেদিত স্বকৃত নিশার্হ নিত্য উপহার অবলোকন করিলেন এবং মনে মনে মহাদেব ও বাসুদেবকে পূজা করিয়া মহেশ্বরকে কহিলেন, হে দেব! আমি দিব্য অস্ত্র লাভ করিতে অভিলাষ করি।

মহাদেব ধনঞ্জয়ের অভিলাষ অবগত হইয়া সস্মিত বদনে তাঁহারে ও বাসুদেবকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে পুরুষোত্তম দ্বয়! আমি তোমাদিগের মনের অভিলাষ অবগত হইয়াছি; তোমরা যে কামনায় আগমন করিয়াছ, আমি অবিলম্বে তাহা প্রদান করিতেছি। এই স্থানের অতি সন্নিকটে এক অমৃতময় দিব্য সরোবর আছে, সেই সরসীতে দিব্য ধনু ও শর নিহিত রহিয়াছে, ঐ শর ও শরাসন দ্বারা আমি সংগ্রামে সুরারিগণকে সংহার করিয়াছিলাম। তোমরা সেই ধনুর্ব্বাণ আনয়ন কর।

তখন নর ও নারায়ণ তথাস্তু বলিয়া মহাদেবের পারিষদগণ সমভিব্যাহারে শত শত বিস্ময়কর দিব্য পদার্থ সমাকুল, পরম পবিত্র, সর্ব্বার্থ সাধক, সূর্য্যমণ্ডল সন্নিভ সেই বৃষভধ্বজ নির্দ্দিষ্ট সরোবরে গমন করিলেন। তাহার সলিলের অভ্যন্তরে দুইটি ভুজঙ্গ, তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল; একটি নিতান্ত ভীষণ এবং দ্বিতীয়টি সহস্র শীর্ষ ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, উহার সহস্র মুখ হইতে বিপুল অনল শিখা বিনির্গত হইতেছে। তখন বেদজ্ঞ ধনঞ্জয় ও বাসুদেব জল স্পর্শ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পরম যত্ন সহকারে মহাদেবকে স্মরণ ও অসংখ্য প্রণাম এবং শত রুদ্রীয় বেদ উচ্চারণ করিয়া সেই নাগ দ্বয়কে নমস্কার করত আরাধনা করিতে লাগিলেন।

তখন সেই মহাভুজগ দ্বয় ভগবান্ রুদ্রের মাহাত্ম্যে নাগরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুনাশন শর ও শরাসনের রূপ ধারণ করিল। মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া সেই প্রভা সম্পন্ন ধনু ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আনয়ন ও মহাদেবকে প্রদান করিলেন। তখন পিঙ্গলাক্ষ ধনলবর্ণ, তপস্যার আধার এক মহাবল পরাক্রান্ত ব্রহ্মচারী মহাদেবের পার্শ্ব হইতে বিনির্গত হইয়া সেই ধনু গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষিণ জংঘা প্রসার ও বাম পদ সংকোচ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া শর সমেত সেই শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্য বিক্রম ধনঞ্জয় তাঁহার মৌর্ব্বী আকর্ষণ, ধনুর্ধারণ ও পাদ সংস্থান অবলোকন এবং ভবমুখ নিঃসৃত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিলেন। তখন বলবান্ প্রভাবশালী ব্রহ্মচারী সেই সরোবরেই সেই শর ও শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। স্মৃতিমান্ অর্জ্জুন মহাদেবকে প্রসন্ন জানিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি পূর্ব্বে অরণ্যানী মধ্যে মহেশ্বরের নিকট

যে বর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম সেই বর এবং উঁহার সন্দর্শন সফল হউক। মহাদেব অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রীত মনে তাঁহারে ভীষণ পাশুপত অস্ত্র সমর্পণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ধার হও বলিয়া বর প্রদান করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয় পুনরায় ঈশ্বর হইতে দিব্য পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া আপনারে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়ে হৃষ্ট চিত্তে মহাদেবকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে জম্ভাসুর বধার্থী ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেমন মহাসুর নিপাতী মহেশ্বরের অনুমতি অনুসারে প্রীত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই রূপ তাঁহার অনুমতি লইয়া পরমানন্দে স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কৃষ্ণ ও দারুকের পরস্পর কথোপকথনে সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির জাগরিত হইলেন। পাণিস্বনিক, মাগধ, মাধুপর্কিক, বৈতালিক ও সুতগণ স্তবপাঠ, নর্ত্তকগণ নৃত্য, সুস্বর গায়কগণ কুরুবংশের স্তুতি যুক্ত মধুর সংগীত এবং সুনিপুণ সুশিক্ষিত হৃষ্ট স্বভাব বাদ্যকরগণ মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, শংখ ও দুন্দুভি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন করিতে লাগিল। মহামূল্য শয্যায় শয়ান মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই মেঘনির্ঘোষ সদৃশ গগনস্পর্শী মহাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্নানগৃহে গমন করিলেন। তখন স্নাত, শ্বেতাম্বরধারী তরুণ বয়স্ক অষ্টাধিক শত স্নাপক পরিপূর্ণ কাঞ্চন কুম্ভ সমুদায় লইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির লঘু বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নৃপাসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রপূত চন্দন জলে স্নান করিলেন। সুশিক্ষিত বলবান্ ভৃত্যগণ কষায় দ্রব্যে তাঁহার গাত্র মার্জ্জিত ও পরিশেষে অধিবাসিত সুগন্ধি জলে ধৌত করিয়া দিল। তিনি জলশোষণের নিমিত্ত মস্তকে রাজহংস সন্নিভ শুভ্র উষ্ণীষ বেষ্টন করিলেন। তৎপরে অঙ্গে মনোহর চন্দন লেপন, মাল্য ধারণ ও বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করত সাধুগণের পদ্ধতি অনুসারে জপ সমাপন করিয়া বিনীত ভাবে প্রদীপ্ত অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পবিত্র সমেত সমিধ ও মন্ত্রপূত আহুতি দ্বারা অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করিলেন। তথায় বেদজ্ঞ, বেদব্রত, স্নাত, দীক্ষান্ত স্নাত, অনুচর সহস্র সমবেত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ও আট সহস্র গৌরী গর্ভজাত তনয়কে নিরীক্ষণ করিয়া মধু, ঘৃত, ফল, পুষ্প ও দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য দ্বারা তাঁহাদিগের স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক এক এক ব্রাহ্মণকে এক এক কাঞ্চন নিষ্ক, অলঙ্কৃত এক শত অশ্ব, বস্ত্র, অভিলষিত দক্ষিণা ও দোহনশীল সবৎস হেমশৃঙ্গ রৌপ্যখুর কপিলা ধেনু প্রদান এবং প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বস্তিক, বর্দ্ধমান ও কাঞ্চনময় নন্দ্যাবর্ত্ত গৃহ, মাল্য, জলকুম্ভ, প্রজ্বলিত হুতাশন, পরিপূর্ণ অক্ষত পাত্র, মাঙ্গল্য দ্রব্য, রোচনা, অলঙ্কৃত সুলক্ষণ কামিনীগণ, দধি, ঘৃত, মধু, জল ও মাঙ্গল্য পক্ষী প্রভৃতি পূজিত দ্রব্য সকল দর্শন ও স্পর্শ করিয়া বাহ্য কক্ষায় আগমন করিলেন। তথায় তাঁহার পরিচারকগণ সুবর্ণময়, মুক্তা ও বৈদূর্য্য মণি মণ্ডিত, মনোহর আস্তরণে আস্তীর্ণ, উত্তরচ্ছদ সমেত, বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত, সর্ব্বতোভদ্র আসন আনয়ন করিল। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই আসনে

উপবেশন করিলে তাঁহার শুভ্রবর্ণ মহামূল্য ভূষণ সমুদায় সমানীত হইল। তিনি মুক্তাভরণে সুসজ্জিত হইলে তাঁহার রূপ শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন হইয়া উঠিল। ভৃত্যগণ শশধরের ন্যায় পাণ্ডুর সুবর্ণ দণ্ড-মণ্ডিত চামর গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বীজন করিতে আরম্ভ করিলে তিনি চপলা বিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে স্তাবকগণ স্তব, বন্দিগণ বন্দনা ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় বন্দিগণের ঘোরতর শব্দ, রথসমূহের নেমি শব্দ ও অশ্বগণের খুর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং গজঘণ্টা নিনাদ, শঙ্খ নিস্বন ও মানবগণের পদ শব্দে পৃথিবী যেন কম্পিত হইতে লাগিল।

ক্ষণকালের মধ্যে সমুদায় শব্দ তিরোহিত হইলে কুণ্ডলধারী বদ্ধখড্গ সন্নদ্ধকবচ তরুণ বয়স্ক দ্বারবান্ অভ্যন্তরে আগমন পূর্ব্বক জানু দ্বারা ভূতলে অবস্থান ও মস্তক দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া হৃষীকেশের আগমন সংবাদ নিবেদন করিল। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম পূজিত মাধবের নিমিত্ত আসন ও অর্ঘ আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারে প্রবেশিত ও বরাসনে উপবেশিত করিয়া স্বাগত প্রশ্ন ও বিধিবৎ পূজা করিতে লাগিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনকে প্রত্যভিনন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি ত সুখে রজনী অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার জ্ঞান সকলও প্রসন্ন হইয়াছে? মহাত্মা বাসুদেবও তাঁহারে সেই রূপ প্রশ্ন করিলেন। অনন্তর দৌবারিক যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্ব্বক করপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! বীরগণ সমুপস্থিত হইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীরগণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবেশিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন বিরাট্ ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, চেদিপতি ধৃষ্টকেতু, মহারথ দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কৈকেয়গণ, কুরুকুল সম্ভূত যুযুৎসু, পাঞ্চালনন্দন উত্তমৌজা, সুবাহু, যুধামন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নির্ম্মল আসনে উপবেশন করিলেন। মহাত্মা মহাদ্যুতি মহাবল বীর্য্যশালী কৃষ্ণ ও সাত্যকি একাসনে সমাসীন হইলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির সেই সকল ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে কমললোচন কৃষ্ণকে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমরা সেই রূপ একমাত্র তোমারে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে জয় ও সনাতন সুখ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদিগের রাজ্য নাশ, শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান ও নানাবিধ ক্লেশ, সকলই অবগত আছ। হে সর্ব্বেশ! হে ভক্তবৎসল! হে মধুসূদন! আমাদের সকলেরই সুখ ও যুদ্ধে গমন তোমাতেই নির্ভর করিতেছে। এ ক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আমার মন যেন তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকে এবং তোমার প্রসাদে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা যেন সফল হয়। হে বার্ষ্ণেয়! আজি তুমি তরণী স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে দুঃখ ও ক্রোধ রূপ মহার্ণব হইতে উদ্ধার কর। সারথি যত্ন করিলে যুদ্ধে যে রূপ কার্য্য করিতে পারে, রিপু বধোদ্যত রথী কদাচ সে রূপ করিতে পারেন না। অতএব হে শঙ্খ চক্র গদাধর! এই অতলস্পর্শ কুরুসাগরে নিমগ্ন তরণীহীন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। তুমি আপদ্

কালে বৃষ্ণিগণকে যে রূপ পরিত্রাণ করিয়া থাক, সেই রূপ আমাদিগকেও এ ক্ষণে পরিত্রাণ কর। হে দেবদেবেশ! হে সনাতন! হে ক্ষেমঙ্কর! হে বিষ্ণু! হে জিষ্ণু! হে হরি! হে কৃষ্ণ! হে বৈকুণ্ঠ! হে পুরুষোত্তম! তোমারে নমস্কার। নারদ তোমারে পুরাতন ঋষি, বরদ, শার্ঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তুমি তাঁহার বাক্য সার্থক কর।

ধর্ম্মরাজ সভামধ্যে এই কথা কহিলে বাগ্মী বাসুদেব মেঘ গম্ভীর শব্দে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় যে প্রকার ধনুর্দ্ধর, বীর্য্যবান্, অস্ত্র সম্পন্ন, রণবিখ্যাত, অমর্ষী ও তেজস্বী, অমর লোকেও কেহ সে রূপ নাই। সেই তরুণবয়স্ক বৃষস্কন্ধ দীর্ঘবাহু সিংহগতি মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার শত্রুগণকে সংহার করিবেন। আমিও অর্জ্জুনের ন্যায় দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজি মহাবল অর্জ্জুন সেই পাপকর্ম্মা ক্ষুদ্রস্বভাব সৌভদ্রঘাতী জয়দ্রথকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ধরাতল হইতে অপসারিত করিবেন। গৃধ, শ্যেন ও প্রচণ্ড গোমায়ু প্রভৃতি নরমাংস লোলুপ হিংস্র জন্তুগণ তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে। অধিক কি বলিব, যদি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন, তথাপি আজি সঙ্কুল যুদ্ধে তাহারে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমরাজের রাজধানী গমন করিতে হইবে। হে ধর্ম্মরাজ! আজি ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার নিকট আগমন করিবেন, আপনি বিশোক, বিজ্বর ও ঐশ্বর্য্যশালী হউন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষে তাঁহাদের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ প্রীত প্রফুল্লচিত্তে আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া বাহু দ্বারা তাঁহারে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক সস্মিত বদনে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার যে রূপ কান্তি এবং জনার্দ্দন আমাদের প্রতি যেরূপ প্রসন্ন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যুদ্ধে তোমারই জয় লাভ হইবে। তখন ধনঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক, আমি কেশবের প্রসাদে অতি আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছি। মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া সুহৃদ্গণকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত স্বপ্নে শিব সমাগমের বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা তৎশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মস্তক দ্বারা ধরাতল স্পর্শ পূর্ব্বক দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ সমুদয় সুহৃদ্গণকে সংগ্রামে গমন করিতে আদেশ করিলে, তাঁহারা তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে ত্বরমান, সুসংরব্ধ ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি বাসুদেব ও ধনঞ্জয় রাজারে অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দুরাধর্ষ সাত্যকি ও বাসুদেব এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন নিবেশনে উপনীত হইলেন। তথায় বাসুদেব সারথির ন্যায় ধনঞ্জয়ের বানরধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। মেঘ গম্ভীর নির্ঘোষ তপ্তকাঞ্চন প্রভা সম্পন্ন সেই উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত হইয়া তরুণ দিবাকরের ন্যায়

শোভা ধারণ করিল। অনন্তর ধনঞ্জয়ের আহ্নিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ধনঞ্জয়! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কিরীট, হেমবর্ম্ম, শরাসন ও শর ধারণ পূর্ব্বক রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তপঃপরায়ণ, বিদ্যা সম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধ, ক্রিয়াশালী জিতেন্দ্রিয়গণ জয়বাদ পূর্ব্বক তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সুমেরু শৃঙ্গে দিবাকরের যে রূপ শোভা হয়, কাঞ্চনমণ্ডিত রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় সেই জৈত্রে ও সাংগ্রামিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া সেই রূপ শোভা ধারণ করিলেন। যেমন অশ্বিনী কুমার যুগল স্বর্যাতির যজ্ঞে আগমন কালে ইন্দ্রের সহিত রথারোহণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ যুযুধান ও জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সহিত রথারূঢ় হইলেন। বৃত্রাসুর বধার্থ গমন কালে মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ সারথি শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ ধনঞ্জয়ের অশ্বরশ্মি ধারণ করিলেন। শশধর যেমন তিমির নাশের নিমিত্ত বুধ ও শুক্রের সহিত গমন করেন, ইন্দ্র যেমন তারা নিমিত্তক যুদ্ধে বরুণ ও সূর্য্যের সহিত গমন করিয়াছিলেন, সেই রূপ ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজাকে বধ করিবার নিমিত্ত সাত্যকি ও কৃষ্ণের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। বাদকগণ বাদিত্র শব্দ এবং সূত ও মাগধগণ মাঙ্গল্য স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। জয়াশীর্ব্বাদ, পুণ্যাহ ধ্বনি এবং সূত ও মাগধগণের স্তুতি নিনাদ বাদ্য ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল, ঐ সময় পুণ্যগন্ধবাহী শুভ সমীরণ পাণ্ডবগণকে হর্ষিত ও তাঁহাদের অরাতিগণকে শোষিত করিয়া অর্জ্জুনের অনুকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং জয় সূচক বিবিধ শুভ নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল।

ধনঞ্জয় জয় লাভের লক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিরে কহিলেন, হে যুযুধান! আজি যে রূপ নিমিত্ত সকল অবলোকন করিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার জয় লাভ হইবে। অতএব জয়দ্রথ আমার বীর্য্য প্রভাবে যমলোকে গমন করিবার নিমিত্ত যে স্থানে অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানে গমন করিব। কিন্তু জয়দ্রথকে বধ করা যেমন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাও সেই রূপ নিতান্ত আবশ্যক, অতএব আজি রাজার রক্ষার্থে তোমায় নিযুক্ত করিলাম। আমি তাঁহারে যে প্রকার রক্ষা করিয়া থাকি, তুমিও সেই প্রকার রক্ষা করিবে সন্দেহ নাই। তোমারে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে, এমন লোক নয়নগোচর হয় না। তুমি যুদ্ধে বাসুদেবের সমান; ইন্দ্রও তোমারে জয় করিতে সমর্থ নহেন। তুমি বা মহারথ প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথকে বধ করিতে পারি। আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। যে স্থানে আমি বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করি, সেখানে কখনই বিপদ্ হয় না। অতএব তুমি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত না হইয়া সাধ্যানুসারে রাজারে রক্ষা করিও, অরাতি নিপাতন সাত্যকি অর্জ্জুনের বাক্যে স্বীকার করিয়া অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

প্রতিজ্ঞা পর্ব্ব সমাপ্ত।

জয়দ্রথবধ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ অভিমন্যু শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পর দিন কি করিলেন? আমাদের পক্ষীয় কোন কোন বীর পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? কৌরবগণ অরাতি নিপাতন সব্যসাচীর অসাধারণ কার্য্য সকল অবগত থাকিয়াও কিরূপে তাদৃশ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নির্ভয়ে অবস্থান করিলেন? পুত্র শোক সন্তপ্ত কালান্তক যমোপম কপিধ্বজ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে শরাসন বিধূনন করত সংগ্রাম স্থলে আগমন করিলে অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ কি প্রকার তাঁহারে নিরীক্ষণ করিলেন এবং নিরীক্ষণ করিয়াই বা কি করিলেন? আর সংগ্রাম স্থলে দুর্য্যোধনেরই বা কি অবস্থা ঘটিয়াছে? হে সঞ্জয়! এই সমুদায় বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

আজি আর আনন্দ ধ্বনি আমার শ্রবণগোচর হইতেছে না। জয়দ্রথের ভবনে যে সকল মনোহর শ্রুতি মধুর ধ্বনি হইত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। আজি আমার পুত্রগণের শিবির হইতে সূত ও মাগধগণের স্তুতিপাঠ এবং নর্ত্তকগণের শব্দ আমার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিতেছে না। কৌরবগণের যে বীরনাদে আমার কর্ণকুহর নিরন্তর নিনাদিত হইত, আজি তাঁহারা দীনভাবাপন্ন হওয়াতে সেই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আমি পূর্ব্বে সত্যধৃতি সোমদত্তের নিবেশনে আসীন হইলেই মধুর শব্দ শ্রবণ করিতাম; কিন্তু আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। হে সঞ্জয়! এই সমুদায়ই আমার পরিদেবনের কারণ, হায়! আমি কি পুণ্যহীন! আজি পুত্রগণের নিবেশন নিরুৎসাহ ও আর্ত্তস্বরে নাদিত নিরীক্ষণ করিতেছি! বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও অন্যান্য পুত্রগণের তাদৃশ বীরনাদ আর শ্রুতিগোচর হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া যাঁহার উপাসনা করেন, যে মহাধনুর্দ্ধর আমার পুত্রগণের প্রধান অবলম্বন, যিনি বিতণ্ডা, আলাপ, সংলাপ ও বিবিধ মনোহর গীত বাদ্য দ্বারা দিবা রাত্র কালযাপন করিতেন এবং কৌরব, পাণ্ডব ও সাত্বতগণ সতত যাঁহার উপাসনা করিত, আজি সেই অশ্বত্থামার গৃহে পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ হইতেছে না। যে সকল গায়ক ও নর্ত্তক মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামারে নিরন্তর উপাসনা করিত, আজি তাহাদের শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। বিন্দ ও অনুবিন্দের শিবিরে সায়ং সময়ে যে মহা ধ্বনি হইত এবং কৈকয়গণের শিবিরে আনন্দিত স্বভাব সৈন্যগণ নৃত্য কালে যে মহান্ তাল ও গীত ধ্বনি করিত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। যে সকল যাজক যজ্ঞ করিতে করিতে শ্রুতনিধি ভূরিশ্রবার উপাসনা করিতেন, আজি তাঁহাদিগের শব্দ শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্যের গৃহে অবিরত মৌর্ব্বী ধ্বনি, বেদ ধ্বনি এবং তোমর, অসি ও রথ ধ্বনি হইত, আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। নানা দেশীয় গীত ও বাদিত্র ধ্বনিও আজি অন্তর্হিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! মহাত্মা জনার্দ্দন যে সময়ে সকল লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ সন্ধি স্থাপনের অভিলাষে বিরাট নগর হইতে আগমন করিলেন। আমি তখন মূর্খ দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম যে, দুর্য্যোধন! এই সময় কৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর।

আমার মতে সন্ধি সংস্থাপন সময়োচিতই হইতেছে; অতএব আমার বাক্য লঙ্ঘন করিও না। মহাত্মা বাসুদেব তোমার হিতার্থেই সন্ধি প্রার্থনা করিতেছেন; যদি তুমি তাঁহারে প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে সংগ্রামে কদাচ তোমার জয়লাভ হইবে না। হে সঞ্জয়! আমি এই রূপে বারংবার দুর্য্যোধনকে সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু ঐ কুলাঙ্গার কালপরিপাক বশত আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক কর্ণ ও দুঃশাসনের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কেশবকে প্রত্যাখ্যান করিল। আর দেখ দ্যূত ক্রীড়ায় আমার বা মহাত্মা বিদুর, জয়দ্রথ, ভীষ্ম, শল্য, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয়, অশ্বত্থামা, কৃপ ও দ্রোণের আমাদের কাহারও সম্মতি ছিল না। আমার পুত্র যদি তৎকালে আমাদের মতের অনুবর্ত্তন করিত, তাহা হইলে চিরজীবী হইয়া জ্ঞাতি ও মিত্রের সহিত নিরাপদে পরম সুখে কালযাপন করিত।

আমি তাহারে আরও কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ স্নিগ্ধ স্বভাব, মধুরভাষী, প্রিয়ংবদ, কুলীন, মান্য ও প্রাজ্ঞ, তাহারা অবশ্যই সুখ লাভ করিবে। ধর্ম্মের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি থাকে, তিনি ইহ লোকে সকল সময়ে সর্ব্বত্র সুখ সম্ভোগ এবং পরকালে কল্যাণ ও প্রসন্নতা লাভ করেন। সামর্থ্যসম্পন্ন পাণ্ডবগণ পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ ভোগ করিবার উপযুক্ত। এই কুরুকুলোপভুক্ত সমুদ্রবেষ্টিত ভূমণ্ডলে তোমাদের ন্যায় তাহাদেরও অধিকার আছে। আর তাহারা রাজ্য লাভানন্তর ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কদাচ তোমাদিগকে অভিভব করিবে না; ধর্ম্মের অনুগত হইয়াই অবস্থান করিবে। আমার জ্ঞাতিগণ, শল্য, সোমদত্ত, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিকর্ণ, বাহ্লীক, কৃপ ও অন্যান্য মহাত্মা ভরতবংশীয়গণ তোমার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যে সকল হিতকর কথা কহিবেন, তাহারা অবশ্যই তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে আচরণ করিবে। কেহই পাণ্ডবগণকে তোমার বিপক্ষতাচরণে অনুরোধ করিবে না। যদিও করে তাহাও কোন কার্য্যকারক হইবে না; কারণ কৃষ্ণ কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। পাণ্ডবগণ তাঁহার অনুগত, আর আমি ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণকে ধর্ম্মানুগত বাক্য কহিলে তাহারা তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না।

হে সঞ্জয়! আমি বিলাপ সহকারে অনেক বার দুর্য্যোধনকে এই রূপ কহিয়াছিলাম, কিন্তু সে মূঢ় কাল প্রেরিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিল না! অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আমাদের আর নিস্তার নাই। দেখ, যে সংগ্রামে মহাবীর বৃকোদর, অর্জ্জুন, বৃষ্ণিবীর সাত্যকি, পাঞ্চালাধিপতি উত্তমৌজা, দুর্জ্জয় যুধামন্যু, দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত শিখণ্ডী, সোমকতনয় ক্ষত্রধর্ম্মা, কেকয় দেশীয় ভূপতিগণ, চৈদ্য, চেকিতান, কাশ্যের পুত্র বিভু, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ এবং পুরুষ প্রধান নকুল ও সহদেব যোদ্ধা এবং মহামতি মধুসূদন মন্ত্রী, কোন জীবিতার্থী ব্যক্তি সে সময়ে সম্মুখীন হইতে সাহস করিতে পারে? ফলত দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন ভিন্ন আমাদের পক্ষীয় আর কোন বীরই সংগ্রামে অরাতিগণ নিক্ষিপ্ত নিশিত শর নিকর সহ্য করিতে সমর্থ নহে। হে সঞ্জয়! ভগবান মধুসূদন যাহাদের অশ্বরাশ্মি ধারণ করেন, বর্ম্মধারী অর্জ্জুন যাহাদের যোদ্ধা, কখনই তাহাদিগের পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমার মুখে ভীষ্মের ও দ্রোণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বোধ করিতেছি যে, এ ক্ষণে আমার পুত্রগণ দীর্ঘদর্শী মহাত্মা বিদুরের পূর্ব্বোক্ত বাক্য সফল

হইতেছে দেখিয়া এবং নির্ব্বোধ দুর্য্যোধন আমার সেই বিলাপ স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতেছে। শৈলের ও অর্জ্জুনের শরে সৈন্যগণকে অভিভূত ও রথ সকল বীরশূন্য সন্দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই আমার পুত্রেরা বিষাদার্ণবে নিমগ্ন হইতেছে। হিমাত্যয়ে সমীরণ সহায় হুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণ সকল দগ্ধ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমার সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে।

হে সঞ্জয়! অর্জ্জুন তনয় অভিমন্যু রণে নিহত হইলে তোমাদিগের অন্তঃকরণ কি রূপ হইয়াছিল? মহাবীর গাণ্ডীবধন্বার অপকার করিয়া তাহার ক্রোধবেগ সহ্য করে আমাদের পক্ষে এমন কেহই নাই। হায়! লোভপরতন্ত্র, দুর্ব্বুদ্ধি, ক্রোধবিকৃতাত্মা, রাজ্যলোলুপ দুর্য্যোধনের দুর্নীতি নিবন্ধনই আমার সমুদায় পুত্রেরা এই বিপদে নিপতিত হইয়াছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে অভিমন্যু বধানন্তর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, সৌবল ও কর্ণ ইহারা এই বিষম বিপত্তি সময়ে কি রূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিল এবং দুর্ব্বুদ্ধি-দুর্য্যোধন তৎকালে সুনীতি বা দুর্নীতির অনুবর্ত্তী হইল; তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিল, মহারাজ! যুদ্ধ সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে; আমি তৎসমুদায় বর্ণন করিতেছি, আপনি সুস্থির হইয়া শ্রবণ করুন। আপনার দুর্নীতি নিবন্ধনই এই বিষম ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন্! বিগত সলিল প্রদেশে সেতু বন্ধন যেমন কোন ফলোপধায়ক হয় না, আপনকার অনুতাপও এ ক্ষণে সেই রূপ নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে, অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। কৃতান্তের অদ্ভুত নিয়ম অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি পূর্ব্বে কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির ও স্বীয় পুত্রগণকে দ্যূত হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে ক্রুদ্ধ কুরু পাণ্ডবদিগকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি পূর্ব্বে কৌরবগণকে অবাধ্য দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সংহারে আদেশ করিতেন, অথবা যদি ঐ দুরাত্মারে সৎপথে সংস্থাপন পূর্ব্বক পিতার উচিত কার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে কখনই আপনারে এই দারুণ ব্যসনে নিমগ্ন হইতে হইত না; এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, বৃষ্ণি ও অন্যান্য ভূপালগণও আপনার বুদ্ধি ব্যভিচার জানিতে পারিতেন না। হে রাজন্! আপনি ইহ লোকে বিজ্ঞতম বলিয়া প্রথিত আছেন, তবে কি নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির মতাবলম্বী হইলেন? অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আপনি নিতান্ত বিষয়াসক্ত, এ ক্ষণে আপনার এই বিলাপ বাক্য বিষমিশ্রিত মধু বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মহাত্মা মধুসূদন পূর্ব্বে আপনারে যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও সমধিক সম্মান করিতেন কিন্তু যে অবধি আপনারে অধার্ম্মিক বলিয়া জানিয়াছেন, সেই অবধি আর তাদৃশ সম্মান করেন না। হে মহারাজ! আপনার কুসন্তানগণ পাণ্ডবগণের প্রতি যার পর নাই কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেও আপনি তৎকালে পুত্রগণের রাজ্য কামনায় সে সমুদায় অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে আপনারে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। আপনি তৎকালে পাণ্ডবগণকে বঞ্চনা করিয়া পিতৃ পৈতামহোপভুক্ত রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে সেই পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত সমুদায় ভূমণ্ডল উপভোগ করুন। পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু কৌরবগণের বিপক্ষাপহৃত রাজ্য ও যশ প্রত্যুদ্ধৃত করিয়া-

ছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহা অপেক্ষা সর্ব্বাধিক যশোলাভ করিয়া রাজ্য করেন; কিন্তু এ ক্ষণে আপনি রাজ্যলোভ বশত তাঁহাদিগকে পৈতৃক রাজ্য চ্যুত করিয়া তাঁহাদের যশ বিলুপ্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, এ ক্ষণে যুদ্ধকালে পুত্রদিগকে তিরস্কার ও তাহাদের দোষ কীর্ত্তন করা আপনার কর্ত্তব্য নয়। কৌরবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ জীবন নিরপেক্ষ হইয়া অগাধ পাণ্ডব সৈন্য সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতেছেন। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সাত্যকি ও বৃকোদর যে সকল সৈন্যের রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, কৌরবগণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে সাহসী হইতে পারে? অর্জ্জুন যাহাদিগের যোদ্ধা, জনার্দ্দন যাহাদিগের মন্ত্রী এবং সাত্যকি ও বৃকোদর যাহাদিগের রক্ষিতা; কৌরবগণ বা তাঁহাদের বশবর্ত্তী বীরগণ ব্যতীত আর কোন ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তি সেই পাণ্ডবগণের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয়? ফলত ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী অনুরক্ত ব্যক্তিগণ যাহা করিতে পারে, কৌরব পক্ষীয় বীরগণ প্রাণপণে তাহাই করিতেছে, কোন অংশে ক্রটি করিতেছে না। যাহা হউক, এ ক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত কুরুদিগের যে রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই রজনী প্রভাত হইলে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সৈন্য সমুদায় লইয়া ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অমর্ষপূর্ণ সৈন্যগণের নানা প্রকার কোলাহল শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে অনেকে শরাসন বিস্ফারণ এবং কেহ কেহ জ্যা পরিমার্জ্জন ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ধনঞ্জয় কোথায় বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ কোষ নিষ্কাশিত সুনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট মুষ্টি সম্পন্ন আকাশ সন্নিভ নিশিত অসি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; সহস্র সহস্র বীর সংগ্রাম করিবার মানসে অসিমার্গে ও শরাসনমার্গে বিচরণ পূর্ব্বক শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ চন্দন দিগ্ধ স্বর্ণ ও হীরকে বিভূষিত ঘণ্টা সংযুক্ত গদা উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলমদে উন্মত্ত হইয়া উচ্ছ্রিত ইন্দ্র ধ্বজ সদৃশ পরিঘ দ্বারা আকাশমার্গ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল এবং অনেকে সংগ্রাম মানসে বিচিত্র মাল্যে বিভূষিত হইয়া নানা প্রহরণ ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন কোথায়, মানী ভীমসেন কোথায়, কৃষ্ণ কোথায়, এবং তাঁহাদের সুহৃদ্বর্গই বা কোথায় বলিয়া মহা আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শঙ্খনিনাদ ও স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রবল বেগে পরিভ্রমণ করত ব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমরোৎসাহী দ্রোণ সৈন্যগণ যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইলে জয়দ্রথকে কহিলেন, হে সিন্ধুরাজ! তুমি সৌমদত্তি, মহারথ কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন, কৃপ, এক লক্ষ অশ্ব, ষড়যুত রথ, চতুর্দ্দশ সহস্র মত্ত হস্তী ও এক বিংশতি সহস্র বর্ম্মধারী পদাতি লইয়া আমার ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থান কর। তথায় পাণ্ডবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমারে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন না; অতএব তুমি আশ্বাসিত হও। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্রোণের বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া গান্ধার দেশীয় মহারথ ও বর্ম্মধারী পাশপাণি অশ্বারোহিগণ সমভিব্যাহারে

দ্রোণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। চামরালঙ্কৃত সুবর্ণ বিভূষিত ত্রিসহস্র সিন্ধুদেশীয় অশ্ব ও সপ্ত সহস্র অন্য বিধ অশ্ব তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ সুনিপুণ আরোহি সমারূঢ় বর্ম্মধারী ভীষণাকার সার্দ্ধসহস্র মত্তমাতঙ্গ লইয়া যুদ্ধার্থে সমুদায় সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিন্ধুরাজের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত অগ্রগামী সৈন্যগণের মধ্যে রহিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য ভূপতি এবং বহুসংখ্য রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি দ্বারা এক ব্যূহ রচনা করিলেন। ঐ ব্যূহের পূর্ব্বার্দ্ধ শকটাকার ও পশ্চার্দ্ধ চক্রাকার। উহার দৈর্ঘ চতুর্বিংশতি ক্রোশ ও পশ্চার্দ্ধের বিস্তৃতি দশ ক্রোশ। মহাবীর দ্রোণ ঐ ব্যূহের পশ্চার্দ্ধস্থিত পদ্মাকৃতি ব্যূহমধ্যে সূচী নামে দুর্ভেদ্য গূঢ় এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ধনুর্দ্ধারী মহাবীর কৃতবর্ম্মা সূচীমুখে সমবস্থিত হইলেন, কৃতবর্ম্মার পশ্চাৎ কাম্বোজ ও জলসন্ধ এবং তৎপশ্চাৎ রাজা দুর্য্যোধন ও কর্ণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। শতসহস্র যুদ্ধ বিশারদ বীরপুরুষ শকটের অগ্রভাগ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ জয়দ্রথ অসংখ্য সৈন্যের সহিত তাহাদের সকলের পশ্চাৎ সেই সূচীনামক গূঢ় ব্যূহের পার্শ্বে. অবস্থান করিলেন। মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য শ্বেতবর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ ধারণ পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় শকটের মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভোজ ভূপতি দ্রোণের পশ্চাৎ সমবস্থিত হইলেন। মহাবীর দ্রোণ স্বয়ং তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের রক্তাশ্বযুক্ত রথ এবং বেদী ও কৃষ্ণাজিন সম্পন্ন ধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই দ্রোণ নির্ম্মিত ক্ষুব্ধার্ণবসদৃশ অদ্ভুত ব্যূহ অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সমুদায় প্রাণিগণের বোধ হইল যে, এই ব্যূহ, শৈল সাগর ও অরণ্য সমাকুল বিবিধ জনপদ পূর্ণ এই পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারে। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই অসংখ্য রথী, পদাতি, অশ্ব ও নাগে সমাকীর্ণ, ভয়ঙ্কর, অরাতিগণের হৃদয়ভেদকারী অদ্ভুত শকট ব্যূহ অবলোকন করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে সৈন্য সমুদায় যথা স্থানে সংস্থাপিত হইলে সংগ্রাম স্থলে ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। সেনাগণের গভীর গর্জ্জন বাদিত্রের নিস্বন ও শঙ্খের ভীষণ শব্দে সমরক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল এবং ভরতবংশীয় বীরগণ ক্রমে ক্রমে সমরস্থল আচ্ছাদিত করিলেন। হে মহারাজ! সেই ভীষণ সমরে সব্যসাচী অর্জ্জুন রণক্ষেত্রে লক্ষিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ বায়স ক্রীড়া করিতে লাগিল। আমাদের সেনাগণের দক্ষিণপার্শ্বে অশিব দর্শন শিবা ও ঘোর দর্শন অন্যান্য পশুগণ ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সেই ভয়াবহ সময়ে সহস্র সহস্র নির্ঘাত ধ্বনিও উত্থিত হইতে লাগিল। সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হইল, সনির্ঘাত রুক্ষ বায়ু মহাবেগে কর্কর সমুদায় সঞ্চালন করত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তখন নকুল পুত্র সুবিজ্ঞ শতানীক ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব সৈন্যের ব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়

আপনার পুত্র দুর্মর্ষণ সহস্র রথ, শত হস্তী, ত্রিসহস্র অশ্ব ও দশসহস্র পদাতি দ্বারা সার্দ্ধ সহস্র ধনু পরিমিত ভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে ছিলেন। তিনি গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, হে বীরগণ! বেলা যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, সেই রূপ অদ্য আমি গাণ্ডীবধারী যুদ্ধদুর্মদ প্রতাপশালী অর্জ্জুনকে নিবারণ করিব। আজি তোমরা সংগ্রামে অমর্ষশীল ধনঞ্জয়কে প্রস্তরে সংলগ্ন পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় অবলোকন করিবে। হে যুদ্ধাভিলাষী রথিগণ! তোমাদের কাহারও যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি একাকী পাণ্ডব পক্ষীয় সমুদায় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বীয় যশ ও মান বর্দ্ধন করিব। ধনুর্দ্ধারী মহামতি দুর্মর্ষণ এই বলিয়া ধনুর্দ্ধরগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র কবচ সুবর্ণময় কিরীট, শুভ্র মাল্য, শুভ্র বসন, উত্তম অঙ্গদ ও মনোহর কুণ্ডলে বিভূষিত, খড়্গধারী, উত্তম রথারূঢ় নারায়ণ সহায় নিবাত কবচ নিহন্তা মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্মর্ষণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া গাণ্ডীব বিধূনন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারে অমর্ষণ অন্তকের ন্যায়, বজ্রধারী বাসবের ন্যায়, কালপ্রেরিত দণ্ডপাণি যমের ন্যায়, অক্ষোভ্য শূলপাণির ন্যায়, পাশধারী বরুণের ন্যায়, প্রজা সংজিহিষু যুগান্ত কালীন হুতাশনের ন্যায় ও সমুদিত দিনকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি কৌরব সৈন্যের সম্মুখে রথ সংস্থাপন পূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদনও অশঙ্কিত চিত্তে শঙ্খপ্রধান পাঞ্চজন্য প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুনের শঙ্খ নিনাদে সেনাগণ রোমাঞ্চিতগাত্র, কম্পিত কলেবর ও বিচেতন প্রায় হইল। যেমন অশনি নিস্বনে সমুদায় প্রাণী শঙ্কিত হয়, সেই রূপ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খনাদে সমস্ত সৈন্য ভীত হইয়া উঠিল। বাহন সকল মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই দারুণ শঙ্খনাদে সমুদায় বাহন ও সৈন্যগণ উদ্বিগ্ন হইল। কেহ কেহ ভয়ে সংজ্ঞাহীন হইল এবং অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! তখন অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত কপি তত্রত্য অন্যান্য জন্তুগণের সহিত মুখব্যাদান পূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া মহাশব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে পুনরায় শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক প্রভৃতি নানা প্রকার হর্ষজনক বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। বাদিত্র নিস্বন, সিংহনাদ, আস্ফোট ও মহারথগণের চীৎকারে সংগ্রাম স্থল পরিপূর্ণ হইল। হে রাজন! ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন্ সেই ভীরুগণের ভয় বর্দ্ধন তুমুল শব্দ শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! যে স্থানে দুর্ম্মর্ষণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থলে শীঘ্র রথ লইয়া গমন কর। আমি এই গজ সৈন্য ভেদ করিয়া অরিবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিব। তখন মহাবাহু কেশব অর্জ্জুনের আদেশানুসারে দুর্ম্মর্ষণের অভিমুখে অশ্বসঞ্চালন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য রথী, নর ও মাতঙ্গ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে সেই রূপ মহাবীর পার্থ অরাতিগণের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় রথিগণও সত্বরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর শরজাল

বিস্তার করিলেন। তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া শর দ্বারা রথিগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। দংশিতাধর উদ্ভ্রান্তনয়ন কুণ্ডলালঙ্কৃত উষ্ণীষ সুশোভিত নরমস্তকে ধরাতল সমাকীর্ণ হইয়া গেল, সমন্তাৎ বিনিকীর্ণ যোধগণের মস্তক সমুদায় পুণ্ডরীক বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। স্বর্ণ নির্ম্মিত বর্ম্ম সকল রুধিরাক্ত হইয়া সৌদামিনী মণ্ডিত মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিপক্ক তাল ফল সকল ধরাতলে নিপতিত হইলে যে রূপ শব্দ হয়, সৈন্যগণের মস্তক সমুদায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে সেই রূপ শব্দ সমুত্থিত হইল। কবন্ধগণ কেহ কেহ শরাসন অবলম্বন ও কেহ কেহ খড়্গ নিষ্কাশন পূর্ব্বক প্রহারোদ্যত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল; বীর পুরুষেরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্ব স্ব শিরঃপতন বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিলেন না। তুরঙ্গমগণের মস্তক, গজযূথের শুণ্ড এবং বীরগণের বাহু ও মস্তক সমুদায়ে রণস্থল সমাচ্ছাদিত হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার সৈন্যগণ সমুদায় জগৎ অর্জ্জুনময় অবলোকন করত কেহ কেহ এই পার্থ, কেহ কেহ পার্থ কোথায় গমন করিতেছে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এই রূপে সেই যোধগণ কাল প্রভাবে সকলকেই অর্জ্জুন জ্ঞান করিয়া আপনারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ স্বয়ং স্বশরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। রক্তাক্ত কলেবর, সংজ্ঞাহীন বীরগণ রণশয্যায় শয়ান ও দারুণ বেদনায় একান্ত কাতর হইয়া স্ব স্ব বান্ধবগণের নাম কীর্ত্তন করত আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভিন্দিপাল, প্রাশ, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, নির্ব্যূহ, খড়্গ, শরাসন, তোমর, বাণ, বর্ম্ম, আভরণ, গদা ও অঙ্গদ যুক্ত ভীষণ ভুজগাকার, অর্গল প্রতিম বাহু সকল বাণনিকৃত্ত হইয়া কখন সমুত্থিত কখন বা মহাবেগে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ফলত তৎকালে যে যে ব্যক্তি পার্থের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পার্থের শরনিকর তাহাদের সকলের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কখন যে, রথোপরি নৃত্য করিতেছেন, আর কখনই বা শরাসন গ্রহণ করিতেছেন, তাহার কিছুমাত্র বিশেষ লক্ষিত হইল না। তিনি হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অতি সত্বরে শর বিক্ষেপ করিয়া রণভূমিস্থ সমুদায় বীরগণকেই বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। অসংখ্য হস্তী, গজনিয়ন্তা, অশ্ব, অশ্বারোহী, রথী ও সারথি অর্জ্জুনের নিশিত শরে বিনষ্ট হইতে লাগিল। পাণ্ডুতনয় সেই রণস্থলে কি ভ্রমণকারী, কি যুধ্যমান, কি সম্মুখে সমুপস্থিত সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মরীচিমালী গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়া যেমন গাঢ়ান্ধকার বিনষ্ট করেন, সেই রূপ মহাবীর অর্জ্জুন কঙ্কপত্র বিভূষিত শরনিকর দ্বারা সমস্ত গজসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। পার্থশরনির্ভিন্ন করি সমুদায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল, পৃথিবী প্রলয়কালে ভূধরে সমাকীর্ণ হইয়াছে।

হে মহারাজ! ঐ সময় রোষাবিষ্ট মহাবীর ধনঞ্জয় মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তাঁহার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শঙ্কিত চিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। বেগবান্ বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, সেই রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্য বিমর্দ্দিত করিলেন। রথী ও অশ্বারোহিগণ অর্জ্জুন শরে নিপীড়িত হইয়া প্রতোদ, চাপ কোটী, হুঙ্কার, কশাঘাত, পার্ষ্ণিঘাত ও উগ্র বাক্য দ্বারা অশ্ব-

সঞ্চালন করত সত্বরে পলায়ন করিতে লাগিল; গজারোহিগণ পাদাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ প্রহার দ্বারা মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করত দ্রুতবেগে ধাবমান হইল এবং অনেকে অর্জ্জুনের শরে বিমোহিত হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ হতোৎসাহ ও বিমনায়মান হইতে লাগিল।

নবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই রূপে মহাবীর কিরীটী অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে কোন্ কোন্ বীর সেই সময়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল? তৎকালে কোন মহাবীর কি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, অথবা সকলেই তাঁহার নিকট পরাজিত ও হতাশ্বাস হইয়া অকুতোভয় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণের নিমিত্ত শকট ব্যূহে প্রবেশ করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র তনয় ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকর দ্বারা সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলে অস্মৎপক্ষায় অসংখ্য বীর নিহত এবং সকলেই হতোৎসাহ ও পলায়ন পরায়ণ হইল; কেহই অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না। তখন আপনার পুত্র মহাবীর দুঃশাসন সৈন্যগণের তদ্রূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে যুদ্ধার্থে অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিলেন। ঐ সুবর্ণ কবচ সমাবৃত, সুবর্ণশিরস্ত্রাণধারী, অমিত পরাক্রম মহাবীর অসংখ্য নাগ সৈন্য দ্বারা সব্যসাচীকে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। গজঘণ্টার শব্দ, শঙ্খের ধ্বনি, জ্যাস্ফালন নিনাদ ও করি বৃংহিত দ্বারা ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। হে মহারাজ! ঐ মুহূর্ত্ত অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। দুঃশাসনের করি সৈন্য যেন পৃথিবী মণ্ডল গ্রাস করিতে লাগিল।

পুরুষ শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অঙ্কুশচালিত লম্বিত শুণ্ড গজগণকে পক্ষ বিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মকর যেমন উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল, বাতাহত মহাসাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই করি সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সমরাঙ্গনস্থ সকলেই তাঁহারে প্রলয় কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। অশ্বগণের খুরশব্দ, রথ সমুদায়ের চক্রনির্ঘোষ, জনসমূহের চীৎকার, কার্ম্মুকের জ্যানির্ঘোষ, নানাবিধ বাদিত্রের শব্দ, গাণ্ডীব নিনাদ এবং পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের নিস্বনে নর ও নাগগণ মন্দবেগ ও অচেতন হইয়া পড়িল। মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য সায়ক দ্বারা তাহাদের কলেবর ভেদ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণ গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত শত শত তীক্ষ্ণ বিশিখ প্রহারে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ঘোরতর চীৎকার করত ছিন্নপক্ষ অদ্রির ন্যায় অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক হস্তী দন্ত ও শুণ্ডের সান্ধি, কুম্ভ এবং গণ্ডদেশে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় বারংবার চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর কিরীটী সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা গজারূঢ় পুরুষগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। গজারোহিগণের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সকল ধরাতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে বোধ হইল যেন মহাত্মা পার্থ পদ্ম নিচয় দ্বারা দেবার্চ্চনা করিতেছেন। মাতঙ্গগণ রণস্থলে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে মনুষ্য-

গণ যন্ত্রবদ্ধ, ব্রণার্ত্ত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া করিগণের অঙ্গে লম্বমান হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে অনেক বার অর্জ্জুনের এক সুশাণিত শরে দুই তিন জন মনুষ্য বিদীর্ণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। হস্তিগণ নারাচ দ্বারা গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রুধির বমন করত আরোহীর সহিত দ্রুমবান পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা রথিগণের মৌর্ব্বী, ধ্বজ, ধনু, যুগ ও ঈষা ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে কখন শর গ্রহণ, কখন শর সন্ধান, কখন শরাকর্ষণ, আর কখনই বা শর মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছু মাত্র লক্ষিত হইল না। কেবল এই মাত্র বোধ হইতে লাগিল যে, যেন মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া রণস্থলে নৃত্য করিতেছেন। ঐ সময় অনেক মাতঙ্গ অর্জ্জুনের নারাচে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রক্তোদ্গার করত ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! সেই রণস্থলে চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। কার্ম্মুক, অঙ্গুলিত্র, খড়্গ, কেয়ূর ও কনকালঙ্কার ভূষিত ছিন্ন বাহু সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। দিব্য ভূষণ ভূষিত আসন, ঈষাদণ্ড, চক্রবিমথিত অক্ষ, ভগ্নযুগ, নিপতিত মহাধ্বজ, রাশি রাশি মালা, আভরণ ও বস্ত্র এবং রণনিহত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও চর্ম্মচাপধারী ক্ষত্রিয়গণ ইতস্তত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় রণভূমি অতি ঘোর দর্শন হইয়া উঠিল। হে রাজন্! এই রূপে দুঃশাসনের সৈন্যগণ অর্জ্জুন শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দুঃশাসনও পার্থ শরে জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়া শঙ্কিত চিত্তে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণের আশ্রয় গ্রহণার্থে শকট ব্যূহে প্রবেশ করিলেন।

এক নবতিতম অধ্যায়।

সব্যসাচী মহারথ অর্জ্জুন এই রূপে দুঃশাসনের সৈন্য বিনাশ করিয়া সিন্ধুরাজকে আক্রমণ করিবার মানসে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ব্যূহ সম্মুখে দ্রোণাচার্য্যকে অবস্থিত দেখিয়া কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা ও কল্যাণ করুন। আমি আপনার প্রসাদে এই দুর্ভেদ্য চমূ মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সত্য বলিতেছি, আমি আপনারে পিতার সমান, কৃষ্ণের সমান ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজের সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। হে তাত! আপনি অশ্বত্থামারে যে রূপ রক্ষা করিয়া থাকেন, আমারেও সর্ব্বদা সেই রূপে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুগ্রহে রণস্থলে নরোত্তম সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে হাস্য করত কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি অগ্রে আমারে জয় না করিয়া কদাচ জয়দ্রথকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ শরজাল দ্বারা অর্জ্জুন ও তাঁহার রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে স্বীয় সায়ক দ্বারা দ্রোণের শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক ভীষণাকার বাণ সকল নিক্ষেপ করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সায়ক

দ্বারা অর্জ্জুনের বাণ ছেদন পূর্ব্বক বিষাগ্নি সদৃশ শর দ্বারা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাত্মা ধনঞ্জয়, কি রূপে আচার্য্যের শরাসন ছেদন করিবেন এই চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে বীর্য্যবান দ্রোণ সত্বরে তাঁহার চাপজ্যা ছেদন পূর্ব্বক শর দ্বারা রথধ্বজ, ঘোটক ও সারথিরে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে অর্জ্জুনকে সায়ক সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন অস্ত্র বিদগ্রগণ্য মহাবীর পার্থ সত্বরে কার্ম্মুকে অপর জ্যা আরোপণ করিয়া আচার্য্যকে হস্তলাঘব প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এক বারে ছয় শত শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে কখন সপ্তশত কখন সহস্র ও কখন অযুত সংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। রথিগণ ধনঞ্জয়ের শর প্রভাবে অস্ত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্ব বিহীন এবং নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গ সকল বজ্রচূর্ণিত পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায়, বাতাহত মেঘের ন্যায়, হুতাশন দগ্ধ গৃহের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল। সহস্র সহস্র অশ্ব হিমালয় প্রস্থে বারি বেগাহত হংস কুলের ন্যায় ভূতল শায়ী হইতে লাগিল। যুগান্ত কালীন সূর্য্য যেমন কিরণ জাল দ্বারা অগাধ জল রাশি ক্ষয় করেন, তদ্রূপ মহাবীর পার্থ শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট করিলেন।

তখন মেঘ যেমন রবিকিরণ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়ের শরজাল সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে এক অরাতি ঘাতক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় আচার্য্যের নারাচ প্রহারে ভূমিকম্প কালীন অচলের ন্যায় ব্যাকুলিত হইলেন এবং অবিলম্বে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক দ্রোণকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পাঁচ বাণে বাসুদেবকে ও ত্রিসপ্ততি বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তিন শর প্রহারে তাঁহার রথধ্বজ বিপাটিত করিলেন এবং হস্ত লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে শর বৃষ্টি দ্বারা তাঁহারে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, দ্রোণাচার্য্যের সায়ক সকল অনবরত নিপতিত হইতেছে এবং তাহার ভীষণ শরাসন মণ্ডলাকারই রহিয়াছে। হে মহারাজ! দ্রোণ বিসৃষ্ট কঙ্কপত্র ভূষিত শর সকল কেবল বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের প্রতিই ধাবমান হইল।

তখন মহামতি বাসুদেব দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেই ভয়ানক যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া প্রকৃত কার্য্য সাধন চিন্তা করত অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহু ধনঞ্জয়! আমাদের আর কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নয়। দ্রোণের সহিত অনেক ক্ষণ সংগ্রাম করা হইয়াছে ; অতএব চল উহাঁরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করি। মহাবীর অর্জ্জুন কেশবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে তোমার যাহা অভিরুচি এই কথা বলিয়া দ্রোণকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বাণ পরিত্যাগ করত বিবৃত্তমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে অন্যত্র গমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডব! এ ক্ষণে কোথায় গমন করিতেছ? তুমি না সমরে শত্রু পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও না! তখন অর্জ্জুন বলিলেন, হে আচার্য্য? আপনি আমার গুরু, শত্রু নহেন। আমি আপনার পুত্র সমান শিষ্য। বিশেষত আপনারে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে এমন কেহই নাই।

জয়দ্রথ বধোৎসুক মহাবাহু বিভৎসু

দ্রোণকে এই কথা বলিয়া সত্বরে কৌরব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। পঞ্চাল দেশীয় মহাত্মা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা চক্র রক্ষক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে পুত্রশোকে সন্তপ্ত মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে কৌরব পক্ষীয় জয়, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, কাম্বোজ ও শ্রুতায়ু তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ঐ বীরগণের অনুগামী দশ সহস্র রথী এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, মাবেল্লক, ললিত্থ, কৈকয়, মদ্রক, নারায়ণ, গোপাল ও পূর্ব্বে কর্ণকর্তৃক পরাজিত কাম্বোজ দেশীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া প্রাণ পণে বিচিত্র যোদ্ধা নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই রূপে পরস্পর স্পর্দ্ধাশীল যোদ্ধারা সকলে মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ করত ঔষধাদি যেমন ব্যাধি নিবারণ করে, তদ্রূপ জয়দ্রথ বধোৎসুক ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বি নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনকে প্রতিরোধ ও মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে রথীশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত-পার্থ ব্যাধিগণ যেমন দেহ সন্তাপিত করে, তদ্রূপ সূর্য্যরশ্মি সন্নিভ নিশিত শর নিকর দ্বারা শত্রু সৈন্যগণকে নিতান্ত তাপিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী পাণ্ডুতনয়ের বিষম বিশিখ প্রভাবে কৌরব পক্ষীয় অশ্ব সকল গাঢ়বিদ্ধ, রথ সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন, আরোহি সমবেত কুঞ্জরগণ ধরাতলে নিপতিত, ছত্র সকল নিকৃত্ত ও রথ সকল চক্র বিহীন হইল। সৈন্যগণ অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তাঁহার শরজাল প্রভাবে সংগ্রাম স্থলে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন তিনি আপন প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে অজিহ্মগামী বাণ দ্বারা সেই কৌরব বাহিনী কম্পিত করিয়া মহারথ দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ স্বশিষ্য অর্জ্জুনের উপর মর্ম্মভেদী অজিহ্মগামী পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য ধনঞ্জয় শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক দ্রোণের শরবেগ নিবারণ করত ধাবমান হইলেন এবং সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা আচার্য্যের ভল্লাস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে রণস্থলে দ্রোণাচার্য্যের এই এক আশ্চর্য্য নিপুণতা দেখিলাম যে, যুবা অর্জ্জুন যুদ্ধে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও কোন ক্রমে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না। মহামেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি অনবরত বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ পার্থের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা অর্জ্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের সায়ক সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে পঞ্চ বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিয়া বাসুদেবের বক্ষস্থলে ও ভুজদ্বয়ে সপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মতিমান ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া শাণিত সায়ক বর্ষী আচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ বাসুদেব ও অর্জ্জুন কল্পান্ত কালীন অগ্নি সদৃশ দ্রোণের শর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোজরাজের সৈন্যাভিমুখে

ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এই রূপে দ্রোণের শরনিকর হইতে মুক্ত হইয়া ভোজসৈন্যের উপর বাণ নিক্ষেপ করত কৃতবর্ম্মা ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা অনাকুলিত চিত্তে কঙ্কপত্র ভূষিত দশ শর দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুনও শর পীড়িত হইয়া প্রথমে শত ও তৎপরে তিন বাণ নিক্ষেপ পুর্ব্বক কৃতবর্ম্মারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রত্যেকের উপর পঞ্চবিংশতি শর প্রয়োগ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সত্বরে কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ অগ্নি শিখাকার এক বিংশতি শর দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বাণে অর্জ্জুনের বক্ষস্থল ভেদ ও পুনরায় তাঁহার উপর শাণিত পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

মহামতি কেশব অর্জ্জুনকে কৃতবর্ম্মার সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদিগের আর কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। তখন তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! কৃতবর্ম্মার প্রতি দয়া করিবার প্রয়োজন নাই, সম্বন্ধের অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে উহারে সংহার কর। মহাবীর অর্জ্জুন কেশব বাক্যে অবিলম্বে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মাকে মূর্চ্ছিত করিয়া মহাবেগে কাম্বোজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ধনঞ্জয়কে সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া সশর শরাসন কম্পিত করত তাঁহার চক্র রক্ষক পাঞ্চালদেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনি যুধামন্যুর উপর তিন ও উত্তমৌজার উপর চারি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে কৃতবর্ম্মারে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিন তিন শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথের ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই বীর দ্বয়ের ধনু ছেদন করিয়া তাঁহাদের উপর অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারাও অন্য কার্ম্মুকে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক তাহারে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু ও উত্তমৌজা কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতবর্ম্মার শরে নিবারিত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অরিনিসূদন ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সত্বরে তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন; কৃতবর্ম্মাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াও বিনাশ করিলেন না। মহাবীর রাজা শ্রুতায়ুধ পার্থকে কৌরব সৈন্য মধ্যে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে শরাসন কম্পিত করত সত্বরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর তিন ও জনার্দ্দনের উপর সপ্ততি সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা অর্জ্জুনের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন মহা হস্তীর উপর অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ শ্রুতায়ুধের উপর নতপর্ব্ব নবতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ অর্জ্জুনের পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর সপ্তসপ্ততি নারাচ নিক্ষেপ করি-

লেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শ্রুতায়ুধের ধনু ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সাত বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ পাণ্ডবের পরাক্রম দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক নয় বাণে অর্জ্জুনের বাহু ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন অরাতিনিসূদন মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ ধনঞ্জয় শ্রুতায়ুধের উপর সপ্ততি নারাচ ও সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। বলবীর্য্য সম্পন্ন মহারাজ শ্রুতায়ুধ এই রূপে পার্থের শরে অশ্বহীন ও সারথি বিহীন হইয়া ক্রোধভরে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা হস্তে পার্থের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ শ্রুতায়ুধ মহীপতি বরুণের পুত্র। শীততোয়া মহানদী পর্ণাশা উহাঁর জননী। মহানদী পর্ণাশা এই পুত্র অরাতিগণের অবধ্য হউক বলিয়া বরুণের নিকট বর প্রার্থনা করিলে তিনি প্রীত হইয়া কহিলেন, সরিদ্বরে! আমি এই দিব্যাস্ত্র প্রদান করিতেছি; ইহার প্রভাবেই তোমার পুত্র অবধ্যতা লাভ করিবে। হে ভদ্রে! মনুষ্য কদাচ অমর হইতে পারে না। এই ভূমণ্ডলে যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহারে অবশ্যই কালকবলে পতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, আমি বলিতেছি, তোমার এই পুত্র এই অস্ত্রের প্রভাবে রণস্থলে শত্রুদিগের অজেয় হইবে; তুমি মনোদুঃখ পরিত্যাগ কর! বরুণ দেব এই বলিয়া শ্রুতায়ুধকে মন্ত্রের সহিত গদা প্রদান করিলেন। শ্রুতায়ুধ গদা গ্রহণ করিলে ভগবান জলাধিপতি কহিলেন, বৎস শ্রুতায়ুধ! যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবে তাহার উপর এই গদা কদাচ প্রয়োগ করিও না; যদি কর তাহা হইলে ইহা প্রতীপগামিনী হইয়া তোমারেই বিনাশ করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সেই বরুণদত্ত গদাপ্রভাবেই ত্রিলোক মধ্যে দুর্জ্জয় হইয়া উঠেন। তিনি সেই গদা সমুদ্যত করিয়া অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাক বশত জলাধিপতির বাক্য রক্ষা না করিয়া তদ্দ্বারা জনার্দ্দনকে প্রহার করিলেন। মহাবীর বাসুদেব অনায়াসে স্বীয় পীন স্কন্ধদেশে সেই গদাঘাত সহ্য করিলেন। প্রবল বায়ু যেমন বিন্ধ্য গিরিকে কম্পিত করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ সেই গদা মধুসূদনকে কম্পিত করিতে পারিল না; প্রত্যুত বরুণের বাক্যানুসারে উহা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অমর্ষণ মহাবীর শ্রুতায়ুধকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। গদা প্রতিনিবৃত্ত ও অরাতিনিপাতন শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া কৌরব সৈন্য মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সমরপরাঙ্মুখ কেশবকে গদা প্রহার করিয়াছিলেন বলিয়াই জলাধিরাজের বাক্যানুসারে স্বীয় গদাঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় ধনুর্দ্ধরগণ সমক্ষে বায়ুবেগ ভগ্ন বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। কৌরব পক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিগণ শত্রুতাপন শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন কাম্বোজ রাজের পুত্র মহাবীর সুদক্ষিণ মহাবেগ শালী অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া অরিনিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর পার্থ সুদক্ষিণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলে শর সকল মর্ম্মভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ

করিল। মহাবীর সুদক্ষিণ গাণ্ডীব প্রেরিত তীক্ষ্ন শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে প্রথমত অর্জ্জুনকে দশ, ও বাসুদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া তৎপরে পুনরায় অর্জ্জুনের উপর পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সুদক্ষিণের ধনু ও রথধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে দুই সুতীক্ষ্ন ভল্ল দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুদক্ষিণ অর্জ্জুনের ভল্লাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক অতি ভয়ানক ঘণ্টাযুক্ত লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সুদক্ষিণ নিক্ষিপ্ত মহাশক্তি প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় মহারথ অর্জ্জুনের উপর নিপতিত হইয়া কলেবর বিদারণ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। মহাতেজা অর্জ্জুন শক্তির আঘাতে মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন এবং ক্ষণ কাল মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৃক্কণী লেহন করত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা সুদক্ষিণকে এবং তাঁহার অশ্ব, ধ্বজ, ধনু ও সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ভূরি ভূরি অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া সুতীক্ষ্ন সায়ক দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধনঞ্জয়ের বিষম শর প্রভাবে কাম্বোজরাজ তনয় সুদক্ষিণের বর্ম্ম ছিন্ন, গাত্র শিথিল এবং মুকুট ও অঙ্গদ পরিভ্রষ্ট হইল। তিনি যন্ত্রমুক্ত ধ্বজের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। বসন্তাগমে পর্ব্বত শিখর জাত শাখাবৃত কর্ণিকার যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া নিপতিত হয়, সেই রূপ কাম্বোজরাজ তনয় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলেন। সেই মহাহাভরণ ভূষিত তপ্তকাঞ্চন মালালঙ্কৃত প্রিয় দর্শন, তাম্রলোচন মহাবীর, অর্জ্জুনের শরে প্রাণত্যাগ করিয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে বোধ হইতে লাগিল, সানুমান পর্ব্বত রণস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছে। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর শ্রুতায়ুধ, ও কাম্বোজরাজ তনয় সুদক্ষিণ নিহত হইলে দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্যগণ মহাবেগে ধাবমান হইল।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! মহাবীর সুদক্ষিণ ও শ্রুতায়ুধের নিধন দর্শনে কৌরব পক্ষীয় সমস্ত সৈনিক পুরুষেরা ক্রোধভরে মহাবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি দেশীয় বীরগণ সকলেই ধনঞ্জয়ের উপর সত্বরে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এক কালে তাহাদিগের ষষ্টিশত সেনাকে শর নিপীড়িত করিলেন। যেমন ক্ষুদ্র মৃগ ব্যাঘ্রভয়ে পলায়ন করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং সত্বরে পুনরায় প্রতি নিবৃত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমর বিজয়ী শত্রুনাশক অর্জ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অরাতি সৈন্যগণের বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনের শরে অসংখ্য নরমস্তক ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে রণ ভূমি মধ্যে মস্তক শূন্য স্থান নয়নগোচর হইল না। সহস্র সহস্র কাক ও গৃধ্র উড্ডীয়মান হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘাচ্ছন্ন হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে অর্জ্জুনের শরে সমুদায় কৌরব সৈন্য উৎসন্ন হইতে আরম্ভ হইলে শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে দুই মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বিপুল পরাক্রম স্পর্দ্ধাশালী সৎকুলোদ্ভব বীর দ্বয় আপনার

পুত্রের হিতসাধন ও স্বীয় মহীয়সী কীর্ত্তি লাভের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার মানসে অতি সত্বরে উভয় পার্শ্ব হইতে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং মেঘ যেমন বারিবর্ষণ দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, তদ্রূপ নতপর্ব্ব সহস্র বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহারথ শ্রুতায়ু ক্রোধভরে ধনঞ্জয়ের উপর নিশিত তোমরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। শক্রকর্ষণ অর্জ্জুন দারুণ অস্ত্রাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া কেশবকে মোহিত প্রায় করত স্বয়ং মোহ প্রাপ্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ অচ্যুতায়ু অতি তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা ধনঞ্জয়কে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ক্ষতে ক্ষার প্রদান করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মহাবীর অর্জ্জুন অচ্যুতায়ুর শূল প্রহারে সেই রূপ কষ্ট অনুভব করত ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কৌরব সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের সেই রূপ অবস্থা সন্দর্শনে তাঁহারে নিহত বোধ করিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থকে বিচেতন দেখিয়া শোক সন্তপ্ত হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহারে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় লব্ধলক্ষ্য হইয়া মহারথ শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু বাণ বৃষ্টি দ্বারা ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে রথ, চক্র, যুগন্ধর, অশ্ব, ধ্বজ, ও পতাকার সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক আপনার রথ ও কেশবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন এবং শত্রু দ্বয়কে অচলের ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঐন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব বাণ সমুৎপন্ন হইয়া শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। এই রূপে ঐ বীর দ্বয় অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া বায়ুবেগভগ্ন পাদপ দ্বয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের শর সকলও পার্থবাণে বিদারিত হইয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল। এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন ঐ বীর দ্বয়কে ও তাঁহাদের শর সকল সংহার করিয়া মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ; শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর নিধন সমুদ্র শোষণের ন্যায় একান্ত বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তখন মহাত্মা পার্থ ঐ বীর দ্বয়ের পাদানুগ পঞ্চাশত রথ নিহত করিয়া প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করত কৌরব সেনাগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর পুত্র নিয়তায়ু ও দীর্ঘায়ু স্ব স্ব পিতার নিধন দর্শনে শোকে নিতান্ত কর্ষিত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে বিবিধ শর নিক্ষেপ করত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই সন্নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন এবং মত্ত মাতঙ্গ যেমন পদ্মসমবেত সরোবর আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। কোন ক্ষত্রিয়ই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইল না। তখন অঙ্গদেশীয় সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ক্রোধন স্বভাব গজারোহীরাই এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে সমুৎপন্ন ভূপালগণ দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে পর্ব্বত প্রমাণ কুঞ্জর সমুদায় দ্বারা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। গাণ্ডীবধন্বা তদ্দর্শনে ক্রোধভরে সত্বরে তাহাদিগের মস্তক ও ভূষণালঙ্কৃত বাহু সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমর ভূমি সেই সমুদায় মস্তক ও বাহু দ্বারা

সমাচ্ছন্ন হইয়া ভুজগবেষ্টিত কনক শিলার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সায়কোন্মথিত মস্তক ও বাহু সকল বীরগণের দেহ হইতে স্খলিত হইয়া বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতনোন্মুখ পক্ষি সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। শর বিদ্ধ শোণিতস্রাবী কুঞ্জর সকল বর্ষাকালীন গৈরিক ধাতুযুক্ত জলস্রাবী পর্ব্বত সমুদায়ের ন্যায় দৃষ্ট হইল। গজপৃষ্ঠ গত বিকৃত দর্শন বিবিধ বেশধারী ম্লেচ্ছগণ বিচিত্র নিশিত শরে নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। আরোহী ও পাদ রক্ষক সমবেত নারাচ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র সম্পন্ন, তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষ সদৃশ সহস্র সহস্র মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরে গাঢ় বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া কতকগুলি শোণিত বমন, কতকগুলি উৎক্রোশ, কতকগুলি শয়ন ও কতকগুলি ভ্রমণ এবং অধিকাংশ অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনাদিগকেই মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন বিকট বেশ, বিকট চক্ষু, আসুরিক মায়াভিজ্ঞ যবন, পারদ, শক, বাহ্লিক ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ সম্ভূত নানা যুদ্ধ বিশারদ কালান্তক যম সদৃশ ম্লেচ্ছগণ এবং দার্বাতিসার দরদ ও পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে সঞ্জাত অসংখ্য সৈন্যগণ মহাবীর অর্জ্জুনের উপর শর বৃষ্টি পাত করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাহাদের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকর শলভ শ্রেণীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়া বিস্তার করিয়া সুশাণিত অস্ত্র দ্বারা মুণ্ডিত, অর্দ্ধ মুণ্ডিত, অপবিত্র, জটিলবক্ত্র, একত্র সমবেত সমুদায় ম্লেচ্ছদিগকে সংহার করিলেন। গিরি গহ্বর নিবাসী গিরি চারিগণ তাঁহার শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। কাক, কঙ্ক, বৃক প্রভৃতি শোণিতলোলুপ প্রাণিগণ আনন্দসহকারে অর্জ্জুনের শাণিত শরে নিপাতিত গজ ও অশ্বারোহী ম্লেচ্ছদিগের রুধির পান করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ শর প্রভাবে হস্তী অশ্ব ও রথ সমারূঢ় অসংখ্য রাজ পুত্রগণের দেহ হইতে অনবরত শোণিত ধারা বিনির্গত হওয়াতে সমরক্ষেত্রে রক্তুতরঙ্গ সম্পন্ন নিহত করিকুল সমাকীর্ণ সাক্ষাৎ যুগান্ত কালীন কাল সদৃশ মহানদী প্রবাহিত হইল। নিহত হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণ উহার সংক্রম স্বরূপ, শরনিকর প্লব স্বরূপ, কেশকলাপ শৈবল ও শাদ্বল স্বরূপ এবং ছিন্ন অঙ্গুলি সমুদায় ক্ষুদ্র মৎস্য স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে যে রূপ কি উন্নত কি অবনত সমুদায় প্রদেশই একাকার হইয়া যায়, সেই রূপ কৌরব সৈন্যগণের গাত্র নিঃসৃত শোণিত প্রবাহে রণস্থল একাকার হইল। হে রাজন্! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে ষট্ সহস্র অশ্ব ও দশ শত ক্ষত্রিয় বীরগণকে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন। শর বিক্ষতাঙ্গ সুসজ্জিত হস্তিসমুদায় বজ্রতাড়িত শৈলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। যেমন মত্ত মাতঙ্গ নলবন মর্দ্দন করত ভ্রমণ করে, সেই রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য গজ, বাজী ও রথ বিনাশ করত রণস্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনল যেমন সমীরণ সাহায্যে ভূরি ভূরি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণসমাকীর্ণ মহারণ্য দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের সাহায্যে নিশিত শর দ্বারা অসংখ্য কৌরব সৈন্য সংহার পূর্ব্বক রথ সমুদায় শূন্য ও নরদেহে ধরা-

তল সমাচ্ছন্ন করিয়া চাপ হস্তে রণস্থলে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এই রূপে মহারথ ধনঞ্জয় বজ্রতুল্য শর প্রভাবে রণস্থল শোণিতময় করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠাধিপতি শ্রুতায়ু তাঁহারে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাধ্যানুসারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন অবিলম্বে কঙ্কপত্র ভূষিত তীক্ষ্ণ শর সমুদায় দ্বারা অম্বষ্ঠরাজের অশ্ব সমুদায় সংহার ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠরাজ অর্জ্জুনের কার্য্য দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া গদা হস্তে মহারথ কেশব ও পার্থের নিকটে গমন পূর্ব্বক গদা দ্বারা রথের গতি নিবারণ ও কেশবকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। অরাতিনাশন অর্জ্জুন কেশবকে গদা তাড়িত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মেঘ যেমন উদয়োন্মুখ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ সুবর্ণপুঙ্খ শর দ্বারা গদাপাণি মহারথ অম্বষ্ঠকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অপর শরনিকরে তাঁহার গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর অম্বষ্ঠ সেই গদা ছিন্ন দেখিয়া অবিলম্বে অন্য মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক বারংবার অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন সমরবিশারদ অর্জ্জুন দুই ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার গদাযুক্ত ইন্দ্রধ্বজাকার ভুজ দ্বয় ছেদন পূর্ব্বক অন্য এক বাণে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠ অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া বসুন্ধরা অনুনাদিত করত যন্ত্রমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। এ সময় অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন অসংখ্য রথ, গজ ও অশ্বে পরিবেষ্টিত হইয়া মেঘঘটাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

চতুর্ণবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথবধার্থ দুর্ভেদ্য দ্রোণ সৈন্য ও ভোজ সৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট কাম্বোজ রাজতনয় সুদক্ষিণ ও মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুতায়ুধ বিনষ্ট এবং সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলে আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন সত্বরে রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন! অর্জ্জুন এই সমস্ত সৈন্য প্রমথিত করিয়া গমন করিয়াছে। এ ক্ষণে ভয়ঙ্কর লোক ক্ষয়কর কালে অর্জ্জুন বিনাশের নিমিত্ত বুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্যাবধারণ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনি ই আমাদিগের প্রধান আশ্রয়; অতএব অর্জ্জুন যাহাতে জয়দ্রথকে সংহার করিতে না পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। হুতাশন যেমন সমীরণের সাহায্যে শুষ্ক তৃণ সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে আমার সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট করিতেছে। পূর্ব্বে জয়দ্রথের রক্ষক ভূপালগণের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ধনঞ্জয় প্রাণ সত্ত্বে কদাচ দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিবে না; কিন্তু এ ক্ষণে তাঁহারা তাহারে সৈন্য ভেদ পূর্ব্বক আপনাকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া সাতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। হে মহাত্মন্! আমি পার্থকে আপনার সমক্ষে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অস্মৎপক্ষীয় বীরগণকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং আপনারে সৈন্য শূন্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। হে মহাভাগ! আমি আপনারে পাণ্ডবগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত জানিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইতেছি। আমি সাধ্যানুসারে আপনার সহিত সদ্ব্যবহার এবং আপনারে প্রীত করি, কিন্তু তৎ সমুদায়

আপনার হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা আপনার একান্ত ভক্ত; তথাচ আপনি আমাদিগের হিতাভিলাষ করেন না; প্রত্যুত আমাদের অপকারে প্রবৃত্ত পাণ্ডবদিগকে নিরন্তর প্রীতি করিয়া থাকেন। আপনি আমাদিগের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আমাদিগেরই অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি যে মধুলিপ্ত ক্ষুর সদৃশ, তাহা আমি এতকাল অবগত ছিলাম না। যদি আপনি পূর্ব্বে অর্জ্জুন নিগ্রহে স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে আমি গৃহগমনোন্মুখ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে কদাচ নিবারণ করিতাম না। আমি দুর্ব্বুদ্ধি প্রভাবে আপনার অস্ত্রবলে পরিত্রাণেচ্ছা করিয়া মোহবশত সিন্ধুরাজকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়াছি। বরং মনুষ্য কৃতান্তের করাল দংষ্ট্রান্তরে নিপতিত হইয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, কিন্তু জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বশবর্ত্তী হইলে কদাচ পরিত্রাণ পাইবেন না। অতএব হে মহাত্মন্! সিন্ধুরাজ যাহাতে অর্জ্জুন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, এরূপ উপায় করুন। আমার এই আর্ত্তপ্রলাপে রোষ পরবশ হইবেন না।

দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার আত্মজ অশ্বত্থামার তুল্য; আমি তোমার বাক্যে দোষারোপ করি না। এক্ষণে আমি যাহা নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য কর। কৃষ্ণ সারথি শ্রেষ্ঠ; তাঁহার অশ্ব সকল অতিশয় বেগগামী এবং মহাবীর অর্জ্জুন অত্যল্প মাত্র পথ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র গমন করিতে সমর্থ হন। তুমি কি নিরীক্ষণ করিতেছ না যে, অর্জ্জুনের গমন কালে তাঁহার নিক্ষিপ্ত শরনিকর তাঁহার রথের এক ক্রোশ পশ্চাৎ নিপতিত হইতেছে। হে মহারাজ! আমি এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং শীঘ্র গমনে সমর্থ নহি। বিশেষত পাণ্ডবদিগের সেনাগণ আমাদের সেনামুখে সমুপস্থিত হইয়াছে। আরও আমি সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব বলিয়া ক্ষত্রিয় মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; এক্ষণে যুধিষ্ঠিরও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঐ অগ্রে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমি এ সময় ব্যূহমুখ পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব না। তুমি এই জগতের পতি, মহাবল পরাক্রান্ত ও কৃতলাভে সুনিপুণ; অতএব যে স্থানে পার্থ অবস্থান করিতেছে, তুমি স্বয়ং সহায় সম্পন্ন হইয়া নির্ভয়ে তথায় গমন পূর্ব্বক সেই তুল্যাভিজন তুল্যকর্ম্মা একমাত্র পাণ্ডুতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি সমুদায় শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য; ধনঞ্জয় আপনারেও অতিক্রম করিয়াছে। অতএব আমি কিরূপে তাহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আমি কুলিশধারী পুরন্দরকেও সমরে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে কোনমতেই সমর্থ হইব না। যে মহাবীর অস্ত্রবলে ভোজরাজ, হার্দ্দিক্য ও আপনারে পরাজয় এবং সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ুধ, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, অম্বষ্ঠপতি ও অসংখ্য ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিয়াছে, আমি কিরূপে সেই দহনোন্মুখ হুতাশন সদৃশ, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্র বিশারদ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। আজি আপনিই বা কিরূপে অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করিলেন। হে আচার্য্য! আমি ভৃত্যের ন্যায় আপনার অধীন, এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার যশোরক্ষা করুন।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে মহারাজ! ধনঞ্জয় যথার্থই দুর্দ্ধর্ষ কিন্তু তুমি যে

রূপে তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে, আমি এ ক্ষণে তাহার উপায় বিধান করিতেছি। আজি ধনুর্দ্ধরগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করুন, যে মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সমক্ষে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইতেছে। হে মহারাজ! আমি তোমার শরীরে এই কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি, ইহার প্রভাবে মানুষাস্ত্র তোমার শরীরে বিদ্ধ হইবে না। যদি সমুদায় সুর, অসুর, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্যগণ তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই। কি কৃষ্ণ কি অর্জ্জুন কি অন্য কোন শস্ত্রধারী বীর কেহই তোমার এই কবচে শরক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, অতএব তুমি এই কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ সত্বরে অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হও ; সে কদাচ তোমার বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া স্বীয় বিদ্যাবলে সেই ভীষণ সংগ্রামস্থলস্থিত বীরগণের বিস্ময়োৎপাদন ও দুর্য্যোধনের জয় লাভের নিমিত্ত সত্বরে উদকস্পর্শ করিয়া যথা বিধি মন্ত্র জপ করত দুর্য্যোধনের গাত্রে এক তেজ প্রজ্বলিত অদ্ভুত কবচ আসঞ্জিত করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্! যাবতীয় শ্রেষ্ঠতর সরীসৃপ এবং এক চরণ, বহু চরণ ও চরণ হীন প্রাণিগণের নিকট তুমি নিরন্তর মঙ্গল লাভ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, স্বাহা, স্বধা, শচী, লক্ষ্মী, অরুন্ধতী, অসিত, দেবল, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, লোকপাল, ধাতা, বিধাতা, দিক্ সকল, দিক্‌পালগণ, ষড়ানন কার্ত্তিকেয়, ভগবান্ ভাস্কর, দিগগজ চতুষ্টয়, ক্ষিতি, গগন, গ্রহগণ এবং যযাতি, নহুষ, ধুন্ধুমার ও ভগীরথ প্রভৃতি সমস্ত রাজর্ষিরা তোমার মঙ্গল বিধান করুন। যিনি রসাতলে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর ধরা ধারণ করিতেছেন, সেই পন্নগ শ্রেষ্ঠ অনন্ত তোমার মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

হে গান্ধারী তনয়! পূর্ব্বকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃত্রাসুরের সহিত সংগ্রামে পরাজিত, ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও বল বীর্য্য বিহীন হইয়া ভয়ে ব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে কমলযোনিরে কহিলেন, হে দেবসত্তম! আপনি বৃত্র মর্দ্দিত সুরগণের এক মাত্র গতি হইয়া ইহাঁদিগকে এই মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করুন। তখন ভগবান্ পদ্মযোনি স্বীয় পার্শ্বস্থিত বিষ্ণু ও শক্রাদি সুরগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! তোমাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু এ ক্ষণে আমি বৃত্রাসুরকে সংহার করিতে সমর্থ নহি। বিশ্বকর্ম্মার অতি দুঃসহ তেজ প্রভাবে বৃত্রাসুরের জন্ম হইয়াছে। পূর্ব্ব কালে বিশ্বকর্ম্মা দশলক্ষ বৎসর তপশ্চরণ পূর্ব্বক মহেশ্বর নিকটে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সেই অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দুরাত্মা বৃত্রাসুর দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে তোমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হে দেবগণ! মন্দর পর্ব্বতে গমন করিলে তপশ্চরণ নিদান, দক্ষযজ্ঞ বিনাশন, সর্ব্বভূতপতি, ভগনেত্র নিপাতন, ভগবান্ পিনাকপাণির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অতএব তোমরা অবিলম্বে তথায় গমন কর, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বৃত্রাসুরকে পরাজয় করিতে পারিবে। তখন সুরগণ ব্রহ্মার পরামর্শানুসারে তাঁহার সহিত মন্দর পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় কোটি সূর্য্যসঙ্কাশ তেজোরাশি ভগবান্ পিনাকপাণি বিরাজিত হইতেছেন। তিনি দেবগণকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! আমারে তোমাদিগের কি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? আমার

দর্শন অমোঘ। অতএব অবশ্যই তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সুরগণ মহেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! দুরাত্মা বৃত্রাসুর আমাদিগের তেজ ক্ষয় করিয়াছে। এই দেখুন, আমাদিগের কলেবর তাহার প্রহারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। তখন মহাদেব কহিলেন, হে দেবগণ! মহাবল পরাক্রান্ত প্রাকৃত জনের দুর্নিবার্য্য বৃত্রাসুর যে বিশ্বকর্ম্মার তেজ প্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তোমাদের অবিদিত নাই; যাহা হউক, দেবগণের সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি আমার গাত্রাস্থিত এই ভাস্বর কবচ গ্রহণ করিয়া মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করত ধারণ কর।

বরদাতা মহাদেব এই বলিয়া ইন্দ্রকে বর্ম্ম ও বর্ম্মধারণ মন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন দেবরাজ সেই বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক বৃত্র সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। বৃত্রাসুর তাঁহার উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার সন্ধিস্থল ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবরাজ অবসর পাইয়া সেই সংগ্রামে বৃত্রকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। হে দুর্য্যোধন! সুররাজ পুরন্দর বৃত্রাসুর নিধনানন্তর সেই হরদত্ত বর্ম্ম ও মন্ত্র অঙ্গিরারে প্রদান করেন। তৎপরে অঙ্গিরা স্বীয় মন্ত্রবেত্তা পুত্র বৃহস্পতিরে ও বৃহস্পতি ধীমান অগ্নিবেশ্যকে ঐ মন্ত্র সমবেত বর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন; মহাত্মা অগ্নিবেশ্য উহা আমারে প্রদান করিয়াছেন। হে নৃপসত্তম! অদ্য তোমার দেহ রক্ষার্থ সেই বর্ম্ম মন্ত্রপূত করিয়া তোমার গাত্রে বন্ধন করিতেছি।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আচার্য্য পুঙ্গব দ্রোণ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে কহিলেন, হে পার্থিব! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা সংগ্রাম সময়ে বিষ্ণুর শরীরে এবং তারকাময় যুদ্ধে ইন্দ্রের শরীরে যেমন দিব্য কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই রূপ আজি আমি তোমার গাত্রে ব্রহ্ম সূত্র দ্বারা কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া যথাবিধ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের শরীরে কবচ বন্ধন করিয়া তাঁহারে সেই ভয়াবহ যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন! মহাবাহু দুর্য্যোধন এই রূপে আচার্য্য কর্ত্তৃক বদ্ধ কবচ হইয়া ত্রিগর্ত্ত দেশীয় সহস্র রথ, বিপুল বলশালী সহস্র মত্ত মাতঙ্গ, নিযুত অশ্ব এবং অন্যান্য মহারথগণ সমভিব্যাহারে নানাবিধ বাদিত্র বাদন পূর্ব্বক বিরোচন তনয় বলির ন্যায় মহাড়ম্বরে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই রূপ দুর্য্যোধন অগাধ সমুদ্রের ন্যায় ধাবমান হইলে কৌরব সৈন্য মধ্যে মহা শব্দ সমুত্থিত হইল।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে রাজা দুর্য্যোধন সমর প্রবিষ্ট কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে পাণ্ডবেরা সোমকগণ সমভিব্যাহারে ঘোরতর গভীর নিনাদ করিয়া প্রবল বেগে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। তখন ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। হে রাজন্! তৎকালে ভগবান্ মরীচিমালী গগনমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় ব্যূহের অগ্র ভাগে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যে রূপ লোমহর্ষণ অদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল, তদ্রূপ সমর পূর্ব্বে আর কখন আমরা দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। অসংখ্য সৈন্য সমবেত পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া শরবর্ষণ দ্বারা দ্রোণ সৈন্য সমাচ্ছন্ন করিলেন। কৌরবগণও দ্রোণাচার্য্যকে

পুরস্কৃত করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়ক নিকরে ধৃষ্ট-দ্যুম্ন প্রমুখ পাণ্ডবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ গ্রীষ্মকালীন বায়ু-তাড়িত উদ্ধত মহামেঘ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া বর্ষাকালীন সলিল পরিপূর্ণ জাহ্নবী ও যমুনার ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইল। বায়ুবেগ সঞ্চালিত মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রশমিত করে, তদ্রূপ সেই সংগ্রামে অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথে পরিবৃত মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শরবর্ষণ দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বর্ষা কালে প্রবল সমীরণ সাগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন জলরাশি ক্ষুব্ধ করে, তদ্রূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংক্ষুব্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ যেমন সলিলরাশি প্রবল বেগে মহাসেতু ভেদ করিতে ধাবমান হয়, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্যকে ভেদ করিবার নিমিত্ত পরম যত্ন সহকারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও অচল যেমন জলবেগ নিবারণ করে তদ্রূপ সংক্রুদ্ধ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়-দিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। প্রবল প্রতাপ নরপতিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে পাঞ্চালগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রু সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে পাণ্ডবদিগের সাহায্যে মহাবীর দ্রোণকে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর যেরূপ শর নিক্ষেপ করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁহার উপর তদ্রূপ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! শক্তি, প্রাস ও ঋষ্টি সম্পন্ন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎকালে সংগ্রাম ক্ষেত্রে মহামেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার তরবারি পুরোবর্ত্তী বায়ুর ন্যায়, মৌর্ব্বী বিদ্যুতের ন্যায়, শরাসন নিস্বন অশনি নির্ঘোষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ মহাবীর উপলখণ্ডের ন্যায় শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন, অসংখ্য রথী ও অশ্ব সমুদায় ছেদন করিয়া সেনাগণকে প্লাবিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বাণবর্ষণ করত পাণ্ডবদিগের যে যে রথমার্গে গমন করিলেন, মহাতেজা ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শর প্রভাবে সেই সেই স্থান হইতে তাঁহারে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য রণস্থলে অসাধারণ যত্ন করিলেও তাঁহার সৈন্যগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইল। কতগুলি সৈন্য ভোজরাজের নিকট গমন করিল, কতগুলি জরাসন্ধের শরণাপন্ন হইল এবং অবশিষ্ট দ্রোণের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য যত বার সৈন্যগণকে সংযোজিত করিলেন, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তত বারই তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অরণ্যে রক্ষক বিহীন পশু সকল যেমন ক্রূর শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেই রূপ কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে সকলেরই মনে এই রূপ উদয় হইল যে, সেই তুমুল সংগ্রামে সাক্ষাৎ কাল ধৃষ্টদ্যুম্ন শর বিমোহিত যোদ্ধ বর্গকে গ্রাস করিতেছে। হে মহারাজ! কুনৃপের রাজ্য যেমন দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও তস্কর দ্বারা উৎসন্ন হয়, সেই রূপ আপনার সেনাগণ পাণ্ডবগণের শর প্রভাবে ধ্বংস হইতে লাগিল। ঐ সময় অর্ক কিরণ মিশ্রিত শস্ত্র ও বর্ম্ম সমুদায় এবং সেনাগণের চরণ সমুত্থিত ধূলিপটল দ্বারা রণভূমিস্থ ব্যক্তিবর্গের চক্ষুপীড়া সমুৎপন্ন হইল।

এই রূপে পাণ্ডবেরা সেই ত্রিধাভূত কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা পাঞ্চালদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সায়ক দ্বারা সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও নিপাতিত করত সমরক্ষেত্রে দেদীপ্যমান কালাগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিগণকে এক এক বাণে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে দ্রোণ শরাসন বিমুক্ত শর নিকর সহ্য করিতে সমর্থ হয়, পাণ্ডবদিগের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকেই দৃষ্টিগোচর হইল না। পাণ্ডবসৈন্যগণ দ্রোণ সায়ক ও সূর্য্য কিরণে যুগপৎ সন্তাপিত হইয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। যেমন হুতাশন শুষ্ক বন উৎসন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও কৌরব সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উভয় পক্ষীয় সেনাগণ এই রূপে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সায়কে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কেহই প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! আপনার তিন পুত্র মহারথ বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ কুন্তীপুত্র ভীমসেনকে অবরোধ করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বীর্য্যবান ক্ষেমধূর্ত্তি এই তিন জন আপনার তিন পুত্রের অনুগমন করিলেন। সংকুল সম্ভূত মহাতেজস্বী মহারথ বাহ্লীক নৃপতি অমাত্য ও সেনাগণ সমভিব্যাহারে দ্রৌপদী তনয়দিগের অবরোধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ শৈব্য সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কাশিরাজের মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে আক্রমণ করিলেন। মদ্র দেশাধিপতি শল্য জলন্ত পাবক সদৃশ অজাত শত্রু যুধিষ্ঠিরকে অবরোধ করিতে লাগিলেন। অমর্ষ পরায়ণ কবচাবৃত মহাবীর দুঃশাসন স্বসৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক মহারথ সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং চারিশত মহাধনুর্দ্ধর সৈন্য লইয়া চেকিতানকে আক্রমণ করিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি চাপ, শক্তি ও খড়্গধারী সপ্তশত গান্ধার দেশীয় সৈন্য লইয়া মাদ্রী পুত্র নকুলকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বান্ধবের বিজয় বাসনায় ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া প্রাণপণে বিরাট রাজের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহ্লীক নৃপতি সমরে অপরাজিত মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদ তনয় শিখণ্ডীরে পরাভূত করিতে সমুদ্যত হইলেন। অবন্তি নগরাধিপতি সৌবীর সৈন্য সমভিব্যাহারে ক্রোধ পরিপূর্ণ প্রভদ্রকগণ সমবেত মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অলায়ুধ, ক্রূরকর্ম্মা ক্রোধপরায়ণ রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে সংগ্রাম ক্ষেত্রে ধাবমান হইলেন। মহারথ কুন্তিভোজ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীষণ প্রকৃতি রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কৃপ প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণে পরিবৃত হইয়া সমুদায় সেনার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁহার দক্ষিণ ভাগে ও সূতপুত্র কর্ণ বাম ভাগে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন। সোমদত্তি প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। যুদ্ধ বিশারদ, নীতিজ্ঞ, মহাধনুর্দ্ধর কৃপ, বৃষসেন, শল ও শল্য প্রভৃতি বীরগণ এই রূপে সিন্ধুরাজের রক্ষার উপায় বিধান করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণের যে আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবাহু পাণ্ডবগণ ব্যূহ মুখে দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্য্যও যশোলাভের আশয়ে আপনার ব্যূহ রক্ষা করত স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের হিতৈষী অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ক্রোধান্বিতচিত্তে দশ বাণে বিরাটরাজকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বিরাটরাজও সেই অনুচর বেষ্টিত মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয়ের বাণে আহত হইয়া তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরণ্য মধ্যে মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গ দ্বয়ের সহিত কেশরীর যে রূপ যুদ্ধ হয়, উক্ত বীর দ্বয়ের সহিত দ্রোণের সেই রূপ অতি ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত শিখণ্ডী, মর্ম্মাস্থিভেদী তীক্ষ্ণবাণ পরিত্যাগ করিয়া বাহ্লীক ভূপতিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাহ্লীকও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর হেমপুঙ্খ শিলানিশিত নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদের সংগ্রাম ভীরুগণের ত্রাসজনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন হইল। তাঁহাদিগের শরজালে এককালে সমুদায় দিক্ ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। যেমন মাতঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করে, সেই রূপ শিবিরাজ গোবাসন মহারথ কাশিরাজের পুত্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যেমন জীবের মন পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরাজয় করিতে যত্নবান্ হয়, সেই রূপ বাহ্লীকরাজ কোপান্বিত হইয়া মহারথ দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও যেমন ইন্দ্রিয়ার্থ সকল শরীরের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ শরবর্ষণ পূর্ব্বক বাহ্লীক রাজের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুঃশাসন নতপর্ব্ব নয় তীক্ষ্ণ বাণে বৃষ্ণিবংশাবতংস সত্যবিক্রম সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলে তিনি ঈষৎ মূর্চ্ছিত হইলেন এবং অবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কঙ্কপত্র যুক্ত দশ বাণে দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে ঐ বীর দ্বয় পরস্পর পরস্পরের বাণে বিদ্ধ হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় সংগ্রাম স্থলে শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রোধপূর্ণ মহাবীর অলম্বুষ মহাবল পরাক্রান্ত কুন্তিভোজের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে তাঁহারে বিবিধ বাণে বিদ্ধ করত কৌরব বাহিনী মুখে ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ পূর্ব্বকালীন জম্ভাসুর ও ইন্দ্রের সমরের ন্যায় মহাবীর কুন্তিভোজ ও অলম্বুষের সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিল। মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব কোপান্বিত হইয়া কৃতবৈর বলবান শকুনির উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহীপাল! এই রূপে সমর ক্ষেত্রে তুমুল জন সংক্ষয় সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবগণের ক্রোধাগ্নি আপনার দুর্নীতি প্রভাবে সমুৎপন্ন, কর্ণ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত ও আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া এ ক্ষণে এই সসাগরা ধরিত্রীকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে সমর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মহাবীর শকুনি পাণ্ডুপুত্র নকুল ও সহদেবের শর প্রহারে রণবিমুখ হইয়া পরাক্রম প্রকাশে অসমর্থ ও ইতি

কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। মহারথ মাদ্রীতনয় দ্বয় শকুনিরে সমর বিমুখ দেখিয়া পুনরায় তাঁহার উপর বারিধারার ন্যায় অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সুবলনন্দন সেই মহাবীর দ্বয়ের সন্নতপর্ব্ব বিবিধ শরে বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন পুর্ব্বক দ্রোণ সৈন্য মধ্যে প্রস্থান করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ মহাবেগে অলাযুধ রাক্ষসের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ বিষম সংগ্রাম হইয়াছিল, ঐ মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস দ্বয়ের সেই রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকে প্রথমত পঞ্চ শত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে শম্বরের সহিত অমররাজ ইন্দ্রের যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, মদ্ররাজের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই রূপ অদ্ভুত সংগ্রাম উপস্থিত হইল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ ইহাঁরা অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভীমসেনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! এই রূপে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা সেই ত্রিধাভূত কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন মহাবাহু জলসন্ধরে ও অসংখ্য সৈন্য সমবেত রাজা যুধিষ্ঠির কৃতবর্ম্মারে এবং সূর্য্য সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর বর্ষণ করত দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। তখন যুদ্ধ তৎপর ধনুর্দ্ধারী ক্রোধপরায়ণ কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই অসংখ্য জন সংক্ষয় সময়ে সেনাগণ নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে বলবীর্য্য সম্পন্ন দ্রোণাচার্য্য পরাক্রান্ত পাঞ্চাল পুত্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর দ্রোণ ও মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন উভয়পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্যগণের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ইতস্তত নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যে, সমরাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে পুণ্ডরীক বন সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সময় সংগ্রাম স্থলে চতুর্দ্দিকে বীরগণের বস্ত্র, আভরণ, শস্ত্র, ধ্বজ, বর্ম্ম ও আয়ুধ সকল বিকীর্ণ হইল। শূরগণের শোণিতাক্ত সুবর্ণ নির্ম্মিত তনুত্রাণ সকল সৌদামিনী সম্বলিত জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন অন্যান্য মহারথগণ তাল প্রমাণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া শর দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য বীরগণের মস্তক অসি, চর্ম্ম, চাপ ও কবচ সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরক্ষেত্রে বহু সংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। মাংসলোলুপ গৃধ্র, কঙ্ক, বল, শ্যেন, বায়স ও শৃগাল সমুদায় হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের মাংস ভোজন, শোণিত পান, কেশ ছেদন, মজ্জা ভক্ষণ এবং শরীর ও মস্তক সমুদায় আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সংগ্রাম নিপুণ, কৃতাস্ত্র, রণদীক্ষিত যোধগণ বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা নির্ভয়ে অসিমার্গে বিচরণ এবং ক্রোধভরে ঋষ্টি, শক্তি, প্রাস, শূল, তোমর, পট্টিশ, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ এবং ভুজ দ্বারা পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। রথিগণ রথিদিগের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিদিগের সহিত, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত ও পদাতিগণ পদাতিদিগের

সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অসংখ্য মত্ত মাতঙ্গ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করত পরস্পরের প্রতি আঘাত ও পরস্পরকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের অশ্বগণের সহিত আপনার অশ্ব সমুদায় মিলিত করিলেন। বায়ুবেগশালী পারাবত সবর্ণ ও রক্তবর্ণ অশ্বগণ একত্র মিলিত হইয়া বিদ্যুৎ সম্বলিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন অরাতি নিপাতন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রোণাচার্য্যকে সমীপস্থ দেখিয়া দুষ্কর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার মানসে কার্ম্মক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং রথ দণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক দ্রোণের রথে গমন করিয়া কখন অশ্বগণের উপরে, কখন অশ্বগণের পশ্চাদ্ভাগে ও কখন যুগ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গহস্তে দ্রোণের রক্ত বর্ণ অশ্বগণের উপর বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে আচার্য্য তাঁহার কিছু মাত্র রন্ধ্র অবলোকনে সমর্থ হইলেন না। শ্যেনপক্ষী আমিষ গ্রহণার্থ অরণ্যে যেরূপ ভ্রমণ করে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে সেই রূপ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য শত বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের চর্ম্ম, দশ শরে অসি, চতুঃষষ্টি শরে অশ্ব সমুদায় এবং দুই ভল্লে তাঁহার ধ্বজ, ছত্র, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিরে ছেদন পুর্ব্বক শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার উপর অশনি সদৃশ জীবিতান্তক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল সাত্যকি তদ্দর্শনে অবিলম্বে চতুর্দ্দশ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই দ্রোণ বিমুক্ত শর ছেদন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সিংহ মুখে নিপতিত মৃগের ন্যায় দ্রোণ হইতে রক্ষা করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই মহারণে সাত্যকিরে ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক অবলোকন করিয়া সত্বরে তাঁহার উপর ষড়্বিংশতি শর পরিত্যাগ পুর্ব্বক সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রোণের বক্ষস্থলে ষড়্বিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিজয়াভিলাষী পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণ সাত্যকিরে দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখীন দেখিয়া সত্বরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমর হইতে অপসারিত করিলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বৃষ্ণিপ্রবীর মহাবীর সাত্যকি দ্রোণ নির্ম্মুক্ত শর ছেদন পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে মুক্ত করিলে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কি রূপে সংগ্রাম করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শর ও নারাচ সমুদায় নিক্ষেপ করত ব্যাদিতাস্য, বিকটিতদশন, তাম্রাক্ষ মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার লোহিতবর্ণ অশ্বগণ এ রূপ বেগে গমন করিতে লাগিল যে, দর্শন মাত্র বোধ হয় উহারা আকাশমার্গে গমন বা পর্ব্বতোপরি সমুত্থান করিতেছে। তখন শক্রজেতা মহাশূর সাত্যকি শক্তিখড়্গধারী অমর্ষপরায়ণ দ্রোণাচার্য্যকে বেগশালী রথে আরোহণ পূর্ব্বক কার্ম্মুক আকর্ষণ এবং অসংখ্য শর ও নারাচ নিক্ষেপ করত অশনিনির্ঘোষশালী বারিধারাবর্ষী বায়ুবেগচালিত বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত মহামেঘের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত সারথিরে কহিলেন, হে সূত! তুমি অবিলম্বে এই স্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত দুর্য্যোধনের

আশ্রিত রাজপুত্রদিগের আচার্য্য শূরাভিমানী ব্রাহ্মণের অভিমুখে অশ্ব পরিচালন কর। সারথি সাত্যকির বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ রজতসঙ্কাশ বায়ুবেগসম অশ্বগণকে দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমানীত করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য ও শিনিবংশাবতংস সাত্যকি উভয়ে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি বারিধারার ন্যায় বহু সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর দ্বয়ের শরজালে আকাশমার্গ ও দশদিক সমাচ্ছন্ন হইলে প্রভাকরের প্রভাবিনাশ ও সমীরণের গতি রোধ হইল। এই রূপে উভয়ের বাণ বর্ষণে রণস্থল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে অন্যান্য বীরগণ উহা নিতান্ত অনিবার্য্য বোধ করিয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও সাত্যকি অবিশেষে পরস্পরের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধারাভিঘাতজ তাঁহাদের শর সন্নিপাতের গভীর শব্দ দেবরাজ প্রেরিত অশনি নিস্বনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নারাচবিদ্ধ বীরগণের কলেবর আশীবিষ বিদষ্ট সর্পের ন্যায় অতিভীষণ হইয়া উঠিল। যুদ্ধোন্মত্ত মহাবীর দ্রোণ ও সাত্যকির নিরন্তর জ্যানির্ঘোষ বজ্রাহত শৈল শৃঙ্গের শব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। উভয়ের রথ, সারথি ও অশ্ব সমুদায় স্বর্ণপুঙ্খ শরে বিদ্ধ হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। অকুটিল নির্ম্মল নারাচ নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গমের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক মদস্রাবী বারণ দ্বয়ের ন্যায় শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বিজয় বাসনায় পরস্পরের প্রতি জীবিতান্তকর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সেনাগণের গর্জ্জন ও উৎক্রোশ এবং শঙ্খদুন্দুভির নিস্বন এককালে তিরোহিত হইল। সৈন্য সকল তূষ্ণীম্ভূত ও যোদ্ধৃবর্গ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে দ্রোণ ও সাত্যকির দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল। যাবতীয় রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ তাঁহাদের উভয়ের চতুর্দ্দিকে ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ নয়নে যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মুক্তাবিদ্রুম শোভিত মণিকাঞ্চন বিভূষিত ধ্বজ, বিচিত্র আভরণ, হিরণ্ময় কবচ, পতাকা, চিত্রকম্বল, নির্ম্মল শাণিত শস্ত্র, বাজিগণের চামর এবং গজ সমুদায়ের সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত কুম্ভমালা ও দন্তবেষ্টনের প্রভা প্রভাবে সেনানিচয় বক পংক্তি বিরাজিত খদ্যোত সমুদ্যোতিত সৌদামিনী সম্বলিত বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। এই রূপে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ মহাত্মা সাত্যকি ও দ্রোণাচার্য্যের সেই অপূর্ব্ব যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং সমুদায় সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর ও মহোরগগণ বিমানাগ্রে অবস্থান পূর্ব্বক সেই বীর দ্বয়ের বিচিত্র গমন প্রত্যাগমন ও আক্ষেপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় স্ব স্ব লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি সুদৃঢ় সায়ক নিকরে দ্রোণাচার্য্যের শর সমুদায় ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অরাতি নিপাতন দ্রোণ অবিলম্বে অন্য শরাসন জ্যাযুক্ত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাহাও তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে শিনিবংশাবতংস সাত্যকি ষোড়শবার দ্রোণাচার্য্যের শরাসন ছেদন

করিলে আচার্য্য তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রের ন্যায় হস্তলাঘব দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহাবীর পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্য ও পুরুষ শ্রেষ্ঠ ভীষ্মের যেরূপ অস্ত্রবল মহাত্মা সাত্যকিরও সেই রূপ অস্ত্রবল দৃষ্ট হইতেছে। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এই রূপে মনে মনে সাত্যকির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ দ্রোণাচার্য্যের হস্তলাঘব অবগত ছিলেন কিন্তু সাত্যকির লঘুহস্ততা অবগত ছিলেন না। এ ক্ষণে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর অস্ত্র বিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয় মর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া অস্ত্র সন্ধান করিলেন। সাত্যকিও অবিলম্বে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাঁহার অস্ত্র ছেদন করিয়া তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। সমরকৌশলাভিজ্ঞ কৌরব পক্ষীয় যোধগণ সাত্যকির সংগ্রাম কৌশল ও অসাধারণ অতিমানুষ কর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহারে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, সাত্যকিও সেই সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ধনুর্ব্বেদপারদর্শী শক্রতাপন দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে কথঞ্চিৎ সম্ভ্রান্ত হইলেন এবং পরিশেষে যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া সাত্যকির বিনাশ বাসনায় দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণকে রিপুঘ্ন ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিতে অবলোকন করিয়া দিব্য বারুণাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎকালে খেচর প্রাণিগণও আকাশ বিচরণ পরিত্যাগ করিল। ঐ মহাবীর দ্বয়ের শরাসনসমাহিত দিব্যাস্ত্র দ্বয় পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর ব্যর্থ হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর অস্ত গমনোন্মুখ হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ ও কেকয় নরপতি এবং মৎস্য ও শাল্ব দেশীয় বীরগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সহস্র সহস্র রাজপুত্রগণ দুঃশাসনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অরাতি পরিবারিত দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পার্থিব রেণু ও বীরগণের শরজালে সমরস্থল পরিব্যাপ্ত হইলে সকলেই ভয় বিহ্বল হইল এবং কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সংগ্রাম কার্য্য অতি অনিয়মে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

একোন শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় দিনমণি অস্তাচল শিখরাভিমুখী হইলে দিবস ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল এবং দিনকরের প্রচণ্ড কিরণ মন্দীভূত হইল, তখন যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত, কেহ কেহ যুদ্ধে বিরত, কেহ কেহ পুনর্ব্বার সমাগত হইল এবং কেহ কেহ রণ স্থলেই অবস্থিত হইতে লাগিল। এই রূপে সেই দিনাবসান সময়ে জয়াভিলাষী সেনাগণ পরস্পর সংগ্রামে সংশক্ত হইলে মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা জনার্দ্দন যে যে স্থলে রথ চালন করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকরে সৈন্যগণকে অপসারিত করত সেই সেই স্থানে

রথ গমনের পথ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনের রথ যে যে স্থানে গমন করিল, সেই সেই স্থানে কৌরব সৈন্যগণ তাঁহার শাণিত শরে বিদীর্ণ হইয়া গেল। বলবীর্য্য সম্পন্ন বাসুদেব উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় রথ শিক্ষা নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কালাগ্নি তুল্য, স্নায়ুনদ্ধ, নামাঙ্কিত, বায়ুবেগগামী বৈণব ও আয়স শর সমুদায় পক্ষিগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষদিগের রুধির পান করিতে লাগিল। মহাত্মা মধুসূদন এরূপ বেগে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন যে, রথারূঢ় অর্জ্জুনের ক্রোশগামী শরনিকর অরাতিগণের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি এক ক্রোশ অন্তরে উপনীত হইলেন। বাসুদেব সঞ্চালিত অশ্বগণকে গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগে গমন করিতে দেখিয়া সমুদায় লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। মহাবীর অর্জ্জুনের মনোমারুতগামী রথ সংগ্রামস্থলে যেরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল; সূর্য্য, ইন্দ্র, রুদ্র ও কুবেরের রথও সেরূপ বেগে গমন করিতে সমর্থ নহে। এই রূপে শত্রুনিপাতন কেশব সমরাঙ্গনে রথ সমানীত করিয়া সেনা মধ্যে অশ্বগণকে পরিচালিত করিলেন। অশ্বগণ সমরবিশারদ বীরগণের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিল, সুতরাং রণভূমিস্থ রথ সমুদায়ের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে স্যন্দন আকর্ষণ করত বিচিত্র মণ্ডলে বিচরণ এবং নিহত মনুষ্য, নাগ, অশ্ব ও রথ সমূহের উপরিভাগ দিয়া ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবীর অর্জ্জুনকে ক্লান্তবাহন দেখিয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে চতুঃষষ্টি, বাসুদেবকে সপ্ততি এবং তাঁহাদের অশ্বগণকে শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কোপান্বিত হইয়া তাহাদের উপর মর্ম্মভেদী নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বিন্দ ও অনুবিন্দ অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে ও কেশবকে শরবর্ষণে সমাচ্ছন্ন করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন দুই ভল্ল দ্বারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের বিচিত্র শরাসন দ্বয় ও কনকোজ্জ্বল ধ্বজ যুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল বিন্দ ও অনুবিন্দ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুনন্দন তদ্দর্শনে ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া পুনরায় দুই শরে তাঁহাদের দুই জনের শরাসন ছেদন করিলেন এবং সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিশিখ জালে তাঁহাদিগের সারথি, পদাতি, পৃষ্ঠরক্ষক ও অশ্ব সকল সংহার করত ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা বিন্দের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিন্দ অর্জ্জুনের শরে গতাসু হইয়া বাতভগ্ন পাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রথিপ্রধান মহাবল পরাক্রান্ত অনুবিন্দ জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিন্দের নিধন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা হস্তে অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিয়া মধুসূদনের ললাটে গদাঘাত করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব অনুবিন্দের গদাঘাতে অণুমাত্রও কম্পিত না হইয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সব্যসাচী ধনঞ্জয় ক্রোধভরে ছয় বাণে অনুবিন্দের ভুজদ্বয়, পাদদ্বয়, মস্তক ও গ্রীবা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এই রূপে মহাবীর বিন্দ ও অনুবিন্দ নিহত হইলে তাঁহাদের অনুগামিগণ ক্রোধভরে

শর বর্ষণ করত অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে সংহার করিয়া নিদাঘকালীন অরণ্যদহন হুতাশনের ন্যায়, মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া প্রথমত নিতান্ত ভীত হইলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহারে শ্রান্ত ও জয়দ্রথকে দুরস্থ অবধারিত করিয়া প্রসন্নচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে পার্থকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পুরুষর্ষভ অর্জ্জুন তাহাদিগকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া কৃষ্ণকে মৃদুবচনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাধব! আমাদিগের অশ্ব সকল শরার্দ্দিত ও ক্লান্ত হইয়াছে; জয়দ্রথও অতি দূরে অবস্থান করিতেছে। অতএব এ ক্ষণে তোমার মতে কি করা কর্ত্তব্য, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞতম ও পাণ্ডবগণের নেত্রস্বরূপ; পাণ্ডবেরা তোমার বুদ্ধি কৌশলেই সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এ ক্ষণে আমার মতে অশ্বগণকে বন্ধন মুক্ত করিয়া বিশল্য করা কর্ত্তব্য। জনার্দ্দন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে! তুমি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর; আমি সমুদায় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছি।

মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিজয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়গণ ধনঞ্জয়কে ধরণীতলস্থ দেখিয়া এই আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়, এই রূপ বিবেচনা করত অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে শরাসন আকর্ষণ ও বিচিত্র অস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক মত্ত মাতঙ্গগণ যেমন সিংহের অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন ও তাঁহারে অবরোধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়গণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছাদিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় রণস্থলে অরাতি নিপাতন পার্থের অদ্ভুত ভুজবল লক্ষিত হইল। তিনি স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে বিপক্ষাস্ত্র নিরাকৃত ও সমুদায় যোধগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বাণের প্রগাঢ় সঙ্ঘর্ষণে আকাশ মার্গে প্রজ্বলিত পাবকের আবির্ভাব হইল। অসংখ্য বীরগণ জয়াভিলাষী হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে বহু সংখ্য শোণিতোক্ষিত মদস্রাবী মাতঙ্গ ও অশ্বগণ সমভিব্যাহারে এক মাত্র অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রথ সমুদায় সাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইল। শরনিকর উহার তরঙ্গ, ধ্বজ আবর্ত্ত, হস্তী নক্র, পদাতি মৎস্য, উষ্ণীষ কমঠ এবং ছত্র ও পতাকা সমুদায় ফেণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বেলা স্বরূপ হইয়া সেই অক্ষোভ্য রথ সাগর নিবারণ করিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব অশঙ্কিত চিত্তে পুরুষ প্রধান অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে! অশ্বগণ জলপানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে; ইহাদিগের জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক, অবগাহনের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই, কিন্তু সমর ক্ষেত্রে একটিও কূপ দেখিতে পাই না, ইহারা কোথায় জলপান করিবে? মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে এই জলাশয় রহিয়াছে বলিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বগণের জলপান নিমিত্ত অস্ত্র দ্বারা অবনি বিদারণ পূর্ব্বক হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক সুশোভিত মৎস্য কূর্ম্ম সমাকীর্ণ ঋষিগণ সেবিত নির্ম্মল

সলিল সম্পন্ন বিকশিত কমল দলোপশোভিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর প্রস্তুত করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেইতৎক্ষণ বিনির্ম্মিত সরোবর সন্দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলেন। তখন বিশ্বকর্ম্ম সদৃশ অদ্ভুত কর্ম্মা অর্জ্জুন তথায় শরবংশ, শরস্তম্ভ ও শরাচ্ছাদন সম্পন্ন অদ্ভুত শরগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থের এই আশ্চর্য্য কার্য্য সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া হাস্য করত তাঁহারে ভূয়োভূয় সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রভাবে সমরস্থলে সলিল সমুৎপন্ন, শরগৃহ নির্ম্মিত ও শত্রু সৈন্যগণ নিরাকৃত হইলে মহাদ্যুতি বাসুদেব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কঙ্কপত্র যুক্ত বাণে নির্ভিন্ন তুরঙ্গমগণকে মুক্ত করিলেন। যাবতীয় সিদ্ধ ও চারণগণ এবং সমুদায় সৈনিক পুরুষ মহাবীর অর্জ্জুনের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহারে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারথগণ কোন ক্রমেই অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে পারিলেন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় প্রভূত গজ বাজি ও অসংখ্য রথের আক্রমণেও অশঙ্কিত হইয়া সমুদায় পুরুষকে অতিক্রম পূর্ব্বক আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহীপালগণ অর্জ্জুনের উপর অসংখ্য শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাত্মা বাসবনন্দন তাহাতে কিছু মাত্র ব্যথিত হইলেন না। সাগর যেমন নদীগণকে অনায়াসে ধারণ করে, সেই রূপ বীর্য্যবান্ পার্থ বীরগণ নির্ম্মুক্ত শত শত শর, গদা ও প্রাশ সমুদায় অব্যগ্রচিত্তে ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রবেগ ও নিজ বাহুবলে নরেন্দ্রগণের উত্তম উত্তম বাণ সকল বিফল হইয়া গেল। এক লোভ যেমন সমুদায় সদ্গুণ নিবারণ করে, সেই রূপ অর্জ্জুন একাকী ভূমিস্থ হইয়াও রথারূঢ় অসংখ্য ভূপতিগণকে নিবারণ করিলেন। তখন কৌরবেরাও পার্থ ও বাসুদেবের অদ্ভুত পরাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন যে, মহাপ্রভাব অর্জ্জুন ও বাসুদেব রণক্ষেত্রে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। ঐ বীর দ্বয় সমরস্থলে অসাধারণ তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে ভয় বিহ্বল করিয়াছেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় অশ্ববিদ্যা সুনিপুণ মহাত্মা মধুসূদন সৈন্যগণ সমক্ষে সেই অর্জ্জুন নির্ম্মিত শরগৃহে অশ্বগণকে সমানীত করিয়া তাহাদের শ্রম, গ্লানি ও বেপথু নিবারণ করিলেন এবং স্বহস্তে তাহাদের শল্যোদ্ধার ও গাত্র পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক তাহাদিগকে জল পান করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বগণের উদক পান, স্নান, ভক্ষণ ও ক্লম বিনোদন সমাধান হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে পুনরায় উত্তম রথে সংযোজন করিলেন এবং অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবেরা মহাবীর অর্জ্জুনের রথে বিগত তৃষ্ণ অশ্বগণ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া পুনর্ব্বার বিমনায়মান হইলেন। তাঁহারা ভগ্ন দশন সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায়! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন গমন করিয়াছে; আমাদিগকে ধিক্। ঐ সময় এক রথারূঢ়, বর্ম্মাচ্ছাদিত দেহ, অরাতিঘাতন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ক্রীড়া করতই যেন কৌরব সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক যত্নবান ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ করত গমন করিতে লাগিলেন। তখন

অন্যান্য সেনাগণ তাঁহাদিগকে দ্রুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া উচ্চস্বরে কহিল, হে কৌরবগণ! ঐ দেখ কেশব ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে রথযোজন করিয়া আমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করত জয়দ্রথের অভিমুখে অশ্ব চালন করিতেছেন। অতএব তোমরা অবিলম্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার করিতে যত্নবান হও।

হে মহারাজ! সেই সময় কোন কোন ভূপতি সমরক্ষেত্রে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, সমস্ত সৈন্য, ক্ষত্রিয়গণ ও সমুদায় পৃথিবী এককালে উৎসন্ন হইল। উপায়ানভিজ্ঞ দুর্য্যোধন ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ কহিলেন, সিন্ধুরাজের আর নিস্তার নাই; তিনি অবশ্যই শমন সদনে গমন করিবেন; এ ক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য থাকে, কুরুরাজ তাহার অনুষ্ঠান করুন। হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন অক্লান্ত তুরঙ্গম যুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় যোধগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য কালান্তক যমোপম মহাবাহু অর্জ্জুনকে কোন ক্রমে নিবারণ করিতে পারিলেন না। শত্রুতাপন পাণ্ডব জয়দ্রথের অভিমুখে গমনার্থে মৃগকুল-নিহন্তা মৃগরাজের ন্যায় কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবণ ও বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সৈন্য সাগর মধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক সত্বরে অশ্বচালন ও পাঞ্চজন্য নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের অশ্বগণ এরূপ প্রবলবেগে গমন করিল যে, তদ্বিসৃষ্ট শরনিকর তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমুদায় নরপতি ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ জয়দ্রথ বধাভিলাষী ধনঞ্জয়কে পুনরায় চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। এই রূপে সৈন্য সকল অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন সত্বরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনেক সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের পবনোদ্ধূত ও পতাকাম্বিত, জলদ গম্ভীর নিস্বন, কপিধ্বজ রথ দর্শন করিয়া বিষণ্ণ হইতে লাগিল। ঐ সময় পার্থিব রজোরাশি সমুত্থিত হইয়া দিনকরকে সমাচ্ছন্ন করিলে বাণার্দ্দিত বীরগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইলেন।

একাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় ভূপতিগণ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া প্রথমত ভয়ে পলায়নোন্মুখ হইলেন। পরিশেষে তাঁহারা সঙ্কুচিত হইয়া ক্রোধভরে স্থিরচিত্তে ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ক্রোধোত্তেজিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন, তাঁহারা সাগরে পতিত তরঙ্গিনীর ন্যায় আর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে অনেক অসাধু ক্ষত্রিয় বেদ বিমুখ নাস্তিকের ন্যায় নরক গমনের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তখন পুরুষ শ্রেষ্ঠ কেশব ও অর্জ্জুন দ্রোণের সেনা সমূহ বিদারণ ও রথিগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া রাহু বদন বিনিঃসৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় মহাজাল বিমুক্ত, মকরাস্য বিনির্গত মৎস্য দ্বয়ের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং মকর যেমন সমুদ্র সংক্ষোভিত করে, সেই রূপ শস্ত্র দ্বারা কৌরব পক্ষীয় সেনাগণকে বিক্ষোভিত করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! যখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য মধ্যে অব-

স্থান করিতেছিলেন, তৎকালে আপনার পুত্রগণ ও তৎপক্ষীয় যোদ্ধা সকল মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কদাপি দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না; অতএব সিন্ধুরাজের আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। জয়দ্রথের জীবিত রক্ষা বিষয়ে কৌরব পক্ষীয়গণের মনে এই বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলে তাঁহাদের সে আশা এক বারে উন্মূলিত হইল। তাঁহারা প্রজ্বলিত পাবক তুল্য প্রতাপশালী মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দ্রোণসৈন্য ও ভোজসৈন্য অতিক্রমণ করিতে দেখিয়া এক কালে জয়দ্রথের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন অরাতিকুল ভয়বর্দ্ধন, নির্ভীকচেতা কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় পরস্পর জয়দ্রথ বধ বিষয়িনী মন্ত্রণা করত কহিলেন, কৌরব পক্ষীয় ছয় জন মহারথী জয়দ্রথের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক উঁহারে রক্ষা করিতেছে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা একবার আমাদের নয়নগোচর হইলে কদাচ বিমুক্ত হইতে সমর্থ হইবে না। অধিক কি বলিব, যদি দেবগণের সহিত দেবরাজ স্বয়ং সমরে উঁহারে রক্ষা করেন, তথাপি আজি উঁহার নিস্তার নাই। হে মহারাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন জয়দ্রথকে অন্বেষণ করত পরস্পর এই রূপ কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই সকল কথা আপনার পুত্রগণের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মরুভূমি অতিক্রমণানন্তর বারি পানে পরিতৃপ্ত মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বণিকেরা ব্যাঘ্র, সিংহ ও গজ সমাকীর্ণ ভূধর অতিক্রম করিয়া যেরূপ প্রফুল্ল হয়, জরা মৃত্যু বিহীন অরিনিসূদন মধুসূদন ও অর্জ্জুনকে সেই রূপ হৃষ্টচিত্ত বোধ হইতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রজ্বলিত জ্বলন তুল্য, আশীবিষ সদৃশ দ্রোণ, হার্দ্দিক্য এবং অন্যান্য নরপতিগণের শরজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও অগ্নির ন্যায়, দ্যুতিমান ভাস্কর দ্বয়ের ন্যায় সমধিক শোভা ধারণ করিলেন। লোকে সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইলে যেরূপ হৃষ্ট হয়, উক্ত বীর দ্বয় অর্ণব সদৃশ দ্রোণ সৈন্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই রূপ আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা ভারদ্বাজের শাণিত শর প্রহারে রুধিরাক্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, পর্ব্বত দ্বয় মধ্যে কর্ণিকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেই মহাবীর দ্বয় শক্তিরূপ আশীবিষ, নারাচ রূপ মকর ও ক্ষত্রিয় রূপ সলিলশালী দ্রোণরূপ হ্রদ এবং জ্যাঘোষ রূপ অশনি নিস্বন, গদা ও খড়্গ রূপ বিদ্যুৎ সম্বলিত, দ্রোণাস্ত্র রূপ মেঘ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার বিনির্ম্মুক্ত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রোণের অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইলে সকলেরই বোধ হইতে লাগিল যেন, ঐ বীর দ্বয় বাহু দ্বারা বর্ষাকালীন সলিল পূর্ণ, গ্রাহগণ সমাকুল সমুদ্রগামী নদী সমুদায় হইতে সমুত্তীর্ণ হইলেন। হে মহারাজ! যেমন ব্যাঘ্র দ্বয় মৃগ জিঘাংসায় দণ্ডায়মান থাকে, সেই রূপ সেই বীর দ্বয় সমীপস্থ জয়দ্রথের বিনাশেচ্ছায় তাঁহারে অবলোকন করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মুখবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব পক্ষীয় সমুদায় যোধগণ জয়দ্রথকে বিনষ্ট বলিয়া অবধারিত করিলেন।

তখন লোহিত লোচন কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অভীষু হস্ত শৌরী ও ধনুষ্মান্ ধনঞ্জয় সূর্য্য ও পাবকের সমান প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ!

এই রূপে অরাতিনিসূদন মধুসূদন ও ধনঞ্জয় দ্রোণ সৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া জয়দ্রথকে সমীপে অবলোকন করত যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং আমিষলোলুপ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রোধভরে সিন্ধুরাজের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণ সন্নদ্ধ দুর্ভেদ্য কবচধারী অশ্ব সংস্কারবিৎ বিপুল পরাক্রম রাজা দুর্য্যোধন সেই বীর দ্বয়কে সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ এক রথে কৃষ্ণ ও পার্থকে অতিক্রম পূর্ব্বক কৃষ্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৌরব সৈন্য মধ্যে বিবিধ বাদিত্র বাদিত ও শঙ্খধ্বনির সহিত সিংহনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল। অনল তুল্য তেজস্বী যে যে বীরগণ সিন্ধুরাজের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলে দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পুরোবর্ত্তী দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তখন মহাত্মা কেশব অনুচর পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধনকে অতিক্রমণ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে তৎকালোচিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন আমাদিগকে অতিক্রম করিয়াছে। দুর্য্যোধন অতি অদ্ভুত পরাক্রমশালী; আমার মতে ইহার তুল্য রথী আর কেহই নাই। ঐ মহাধনুর্দ্ধর অতিশয় অস্ত্র কুশল ও যুদ্ধ দুর্ম্মদ। উহার অস্ত্র সকল অত্যন্ত দৃঢ়। সকল মহারথেরাই উহার বহুমান করে। ঐ কৃতী রাজপুত্র চিরকাল সুখে লালিত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা নিরন্তর তোমাদিগের দ্বেষ করিয়া থাকে। অতএব হে অনঘ! এ ক্ষণে উহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। এই সংগ্রামে জয় ও পরাজয় তোমারই আয়ত্ত। হে অর্জ্জুন! তুমি অবিলম্বে দুর্য্যোধনের উপর সেই চিরসঞ্চিত ক্রোধ বিষ নিক্ষেপ কর। যে দুরাত্মা পাণ্ডবদিগের অনর্থপাতের নিদান, সেই আজি তোমার সহিত যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে। অতএব এ ক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইতে চেষ্টা কর। রাজা দুর্য্যোধন রাজ্যার্থী হইয়া কেন তোমার সহিত যুদ্ধে উপস্থিত হইল? যাহা হউক, ঐ পাপাত্মা ভাগ্যক্রমেই এ ক্ষণে তোমার বাণগোচর হইয়াছে; অতএব যাহাতে অচিরাৎ জীবন পরিত্যাগ করে, শীঘ্র তাহার উপায় কর। ঐশ্বর্য্য মদমত্ত দুর্য্যোধন দুঃখের লেশ মাত্রও ভোগ করে নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার সাংগ্রামিক পরাক্রম কিছুমাত্র অবগত নহে। হে পার্থ! এক দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় সুর অসুর ও মানবগণ একত্র হইলেও তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভাগ্যক্রমে আজি তোমার রথ সমীপে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই রূপ তুমিও ইহারে বিনাশ কর। ঐ পাপাত্মা নিরন্তর তোমার অনিষ্ট চেষ্টা, শঠতা পূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে বঞ্চনা এবং সতত তোমাদিগের প্রতি ভূরি ভূরি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে। অতএব তুমি কোন বিচার না করিয়া ঐ পাপ পরায়ণ নৃশংসকে সংহার কর। হে অর্জ্জুন! শঠতা সহকারে রাজ্যাপহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর সেই সকল ক্লেশ স্মরণ করিয়া সংগ্রামে পরাক্রম প্রকাশ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সৌভাগ্য ক্রমে তোমার কার্য্য ব্যাঘাত করিবার চেষ্টায় তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করত তোমার বাণপথের পথবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করিতেছে। আজি দৈবক্রমে তোমাদিগের মনোরথ

সকল সফল হইল। অতএব হে পার্থ! পূর্ব্ব কালে দেবাসুর যুদ্ধে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র জম্ভাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি তুমি কুরুকুল কলঙ্ক ভূত ধৃতরাষ্ট্র তনয়কে নিপাত করিয়া দুরাত্মাদিগের মূল ছেদন ও শত্রুতার শেষ কর। ঐ দুরাত্মার নিধনে উহার সৈন্য সকল অনাথ হইলে তুমি অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা কেশব এই কথা বলিলে অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করত কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি যাহা কহিলে ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে স্থানে দুর্য্যোধন অবস্থিতি করিতেছে, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। হে মাধব! যে দুরাত্মা এত দীর্ঘকাল অকণ্টকে আমাদিগের রাজ্য ভোগ করিয়াছে, আজি কি রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার মস্তক ছেদন করিয়া সেই দুঃখভোগের অযোগ্য দ্রৌপদীরে কেশাকর্ষণ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইব? হে মহারাজ! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পর এই রূপ বলিতে বলিতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিবার মানসে পরমানন্দে সংগ্রাম স্থলে শ্বেতাশ্ব সমুদায় সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই দারুণ ভয়াবহ সময়ে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুন ও হৃষীকেশকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে সকল ক্ষত্রিয়েরাই তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ মধ্যে সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন কুন্তিনন্দন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। দুর্য্যোধনও তাঁহার উপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ভীষণরূপধারী ভূপতিগণ চতুর্দ্দিক হইতে সেই পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া হাস্য করত যুদ্ধার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। কেশব ও ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের আহ্বানে একান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ করত শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই বীর দ্বয়কে আহ্লাদিত দেখিয়া এককালে দুর্য্যোধনের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহারে অগ্নিমুখে আহুত স্থির করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্ত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ ভয়ে কাতর হইয়া রাজা হত হইলেন, রাজা হত হইলেন, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, আমি এখনই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। কুরুরাজ সৈনিক পুরুষদিগকে এই রূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! যদি তুমি পাণ্ডুরাজের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাক, তাহা হইলে দিব্য পার্থিব প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ তৎসমুদায় আমারে প্রদর্শন কর, কেশবের যতদূর ক্ষমতা আছে, উনি তাহা প্রকাশ করুন। হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার পরোক্ষে যে যে কার্য্য করিয়াছ, আজি আমার প্রত্যক্ষে সেই সমুদায় প্রকাশ কর।

ত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জু-

নকে এই কথা বলিয়া মর্ম্মভেদী তিন শরে তাঁহারে, চারি শরে তাঁহার চারি তুরঙ্গকে ও দশবাণে কেশবকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রতোদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের উপর বিচিত্র পুঙ্খ শিলাশাণিত চতুর্দ্দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরনিকর দুর্য্যোধনের বর্ম্মে লগ্ন হইবা মাত্র ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় চতুর্দ্দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎসমুদায়ও দুর্য্যোধনের বর্ম্ম সংস্পর্শে ব্যর্থ হইল। তখন শত্রুতাপন কৃষ্ণ পার্থ নিক্ষিপ্ত অষ্টাবিংশতি বাণ বিফল হইল দেখিয়া তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আজি যে ভূধরের গতি সদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা অবলোকন করিতেছি। কি আশ্চর্য্য! তোমার বাণ সকল ব্যর্থ হইল। আজি কি পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার গাণ্ডীবের, মুষ্টির বা ভুজ দ্বয়ের বলহানি হইয়াছে। আজি কি তোমার সহিত দুর্য্যোধনের শেষ সন্দর্শন হইবে না? হে অর্জ্জুন! আজি আমি তোমার শরনিকর ব্যর্থ দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। তোমার অরাতিকলেবর দারক অশনি সদৃশ শর সকল কোন কার্য্যকারকই হইল না! এ কি বিড়ম্বনা।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মাধব! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধন শরীরে আমার অস্ত্রের অভেদ্য দারুণ কবচ নিবেশিত করিয়াছেন। কেবল মহাত্মা আচার্য্য ঐ কবচ অবগত আছেন এবং আমি তাঁহার নিকট উহা অবগত হইয়াছি; এতদ্ভিন্ন ত্রিলোক মধ্যে আর কেহই এই কবচ বৃত্তান্ত জ্ঞাত নহেন। হে গোবিন্দ! মনুষ্য নিক্ষিপ্ত বাণের কথা দূরে থাকুক; ইন্দ্রের অশনিতেও উহা বিভিন্ন হইবার নহে। হে কেশব! তুমি ত্রিলোকের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বৃত্তান্ত অবগত আছ। তুমি এ বিষয়টি যেরূপ অবগত আছ এমন আর কেহই নাই; তবে কি নিমিত্ত আমারে জিজ্ঞাসা করিয়া মুগ্ধ করিতেছ। হে কেশব! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আচার্য্য দত্ত কবচ ধারণ করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু এই কবচ ধারণ করিয়া কি করা কর্ত্তব্য তাহার কিছুই অবগত নহে; কেবল স্ত্রীলোকের ন্যায় গাত্রে ধারণ করিয়া আছে। অতএব তুমি আজি আমার ধনু ও বাহু দ্বয়ের পর্য্যবেক্ষণ কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন কবচ রক্ষিত হইলেও আজি উহারে পরাজিত করিব। আমার গাত্রে যে কবচ রহিয়াছে, ইহা প্রথমত দেবাদিদেব মহাদেব অঙ্গিরারে প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে অঙ্গিরা বৃহস্পতিরে ও বৃহস্পতি পুরন্দরকে সমর্পণ করেন। সুরপতি উপহারের সহিত ইহা আমারে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, যদি দুর্য্যোধনের কবচ দেবসম্ভূত হয়, অথবা ব্রহ্মা স্বয়ং উহা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তথাপি আজি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন উহা দ্বারা রক্ষিত হইতে পারিবে না।

মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপ কহিয়া শর সমুদায় মন্ত্রপূত করত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে অশ্বত্থামা দূর হইতে সর্ব্বাস্ত্র নাশক অস্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কেশবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমি পুনর্ব্বার এ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহি। এই অস্ত্র আমা কর্ত্তৃক দুই বার প্রযুক্ত হইলে ইহা আমারে বা আমার সৈন্যগণকে বিনাশ করিবে। হে মহারাজ! এই রূপে অর্জ্জুনের বাণ ছিন্ন হইলে মহাবীর দুর্য্যোধন আশীবিষ সদৃশ নয় বাণে কৃষ্ণকে, নয় বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয়েরা তদ্দর্শনে

যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিপুল বীর্য্যশালী মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া সৃক্কণী লেহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার আপাদ মস্তক বর্ম্মরক্ষিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার গাত্রে শর নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে অন্তক সদৃশ শরনিকরে দুর্য্যোধনের শরমুষ্টি, শরাসন, অশ্ব সমুদায় পার্ষ্ণি ও সারথিরে ছেদন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ বাণদ্বয়ে রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া অবিলম্বে তাঁহার হস্ততল দ্বয় বিদ্ধ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় ধনুর্দ্ধরেরা পার্থ শরপীড়িত দুর্য্যোধনকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ সহস্র সহস্র রথ, গজ, বাজী ও রোষাবিষ্ট পদাতি সমূহ সমভিব্যাহারে আগমন ও ধনঞ্জয়কে বেষ্টন করিয়া তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন ও গোবিন্দ সেই মহাবীরগণের অস্ত্রজালে ও জন সমূহে পরিবৃত হইলে কেহই আর তাঁহাদের রথ বা তাঁহাদিগকে অবলোকনে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত অস্ত্র দ্বারা সেই সৈন্য সমুদায় আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। শত শত রথী ও মাতঙ্গ বিকলাঙ্গ হইয়া সমর ভূমিতে শয়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট অর্জ্জুন শর তাড়িত সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ ভূমি অবরোধ করিয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করত তাঁহার রথের গতি রোধ করিল। তখন বৃষ্ণিবীর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি ধনুর্বিস্ফারণ কর, আমি শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করি। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্যানুসারে গাণ্ডীব ধনু বিস্ফারিত করিয়া শরাঘাতে রিপুগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধূলিধূসরিত পক্ষ্মপটল কেশব ঘর্ম্মাক্ত বদনে পাঞ্চজন্য বাদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের শঙ্খনাদ ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীব নিস্বনে কৌরব পক্ষীয় কি বলবান কি দুর্ব্বল সকলেই ভূতলে নিপতিত হইল। তখন অর্জ্জুনের রথ সেই সেনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া বায়ু প্রেরিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ঐ সময় সিন্ধু রাজের রক্ষক মহা ধনুর্দ্ধর বীর পুরুষেরা সহসা পার্থকে নিরীক্ষণ করিয়া অনুচরগণ সমভিব্যাহারে বাণ শব্দ, শঙ্খনিস্বন ও ভীষণ সিংহনাদ করিয়া বসুন্ধরা কম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় কৌরবগণের সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শঙ্খ শব্দে ভূধর, অর্ণব ও দ্বীপ সমবেত সমুদায় ভূতল পাতালতল এবং দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কুরুপাণ্ডব সৈন্য মধ্যে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় সমুদায় মহারথগণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমত অতিশয় ভীত হইলেন কিন্তু তৎপরেই ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বরে তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

চতুঃশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে কৌরবগণ সুবর্ণ চিত্রিত, শব্দায়মান, জ্বলন্ত অনল সদৃশ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ দ্বারা দশ দিক্ সন্দীপন এবং রুক্মপৃষ্ঠ দুর্নিরীক্ষ্য ক্রুদ্ধ ভুজগ সদৃশ শব্দায়মান কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া মহাবীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের নিধন বাসনায় সত্বরে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। সন্নদ্ধ কবচ মহাবীর ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, মদ্ররাজ ও রথিশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা, এই আট জন মহারথ বায়ুবেগগামী অশ্ব সংযোজিত, ব্যাঘ্র চর্ম্মা-

চ্ছাদিত, ঘনঘটা গভীর নিস্বন, হেম বিভূষিত রথে আরোহণ করিয়া নিশিত শর নিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মহাবীর অর্জ্জুনের দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সৎকুলসম্ভূত দ্রুতগামী বিচিত্র অশ্বগণ সেই মহারথগণকে বহন করত দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া অসাধারণ শোভা ধারণ করিল। কৌরব পক্ষীয় প্রধান প্রধান যোধগণ পর্ব্বত, নদী ও অর্ণবসম্ভূত সদ্বংশজ, বেগগামী, অত্যুত্তম তুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার পুত্রের রক্ষার্থ চতুর্দ্দিক হইতে সত্বরে ধনঞ্জয়ের রথের প্রতি ধাবমান হইয়া শঙ্খনাদে সসাগরা ধরিত্রী ও স্বর্গ পরি পূরিত করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বদেব প্রবর মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খ প্রাধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সেই শঙ্খ শব্দে সমুদায় শব্দ অন্তর্হিত এবং পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

হে মহারাজ! সেই ভীরু জনের ত্রাসজনন ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন, নিদারুণ শঙ্খ নিনাদ সময়ে ভেরী, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর ও আনক প্রভৃতি বাদিত্র সকল বাদিত হইলে দুর্য্যোধন হিতৈষী, সসৈন্যে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত মহাধনুর্দ্ধর নানা দিগ্দেশীয় নরপতিরা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খ নিনাদ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া রোষভরে স্ব স্ব শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই নির্ঘাত শব্দ সদৃশ শঙ্খ নিস্বনে সমুদায় দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। কৌরব পক্ষীয় সমুদায় রথী, গজ সেই ভীষণ শব্দে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ও সেই আট জন মহারথ জয়দ্রথের রক্ষার্থ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বাসুদেবের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর তিন এবং তাঁহার ধ্বজ ও অশ্ব সমুদায়ের উপর পাঁচ ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবকে শরাহত দেখিয়া রোষকষায়িত লোচনে অশ্বত্থামারে ছয় শত, কর্ণকে দশ ও বৃষসেনকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শল্য তৎক্ষণাৎ অপর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ভূরিশ্রবা সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত তিন বাণে, কর্ণ দ্বাত্রিংশত্ বাণে, বৃষসেন সাত বাণে, জয়দ্রথ ত্রিসপ্ততি বাণে, কৃপ দশ বাণে এবং মদ্ররাজ পুনরায় দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামা প্রথমত পার্থের উপরি ষষ্টি সংখ্যক শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহারে পাঁচ ও বাসুদেবকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করত স্বীয় হস্তলাঘবতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই সকল বীরগণকে শরনিকরে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কর্ণকে দ্বাদশ, বৃষসেনকে তিন, সৌমদত্তিরে তিন, শল্যকে দশ, গোতমকে পঞ্চবিংশতি ও সৈন্ধবকে শত শরে বিদ্ধ করিয়া সত্বরে শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামারে প্রথমত অগ্নিশিখাকার আট বাণ প্রহার করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা ক্রোধপ্রদীপ্ত হইয়া হৃষীকেশের করস্থিত অশ্বরশ্মি ছেদন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সেই কৌরব পক্ষীয় বীরগণকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবপক্ষীয় ও অস্মৎপক্ষীয় সেই বিবিধাকার অসামান্য শোভা সম্পন্ন ধ্বজ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারথগণের রথস্থিত নানাপ্রকার ধ্বজ সমূহের নাম ও আকার ও বর্ণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। সংগ্রামস্থলে মহারথদিগের রথোপরি সুবর্ণাভরণ ভূষিত, সুবর্ণ মাল্যমণ্ডিত, সুবর্ণময় বিবিধ প্রকার ধ্বজ সমুদায় প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় ও অত্যুচ্চ সুমেরু পর্ব্বতের কাঞ্চন শৃঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সমুদায় ধ্বজের উপরিস্থিত নানারাগ রঞ্জিত, ইন্দ্রায়ুধ প্রতিম, বিচিত্র পতাকা সকল বায়ুবিকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নর্ত্তকীরা রঙ্গমধ্যে নৃত্য করিতেছে।

গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত পতাকা সমলঙ্কৃত, সিংহলাঙ্গুলধারী, বিকটাস্য, ভীষণাকার কপিবর সংগ্রামস্থলে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিল। মহাবীর অশ্বত্থামার শক্রধ্বজ সদৃশ, পবনকম্পিত, বাল সূর্য্য প্রতিম, অত্যুচ্ছ্রিত, কাঞ্চনময় ধ্বজাগ্রভাগ কৌরবগণের হর্ষবর্দ্ধন করিল। মহাবীর কর্ণের মাল্য ও পতাকা যুক্ত সুবর্ণময় হস্তিকক্ষাধ্বজ বায়ুবিকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা আকাশমার্গ ভেদ করত নৃত্য করিতেছে। পাণ্ডবগণের আচার্য্য তপঃসম্পন্ন গোতমতনয়ের রথে বৃষধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। ত্রিপুরবিজয়ী দেবাদিদেব মহাদেব বৃষ দ্বারা যেরূপ শোভমান হন, গোতমপুত্র মহাত্মা কৃপাচার্য্য সেই রথস্থ বৃষভধ্বজ দ্বারা তদ্রূপ শোভা ধারণ করিলেন। সেই রূপ মহাত্মা বৃষসেনের ধ্বজে মণিরত্নাদি মণ্ডিত ময়ূর সেনাগ্রভাগ শোভিত করত বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐ ময়ূর হঠাৎ নেত্রপথে পতিত হইলে বোধ হয়, যেন উহা কিছু বলিতে বাসনা করিয়াছে। মহাত্মা বৃষসেন সেই ময়ূর দ্বারা সমরাঙ্গনে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মদ্ররাজ শল্যের ধ্বজাগ্র ভাগে সর্ব্ববীজ প্রসবিনী শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় অগ্নিশিখাকার সুবর্ণময় লাঙ্গল শোভা পাইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের ধ্বজোপরি বালার্ক সদৃশ হেমাভরণ ভূষিত বরাহ নয়নগোচর হইল। পূর্ব্ব কালে দেবাসুর যুদ্ধ সময়ে সূর্য্য যেমন শোভমান হইয়াছিলেন, মহাবীর জয়দ্রথ সেই বরাহ দ্বারা সেই রূপ শোভা ধারণ করিলেন। যজ্ঞশীল ধীমান সৌমদত্তির কনকময় যূপধ্বজ মখ শ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞের উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় বিরাজমান হইতে লাগিল। ঐরাবত যেমন দেবরাজের সৈন্যগণকে শোভিত করে, তদ্রূপ মহাবীর শলরাজের ধ্বজস্থিত বিচিত্র সুবর্ণময় ময়ূর সমুদায়ে পরিশোভিত মাতঙ্গধ্বজ আপনার সৈন্যগণের শোভা সম্পাদন করিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রথস্থ সুবর্ণ মণ্ডিত শব্দায়মান কিঙ্কিণী শত সমাযুক্ত মণিময় নাগধ্বজ দ্বারা অতীব শোভামান হইলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় এই নয় মহাধ্বজ যুগান্ত কালীন সূর্য্যের ন্যায় আপনার বাহিনী মণ্ডল প্রদীপ্ত করিল। তন্মধ্যে মহাবীর অর্জ্জুনের এক মাত্র বানরধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। হুতাশন দ্বারা হিমাচল যেরূপ দেদীপ্যমান হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় ধ্বজস্থিত কপি দ্বারা তদ্রূপ প্রদীপ্ত হইলেন।

অনন্তর শক্রতাপন মহারথগণ অর্জ্জুনকে পরাভব করিবার নিমিত্ত বিচিত্রাকার বৃহৎ শরাসন সমুদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন অদ্ভুতকর্ম্মা অর্জ্জুনও স্বীয় শত্রু বিনাশন গাণ্ডীব ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক বাণবৃষ্টি

করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শর প্রভাবে, আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা নিবন্ধন নানা দিগ্দেশ হইতে অভ্যাগত প্রভুত হস্ত্যশ্বরথ সম্পন্ন বহুতর নরপতিরা কালকবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহারথগণ ও মহাবীর অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি গর্জ্জন করত পরস্পরকে ভৎ'সন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! ঐ সময় কৃষ্ণসারথি মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সকল মহারথিগণকে পরাজয় ও জয়দ্রথকে সংহার করিবার মানসে একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব বিধূনন ও শরজাল বিস্তার করত কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে অদৃশ্য করিলেন। তাঁহারাও চতুর্দ্দিক হইতে শরবর্ষণ করিয়া শত্রুতাপন অর্জ্জুনকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অরাতি শরনিকরে অদৃশ্য হইলে সৈন্য মধ্যে কোলাহল ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

ষট্‌শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথের সমীপে সমুপস্থিত হইলে দ্রোণ সমাক্রান্ত পাঞ্চালগণ কৌরব পক্ষীয়দিগের সহিত কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই অপরাহ্ন কালীন লোমহর্ষণ সংগ্রাম সময়ে পাঞ্চালগণ দ্রোণকে সংহার ও কৌরবগণ তাঁহাকে তাহাদের হস্ত হইতে মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণাচার্য্যের নিধন কামনায় গর্জ্জন করত তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুরের যেরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এ ক্ষণে পাঞ্চাল ও কুরুবীরগণের সেই রূপ অত্যদ্ভুত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথ সন্নিধানে আপনাদিগের রথ অবস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে তাহাদের উপর অসংখ্য মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আচার্য্যের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৈকয় দেশীয় মহারথ বৃহৎক্ষত্র অশনি সন্নিভ শাণিত শর পরিত্যাগ করত দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন কীর্ত্তিমান ক্ষেমধূর্ত্তি অসংখ্য তীক্ষ্ণ বাণ পরিত্যাগ করত বৃহৎক্ষত্রের সম্মুখে গমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া শম্বরাসুরের প্রতি ধাবমান ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষেমধূর্ত্তির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বীরধন্বা তাঁহাকে ব্যাদিতাস্য কালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে তাঁহার প্রতি গমন করিলেন।

তখন মহা বীর্য্যবান্ দ্রোণাচার্য্য জিগীষু মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র বলবান বিকর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত যুদ্ধ নিপুণ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। শত্রুকর্ষণ দুর্ম্মুখ অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিয়া সমাগত সহদেবকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত শাণিত তীক্ষ্ণশরে নরব্যাঘ্র সাত্যকিরে মুহুর্মুহু কম্পিত করিতে লাগিলেন। মহাবল সৌমদত্তি সায়কবর্ষী নরব্যাঘ্র দ্রৌপদীতনয়দিগের নিবারণে যত্নবান হইলেন। মহারথ ঋষ্যশৃঙ্গতনয় অমর্ষপরায়ণ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব কালে রাম রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এই বীর দ্বয়ে তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইল।

তখন ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নতপর্ব্ব

নবতি বাণে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের সমুদায় মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষস্থলে পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে তাঁহার দেহ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে লক্ষ করত বিংশতি বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শর দ্বারা দ্রোণ নির্ম্মুক্ত শর সমুহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে মহাত্মা ধর্ম্মরাজের ধনু ছেদন পূর্ব্বক অসংখ্য শরে তাঁহার সর্ব্ব শরীর আবৃত করিলেন। এই রূপে ধর্ম্মরাজ দ্রোণের সায়কে সমাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টি পথাতীত হইলে রণভূমিস্থ সকল লোকেই তাঁহারে নিহত বলিয়া স্থির করিল। কেহ কেহ মনে করিল, যুধিষ্ঠির দ্রোণের শরাঘাতে সমর বিমুখ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তখন দ্রোণ শরে বিপন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণ প্রেরিত শর সমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহারাজ ধর্ম্মনন্দন দ্রোণের সমুদায় শর ছেদন করিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে স্বর্ণদণ্ডালঙ্কৃত অষ্ট ঘণ্টা বিশিষ্ট গিরিবিদারণে সমর্থ ভীষণ শক্তি সমুৎক্ষেপণ করিয়া প্রফুল্ল মনে গভীর নিনাদ করিলেন। তাঁহার ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ ও ভীষণ শক্তি সন্দর্শনে সকল প্রাণীই শঙ্কিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক, বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ ভীষণ শক্তি যুধিষ্ঠিরের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আকাশমণ্ডল ও দিগ্বিদিক প্রজ্বলিত করত দ্রোণ সমীপে সমুপস্থিত হইল। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সহসা সেই শক্তি সন্দর্শন করিয়া তাহার নিবারণের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র যুধিষ্ঠির নির্ম্মুক্ত শক্তি ভস্মসাৎ করিয়া তাঁহার স্যন্দনাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন বিজ্ঞতম যুধিষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহারে নতপর্ব্ব নয় বাণে বিদ্ধ করত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া সহসা ধর্ম্মপুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই দ্রোণ নির্ম্মুক্ত গদা অবলোকন করিয়া তাহার নিবারণার্থ সত্বরে স্বীয় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই উভয় বীরনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদা দ্বয় পরস্পর সঙ্ঘর্ষিত হইয়া অগ্ন্যুৎপাদন পূর্ব্বক মহীতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া চারিটি তীক্ষ্ণ শরে তাঁহার অশ্ব সমুদায় এক ভল্লাস্ত্রে শরাসন ও এক বাণে ইন্দ্রধ্বজোপম কেতু ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে তিন শরে নিপীড়িত করিলেন। যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধহস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাঁহারে রথহীন ও শস্ত্র বিহীন অবলোকন করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার সেনাগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং ভীষণ সিংহ যেমন মৃগের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই রূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণ কর্ত্তৃক অভিদ্রুত হইলে সমুদায় পাণ্ডব পক্ষীয়েরা রাজা দ্রোণ কর্ত্তৃক হৃত হইলেন বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন কুন্তিপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ত্বরান্বিত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিয়া মহাবেগে

অশ্ব চালন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সমরক্ষেত্রে সমাগত কেকয়দেশীয় দৃঢ়বিক্রম বৃহৎক্ষত্রের বক্ষস্থলে অসংখ্য বাণ বিদ্ধ করিলেন। রাজা বৃহৎক্ষত্রও দ্রোণসৈন্য ভেদ করিবার নিমিত্ত সত্বরে তাঁহারে নতপর্ব্ব নবতি বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষেমধূর্ত্তি ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা মহাত্মা বৃহৎক্ষত্রের শরাসন ছেদন করিয়া আনতপর্ব্ব শরনিকরে তাঁহার সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর বৃহৎক্ষত্র সহাস্য মুখে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া মহারথ ক্ষেমধূর্ত্তির অশ্ব, সারথি ও রথ ছেদন পূর্ব্বক শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার জ্বলিত কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষেমধূর্ত্তির কুঞ্চিত কেশবিরাজিত কিরীটমণ্ডিত ছিন্ন মস্তক সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া অম্বর চ্যুত জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। এই রূপে মহাবীর বৃহৎক্ষত্র ক্ষেমধূর্ত্তির প্রাণ সংহার করিয়া প্রসন্ন মনে পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ সহসা কৌরব সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

মহাবীর ধৃষ্টকেতু দ্রোণকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বীরধন্বা তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই বলবীর্য্য সম্পন্ন বীর দ্বয় বহু সহস্র শর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া নিবিড়ারণ্যচারী মদোন্মত্ত যূথপতি মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায়, গিরিগহ্বরস্থ ক্রুদ্ধ শার্দ্দূল দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর জিঘাংসায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধচারণগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাঁহাদের সেই অপূর্ব্ব সংগ্রাম দেখিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বীরধন্বা ক্রুদ্ধ হইয়া অম্লান মুখে ভল্লাস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টকেতুর শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া সুবর্ণ দণ্ড মণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বীরধন্বার রথ লক্ষ্য করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। মহাবীর বীরধন্বা সেই বীরঘাতিনী শক্তির আঘাতে ভিন্ন হৃদয় হইয়া সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথ বীরধন্বার মৃত্যু হইলে পাণ্ডব পক্ষীয়গণ আপনার সৈন্য সংক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাবীর দুর্ম্মুখ সহদেবের প্রতি ষষ্টি শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহারে তর্জ্জন করত বীরনাদ করিতে লাগিলেন। মাদ্রীনন্দন তাঁহার তর্জ্জনে কোপপূর্ণ হইয়া শাণিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দুর্ম্মুখকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরিশেষে নয় বাণে তাঁহারে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া শাণিত ভল্লে তাঁহার কেতু, চারি বাণে চারি অশ্ব, শাণিত ভল্লে সারথির মস্তক ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে পুনরায় পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্ম্মুখ সেই অশ্ব বর্জ্জিত স্বীয় রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমনায়মান হইয়া নিরমিত্রের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন শক্রহন্তা সহদেব নিরমিত্রের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহারে সংহার করিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজপুত্র নিরমিত্র সহদেবের শরাঘাতে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ধরাতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ লেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! দশরথাত্মজ রাম নিশাচর খরের প্রাণ সংহার করিয়া যেরূপ শোভমান হইয়াছিলেন, সহদেবও ত্রিগর্ত্তরাজ পুত্র নিরমিত্রের জীবন নাশ করিয়া তদ্রূপ

শোভা ধারণ করিলেন। ত্রিগর্ত্তেরা রাজপুত্রের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত আর্ত্তনাদ ও হাহাকার করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! মহাবীর নকুল আপনার পুত্র পৃথুলোচন বিকর্ণকে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরাজিত করিয়া সকল লোককে বিস্ময়াপন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত নতপর্ব্ব শর বর্ষণ করিয়া সেনা মধ্যগত সাত্যকিরে অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শর দ্বারা ব্যাঘ্রদত্তের শর সমুদায় নিবারণ এবং তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে নিপাতিত করিলেন। এই রূপে মগধরাজপুত্র বিনষ্ট হইলে মগধ দেশীয় বীরগণ ক্রোধভরে সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর, তোমর, ভিন্দিপাল, প্রাস, মুষল, মুদ্গার প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকি সহাস্য মুখে অনায়াসে সেই সকল বীরগণকে পরাজিত করিলেন। হতাবশিষ্ট মাগধগণ প্রাণভয়ে সংগ্রাম বিমুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আপনার সেনাগণও সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণ হইল। হে মহারাজ! এই রূপে মধুবংশাবতংস সাত্যকি অপনার সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া ধমু বিধূনন পূর্ব্বক সংগ্রামে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কোপাবিষ্ট হইয়া নেত্র বিঘূর্ণন পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! যশস্বী সোমদত্তপুত্র ধনুর্দ্ধারী দ্রৌপদেয়দিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদেয়গণ সৌমদত্তির শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচেতন প্রায় হইয়া সংগ্রামে ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। অনন্তর নকুলপুত্র শতানীক নরর্ষভ সোমদত্তপুত্রকে দুই শরে বিদ্ধ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন শতানীকের অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় অকুটিল তিন তিন বাণে সৌমদত্তিরে আহত করিলেন। মহাবীর সৌমদত্তিও তাঁহাদিগের পাঁচ জনের বক্ষঃস্থলে পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই পাঁচ ভ্রাতা সৌমদত্তির বাণে পীড়িত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক সায়ক বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোপপূর্ণ অর্জ্জুননন্দন চারিটি শাণিত শরে সোমদত্ত নন্দনের অশ্ব সমুদায় শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেনতনয় তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে নিশিত শরে আহত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরতনয় তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং নকুলপুত্র তাঁহার সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। তখন সহদেব নন্দন সৌমদত্তিরে স্বীয় ভ্রাতৃগণের শরে বিমুখীকৃত অবগত হইয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বালসূর্য্য সদৃশ প্রভা সম্পন্ন সুবর্ণালঙ্কৃত সৌমদত্তির মস্তক ভূতলে পতিত হইয়া রণস্থল আলোকময় করিল। তখন আপনার সেনাগণ সোমদত্ত পুত্রের বিনাশ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া নানা স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! রাবণপুত্র ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়া ছিলেন; রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত সেই রূপ ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ভীমসেনের সহিত রাক্ষসের ঘোর সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন হাস্য করিয়া নয়টি নিশিত শরে রোষ-

পরবশ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গনন্দন অলম্বুষ বাণ বিদ্ধ হইয়া গভীর নিনাদ করত ভীমসেনের ও তাঁহার অনুগামিগণের সম্মুখীন হইয়া প্রথমত তাঁহারে নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ ও তাঁহার ত্রিংশৎ রথ বিনষ্ট করিল। পরে পুনরায় তাঁহার চতুঃশত রথ বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহারে তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন রাক্ষসের শর প্রহারে ব্যথিত হৃদয় হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে ঘোর শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শরে অলম্বুষকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। নীল কজ্জ্বল সদৃশ নিশাচর ভীমের বহু বাণে বিদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে প্রফুল্ল কিংশুকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় অলম্বুষের ভ্রাতৃবধ বৃত্তান্ত স্মৃতি পথে সমুদিত হইল। তখন সে ঘোর রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিল, রে মূঢ়! আজি সংগ্রামে আমার পরাক্রম দেখ্! তুই পূর্ব্বে আমার ভ্রাতা মহাবীর বক রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া ভাগ্য ক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিস্। আমি তথায় তৎকালে উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিতাম। মহাবীর অলম্বুষ ভীমকে এই কথা বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া অসংখ্য শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে আচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন নিশাচরকে অদৃশ্য জানিয়া নতপর্ব্ব শরনিকরে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস ভীমবাণে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রথারোহণ পূর্ব্বক কখন ভূতলে ও কখন আকাশ মণ্ডলে গমন করিতে লাগিল এবং কখন সূক্ষ্ম, কখন বৃহৎ ও কখন স্থূল আকার ধারণ পূর্ব্বক অম্বুদের ন্যায় গর্জ্জন ও নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করত আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে বিবিধ শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস বিসৃষ্ট শক্তি, কুণপ, প্রাস, শূল, পট্টিশ, তোমর, শতঘ্নী, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরশু, শিলা, খড়্গ, গুড়, ঋষ্টি, বজ্র প্রভৃতি শস্ত্র সকল সংগ্রাম মধ্যে বারিধারার ন্যায় নিপতিত হইয়া পাণ্ডুনন্দনের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও পদাতি বিনষ্ট হইয়া গেল। রথিগণ রথ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অলম্বুষ পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিয়া সমরাঙ্গনে রাক্ষসগণ সমাকুল শোণিত নদী প্রবাহিত করিল। রথ সকল উহার আবর্ত্ত, হস্তি সকল গ্রাহ, ছত্র সমুদয় হংস ও বাহু সকল পন্নগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ ঐ নদীর ভীষণ প্রবাহে ভাসিতে লাগিল। সেই ঘোররণে পাণ্ডবগণ রাক্ষসের নিঃশঙ্কচিত্তে পরিভ্রমণ ও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কৌরব সেনাগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা লোমহর্ষণ তুমুল বাদিত্র নিস্বন করিতে লাগিল। করতালি শব্দ ভুজঙ্গের যেমন অসহ্য হয়, কৌরবগণের বাদিত্র নিঃস্বন ভীমসেনের তদ্রূপ অসহ্য হইল। তখন তিনি কোপে প্রজ্বলিত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে ত্বাষ্ট্র অস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হওয়াতে অসংখ্য কৌরবসৈন্য সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সেই ভীমসেন প্রেরিত ত্বাষ্ট্র অস্ত্র সমরে নিশাচরের মহামায়া বিনষ্ট করিয়া তাহারে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস শরার্দ্দিত হইয়া

ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষার্থ দ্রোণাচার্য্যের বাহিনীমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে নিশাচর ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবেরা আনন্দিত চিত্তে সিংহনাদ করিয়া দশ দিক্ পরিপূরিত করিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইলে দেবগণ ইন্দ্রকে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই রূপ তাঁহারা ভীমসেনকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

নবাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে অলম্বুষ ভীমের নিকট হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সংগ্রাম স্থলে অশঙ্কিত চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বা নন্দন ঘটোৎকচ মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাহারে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অলম্বুষও কোপাবিষ্ট হইয়া ঘটোৎকচকে তাড়িত করিতে লাগিল। এই রূপে সেই রাক্ষস দ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া বিবিধ মায়া ধারণ পূর্ব্বক সুরেন্দ্র ও শম্বরের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। পূর্ব্ব কালে রাম ও রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এ ক্ষণে সেই ভীষণ রাক্ষস দ্বয়ের তদ্রূপ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ বিংশতি নারাচাস্ত্রে অলম্বুষের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় মুহুর্মুহু গভীর নিনাদ করিতে লাগিল। অলম্বুষও যুদ্ধদুর্ম্মদ হিড়িম্বা নন্দনকে পুনঃপুন বাণ বিদ্ধ করিয়া বীরনাদে গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই মায়া যুদ্ধবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত নিশাচর দ্বয় রোষিত হইয়া শত শত মায়া বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে মোহিত করিয়া মায়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঘটোৎকচ যে যে মায়া প্রকাশ করিল, অলম্বুষের মায়া প্রভাবে তৎসমুদায় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মায়া যুদ্ধ কুশল অলম্বুষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে তাহার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং অসংখ্য রথ দ্বারা তাহারে অবরোধ করিয়া তাহার উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিশাচর বীরগণের শরাহত হইয়া উল্কাহত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং অচিরাৎ অস্ত্র মায়া প্রভাবে বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া দগ্ধ বন হইতে নির্গত দন্তীর ন্যায় চতুর্দ্দিকস্থ রথ সমূহের মধ্য হইতে বিনির্গত হইল এবং দেবরাজের অশনি সদৃশ শব্দায়মান ভীষণ শরাসন বিষ্ফারণ করত ভীমসেনকে পঞ্চ বিংশতি, যুধিষ্ঠিরকে তিন, সহদেবকে সাত, নকুলকে ত্রিসপ্ততি, প্রত্যেক দ্রৌপদেয়কে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর গভীর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ভীমসেন নয়, সহদেব পাঁচ, যুধিষ্ঠির শত, নকুল চতুঃষষ্টি ও দ্রৌপদেয়েরা প্রত্যেকে তিন তিন বাণে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন। বলবান ঘটোৎকচও ঐ সময় তাহারে প্রথমত পঞ্চাশত শরে আহত করিয়া পুনরায় সপ্ততি শরে নিপীড়িত করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। মহাবীর হিড়িম্বা তনয়ের ভীষণ নাদে গিরি, কানন ও জলাশয়াদি সম্বলিত সমুদায় বসুন্ধরা এককালে কম্পিত হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অলম্বুষ রথিগণের শরনিকরে সমাহত হইয়া তাঁহাদের সকলকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ঘটোৎকচ কোপাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অলম্বুষকে সাত বাণে বিদ্ধ করিল। অলম্বুষও শরার্দ্দিত হইয়া হিড়িম্বা তনয়ের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সায়ক সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যেমন রোষাবিষ্ট মহাবল পন্নগ সমূহ পর্ব্বত

শৃঙ্গে প্রবেশ করে, সেই রূপ নতপর্ব্ব শর সমূহ ঘটোৎকচের কলেবরে প্রবিষ্ট হইল। তখন ঘটোৎকচ সমবেত পাণ্ডবগণ চতুর্দ্দিক হইতে অলম্বুষের উপর নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ জয়শীল পাণ্ডবগণের বাণে বিদ্ধ হইয়া মনুষ্যের ন্যায় হীনবীর্য্য ও কর্ত্তব্যাবধারণে অক্ষম হইল। সমর নিপুণ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ অলম্বুষকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার বিনাশ বাসনায় স্বীয় রথ হইতে তাহার ভিন্নাঞ্জন রাশি সন্নিভ দগ্ধ গিরিশৃঙ্গ সদৃশ রথে গমন করিল এবং গরুড় যেমন সর্পকে উত্তোলন করে, তদ্রূপ অলম্বুষকে রথ হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে বারংবার নিক্ষেপ করিয়া প্রস্তর বিক্ষিপ্ত পূর্ণ কুম্ভের ন্যায় তাহারে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। সেনাগণ তাহার এই অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল। এই রূপে অতি ভীষণ রাক্ষস অলম্বুষ ঘটোৎকচের প্রহারে বিস্ফুটিতাঙ্গ ও চূর্ণিতাস্থি হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন পাণ্ডবগণ সেই নিশাচরের বিনাশ দর্শনে পুলকিত হইয়া পতাকা বিধূনন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কুরুপক্ষীয় সেনা ও বীরগণ ভীমরূপ মহাবল অলম্বুষকে বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত দেখিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত ব্যক্তিরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই সমরাঙ্গনে নিপতিত রাক্ষসকে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে পতিত মঙ্গল গ্রহের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ঘটোৎকচ অমিত পরাক্রম অলম্বুষকে পক্ব অলম্বুষ ফলের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে বলনিপাতন বাসবের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পিতা ও পিতৃব্যেরা বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাহারে সেই দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে শঙ্খনাদ ও নানাবিধ বাণ নিস্বন আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে উভয় পক্ষের ভীষণ শব্দে ত্রিভুবন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে কি রূপে নিবারণ করিলেন, তুমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর; উহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় কৌতূহল হইয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সাত্যকি প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের যে রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর দ্রোণ সত্যবিক্রম সাত্যকিরে সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহারে সহসা আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণও হেমপুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে তাঁহারে তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ করিলেন। সেই সমস্ত অরাতি বিনাশন শর সাত্যকির সুদৃঢ় বর্ম্ম ভেদ করিয়া নিশ্বসন্ত পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। তখন সাত্যকি অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনল সংকাশ পঞ্চাশত নারাচাস্ত্রে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির শরাঘাতে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমত তাঁহারে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শরজালে নিপীড়িত

করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার উপর নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় ও অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তখন আপনার আত্মজ ও সৈন্যগণ সাত্যকিরে তদবস্থ অবলোকন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ ও সাত্যকিরে একান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! যেরূপ রাহু সূর্য্যকে পীড়ন করে, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য বৃষ্ণিপ্রবর মহাবীর সাত্যকিরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছেন; অতএব যে স্থানে তিনি দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তোমরা সত্বরে তথায় ধাবমান হও। ধর্ম্মনন্দন সৈন্যগণকে এই কথা বলিয়া পাঞ্চালরাজ তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি কেন এখনও নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ, অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হও। দ্রোণাচার্য্য হইতে আমাদের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি তোমার বোধগম্য হয় নাই? যেমন বালক সূত্রসংযত পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব তুমি সত্বরে ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ সমভিব্যাহারে সাত্যকির রথাভিমুখে ধাবমান হও। আমি সৈন্যগণের সহিত তোমার অনুগমন করিব। হে পাঞ্চাল! আজি তুমি যম দংষ্ট্রান্তর্গত সাত্যকিরে পরিত্রাণ কর।

রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া সাত্যকিরে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বীরগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই রূপে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এক মাত্র দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে সমরক্ষেত্রে মহান কোলাহল সমুপস্থিত হইল। বীরগণ একত্র সমবেত হইয়া দ্রোণের প্রতি কঙ্কপত্র ও ময়ূর পুচ্ছ সুশোভিত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। লোকে অভ্যাগত অতিথিদিগকে সলিল ও আসন প্রদান পূর্ব্বক যেমন প্রতিগ্রহ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য হাস্যমুখে সেই বীরগণকে প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপর অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তৎকালে সেই মধ্যাহ্নকালীন দিনকর সদৃশ দ্রোণাচার্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যেরূপ দিবাকর প্রখর করজালে সকলকে সন্তাপিত করেন, তদ্রূপ ধনুর্দ্ধর প্রধান দ্রোণ শরনিকরে সেই বীরগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহারই আশ্রয় লাভে সমর্থ হইলেন না। সূর্য্যের করজাল সদৃশ দ্রোণাচার্য্যের শরজাল পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রিয় পাঞ্চাল দেশীয় সুবিখ্যাত পঞ্চবিংশতি মহারথ দ্রোণ শরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণ মধ্যে প্রধান প্রধান বীর বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তিনি এক শত কৈকেয়কে বিনষ্ট ও অন্যান্য সকলকে ইতস্তত বিদ্রাবিত করিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও কৈকয় দেশীয় অসংখ্য বীরগণ তাঁহার শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও পরাজিত হইয়া অরণ্য মধ্যে হুতাশন পরিবেষ্টিত বনবাসিগণের ন্যায় আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সমর দর্শনার্থ সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ কহিতে লাগিলেন, ঐ দেখ সমস্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সৈন্য মণ্ডলী সমভিব্যা-

হারে পলায়ন করিতেছেন। হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যখন শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে বা তাঁহারে শর বিদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। দ্রোণের সহিত পাণ্ডবগণের এই রূপ বীর ক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, এমন সময় পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ সহসা যুধিষ্ঠিরের শ্রবণগোচর হইল। ঐ শঙ্খ বাসুদেবের মুখমারুতে পূরিত হইয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। ঐ সময় জয়দ্রথ রক্ষক বীর সকল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অর্জ্জুনের রথাভিমুখে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহার গাণ্ডীব নির্ঘোষ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। তখন ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের শঙ্খনিস্বন ও কৌরবগণের সিংহনাদ শ্রবণে বিষণ্ণ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যখন পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং কৌরবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে, তখন নিশ্চই অর্জ্জুনের কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। ধর্ম্মরাজ আকুলিত চিত্তে এই রূপ চিন্তা করত মুহুর্মুহু মোহে অভিভূত হইয়াও তৎকাল কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত বাষ্পগদ্গদ বচনে সাত্যকিরে কহিলেন, হে শৈনেয়! পূর্ব্বে সাধু ব্যক্তিরা যুদ্ধ সময়ে সুহৃৎগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এ ক্ষণে সেই কার্য্য অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে মহাত্মন্! আমি সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া সমুদায় যোদ্ধাদিগের মধ্যে তোমার তুল্য প্রিয়সুহৃৎ আর কাহারেও দেখিতে পাই না। হে শিনিপুঙ্গব! যে ব্যক্তি নিরন্তর প্রসন্ন চিত্ত ও অনুগত থাকে, আমার বিবেচনায় তাহারেই যুদ্ধে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। তুমি কৃষ্ণের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন এবং তাঁহারই ন্যায় নিরন্তর আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক। অতএব আমি তোমার প্রতি যে ভারার্পণ করিতেছি, তুমি তাহা বহন কর; আমার অভিলাষ নিষ্ফল করিও না। মহাবীর অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা, বয়স্য ও গুরু; অতএব তুমি বিপদ্কালে তাঁহার সাহায্য কর। তুমি সত্যব্রত, মহাবল পরাক্রান্ত ও মিত্রগণের প্রিয়দর্শন এবং স্বীয় কার্য্য প্রভাবে লোক মধ্যে সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে শিনিবংশাবতংস! যে ব্যক্তি মিত্রার্থ যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, আর যিনি ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী দান করেন, তাঁহাদের উভয়েরই সমান ফল লাভ হয়। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অনেকানেক মহীপাল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; এ ক্ষণে তুমি সংগ্রামে সুহৃদের সাহায্য করিয়া পৃথিবী দান তুল্য অথবা তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ কর। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি। হে সাত্যকে! কেবল মহাবাহু বাসুদেব ও তুমি তোমরা দুই জনে মিত্রগণের অভয়প্রদ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া থাক। আর দেখ, বীরপুরুষই মহাবল পরাক্রান্ত সংগ্রামে যশোলাভার্থী বীরপুরুষের সহায় হইয়া থাকেন, প্রাকৃত ব্যক্তি কদাচ তদ্বিষয়ে সমর্থ হয় না। অতএব এই বিপদ্ সময়ে তোমা ভিন্ন অন্য কাহারেই অর্জ্জুনের রক্ষক দেখিতেছি না।

হে বীর! ধনঞ্জয় আমার হর্ষ বর্দ্ধন পূর্ব্বক বারংবার তোমার কার্য্যের শ্লাঘা করিয়া থাকেন। একদা তিনি দ্বৈতবনে সজ্জন সমাজে তোমার পরোক্ষে তোমার প্রকৃত গুণকীর্ত্তন করত আমারে কহিয়াছিলেন। মহারাজ! সাত্যকি লঘুহস্ত, অসাধারণ

পরাক্রমশালী, চিত্রযোধী, প্রাজ্ঞ, সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা ও মহাবীর; তিনি যুদ্ধে কদাচ বিমোহিত হন না। ঐ বিশালবক্ষা বৃষস্কন্ধ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ আমার শিষ্য ও সখা। আমি তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং তিনিও আমার নিতান্ত প্রিয়তম। তিনি আমার সহায় হইয়া কৌরবগণকে প্রমথিত করিবেন। যদি মহাবীর কৃষ্ণ, রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, গদ, সারণ ও সাম্ব এবং সমুদায় বৃষ্ণি বংশীয়গণ রণস্থলে আমার সাহায্য করেন, তথাপি আমি নরশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম সাত্যকিরে সাহায্যার্থ নিয়োগ করিব। তাঁহার সমান যোদ্ধা আর কেহই নাই। হে সাত্যকি! ধনঞ্জয় এই রূপ তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব তুমি সেই অর্জ্জুনের, ভীমের ও আমার এই মনোরথ নিষ্ফল করিও না। আমি তীর্থ পর্য্যটন প্রসঙ্গে দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি তোমার দৃঢ়ভক্তি নিরীক্ষণ করিয়াছি। বিশেষত এ ক্ষণে আমাদের এই বিপদ্ কালে তুমি যেরূপ সখ্যভাব প্রদর্শন করিতেছ, আমি অন্য কাহাতেও সেরূপ অবলোকন করি না। তুমি সদ্বংশ সম্ভূত, একান্ত ভক্ত, সত্যবাদী ও মহাবল পরাক্রান্ত; অতএব এ ক্ষণে স্বীয় সখা বিশেষত আচার্য্য ধনঞ্জয়ের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আপনার অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। দুর্য্যোধন দ্রোণ প্রদত্ত কবচ ধারণ করিয়া সহসা অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিয়াছে এবং কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথ সকল পূর্ব্বেই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দেখ, অর্জ্জুনের রথাভিমুখে মহান কোলাহল সমুত্থিত হইয়াছে; অতএব সত্বরে তথায় গমন করা তোমার কর্ত্তব্য। যদি মহাবীর দ্রোণ তোমারে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে আমরা ভীমসেন ও সেনাগণ সমভিব্যাহারে তাঁহারে নিবারণ করিব।

হে শৈনেয়! ঐ দেখ, কৌরবসৈন্যগণ সমর পরিহার পূর্ব্বক মহাকোলাহল করিয়া পলায়ন করিতেছে। উহারা পূর্ব্বকালীন বায়ুবেগ বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও রথ ধাবমান হওয়াতে ধূলি পটল উড্ডীন হইয়া চারি দিক্ সমাচ্ছন্ন করিতেছে। মহাবীর অর্জ্জুন তোমর ও প্রাসধারী মহাবল পরাক্রান্ত সিন্ধু সৌবীরবৃন্দে পরিবৃত হইয়াছেন। উহাদিগকে নিবারণ না করিয়া জয়দ্রথকে পরাজয় করা অসাধ্য হইবে; উহারা জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিবে। ঐ দেখ, শর, শক্তি, ধ্বজ সম্পন্ন, অশ্ব নাগ সমাকুল নিতান্ত দুরভিগম্য কৌরবসৈন্য রণস্থলে অবস্থান করিতেছে। দুন্দুভি নির্ঘোষ, গভীর শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ, রথ চক্রের ঘর্ঘর শব্দ, করিবৃংহিত ও শতসহস্র পদাতিগণের পদ শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তিপকেরা ধরাতল বিকম্পিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। ঐ অগ্রে সৈন্ধবসৈন্য, পশ্চাদ্ভাগে দ্রোণ সৈন্য অবস্থান করিতেছে। উহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, উহারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে অসমর্থ নহে।

মহাবীর অর্জ্জুন এই অসীম সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রাণ বিয়োগের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে আমি কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব। হে শৈনেয়! এ ক্ষণে তুমি জীবিত থাকিতেও আমারে এই কষ্ট সহ্য করিতে হইল। প্রিয় দর্শন অর্জ্জুন সূর্য্যোদয় কালে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; এ ক্ষণে দিবাও প্রায়

অতিবাহিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন এখন জীবিত আছেন কি না, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৌরব বল সাগর তুল্য, উহা দেবগণেরও দুরধিগম্য। অর্জ্জুন একাকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিপদ আশঙ্কা করিয়া এ ক্ষণে এই যুদ্ধবিষয়ে কিছুতেই আমার বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। ঐ দেখ, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া তোমার সমক্ষে আমার সৈন্য পীড়ন করিতেছেন। হে শৈনেয়! তুমি দুর্ব্বোধ কার্য্য সমুদায় অবধারণ করিতে বিলক্ষণ সমর্থ; এ ক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু আমার সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে অর্জ্জুনকে পরিত্রাণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমি লোকপালক জগৎপতি বাসুদেবের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করি না। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, তিনি এই দুর্ব্বল ধার্ত্তরাষ্ট্র বলের কথা দূরে থাকুক, ত্রিজগৎ একত্র সমবেত হইলেও তাহা পরাজয় করিতে পারেন। মহাবীর অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগের শরানকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পাছে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে একান্ত অভিভূত হইতেছি। অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে অর্জ্জুনের অনুসরণ কর। তোমার সদৃশ মহাবীরগণেরই অর্জ্জুনের রক্ষার্থ গমন করা কর্ত্তব্য। হে মহাত্মন্! বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে মহাবাহু প্রদ্যুম্ন ও তুমি তোমরা উভয়েই অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি অস্ত্রবলে নারায়ণ তুল্য, বাহুবলে বলদেব সদৃশ ও পরাক্রম প্রকাশে অর্জ্জুনের সমান। সাধুলোকেরা, সাত্যকির অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি সর্ব্বযুদ্ধ বিশারদ, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও প্রভাবসম্পন্ন; এই বলিয়া তোমার প্রশংসা করেন। অতএব আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। জনগণের অর্জ্জুনের ও আমার অভিলাষ নিষ্ফল করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এ ক্ষণে প্রিয়তর প্রাণ রক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া বীরের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ কর। হে শৈনেয়! যাদবগণ কদাচ সমরে প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন না। রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ না করা, অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করা ও সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা যাদবগণের অভ্যস্ত নহে। ঐ সমুদায় ভীরু স্বভাব অসৎ লোকেরই কার্য্য। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় তোমার গুরু এবং বাসুদেব তোমার ও অর্জ্জুনের গুরু; আমি এই নিমিত্তই তোমাকে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমার গুরুর গুরু; অতএব আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। হে শৈনেয়! আমি তোমারে যাহা কহিলাম, ইহা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের অনুমোদিত; অতএব এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় করিও না। এ ক্ষণে তুমি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে মহারথগণের সহিত সমাগত হইয়া যথোচিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! শিনিপুঙ্গব সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতি যুক্ত, তৎকালোচিত, ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি মহাবীর অর্জ্জুনের নিমিত্ত যে সকল নীতিগর্ভ যশস্কর বাক্য বলিলেন, তৎ সমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। এই রূপ সময়ে পার্থের ন্যায় আমারে অনুরোধ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি ধনঞ্জয়ের রক্ষার্থ জীবন পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত নহি; কিন্তু

মত আপনি যখন অনুরোধ করিতেছেন, তখন রণস্থলে যে কোন কার্য্য হউক না কেন, সকলই অনুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুমতিক্রমে দেবতা, অসুর ও মনুষ্য পরিপূর্ণ এই ত্রিলোকের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি; অতএব আজি এই দুর্ব্বল দুর্য্যোধন বলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; তাহার আর বিচিত্র কি? আমি নিশ্চয়ই রণস্থলে ইহাদিগকে পরাজয় করিব। হে মহারাজ! আমি নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিব এবং দুরাত্মা জয়দ্রথ নিহত হইলে পুনরায় আপনার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইব। কিন্তু হে মহারাজ! বাসুদেব ও ধীমান অর্জ্জুন যে কথা কহিয়াছেন, তাহা আপনারে জ্ঞাপিত করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাবীর ধনঞ্জয় সমুদয় সৈন্য ও বাসুদেব সমক্ষে বারংবার আমারে কহিয়াছেন, হে শৈনেয়! আমি যতক্ষণ জয়দ্রথকে বিনাশ না করিতেছি, তদবধি তুমি অপ্রমত্ত চিত্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। আমি তোমার বা মহারথ প্রদ্যুম্নের হস্তে ধর্ম্মরাজকে সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথের প্রতি গমন করিতে পারি। তুমি কৌরবপক্ষের শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে সম্যক্ বিদিত ও তাঁহার প্রতিজ্ঞা শ্রুত হইয়াছ। তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিতেছেন এবং তদ্বিষয় সম্পাদনেও অসমর্থ নহেন, অতএব এক্ষণে আমি নরোত্তম ধর্ম্মরাজকে তোমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া জয়দ্রথ বধার্থ প্রস্থান করিতেছি; তাহারে সংহার করিয়া অবিলম্বেই প্রত্যাগত হইব। দেখিও দ্রোণাচার্য্য যেন ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হন। ধর্ম্মরাজ গৃহীত হইলে আমি সিন্ধুরাজ বধে অকৃতকার্য্য ও অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। [illegible] যুধিষ্ঠির সমরে গৃহীত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে পুনরায় অরণ্যে প্রস্থান করিতে হইবে, সুতরাং আমাদিগের এই জয়লাভও কোন ফলোপধায়ক হইবে না। অতএব হে শৈনেয়! আজি তুমি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান, জয়লাভ ও যশোলাভার্থ ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্যের আশঙ্কায় আপনারে আমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে মহাবীর প্রদ্যুম্ন ব্যতিরেকে সেই দ্রোণাচার্য্যের প্রতিযোদ্ধা আর কাহারেও নিরীক্ষণ করি না। কেহ কেহ আমারেও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ করিয়া থাকেন। অতএব আমি এই আত্মোৎকর্ষ ও আচার্য্য অর্জ্জুনের আদেশ বিফল করিতে কিছুতেই সমর্থ হইতেছি না। আর আপনারেই বা কিরূপে পরিত্যাগ করিব। দুর্ভেদ্য কবচধারী মহাবীর দ্রোণ ক্ষিপ্রহস্ততা প্রযুক্ত রণস্থলে আপনারে প্রাপ্ত হইয়া শিশু যেমন পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ আপনার সহিত ক্রীড়া করিবেন। যদি কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন এই স্থানে থাকিতেন, তাহা হইলে আপনারে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতাম, তিনি মহাবীর অর্জ্জুনের ন্যায় আপনারে রক্ষা করিতেন। আমি অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলে মহাবীর দ্রোণের অভিমুখীন হইতে পারে আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে? অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! মহাবীর্য্য অর্জ্জুন ভার গ্রহণ করিয়া কদাচ অবসন্ন হন না; অতএব আজি আপনি তাঁহার নিমিত্ত কোন শঙ্কা করিবেন না। সৌবীরক, সৈন্ধব, পৌরব, উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য যোদ্ধৃগণ এবং কর্ণ প্রমুখ মহারথগণ মহাবীর অর্জ্জুনের ষোড়শাংশেরও উপযুক্ত নহেন। সুর, অসুর, মানব, রাক্ষস, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায়

রণস্থলে পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। যথায় মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, তথায় কার্য্যের বিঘ্ন সম্ভাবনা কোথায়। আপনি আচার্য্য অর্জ্জুনের দৈববল, কৃতাস্ত্রতা, অভ্যাস, অমর্ষ, কৃতজ্ঞতা ও দয়ার বিষয় চিন্তা করুন এবং আমি অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিলে দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অস্ত্রবল প্রদর্শন করিবেন, তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখুন। মহাবীর দ্রোণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিবার নিমিত্ত আপনারে গ্রহণ করিবার উদ্দেশে সাতিশয় যত্ন করিতেছেন। অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! এ ক্ষণে আমি যাঁহারে বিশ্বাস করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে পারি, আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে? আমি সত্যই কহিতেছি, আপনারে কাহারও হস্তে সমর্পণ না করিয়া কদাচ অর্জ্জুনের নিকট গমন করিব না। অতএব ইহা বারংবার বিচার করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয়, তাহা অবধারণ পূর্ব্বক আমারে আজ্ঞা করুন।

ধর্ম্মরাজ সাত্যকির বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শৈনেয়! তুমি যাহা কহিলে তদ্বিষয়ে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু অর্জ্জুনের অনিষ্টাশঙ্কা সতত আমার মনে সমুদিত হইতেছে। অতএব আমি স্বয়ং আত্ম রক্ষায় যত্ন করিব। তুমি আমার আদেশানুসারে অর্জ্জুন সমীপে প্রস্থান কর। আমি আত্ম রক্ষণ ও অর্জ্জুনের রক্ষার্থে তোমারে প্রেরণ এই দুইটি বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া তোমারে অর্জ্জুন সমীপে প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছি। অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম, দ্রুপদ, তাঁহার সহোদর, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, কেকয় দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, বিরাট, দ্রুপদ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টকেতু, কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য ভূপালগণ সাবধান হইয়া আমারে রক্ষা করিবেন; সন্দেহ নাই। তাহা হইলে মহাবীর দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা আমারে আক্রমণ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। বেলাভূমি যেরূপ মহাসাগরকে নিবারণ করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রোষাবিষ্ট দ্রোণকে নিবারণ করিবেন। যথায় তিনি অবস্থান করিবেন, তথায় দ্রোণাচার্য্য মহাবল বল সমুদায়কে কদাচ আক্রমণ করিতে পারিবেন না। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ বিনাশার্থই হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে শৈনেয়! এ ক্ষণে তুমি কবচ, শর, শরাসন ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত মনে গমন কর। আমার নিমিত্ত তোমার কিছু মাত্র চিন্তা নাই। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই রোষপরবশ দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধ দুর্ম্মদ শিনিপুঙ্গব সাত্যকি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, যদি আমি যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে অর্জ্জুনের নিকট অপরাধী হইব এবং লোকেও আমারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে দেখিয়া ভীত বলিয়া অপবাদ প্রদান করিবে। তিনি মনে মনে বারংবার এই রূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে মহারাজ! যদি আপনি আপনার [illegible] বিষয়ে কৃতনিশ্চয়

হইয়া থাকেন, তবে আপনার মঙ্গল হউক; আমি আপনার আজ্ঞানুসারে মহাবীর ধনঞ্জয়ের অনুগমন করি। এই ত্রিলোক মধ্যে অর্জ্জুন অপেক্ষা আমার প্রিয়তর আর কেহই নাই। অতএব আমি সত্য বলিতেছি, আপনার আদেশক্রমে প্রিয়তম পার্থের নিকট গমন করিব। আপনার হিতসাধনের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অকর্ত্তব্য নাই। গুরুজনের বাক্য রক্ষার ন্যায় আপনার বাক্য রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; আপনার ভ্রাতা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আপনার প্রিয়ানুষ্ঠানে যেরূপ নিরত, আমিও তদ্রূপ তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর। অতএব হে প্রভো! আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অর্জ্জুনের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ মৎস্য যেরূপ অগাধ জলধি জল ভেদ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ এই দুর্ভেদ্য দ্রোণসৈন্য ভেদ করিয়া যে স্থানে দুরাত্মা জয়দ্রথ ধনঞ্জয় ভয়ে ভীত হইয়া অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণ এবং অসংখ্য সৈন্যগণে সংরক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে গমন করিব। মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথ বধের নিমিত্ত যে স্থলে অবস্থিতি করিতেছেন, বোধ করি এখান হইতে সে স্থান তিন যোজন অন্তর হইবে। কিন্তু আমি দৃঢ়ান্তঃকরণে বলিতেছি যে, ধনঞ্জয় যোজনত্রয় দূরবর্ত্তী হইলেও আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া সিন্ধুরাজ বধ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। হে মহারাজ! গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন্ বীরপুরুষ যুদ্ধে গমন করিয়া থাকেন? আর তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তিই বা যুদ্ধবিমুখ হয়?

হে রাজন্! যে স্থানে আমারে গমন করিতে হইবে, সে স্থান আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। আজি আমি হুল, শক্তি, গদা, প্রাস, চর্ম্ম, খড়্গ, ঋষ্টি, তোমর ও শর সমুদায়ে সংকীর্ণ এই অগাধ জলধি সদৃশ সেনা সমূহ বিক্ষোভিত করিব। এই যে, রণশৌণ্ড বহুতর ম্লেচ্ছাধিষ্ঠিত অঞ্জন কুলসম্ভূত বারি বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় সহস্র সহস্র মাতঙ্গ সাদিগণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে, উহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে সমর্থ হইবে না; উহাদিগকে বিনাশ না করিলে আমরা জয়ী হইতে পারিব না। আর এই যে, সুবর্ণ মণ্ডিত রথারূঢ় মহারথ রাজপুত্রগণকে দেখিতেছেন, ইহারা সকলেই ধনুর্ব্বেদ পারদর্শী এবং রথযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, নাগযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ ও মুষ্টি যুদ্ধে বিশেষ নিপুণ। এই সকল কৃতবিদ্য বীর পুরুষেরা কর্ণ ও দুঃশাসনের নিতান্ত অনুগত। ইহাঁরা প্রতিনিয়ত সমরস্থলে জয়লাভেচ্ছা করেন। মহাত্মা বাসুদেবও ইহাঁদিগকে মহারথ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ঐ শ্রম ক্লম বিহীন বীরবরেরা সতত কর্ণের হিতাভিলাষ করেন এবং তাঁহারই বাক্যানুসারে পার্থ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুদৃঢ় বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অনুমতিক্রমে আমার নিবারণার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। হে কুরুকুলোদ্ভব! আমি আজি আপনার হিতসাধনার্থ এই বীরগণকে রণস্থলে প্রমথিত করিয়া অর্জ্জুনের পদবীতে পদ বিক্ষেপ করিব। এই যে, কিরাতাধিষ্ঠিত দিব্য ভূষণ ভূষিত, স্বর্ণদংষ্ট্র অন্য সপ্তশত হস্তী অবলোকন করিতেছেন, পূর্ব্বে কিরাতরাজ স্বীয় জীবন রক্ষার্থ মহাবীর অর্জ্জুনকে ঐ সমুদায় প্রদান করেন। পূর্ব্বে ইহারা আপনার কার্য্যেই নিযুক্ত ছিল; কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি! এক্ষণে ইহারা আপনার বিপক্ষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের মহামাত্র ম্লেচ্ছ কিরাত

গণ সকলেই গজযুদ্ধ বিশারদ ও সমর দুর্ম্মদ। উহারা পূর্ব্বে সব্যসাচীর নিকট পরাভূত হইয়াছিল কিন্তু আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার বিপক্ষে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতেছে। আজি আমি ঐ যুদ্ধদুর্ম্মদ কিরাতগণকে শরনিকরে নিপাতিত করিয়া সিন্ধুরাজ বধার্থী ধনঞ্জয়ের অনুগমন করিব।

হে মহারাজ। এই যে, সুবর্ণময় বর্ম্ম বিভূষিত অঞ্জন কুলোদ্ভব সুশিক্ষিত কর্কশ গাত্র ঐরাবত সদৃশ মত্ত মাতঙ্গ সকল অবলোকন করিতেছেন, এই সকল গজে অতি কর্কশ স্বভাব লৌহ বর্ম্মধারী দস্যুগণ আরোহণ পূর্ব্বক উত্তর পর্ব্বত হইতে সমাগত হইয়াছে। ঐ দস্যুদলে গোযোনি, বানর যোনি, মানুষযোনি প্রভৃতি অনেক যোনি সম্ভূত লোক অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সকল হিমদুর্গ নিবাসী পাপকর্ম্মা ম্লেচ্ছদল সমবেত থাকাতে সমস্ত সৈন্য ধূমবর্ণ বোধ হইতেছে। হে মহারাজ! কালপ্রেরিত দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই সকল রাজমণ্ডল এবং কৃপ, সৌমদত্তি, রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কর্ণকে সহায় করিয়া আপনারে কৃতার্থ বোধ ও পাণ্ডবদিগকে অবমাননা করিতেছে; কিন্তু ঐ সকল বীর যদি মনের ন্যায় বেগগামী হয়, তথাপি আজি আমার নারাচ মুখে নিপতিত হইলে আর পলায়ন করিতে সমর্থ হইবে না। পরবীর্য্যোপজীবী দুর্য্যোধন সতত তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু আজি তাঁহারা আমার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আর এই যে, সুবর্ণধ্বজ মহারথিগণকে অবলোকন করিতেছেন, উহারা কাম্বোজ দেশীয় মহাবীর; উহাঁরা সকলেই কৃতবিদ্য ও ধনুর্ব্বেদ পারগ; এক্ষণে উহাঁদিগকে নিবারণ করা নিতান্ত সুকঠিন; আপনি উহাঁদের বল বিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। উহাঁরা পরস্পরের হিতার্থ সমবেত হইয়াছেন। ঐ সকল মহাবীর এবং কৌরবগণ রক্ষিত দুর্য্যোধনের অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ক্রুদ্ধ ও অপ্রমত্ত চিত্তে আমারে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু হুতাশন যেরূপ তৃণরাশি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ আমি উহাদিগকে প্রমথিত করিব। অতএব রথসজ্জাকারিগণ অবিলম্বে বাণপূর্ণ তূণীর ও অন্যান্য উপকরণ সকল আমার রথের যথাস্থানে সংস্থাপিত করুক। এই সংগ্রামে বহুবিধ অস্ত্র গ্রহণ করাই বিধেয়। আচার্য্য রথ সজ্জায় যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা পঞ্চগুণে রথ সুসজ্জিত করা আবশ্যক। কারণ অত্যগ্র আশীবিষ সদৃশ কাম্বোজগণ, নানাস্ত্রধারী বিষকল্প কিরাতগণ, সতত দুর্য্যোধন প্রতিপালিত ও তাঁহার হিতৈষী। ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম শকগণ এবং দীপ্ত পাবক সদৃশ, দুর্জ্জেয়, কালপ্রতিম, যুদ্ধদুর্ম্মদ অন্যান্য বহুবিধ যোধগণের সহিত আজি সমরস্থলে সম্মিলিত হইতে হইবে। এক্ষণে রথপরিচারকগণ সুলক্ষণাক্রান্ত বিখ্যাত অশ্বগণকে বারিপান ও ভ্রমণ করাইয়া পুনরায় আমার রথে সংযোজিত করুক।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি এই কথা বলিলে রাজা যুধিষ্ঠির তূণীর, নানাবিধ অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ সকল তাঁহার রথের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন, পরিচারকগণ তাঁহার রথযোজিত সদশ্ব চতুষ্টয়কে যুক্ত করিয়া মত্তকর মদ্যপান এবং স্নান ভক্ষণ ও ভ্রমণ করাইয়া তাহাদের শল্যোদ্ধার করিল। তখন সাত্যকির প্রিয়সখা সারথি দারুকানুজ সেই সংহৃষ্টমনা, স্বর্ণবর্ণাভ, হেমমাল্য বিভূষিত দ্রুতগামী তুরগগণকে মণি, মুক্তা,

প্রবাল বিভূষিত, পাণ্ডুর বর্ণ পতাকায় সমলঙ্কৃত, উচ্ছ্রিত ছত্র দণ্ড সমযুক্ত, সিংহধ্বজ সম্পন্ন, হেমভূষণ ভূষিত রথে যোজিত করিয়া সাত্যকিরে নিবেদন করিল, মহাশয়! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে। তখন শ্রীমান সাত্যকি স্নানানন্তর পবিত্র হইয়া সহস্র স্নাতককে সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পরে মহাবীর যুযুধান কিরাত দেশোদ্ভব মদ্যপানে বিহ্বলিত ও লোহিত লোচন হইয়া দর্পণ স্পর্শ পূর্ব্বক সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত ও প্রজ্বলিত পাবক তুল্য দ্বিগুণতর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। লাজ, গন্ধ ও মাল্য প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যের অনুষ্ঠান হইল। তখন রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর সাত্যকি সন্নদ্ধ কবচ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দন পূর্ব্বক আরোহণ করিলেন। হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ বায়ুবেগগামী সিন্ধুদেশোদ্ভব ঘোটক সকল তাঁহারে বহন করিতে লাগিল ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক সাত্যকির সহিত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! তখন দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয়েরা সেই শত্রুতাপন বীর দ্বয়কে সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সকলেই অবহিত চিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি বর্ম্মধারী ভীমসেনকে আপনার অনুগমন করিতে দেখিয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হে বৃকোদর! আমার মতে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। আমি স্বয়ং কৌরবসৈন্য ভেদ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব। তুমি আমার বল বিক্রমের বিষয় সবিশেষ অবগত আছ; তোমার বল বিক্রমও আমার নিকট অবিদিত নাই। অতএব যদি আমার হিত কামনা কর, তাহা হইলে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজার রক্ষায় নিযুক্ত হও, ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার প্রধানতম কার্য্য। মহাবীর ভীমসেন সাত্যকির বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! তুমি যাহা বলিলে আমি তাহাই করিব। তুমি শীঘ্র গমন কর, তোমার কার্য্য সিদ্ধ হউক। তখন সাত্যকি পুনর্ব্বার বৃকোদরকে কহিলেন, হে ভীমসেন! তুমি যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ শীঘ্র গমন কর। আজি যখন তুমি আমার বশবর্ত্তী হইয়াছ এবং সুলক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে, তখন অবশ্যই আমার সমরে জয়লাভ হইবে। হে বৃকোদর! আজি দুরাত্মা সিন্ধুরাজ নিহত হইলেই মহাবীর পার্থের সহিত আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিব। মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া ভীমসেনকে বিদায় করিয়া ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগগণকে অবলোকন করে, সেই রূপ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সাত্যকিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া পুনরায় হতজ্ঞান ও কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ধর্ম্মরাজের নিদেশানুবর্ত্তী সাত্যকি অর্জ্জুন দর্শন মানসে অবিলম্বে সেই সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর সাত্যকি আপনার সৈন্যের প্রতি গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ মহারাজ যুধিষ্ঠির সেনাপরিবৃত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথোদ্দেশে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় সমরদুর্ম্মদ পাঞ্চাল রাজতনয় এবং রাজা বসুদান ইহাঁরা দুই জনে শীঘ্র আগমন কর, প্রহার কর,

ধাবমান হও ; সমরদুর্ম্মদ সাত্যকি যেন অক্লেশে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, এই বলিয়া পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহারথগণ, আজি সমুদায় বীরেরা সাত্যকির জয়লাভ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন, এই বলিতে বলিতে মহাবেগে কৌরবসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবসৈন্যগণও তদ্দর্শনে জয়াভিলাষী হইয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে সাত্যকির রথ সমীপে মহান শব্দ সমুত্থিত হইল। দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে যুযুধানের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহারথ সাত্যকি সেই সৈন্যদিগকে শতধা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অগ্নিসন্নিভ শর দ্বারা পুরোবর্ত্তী ধনুর্দ্ধারী সাত জন মহাবীর ও নানা জন পদস্থ অন্যান্য ভূপালগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি কখন এক বাণে শত ব্যক্তিরে, কখন বা এক শত বাণে এক ব্যক্তিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারুদ্র যেরূপ প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, সেই রূপ তিনি হস্তী ও হস্ত্যারোহী অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথীদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় কোন সৈনিক পুরুষই সেই শরনিকর বর্ষী সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা তৎকর্ত্তৃক মর্দ্দিত ও তাঁহার প্রভাবে মোহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ তমর অবলোকন করত সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ভগ্ননীড় রথ, রথচক্র, ছত্র, ধ্বজ, অনুকর্ষ, পতাকা, কাঞ্চনময় শিরস্ত্রাণ, করিকর সদৃশ অঙ্গদ যুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, ভুজগাকার উরু ও শশধর সদৃশ কুণ্ডলালঙ্কৃত বদন মণ্ডল ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। পর্ব্বতাকার গজ সমুদায় ভূতলশায়ী হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমর ভূমি ভূধর সমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মুক্তাবলি বিভূষিত সুবর্ণগোক্ত ও বিচিত্রাকার বর্ম্ম বিভূষিত অশ্বগণ মহাবাহু সাত্যকি শরে প্রমথিত ও ভূতলশায়ী হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবাহু সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিপাতিত ও বিদ্রাবিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পুর্ব্বক যে পথে ধনঞ্জয় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণ দর্শনে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মর্ম্মভেদী শাণিত পাঁচ শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর যুযুধানও কঙ্কপত্র ভূষিত শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ সাত বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে আচার্য্য ছয় বাণ দ্বারা তাঁহারে ও তাঁহার সারথিরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমত ক্রমে ক্রমে তাঁহারে দশ, ছয় ও আট বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে পুনরায় তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে অশ্ব, একশরে ধ্বজ ও এক শরে সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ একবারে পতঙ্গকুল সদৃশ সরজালে তাঁহারে এবং তাঁহার অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথিরে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকিও তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শৈনেয়! তোমার আচার্য্য অর্জ্জুন যেরূপ আজি কাপুরুষের মত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রণ পরিত্যাগ

পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়াছে, যদি তুমি সেই রূপ পলায়ন না কর, তাহা হইলে আজি তোমারে জীবিত থাকিতে হইবে না। সাত্যকি দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক; আমি আর কাল বিলম্ব করিতে পারি না। আমারে ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে হইবে। শিষ্যেরা সর্ব্বদা আচার্য্যের পদবীতেই পদ নিক্ষেপ করিয়া থাকে; অতএব আমি আপনারে পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে আমার গুরু অবস্থান করিতেছেন, সত্বরে সেই স্থানে গমন করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর শৈনেয় এই বলিয়া সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন এবং সারথিরে কহিলেন, হে সারথে! দ্রোণ আমার নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিবেন; অতএব তুমি সাবধানে রণস্থলে গমন কর। এই যে, অবন্তিদেশীয় মহা প্রভাবশালী সৈন্য অবলোকন করিতেছ, উহার পরেই সূতপুত্র প্রমুখ বহুতর দাক্ষিণাত্য সৈন্য, তাহার পরেই উদ্যতাস্ত্র বাহ্লিকদিগের মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য এবং উহার নিকটেই মহাবীর কর্ণের বল সমুদায় অবস্থান করিতেছে। উহারা পরস্পর ভিন্ন; কিন্তু রণস্থলে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে রক্ষিত হইতেছে। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে অনতি দ্রুতবেগে উহাদিগের মধ্যে অশ্ব সঞ্চালন কর। মহাবীর সাত্যকি সারথিরে এই কথা বলিতে বলিতে সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কর্ণের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধভরে তাঁহার উপর বহুতর বিশিখ প্রহার করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর যুযুধান শাণিত শরনিপাতে কর্ণের সেনাগণকে আহত করিয়া অসীম ভারত সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রবেশ করিবা মাত্র কৌরব পক্ষীয় সৈনিক পুরুষেরা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে রোষাকুলিত মনে সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে ছয় শরে বিদ্ধ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার বক্ষস্থলে নতপর্ব্ব ষোড়শ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ ভুজগ সন্নিভ বায়ুবেগগামী বৎসদন্ত বাণ শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলে উহা সাত্যকির বর্ম্ম ও দেহ ভেদ পূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর পরমাস্ত্রবিৎ কৃতবর্ম্মা স্বীয় শরনিকরে সাত্যকির সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার বক্ষস্থলে সুতীক্ষ্ণ দশ বাণ বিদ্ধ করিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ছিন্ন কার্ম্মুক হইয়া কৃতবর্ম্মার দক্ষিণ করে শক্তি প্রহার করিলেন এবং অবিলম্বে অন্য সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ করত অসংখ্য শরে তাঁহারে রথের সহিত সমাচ্ছাদিত করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মার অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। তখন ভোজরাজ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক শরাসন হস্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভোজসৈন্যেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তিনি মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে শ্রমাপনোদন করিয়া স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক শত্রুগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে পরিত্যাগ

পূর্ব্বক কাম্বোজ সৈন্য সমীপে গমন করিলে কৃতবর্ম্মাও তৎক্ষণাৎ ভীমের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর যুযুধান ভোজবল হইতে বিনির্গত হইয়া সত্বর কাম্বোজ রাজের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ তাঁহারে অবরোধ করিল। তখন তিনি অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির অনুসন্ধান পাইয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি স্বীয় সৈন্য রক্ষণের ভারার্পণ পূর্ব্বক যুদ্ধ কামনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ সাত্যকির পশ্চাদ্গামী আচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেন পরিরক্ষিত পাঞ্চাল সৈন্যগণ রথী শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক নিবারিত ও হতোৎসাহ হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা সেই সমরাভিলাষী বীরদিগকে শর নিকরে তাপিত ও তাঁহাদের বাহনগণকে নিতান্ত ক্লান্ত করিলেন; কিন্তু সেই মহাবীরগণ কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক এই রূপে দৃঢ় সমাহত হইয়াও যশোলাভাভিলাষে সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া ভোজ সৈন্যগণকে পরাজয় করিবার মানসে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার সৈন্যগণ মহাবল পরাক্রান্ত, লঘু, বৃত্ত ও আয়ত কলেবর, ব্যাধিশূন্য, বর্ম্মসমাচ্ছন্ন, বহুশস্ত্র ও পরিচ্ছদ সম্পন্ন, শস্ত্রগ্রহণে সুনিপুণ এবং ন্যায়ানুসারে ব্যূহিত। তাহারা অতিশয় বৃদ্ধ নয়, বালকও নয় এবং কৃশ নয় ও স্থূলও নয়। তাহারা আমাদিগের নিকট সংকৃত হইয়া আমাদেরই অভিলাষানুসারে সতত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা আরোহণ, অধিরোহণ, প্রসরণ, প্লুতগমন, সম্যক্ প্রহার, প্রবেশ ও নির্গম বিষয়ে সুদক্ষ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথচর্য্যায় পরীক্ষিত। তাহারা পরস্পর বিদ্যাশিক্ষাভিলাষ, সৎকার বা বিবাহাদি সম্বন্ধ নিবন্ধন আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। তাহারা অনাহূতও নহে। আমরা যথাবিধ পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সৈন্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তাহারা কুলীন, তুষ্ট, পুষ্ট ও অনুদ্ধত এবং সকলেই যশস্বী ও মনস্বী। লোকপালসম পুণ্যকর্ম্মা অনেকানেক প্রধান প্রধান সচিবেরা নিরন্তর তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমাদিগের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্য ভূপালগণ স্বেচ্ছানুসারে আমাদের নিতান্ত অনুগত হইয়া তাহাদিগকে সতত রক্ষা করিতেছেন। আমার সৈন্যগণ, সমন্তাৎ সমাগত নদী সমূহে পরিপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায়, পক্ষশূন্য পক্ষিসঙ্কাশ রথ, অশ্ব, মদস্রাবী মাতঙ্গগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সমুদায় সৈন্য যখন বিনষ্ট হইতেছে, তখন আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। যোদ্ধৃবর্গ ঐ সৈন্য সাগরের অক্ষয় সলিল; বাহন সকল তরঙ্গ; অসি ক্ষেপণী; গদা, শক্তি, শর ও প্রাস সমুদায় মৎস্য; ধ্বজ ও ভূষণ সকল রত্ন ও উৎপল; দ্রোণ উহার গভীর পাতাল; কৃতবর্ম্মা মহাহ্রদ এবং জলসন্ধ মহাগ্রাহ স্বরূপ। উহা কর্ণ রূপ চন্দ্রের উদয়ে উচ্ছলিত ও ধাবমান এবং বাহন রূপ বায়ুবেগে বিকম্পিত হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ও যুযুধান আমার সেই সৈন্য সাগর ভেদ করিয়া যখন গমন করিয়াছে, তখন বোধ হইতেছে, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। যাহা হউক, কৌরবগণ ঐ দুই বীর পুরুষকে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে

গাণ্ডীব মুক্ত বাণের সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিয়া সেই ভয়ানক বিপৎকালে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি তাঁহাদিগকে মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া অবধারিত করিয়াছি। তাঁহাদের বল, বিক্রম, আর পূর্ব্ববৎ অবলোকিত হইতেছে না। মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় অক্ষত কলেবরে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে এমন আর কেহই নাই। হে সঞ্জয়! আমি বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগকে পরীক্ষা করিয়া ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান ও কতগুলিকে কেবল প্রিয় বাক্য দ্বারা নিযুক্ত করিয়াছি। আমার সৈন্য মধ্যে কেহই অসৎকৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে না সকলেই স্ব স্ব কার্য্যানুরূপ অন্ন ও বেতন প্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ যুদ্ধে অপটু, অল্প বেতনে নিযুক্ত অথবা অবৈতনিক নহে। আমি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত তাহাদিগকে দান, মান ও আসন প্রদান দ্বারা যথাসাধ্য সৎকার করিয়া থাকি; কিন্তু তাহারা সাত্যকির বাহুবলে বিমর্দ্দিত ও মহাবীর অর্জ্জুনের দর্শন মাত্রই পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহার সন্দেহ নাই। আমি সংগ্রামস্থলে রক্ষ্য ও রক্ষক- এই উভয়ের গতি একই প্রকার দেখিতেছি।

হে সঞ্জয়! আমার মূঢ় পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয়দ্রথের সম্মুখে অবস্থান ও সাত্যকিরে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় রণস্থলে প্রবেশ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তৎকালোচিত কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল এবং আমার পক্ষ বীরগণই বা কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সমস্ত অস্ত্র জাল নিবারণ পূর্ব্বক সেনা মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কিরূপ অবধারণ করিলেন? বোধ হয়, আমার পুত্রেরা কৃষ্ণ ও সাত্যকিরে অর্জ্জুনের সাহায্যার্থ উদ্যত দেখিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইতেছে এবং সাত্যকি ও অর্জ্জুনকে সেনা সকল অতিক্রমণ ও কৌরবগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শোক সম্বরণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহারা অস্মৎপক্ষীয় রথীদিগকে শত্রুজয়ে উৎসাহ শূন্য ও পলায়নে সমুদ্যত, সাত্যকি ও ধনঞ্জয়ের শরে রথোপস্থ সমুদায় সারথি শূন্য ও যোদ্ধাদিগকে নিহত এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও বীরগণকে ব্যগ্রমনে ধাবমান দেখিয়া যারপর নাই শোকসন্তপ্ত হইতেছে। তাহারা কতকগুলি মাতঙ্গকে অর্জ্জুন শরে পলায়িত ও কতকগুলিকে ভূতলে নিপতিত এবং সাত্যকি ও পার্থের শরে অশ্ব সকলকে আরোহি শূন্য ও মনুষ্যগণকে রথ শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অনুতাপ করিতেছে। পদাতিগণকে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান দেখিয়া বিজয়লাভ প্রত্যাশা তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত এবং একান্ত দুর্জ্জয় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণকে ক্ষণ মধ্যে দ্রোণ সৈন্যগণকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাহাদের শোকসাগর উচ্ছলিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! আমি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সাত্যকি সমভিব্যাহারে আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে শ্রবণ করিয়া একান্ত বিমোহিত হইতেছি। যাহা হউক, মহাবীর শৈনেয় ভোজসৈন্য ভেদ করিয়া পৃতনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৌরবগণ কি রূপ কার্য্য করিলেন এবং পাণ্ডবেরা দ্রোণশরে নিতান্ত নিগৃহীত হইলে কিরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল? এ ক্ষণে তৎ সমুদায় কীর্ত্তন কর। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বলবান্‌দিগের অগ্রগণ্য, কৃতাস্ত্র ও সমরবিশারদ; পাঞ্চালগণ কি রূপে তাঁহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিল? তাহারা অর্জ্জুনেরই জয়লাভার্থী, সুতরাং দ্রোণের সহিত তাহাদের

শক্রভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। মহারথ দ্রোণও তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! তুমি সমুদায় বৃত্তান্তই অবগত আছ। এ ক্ষণে এই সমুদায় বৃত্তান্ত এবং মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধু-রাজ বধার্থ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার অপরাধ বশতই এই দারুণ ব্যসন সমুপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় শোক করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে প্রাজ্ঞতম বিদুর প্রভৃতি আপনার সুহৃদ্‌গণ পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতে আপনারে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ না করে তাঁহারে অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া আপনার ন্যায় শোক করিতে হয়। পুর্ব্বে সর্ব্বলোক তত্ত্বজ্ঞ বাসুদেব সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করেন নাই। তিনি আপনার নির্গুণত্ব, পুত্রগণের প্রতি পক্ষপাত, ধর্ম্মে দ্বৈধীভাব, পাণ্ডবগণের প্রতি মৎসরতা ও কুটিল অভিপ্রায় এবং আর্ত্ত প্রলাপ এই সমস্ত অবগত হইয়া কৌরবগণের বিপক্ষে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! আপনার অপরাধেই এই পুবিল লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে রাজা দুর্য্যোধনকে দোষী করা আপনার উচিত হইতেছে না। প্রথমে মধ্যে বা শেষে আপনার কোন সৎকার্য্যই নিরীক্ষিত হয় না। ফলত আপনিই এই পরাজয়ের মূল কারণ। অতএব এ ক্ষণে স্থির চিত্তে লোকের অনিত্যতা অবগত হইয়া এই দেবাসুরোপম ঘোরতর যুদ্ধ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। সত্যবিক্রম সাত্যকি সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডবগণও আপনার সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন একমাত্র মহারথ কৃতবর্ম্মা ক্রোধ পরবশ অনুচরগণ সমবেত পাণ্ডবগণকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বেলাভূমি উচ্ছলিত অর্ণবকে অবরোধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর কৃতবর্ম্মা পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়াও হার্দ্দিক্যকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। অনন্তর ভীমসেন তিন শরে কৃতবর্ম্মারে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণকে পুলকিত করত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব বিংশতি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, নকুল এক শত, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ত্রিসপ্ততি, ঘটোৎকচ সাত ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে কৃতবর্ম্মারে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। তৎপরে বিরাট ও দ্রুপদ তিন তিন শরে হার্দ্দিক্যকে বিদ্ধ করিলে শিখণ্ডী তাঁহারে প্রথমে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাস্যমুখে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা তাঁহাদিগের প্রত্যেকের উপর পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীমসেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক ভীমের বক্ষস্থলে সপ্ততি নিশিত শর প্রহার করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন হার্দ্দিক্য শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ভূমিকম্প কালীন অচলের ন্যায় একান্ত বিচলিত হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির প্রমুখ মহাবীর সকল ভীমকে তদবস্থ অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃতবর্ম্মারে রথ সমূহে অবরুদ্ধ

করিয়া শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া হেমদণ্ড মণ্ডিত লৌহ-ময়ী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে কৃতবর্ম্মার রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নির্ম্মোক মুক্ত উরগ সদৃশ ভীমভুজ নির্মুক্ত অতি ভীষণ শক্তি কৃতবর্ম্মার অভিমুখে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। মহাবীর হার্দ্দিক্য সেই যুগান্তানল সঙ্কাশ কনক ভূষণ শক্তি দুই শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই কৃতবর্ম্ম বিশিখ বিছিন্ন শক্তি নভোমণ্ডল পরিভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ভীম পরাক্রম ভীমসেন শক্তি নিষ্ফল হইল দেখিয়া ক্রোধভরে অন্য মহাস্বন শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হার্দ্দিক্যকে নিবারণ করত পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষস্থল আহত করিলেন। ভোজ-রাজ কৃতবর্ম্মা ভীম শরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া বিকসিত রক্তাশোকের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্য মুখে ভীমকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া সেই সমস্ত যত্নবান মহারথগণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সাত সাত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা রোষ পরবশ হইয়া হাস্য মুখে ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা শিখণ্ডীর কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অসি ও সুবর্ণ সমলঙ্কৃত ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে চর্ম্ম বিঘূর্ণিত করত কৃতবর্ম্মার রথাভিমুখে অসি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ অসি কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক অম্বরতল পরিভ্রষ্ট জ্যোতির ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহারথগণ সায়ক দ্বারা কৃতবর্ম্মারে গাঢ়তর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা সেই বিশীর্ণ কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া তিন তিন শরে পাণ্ডবগণকে ও আট বাণে শিখণ্ডীরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার শরে বিদ্ধ হইয়া সত্বরে অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক কূর্ম্মনখ শর দ্বারা তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শার্দ্দূল যেমন কুঞ্জরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর নিদান মহাবীর শিখণ্ডীর প্রতি বল প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন সেই দিগ্গজ সঙ্কাশ প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ বীর দ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কখন শরাসন আস্ফালন, কখন সায়ক সন্ধান এবং কখন বা সূর্য্যকিরণ সন্নিভ বহুসংখ্য শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই যুগান্তকাল প্রতিম বীর দ্বয় পরস্পরকে সুতীক্ষ্ণ শরে সন্তাপিত করিয়া ভাস্কর দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা মহারথ শিখণ্ডীরে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী হার্দ্দিক্যের বাণে গাঢ়বিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মোহে অভিভূত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ শিখণ্ডীরে বিষণ্ণ দেখিয়া কৃতবর্ম্মারে যথোচিত সৎকার করত পতাকা সকল কম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন শিখণ্ডীর সারথি তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সত্বরে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীরে নিতান্ত অবসন্ন দেখিয়া অবিলম্বে রথ সমুদায় দ্বারা কৃতবর্ম্মারে অবরোধ করিলেন; কিন্তু মহারথ কৃতবর্ম্মা একাকী হইয়াও অদ্ভুত বল প্রকাশ পূর্ব্বক সানুচর পাণ্ডবগণকে নিবারণ

করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া চেদী, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কৈকয়দিগকে পরাজয় করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃতবর্ম্মার শরে একান্ত তাড়িত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিলেন; কোন ক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বন পর্ব্বক যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিয়া বিধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে পাণ্ডবেরা হার্দ্দিক্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহা অনন্য মনে শ্রবণ করুন। সেই সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য কৃতবর্ম্মার শরপ্রহারে বিদ্রাবিত ও লজ্জায় একান্ত অবনত হইলে আপনার পক্ষীয় বীরেরা অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন যিনি অগাধ সৈন্য সাগর মধ্যে আশ্রয় লাভার্থী পাণ্ডবগণের দ্বীপস্বরূপ হইয়াছিলেন, সেই মহাবীর সাত্যকি কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শব্দ শ্রবণ করিয়া সত্বরে কৃতবর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া চারি শরে কৃতবর্ম্মার চারি অশ্ব ও শাণিত ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষক ও সারথিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে রথ শূন্য করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহার সেনাগণকে মর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাগণ শৈনেয়ের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সত্যবিক্রম সাত্যকিও সত্বরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি তৎপরে যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি এই রূপে দ্রোণানীক অতিক্রম ও কৃতবর্ম্মারে পরাজয় করিয়া হৃষ্টমনে সারথিরে কহিলেন, হে সূত! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মন্দবেগে রথ চালন কর। মহাবীর সাত্যকি সারথিরে প্রথমত এই কথা বলিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণ সঙ্কুল কৌরব সৈন্য অবলোকন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে সারথি! ঐ যে দ্রোণসৈন্যের বামভাগে সুবর্ণধ্বজ পরিশোভিত, মহামেঘসন্নিভ মাতঙ্গারোহী বিপুল সৈন্য সমুদায় অবলোকন করিতেছ, উহাঁরা ত্রিগর্ত্তদেশীয় রাজপুত্র। উহাঁরা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, বিচিত্র যোদ্ধা ও মহারথ; উহাঁদিগকে নিবারণ করা অতি দুঃসাধ্য। ঐ রাজপুত্রগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া রুক্মরথকে অগ্রবর্ত্তী করত আমার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি অবিলম্বে উহাঁদের নিকট আমার অশ্ব চালন কর। আমি দ্রোণ সমক্ষে ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিব।

অনন্তর সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মন্দবেগে অশ্ব চালন করিতে আরম্ভ করিল। কুন্দেন্দু রজতপ্রভ বায়ুবেগগামী সারথির বশীভূত বল্গমান তুরঙ্গমগণ সাত্যকিরে বহন করিতে লাগিল। তখন বিপক্ষ পক্ষীয় লঘুবেধী মহাবীর সকল তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ বিবিধ সায়ক বর্ষণ পূর্ব্বক করিসৈন্য দ্বারা তাঁহারে অবরোধ করিল। তখন মহাবীর সাত্যকি, যেমন গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ করিসৈন্যের প্রতি শর

বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শিনি-বীর সমীরিত অশনি সমস্পর্শ শরনিকর দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত, শীর্ণদন্ত, ভগ্ন কুম্ভ, রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের মধ্যে কাহার কর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, কাহার মুখ ও শুণ্ড নিকৃত্ত, কাহার নিয়ন্তা নিহত, কাহার পতাকা নিপতিত, কাহার চর্ম্ম ছিন্ন ও ঘণ্টা চূর্ণ, কাহার ধ্বজ দণ্ড খণ্ড খণ্ড এবং কাহারও বা আরোহী বিনষ্ট ও কম্বল পরিভ্রষ্ট হইয়া গেল। এই রূপে সেই সমস্ত জলদোপম নিস্বন মাতঙ্গগণ, সাত্যকির নারাচ, বৎসদন্ত, ভল্ল, অঞ্জলিক, ক্ষুরপ্র ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিদারিত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার, মল মূত্র পরিত্যাগ ও শোণিত ধারা বর্ষণ করত ইতস্তত ধাবমান হইল। তন্মধ্যে কতগুলি ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং কতগুলি স্খলিত, কতগুলি নিপতিত ও কতগুলি নিতান্ত ম্লান হইয়া গেল।

এই রূপে সেই করিসৈন্য নিহত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত জলসন্ধ পরম যত্ন সহকারে সাত্যকির রথাভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ প্রেরণ করিলেন। ঐ সুবর্ণ বর্ম্মধারী কনকাঙ্গদ সুশোভিত, কিরীট ও কুণ্ডলালঙ্কৃত, রক্তচন্দন চর্চ্চিত, মহাবীর, মস্তকে কাঞ্চনময়ী মালা এবং বক্ষস্থলে নিষ্ক ও কণ্ঠসূত্র ধারণ পূর্ব্বক মাতঙ্গের উপর উপবিষ্ট হইয়া সুবর্ণময় শরাসন বিধূনিত করত বিদ্যুদ্দাম সম্বলিত অম্বুদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সেই জলসন্ধের মাতঙ্গকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া যেমন বেলা ভূমি মহাসাগরের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ সেই করিবরকে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। মহাবীর জলসন্ধ সাত্যকির শরনিকরে স্বীয় কুঞ্জরকে নিবারিত দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শর নিকরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ ও নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছিন্ন করিয়া হাস্য মুখে তাঁহারে নিশিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি জলসন্ধের বহুসংখ্য শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত না হইয়া তৎকালে কোন্ শর পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ ও অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক জলসন্ধরে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং হাস্য মুখে তাঁহার বক্ষস্থলে ষষ্টি শর নিক্ষেপ ও সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে পুনরায় তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর জলসন্ধ সশর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে সাত্যকির প্রতি এক তোমর প্রয়োগ করিলেন। জলসন্ধ নিক্ষিপ্ত তোমর সাত্যকির বাম ভুজ ভেদ করিয়া নিশ্বসন্ত ঘোর উরগের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি জলসন্ধের শরে নির্ভিন্ন বাহু হইয়াও তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ ত্রিংশৎ শরে সমাহত করিলেন। তখন মহাবল জলসন্ধ খড়্গ ও শত চন্দ্রক সঙ্কুল আর্ষভ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক খড়্গ বিঘূর্ণিত করিয়া সাত্যকির অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। খড়্গ পরিত্যক্ত হইবা মাত্র সাত্যকির শরাশন ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইয়া অলাত চক্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে শালস্কন্ধ সঙ্কাশ, অশনি সমনিস্বন অন্য শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক শর দ্বারা জলসন্ধকে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার বিচিত্র ভূষণ বিভূষিত বাহু দ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জলসন্ধের অর্গল সদৃশ

ভুজ যুগল ভূধর হইতে পরিভ্রষ্ট পঞ্চশীর্ষ উরগ দ্বয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইল। তৎপরে মহাবীর সাত্যকি অন্য ক্ষুর দ্বারা জলসন্ধের মনোহর কুণ্ডল যুগল মণ্ডিত দশন রাজি বিরাজিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই জলসন্ধের ভীম-দর্শন কবন্ধ রুধির ধারায় তাঁহার মাতঙ্গকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সত্বরে গজস্কন্ধ হইতে মহামাত্রকে নিপাতিত করিলেন। তখন সেই রুধির লিপ্তাঙ্গ মাতঙ্গ সাত্যকির শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃষ্ঠসংশ্লিষ্ট বিলম্বমান আসন বহন ও স্বীয় সৈন্যগণকে মর্দ্দন করত ধাবমান হইল। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণ তদ্দর্শনে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। যোদ্ধা সকল মহাবীর জলসন্ধকে নিহত দেখিয়া জয় লাভে উৎসাহ শূন্য ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। ইত্যবসরে মহাবীর দ্রোণ মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে গমন করিলেন। কৌরবগণও সাত্যকিরে নিতান্ত উদ্ধত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে দ্রোণের সহিত ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা দ্রোণ ও কৌরবগণের সহিত সাত্যকির ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে যুদ্ধনিপুণ বীরগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সাত্যকির উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সপ্তসপ্ততি, দুর্ম্মর্ষণ দ্বাদশ, দুঃসহ দশ, বিকর্ণ ত্রিংশৎ, দুর্ম্মুখ দশ, দুঃশাসন আট ও চিত্রসেন দুই বাণে তাঁহার বামপার্শ্ব ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন ও অন্যান্য শূরগণ অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়া তাঁহারে পীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই বীরগণের শরজালে বিদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে তিন, দুঃসহকে নয়, বিকর্ণকে পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেনকে সাত, দুর্ম্মর্ষণকে দ্বাদশ, বিবিংশতিরে আট, সত্যব্রতকে নয় ও বিজয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে কলিঙ্গাধিপতি রুক্মাঙ্গদকে কম্পিত করত অবিলম্বে আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে অসংখ্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীর দ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাঁহারা সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তার করিয়া পরস্পরকে অদৃশ্য করিলেন। সাত্যকি দুর্য্যোধনের শরাঘাতে রুধিরাপ্লুত হইয়া রস স্রাবী রক্তচন্দন বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্রও সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া সুবর্ণময় শিরোভূষণ ভূষিত উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় শোভমান হইলেন।

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে কুরুরাজের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দুর্য্যোধন বিপক্ষাস্ত্র নিপীড়িত ও তাঁহার বিজয় লক্ষণ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া অন্য হেম পৃষ্ঠ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শত বাণে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর যুযুধান দুর্য্যোধনের শর প্রহারে ব্যথিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহারে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার অন্যান্য পুত্রগণ নৃপতিরে পীড়িত দেখিয়া বাণ বর্ষণ দ্বারা সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শরজালে সমাবৃত হইয়া তাহাদের প্রত্যেককে প্রথমত পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সাত সাত শরে আহত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সত্বরে আট বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিয়া অম্লান মুখে তাঁহার ভীষণ শরাসন

ও মণিময় নাগধ্বজ ছেদন, চারি শরে চারি অশ্বের প্রাণসংহার ও ক্ষুরপ্রাস্ত্রে সারথিরে নিধন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদী শর দ্বারা তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন এই রূপে শৈনেয়ের শরে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারী চিত্রসেনের রথে সমারূঢ় হইলেন। দুর্য্যোধনকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় সাত্যকির শরে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া সকল লোকেই হাহাকার করিতে লাগিল।

তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা ঐ রূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া ধনুঃ কম্পন ও অশ্ব চালন পূর্ব্বক সারথিরে ভৎর্সনা করত কহিলেন, হে সূত! সত্বরে অগ্রসর হও। অনন্তর মহারথ সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সারথিরে কহিলেন, সারথে! ঐ দেখ, কৃতবর্ম্মা রথারোহণ পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে; তুমি শীঘ্র উহার অভিমুখে রথ চালন কর। সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র সুসজ্জিত অশ্ব সমুদায়কে সঞ্চালিত করিয়া কৃতবর্ম্মার সমীপে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর সেই প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ দুই মহাবীর বলবান ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় একত্র মিলিত হইলেন। সুবর্ণধ্বজশালী মহাবীর কৃতবর্ম্মা সুবর্ণপৃষ্ঠ শরসান বিধূনন পূর্ব্বক শৈনেয়কে ষড়্বিংশতি, তাঁহার সারথিরে পাঁচ এবং অশ্ব চতুষ্টয়কে চারি বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর সুবর্ণ পুঙ্খ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শিনি পৌত্র সাত্যকি ধনঞ্জয়ের দর্শন কামনায় ত্বরাযুক্ত হইয়া কৃতবর্ম্মার উপর শাণিত অশীতি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা বলবান অরাতির শরপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভূমিকম্প কালীন ভূধরের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি ঐ অবসরে ত্রিষষ্টি শরে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় ও সাত শরে সারথিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক সংক্রুদ্ধ পন্নগ সদৃশ সুবর্ণ পুঙ্খ বিশিখ পরিত্যাগ করিলেন। সেই কালদণ্ড সদৃশ শর কৃতবর্ম্মার জাম্বূনদময় বিচিত্র বর্ম্ম ছেদন ও কলেবর ভেদ পূর্ব্বক রুধিরাপ্লুত হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর হার্দ্দিক্যও সেই বিষম শরে নিপীড়িত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপস্থে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সত্যবিক্রম সাত্যকি সহস্র বাহু কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ, অক্ষোভ্য সাগর তুল্য কৃতবর্ম্মারে নিবারণ করিয়া ইন্দ্র যেরূপ অসুর সেনা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সর্ব্বসৈন্য সমক্ষে সেই খড়্গ শক্তি শরাসন বিকীর্ণ, গজাশ্ব রথসঙ্কুল, রুধিরাভিষিক্ত কৌরবসৈন্য অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে বলবান হার্দ্দিক্য সংজ্ঞা লাভ করিয়া অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে কৌরব সেনাগণ সাত্যকি কর্ত্তৃক কম্পিত হইলে দ্রোণাচার্য্য শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহারে আচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে বলিরাজার সহিত বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সর্ব্ব সৈন্যের সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকিরও সেই রূপ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দ্রোণ যুযুধানের ললাটে সর্পাকৃতি লৌহময় বিচিত্র বাণত্রয় পরিত্যাগ করিলেন। ঐ শরত্রয় ললাট বিদ্ধ হওয়াতে সাত্যকি ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভারদ্বাজ ঐ অবসরে তাঁহার উপর অশনিসম শব্দায়মান বাণ সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। পরমাস্ত্রবিৎ সাত্যকি তৎ প্রেরিত প্রত্যেক বাণের উপর দুই দুই শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক

সমুদায় বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির এই রূপ হস্তলাঘব দর্শনে হাস্য করিয়া স্বীয় লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রথমত বিংশতি ও তৎপশ্চাৎ শাণিত পঞ্চাশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। রোষিত সর্প সকল যেরূপ বল্মীক হইতে বিনির্গত হয়, সেই রূপ সেই নিশিত শর সমূহ আচার্য্যের রথ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। যুযুধান বিসৃষ্ট রুধিরপায়ী শরনিকরও দ্রোণের রথ সমাচ্ছন্ন করিল। এই রূপে তাঁহারা উভয়েই সমান যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হস্তলাঘব বিষয়ে কেহ কাহারে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে নতপর্ব্ব নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজে অসংখ্য শর ও তাঁহার সারথির উপর শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুযুধানের হস্তলাঘব অবলোকন পূর্ব্বক সপ্ততি শরে তাঁহার সারথিরে ও তিন তিন শরে অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও হেমপুঙ্খ ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সাত্যকি কোপপূর্ণ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করত দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বিবিধ শরবৃষ্টি দ্বারা সহসা সমাগত পট্টবদ্ধ লৌহময় গদা নিবারণ করিলেন। সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শিলানিশিত অসংখ্য শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকির রথাভিমুখে সুবর্ণ দণ্ডান্বিত লৌহনির্ম্মিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই কালসন্নিভ শক্তি শৈনেয়ের শরীর স্পর্শ না করিয়া রথ ভেদ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর নিস্বন করত অবনিগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর সাত্যকি তীক্ষ্ণ শরে দ্রোণের দক্ষিণ ভুজ সমাহত করিলেন। মহাবীর দ্রোণও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ দ্বারা মাধবের শরাসন ছেদন ও রথশক্তি দ্বারা সারথিরে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। সারথি সেই ভীষণ রথশক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্টভাবে রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিল। সাত্যকি স্বয়ং রথরশ্মি ধারণ করিয়া সারথ্য কার্য্যের নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসন্ন মনে তাঁহারে শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণও তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। শর সকল সাত্যকির কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল। সাত্যকি দ্রোণের শরে নিপীড়িত হইয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক শরে তাঁহার সারথিরে সংহার করত অন্য শর সমূহ দ্বারা অশ্বগণকে বিদ্রাবিত করিলেন। এই রূপে অশ্বগণ বাণ পীড়িত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলে দ্রোণাচার্য্যের সেই রজত নির্ম্মিত রথ রণক্ষেত্রে দীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় সহস্র সহস্র মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় সমুদায় রাজা ও রাজপুত্রগণ শীঘ্র গমন কর, দ্রোণের পলায়মান অশ্বগণকে ধারণ কর, বলিতে বলিতে সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ মহারথগণকে সাত্যকির শরে সমাহত ও পলায়মান অবলোকন করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত চিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্যও সেই সাত্যকি শরার্দ্দিত বায়ু সম বেগবান অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক ব্যূহদ্বারে উপনীত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পঞ্চালগণ সেই ব্যূহ ভগ্ন করিয়াছেন দেখিয়া আর সাত্যকির নিবারণে যত্ন না করিয়া

পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক ব্যূহ রক্ষা করত উদ্যত কালসূর্য্যের ন্যায়, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অষ্টদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! শিনিবংশাবতংস পুরুষ-প্রধান সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত করিয়া সহাস্য মুখে সারথিরে কহিলেন, হে সূত! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পূর্ব্বেই আমাদের অরাতিগণকে সংহার করিয়াছেন; আমরা নিমিত্তমাত্র হইয়া এই অর্জ্জুন নিহত সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছি। অরাতিহন্তা সাত্যকি সারথিরে এই কথা বলিয়া বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক আমিষ লোলুপ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই সুরেন্দ্রসম প্রভাব, প্রভূত পরাক্রম, পুরুষ প্রবীর সাত্যকিরে শশিশঙ্খ সন্নিভ, শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। কেহই তাঁহারে পরাজিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর বিচিত্র যুদ্ধ বিশারদ কাঞ্চন বর্ম্মধারী মহাবীর সুদর্শন ক্রোধপূর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীর দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। পূর্ব্বকালে দেবগণ বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের যুদ্ধ দর্শনে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধারা সাত্যকি ও সুদর্শনের সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির উপর বারংবার সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই সমুদায় বাণ অঙ্গস্পর্শ না করিতে করিতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র তুল্য প্রভাবশালী সাত্যকিও সুদর্শনের প্রতি যে যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন, উত্তম রথারূঢ় সুদর্শন উত্তম শরে তৎ সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির বাণ বেগে স্বীয় শর সমুদায় নিরাকৃত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর সুবর্ণময় বিচিত্র বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি অগ্নি সদৃশ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সুদর্শন নিক্ষিপ্ত সায়ক ত্রয় সাত্যকির দেহাবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজনন্দন সুদর্শন প্রজ্বলিত বাণ চতুষ্টয় নিক্ষেপ করিয়া সাত্যকির রজত সঙ্কাশ শ্বেতবর্ণ অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিলেন। ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী সাত্যকি এই রূপে সুদর্শন শরে তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে শক্রাশনি সন্নিভ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক কালানল সন্নিভ ক্ষুর দ্বারা সুদর্শনের কুণ্ডলমণ্ডিত পূর্ণশশি সন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বে বজ্রধর ইন্দ্র যেরূপ অতিবল বল দানবের শিরশ্ছেদন করত শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, যদুকুলোদ্ভব মহাত্মা সাত্যকি সুদর্শনের মস্তক ছেদন করিয়া সেই রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই সদশ্ব যুক্ত রথে উপবিষ্ট হইয়া বাণ বর্ষণ দ্বারা কৌরব সেনাগণকে নিবারণ ও নিধন করত সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া অর্জ্জুন সমীপে ধাবমান হইলেন। তখন যোধগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপুঙ্গব মহামতি সাত্যকি এই রূপে সংগ্রামে সুদর্শনকে নিহত করিয়া পুনরায় সারথিরে কহিলেন,

সারথে! যখন শর শক্তিরূপ তরঙ্গ, খড়্গ রূপ মৎস্য ও গদা রূপ গ্রাহযুক্ত, অসংখ্য রথনাগাশ্ব সঙ্কীর্ণ, বিবিধ আয়ুধের নিস্বন ও বাদিত্রের নিনাদ সম্পন্ন, যোধগণের অসুখস্পর্শ, জিগীষুদিগের দুর্দ্ধর্ষ, রাক্ষস সদৃশ জলসন্ধ সৈন্যে সমাবৃত দ্রোণানীক রূপ মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছি, তখন এই অবশিষ্ট সেনা, অল্পসলিল সম্পন্ন ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় বোধ হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র অশ্ব চালন কর। আমি অবিলম্বে উহা অতিক্রম করিব। যখন দুর্জ্জয় দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্যকে পরাজয় করিয়াছি, তখন অর্জ্জুনকে সম্মুখস্থিত বোধ হইতেছে। এই সমুদায় সৈন্য অবলোকন করিয়া আমার কিছুমাত্র ত্রাস হইতেছে না। উহারা প্রদীপ্ত পাবক দগ্ধ শুষ্ক তৃণের ন্যায় আমার শরে দগ্ধ হইতেছে। ঐ দেখ, পাণ্ডবপ্রধান অর্জ্জুন যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, তথায় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ নিপতিত রহিয়াছে। ঐ কৌরব সেনাগণ অর্জ্জুনের শরে নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে। তুরঙ্গম, মাতঙ্গ ও রথ সমুদায় মহাবেগে গমন করাতে কৌশেয়ারুণ রজোরাশি উদ্ধূত হইয়াছে এবং মহাতেজ সম্পন্ন গাণ্ডীবের গভীর নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব বোধকরি, মহাবীর ধনঞ্জয় অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। হে সারথে! এ ক্ষণে যেরূপ নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয়, দিনমণি অস্তাচলগত না হইতে হইতেই অর্জ্জুন সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিবেন। এ ক্ষণে যে স্থানে অরাতি সৈন্যগণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ, যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রূরকর্ম্মা বর্ম্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী যবনগণ এবং বিবিধাস্ত্রধারী শক, কিরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণ আমার সহিত সমরার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছে, তুমি সেই স্থানে অশ্ব চালন কর। তুমি মনে মনে স্থির করিয়া রাখ যে, আমি ঐ সমুদায় বীরগণকে রথ, নাগ, ও অশ্বের সহিত সংহার করিয়া এই বিষম শঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।

সারথি সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বার্ষ্ণেয়! যদ্যপি জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, মহারথী দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য বা মদ্রেশ্বর শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার অভিমুখে আগমন করেন, তথাপি আপনার আশ্রয়ে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও শঙ্কা হয় না। অদ্য আপনি সংগ্রামে যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রূর কর্ম্মা বর্ম্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী প্রহার নিপুণ যবনগণ এবং নানাস্ত্রধারী কিরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণকে পরাভূত করিয়াছেন, সুতরাং আমার ভয় সঞ্চারের বিষয় কি? পূর্ব্বে আমি কোন সংগ্রামেই কখন ভীত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আজি এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমার ভয়ের উদয় হইবে? যাহা হউক, এ ক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনারে কোন পথ দিয়া ধনঞ্জয়ের সমীপে সমানীত করিব। হে আয়ুষ্মন্! আপনি কাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? কাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে? কাহারা শমন ভবনে গমন করিতে বাসনা করিয়াছে! কাহারা আপনারে কালান্তক যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবে? যমরাজ কাহাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, তাহাদের অভিমুখে রথ চালন করি।

সাত্যকি কহিলেন, হে সূত! তুমি শীঘ্র রথ চালন কর। বাসব যেরূপে দানবদিগকে সংহার করিয়াছেন, সেই রূপ অদ্য আমি এই মুণ্ডিত মুণ্ড কাম্বোজগণকে বিনাশ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া একান্ত প্রিয় অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিব। অদ্য দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ এই সমুদায় সৈন্যকে নিহত দেখিয়া সমরে আমার পরাক্রম

অনুভব করিবেন। অদ্য শরবিক্ষত কৌরব সেনার করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে অবশ্যই অনুতাপিত হইতে হইবে। অদ্য আমি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্বেতাশ্ব মহাত্মা অর্জ্জুনকে তদুপদিষ্ট পথ প্রদর্শন করিব। অদ্য রাজা দুর্য্যোধন সহস্র সহস্র বীর পুরুষকে আমার বাণে বিগতাসু অবলোকন করিয়া অবশ্যই অনুতাপিত হইবেন। অদ্য কৌরবগণ আমার বাণবর্ষণে লঘুহস্ততা ও শরাসনের অলাত চক্র সদৃশ আকার দর্শন করিবেন। অদ্য দুর্য্যোধন আমার বাণবিদ্ধ রুধিরস্রাবী সৈনিকগণের বিনাশ দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া সমরে আমার ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন পূর্ব্বক অবশ্যই মনে করিবেন যে, দ্বিতীয় অর্জ্জুন অবনিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অদ্য আমি কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র নৃপের প্রাণ সংহার করিয়া দুর্য্যোধনকে অনুতাপিত এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তি ও স্নেহের নিদর্শন প্রদর্শিত করিব। অদ্য কৌরবগণ আমার বলবীর্য্য ও কৃতজ্ঞতা সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন।

হে মহারাজ! সাত্যকির সারথি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শশাঙ্ক সদৃশ শ্বেতবর্ণ সাধুবাহী শিক্ষিত অশ্বগণকে চালন করিতে লাগিল। অশ্বগণ আকাশ পান করিবার নিমিত্তই যেন, বায়ুবেগে ধাবমান হইল। তখন যুযুধান অবিলম্বেই যবনগণ সমীপে উপনীত হইলেন। তাহারা অনেকে মিলিত হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেনাগ্রবর্ত্তী সাত্যকির উপর অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শৈনেয় নতপর্ব্ব বাণ দ্বারা অর্দ্ধপথে সেই শত্রুপক্ষীয় শরজাল ছেদন পূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ অজিহ্মগ নিশিত শরনিকরে যবনগণের ভুজ ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিলেন। সাত্যকির শরনিকর তাহাদের লৌহময় ও কাংস্যময় বর্ম্ম এবং দেহ ভেদ করিয়া পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। এই রূপে শত শত যবন সাত্যকির শরাঘাতে গতাসু হইয়া বসুধাতলে পতিত হইতে লাগিল। তিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শর বর্ষণ করিয়া এক এক বারে পাঁচ, ছয়, সাত বা আট জন যবনকে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র কাম্বোজ, শক, শবর, কিরাত ও বর্ব্বর সাত্যকির শরে জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে সমরস্থল তাহাদিগের মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমময় হইয়া গেল। দস্যুগণের ছিন্নকেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রু সম্পন্ন, বিবর্হ বিহঙ্গম সদৃশ মস্তক সমুদায়ে রণস্থল পরিব্যাপ্ত হইল। রুধিরাভিষিক্ত সর্ব্বাঙ্গ অসংখ্য কবন্ধ উত্থিত হওয়াতে সমরক্ষেত্র শোণমেঘ সমাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এই রূপে সেই মহাবীরগণ সাত্যকির অশনি সমস্পর্শ সুপর্ব্ব অজিহ্মগামী শরনিকরে নিহত ও নিপতিত হইয়া বসুন্ধরা সমাবৃত করিল। হতাবশিষ্ট বর্ম্মধারী যোধগণ সন্তপ্ত ও বিচেতন প্রায় হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে পার্ষ্ণি ও কশাঘাত করত শঙ্কিত চিত্তে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে পুরুষব্যাঘ্র সত্যবিক্রম সাত্যকি দুর্জ্জয় কাম্বোজ, শক ও যবনগণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক বিজয় লাভ করিয়া সারথিরে রথ চালনের অনুমতি করিলেন। তখন সংগ্রাম দর্শনার্থী গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ সেই অর্জ্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষার্থ গমনোদ্যত যুযুধানের অলৌকিক কার্য্য ও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয়েরাও বারংবার তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহারথ যুযুধান যুদ্ধে যবন ও কাম্বোজদিগকে পরা-

জিত করিয়া কৌরব সৈন্য অতিক্রম করত অর্জ্জুন নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় সেনাগণ মৃগঘাতী শার্দ্দূল সদৃশ বিচিত্র কবচ ধ্বজ শোভিত নরশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিবীরকে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। সুবর্ণাঙ্গদ, সুবর্ণ শিরস্ত্রাণ ও সুবর্ণ ধ্বজে সুশোভিত মহাবীর সাত্যকি রথোপরি সুবর্ণ শরাসন সঞ্চালিত করত মেরুশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুর্ম্মণ্ডল শরৎকালীন উদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বিরাজমান হইল। মত্ত দ্বিরদগামী বৃষভস্কন্ধ বৃষভাক্ষ নরর্ষভ সাত্যকি গোগণ মধ্যস্থ বৃষের ন্যায়, যূথমধ্যস্থ প্রভিন্ন মাতঙ্গের ন্যায় কৌরব পক্ষীয় সেনাগণ মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।

এই রূপে মহাবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য, ভোজ ভূপতি, জলসন্ধ ও কাম্বোজগণের দুস্তর সৈন্য এবং মহাবীর হার্দ্দিক্যকে অতিক্রম পূর্ব্বক দুস্তর কৌরব সৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হইলে দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, শকুনি, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ ও ক্রথ প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রোষ কষায়িত লোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনন্তর পর্ব্বকালীন পবনোদ্ধূত অর্ণবের ন্যায় কৌরব সেনার ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সেই বীরগণকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সারথিরে মন্দবেগে অশ্বচালনের অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক হাস্য মুখে কহিলেন, হে সূত! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গিণী সেনা রণঘোষে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত এবং সাগর সমবেত সমুদায় ভূমণ্ডল ও আকাশ মণ্ডল কম্পিত করত আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। বেলা যেমন পূর্ণিমাতেও সংক্ষুব্ধ সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, আমিও তদ্রূপ এই সৈন্য সাগর নিবারিত করিব। আমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম অবলোকন কর; আমি এ ক্ষণে নিশিত শরনিকরে শত্রু সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক তোমারে স্বীয় ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছি। তুমি অবিলম্বেই এই চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে আমার হুতাশনকল্প শরজালে নিহত অবলোন করিবে। মহাবীর সাত্যকি সারথিরে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে যুযুৎসু, সৈনিক পুরুষেরা ধাবিত হও, জয় লাভ কর, অবস্থান পূর্ব্বক অবলোকন কর, ইত্যাকার নানা প্রকার শব্দ করিতে করিতে তেজস্বী সাত্যকির সম্মুখে সমাগত হইল। তখন বৃষ্ণিবীর শাণিত শরজালে বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ, ত্রিশত অশ্ব ও চারিশত কুঞ্জরকে আহত করিলেন। এই রূপে সাত্যকির সহিত কৌরবগণের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বোধ হইল যেন, দেবাসুর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। মহাবীর সাত্যকি সেই মেঘজাল সদৃশ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অনলস্পর্শ শরজালে অনেকের প্রাণ সংহার করিলেন। ঐ সময় সাত্যকির একটী বাণও ব্যর্থ হইল না; তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

এই রূপে মহাবীর সাত্যকি বেলাস্বরূপ হইয়া সেই অসংখ্য রথনাগাশ্ব সঙ্কুল, পদাতিরূপ তরঙ্গে সমাকীর্ণ কৌরব সৈন্যরূপ মহাসাগর নিবারণ করিলেন। সেই চতুরঙ্গিণী কৌরবসেনা সাত্যকির শরনিকরে ব্যথিত ও ভীত হইয়া শীতার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর সাত্যকির শরে বিদ্ধ হয় নাই এমন কোন পদাতি, রথ, হস্তী, অশ্ব বা অশ্বারোহী নয়নগোচর হইল না। নির্ভয় চিত্ত সাত্যকি হস্তলাঘব ও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক যেরূপ সৈন্য সংহার করিলে-

ন, মহাবীর ধনঞ্জয়ও সেৰূপ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রথমত তিন ও তৎপরে আট বাণে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথি ও চারি শরে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন ষোড়শ, শকুনি পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেন পাঁচ ও দুঃসহ পঞ্চদশ বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণি শার্দ্দূল সাত্যকি শরাহত হইয়া গর্ব্বিত চিত্তে তিন তিন সুতীক্ষ্ণ বাণে সমুদায় বিপক্ষকে দৃঢ়তর বিদ্ধ করিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শকুনির শরাসন ও শরমুষ্টি ছেদন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে তিন, চিত্রসেনকে এক শত, দুঃসহকে দশ ও দুঃশাসনকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শকুনি অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক একবার আট ও পুনর্ব্বার পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারে আহত করিলে দুঃশাসন দশ, দুঃসহ তিন ও দুর্ম্মুখ দ্বাদশ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধনও ঐ সময় ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিরে ও নিশিত তিন শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সেই সমুদায় বীরগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধন সারথির উপর ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সারথি অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া মহাবেগে সমরস্থল হইতে দুর্য্যোধনকে অপনীত করিল। তখন অন্যান্য বীরগণও তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত তীক্ষ্ণ শরনিকরে তাহাদিগকে বিদারণ করত অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ, তাঁহারে লঘুহস্তে শর গ্রহণ, সারথি সংরক্ষণ ও আত্মরক্ষা করিতে অবলোকন করিয়া ভূয়োভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি কৌরব সেনা বিদারণ করিয়া অর্জ্জুন সমীপে গমনে প্রবৃত্ত হইলে আমার সেই নির্লজ্জ পুত্রেরা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল? সব্যসাচী সদৃশ যুযুধান সমরে উপনীত হইলে তাহারা মুমূর্ষু হইয়া কি ৰূপে সেই দারুণ সমরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিল? সেই সমুদায় রণপরাজিত ক্ষত্রিয়গণই বা কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন? আমার পুত্রেরা জীবিত থাকিতে সাত্যকি কি ৰূপে সমরে অগ্রসর হইল; এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে বৎস! যুযুধান একাকী বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য মহারথের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছে, তোমার মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, আমার পুত্রদিগের প্রতি দৈব প্রতিকূল হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! আমার সৈন্যগণ সমুদায় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, একমাত্র সাত্যকি অপেক্ষাও কি হীনবল হইল? এ ক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সাত্যকি একাকীই যুদ্ধবিশারদ কৃতী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিয়া পশু নাশক সিংহের ন্যায় আমার পুত্রদিগকে সংহার করিবে। যখন কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ কোন ক্রমেই সাত্যকিরে বিনাশ করিতে পারেন নাই, তখন সে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, মহাবীর সাত্যকি যেৰূপ সংগ্রাম করিয়াছেন, মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনও ঈদৃশ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! কেবল আপনার কুমন্ত্রণা ও দুর্য্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধিই

এই তুমুল জনক্ষয়ের কারণ। এ ক্ষণে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমুদায় কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সংশপ্তকগণ আপনার পুত্রের শাসনানুসারে যুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত হইয়া পুনরায় সমাগত হইল। তিন সহস্র শক, কাম্বোজ, বাহ্লীক, যবন, পারদ, কুলিঙ্গ, তুঙ্গণ, অম্বষ্ঠ, পিশাচ, বর্ব্বর ও পাষাণহস্ত পার্ব্বতীয়গণ এবং পঞ্চশত মহাবীর দুর্য্যোধনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পাবক পতনোন্মুখ শলভের ন্যায় সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহারথগণ সহস্র রথ, শত মহারথ, সহস্র হস্তী ও দ্বিসহস্র অশ্ব সমভিব্যাহারে বিবিধ শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। দুঃশাসন ঐ বীরগণকে সাত্যকিরে বিনাশ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহারে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শিনিপ্রবীর মহাবীর সাত্যকি একাকী সেই বহু সংখ্য বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী, হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও দস্যুদিগের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকর বিমথিত চক্র, আয়ুধ, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, কুঞ্জর, ধ্বজ, বর্ম্ম, চর্ম্ম, মাল্য, বস্ত্র, আভরণ ও রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ ইতস্তত নিপতিত হওয়াতে সংগ্রামস্থল শরৎকালীন গ্রহগণ সমাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অঞ্জন, বামন, সুপ্রতীক, মহাপদ্ম ও ঐরাবত প্রভৃতি মহাগজের বংশে সম্ভূত পর্ব্বতাকার কুঞ্জরগণ সমরে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যকি বাণ প্রয়োগানভিজ্ঞ অসংখ্য পার্ব্বতীয়, কাম্বোজ ও কাহ্লিকগণ নানা দেশীয় নানা জাতীয় পদাতিগণ এবং প্রধান প্রধান অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন।

এই রূপে সেই সেনাগণ বিনষ্ট হইলে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তাহাদিগকে ভগ্ন দেখিয়া দস্যুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মানভিজ্ঞগণ! তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন; নিবৃত্ত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। তাহারা দুঃশাসনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও নিবৃত্ত হইল না। তখন তিনি পাষাণবর্ষী পার্ব্বতীয়গণকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করত কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা পাষাণযুদ্ধে সুনিপুণ, কিন্তু সাত্যকি ঐ যুদ্ধ কিছু মাত্র অবগত নহে; অতএব তোমরা অবিলম্বে উঁহারে পাষাণ দ্বারা নিহত কর। কৌরবগণ পাষাণযুদ্ধে অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা ঐ যুদ্ধে পারদর্শী হইলে তোমাদের সাহায্য করিতেন। অতএব তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও। শৈলবাসিগণ দুঃশাসন কর্ত্তৃক এই রূপ আদিষ্ট হইয়া সেই শৈনেয়ভীত সৈন্যগণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইয়া মাতঙ্গ মস্তক সদৃশ উপলখণ্ড গ্রহণ ও উত্তোলন করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। অন্যান্য সৈন্যগণ দুঃশাসনের আদেশক্রমে সাত্যকির বিনাশ কামনায় ক্ষেপণীয় দ্বারা দিক্ সকল আচ্ছাদন করিল। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি তাহাদিগকে শিলা বর্ষণ করত আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত শর ও নাগ সদৃশ নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদের নিক্ষিপ্ত পাষাণ সমুদায় চূর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রস্তর চূর্ণ সকল খদ্যোত রাশির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া প্রভূত সেনার প্রাণ সংহার করিলে রণক্ষেত্রে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। ঐ সময় প্রথমত পঞ্চশত শিলাবর্ষী বীরপুরুষ সাত্যকির শরে ছিন্নবাহু হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইল। তৎপরে একাধিক শত সহস্র বীর সাত্যকিরে আঘাত না করিয়াই তাঁহার শরে ছিন্নবাহু হইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যকি এই রূপে বহু সহস্র পাষাণ যুদ্ধবিশারদ বীরের প্রাণ সংহার করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন।

তখন শূলধারী অসংখ্য দরদ, তুঙ্গণ,

খশ, লম্পক ও পুলিন্দগণ মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর সাত্যকিও নারাচাস্ত্রে সেই প্রস্তর সকল ভেদ করিতে লাগিলেন। নিশিত শর নির্ভিদ্যমান পাষাণের শব্দ নভোমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইয়া সংগ্রামস্থ রথী, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সকলকে ভীত ও বিদ্রাবিত করিল। মনুষ্য, অশ্ব ও গজ সমূহ শিলাচূর্ণে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমর দংশিতের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। তখন হতাবশিষ্ট রুধিরাপ্লুত, ভিন্নমস্তক কুঞ্জরগণ যুযুধানের রথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পর্ব্ব সময়ে সাগরের যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, সাত্যকি শরার্দ্দিত কৌরব সেনাগণের সেই রূপ মহা কোলাহল হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সূত! সাত্বত বংশীয় মহারথ সাত্যকি কোপপূর্ণ হইয়া কৌরব সেনাগণকে বহুধা বিদারণ করত সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। যে স্থানে ঐ তুমুল শব্দ শ্রুত হইতেছে, বোধ হয়, যুযুধান সেই স্থানে পাষাণবর্ষী যোধগণের সহিত সমাগত হইয়াছে। অতএব অবিলম্বে তথায় রথ সঞ্চালন কর। ঐ দেখ, পলায়মান অশ্বগণ শস্ত্রহীন, বর্ম্মবিহীন, রথিগণকে সমরক্ষেত্র হইতে অপনীত করিতেছে; সারথিরা কোনক্রমেই উহাদিগকে সংযমন করিতে সমর্থ হইতেছে না। সারথি শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, আয়ুষ্মন্! ঐন, দেখুন কৌরব পক্ষীয় সেনা ও যোধগণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। এ দিকে বলবান্ পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার বিনাশ কামনায় আগম করিতেছে সাত্যকিও অতি দূর দেশে গমন করিয়াছে। অতএব এ ক্ষণে তাহার নিকটে গমন অথবা এই স্থানে অবস্থান এই উভয়ের যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা স্থির করুন। তাঁহাদের উভয়ের এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময়ে মহাবীর সাত্যকি সেই রথিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। রথিগণ সমরে যুযুধানের শরে পীড়িত হইয়া তাঁহার রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণসৈন্য মধ্যে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দুঃশাসন যে সকল রথী সমভিব্যাহারে সংগ্রামে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও শঙ্কিত চিত্তে দ্রোণাচার্য্যের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুঃশাসনের রথ সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ও হে দুঃশাসন! রথী সকল কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছে? মহারাজের মঙ্গলত? সিন্ধুরাজ ত জীবিত আছেন? তুমি রাজপুত্র, রাজসহোদর ও এক জন মহারথ; তবে কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ? সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। তুমি পূর্ব্বে দ্রৌপদীরে বলিয়াছিলে যে, রে দাসি! আমরা তোরে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়াছি; অতএব এ ক্ষণে তুই স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা দুর্য্যোধনের বস্ত্র বহন কর, তোর পতিগণ ষণ্ড তিল সদৃশ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য; তাহারা আর জীবিত নাই। হে যুবরাজ! পূর্ব্বে দ্রুপদতনয়ারে এই রূপ বলিয়া এ ক্ষণে কি নিমিত্ত সমর পরিহার পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ? তুমিই পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর বৈর উপস্থিত করিবার মূলীভূত; কিন্তু এখন রণস্থলে এক মাত্র সাত্যকিরে অবলোকন করিয়া

কিজন্য ভীত হইতেছ? পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া কালে অক্ষ গ্রহণ করিয়া কি জানিতে পার নাই যে, এই অক্ষই পরিণামে ভীষণ ভুজগাকার শরস্বরূপে পরিণত হইবে? তুমিই পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি অসংখ্য অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে; তোমার নিমিত্তই দ্রুপদতনয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারথ! এখন তোমার সে মান কোথায়, সে দর্প কোথায় ও সেই বীর্য্যই বা কোথায়? তুমি সর্প সদৃশ পাণ্ডবগণকে রোষিত করিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? তুমি দুর্য্যোধনের সাহসী সহোদর হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করাতে কুরুরাজের এবং কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা সমুপস্থিত হইল। হে বীর! আজি স্বীয় বাহুবলে এই ভয়ার্ত্ত কৌরব সৈন্যগণকে রক্ষা করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য। তুমি তাহা না করিয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শত্রুগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিতেছ। হে শত্রুনিসূদন! তুমি সেনাপতি হইয়া ভীত চিত্তে রণ পরিত্যাগ করিলে আর কে সমর ভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? হে কৌরব! তুমি আজি একমাত্র সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ; কিন্তু গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন, মহাবীর বৃকোদর এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত রণস্থলে সাক্ষাৎ হইলে কি করিবে? সাত্যকির শরজাল, মহাবীর অর্জ্জুনের সূর্য্যাগ্নি সদৃশ শরনিকরের তুল্য নহে; তুমি সেই শরজালের আঘাতেই ভীত হইয়া পলায়ন করিলে? যদি পলায়নে নিতান্তই কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক, তাহা হইলে মহাবীর অর্জ্জুনের নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভুজগাকার নারাচ তোমার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট না হইতে হইতে, মহাত্মা পাণ্ডবগণ তোমাদের শত ভ্রাতারে বিনাশ করিয়া রাজ্য গ্রহণ না করিতে করিতে, ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং সমর বিজয়ী কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ না হইতে হইতে এবং মহাবাহু ভীমসেন এই মহতী চমূ মধ্যে অবগাহন করিয়া তোমার ভ্রাতৃগণকে শমন ভবনে প্রেরণ না করিতে করিতে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রাদান কর। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন যে, রণস্থলে পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; এক্ষণে তাহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। কিন্তু মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহা করে নাই। অতএব তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যত্নশীল হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সাত্যকি যে স্থানে অবস্থান করিতেছে শীঘ্র তথায় গমন কর; নচেৎ সমুদায় সৈন্য পলায়ন করিবে।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র আচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। দ্রোণের বচন সকল যেন তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তিনি এই রূপ ভান করিয়া অপ্রতিনিবৃত্ত ম্লেচ্ছগণে পরিবৃত হইয়া যে পথে সাত্যকি গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন। তথায় যুযুধানের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এ দিকে মহারথ দ্রোণাচার্য্য রোষাবিষ্ট হইয়া বেগে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাদিগের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অসংখ্য যোধগণকে বিদ্রাবিত করিয়া স্বীয় নাম বিশ্রাবিত করত পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও মৎস্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্যুতিমান পাঞ্চাল পুত্র বীরকেতু সৈন্যবিজয়ী দ্রোণাচার্য্যকে আহ্বান করত সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও সাত বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যত্নবান

হইয়াও বীরকেতুরে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। তখন ধর্ম্মরাজের জয়াভিলাষী পাঞ্চালেরা সমর ভূমিতে দ্রোণকে রুদ্ধ দেখিয়া সকলে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করত তাঁহার উপর হুতাশন সদৃশ সুদৃঢ় শত শত তোমর ও বিবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শরজাল দ্রোণের শরনিকরে বিচ্ছিন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে পবন চালিত জলধরের ন্যায় শোভমান হইল। তখন শত্রুহন্তা দ্রোণ, সূর্য্য ও অনল সদৃশ অতি ভীষণ শর সন্ধান করত বীরকেতুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ নির্ম্মুক্ত শর বীরকেতুর দেহ বিদারণ পূর্ব্বক রুধিরাক্ত হইয়া প্রজ্বলিতের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। পাঞ্চলানন্দন বীরকেতুও বায়ুভগ্ন চম্পক তরু যেরূপ পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে নিপাতিত হইলেন। এই রূপে ধনুর্দ্ধারী মহাবলপরাক্রান্ত রাজপুত্র বীরকেতু নিহত হইলে পাঞ্চালগণ সত্বরে চতুর্দ্দিক হইতে দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেম, ঐ সময় মহাবীর সুধন্বা, চিত্রকেতু, চিত্রবর্ম্মা ও চিত্ররথ ভ্রাতৃব্যসনে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে বর্ষাকালীন বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শরবর্ষণ করত ধাবমান হইলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ সেই মহারথ রাজপুত্রগণের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের নিধন বাসনায় কোপকম্পিত কলেবরে তাঁহাদিগের উপর শরজাল বিস্তার করিলেন। পাঞ্চাল রাজকুমারেরা দ্রোণের আকর্ণকৃষ্ট শরাসন বিমুক্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। মহাযশস্বী আচার্য্য তাঁহাদিগকে মুগ্ধ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত তাহাদের অশ্ব, রথ ও সারথিরে সংহার করিয়া ভল্ল ও সুশিত শরনিপাতে তাঁহাদিগের মস্তক ছেদন করিলেন। কুমারগণ এই রূপে দ্রোণ শরে বিগতাসু হইয়া দেবাসুর সংগ্রামস্থ দানবগণের ন্যায় রথ হইতে ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া দুরাসদ হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক বিঘূর্ণন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দেবকল্প মহারথ পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া অশ্রু মোচন করত ক্রোধভরে ভারদ্বাজের অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে সমাচ্ছাদিত হইলে সংগ্রাম স্থলে সহসা হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। কিন্তু মহাবীর দ্রোণ সেই শরজালে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া হাস্য করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষস্থলে নতপর্ব্ব নবতি বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাযশস্বী ভারদ্বাজ সেই শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। মহাবল পরাক্রম মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধারুণ লোচনে শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক করবারি ধারণ করিয়া তাঁহার শিরশ্চেদন বাসনায় সত্বরে স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ ঐ সময় সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক জিঘাংসু ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া পুনর্ব্বার ধনু গ্রহণ করত আসন্ন যুদ্ধোপযোগী বিতস্তিপ্রমাণ শরদ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রম ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া সত্বরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় রথে আরোহণ ও নিপুণ কোদণ্ড গ্রহণ করিয়া দ্রোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভারদ্বাজও তাঁহারে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে ত্রৈলোক্যাভিলাষী ইন্দ্র

ও প্রহ্লাদের ন্যায় সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই রণপণ্ডিত মহাবীর দ্বয় বিচিত্র মণ্ডল ও যমক প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ইতস্তত বিচরণ করত সায়ক নিকরে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। পরে যোধগণকে মোহিত করিয়া বর্ষাকালীন জলধর নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় শর সমুদায় বর্ষণ পূর্ব্বক একেবারে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তত্রত্য সমুদায় ক্ষত্রিয় ও সৈনিক পুরুষেরা সেই অদ্ভুত যুদ্ধের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ, যখন দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন উনি অবশ্যই আজি আমাদিগের বশবর্ত্তী হইবেন; এই বলিয়া চীৎকার কারতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণ সত্বরে বৃক্ষের পরিপক্ক ফলের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে অরাতি পাতন প্রবল প্রতাপ ভারদ্বাজ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় ব্যূহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা কেহই তাঁহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এদিকে দুঃশাসন বারিধারাবর্ষী পর্জ্জন্যের ন্যায় অসংখ্য শর বর্ষণ করত শৈনেয়ের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহারে প্রথমত ষষ্টি ও তৎপরে ষোড়শ শরে সমাহত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাঁহার শরে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভরতশ্রেষ্ঠ দুঃশাসন নানা দেশীয় মহারথগণের সহিত সমবেত হইয়া অসংখ্য সায়ক বর্ষণ করত মেঘ নিঃস্বন সদৃশ গভীর গর্জ্জনে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সাত্যকিরে আক্রমণ করিলেন। মহাবাহু সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া শর সন্নিপাতে তাঁহারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। দুঃশাসনের অগ্রসর অন্যান্য বীরগণ সাত্যকির শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীত চিত্তে আপনার পুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিল। তৎকালে একমাত্র দুঃশাসন নির্ভীক মনে রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক সাত্যকিরে শর নিপীড়িত করত তাঁহার অশ্বগণের উপর চারি ও সারথির উপর তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অরাতি নিপাতন সাত্যকি ক্রোধপ্রজ্বলিত হইয়া শর সন্নিপাতে দুঃশাসনের রথ, সারথি ও ধ্বজ অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন এবং ঊর্ণনাভি যেমন সমাগত মশককে স্বীয় জালে জড়িত করে, তদ্রূপ তিনি দুঃশাসনকে শরজালে জড়িত করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে বাণ সমাচ্ছন্ন দেখিয়া যুদ্ধ বিশারদ ত্রিসহস্র ক্রূর কর্ম্মা ত্রিগর্ত্তকে যুযুধানের সহিত যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহারা দুর্য্যোধনের আদেশক্রমে তথায় গমন পূর্ব্বক দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে অপরাঙ্মুখ হইয়া অসংখ্য শর দ্বারা যুযুধানকে অবরোধ করিতে লাগিল। তখন শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সেই শরবর্ষী ত্রিগর্ত্তগণের প্রধানতম পাঁচ শত যোদ্ধারে নিহত করিলেন। তাহারা মারুতবেগ বিধ্বস্ত বিপুল বনস্পতি সমুদায়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। শৈনেয়ের শরে নিকৃত্ত, শোণিত লিপ্ত অসংখ্য হস্তী, ধ্বজ ও কনকাভরণ ভূষিত অশ্ব সকল নিপতিত হওয়াতে সমর

ভূমি বিকসিত কিংশুক সমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কৌরব পক্ষীয় যোধগণ সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহারও সহায়তা লাভে সমর্থ হইল না। ভীষণ ভুজগগণ যেরূপ গরুড়ের ভয়ে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণ সকলেই ভীত হইয়া দ্রোণের নিকট পলায়ন করিল। এই রূপে মহাবীর সাত্যকি আশীবিষ সদৃশ তীক্ষ্ণ শরনিকরে পাঁচ শত যোদ্ধারে নিপাতিত করিয়া মন্দবেগে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্র দুঃশাসন তাঁহার উপর সত্বরে সন্নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও তাঁহারে রুক্মপুঙ্খ নির্দ্ধিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন সাত্যকিরে প্রথমত তিন ও তৎপরে পাঁচ শরে আঘাত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর শৈনেয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর পাঁচ শর নিক্ষেপ ও তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে ধনঞ্জয়ের নিকট ধাবমান হইলেন। মহাবীর দুঃশাসন তাঁহারে গমন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার নিধন বাসনায় লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলে বীরবর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ কঙ্কপত্র ভূষিত নিশিত বাণ দ্বারা দুঃশাসনের সেই শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শর দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাঁহার সিংহনাদ শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বক্ষস্থলে অগ্নিশিখাকার শর সমুদায় নিক্ষেপ করত পুনরায় তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন বিংশতি সায়কে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পরমাস্ত্রবিৎ মহারথ সাত্যকি দুঃশাসনের বক্ষস্থলে সন্নতপর্ব্ব তিন শর নিক্ষেপ করিয়া শাণিত শরসন্নিপাতে তাহার ঘোটক ও সারথিরে বিনষ্ট করিলেন এবং এক ভল্লে তাঁহার ধনু, পাঁচ ভল্লে শরমুষ্টি, দুই ভল্লে ধ্বজ ও রথশক্তি ছেদন করিয়া অন্যান্য তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষক দ্বয়কে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। ত্রিগর্ত্তসেনাধিপতি দুঃশাসনকে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি অবলোকন পূর্ব্বক সত্বরে স্বরথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসন বিনাশার্থ কিয়ৎক্ষণ তাহার অনুধাবন করিলেন, কিন্তু মহাবাহু ভীমসেন সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন স্মরণ করিয়া আর তাঁহারে প্রহার করিলেন না। হে মহারাজ! এই রূপে সত্যপরাক্রম সাত্যকি দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া যে পথে মহাবীর অর্জ্জুন গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার সেনা মধ্যে কি এমন কোন মহারথ ছিল না যে, সেই অর্জ্জুন সমীপগামী কৌরব সৈন্য সংহর্ত্তা সাত্যকিরে প্রহার বা নিবারণ করে? ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সত্যবিক্রম সাত্যকি, দানব নিপাতন মহেন্দ্রের ন্যায় একাকী সমরস্থলে কি রূপে সেই মহৎকার্য্য সম্পাদন করিল? অথবা সাত্যকি বহুল সেনা মর্দ্দন পূর্ব্বক পথ শূন্য করিয়া গমন করিয়াছিল, তাহারে তথায় আক্রমণ করে এমন কেহই ছিল না। যাহা হউক, সাত্যকি একাকী কি রূপে সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাত্মাগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিল তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার

সৈন্য মধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতি বর্ত্তমান ছিল। তাহাদের বিক্রম দর্শন ও কোলাহল শ্রবণে বোধ হইতে লাগিল যেন, যুগান্তকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। প্রতিদিন আপনার সৈন্যগণের যেরূপ ব্যূহ হইত বোধ হয়, সেরূপ ব্যূহ জগতীতলে আর কোথাও হয় নাই। সমর দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ ও চারণগণ সেই সমুদায় ব্যূহ দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিয়াছেন যে, এতাদৃশ ব্যূহ আর কখনই হইবে না। বিশেষত জয়দ্রথ বধ সময়ে দ্রোণাচার্য্য যেরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাদৃশ ব্যূহ আর কখনই দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। ঐ ব্যূহ মধ্যে পরস্পর ধাবমান সৈন্য সমুদায়ের প্রচণ্ড বাতাহত সমুদ্র নিস্বনের ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। হে নরোত্তম! আপনার ও পাণ্ডবদিগের বল মধ্যে অসংখ্য ভূপালগণ সমবেত হইয়া-ছিলেন, তাঁহারা ক্রোধান্বিত চিত্তে মহানাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহাঁরা সকলেই সৈন্যগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও। মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকি অরিসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; এ ক্ষণে যাহাতে তাঁহারা শীঘ্র অনায়াসে জয়দ্রথের রথের প্রতি গমন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা কর। আজি ধনঞ্জয় ও সাত্যকি নিধন প্রাপ্ত হইলে কৌরবেরা কৃতার্থ হইবে এবং আমরা পরাজিত হইব। অতএব তোমরা সত্বরে মিলিত হইয়া বেগবান পবন যেরূপ সমুদ্রকে বিক্ষোভিত করে, সেই রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত কর। মহাতেজা সৈন্য সকল এই রূপ অভিহিত হইয়া প্রাণপণে কৌরবগণকে আঘাত করিতে লাগিল। সুহৃদের হিত সাধনার্থ অস্ত্রে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে তাহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা হইল না। কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধারাও যশ প্রার্থনা করত যুদ্ধার্থ অবস্থান করিল।

হে মহারাজ! সেই ভয়াবহ তুমুল সংগ্রামে মহাবীর সাত্যকি সমস্ত সৈন্য পরাজিত করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র প্রভাসম্পন্ন কবচ সমুদায়ে দিবাকরকর প্রতিফলিত হওয়াতে সৈনিকগণের দৃষ্টি প্রতিহত হইল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন বহুযত্নশালী পাণ্ডবগণের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহাদের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর দুর্য্যোধন সেই অসংখ্য সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট ও বিপদগ্রস্ত হইয়া ত রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন নাই? একে অনেকের সহিত যুদ্ধ, তাহাতে আবার তিনি নরপতি, বিশেষত চিরকাল অতিশয় সুখে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন; অতএব বোধ হয় তাঁহার বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র একাকী অনেকের সহিত অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। মত্ত মাতঙ্গ যেরূপ নলিনীকুলকে আলোড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন ও পাঞ্চালগণ সেনাগণকে নিহত দেখিয়া সকলেই রণস্থলে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুল ও সহদেবকে তিন তিন, ধর্ম্মরাজকে সাত, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীরে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি এবং দ্রুপদপুত্রদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য হস্ত্যারোহী ও রথারোহী যোদ্ধারে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে প্রজাস্তক অন্তকের ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন। তিনি কখন শর সন্ধান, আর কখনই বা শর

মোক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল এইমাত্র দৃষ্ট হইল যে, তিনি শিক্ষা ও অস্ত্রবলে রিপুগণকে বিনাশ ও মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুক হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দুই ভল্লাস্ত্রে দুর্য্যোধনের সেই বৃহৎ কোদণ্ড ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। শর সমুদায় দুর্য্যোধনের বর্ম্ম-স্পর্শমাত্র ভগ্ন ও ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন পাণ্ডবগণ, দেবগণ বৃত্রবধ কালে ইন্দ্রকে যেরূপ বেষ্টন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর প্রবল প্রতাপ দুর্য্যোধন অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া পাণ্ডবরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়াভিলাষী পাঞ্চালেরা দুর্য্যোধনকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। সেই সময়ে দ্রোণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ যেরূপ পর্ব্বত প্রচণ্ড বায়ুবেগে সঞ্চালিত মেঘাবলিরে নিবারণ করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডবদিগের অতিভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মৃত দেহে সমরভূমি শ্মশান সদৃশ হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় যে দিকে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে লোমহর্ষকর মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবাহু অর্জ্জুন ও সাত্যকি কৌরব পক্ষীয় সৈন্যের সহিত এবং ব্যূহদ্বারস্থিত দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের ক্রোধনিবন্ধন ঘোরতর জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইল।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর অপরাহ্ণ সময়ে পুনরায় সোমকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আপনার প্রিয়চিকীর্ষু মহাধনুর্দ্ধর বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণ শোণাশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অনতিবেগে পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হইয়া বিচিত্রপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করত স্বচ্ছন্দে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন কেকয় দেশীয় পঞ্চভ্রাতার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সমরদুর্ম্মদ মহারথ বৃহৎক্ষত্র মহামেঘ যেমন গন্ধমাদনে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ আচার্য্যের উপর তীক্ষ্ণ বিশিখ বর্ষণ করত তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন। আচার্য্য তাঁহার শরাঘাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ শাণিত সুবর্ণপুঙ্খ পঞ্চদশ শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর বৃহৎক্ষত্র সেই দ্রোণ নির্ম্মুক্ত বাণ সমুদায়ের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্বিজপুঙ্গব দ্রোণ তাঁহার হস্তলাঘব দর্শন করিয়া হাস্য করত পুনর্ব্বার সন্নতপর্ব্ব আট শর নিক্ষেপ করিলেন। বৃহৎক্ষত্র দ্রোণ পরিত্যক্ত শর সমুদায় সমাগত দেখিয়া নিশিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যেরা বৃহৎক্ষত্রের সেই দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন আচার্য্য বৃহৎক্ষত্রকে প্রশংসা করত তাঁহার প্রতি অতি দুর্দ্ধর্ষ দিব্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর বৃহৎক্ষত্র স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক ষষ্টি সংখ্যক সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ আচার্য্য বৃহৎক্ষত্রের উপর নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ বৃহৎক্ষত্রের দেহাবরণ ও গাত্র ভেদ করিয়া কৃষ্ণ সর্প যেরূপ বিল মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কৈকেয় দ্রোণ সায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে নয়ন বিঘূর্ণন পূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ শাণিত সপ্ততি

শরে আচার্য্যকে বিদ্ধ করত এক বাণে তাঁহার সারথিরে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বৃহৎক্ষত্রের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বিশিখ প্রয়োগ করত তাঁহারে ব্যাকুলিত করিয়া চারি শরাঘাতে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে এক শরাঘাতে সারথিরে এবং দুই বাণে ছত্র ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক সুপ্রহিত নারাচ দ্বারা বৃহৎক্ষত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাঁহারে ধরাতলে পাতিত করিলেন।

এই রূপে কেকয় বংশোদ্ভব মহারথ বৃহৎক্ষত্র নিহত হইলে শিশুপাল পুত্র ধৃষ্টকেতু ক্রোধান্ধ হইয়া সারথিরে কহিলেন, হে সারথে। বর্ম্মধারী দ্রোণ সমস্ত কৈকেয়গণ ও পাঞ্চাল সৈন্যগণ নিপাতিত করত যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে রথ সঞ্চালন কর। সারথি ধৃষ্টকেতুর বচন শ্রবণ করিয়া কাম্বোজ দেশীয় বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক তাঁহারে দ্রোণ সমীপে সমানীত করিল। বলদর্পিত চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাবক পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগের নিমিত্ত দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া ষষ্টি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে এবং তাঁহার রথ, ধ্বজ ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুপ্ত ব্যাঘ্র প্রতিবোধিত হইলে যেরূপ ক্রুদ্ধ হয়, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টকেতুর শরাঘাতে তদ্রূপ ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শিশুপাল পুত্র সত্বরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া কঙ্কপত্র ভূষিত সায়ক দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ চারি বাণে ধৃষ্টকেতুর চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া হাস্য মুখে সারথির মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টকেতু সত্বরে প্রস্তরদৃঢ় কনক বিভূষিত ভীষণ গদা গ্রহণ ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া দ্রোণের প্রতি সেই গদা নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গীর ন্যায়, কালরাত্রির ন্যায় সেই গদা সমাগত অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরসন্নিপাতে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গদা দ্রোণ শরে ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে ধরাতল প্রতিধ্বনিত হইল। তখন অমর্ষ পরায়ণ মহাবীর ধৃষ্টকেতু গদা নিহত হইল দেখিয়া দ্রোণের উপর তোমর ও কনক ভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি ও তোমর তার্ক্ষ্য নিকৃত্ত ভুজঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় দ্রোণের পাঁচ পাঁচ বাণে ছিন্ন ও ধরাতলে নিপতিত হইল। অনন্তর প্রবল প্রতাপ মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টকেতুর বিনাশ জন্য এক সুতীক্ষ্ণ বিশিখ নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ নির্ম্মুক্ত বাণ অমিত পরাক্রম শিশুপাল পুত্রের বর্ম্মসংবৃত দেহ বিদীর্ণ করিয়া নলিনীবন গামী হংসের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইল এই রূপে মহাবীর দ্রোণ ক্ষুধার্ত্ত চাতক যেরূপ পতঙ্গ বিনষ্ট করে, তদ্রূপ ধৃষ্টকেতুরে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু নিহত হইলে তাঁহার পুত্র রোষপরবশ হইয়া তাঁহার ভার বহনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মৃগশাবক ঘাতী বলবান ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহারেও হাসিতে হাসিতে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

হে কুরুরাজ! এই রূপে পাণ্ডব সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর জরাসন্ধ পুত্র স্বয়ং দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলদাবলি যেরূপ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহারে শর

ধারায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়-মর্দ্দন মহাবীর দ্রোণ রথস্থিত মহারথ জরাসন্ধ পুত্রের হস্তলাঘব দর্শন করিয়া অতি সত্বরে বাণবৃষ্টি করত তাঁহারে আছন্ন করিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে তৎকালে সমর ভূমিতে যে যে বীর সেই কালান্তক যমোপম দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে সমাগত হইলেন, মহাবীর দ্রোণ তাহাদের সর্কলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় নামোল্লেখ পূর্ব্বক অসংখ্য শরে পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে আছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই নামাঙ্কিত দ্রোণ নিক্ষিপ্ত শাণিত শর সমুদায় অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যগণকে আহত করিল। আচার্য্য শর পীড়িত পাঞ্চালেরা ইন্দ্রনিপীড়িত অসুরগণের ন্যায়, শীতার্দ্দিত গোগণের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল।

হে ভরতকুলতিলক! এই রূপে সৈন্য সকল দ্রোণ শরে নিপীড়িত হইলে পাণ্ডবদিগের মধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ শব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ সময় পঞ্চাল বংশোদ্ভব মহারথেরা আতপতাপে উত্তপ্ত ও ভারদ্বাজের শরজালে নিপীড়িত হইয়া একান্ত ভীত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অনেকে মোহ প্রাপ্ত হইলেন। তখন চেদি, সৃঞ্জয়, কাশি ও কোশল দেশীয় বীরগণ শক্তি দ্বারা মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্যকে যমভবনে প্রেরণ করিবার বাসনায় সকলে হৃষ্ট চিত্তে আজি দ্রোণ বিনষ্ট হইয়াছেন, এই কথা বলিতে বলিতে যুদ্ধার্থ তাঁহার অভিমুখে আগমন করিলেন। মহাবীর আচার্য্য সেই যত্নশীল বীরগণকে বিশেষত চেদিশ্রেষ্ঠগণকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। এই রূপে চেদি দেশীয় বীরগণ বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালেরা ক্ষীণবল ও দ্রোণশরে নিপীড়িত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্ম ও অবয়ব পর্য্যবেক্ষণ করত মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহ্বান পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া কহিল, এই ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য নিশ্চয়ই কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন; তাহার প্রভাবেই সংগ্রামে ক্ষত্রিয় প্রধান বীরগণকে দগ্ধ করিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণের তপশ্চরণই প্রধান ধর্ম্ম। কৃতবিদ্য তপস্বী দর্শন মাত্রেই লোককে দগ্ধ করিতে পারেন। বহুসংখ্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়েরা আচার্য্যের ঘোরতর অস্ত্রানল প্রভাবে দগ্ধ হইতেছেন। মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্য স্বীয় বল ও উৎসাহের অনুরূপ কার্য্য করিয়া সমস্ত প্রাণিগণকে মুগ্ধ করত আমাদিগের বল ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

হে মহারাজ! তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তনয় মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ক্ষত্রধর্ম্মা তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধান্ধ দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ ও তাহাতে শত্রু নিপাতন ভাস্বর বেগবান বাণ সন্ধান করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শর পরিত্যাগ করিলেন। দ্রোণ নির্ম্মুক্ত বাণ ক্ষত্রধর্ম্মার হৃদয় বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিপাতিত করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। এই রূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুত্র নিহত হইলে সমুদায় সৈন্য কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত চেকিতান দ্রোণকে আক্রমণ পূর্ব্বক দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার বক্ষস্থলে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব ও চারি বাণে সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ষোড়শ

শরে চেকিতানের দক্ষিণ ভুজ বিদ্ধ করিয়া ষোড়শ শরে তাঁহার ধ্বজ ও সাত শরে সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথি নিহত হইলে অশ্বগণ চেকিতানের রথ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ চেকিতানের রথ সারথি বিহীন অবলোকন করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ঐ সময়ে পঞ্চাশীতি বর্ষবয়স্ক আকর্ণ পলিত বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য্য চতুর্দ্দিকে সমবেত চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করত ষোড়শ বর্ষীয় যুবার ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ তাঁহারে বজ্রহস্ত বাসবের ন্যায় বোধ করিলেন। পরে মহাবাহু মতিমান দ্রুপদরাজ বলিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র যেরূপ লোভপরবশ হইয়া ক্ষুদ্র মৃগ সমুদায় বিনাশ করে, তদ্রূপ এই লুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছেন। পরকালে অবশ্যই উহাঁরে নরকগামী হইতে হইবে। ঐ দুরাত্মার লোভেই শত শত প্রধানতম ক্ষত্রিয়েরা সমর নিহত ও রুধিরলিপ্ত গাত্রে নিকৃত্ত বৃষভের ন্যায় শৃগাল ও কুক্কুর কুলের ভক্ষ্য হইয়া রণ ভূমিতে শয়ান রহিয়াছেন। হে মহারাজ! অক্ষৌহিণীপতি দ্রুপদরাজ এই কথা বলিয়া পাণ্ডবদিগকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

ষড়বিংশ অধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে পাণ্ডবগণের ব্যূহ আলোড়িত হইলে তাঁহারা পাঞ্চাল ও সোমকদিগের সহিত অতিদূরে গমন করিলেন। সেই যুগান্তকাল তুল্য ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রামে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ বারংবার সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে এবং পাঞ্চালগণ হীনবীর্য্য ও পাণ্ডবেরা নিতান্ত নিপীড়িত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাহারও আশ্রয় লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না। তিনি কি রূপে সমস্ত রক্ষা হইবে, নিরন্তর এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মহাবীর অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আকুলিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয় বা বাসুদেবকে কোন ক্রমেই দেখিতে পাইলেন না; কেবল অর্জ্জুনের বানর লাঞ্ছিত ধ্বজদণ্ড সন্দর্শন ও গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্ণি প্রবর মহাবীর সাত্যকিরে নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু তৎকালে নরোত্তম বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি লোক নিন্দাভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সাত্যকির রথের প্রতি দৃষ্টিপাত করত চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাবীর সাত্যকিরে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। পূর্ব্বে আমার মন কেবল অর্জ্জুনের নিমিত্তই ব্যাকুল ছিল, কিন্তু এ ক্ষণে অর্জ্জুন ও সাত্যকি এই উভয়ের নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইতেছে। আমি সাত্যকিরে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়া এ ক্ষণে তাঁহার পদানুসরণে কাহারে প্রেরণ করিব। যদি আমি সাত্যকির অনুসন্ধান না করিয়া যত্ন সহকারে ভ্রাতা অর্জ্জুনের অন্বেষণ করি, তাহা হইলে লোকে আমারে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সাত্যকিরে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব এ ক্ষণে আমি এই লোকাপবাদ পরিহারের নিমিত্ত মহাবীর বৃকোদরকে সাত্যকির নিকট প্রেরণ করি। অরিনিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকীর প্রতিও তদ্রূপ। আমি তাঁহারে অতি গুরুতর ভার বহনে নিয়োগ করিয়াছি। তিনিও মিত্রের উপরোধেই হউক, বা গৌরবলাভের অভিলাষেই হউক, সাগর মধ্যগামী মকরের ন্যায়

কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ঐ সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত অপরাঙ্মুখ বীরগণের তুমুল কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব এ ক্ষণে অবসরোচিত কার্য্য অবধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিকট ভীমসেনকে প্রেরণ করাই আমার কর্ত্তব্য। এই ভূমণ্ডলে ভীমের অসাধ্য কিছুই নাই। সে একাকী স্বীয় বাহুবলে পৃথিবীর সমুদায় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে। আমরা তাহার ভুজবীর্য্য প্রভাবে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত ও সমরে অপরাজিত হইয়াছি। অতএব ঐ মহাবীর, অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিকট গমন করিলে তাহারা অবশ্যই সহায় সম্পন্ন হইবে। সাত্যকি ও অর্জ্জুন সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ; বিশেষত বাসুদেব স্বয়ং তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাহাদের নিমিত্ত চিন্তা করা একান্ত অনুচিত; কিন্তু আমার মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এ ক্ষণে স্বীয় উৎকণ্ঠা দূর করাও আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি ভীমসেনকে সাত্যকির পদানুসরণে প্রেরণ করি। তাহা হইলে সাত্যকির প্রতিকার বিধান করা হইবে।

ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে এই রূপ অবধারণ করিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সারথি! তুমি আমারে ভীমের রথাভিমুখে লইয়া চল। অশ্ববিদ্যা কোবিদ সারথি ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমের সমীপে তাঁহার স্বর্ণ খচিত রথ সমানীত করিল। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের সন্নিকৃষ্ট হইয়া প্রকৃত অবসর বিবেচনা করিয়া তাঁহারে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীম! যে বীর একমাত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেব, গন্ধর্ব্ব ও দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছিল, আমি তোমার সেই অনুজ অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ড নিরীক্ষণ করিতেছি না। ধর্ম্মরাজ ভীমকে এই কথা বলিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মোহাবিষ্ট হইলেন। মহাবীর ভীম ধর্ম্মরাজকে একান্ত মোহাবিষ্ট অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি আপনার এরূপ মোহ আর কদাচ দর্শন ও শ্রবণ করি নাই। পূর্ব্বে আমরা দুঃখে অতিশয় কাতর হইলে আপনিই আমাদিগকে প্রবোধ দিতেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! এ ক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হউন এবং আজ্ঞা করুন, আমি কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। এই ভূমণ্ডলে আমার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে ম্লান বদনে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! যখন রোষাবিষ্ট বাসুদেবের মুখমারুতে পূরিত পাঞ্চজন্য শঙ্খের নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে, তখন আজি নিশ্চয়ই তোমার অনুজ অর্জ্জুন নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছেন এবং বাসুদেব অর্জ্জুনকে বিনষ্ট দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে বৃকোদর! পাণ্ডবগণ যে মহাবীরের বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে, যে মহাবীর বিপদ কালে আমাদের প্রধান অবলম্বন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত, মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম, প্রিয়দর্শন অর্জ্জুন জয়দ্রথ বধার্থ অনেক ক্ষণ কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এখনও প্রত্যাগত হইতেছে না; এই আমার শোকের মূল কারণ। মহাবীর ধনঞ্জয় ও সাত্যকির নিমিত্ত আমার শোক ঘৃত পরিবর্দ্ধিত হুতাশনের ন্যায় বারংবার উদ্দীপিত হইতেছে। আমি অর্জ্জুনের বানর লাঞ্ছিত ধ্বজ দর্শন করিতেছি না বলিয়া মোহে অভিভূত হইতেছি। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সমর বিশারদ বাসুদেব অর্জ্জুনকে নিহত দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন। মহারথ সাত্যকি তোমার অর্জ্জুনের অনুগমন করিয়াছেন; আমি তাঁহার অদর্শনেও বি-

মোহিত হইতেছি। হে কৌন্তেয়! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; যদি আমার বাক্য প্রতিপালন করা তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়, তাহা হইলে যে স্থানে ধনঞ্জয় ও সাত্যকি রহিয়াছে, তুমি সেই স্থানে গমন কর। তুমি সাত্যকিরে অর্জ্জুন অপেক্ষাও স্নেহাস্পদ বিবেচনা করিবে। সেই মহাবীর আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত নিতান্ত দুর্গম, সামান্য লোকের অগম্য, একান্ত ভয়ঙ্কর স্থানে সব্যসাচীর নিকট গমন করিয়াছে। হে বীর! এ ক্ষণে তুমি শীঘ্র গমন কর; কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও সাত্যকিরে নিরাপদ দেখিলে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারে সঙ্কেত করিও।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহেশ্বর যে রথে আরোহণ করিতেন, মহাবীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের আর কিছুই ভয় নাই। যাহা হউক, আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গমন করিতেছি। আপনি আর শোক করিবেন না। আমি তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াই আপনারে সংবাদ প্রদান করিব।

হে কুরুরাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীম এই কথা বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের হস্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বারংবার সমর্পণ করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! মহারথ দ্রোণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেরূপ উপায় করিতেছেন, তাহা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। এ ক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করা আমার যেরূপ আবশ্যক, অর্জ্জুন সমীপে গমন তদ্রূপ নহে; কিন্তু ধর্ম্মনন্দন যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ নহি। নিঃশঙ্ক মনে তাঁহার বাক্য রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য; এ ক্ষণে যে স্থানে মুমূর্ষু সৈন্ধব অবস্থান করিতেছে, আমি মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকির অনুসরণক্রমে তথায়ও প্রস্থান করিব। তুমি সাবধানে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর; তাঁহারে রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎকার্য্য। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বীর! আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। তুমি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া প্রস্থান কর। দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট না করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। কুণ্ডল যুগলালঙ্কৃত, অঙ্গদ পরিশোভিত, তরবারিধারী মহাবীর ভীম এই রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ ও ধর্ম্মরাজের পাদ বন্দন পূর্ব্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহারে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন অর্চ্চিত সন্তুষ্ট চিত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ও অষ্টবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ পূর্ব্বক কৈরাতক মদ্য পান করিলেন। তখন তাঁহার লোচন যুগল রক্তবর্ণ ও তেজোরাশি দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনিল অনুকূলগামী হইয়া তাঁহার বিজয়লাভ সূচিত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি মনে মনে জয় লাভ জনিত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণ খচিত মহামূল্য লৌহ নির্ম্মিত বর্ম্ম বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত জলদ পটলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান এবং কণ্ঠত্রাণ ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ বিভূষিত অম্বুদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে পুনরায় পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত হইল। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সেই ত্রৈলোক্য ত্রাসন ভয়ঙ্কর শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ-গোচর করিয়া পুনর্ব্বার ভীমকে কহিলেন, হে ভীম! ঐ দেখ, শঙ্খোত্তম পাঞ্চ-জন্য বুঝি প্রবীর কৃষ্ণের মুখমারুতে পরি-পূরিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অনু-নাদিত করিতেছে। নিশ্চয়ই বোধ হয়, ধনঞ্জয় ঘোরতর বিপদে নিপতিত হওয়াতে চক্র গদাধর বাসুদেব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আজি নিশ্চয়ই আর্য্যা কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বন্ধু বান্ধব-গণ সমভিব্যাহারে অশুভ নিমিত্ত সন্দর্শন করিতেছেন। অতএব হে ভীম! তুমি অবি-লম্বে অর্জ্জুনের নিকট গমন কর। মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকিরে অবলোকন না করিয়া আমি দশ দিক্ শূন্যময় দেখিতেছি।

হে মহারাজ! প্রবল প্রতাপশালী ভ্রাতৃ হিত নিরত মহাবীর ভীম এই রূপে বারং-বার জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃপুন দুন্দুভি ধ্বনি, শঙ্খ নিনাদ ও সিংহনাদ করত শত্রুগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়া শরাসন আস্ফালন করিতে লাগি-লেন। ঐ শব্দে বীরগণের অন্তঃকরণ অতি-শয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। বিশোক সারথি কর্তৃক সংযোজিত মনোমারুতগামী অশ্ব সকল তাঁহারে বহন করিতে লাগিল। মহা-বীর বৃকোদর ধনুর্জ্যা আকর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষীয় সেনাদিগকে অনুকর্ষণ ও শস্ত্র দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরগণ যেমন ইন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পা-ঞ্চালেরা সোমকদিগের সহিত তাঁহার অনু-গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুঃশল, চিত্রসেন, কুম্ভভেদী, বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিকর্ণ, শল, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুমুখ, দীর্ঘবাহু, সুদর্শন, বৃন্দারক, সুহস্ত, সুষেণ, দীর্ঘলোচন, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা সুবর্ম্মা ও দুর্বিমোচন, আপনার এই সমুদায় পুত্রেরা অসংখ্য সৈন্য ও পদাতিগণ সমভিব্যাহারে পরম যত্ন সহকারে ভীমসেনের প্রতি ধাব-মান হইলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত বীরগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদিগকে নিরী-ক্ষণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি ধাবমান সিংহের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি গমন করি-তে লাগিলেন। ঘনমণ্ডল যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণ দিব্যা-স্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মহা-বেগে তাঁহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইয়া সম্মুখীন করি-সৈন্যের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করত অবিলম্বে মাতঙ্গগণকে শরজালে ক্ষত বি-ক্ষত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। মৃগকুল যেমন অরণ্য মধ্যে শরভ গর্জ্জনে একান্ত বিত্রাসিত হয়, তদ্রূপ সেই দ্বিরদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ পূর্ব্ব-ক ইতস্তত ধাবমান হইল। এই রূপে মহাবল ভীম সেই করিসৈন্য অতিক্রম করিয়া মহা-বেগে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর আচার্য্য তাঁহারে নিবারণ করিয়া হাস্য মুখে তাঁহার ললাটদেশে নারাচ প্রহার করিলেন। ভীমসেন দ্রোণের না-রাচ বিদ্ধ ললাট হইয়া ঊর্দ্ধরশ্মি ভাস্করের ন্যায় অধিকতর শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনের ন্যায় এই ভীমসেনও আমার সম্মান করিবেন, এই রূপ অবধারণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীম! আমি তোমার বিপক্ষ; আজি আমারে পরাজয় না করি-

য়া তুমি কোনক্রমেই শত্রু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পরিবে না। যদিও তোমার অনুজ অর্জ্জুন আমার আদেশানুসারে সেনা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ; তথাচ তুমি তদ্বিষয়ে কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে না। তখন নির্ভীক ভীমসেন গুরু দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধমনে আরক্ত লোচনে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, হে ব্রহ্মবন্ধো! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর অর্জ্জুন বলনিসূদন ইন্দ্রের বল মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন ; তিনি যে, তোমার আদেশানুসারে সমর সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কথনই সম্ভবপর নহে। তিনি তোমারে অর্চ্চনা করিয়া সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু আমি কৃপাপরবশ অর্জ্জুন নহি ; আমি তোমার পরম শত্রু ভীমসেন। হে আচার্য্য! তুমি আমাদের পিতা, গুরু ও বন্ধু এবং আমরা তোমার পুত্র। আমরা এই রূপ বিবেচনা করিয়াই তোমার নিকট প্রণত ভাবে অবস্থান করিয়া থাকি ; কিন্তু আজি তুমি আমাদিগের প্রতি বিপরীত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। এ ক্ষণে যদি তুমি আপনারে আমাদিগের বিপক্ষ বোধ করিয়া থাক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমি অবিলম্বেই তোমার শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিব। মহাবীর ভীম এই বলিয়া অন্তক যেমন কালদণ্ড বিঘূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদা বিঘূর্ণন পূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সমর বিশারদ দ্রোণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন ভীম তাঁহার অশ্ব, রথ, সারথি ও ধ্বজ বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন এবং সমীরণ যেমন প্রবল বেগে মহীরুহ সমুদায় বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ তাঁহার সৈন্যগণকে মন্থন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণ পুনরায় ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ অন্য রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ ব্যূহ মুখে সমুপস্থিত রহিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীম নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখীন রথ সৈন্যকে লক্ষ্য করত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীম শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও জয়লাভাভিলাষে তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দুঃশাসন রোষ পরবশ হইয়া ভীমসেনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ডোপম সুতীক্ষ্ণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুঃশাসন প্রেরিত শক্তি সমাগত দেখিয়া দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর ভীমসেন কুম্ভভেদী, সুষেণ ও দীর্ঘনেত্রকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবীর বৃন্দারককে শরবিদ্ধ করিয়া যুদ্ধে উদ্যত মহাবল পরাক্রান্ত আপনার পুত্র অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা ও দুর্বিমোচন এই তিন জনকে তিন শরে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার অন্যান্য আত্মজগণ ভীম শরে প্রহৃত হইয়া তাঁহারে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন এবং জলধর যেমন ধরণীধরের উপরিভাগে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ ভীমকর্ম্মা ভীমের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতে প্রস্তর বর্ষণ করিলে যেমন পর্ব্বতের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না, তদ্রূপ সেই বীরগণের বাণ বর্ষণে ভীমের কিছুমাত্র ব্যথা জন্মিল না। তিনি আপনার আত্মজ বিন্দ, অনুবিন্দ ও সুবর্ম্মার প্রতি শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক হাস্য মুখে তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। আপনার পুত্র সুদর্শনও ঐ সময় ভীম শরে বিদ্ধ হইয়া অবিলম্বে ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে মহাবীর ভীম ক্ষণকাল মধ্যে সেই সমস্ত রথ সৈন্যকে

চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। আপনার পুত্রগণ ভীম ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথ নির্ঘোষ করত সহসা মৃগ যূথের ন্যায় চারি দিকে ধাবমান হইলেন। ভীম তাঁহাদের সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত কৌরবগণকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজগণ ভীম শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বগণকে সঞ্চালিত করত রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে মহাবীর ভীম তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া বাহ্বাস্ফোটন, সিংহনাদ ও তলশব্দ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে রথ সৈন্যগণকে ভীত ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদিগকে নিহত করিয়া রথিদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে রথ সৈন্য সমুত্তীর্ণ দেখিয়া তাঁহারে নিবারণ করিবার মানসে তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দ্রোণ সমীরিত সেই সমস্ত শর নিরাকরণ করিয়া মায়াবলে বল সমুদায়কে বিমোহিত করত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহীপালগণ আপনার আত্মজগণের আদেশানুসারে মহাবেগে গমন করিয়া ভীমকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাস্য মুখে তাঁহাদের উপর মহাবেগে দেবরাজ নির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় এক শত্রু পক্ষ বিনাশিনী গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেজঃ প্রজ্বলিত মহাগদা স্বীয় ভীষণ রবে ধরণী মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সৈন্যগণকে মথিত ও আপনার আত্মজদিগকে নিতান্ত ভীত করিতে লাগিল। আপনার পক্ষ বীরগণ সেই তেজঃপুঞ্জ বিরাজিত গদা মহাবেগে নিপতিত হইতে দেখিয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইলেন। রথি সকল সেই গদার দুঃসহ শব্দ শ্রবণে রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য বীরগণ ভীমের গদাঘাতে আহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া ব্যাঘ্র দর্শনে ভীত মৃগযূথের ন্যায় রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে মহাবীর ভীম সেই দুর্জ্জয় শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিয়া পতগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে সেই সেনা অতিক্রম পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ভীমসেনকে সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রতি গমন ও শরনিকরে তাঁহারে নিবারণ করিয়া পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীমসেনের সহিত দ্রোণের দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা সহস্র সহস্র বীরগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নয়ন যুগল নিমীলিত করত মহাবেগে পাদচারে দ্রোণাভিমুখে গমন করিলেন এবং বৃষভ যেমন অবলীলাক্রমে বারি বর্ষণ সহ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে দ্রোণের শরবৃষ্টি প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্যের রথের ঈষামুখ গ্রহণ করিয়া রথের সহিত তাঁহারে অতিদূরে নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য এই রূপে ভীমকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ব্যূহ দ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় ভীমের সারথি মহাবেগে অশ্ব চালন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীমমহাবেগে কৌরব সৈন্য অতিক্রম করিলেন এবং যেমন উদ্ধত বায়ু পাদপদল বিম-

করে, তদ্রূপ তিনি ক্ষত্রিয়গণকে মর্দ্দন ও নদীবেগ যেরূপ বৃক্ষ সকল নিবারিত করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি হার্দ্দিক্য রক্ষিত ভোজসৈন্য প্রমথিত ও তলধ্বনি দ্বারা অন্যান্য সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিয়া শার্দ্দূল যেমন বৃষদিগকে পরাভব করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে পরাজয় করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ভীমসেন কৌরব পক্ষীয় ভোজসৈন্য, কাম্বোজসৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধ বিশারদ বহুসংখ্য ম্লেচ্ছগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক মহাবীর সাত্যকিরে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুন দর্শনাভিলাষে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জয়দ্রথ বধার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার নেত্র পথে নিপতিত হইলেন। বর্ষাকালে জলদ পটল যেমন অতিগভীর গর্জ্জন করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব তেজস্বী ভীমের সেই ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে তাঁহারে দর্শন করিবার নিমিত্ত বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করত গর্জ্জমান বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনের সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত প্রীত, প্রসন্ন ও শোকশূন্য হইয়া বারংবার অর্জ্জুনের বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মদমত্ত ভীমকে সিংহনাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া হাস্য মুখে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! তুমি গুরুআজ্ঞা প্রতিপালন ও অর্জ্জুনের কুশল সংবাদ প্রদান করিলে। তুমি যাহাদের উপর বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়া থাক, তাঁহাদিগের কদাচ জয়লাভ হয় না। এ ক্ষণে বুঝিলাম, মহাবীর অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত আছেন এবং সত্যবিক্রম সাত্যকিরও মঙ্গল। আমি ভাগ্য ক্রমে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের গর্জ্জন ধ্বনি শ্রবণ করিতেছি। যিনি যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন এবং আমরা যাঁহার বাহুবল অবলম্বন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি, সেই অরাতি বিজয়ী অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত আছেন। যিনি এক মাত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ নিবাত কবচগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং যিনি বিরাটনগরে গোগ্রহার্থ সমাগত কৌরবগণকে পরাজয় করেন, সেই অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন। যিনি নিজ ভুজবলে চতুর্দ্দশ সহস্র কালকেয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনের হিত সাধনার্থ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথকে অস্ত্র বলে পরাজয় করিয়াছেন, সেই কিরীট সমলঙ্কৃত শ্বেতবাহন কৃষ্ণ সারথিপ্রিয় ধনঞ্জয় ভাগ্যবলে এ ক্ষণে জীবিত রহিয়াছেন।

মহাবীর অর্জ্জুন পুত্র শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া জয়দ্রথের বধ রূপ অতি দুষ্কর কার্য্য সাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা কি সফল হইবে? আজি কি দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী না হইতে হইতে বাসুদেব সুরক্ষিত অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমার নিকট আগমন করিবেন। দুর্য্যোধন হিতানুষ্ঠান নিরত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কি অর্জ্জুন শরে নিপতিত হইয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবে? মূঢ় রাজা দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজকে নিহত ও ভীমসেন শরে ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট দেখিয়া কি আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া কি অনুতপ্ত হইবেন? এক মাত্র ভীষ্মের নিপাতে আমাদিগের কি

বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে? রাজা দুর্য্যোধন কি অবশিষ্ট বীরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত সন্ধি করিবেন? হে মহারাজ! এই রূপে কৃপাপরতন্ত্র রাজা যুধিষ্ঠির যখন নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে কুরু পাণ্ডবের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল।

একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মেঘ গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহারে অবরোধ করিল? ভীম পরাক্রম ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে পারে, ত্রিলোক মধ্যে এমন কাহারেও দৃষ্টিগোচর হয় না। সে যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় গদা উদ্যত করে, তখন রণস্থলে অবস্থান করিতে কেহই সমর্থ হয় না। যে ভীম রথ দ্বারা রথ ও কুঞ্জর দ্বারা কুঞ্জর বিনাশ করিয়া থাকে, তাহার সম্মুখে কে অবস্থান করিবে; তাহার সম্মুখীন হইতে দেবরাজ ইন্দ্রেরও সাহস হয় না। যাহা হউক, এ ক্ষণে বল, কালান্তক যমোপম মহাবীর ভীমসেন ক্রুদ্ধ চিত্তে তৃণ দহন প্রবৃত্ত দবদহনের ন্যায় আমার পুত্রগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে দুর্য্যোধন হিত নিরত কোন্ কোন্ বীরপুরুষ তাহার সমক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক তাহারে নিবারণ করিতে লাগিল। হে সঞ্জয়! মহাবীর ভীমসেনের নিমিত্ত আমার যাদৃশ শঙ্কা হয়, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিমিত্ত তাদৃশ শঙ্কা হয় না। অতএব হে সঞ্জয়! কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমার পুত্র বিনাশে প্রবৃত্ত রোষ প্রদীপ্ত ভীমসেনের সন্নিহিত হইল, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া তুমুল কোলাহল করত তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক বল প্রদর্শন করিবার বাসনায় মহীরুহ যেমন বায়ুর পথ রোধ করে, তদ্রূপ তাঁহার পথ রোধ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহার উপর শিলানিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও শর প্রয়োগ করত তৎপ্রযুক্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎকালে রথী ও অশ্বারোহী প্রভৃতি যে সকল যোধগণ ভীম ও কর্ণের যুদ্ধ অবলোকন করিতেছিলেন, সেই বীর দ্বয়ের তলধ্বনি শ্রবণে তাঁহাদের কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া ভূতল ও নভোমণ্ডল অবরুদ্ধ বিবেচনা করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন পুনরায় অতিভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সিংহনাদ প্রভাবে সমুদায় যোদ্ধাদিগের হস্ত হইতে শরাসন ভূতলে নিপতিত হইল। বাহন সকল সাতিশয় ভীত ও বিমনায়মান হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

ঐ সময় বহুতর ভয়ঙ্কর অনিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। অন্তরীক্ষ গৃধ্র, কঙ্ক ও বায়সে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন মহাবীর কর্ণ বিংশতি শরে ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া সত্বরে পাঁচ শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে সত্বরে কর্ণের প্রতি চতুঃষষ্টি সায়ক প্রয়োগ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ভীমের প্রতি চারি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব সায়ক নিকরে ঐ সমুদায় উপস্থিত না হইতে হইতেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরজাল দ্বারা

ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণশরে বারংবার আচ্ছাদিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া তাঁহারে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক ভীমকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরাঘাতে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আনতপর্ব্ব তিন শরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ বক্ষস্থলবিদ্ধ শরত্রয় দ্বারা উত্তুঙ্গ শৃঙ্গত্রয় সম্পন্ন মহীধরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে ধাতুধারাস্রাবী ভূধর হইতে যেমন গৈরিক ধাতু নির্গত হয়, তদ্রূপ তাঁহার বক্ষস্থল হইতে রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই রূপে মহাবীর কর্ণ ভীমের শর প্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত ও ঈষৎ বিচলিত হইয়া শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের শরজালে সহসা সমাচ্ছন্ন হইয়া গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহার ধনুর্জ্যা ছেদন ও সারথিরে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া চারি অশ্বকে বিনাশ করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই অশ্বশূন্য রথ হইতে সত্বরে অবতীর্ণ হইয়া বৃষসেনের রথে সমারূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে প্রবল প্রতাপশালী মহাবীর ভীম কর্ণকে পরাজয় করিয়া মেঘ নির্ঘোষ সদৃশ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের সেই সিংহনাদ শ্রবণে কর্ণকে পরাজিত বোধ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ চারি দিকে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষ সৈন্যগণের সেই তুমুল কোলাহল শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান ও বাসুদেব শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভীমের ভীষণ সিংহনাদ সেই সমস্ত শব্দ সমাচ্ছাদিত করিয়া সমুদায় সৈন্যদিগের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ মৃদুভাবে ও ভীম দৃঢ়রূপে অজিহ্মগামী শর বর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই সমস্ত সেনা নিপাতিত এবং অর্জ্জুন সাত্যকি ও ভীমসেন সিন্ধুরাজের প্রতি ধাবমান হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তব্য বিষয়ে বহুবিধ চিন্তা করিয়া অবিলম্বে দ্রোণ নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথ মন ও পবনের ন্যায় মহাবেগে দ্রোণ সমীপে উত্তীর্ণ হইল। তখন কুরুরাজ রোষে লোহিতলোচন হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে গুরো! মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন ও সাত্যকি এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অনেক মহারথ সংগ্রামে অপরাজিত হইয়া জয়দ্রথের সমীপে গমন করিয়াছে, এবং তথায় আমাদিগের প্রভূত সেনা পরাভূত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। হে মহাত্মন্! আপনি কিরূপে সাত্যকি ও ভীমসেনের নিকট পরাভূত হইলেন। ইহলোকে আপনার ঈদৃশ পরাজয় সমুদ্র শোষণের ন্যায় নিতান্ত বিস্ময়কর হইয়াছে। লোকে সাত্যকি, অর্জ্জুন ও ভীমের হস্তে আপনার পরাজয় হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আপনারে যথোচিত নিন্দা করিতেছে। ধনুর্ব্বেদ পরায়ণ দ্রোণাচার্য্য কিরূপে সমরে পরাজিত হইলেন বলিয়া আপনার উপর অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমি অতিশয় মন্দভাগ্য। যখন তিন জন মহারথ আপনারে অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিয়াছে তখন এই সমরে আমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যাহা হউক, যাহা

হইয়াছে তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপের প্রয়োজন নাই। এ ক্ষণে সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ সময়োচিত উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য করুন।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে মহারাজ! আমি অনেক চিন্তা করিয়া যেরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছি শ্রবণ করুন। পাণ্ডবপক্ষীয় তিন মহারথ সম্প্রতি অতিক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিমিত্ত পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রদেশে যেরূপ ভয় হইবার সম্ভাবনা, এই অন্যান্য যোধগণের নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী প্রদেশেও তদ্রূপ ভয়ের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রহিয়াছেন, তথায় অধিক ভয়ের আশঙ্কা হইতেছে। যাহা হউক, অর্জ্জুনের হস্ত হইতে সিন্ধুরাজকে রক্ষা করা আমার মতে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সাত্যকি এবং বৃকোদর সিন্ধুরাজের প্রতি গমন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার রক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! তুমি পূর্ব্বে শকুনির বুদ্ধি শুনিয়া যে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে, এ ক্ষণে তাহার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। তৎকালে সেই সভায় জয় অথবা পরাজয় হয় নাই; এ ক্ষণে অমরা এই যুদ্ধরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহার ত জয় অথবা পরাজয় লাভ হইবে? শকুনি কুরুসভায় অসংখ্য কৌরবগণের সমক্ষে পূর্ব্বে যে সকল অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল, সেই সমস্ত অক্ষ এ ক্ষণে তোমাদিগের তনুচ্ছিদ দুরাসদ শররূপে পরিণত হইয়াছে। এ ক্ষণে সেনাগণকে দুরোদর, শর সমুদায়কে অক্ষ এবং জয়দ্রথকে পণ স্বরূপ জ্ঞান কর। অদ্য সিন্ধুরাজকে পণ রাখিয়া শত্রুগণের সহিত আমাদের দ্যূতক্রীড়া হইতেছে; অতএব প্রাণপণে সর্ব্বতোভাবে জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে যত্ন করা তোমাদের নিতান্ত আবশ্যক। সিন্ধুরাজের জীবন রক্ষা ও প্রাণ নাশ আমাদের জয় ও পরাজয়ের কারণ। অতএব যেখানে ধনুর্দ্ধারী বীরগণ জয়দ্রথের রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত রহিয়াছেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমন পূর্ব্বক সেই রক্ষকগণকে রক্ষা কর। আমি এই স্থানে থাকিয়া অপরাপর সৈন্যগণকে প্রেরণ এবং পাণ্ডু সৃঞ্জয় সমবেত পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিব।

অনন্তর দুর্য্যোধন আচার্য্যের বাক্যানুসারে উগ্রকর্ম্ম সম্পাদনে সমুদ্যত হইয়া পদানুগ সমভিব্যাহারে মহাবেগে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতেছিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ঐ চক্ররক্ষক দ্বয় তাঁহার অনুগমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তৎকালে মহাবীর কৃতবর্ম্মা উহাঁদিগকে নিবারিত করেন। এ ক্ষণে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ঐ দুই জনকে সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জ্জুনের সমীপে গমনোদ্যত অবলোকন করিয়া সত্বরে তাঁহাদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয়প্রধান প্রসিদ্ধ মহারথ সেই বীর দ্বয়ও তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুধামন্যু কঙ্কপত্রালঙ্কৃত ত্রিংশৎ শরে দুর্য্যোধনকে, বিংশতি শরে তাঁহার সারথিরে ও চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন যুধামন্যুর শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও এক বাণে ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে ভল্ল দ্বারা সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া নিশিত শর চতুষ্টয়ে অশ্ব চতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু সরোষনয়নে দুর্য্যোধনের বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া সত্বরে ত্রিংশৎশর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উত্তমৌজাও

রোষিত হইয়া হেমবিভূষিত শরনিকরে কুরুরাজের সারথিরে বিদ্ধ করিয়া শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন উত্তমৌজার পার্ষ্ণি, সারথি ও অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিলেন। মহাবীর উত্তমৌজা এই রূপে হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া অবিলম্বে ভ্রাতা যুধামন্যুর রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরজালে দুর্য্যোধনের অশ্বগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ উত্তমৌজার শরে তাড়িত হইয়া অবিলম্বে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ঐ সময় যুধামন্যু উৎকৃষ্ট শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুরুরাজের তূণীর ও শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন সেই অশ্ব সারথি বিবর্জ্জিত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পাঞ্চাল দেশীয় বীর দ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা অরাতিজেতা ক্রুদ্ধ কুরুরাজকে আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন দুর্য্যোধন গদা প্রহারে তাঁহাদিগের সেই হেমমণ্ডিত রথ অশ্ব ও সারথি ধ্বজের সহিত প্রোথিত করিয়া অবিলম্বে মদ্ররাজ রথে আরোহণ করিলেন। পাঞ্চাল দেশীয় রাজপুত্র দ্বয়ও অন্য দুই রথে আরূঢ় হইয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে লাগিলেন।

এক ত্রিংশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রামে সমুদায় বীরগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যাকুল হইলে অরণ্যে মত্তমাতঙ্গ যেমন মত্ত দ্বিপের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থী ভীমসেন সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অর্জ্জুনরথের পার্শ্বে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও কর্ণের কিরূপ সংগ্রাম হইল। রাধানন্দন ভীমসেন কর্ত্তৃক পূর্ব্বে পরাজিত হইয়াও কি কারণে পুনরায় তাহার নিকট যুদ্ধার্থ আগমন করিল? আর ভীমসেনই বা কি করিয়া সেই প্রসিদ্ধ মহারথ সূতপুত্রের প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইল? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া অবধি ধনুর্দ্ধর কর্ণ ভিন্ন আর কাহারেও ভয় করে না। কর্ণের ভয়ে তাহার শয়ন পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৃকোদর কিরূপে সেই রথিশ্রেষ্ঠ সূতপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিল? অর্জ্জুনের রথাভিমুখে কর্ণ ও ভীমের কিরূপ সংগ্রাম হইল? পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণ কুন্তীর নিকট ভীমসেনকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া অবগত হইয়াছে এবং অর্জ্জুন ভিন্ন আর কোন পাণ্ডবকে বিনষ্ট করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তবে এ ক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমের সহিত সংগ্রাম করিল। ভীমই বা কর্ণের পূর্ব্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া কিরূপে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহসী হইল? হে সঞ্জয়! আমার পুত্র মূঢ় দুর্য্যোধন নিরন্তর আশা করিয়া থাকেন যে, কর্ণ সমস্ত পাণ্ডবকে পরাজিত করিবে। ফলত দুর্য্যোধন কেবল কর্ণের উপর নির্ভর করিয়াই জয়াশা করিয়া থাকে, সেই কর্ণ কিরূপে ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? আমার পুত্রগণ যাহারে আশ্রয় করিয়া মহারথগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছে; যে বীর এক রথে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়াছে; যে ধনুর্দ্ধর সহজ কবচ ও কুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; ভীমসেন সেই মহাবীর কর্ণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বকৃত অসংখ্য অপকার স্মরণ করিয়াও কিরূপে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যাহা হউক, এ ক্ষণে বীর দ্বয়ের কিরূপ যুদ্ধ ও কাহারই বা জয় লাভ হইল, তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নররাজ! ভীমসেন মহারথ কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণ ও

ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে বাসনা করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক জলধর যেমন বৃষ্টি দ্বারা ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কঙ্কপত্র বিশিষ্ট শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে আবৃত করিয়া উচ্চস্বরে হাস্য করত কহিলেন, হে পাণ্ডুতনয়! তুমি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পার, ইহা আমি স্বপ্নেও অবগত নহি। যাহা হউক, তুমি অর্জ্জুন দর্শন মানসে আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া কি কুন্তীপুত্রের উপযুক্ত কর্ম্ম করিতেছ? পলায়ন করিও না; এই স্থানে থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আমার প্রতি শর বর্ষণ কর। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই প্রকার আহ্বান শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অর্দ্ধ মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শরনিকর নিক্ষেপ করত তাঁহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বর্ম্মধারী কর্ণ সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ভীমসেনের সরল শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। বৃকোদর প্রথমত কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিয়া বিবাদ শেষ করিবার মানসে কর্ণের প্রতি সুতীক্ষ্ণ বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ স্বীয় অস্ত্রমায়া প্রভাবে মত্ত দ্বিরদগামী ভীমসেনের শরবর্ষণ নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র রীতিমত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সমরে আচার্য্যের ন্যায় পর্য্যটন পূর্ব্বক হাস্য করত ক্রোধপূর্ণ বৃকোদরকে অবমাননা করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের হাস্য সহ্য করিতে না পারিয়া যুধ্যমান বীরগণের সমক্ষে মহামাতঙ্গের উপরে যেমন অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বক্ষস্থলে বৎসদন্ত সমুদায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনরায় সুপুঙ্খ সুশাণিত একবিংশতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমসেনের কনকজাল জড়িত পবন সদৃশ বেগবান অশ্বগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া বাণজাল বর্ষণ পূর্ব্বক নিমেষার্দ্ধ মধ্যে বৃকোদরকে সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে চতুঃষষ্টি শরে ভীমের সুদৃঢ় কবচ ভেদ করিয়া মর্ম্মভেদী নারাচাস্ত্রে তাঁহারে আহত করিলেন। মহাবাহু বৃকোদর সেই কর্ণ কার্ম্মুক নিঃসৃত শর সমুদায় লক্ষ্য না করিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তাঁহারে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি কর্ণের আশীবিষোপম শরজালে বিদ্ধ হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হন নাই। পরিশেষে তিনি নিশিত সুতীক্ষ্ণ দ্বাত্রিংশৎ ভল্লদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণও অবলীলাক্রমে শর বর্ষণ করিয়া জয়দ্রথ বধাভিলাষী মহাবাহু ভীমসেনকে সরজালে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক কর্ণের সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অবিলম্বে তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। ভীম প্রেরিত সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল শব্দায়মান বিহঙ্গকুলের ন্যায় ধাবমান হইয়া কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। রথিপ্রধান রাধেয় এই রূপ শলভকুল সমাচ্ছন্নের ন্যায় ভীমসেনের শরনিকরে সমাবৃত হইয়া তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর বহুবিধ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সেই শরজাল অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ পুনরায় শর বর্ষণ দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরজালে সমাবৃত হইয়া শলভ সমাচ্ছন্ন শল্লকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। দিবাকর যেমন আপনার রশ্মিজাল অনায়াসে ধারণ করেন, তদ্রূপ ভীমসেন কর্ণ নিক্ষিপ্ত শরনিকর অক্লেশে ধারণ করিলেন। কর্ণচাপচ্যুত হেমপুঙ্খ শিলাধৌত

শরজালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত হওয়াতে তিনি বসন্তকালীন বহু কুসুম শোভিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি কর্ণের সমরবিচরণ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে নয়ন দ্বয় উদ্বর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র ভীমের শরে বিদ্ধ হইয়া তীব্রবিষ আশীবিষ সমাবৃত শ্বেত ভূধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন চতুর্দ্দশ বাণে কর্ণের মর্ম্মভেদ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে তাঁহার চাপচ্ছেদন, অশ্বচতুষ্টয় বিনাশ ও সারথিরে সংহার করিয়া অর্করশ্মি সমপ্রভ নারাচ সমুদায়ে বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূর্য্যের কিরণ জাল যেমন জলধর পটল ভেদ করিয়া ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ ভীমনির্ম্মুক্ত নারাচ নিকর কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে পতিত হইল। হে মহারাজ! পুরুষাভিমানী কর্ণ এই রূপে ভীমসেনের শরাঘাতে ছিন্নচাপ ও বিকলাঙ্গ হইয়া সত্বরে অন্য রথে পলায়ন করিলেন।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে কর্ণের উপর আমার পুত্রগণের মহতী জয়াশা ছিল, দুর্য্যোধন সেই কর্ণকে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া কি বলিল? মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কিরূপে যুদ্ধ করিল এবং মহাবীর কর্ণই বা সমরাঙ্গনে ভীমসেনকে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবলোকন করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ পুনরায় যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক বাতোদ্ধূত মহার্ণবের ন্যায় ভীমসেন অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে আপনার পুত্রেরা কর্ণকে রোষপরবশ অবলোকন করিয়া ভীমকে হুতাসন মুখে আহুত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর রাধেয় অতি ভীষণ জ্যানিস্বন ও করতল শব্দ করত ভীমের রথাভিমুখে গমন করিলেন। তখন পুনরায় সূতপুত্রের সহিত ভীমের অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পরস্পর বধার্থী ঐ বীর দ্বয় ক্রোধারুণ লোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া কোপান্বিত ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায়, শীঘ্রগামী শ্যেন দ্বয়ের ন্যায় এবং সংক্রুদ্ধ শরভ দ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া, বনবাস, বিরাট নগরে অবস্থান ও বহু রত্নপূর্ণ রাজ্য অপহরণ জন্য পাণ্ডবগণের যে দুঃখ হইয়াছিল, আপনি পুত্রগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সপুত্রা তপস্বিনী কুন্তীরে যে দগ্ধ করিতে সংকল্প ও নিরন্তর পাণ্ডবগণকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার দুরাত্মা তনয়েরা সভা মধ্যে দ্রৌপদীরে যে ক্লেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দুঃশাসন দ্রুপদতনয়ার যে কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন, কর্ণ সভা মধ্যে পাণ্ডবগণের প্রতি যে নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কৌরবেরা, কৃষ্ণে! তোমার ষণ্ডতিল সদৃশ স্বামীরা নিহত হইয়া নিরয়গামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহারে পতিত্বে বরণ কর বলিয়া যে আপনার সমক্ষেই দ্রৌপদীরে অপমান করিয়াছিলেন, আপনার পুত্রেরা কৃষ্ণারে যে দাসী ভাবে উপভোগ করিতে বাসনা ও পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণাজিনধারী হইয়া যে বনে গমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্রোধভরে শূন্য হৃদয় বিপন্ন পাণ্ডবগণকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া যে আস্ফালন করিয়াছিলেন, ঐ সময় সেই সমুদায় বৃত্তান্ত ভীমসেনের মনে

উদয় হইতে লাগিল। তিনি বাল্যকাল অবধি যে যে দুঃখ পাইয়াছিলেন, তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ বৃহৎধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক প্রাণপণে কর্ণাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং রাধেয়ের রথাভিমুখে ভাস্বর শাণিত শরজাল বিস্তার করত দিবাকরের করজাল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া অতিসত্বরে স্বীয় শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের শরজাল ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে নিশিত নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় রাধেয় শরে নিবারিত হইয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণ সমর সমুৎসুক মত্তমাতঙ্গ বিক্রম পাণ্ডুনন্দনকে বেগে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং শতভেরী সম নিঃস্বন শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া পরমাহ্লাদে ভীমসেনের সৈন্য সমুদায় বিক্ষোভিত করিলেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমবেত স্বীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শরনিকরে ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় হংস সন্নিভ শ্বেতাশ্বগণের সহিত তাঁহার ঋক্ষসবর্ণ কৃষ্ণাশ্বগণকে সম্মিলিত করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব সৈন্যমধ্যে মহান হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই বীর দ্বয়ের বায়ুবেগগামী কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ একত্রিত হইয়া গগন মণ্ডলস্থ সিতাসিত মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে রাজন! ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় মহারথেরা কর্ণ ও বৃকোদরকে ক্রোধে অতিমাত্র আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া ভীত মনে কম্পিত হইতে লাগিলেন। সমরাঙ্গন যমরাজের রাজধানীর ন্যায় অতিশয় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। মহারথগণ সেই জনতা মধ্যে ঐ বীর দ্বয়ের কাহারও জয় পরাজয় স্থির করিতে পারিলেন না; কেবল ঐ বীর দ্বয় পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া অস্ত্র যুদ্ধ করিতেছেন, এই মাত্র অবলোকন করিলেন। তখন সেই অরাতি নিপাতন মহারথ দ্বয় পরস্পরের বধার্থী হইয়া পরস্পরের প্রতি বাণ বর্ষণ করত আকাশ মণ্ডল শর সমাচ্ছন্ন করিয়া বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কঙ্কপত্র বিভূষিত সুবর্ণময় শরনিকর দ্বারা গগন মণ্ডল উল্কা বিভাসিতের ন্যায় ও শরৎকালীন সারস সমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভাধারণ করিল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়, ভীমসেনকে কর্ণের সহিত সমরে সম্মিলিত দেখিয়া তাঁহারে অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর পরস্পরের শরনিকর নিরাকৃত করিয়া দৃঢ়তর শর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে অসংখ্য অশ্ব, নর ও হস্তী সমুদায় বিগতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহাদিগের নিপতনে অসংখ্য কৌরব সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। এই রূপে মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী সকল নিহত হইলে তাহাদিগের মৃতদেহে ক্ষণকালের মধ্যে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীম লঘুবিক্রম কর্ণের সহিত যখন সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইল, তখন তাহার বলবীর্য্য নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে। যে কর্ণ সর্ব্ব শস্ত্রধারী সমরে উদ্যত যক্ষ, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত অমরগণকে নিবারণ করিতে পারে, সে ভীমকে কেন পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না? যাহা হউক, ঐ বীর দ্বয়ের প্রাণ সংশয়কর যুদ্ধই কিরূপে হইল;

তুমি তাহা কীর্ত্তন কর। আমার বোধ হয়, জয় বা পরাজয় উভয়েরই আয়ত্ত। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণের সাহায্য লাভ করিয়া সমরে সাত্যকি ও বাসুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আমি কর্ণকে ভীমশরে বারংবার পরাজিত শ্রবণ করিয়া মোহে নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। এ ক্ষণে আমার পুত্রের দুর্নীতি প্রভাবেই কৌরবগণ কালকবলে নিপতিত হইতেছেন। কর্ণ পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তিনি তাহাদিগের সহিত যতবার যুদ্ধ করিয়াছেন, ততবারই পরাজিত হইয়াছেন। অমরগণ সমবেত সুররাজ ইন্দ্রও যে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন, মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারে না। মধুলাভার্থী যেমন বৃক্ষে আরোহণ কালে আপনার অধঃপতন অনুধাবন করে না; তদ্রূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধনেশ্বর তুল্য ধর্ম্মরাজের ধন হরণ করিয়া আত্ম বিনাশ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ঐ কৈতবপরতন্ত্র দুরাত্মা শঠতা পূর্ব্বক মহাত্মা পাণ্ডবগণের রাজ্যাপহরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত বোধ করত সতত তাহাদের অপমাননা করিয়া থাকে। আমিও পুত্রবাৎসল্যে একান্ত অভিভূত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছি। দূরদর্শী যুধিষ্ঠির অনেক বার সন্ধি স্থাপনের বাসনা করিয়াছিল; কিন্তু আমার আত্মজগণ তাহারে যুদ্ধে অশক্ত বোধ করিয়া তাহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি কহিলে মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বের সেই সমস্ত দুঃখ ও অপকার স্মরণ করিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ ক্ষণে কর্ণ ও ভীম পরস্পরের বধ সাধনে সমুদ্যত হইয়া যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল; তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অরণ্য মধ্যে কুঞ্জর যুগলের ন্যায় পরস্পর বধার্থী মহাবীর ভীম ও কর্ণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল; শ্রবণ করুন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রোষপরবশ ভীমসেনকে মহাবেগ সম্পন্ন, প্রসন্ন মুখ, ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন নিশিত তিন শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক রথ হইতে তাঁহারে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন কর্ণ তাঁহারে সংহার করিবার নিমিত্ত কনক বৈদূর্য্য সমলঙ্কৃত, দণ্ড সম্পন্ন, কাল শক্তির ন্যায় প্রাণান্তকর এক মহাশক্তি গ্রহণ, উৎক্ষেপণ ও সন্ধান পূর্ব্বক বজ্রের ন্যায় ভীমের প্রতি পরিত্যাগ করিয়া সিংহ নাদ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার আত্মজগণ সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম অনল ও সূর্য্যপ্রভ নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজগ সদৃশ সেই কর্ণভুজ নির্ম্মুক্ত সুদারুণ শক্তি সাত শরে নভোমণ্ডলেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কর্ণের জীবনানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন ক্রোধভরে তাঁহার উপর স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত যমদণ্ডোপম শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণও অন্য শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন নত পর্ব্ব নয় বাণে সেই কর্ণবিমুক্ত শর সমুদায় ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে তাঁহারা কখন গাভীলাভার্থী মত্ত বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় চীৎকার, কখন আমিষলোলুপ শার্দ্দূল যুগলের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন, কখন পরস্পরের প্রতি প্রহারে উদ্যত, কখন পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণ এবং কখন বা গোষ্ঠ স্থিত

মহাবৃষভদ্বয়ের ন্যায় সক্রোধ নয়নে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গদ্বয় যেমন সমাগত হইয়া পরস্পরের উপর দশন প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা রোষকষায়িত লোচনে পরস্পরের প্রতি শর বৃষ্টি বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কখন হাস্য, কখন ভৎসন ও কখন বা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ভীম কর্ণের কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন ও ধবল কায় অশ্ব সকলকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া সারথিরে রথোপস্থ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। এই রূপে মহাবীর কর্ণ ভীম শরে হতাশ্ব, হত সারথি ও বিমোহিত প্রায় হইয়া চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে একান্ত বিপদাপন্ন অবলোকন করিয়া কম্পিত কলেবরে ক্রোধভরে দুর্জ্জয়কে কহিলেন, হে দুর্জ্জয়! ঐ দেখ, অগ্রে ভীম কর্ণকে শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে; অতএব তুমি কর্ণের সাহায্যার্থ অবিলম্বে গমন পূর্ব্বক শ্মশ্রু শূন্য ভীমকে বিনাশ কর। তখন আপনার আত্মজ দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ভীমকে নয়, ভীমের অশ্বগণকে আট ও সারথিরে ছয় বাণে নিপীড়িত করত তিন শরে তাঁহার কেতু বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি সাত শর প্রয়োগ করিলেন। তখন ভীম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া শরনিকর দ্বারা দুর্জ্জয়ের মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া তাঁহারে অশ্বগণ ও সারথির সহিত যম সদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ দুঃখিত মনে অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে সেই দিব্যাভরণ ভূষিত, ক্ষিতিতলে নিপতিত, ভুজঙ্গের ন্যায় বিলুণ্ঠমান দুর্জ্জয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সেই প্রবল বৈরী কর্ণকে রথ শূন্য করিয়া হাস্য মুখে শতঘ্নীতে যেমন শঙ্কু বিদ্ধ করে, তদ্রূপ কর্ণের গাত্রে শরনিকর বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে মহারথ কর্ণ ভীমের সায়ক সমূহে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়াও তৎকালে রোষ পরবশ বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিলেন না।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ ভীমসেনের ভীষণ শরপ্রভাবে পুনরায় রথ শূন্য ও পরাজিত হইয়া সত্বরে অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গ দ্বয় যেমন মিলিত হইয়া বিশাল দশনাগ্র দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয় আকর্ণাকৃষ্ট শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের প্রতি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া পুনরায় শরনিকরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন তাঁহারে প্রথমত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ ভীমের বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক শাণিত সায়কে তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম যেমন অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীরে ও কশা দ্বারা অশ্বকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ ত্রিষষ্টি সায়কে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন।

এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেন শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রোষকষায়িত লোচনে সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক ভীমের সংহা-

রার্থ ইন্দ্র নির্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সর্ব্ব দেহ বিদারণ ক্ষম এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিচিত্রপুঙ্খ শিলীমুখ কর্ণের কার্ম্মুক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ভীমের দেহ ভেদ পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অবিচারিতমনে এক চতুর্হস্ত পরিমিত, ষট্‌কোণ সম্পন্ন, সুবর্ণ মণ্ডিত, অশনি সদৃশ, গুরুতর গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই গদাঘাতে কর্ণের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে শরনিকরে তাঁহার সারথিরে সংহার পূর্ব্বক ক্ষুর দ্বারা ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া সেই অশ্বহীন, সারথি বিহীন, ধ্বজ শূন্য রথ পরিত্যাগ করিয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহারে রথ শূন্য হইয়াও শত্রু নিবারণে উদ্যত দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার অসাধারণ বলবীর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলাম।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে রথ শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া দুর্ম্মুখকে কহিলেন, হে দুর্ম্মুখ! ভীমসেন কর্ণকে রথভ্রষ্ট করিয়াছে, অতএব তুমি অবিলম্বে উহাঁরে রথে আরোপিত কর। দুর্ম্মুখ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে সত্বরে কর্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অস্ত্রজাল বিস্তার করত ভীমকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম দুর্ম্মুখকে কর্ণের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট মনে সৃক্কণী লেহন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে শর প্রয়োগ পূর্ব্বক কর্ণকে নিবারণ করিয়া অবিলম্বে দুর্ম্মুখের প্রতি ধাবমান হইয়া নতপর্ব্ব সুমুখ নয় বাণে তাঁহারে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মুখ বিনষ্ট হইলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং দুর্ম্মুখকে শোণিত লিপ্ত কলেবর, ভিন্ন মর্ম্ম ও ধরাসনে শয়ান অবলোকন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহারে প্রদক্ষিণ ও অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন কর্ণের প্রতি চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীম নিক্ষিপ্ত রুধিরপায়ী হৈমচিত্রিত সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ সমুদায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার কবচ ভেদ ও শোণিত পান পূর্ব্বক ভূতলে প্রবেশ করত বিল মধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ক্রোধোদ্ধত উরগ সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীর কর্ণ অবিচারিত চিত্তে সুবর্ণ খচিত ভয়ঙ্কর চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত নারাচ ভীমের দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিয়া পক্ষিগণ যেমন কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। দিনকর অস্তগত হইলে তাঁহার ভাস্বর অংশুজাল যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত নারাচ নিকর ধরাতলে প্রবেশ করত সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভীম ঐ সকল মর্ম্মভেদী নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া জলধারাস্রাবী অচলের ন্যায় অনবরত রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পতগরাজ গরুড়ের তুল্য বেগশালী তিন শরে কর্ণকে এবং সাত শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাযশা কর্ণ ভীমের বাহুবলে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত বিহ্বল হইয়া সমর পরিহার পূর্ব্বক বেগগামী তুরঙ্গ সমুদায় সঞ্চালন করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম সুবর্ণ খচিত শরাসন বিস্ফারিত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ দধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অকিঞ্চিৎকর পুরুষকারে ধিক্; আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি। মহাবীর কর্ণ কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণকে রণস্থলে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু সে ভীমের শরে নিপীড়িত হইয়া তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না। কর্ণের সমান যোদ্ধা পৃথিবী মধ্যে আর কেহই নাই; আমি এই কথা দুর্য্যোধনের মুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। মন্দবুদ্ধি পরায়ণ দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমারে কহিয়াছিল, কর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত, দৃঢ়ধন্বা ও ক্লমশূন্য; তিনি আমার সহায় হইলে হতবীর্য্য বিচেতনপ্রায় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুরগণও আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না; কিন্তু এ ক্ষণে সে কর্ণকে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় পরাজিত ও রণস্থল হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করিয়া কি কহিতেছে? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা দুর্য্যোধন মোহাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে একান্ত অপটু একমাত্র দুর্ম্মুখকে হুতাশন মুখে পতঙ্গের ন্যায় সমরে প্রেরণ করিয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ ও কৃপ ইহাঁরা কর্ণের সহিত সমবেত হইয়া ভীমের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। ইহাঁরা সেই কালান্তক যমসদৃশ ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের অযুত নাগতুল্য বল ও ক্রূর ব্যবসায় অবগত হইয়া কি নিমিত্ত তাহার রোষানল প্রজ্বলিত করিয়া দিবেন; কিন্তু একমাত্র কর্ণ স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক ভীমকে অনাদর করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অসুর বিজয়ী সুররাজের ন্যায় ভীমসেন তাঁহারে পরাজয় করিয়াছে। অতএব ভীমকে সমরে পরাজয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ভীম ধনঞ্জয়কে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দ্রোণকে প্রমথিত করিয়া আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে; বজ্র প্রহারে উদ্যত দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখীন অসুরের ন্যায় কে জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার সমক্ষে গমন বা অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। মনুষ্য কৃতান্ত নিকেতনে গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু ভীমের হস্তে নিপতিত হইলে কিছুতেই প্রতিগমন করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা মোহাবিষ্ট হইয়া ক্রোধ পরায়ণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই সমস্ত অল্পতেজঃসম্পন্ন মনুষ্যেরা বহ্নি মধ্যে প্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে। ভীমসেন রোষ পরবশ হইয়া কৌরবগণ সমক্ষে সভা মধ্যে আমার পুত্রগণকে বধ করিবার নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দুঃশাসন দুর্য্যোধনের সহিত তাহা স্মরণ ও কর্ণকে পরাজিত নিরীক্ষণ করিয়া ভয় প্রযুক্তই ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছে। মূঢ়মতি দুর্য্যোধন সভামধ্যে বারংবার কহিয়াছিল, আমি কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব; কিন্তু সে এ ক্ষণে ভীমের বাহুবলে কর্ণকে পরাজিত ও রথশূন্য নিরীক্ষণ এবং কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান বিষয় স্মরণ করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে। সে স্বদোষে ভ্রাতৃগণকে ভীমসেন শরে নিহত দেখিয়া অতিশয় আকুলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এ ক্ষণে কোন্ জীবিত লাভার্থী ব্যক্তি সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ভীমায়ুধ ভীমের প্রতিকূলে গমন করিবে। বোধ হয়, মনুষ্য বাড়বানল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মুক্তি লাভ করিতে পারে; কিন্তু ভীমের সম্মুখে গমন করিলে তাহার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। অর্জ্জুন, কেশব, সাত্যকী ও পাঞ্চালগণ রোষ পরবশ হইলে প্রাণরক্ষণেও নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। অতএব এ ক্ষণে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি এ ক্ষণে এই লোকক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া শোক করিতেছেন, কিন্তু আপনিই ইহার মূল কারণ সন্দেহ নাই। আপনি পুত্রগণের বাক্যে বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন এবং মনুষ্য যেমন হিতকর ওষধি পানে একান্ত পরাঙ্মুখ হয়, তদ্রূপ আপনিও সুহৃদ্গণের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিতেছেন। হে নরোত্তম! আপনি স্বয়ং নিতান্ত দুর্জ্জর কালকূট পান করিয়াছেন, এ ক্ষণে তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হউন। যোধগণ সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি আপনি তাহাদের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এ ক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

অনন্তর আপনার আত্মজ দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, দুর্ম্মদ, দুর্দ্ধর ও জয় এই পাঁচ সহোদর কর্ণের পরাজয় দর্শনে একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া শলভ শ্রেণীর ন্যায় শরনিকরে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত দেবরূপী রাজকুমারগণকে সহসা সমাগত দেখিয়া হাস্য মুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্ম্মর্ষণ প্রভৃতি আপনার আত্মজগণকে ভীমের সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত সুতীক্ষ্ণ বিশিখ বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সত্বরে কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক ভীমের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই দুর্ম্মর্ষণ প্রমুখ পঞ্চ ভ্রাতারে অশ্ব ও সারথির সহিত শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। বিচিত্র কুসুম সুশোভিত পাদপদল যেমন সমীরণ প্রভাবে ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহারা সারথিদিগের সহিত গতাসু হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনার আত্মজগণকে বিনাশ করিলেন দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র কর্ণ ভীমের নিশিত শরে নিবারিত হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ভীমও রোষারুণ লোচনে শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক বারংবার তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ কর্ণ আপনার আত্মজগণকে ভীম শরে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট ও আত্ম রক্ষায় হতাশ হইলেন এবং তাঁহারই প্রত্যক্ষে আপনার পুত্রগণ নিহত হইতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি তৎকালে আপনারে অপরাধী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম পূর্ব্ব বৈর স্মরণ পূর্ব্বক রোষ পরবশ হইয়া সসম্ভ্রমে কর্ণের প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণ প্রথমত তাঁহারে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাস্য মুখে স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সপ্ততি সায়কে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন সেই কর্ণনির্ম্মুক্ত শরনিকর লক্ষ্য না করিয়াই তাঁহার উপর আনতপর্ব্ব শত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনরায় সুতীক্ষ্ণ পাঁচ বাণে তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শরজালে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে কর্ণের সারথি ও অশ্ব-

গণকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার হাস্য মুখে তাঁহার স্বর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহারথ কর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই কর্ণ নির্ম্মুক্ত গদা আগমন করিতে দেখিয়া সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে শরনিকরে নিবারণ পূর্ব্বক কর্ণকে সংহার করিবার মানসে অজস্র সহস্র সহস্র শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ শরজাল দ্বারা ভীমের শরনিকর নিরাশ করিয়া অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সৈন্যগণ সমক্ষে তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকঅস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কর্ণের প্রতি নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ শর কর্ণের কবচ ও দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিয়া পন্নগগণ যেরূপ বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। এই রূপে মহাবীর কর্ণ ভীম শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পুনরায় সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা যত্নবান হইয়া সত্বরে কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হও। হে মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, চিত্রায়ুধ ও চিত্রবর্ম্মা ইহাঁরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধনের আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র শরনিকর বর্ষণ করত ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম তাঁহারা উপস্থিত না হইতে হইতেই তাঁহাদিগকে এক এক শরে বিনাশ করিলেন। তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ বাতভগ্ন মহীরুহের ন্যায় সমর ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার মহারথ পুত্রগণকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিদুরের সেই সমস্ত বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনরায় যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য রথে আরোহণ করিয়া সত্বরে যুদ্ধার্থ ভীমের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ঐ মহাবীর দ্বয় স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত শরজালে পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া দিনকর কুরজাল সম্বলিত জলধর যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর রোষ পরবশ হইয়া প্রভাভাস্বর নিশিত ষট্‌ত্রিংশৎ ভল্ল দ্বারা কর্ণের কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সূতপুত্র কর্ণও আনতপর্ব্ব পঞ্চাশত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই রক্তচন্দন চর্চ্চিত বীর দ্বয় শরব্রণাঙ্কিত ও শোণিত সিক্ত কলেবর হইয়া উদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন ও দেহ রুধিরোক্ষিত হওয়াতে তাঁহারা নির্ম্মোক মুক্ত উরগ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর সেই বীর দ্বয় দশন প্রহারে সমুদ্যত ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে শস্ত্র প্রহার ও জলধারাবর্ষী জলধর যুগলের ন্যায় পরস্পরের উপর অনবরত শরধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং মাতঙ্গ দ্বয় যেমন বিশাল দশন দ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা সায়ক বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা কখন সিংহনাদ, কখন শরবর্ষণ, কখন ক্রীড়া, কখন রোষকষায়িত লোচনে পরস্পরকে অবলোকন ও কখন বা রথ দ্বারা মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সিংহ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় গাভী লাভার্থ সমুৎসুক বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় গভীরনিনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্র ও বৈরোচনের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন শরাসন আকর্ষণ করিয়া বিদ্যুদ্দাম সম্বলিত অম্বুদের ন্যায়

সমরাঙ্গনে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বারিধারা সদৃশ স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর দ্বারা পর্ব্বত সদৃশ কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কার্ম্মুক নিস্বন অশনি নির্ঘোষের ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ ভীমের সেই অদ্ভুত বলবীর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহাবীর ভীম অর্জ্জুন, কেশব, সাত্যকি ও চক্র রক্ষক দ্বয়কে আনন্দিত করিয়া কর্ণের সহিত অতিভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীমের অসাধারণ পরাক্রম, ভুজবীর্য্য ও ধৈর্য্য অবলোকন করিয়া একান্ত বিমনায়মান হইলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মত্ত মাতঙ্গ যেমন প্রতিপক্ষ মাতঙ্গের গর্জ্জন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ মহারাজ রাধেয় ভীমসেনের জ্যানিনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষণকাল ভীমসেনের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া বৃকোদর শরে নিপাতিত আপনার পুত্রগণকে অবলোকন করত নিতান্ত বিমনায়মান ও দুঃখিত হইলেন এবং দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় ভীমাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ক্রোধে লোহিত নেত্র হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক শরবর্ষণ করত ক্ষিপ্তরশ্মি ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দিবাকরের করজালের ন্যায় কর্ণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। পক্ষিগণ যেমন বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ময়ূরপুচ্ছ বিভূষিত, রাধেয় বিসৃষ্ট শর সকল ভীমসেনের সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ করিল। তখন কর্ণচাপচ্যুত স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর উপর্য্যুপরি পতিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হংস সমুদায়ের ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, বাণ সকল চাপ, ধ্বজ, ছত্র, ঈষামুখ ও রথের অন্যান্য উপকরণ হইতে বহির্গত হইতেছে। এই রূপে মহাবীর রাধেয় বেগবান স্বর্ণময় শর সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন; কিন্তু মহাবল বৃকোদর তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া নয় বাণে সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত অন্তক সদৃশ শরজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া শাণিত বিংশতি শরে রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। প্রথমে কর্ণ শরজালে ভীমসেনকে যেরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে ভীমসেন তাঁহারে সেই রূপ শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার পক্ষীয় বীর সকল ও চারণগণ ভীমসেনের বিক্রম দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় ভূরিশ্রবা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ, জয়দ্রথ ও উত্তমৌজা এবং পাণ্ডবপক্ষ যুধামন্যু, সাত্যকি, কেশব ও অর্জ্জুন এই দশ জন মহারথ ভীমকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্নিবন্ধন সমরস্থলে অতি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

হে কুরুরাজ! তখন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন অতি সত্বরে মহাধনুর্দ্ধর সহোদরগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা শীঘ্র কর্ণের রক্ষণে যত্নবান হইয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে বৃকোদরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। নচেৎ ভীম নির্ম্মুক্ত শরনিকর রাধানন্দনকে সংহার করিবে। তখন আপনার সাত পুত্র দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে ক্রোধভরে ভীমাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মান্তে জলধর যেমন বারিধারায় পর্ব্বতকে আবৃত করে, তদ্রূপ তাঁহারা বৃকোদ

বৃকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রলয়-কালে সপ্তগ্রহ যেমন সুধাংশুরে পীড়িত করে, তদ্রূপ সেই সপ্ত মহারথ ভীমকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করত দৃঢ়তর মুষ্টি সুশোভিত শরাসন আকর্ণ করিতে লাগিলেন এবং সেই বীরগণকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের দেহ হইতে প্রাণ নিষ্কাষিত করতই যেন সূর্য্যরশ্মি সদৃশ সাত শর সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত কনক মণ্ডিত শাণিত শর সকল তাঁহাদিগের হৃদয় বিদারণ ও শোণিত পান পূর্ব্বক শোণিত-লিপ্ত ও আকাশ মার্গে সমুত্থিত হইয়া ব্যোমচারী বহু সংখ্য গরুড়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। আপনার পুত্রেরাও ভিন্ন হৃদয় হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পতন সময়ে বোধ হইল যেন, গিরিসানু সমুৎপন্ন বনস্পতি গজ-ভগ্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। হে মহারাজ! এই রূপে শত্রুঞ্জয়, শত্রুসহ, চিত্র, চিত্রায়ুধ, দৃঢ়, চিত্রসেন ও বিকর্ণ আপনার এই সাত পুত্র নিপাতিত হইলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডব প্রিয় বিকর্ণের নিমিত্ত বৃকোদর শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে বিকর্ণ! আমি রণস্থলে তোমাদিগের শত ভ্রাতারে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন নিবন্ধনই আজ তুমি নিহত হইলে, তুমি আমাদিগের বিশেষত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হিত সাধনে একান্ত তৎপর। হে ভ্রাত! তুমি যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম এই মনে করিয়া ন্যায়ানুসারে রণস্থলে আগমন করিয়াছিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত অনুতাপ করা ন্যায়ানুগত নহে।

হে কুরুরাজ! ভীমসেন এই রূপে রাধেয় সমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া আপনারে জয়শালী বিবেচনা করত অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সুমহান বাদিত্র শব্দ করিয়া ভ্রাতার সিংহনাদ প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই রূপে যুধিষ্ঠির মহাবীর বৃকোদরের সঙ্কেত শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া শস্ত্রবিদগ্রগণ্য দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজা দুর্য্যোধন একত্রিংশৎ সহোদরকে নিহত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এ ক্ষণে সার্থক হইতেছে। মহারাজ দুর্য্যোধন এই প্রকার চিন্তা করত ইতি কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও দুরাত্মা কর্ণ দ্যূতক্রীড়াকালে সভা মধ্যে পাঞ্চালীরে সমানীত করিয়া সমস্ত পাণ্ডুপুত্রের, কৌরবগণের ও আপনার সমক্ষে কৃষ্ণারে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা বিনষ্ট ও শাশ্বত নরকগামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহারে পতিত্বে বরণ কর; এ ক্ষণে সেই পরুষ বাক্যের ফলোদয় কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনার পুত্রেরা মহাত্মা পাণ্ডবগণকে ষণ্ডতিল প্রভৃতি কটুবাক্য বলিয়া তাঁহাদের মনে যে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, মহাবীর ভীমসেন ত্রয়োদশ বৎসরের পর সেই ক্রোধাগ্নি উদ্গীরণ পূর্ব্বক আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতেছেন। মহাত্মা বিদুর অনেক বিলাপ করিয়াও আপনারে শান্তিপক্ষ অবলম্বন করাইতে সমর্থ হন নাই; এ ক্ষণে আপনি পুত্রের সহিত সেই ক্ষত্তার বাক্য লঙ্ঘনের ফল ভোগ করুন। আপনি বৃদ্ধ, ধীর ও তত্ত্বার্থদর্শী হইয়াও দৈববিড়ম্বনা বশত সুহৃদের হিত বাক্য শ্রবণ করিলেন না। এ ক্ষণে শোক সম্বরণ করুন।

আমার বোধ হইতেছে, আপনিই স্বীয় দুর্ন্নয় নিবন্ধন আপনার পুত্রগণের বিনাশ হেতু হইয়াছেন। হে কুরুরাজ! মহাবল পরাক্রান্ত বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার যে যে মহারথ পুত্রেরা ভীমের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, সকলেই শমন সদনে গমন করিয়াছেন। আপনার নিমিত্তই আমারে মহাবীর ভীমসেন ও কর্ণের শরে সহস্র সহস্র সৈন্যগণকে নিপাতিত অবলোকন করিতে হইল।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বোধ করি এ ক্ষণে আমারই সেই মহতী দুর্নীতির পরিণাম সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে তাহার নিমিত্ত চিন্তা করা নিতান্ত অনাবশ্যক; এই মনে করিয়া বিগত বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতাম; কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছি; তুমি আমার দুর্নীতি নিবন্ধন যে মহান্ বীরক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ও ভীম উভয়ে বারিধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীম নামাঙ্কিত সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শর সমুদায় কর্ণের জীবন ভেদ করিয়াই যেন তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণ নির্ম্মুক্ত ময়ূরপুচ্ছ লাঞ্ছিত অসংখ্য শরও বৃকোদরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ঐ মহাবীর দ্বয়ের শর সমুদায় চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় শরাসন নির্ম্মুক্ত আশীবিষ সদৃশ ভীষণ শরনিকরে কৌরব সৈন্য সমুদায়কে বিনাশ করিতে লাগিলেন। বায়ুভগ্ন বনস্পতি সমুদায়ের ন্যায় তীক্ষ্ণ শর নিপাতিত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরভূমি সমাকীর্ণ হইল। সহস্র সহস্র কৌরব সৈন্যগণ ভীমের শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই বলিতে বলিতে সকলে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণও ঐ সময় বিমোহিত প্রায় হইয়া কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট সিন্ধু, সৌবীর ও কৌরব সৈন্য সমুদায় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের শরে উৎসারিত ও অশ্ব গজবিহীন হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল এবং কহিতে লাগিল, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দেবতারা পাণ্ডবের নিমিত্ত আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন; নতুবা কর্ণ ও ভীমসেনের শরে আমাদিগেরই বল ক্ষয় হইবে কেন? হে মহারাজ! আপনার সেই ভয়ার্ত্ত সেনা সমুদায় এই বলিতে বলিতে সেই বীর দ্বয়ের শর নিপাতের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে গমন করিয়া সমর দর্শনার্থ দণ্ডায়মান রহিল।

ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের রুধিরে সমরাঙ্গনে শূরগণের হর্ষ বর্দ্ধন ও ভীরুগণের ত্রাস জনক এক ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইল। নিহত অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও তাহাদিগের অলঙ্কার এবং রাশি রাশি অনুকর্ষ, পতাকা, রথভূষণ, চক্র অক্ষ, ও কূবরবিহীন রথ, গভীর নিস্বন সুবর্ণ চিত্রিত শরাসন, সুবর্ণপুঙ্খ বাণ, নির্ম্মোক মুক্ত পন্নগ সদৃশ প্রাস, তোমর, খড়্গ ও পরশু, সুবর্ণময় গদা, মুষল ও পট্টিশ এবং বিবিধাকার হীরক, শক্তি, পরিঘ ও বিচিত্র শতঘ্নীতে সমরাঙ্গন পরিব্যাপ্ত হইল। শরনিকর সংছিন্ন রাশি রাশি অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মুকুট, বলয়, অঙ্গুলিবেষ্টন, চূড়ামণি ও উষ্ণীষ, স্বর্ণালঙ্কার তনুত্রাণ, তলত্র, গ্রৈবেয়, বস্ত্র, ছত্র, ব্যজন এবং

অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও নরগণের কলেবর ইতস্তত নিপতিত থাকাতে সমর ভূমি গ্রহ সমুদায় সমাকীর্ণ আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত সিদ্ধ ও চারণগণ সেই মহাবীর দ্বয়ের অচিন্তনীয় ও অমানুষিক কার্য্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হুতাশন যেমন বায়ুসহায় হইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক উহা অনায়াসে দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন কর্ণ সমভিব্যাহারে সৈন্য মধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিমর্দ্দ করিতে লাগিলেন। গজদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন নলবন বিমর্দ্দন করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয় কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য রথ, ধ্বজ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যদিগকে মর্দ্দিত করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ভীম ও কর্ণ অসংখ্য সৈন্য বিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণ তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া বহুবিধ বিচিত্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বাণে বিদ্ধ হইয়া ভিদ্যমান অচলের ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হইলেন না। তিনি তৈলধৌত নিশিত কর্ণি দ্বারা কর্ণের কর্ণদেশ ভেদ পূর্ব্বক অম্বরস্খলিত সূর্য্যজ্যোতির ন্যায় তাঁহার সুচারু কুণ্ডল ভূতলে পাতিত করিলেন এবং অম্লান মুখে অন্য ভল্ল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ললাটদেশে আশীবিষোপম দশ নারাচ প্রয়োগ করিলেন। সর্পগণ যেমন বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভীমনিক্ষিপ্ত নারাচ নিকর সূতপুত্রের ললাটে প্রবিষ্ট হইল। তিনি পূর্ব্বে মস্তকে নীলোৎপলময়ী মালা ধারণ করিয়া যেরূপ শোভা পাইতেন, এ ক্ষণে ললাট বিদ্ধ নারাচ দ্বারা তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এই রূপে ভীমের শরে গাঢ়বিদ্ধ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ রথকূবর অবলম্বন পূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া রহিলেন এবং অল্প কাল মধ্যে পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক ক্রোধভরে মহাবেগে ভীমসেনের রথাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহার উপর গৃধ্রপক্ষ বিশিষ্ট শত বাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তখন মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বলবীর্য্যের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তাঁহারে অনাদর করত তাঁহার উপর উগ্র শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও রোষপরবশ হইয়া নয় শরে ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে সেই শার্দ্দূল সদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীর দ্বয় প্রতিচিকীর্ষা পরতন্ত্র হইয়া বারিবর্ষী মেঘ দ্বয়ের ন্যায় বিবিধ শরজাল বর্ষণ ও তলশব্দ প্রয়োগ করত পরস্পরকে শঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন ক্ষুরপ্র দ্বারা কর্ণের শরাশন ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিলেন। তৎকালে কৌরব, সৌবীর ও সৈন্ধব সৈন্যগণকে নিহত, রাশি রাশি বর্ম্ম, ধ্বজ ও শস্ত্র দ্বারা পৃথিবী সমাচ্ছন্ন এবং চতুর্দ্দিকে হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহিগণকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সেই শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক সরোষ নয়নে ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত অসংখ্য শর বর্ষণ করিয়া শরৎকালীন মধ্যাহ্নগত ময়ূখমালী দিনকরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ কলেবর ভীমের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া কিরণাবৃত সূর্য্যের ন্যায়

শোভা ধারণ করিল। তিনি যে কোন সময় শরসমূহ গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন আকর্ষণ ও কখনই বা বিসর্জ্জন করিলেন, তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না। তিনি দুই হস্তে বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার ভীষণ শরনিকর হুতাশন চক্রের ন্যায় মণ্ডলাকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার কার্ম্মুক নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত অসংখ্য শরজাল আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া সমুদায় দিক্ বিদিক্ ও সূর্য্য প্রভা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। অধিরথনন্দন কর্ণ পুনরায় সুবর্ণ ভূষিত শিলাধৌত গৃধ্রপক্ষ যুক্ত বেগবান বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সুবর্ণ নির্ম্মিত শরজাল নিরন্তর ভীমসেনের রথে পতিত হইল। ঐ সমুদায় শর আকাশপথে গমন সময়ে শলভ সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি এরূপ লঘুহস্তে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, ঐ শর সকল এক দীর্ঘ শরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। জলধর যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া সায়ক বর্ষণে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বৃকোদরের বলবীর্য্য পরাক্রম ও কার্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর উদ্ধূত সাগর সদৃশ ভীষণ শরজাল লক্ষ্য না করিয়া ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ মণ্ডলীকৃত ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ শরাসন হইতে সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল বিনির্গত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করাতে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডলে কনকময়ী মালা লম্বমান রহিয়াছে।

তখন মহাবীর কর্ণের আকাশ বিষক্ত শরজাল ভীমসেনের শরে আহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ভীমসেন ও কর্ণের কনকপুঙ্খ, সরলগামী, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ শরজালে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। তখন প্রভাকরের প্রভা নাশ ও সমীরণের গতিরোধ হইয়া গেল এবং কোন পদার্থই নয়নগোচর হইল না। ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ মহাত্মা বৃকোদরের বলবীর্য্য অগ্রাহ্য করত তাঁহারে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বীর দ্বয় বিসৃষ্ট শরনিকর সমীরণের ন্যায় পরস্পর সঙ্ঘট্টিত হইতে লাগিল। সেই শরনিকরের সঙ্ঘর্ষণে নভোমণ্ডলে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম সমধিক পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শর দ্বারা অন্তরীক্ষে কর্ণ নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার দহনোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় রোষপ্রদীপ্ত হইয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই বীর দ্বয়ের গোধানির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রের আঘাতে চট চটা শব্দ সমুত্থিত হইল। ভয়ঙ্কর তলশব্দ, সিংহনাদ, রথঘর্ঘর রব ও জ্যাশব্দে সমরভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অন্যান্য যোদ্ধারা পরস্পর বধাভিলাষী কর্ণ ও ভীমের পরাক্রম দর্শন মানসে সংগ্রামে বিরত হইলেন। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরগণ তাঁহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন ক্রো-

ধাবিষ্ট হইয়া অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক কর্ণের অস্ত্র সমুদায় নিবারণ করিয়া তাঁহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণও ভীমের শরজাল নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি আশীবিষ সদৃশ নয় নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন নয় বাণে নভোমণ্ডলে সেই নয় নারাচ ছেদন পূর্ব্বক কর্ণকে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে ক্রোধভরে তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া যমদণ্ড সদৃশ এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। প্রবল প্রতাপ কর্ণ সেই ভীমবিসৃষ্ট শর উপস্থিত না হইতে হইতেই হাস্যমুখে তিন শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর পুনর্ব্বার ভয়ঙ্কর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও স্বীয় অস্ত্রবল প্রকাশ পূর্ব্বক নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় ঐ সমস্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। পরে তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজালে ভীমের তূণীর, ধনুর্জ্যা এবং অশ্বগণের রশ্মি ও যোক্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া সারথিরে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসারথি কর্ণ শরে সমাহত হইয়া সত্বরে তথা হইতে মহাবীর যুধামন্যুর রথে গমন করিল।

তখন কালানল সন্নিভ মহাবীর কর্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে ভীমের ধ্বজ ও পতাকা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া এক কনক সমলঙ্কৃত শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করিয়া কর্ণের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মিত্রার্থে সংগ্রামে প্রবৃত্ত সূতনন্দন সেই মহোল্কা সদৃশ মহাশক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মৃত্যু ও জয়ের অন্যতর লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া এক সুবর্ণ খচিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। কর্ণ হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ বহু সংখ্য শরে সেই চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে সত্বরে কর্ণের রথাভিমুখে ভয়ঙ্কর অসি নিক্ষেপ করিলেন। ভীম নিক্ষিপ্ত অসি কর্ণের জ্যাসমবেত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কর্ণ ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনায় হাস্য করিয়া এক সুদৃঢ় জ্যাসপন্ন শত্রু বিনাশন শরাসন গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ রুক্মপুঙ্খ সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ভীম এই রূপে কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত ব্যথিত করত অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। কর্ণ সেই বিজয়াভিলাষী ভীমের অসাধারণ কার্য্য অবলোকন পূর্ব্বক রথে লীন হইয়া তাঁহারে বঞ্চিত করিলেন। ভীম তাঁহারে রথমধ্যে লীন ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার ধ্বজ গ্রহণ পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরব ও চারণগণ ভীমকে পতগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গ সংহার করিবার নিমিত্ত যত্নবান হয়, তদ্রূপ রথ হইতে কর্ণকে বিনাশ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে ভীম আপনার রথ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে কর্ণ সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও রোষভরে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত ভীমের সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় সমবেত হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অস্ত্রবলে ভীমসেনকে শস্ত্রবি-

হীন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ভীত হইয়া অর্জ্জুন নিপাতিত পর্ব্বতোপম করিসেনা অবলোকন পূর্ব্বক কর্ণ, রথ লইয়া কদাচ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন না, এই ভাবিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে রাদুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কর্ণকে আর প্রহার করিলেন না এবং আত্মরক্ষা করিবার বাসনায় হনূমান যেমন মহৌষধি সম্পন্ন গন্ধমাদন উত্তোলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় শরাহত এক হস্তী উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ বিশিখ জালে সেই হস্তী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি চক্র অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু রণস্থলে নিপতিত দেখিতে পাইলেন, তৎ সমুদায়ই কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ নিশিত শরনিকরে ভীম নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত বস্তু তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভীম কর্ণকে সংহার করিবার বাসনায় বজ্রসার সুদারুণ মুষ্টি উদ্যত করিলেন; কিন্তু তাঁহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াও অর্জ্জুনের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তৎকালে সূতপুত্রকে সংহার করিলেন না। তখন মহাবীর কর্ণ নিশিত শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভীমকে নিতান্ত ব্যাকুল ও বারংবার মোহে অভিভূত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া সেই নিরস্ত্র ভীমসেনের প্রাণ সংহার করিলেন না। অনন্তর তিনি ধাবমান হইয়া ধনুঃকোটি দ্বারা ভীমের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ভীম তৎক্ষণাৎ কর্ণের কার্ম্মুক আচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে তুবরক! তুমি মূঢ়, উদর পরায়ণ, সংগ্রাম কাতর ও বালক। তুমি অস্ত্র বিদ্যা কিছুমাত্র অবগত নও। রণস্থল তোমার উপযুক্ত স্থান নহে। যেস্থানে বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় আছে, তুমি সেই স্থানেরই যোগ্য। তুমি অরণ্য মধ্যে পুষ্প ও ফলমূল আহার করিয়া ব্রত ও নিয়ম প্রতিপালনে অভ্যস্ত; যুদ্ধ করা তোমার কার্য্য নহে। মুনিব্রত ও যুদ্ধ পরস্পর অনেক ভিন্ন। হে বৃকোদর! তুমি বনবাস নিরত; অতএব রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করা তোমার বিধেয়। তুমি আহারের নিমিত্ত স্বীয় গৃহে সূদ, ভৃত্য ও দাসগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাড়না করিতে পার; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার সাধ্য নহে। তুমি মুনিজনের ন্যায় বনে গমন পূর্ব্বক ফল আহরণ কর। ফল মূলাহার ও অতিথিসৎকারই তোমার উপযুক্ত কার্য্য; শস্ত্র গ্রহণ করা তোমার উচিত নহে। হে মহারাজ! সূতপুত্র ভীমসেনকে এই রূপ উপহাস করিয়া তিনি বাল্যাবস্থায় যে সকল অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার কর্ণগোচর করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে সেই রণক্লান্ত বৃকোদরকে ধনুষ্কোটি দ্বারা স্পর্শ করিয়া পুনরায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, ও হে ভীম! মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা তোমার বিধেয় নহে। আমার সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে এই রূপ এবং অন্য রূপ অবস্থাও ঘটিয়া থাকে। অতএব যে স্থানে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বিদ্যমান আছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর; তাঁহারা তোমারে রক্ষা করিবেন। অথবা তুমি বালক, তোমার যুদ্ধে প্রয়োজন কি অবিলম্বে গৃহে গমন কর।

মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত সর্ব্বসমক্ষে তাঁহারে কহিলেন। হে মূঢ় কর্ণ! আমি তোমারে অনেকবার পরাজিত করিয়াছি। তবে কেন তুমি বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। পূর্ব্বতন লোকেরা দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয় পরাজয় অবলোকন করিয়াছেন। হে দুষ্কুলোদ্ভব! তুমি একবার আমার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে আজিই আমি সমস্ত রাজগণ সমক্ষে মহাবল পরাক্রান্ত বৃহৎকায় কীচকের ন্যায় তোমারে সংহার করিব। তখন মতিমান কর্ণ ভীমের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে মল্লযুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে রথবিহীন করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা আরম্ভ করিলে কপিধ্বজ অর্জ্জুন কেশবের বাক্যানুসারে কর্ণের উপর শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পার্থবিসৃষ্ট, কনক সমলঙ্কৃত গাণ্ডীব বিনির্গত, ভুজঙ্গাকার শর সমুদায় ক্রৌঞ্চপর্ব্বতগামী হংসের ন্যায় কর্ণের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ভীম ইতিপূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে তিনি অর্জ্জুন শরে দৃঢ়তর আহত হইয়া রথারোহণে সত্বরে ভীমের নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেনও সাত্যকির রথে আরোহণ করিয়া সমরাঙ্গনে ভ্রাতা সব্যসাচীর অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অন্তকের ন্যায় ক্রোধারুণ লোচনে অতি সত্বরে কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত নারাচ ভুজগ লোলুপ গরুড়ের ন্যায় অন্তরীক্ষ হইতে কর্ণের উপর পতনোন্মুখ হইল। ঐ সময়ে মহারথ অশ্বত্থামা ধনঞ্জয় হস্ত হইতে কর্ণকে উদ্ধার করিবার বাসনায় শর দ্বারা আকাশ মার্গেই সেই নারাচ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া চতুঃষষ্টি শরে দ্রোণপুত্রকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে অশ্বত্থামা! পলায়ন না করিয়া ক্ষণকাল রণস্থলে অবস্থান কর। শরনিপীড়িত অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ না করিয়া সত্বরে মত্তমাতঙ্গ সমাকীর্ণ রথসঙ্কুল সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কৌন্তেয় গাণ্ডীব নির্ঘোষে অন্যান্য সুবর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুকের নিস্বন তিরোহিত করিয়া পশ্চাৎ ভাগে অনতিদূর প্রস্থিত অশ্বত্থামারে শরনিকরে ত্রাসিত করত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত নারাচ সমূহে নর, বারণ ও অশ্বগণের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! প্রতিদিনই আমার প্রদীপ্ত যশ ক্ষীণ এবং বহুসংখ্য যোদ্ধা বিপক্ষ শরে নিহত হইতেছে; অতএব বোধ হয়, দৈব আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা ও কর্ণ কর্তৃক সুরক্ষিত, সুরগণেরও অপ্রবেশ্য কৌরবসৈন্য মধ্যে রোষভরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রভূতবলশালী কৃষ্ণ, ভীম ও শিনিপ্রবীর সাত্যকির সহিত মিলিত হওয়াতে তাহার পরাক্রম পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণাবধি অগ্নি যেমন তৃণ দগ্ধ করে, তদ্রূপ শোকানল আমারে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। আমি জয়দ্রথ প্রভৃতি মহীপালগণকে যেন কালগ্রাসে নিপতিত বোধ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের অনিষ্টাচরণ করিয়া এ ক্ষণে তাহার নেত্রগোচর হইয়া কিরূপে প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইবেন। আমার বোধ হইতেছে যেন, সিন্ধুরাজ কলেবর

পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, এ ক্ষণে সংগ্রাম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের সাহায্যার্থ নলিনীদল প্রমাথী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বারংবার কৌরব সৈন্য সকল সংক্ষোভিত করিয়া ক্রোধভরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই বৃষ্ণিবংশাবতংস সাত্যকি কিরূপে সংগ্রাম করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহারথ সাত্যকি কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত পুরুষ প্রবীর বৃকোদরকে গমন করিতে দেখিয়া রথারোহণে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক ক্রোধে শরৎকালীন দিবাকরের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া কৌরব পক্ষীয় সেনাগণকে বিকম্পিত করত শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন রজতের ন্যায় ধবল বর্ণ অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে কৌরব পক্ষীয় কোন বীরই তাঁহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অমর্ষ পূর্ণ, সমরে অপরাঙ্মুখ, শরাসন ও সুবর্ণ বর্ম্মধারী মহারাজ অলম্বুষ সেই মাধবকুলতিলক সাত্যকির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীর দ্বয়ের অভূতপূর্ব্ব ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় যোদ্ধারা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ সাত্যকিরে লক্ষ্য করিয়া দশ শর পরিত্যাগ করিলে তিনি তৎসমুদায় উপস্থিত না হইতে হইতেই শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ অলম্বুষ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া পুনরায় অগ্নিকল্প সুতীক্ষ্ণ সুপুঙ্খ তিন শর প্রয়োগ করিলেন। ঐ শরত্রয় সাত্যকির বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই রূপে অলম্বুষ অগ্নি ও অনিল সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন অতিভাস্বর শরত্রয়ে সাত্যকির দেহ ভেদ করিয়া চারি বাণে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধবলকায় চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর চক্রধর সদৃশ প্রভাবশালী সাত্যকি মহাবেগ সম্পন্ন চারি শরে অলম্বুষের অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। পরে কালানল সন্নিভ ভল্ল দ্বারা অলম্বুষের সারথির কণ্ঠ ছেদন করিয়া তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণশশি প্রকাশ বদনমণ্ডল কলেবর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে যদুকুল তিলক সাত্যকি মহারাজ অলম্বুষকে বিনাশ করিয়া কৌরব সৈন্যগণকে নিবারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গোদুগ্ধ, কুন্দ, ইন্দু ও হিমসবর্ণ, স্বুবর্ণ জালজড়িত, সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ তাঁহার অভিলাষানুসারে তাঁহারে ইতস্তত বহন করিতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজগণ ও যোধ সকল যোদ্ধা প্রধান দুঃশাসনকে সম্মুখীন করিয়া সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং সৈন্যগণের সহিত সাত্যকিরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার উপর শরাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকিও অগ্নিকল্প শরনিকরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া সত্বরে দুঃশাসনের অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিরে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

এক চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন সুবর্ণধ্বজ সম্পন্ন ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথগণ সেই শিনিবংশাবতংস সাত্যকিরে ধনঞ্জয়ের জয়াভিলাষে দুঃশাসনের রথাভিমুখে সমুদ্যত ও অসীম কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে চতুর্দ্দিক হইতে রথ সমুদায় দ্বারা তাঁহারে পরিবৃত করিয়া নিবারণ করত শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন

সত্যবিক্রম সাত্যকি একাকী অসি, শক্তি ও গদা সঙ্কুল, তলনিস্বনপূর্ণ অপার জলধি সদৃশ সেই মহা সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে ত্রিগর্ত্ত দেশীয় পঞ্চাশত রাজপুত্রকে পরাজিত করিলেন। মহারাজ! মহাবীর সাত্যকির এমনি অদ্ভুত ক্ষিপ্র গতি দেখিলাম যে, তাঁহারে পশ্চিম দিকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পুনরায় তিনি নয়নপথে নিপতিত হইলেন। এই রূপে সেই মহাবীর সাত্যকি একাকী শত রথীর ন্যায় মুহূর্ত্তকালমধ্যে নৃত্য করতই যেন সমস্ত দিগ্বিদিক্ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্ত সেনারা সিংহ বিক্রান্ত সাত্যকির দ্রুতগতি দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া স্বজন সমীপে প্রস্থান করিল। তখন শূরসেন দেশীয় প্রধানতম বীরগণ অঙ্কুশ দ্বারা যেমন মত্তমতঙ্গকে নিবারণ করে, তদ্রূপ সাত্যকিরে শর নিপীড়িত করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্য বিক্রম সাত্যকি মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুরতিক্রমণীয় কলিঙ্গ দেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মহাবাহু ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইলেন। সন্তরণ ক্লান্ত ব্যক্তি স্থলভাগ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, যুযুধান পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন।

মহাত্মা কেশব সাত্যকিরে আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! ঐ তোমার পদানুসারী শৈনেয় আগমন করিতেছে। ঐ মহাবীর তোমার শিষ্য এবং প্রাণাধিক প্রিয় সখা। ঐ পুরুষর্ষভ সমস্ত যোদ্ধৃগণকে তৃণ তুল্য বোধ করিয়া পরাজয় করিয়াছেন। উনি কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধৃগণের প্রতি ঘোরতর উপদ্রব করিয়াছেন, উহাঁর শর প্রভাবে দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পরাজিত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও সর্ব্বদা ধর্ম্মরাজের হিতসাধনে নিরত। উনি সৈন্যমধ্যে বহুতর যোধগণকে নিপাত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং একাকী বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক সৈন্য সমুদায় ভেদ করিয়া দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি বহুতর মহারথদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কৌরব দলে উহাঁর সদৃশ যোদ্ধা কেহই নাই। সিংহ যেমন গোযূথ হইতে অনায়াসে বহির্গত হয়, তদ্রূপ ঐ মহাবীর অসংখ্য কুরুসৈন্য বিনাশ করিয়া তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়াছেন। ইহাঁর প্রভাবেই অসংখ্য নরপতিদিগের পঙ্কজ সদৃশ বদনমণ্ডলে বসুধা সমাকীর্ণ হইয়াছে। উনি জলসন্ধকে বিনষ্ট, দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে পরাজিত এবং কৌরবগণকে সংহার পূর্ব্বক শোণিত নদী প্রবাহিত করিয়া এ ক্ষণে তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।

মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বিমনায়মান হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবাহো! সাত্যকির আগমনে আমার কিছুমাত্র প্রীতি হইতেছে না। ধর্ম্মরাজ সাত্যকি বিহীন হইয়া জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। যুযুধানের উপর ধর্ম্মরাজের রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল; তবে উনি কিরূপে আমার নিকট আগমন করিতেছেন; অতএব বোধ হয়, ধর্ম্মরাজ দ্রোণকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলেন এবং জয়দ্রথ বধেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। হে কেশব! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবা যুদ্ধার্থ সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইয়াছে। আমি এক জয়দ্রথের নিমিত্ত গুরুতর ভারে আক্রান্ত হইলাম। এখন ধর্ম্মরাজের তত্ত্বাবধারণ ও সাত্যকিরে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এ দিকে দিবাকর প্রায় অস্তাচল শিখরে আরোহণ

করিতেছেন, জয়দ্রথকেও শীঘ্র বিনাশ করিতে হইবে। হে মাধব! সম্প্রতি মহা-বাহু সাত্যকির শর সকল প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তিনি স্বয়ং অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার অশ্বগণ ও সারথি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে; কিন্তু সহায় সম্পন্ন ভূরিশ্রবা এখন শ্রান্ত হয় নাই। সাত্যকি কি উহার সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন? মহাতেজস্বী সত্যবিক্রম যুযুধান কি সমুদ্র পার হইয়া গোষ্পদে অবসন্ন হই-বেন? হে কেশব! ধর্ম্মরাজের এ কি বুদ্ধি বি-পর্য্যয় দেখিতেছি! তিনি দ্রোণাচার্য্যের ভয়ে শঙ্কিত না হইয়া সাত্যকিরে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দ্রোণাচার্য্য আমিষ গ্রহণার্থী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সতত ধর্ম্ম-রাজের গ্রহণে অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহার কুশল বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ জন্মিতেছে।

দ্বি চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভূরি-শ্রবা যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিরে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে সহসা তাঁহার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শৈনেয়! আজি ভাগ্যক্রমে তুমি আমার নেত্রগোচর হই-য়াছ। আমি এ ক্ষণে রণস্থলে চিরসঞ্চিত মনোরথ পূর্ণ করিব, সন্দেহ নাই। যদি তুমি সমরে পরাঙ্মুখ না হও, তাহা হইলে প্রাণসত্ত্বে কদাচ আমার হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি সতত শৌর্য্যাভিমান করিয়া থাক। আজি আমি তোমার প্রাণ সংহার করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে আনন্দিত করিব। আজি মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সমবেত হইয়া তোমারে আমার শরানলে দগ্ধ ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিবেন। তুমি যাঁহার আদেশানুসারে সমর সাগরে প্রবেশ করি-য়াছ; সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আজি তোমারে আমার শরজালে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া অতি-শয় লজ্জিত হইবেন। আজি তুমি নিহত ও রুধিরোক্ষিত কলেবর হইয়া রণস্থলে শয়ন করিলে মহাবীর অর্জ্জুন আমার বিক্র-মের সম্যক্ পরিচয় লাভ করিবেন। হে শৈনেয়! তোমার সহিত সংগ্রামে সমাগম আমার চির প্রার্থনীয়। পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে দানবরাজ বলির সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ আজি তোমার সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে তুমি আমার বলবীর্য্য ও পৌরুষ সম্যক্ অবগত হইবে। আজি তুমি রামানুজ লক্ষ্ম-ণের শরে নিহত রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিতের ন্যায় আমার শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া যমরাজের রাজধানীতে গমন করিবে। আজি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠির তোমার বিলাপ দর্শনে উৎসাহ শূন্য হইয়া নিশ্চয়ই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। আজি আমি তোমারে নিশিত সায়কে সংহার করিয়া তোমার শর নিহত বীরবর্গের রমণীগণকে আনন্দিত করিব। হে মাধব! তুমি সিংহের নয়ন পথে নিপ-তিত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় আমার নেত্রগো-চর হইয়াছ; আর তোমার নিস্তার নাই।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি ভূরি-শ্রবার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য-মুখে কহিলেন, হে কৌরবেয়! আমি যুদ্ধে ভীত নহি। কেবল বাক্য দ্বারা আমারে ভয় প্রদর্শন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। হে কৌরব! যে আমারে অস্ত্র শূন্য করিবে, সেই আমারে সংহার করিতে পারিবে এবং যে আমারে বিনাশ করিবে, সে চির-কাল অপ্রতিহতগতি হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এ ক্ষণে বৃথা বাক্জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন কি; তুমি যাহা কহিলে, তাহা কার্য্যে পরিণত কর। তোমার এই আস্ফালন শরৎকালীন

মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল ; উহা শ্রবণ করিয়া আমি হাস্য সম্বরণে অসমর্থ হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগের চির প্রার্থিত যুদ্ধ উপস্থিত হউক। তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় ব্যগ্র হইতেছে। হে নরাধম! আজি আমি তোমারে বিনাশ না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই মহাতেজস্বী স্পর্দ্ধাশীল বীর দ্বয় পরস্পরের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক করিণী গ্রহণার্থ রোষাবিষ্ট মদোৎকট মাতঙ্গ যুগলের ন্যায় ক্রুদ্ধমনে পরস্পর জিঘাংসা পরবশ হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অনবরত শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ সায়ক উপস্থিত না হইতে হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় পরস্পরের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন শার্দ্দূল দ্বয় নখ দ্বারা ও কুঞ্জর দ্বয় দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারাও রথ শক্তি ও বিশিখ জাল দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন ও গাত্র হইতে অনবরত রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই রূপে তাঁহারা পরস্পরের প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে স্তম্ভিত করিলেন।

অনন্তর সেই ব্রহ্মলোক পুরস্কৃত বীর যুগল মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করিবার বাসনায় যূথপতি মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত প্রহৃষ্ট ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সমক্ষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সমরদর্শী মনুষ্যেরা করিণী গ্রহণার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত যূথপতি কুঞ্জর যুগলের ন্যায় তাঁহাদের সেই ঘোরতর যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল। তখন সেই মহাবীর দ্বয় পরস্পরের অশ্ব বিনষ্ট ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসি যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত একত্র সমবেত হইলেন এবং অতি বৃহৎ বিচিত্র ঋষভ চর্ম্ম নির্ম্মিত চর্ম্ম গ্রহণ ও কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিয়া রণ স্থলে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই বিচিত্র বর্ম্ম ও কনকাঙ্গদধারী বীর দ্বয় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ এবং ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া ক্রোধভরে পরস্পরকে অসি প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী হইয়া আশ্চর্য্য বল্গন এবং শিক্ষালাঘব ও সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় সেনাগণ সমক্ষে পরস্পরকে কিয়ৎক্ষণ প্রহার করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই বিস্তীর্ণবক্ষা দীর্ঘভুজ যুগল সম্পন্ন, বাহু যুদ্ধকুশল বীর দ্বয় পরস্পরের অসি ও শতচন্দ্রক সমলঙ্কৃত চর্ম্ম ছেদন পূর্ব্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং লৌহময় অর্গল তুল্য বাহু যুগল দ্বারা পরস্পরের বাহু বেষ্টন করিয়া ভুজবন্ধন ও ভুজ মোক্ষণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যোদ্ধারা তাঁহাদের শিক্ষাবল সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন সেই বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত বীর দ্বয় বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে যেমন মাতঙ্গ দ্বয় বিষাণাগ্র দ্বারা এবং বৃষভ দ্বয় শৃঙ্গ

দ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ তাঁহারা কখন ভুজ-বন্ধন, কখন মস্তকাঘাত, কখন চরণাকর্ষণ, কখন তোমর, অঙ্কুশ ও চাপ নিক্ষেপ, কখন পাদ বেষ্টন, কখন ভূতলে উদ্ভ্রমণ, কখন গত, প্রত্যাগত ও আক্ষেপ প্রদর্শন এবং কখন বা পাতন, উত্থান ও লম্ফ প্রদান করত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহারা দ্বাত্রিংশৎ ক্রিয়া বিশেষ সম্পন্ন যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকির আয়ুধ সমুদায় অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়, ঐ দেখ, সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি রথশূন্য হইয়া সংগ্রাম করিতেছেন। যুযুধান তোমার পশ্চাৎভাগে কৌরব সৈন্যগণকে ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছেন। এ ক্ষণে ভূরিদক্ষিণ ভূরিশ্রবা উহাঁরে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ উহাঁর সম্মুখীন হইয়াছেন। ইহা কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। ঐ সময় যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রোধাবিষ্ট ভূরিশ্রবা রথস্থ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সাত্যকিরে আঘাত করিলেন। মহাবাহু কৃষ্ণ তদ্দর্শনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, বৃষ্ণিবংশাবতংস সাত্যকি অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়া ভূতলে অবস্থান করিতেছেন। উনি তোমার শিষ্য; উহাঁরে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তোমার নিমিত্তই এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব উনি যাহাতে ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী না হন, শীঘ্র তাহার চেষ্টা কর। তখন ধনঞ্জয় হৃষ্টচিত্তে বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, বনমধ্যে মত্তমাতঙ্গের সহিত যূথপতি পশুরাজের যেরূপ ক্রীড়া হইয়া থাকে, তদ্রূপ বৃষ্ণিবীর সাত্যকির সহিত কুরুপুঙ্গব ভূরিশ্রবার ক্রীড়া হইতেছে।

হে ভরতকুলতিলক! মহাবীর ধনঞ্জয় এই রূপ কহিতেছেন, এমন সময় ভূরিশ্রবা আঘাত দ্বারা সাত্যকিরে ভূতলে পাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্য মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন সিংহ যেমন কুঞ্জরকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কোষ হইতে খড়্গ নিষ্কশন পূর্ব্বক যুযুধানের কেশাকর্ষণ ও বক্ষস্থলে পদাঘাত করিয়া তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি দণ্ড ঘূর্ণিত কুলালচক্রের ন্যায় কেশধারী ভূরিশ্রবার হস্তের সহিত মস্তক বিঘূর্ণন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিরে তদবস্থ অবলোকন করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, অন্ধকশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। উনি তোমার শিষ্য এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় তোমা অপেক্ষা ন্যূন নহেন; কিন্তু আজি ভূরিশ্রবা উহাঁরে পরাভব করাতে উহাঁর সত্যবিক্রম নাম ব্যর্থ হইতেছে। মহাবাহু অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভূরিশ্রবারে ভূয়সী প্রশংসা করত কহিলেন, কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন ভূরিশ্রবা বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকিরে বিনাশ না করিয়া মৃগেন্দ্র যেমন অরণ্য মধ্যে মহাগজকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ যে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। মহাবীর অর্জ্জুন মনে মনে ভূরিশ্রবার এই রূপ প্রশংসা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে মাধব! আমি নিয়ত সিন্ধুরাজকেই নিরীক্ষণ করিতেছি, তন্নিমিত্ত ভূরিশ্রবা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই; যাহা হউক, এ ক্ষণে আমি

সাত্যকির রক্ষার্থ এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া গাণ্ডীব শরাসনে নিশিত ক্ষুরপ্র সংযোজন পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই অর্জ্জুন বিসৃষ্ট দারুণ ক্ষুরপ্র আকাশ-চ্যুত মহোল্কার ন্যায় ভূরিশ্রবার অঙ্গদ সুশোভিত খড়্গ সমবেত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিল।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবার সেই অঙ্গদ মণ্ডিত সখড়্গ ভুজদণ্ড অদৃশ্য অর্জ্জুনের শরে নিকৃত্ত হইয়া জীবলোকের দুঃসহ দুঃখ উৎপাদন পূর্ব্বক পঞ্চাস্য উরগের ন্যায় মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভূরিশ্রবা আপনারে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য স্থির করিয়া সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধ-ভরে অর্জ্জুনকে তিরস্কার করত কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি অনন্যমনে কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলাম, সেই অবস্থায় তুমি আমার বাহু ছেদ করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার বধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কি তাঁহারে কহিবে যে, আমি ভূরিশ্রবারে সাত্যকি বধ-রূপ কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহারে সংহার করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! তুমি যে-প্রকারে আমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ, ঐরূপে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কি দেবরাজ ইন্দ্র বা ভগবান রুদ্র কিংবা মহাবীর দ্রোণ অথবা মহাত্মা কৃপাচার্য্য তোমারে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তুমি অন্যান্য বীর অপেক্ষা অস্ত্রধর্ম্ম সমধিক অবগত আছ, তবে কি বুঝিয়া তোমার সহিত যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে প্রহার করিলে। সাধুলোকেরা প্রমত্ত, ভীত, রথশূন্য, প্রার্থনা পরতন্ত্র ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিরে কদাচ প্রহার করেন না; কিন্তু তুমি এই নীচাচরিত নিতান্ত দুষ্কর পাপ কর্ম্মে কি রূপে প্রবৃত্ত হইলে। আর্য্য ব্যক্তি অনায়াসেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন; কিন্তু অসৎ কার্য্য তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। হে মহাত্মন্! মনুষ্য যেরূপ মনুষ্যের সহবাসে কালযাপন করে, অবিলম্বে তাহারই স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা তোমাতেই সম্যক্ লক্ষিত হইতেছে। দেখ, তুমি রাজবংশে বিশেষত কুরুকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; তুমি অতি সুশীল ও ব্রতপরায়ণ; কিন্তু এ ক্ষণে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক সাত্যকির নিমিত্ত যে অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা বোধ হইতেছে কৃষ্ণেরই অভিপ্রেত; এ রূপ অভিপ্রায় তোমাতে কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। হে পার্থ! বাসুদেবের সহিত যাহার সখ্য ভাব নাই, এমন কোন ব্যক্তিই অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত প্রমত্ত ব্যক্তিরে এই রূপ বিপদাপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন না। হে অর্জ্জুন! বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় এবং স্বভাবতই নিন্দনীয়; তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে। তুমি কি রূপে তাহাদিগের মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মনুষ্য জরা জীর্ণ হইলে তাহার বুদ্ধিও জীর্ণ হইয়া যায়। এ ক্ষণে আমারে যে সকল কথা কহিলে তৎসমুদায় নিরর্থক। তুমি কৃষ্ণকে ও আমারে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি সংগ্রাম ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হইয়া কি নিমিত্ত অধর্ম্মাচরণ করিব। তুমি ইহা অবগত হইয়াও বিমোহিত হইতেছ। ক্ষত্রিয়গণ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সম্বন্ধী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদেরই বাহু-

বল অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করতেছেন। হে মহারাজ! রণস্থলে কেবল আত্মরক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য নহে; যাহাদিগকে কার্য্য সাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে, অগ্রে তাহাদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সেই সকল ব্যক্তি রক্ষিত হইলে রাজা সুরক্ষিত হইয়া থাকেন। মহাবীর সাত্যকি আমাদিগেরই নিমিত্ত নিতান্ত দুষ্কর প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আমার শিষ্য, সম্বন্ধী ও দক্ষিণ বাহু স্বরূপ; যদি তাঁহারে নিহন্যমান দেখিয়া উপেক্ষা করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমারে পাপভাগী হইতে হইবে। আমি এই কারণে সাত্যকিরে রক্ষা করিয়াছি; অতএব তুমি কি নিমিত্ত আমার উপর বৃথা রোষাবিষ্ট হইতেছ। হে রাজন! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, সেই অবস্থায় আমি তোমার কর ছেদন করিয়াছি, এই নিমিত্ত তুমি আমারে নিন্দা করিতেছ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি কদাচ নিন্দনীয় নহি। আমি হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি সমাকুল, সিংহনাদ বহুল, অতি গভীর সৈন্য সাগর মধ্যে কখন কবচ কম্পন, কখন রথারোহণ, কখন ধনুর্জ্যা আকর্ষণ ও কখন বা শত্রুগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলাম। সেই ভীষণ সমর সাগরে এক মাত্র সাত্যকির সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধ কি রূপে সম্ভপর হইতে পারে। এই মনে করিয়া তৎকালে আমার বুদ্ধি বিভ্রম জন্মিয়াছিল। হে মহাবীর! সমরপারদর্শী সাত্যকি একাকী অসংখ্য মহারথগণের সহিত সংগ্রাম করত তাঁহাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক শ্রান্ত, শ্রান্তবাহন, শস্ত্র নিপীড়িত ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া তোমার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। তুমি কি রূপে তাহারে পরাজয় করিয়া আপনার শৌর্য্যাধিক্য প্রকাশ করিতে বাসনা করিলে। তুমি খড়্গ দ্বারা সাত্যকির শিরশ্ছেদন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলে, সুতরাং আমায় তাহারে রক্ষা করিতে হইল। কোন্ ব্যক্তি আত্মীয়কে তদ্রূপ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারে? হে বীর! তুমি তোমার আশ্রিত ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? যাহা হউক, তুমি আত্মরক্ষায় অমনোযোগী হইয়া পরপীড়নে সমুদ্যত হইয়াছিলে। অতএব এ ক্ষণে আপনার নিন্দা করাই তোমার কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! মহাযশস্বী যূপকেতু ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া মহাবীর যুযুধানকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ব্রহ্মলোক গমনাভিলাষে সব্য হস্তে শরশয্যা প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে ইন্দ্রিয় গ্রাম সমর্পণ, সূর্য্যে দৃষ্টি সন্নিবেশ ও চন্দ্রে মন সমাধান পূর্ব্বক মহোপনিষদ্ ধ্যান করত যোগারূঢ় হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। তখন সমুদায় সৈন্যগণই কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিন্দা এবং পুরুষর্ষভ ভূরিশ্রবারে প্রশংসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নিন্দাবাদ শ্রবণে কিছুমাত্র কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন না। ভূরিশ্রবাও প্রশংসিত হইয়া অণুমাত্রও আহ্লাদিত হইলেন না। হে রাজন! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার পুত্রগণের ও ভূরিশ্রবার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অক্রুদ্ধমনে গর্ব্বিত বচনে ভূরিশ্রবারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে যূপকেতো! আমাদের পক্ষ যে কেহ আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে, তাহারে কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি প্রাণপণে তাহারে রক্ষা করিব। আমার এই মহাব্রতের বিষয় সমুদায় ক্ষত্রিয়গণই অবগত আছেন। অতএব ইহা বিচার করিয়া আমারে নিন্দা করা কর্ত্তব্য। যথার্থ ধর্ম্ম না জানিয়া অন্যকে

নিন্দা করা কদাপি বিধেয় নহে। আমি যে, তোমারে প্রভূত অস্ত্র শস্ত্র সহকারে অস্ত্রহীন সাত্যকির প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তোমার বাহু ছেদন করিয়াছি, তাহা অধর্ম্ম সঙ্গত নহে; কিন্তু বল দেখি, রথ, বর্ম্ম ও শস্ত্রবিহীন বালক অভিমন্যুরে নিহত করা কি ধার্ম্মিক জনের প্রশংসনীয় কার্য্য হইয়াছে! হে মহারাজ। মহাবীর ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া মস্তক দ্বারা ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক ধনঞ্জয় ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার বাহু ছেদন করিয়াছেন, ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত সব্য হস্ত দ্বারা স্বীয় দক্ষিণভুজ গ্রহণ ও তাঁহারে প্রদান করিয়া অধোমুখে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন অর্জ্জুন ভূরিশ্রবারে কহিলেন, হে শলাগ্রজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীমসেন, নকুল ও সহদেবে আমার যেরূপ প্রীতি, তোমাতেও সেই রূপ আছে। অতএব আমি মহাত্মা কেশবের আদেশানুসারে কহিতেছি যে, উশীনর তনয় শিবি রাজা যে পবিত্র স্থানে গমন করিয়াছেন, তুমিও সেই স্থানে গমন কর। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে ভূরিশ্রবা! তুমি অসংখ্য অগ্নিহোত্র যাগের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব বিরিঞ্চি প্রভৃতি সুরগণ আমার যে সকল স্থান প্রার্থনা করেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমন পূর্ব্বক আমার সমান হইয়া গরুড় কর্ত্তৃক মস্তকে বাহিত হও।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার হস্তগ্রহ হইতে বিমুক্ত ও উত্থিত হইয়া অর্জ্জুন শরে ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন শুণ্ড গজের ন্যায় উপবিষ্ট, নিরপরাধী মহাত্মা ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করিবার বাসনায় খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য উচ্চস্বরে তাঁহারে নিন্দা করিতে লাগিল। মহাত্মা কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীমসেন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য কর্ণ, বৃষসেন ও সিন্ধুরাজ বারংবার তাঁহারে নিষেধ করিলেন; কিন্তু মহাবীর যুযুধান কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া খড়্গাঘাতে সেই প্রায়োপবিষ্ট সংযমী ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি অর্জ্জুনাহত ভূরিশ্রবারে নিধন করিলেন বলিয়া কেহই তাঁহার প্রশংসা করিল না। তখন দেবতা, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ দেবরাজ সদৃশ ভূরিশ্রবারে যুদ্ধে প্রায়োপবেশনানন্তর নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা কহিতে লাগিলেন, এ বিষয়ে সাত্যকির কোন অপরাধ নাই; ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব আমাদিগের রোষপরবশ হওয়া বিধেয় নহে। ক্রোধ মানবগণের দুঃখের প্রধান কারণ ভগবান বিধাতা সাত্যকির হস্তেই ভূরিশ্রবার বিনাশ নির্দ্দেশ করিয়াছে; অতএব ভূরিশ্রবা যুযুধানেরই বধ্য, এ বিষয়ে আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধভরে কুরুবংশীয়দিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মকঞ্চুকধারী অধার্ম্মিক কৌরবগণ! তোমরা ইতিপূর্ব্বে আমারে ভূরিশ্রবারে বিনাশ করিতে বারংবার নিষেধ করত ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করিতে ছিলে; কিন্তু অতিবালক অস্ত্রবিহীন সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যুরে নিহত করিবার সময় তোমাদিগের ধর্ম্ম কোথায় ছিল? আমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি কোন কারণে আমারে ভূতলে পাতিত করিয়া ক্রোধভরে আমার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিবে, সে মুনিব্রতাবলম্বী হইলেও আমি তাহারে বিনাশ করিব। যাহা হউক, তোমরা আমারে অচ্ছিন্ন বাহু ও প্রতিঘাতে যত্ন-

বান দেখিয়াও মৃতজ্ঞান করিয়া আপনাদের নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছ। হে কৌরবপ্রধান যোদ্ধাগণ! ভূরিশ্রবারে প্রতিঘাত করা উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ উহার খড়্গযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া কেবল আমারে বঞ্চিত করিয়াছেন। যাহা হউক, ভাগ্যে যাহা থাকে, দৈবই তাহা সজ্ঘটন করিয়া দেন। এই সমরাঙ্গনে ভূরিশ্রবারে নিধন করাতে আমার কি অধর্ম্মাচরণ হইয়াছে? মহাকবি বাল্মীকি কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোককে বিনাশ করা বিধেয় নহে। সকল কালেই অসামান্য যত্নসহকারে অরাতিগণের ক্লেশকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে কুরুরাজ! মহাবীর সাত্যকি এই রূপ কহিলে পর সমস্ত পাণ্ডব ও কৌরবগণ কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না; কেবল মনে মনে ভূরিশ্রবারে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই অধ্বরপূত, মহাযশস্বী, অরণ্যগত তপোধন সদৃশ ভূরি-স্বর্ণপ্রদ ভূরিশ্রবার বধে কেহই আহ্লাদিত হইলেন না। মহাবীর ভূরিশ্রবার সুনীল কেশকলাপ সমলঙ্কৃত কপোতনেত্র সদৃশ লোহিত নয়নযুক্ত ছিন্ন মস্তক সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞভূমিস্থিত পবিত্র অশ্বের ছিন্ন মস্তকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভূরিশ্রবা এই রূপে সমরাঙ্গনে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করত স্বীয় পূর্ব্বকৃত পুণ্যে সমুদায় আকাশ মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে মহাবীর সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অনায়াসে সৈন্যসাগর সমুত্তীর্ণ হইল এবং মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মাও যাহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই, ভূরিশ্রবা কিরূপে তাহারে নিগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আমি এক্ষণে মহাবীর সাত্যকি এবং ভূরিশ্রবার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন; তাহা হইলে অনায়াসে আপনার সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। মহর্ষি অত্রির পুত্র সোম, সোমের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরন্দর সদৃশ পুরূরবা, পুরূরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ ও নহুষের পুত্র দেবতুল্য রাজর্ষি যযাতি। দেবযানীর গর্ভে যযাতি রাজার যদু নামে পুত্র সমুৎপন্ন হন। তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; তাঁহার বংশে দেবমীঢ় নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ের পুত্র ত্রিলোক প্রসিদ্ধ শূর। শূরের পুত্র মহাযশস্বী বসুদেব। মহাবল পরাক্রান্ত শূর ধনুর্ব্বিদ্যা পারদর্শী ও যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের তুল্য ছিলেন। তাঁহারই বংশে শিনি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। হে মহারাজ! মহাত্মা দেবকরাজের কন্যার স্বয়ম্বর সময়ে মহাবীর শিনি সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া দেবক নন্দিনীরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর বসুদেবের সহিত দেবকীর পরিণয় সম্পাদন মানসে তাঁহারে আপনার রথে আরোপিত করিয়া গৃহগমনে সমুদ্যত হইলেন। ঐ সময় মহাতেজস্বী সোমদত্ত শিনির এই কার্য্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বেলা দুই পণে তাহারে সেই বীর দ্বয়ের অতি অদ্ভুতের বিষয় হইল। পরিশেষে মহাগীত আছেন। অতভূপাল সমক্ষে এয়া আমারে নিন্দা করা ভূতলে নিপাতিত ধর্ম্ম না জানিয়া অন্যকে

করবারি উদ্যত করিয়া তাঁহারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক তুমি জীবিত থাক এই কথা বলিয়া তাঁহারে পরিত্যাগ করিলেন।

হে কুরুরাজ! মহাবীর সোমদত্ত শিনির নিকট সেই রূপ আঘাতিত হইয়া অমর্ষিত চিত্তে ভগবান্ ভূতনাথের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বরদাতা মহাদেব সোমদত্তের ভক্তিভাবে প্রীত হইয়া তাঁহারে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, হে ভগবন্! আমি এরূপ এক পুত্র প্রার্থনা করি যে, অসংখ্য মহীপাল সমক্ষে সমরাঙ্গনে শিনির পুত্র বা পৌত্রকে নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে। ভগবান্ ভূতপতি তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণানন্তর তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সোমদত্ত সেই বর প্রভাবে ঐ ভূরিশ্রবা নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ভূরিশ্রবা মহাদেবের বর প্রভাবেই সমস্ত নরপতিগণ সমক্ষে সমরক্ষেত্রে সাত্যকিরে পাতিত ও পদাহত করিলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুদায়ই আপনার কর্ণ গোচর করিলাম।

হে কুরুকুলতিলক! সাত্যকিরে কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। বৃষ্ণিবংশীয়েরা সমরাঙ্গনে লব্ধলক্ষ্য হইয়া নানা প্রকার যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহাঁরা দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগের বিজেতা এবং কখন বিস্মিত হন না। উহাঁরা স্বীয় বাহু বলেই যুদ্ধ করিয়া থাকেন; অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করেন না। উহাঁদিগের তুল্য বলবান হস্ত, ছিন্ন [illegible] দৃষ্টিগোচর হয় নাই, হইবেও না [illegible] মহাণও হইতেছে না। উহাঁরা জ্ঞাতি করিবার বাসনায় [illegible]না এবং নিয়ত বৃদ্ধ- তখন সমস্ত সৈন্য উচ্চস্ব[illegible] করিয়া থাকেন। করিতে লাগিল। মহাত্মাক, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, এবং রাক্ষসেরাও বৃষ্ণিদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। উহাঁরা ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞাতিদিগের দ্রব্যে অভিলাষী নন। আপদ উপস্থিত হইলে যে কেহ তাহাঁদিগের রক্ষিতা হয়, তাহাঁরা কদাপি তাহার দ্রব্যে অভিলাষ করেন না। ঐ সত্যবাদী, ব্রহ্মানুষ্ঠান নিরত মহাত্মারা বিপুল অর্থশালী হইয়াও গর্ব্ব প্রকাশ করেন না। তাঁহারা বিপদকালে সমর্থ ব্যক্তিদিগকেও দীন বোধে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তাহাঁরা দেবপরায়ণ, দাতা ও নিরহঙ্কার; তন্নিবন্ধন বৃষ্ণিবংশীয়দিগের চক্র সতত অপ্রতিহত থাকে। হে রাজন! যদি কেহ ভূধর বহনে অথবা জলজন্তু পূর্ণ মহার্ণব সন্তরণেও সমর্থ হয়, তথাপি সে বৃষ্ণিবীরগণের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না। হে প্রভো! আপনার যে বিষয়ে সংশয় ছিল, তদ্বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম। যাহা হউক, আপনার দুর্নীতি নিবন্ধনই এই রূপ ঘটিতেছে।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা তদবস্থ হইয়া নিহত হইলে পুনরায় যেরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবা পরলোক গমন করিলে পর মহাবাহু অর্জ্জুন বাসুদেবকে কহিলেন, হে হৃষীকেশ! তুমি অবিলম্বে জয়দ্রথ সমীপে রথ সঞ্চালন করিয়া আমারে সফলপ্রতিজ্ঞ কর। হে মহাবাহো! দিবাকর সত্বর অস্তাচলে গমন করিতেছেন। আমারে অবিলম্বে এই জয়দ্রথবধরূপ মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। কৌরব পক্ষীয় মহারথগণও প্রাণপণে সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব যাহাতে আমি দিবাকর

অস্তাচলে গমন না করিতে করিতে জয়দ্রথকে বিনাশ পূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিতে পারি, এরূপ বিবেচনা করিয়া অশ্ব সঞ্চাচন কর। তখন অশ্বলক্ষণবিৎ মহাবাহু কেশব অবিলম্বে জয়দ্রথের রথাভিমুখে রজত প্রতিম তুরঙ্গগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং সিন্ধুরাজ অমোঘাস্ত্র মহাবীর ধনঞ্জয়কে শর সদৃশ বেগশীল অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধ প্রদীপ্ত নেত্রে তাঁহারে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে জয়দ্রথ রথের প্রতি গমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে কর্ণ! এ ক্ষণে অর্জ্জুনের সেই যুদ্ধ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে জয়দ্রথ বিনষ্ট না হয়, পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার চেষ্টা কর। দিবাভাগের আর অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; শরনিকরে অরাতির বিঘ্ন বিধান করিতে আরম্ভ কর। দিনক্ষয় হইলে নিশ্চয়ই আমরা জয়লাভ করিব। সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতে পারিলে অর্জ্জুন বিফল প্রতিজ্ঞ হইয়া অবশ্যই অনলে প্রবেশ করিবে, তাহা হইলে উহার সহোদরেরা অনুগামিগণ সমভিব্যাহারে এক মুহূর্ত্তও অর্জ্জুন শূন্য পৃথিবীতে প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। এই রূপে পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইলে আমরা এই সসাগরা ধরিত্রী নিষ্কণ্টকে উপভোগ করিব; আজি কিরীটী দৈব প্রভাবে বিপরীত বুদ্ধি হইয়া কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা না করিয়া আত্ম বিনাশের নিমিত্ত জয়দ্রথ বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছে। হে দুদ্ধর্ষ! তুমি জীবিত থাকিতে অর্জ্জুন কিরূপে সূর্য্যের অস্তগমন সময় মধ্যেই সিন্ধুরাজকে বিনষ্ট করিবে? আমি মদ্ররাজ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসন আমরা সকলে মহাবীর জয়দ্রথকে রক্ষা করিলে অর্জ্জুন কিরূপে উহাঁর বিনাশে সমর্থ হইবে? একে বহু সংখ্য বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আবার দিবাকর প্রায় অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন; অতএব বোধ হয়, ধনঞ্জয় কখনই জয়দ্রথের বধে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। হে কর্ণ! এ ক্ষণে তুমি আমারে এবং অশ্বত্থামা শল্য, কৃপ ও অন্যান্য বীরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া অসামান্য যত্ন সহকারে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন শরজালে বারংবার আমার কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। এক্ষণে আমি রণস্থলে অবস্থান করিতে হয় বলিয়াই অবস্থান করিতেছি। আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহার শরনিকরে একান্ত সন্তপ্ত ও নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে। যাহা হউক তোমার নিমিত্তই আমি প্রাণ ধারণ করিয়া আছি; অতএব যাহাতে অর্জ্জুন সিন্ধুরাজকে সংহার করিতে না পারে সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিয়া তাহার চেষ্টা করিব। আমি সমরাঙ্গনে শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ধনঞ্জয় কদাচ জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না। হে কুরুরাজ! হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র ভক্তি পরায়ণ লোকে যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে আমিও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত। আজি আমি তোমার প্রিয়কার্য্য সংসাধন ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যাহার পর নাই যত্ন করিব। আজি সৈন্যগণ আমার

ও অর্জ্জুনের লোমহর্ষণ অতি দারুণ যুদ্ধ অবলোকন করুক।

হে মহারাজ! তাঁহারা উভয়ে এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে মহাবীর অর্জ্জুন আপনার সৈন্য সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণের অর্গল তুল্য করিশুণ্ড সদৃশ ভুজদণ্ড ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বগ্রীবা, করিশুণ্ড ও রথের অক্ষ সকল ছেদন করিয়া রুধির লিপ্ত কলেবর, প্রাস তোমরধারী অশ্বারোহীদিগকে ক্ষুর দ্বারা দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিতে লাগিলেন। অসংখ্য অশ্ব ও মাতঙ্গ তাঁহার শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজ, ছত্র, চাপ, চামর ও মস্তক সকল চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। হুতাশন যেমন প্রাদুর্ভূত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন শরানলে কৌরব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া অনতিকাল মধ্যে ধরণীতল রুধিরাভিষিক্ত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সত্যবিক্রম অর্জ্জুন এই রূপে আপনার পক্ষ বহুসংখ্য বীরগণকে সংহার করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তিনি ভীম ও সাত্যকি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় পরিশোভা ধারণ করিলেন। আপনার দলীয় বীরগণ অর্জ্জুনকে স্বীয় বীর্য্য প্রভাবে পূর্ব্ববৎ অবস্থায় অবস্থান করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কোন রূপেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তৎকালে মহারাজ দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ ইঁহারা রোষাবিষ্ট হইয়া জয়দ্রথকে সমভিব্যাহারে লইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিলেন। সংগ্রাম কোবিদ, ব্যাদিতানন অন্তক সদৃশ, নিতান্ত ভয়ঙ্কর মহাবীর ধনঞ্জয় ধনুষ্টঙ্কার ও তলধ্বনি করত সমরাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ নির্ভীকচিত্তে তাঁহারে পরিবেষ্টন ও জয়দ্রথকে পশ্চাদ্ভাগে সংস্থাপন করিয়া কৃষ্ণের সহিত উহাঁরে সংহার করিতে অভিলাষী হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান ভাস্কর লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সূর্য্যের অচিরাৎ অস্ত গমন বাসনা করত ভুজঙ্গভোগ সদৃশ ভুজ দ্বারা কার্ম্মুক আনত করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি সূর্য্যরশ্মি সদৃশ শত শত সায়ক প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সমর দুর্ম্মদ মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রত্যেক শর দ্বিধা, ত্রিধা ও অষ্টধা ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সিংহলাঙ্গুল কেতু অশ্বত্থামা আপনার শক্তি প্রদর্শন করিবার বাসনায় অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দশ শরে পার্থ ও সাত শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করত রথমার্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণও মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে রথ সমূহে অর্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সিন্ধুরাজকে রক্ষা করত শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক সায়কনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সকলে মহাবীর পার্থের বাহুবল, গাণ্ডীব বল ও শরজালের অক্ষয়ত্ব দর্শন করিতে লাগিল। তিনি অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক অশ্বত্থামা ও কৃপের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া সেই সিন্ধুরাজের রক্ষায় সমুদ্যত কৌরব পক্ষীয় বীরগণের প্রত্যেককে নয় নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা পঞ্চবিংশতি, বৃষসেন সাত, দুর্য্যোধন বিংশতি এবং কর্ণ ও শল্য তিন তিন শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন ও শরাসন বিধূনন পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত

বারংবার শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই মহাবীরগণ অবিলম্বে পরস্পরের রথ সংশ্লিষ্ট করিয়া সূর্য্যের অচিরাৎ অস্তাচল গমনাভিলাষে ধনুঃকম্পন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া জলধর যেমন পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুনের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দিব্য শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কৌরব পক্ষীয় বহুসংখ্য বীরগণকে বিনাশ করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট গমন করিলেন। কর্ণ তদ্দর্শনে ভীমসেন ও সাত্যকির সমক্ষেই অর্জ্জুনকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সর্ব্ব সৈন্যগণ সমক্ষে তাঁহারে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে সাত্যকি তিন, ভীম তিন ও অর্জ্জুন সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে বহু বীরের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি একমাত্র হইয়াও ক্রোধভরে ঐ তিন মহারথকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শত সায়কে কর্ণের মর্ম্মস্থল আহত করিলে সূতপুত্র রুধিরদিগ্ধ দেহ হইয়া পঞ্চাশৎ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণের হস্তলাঘব দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক সত্বরে নয় বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া তাঁহারে সংহার করিবার নিমিত্ত সত্বরে এক সূর্য্য সঙ্কাশ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সেই অর্জ্জুন বিসৃষ্ট শর মহাবেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সূতপুত্র সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র সায়কে পাণ্ডবপ্রধান অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সমীরণ যেমন শলভশ্রেণী অপসারিত করে, তদ্রূপ প্রবলপ্রতাপ অর্জ্জুন কর্ণবিসৃষ্ট সেই সমস্ত শর তৎক্ষণাৎ নিরাশ করিয়া বীরগণ সমক্ষে পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কর্ণও প্রতিকার প্রদর্শন করিবার অভিলাষে সহস্র সহস্র সায়কে অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় বৃষের ন্যায় নিনাদ করত অজিহ্মগ সায়কনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনারাও তিরোহিত হইলেন। পরে সেই দুই মহাবীর স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক পরস্পরকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া গর্জ্জন করত ক্ষিপ্রহস্তের অত্যাশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সংগ্রাম স্থলস্থিত সকলেই তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য রূপ অবলোকন এবং বায়ুবেগগামী সিদ্ধ ও চারণগণ তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই বীর দ্বয় পরস্পর বধার্থী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন আপনার পক্ষীয় বীরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! কর্ণ আমারে কহিয়াছেন, তিনি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না; অতএব এ ক্ষণে তোমরা সাবধানে সূতপুত্রকে রক্ষা কর। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন বীরগণকে এই কথা কহিতেছেন; এমন সময় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন কর্ণের বলবীর্য্য দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট ও ভল্লাস্ত্রে সারথিরে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের সমক্ষেই তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। আবার কর্ণ এই রূপে অর্জ্জুন শর সমাচ্ছন্ন এবং হতাশ্ব ও হত

সারথি হইয়া মোহাবেশ প্রভাবে কিঙ্কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কর্ণকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মদ্ররাজ ত্রিংশৎ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে কৃপাচার্য্য বিংশতি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সিন্ধুরাজ চারি ও বৃষসেন সাত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামারে চতুঃষষ্টি, মদ্ররাজকে শত ও জয়দ্রথকে দশ ভল্লে এবং বৃষসেনকে তিন ও কৃপাচার্য্যকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। পরে আপনার পক্ষ বীরগণ পার্থের প্রতিজ্ঞা প্রতিঘাতের নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কৌরবগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে বরুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। কৌরবেরাও মহার্হ রথারোহণ পূর্ব্বক শরবর্ষণ করত অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই রূপে মহা মোহকর অতিভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে কিরীটী কিছুমাত্র চমৎকৃত না হইয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কৌরবগণ কৃত দ্বাদশ বর্ষ সমুৎপন্ন ক্লেশ পরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক রাজ্য লাভার্থী হইয়া গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শরনিকরে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডলে উল্কা সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ও বহুসংখ্য বায়স নরকলেবরে নিপতিত হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ যেমন রোষপরবশ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ জ্যা সম্পন্ন পিনাক দ্বারা শক্রগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অশ্ব ও গজ সমুদায়ে সমারূঢ় কৌরবগণের শরজাল নিরাশ করিয়া তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহীপালগণ গুর্ব্বী গদা, লৌহময় অর্গল, অসি, শক্তি ও অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সহসা অর্জ্জুনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে হাস্যমুখে যুগান্ত কালীন মেঘগম্ভীর নিস্বন মহেন্দ্র চাপ প্রতিম গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ করিয়া কৌরবগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধরদিগকে রথী, নাগ ও পদাতিগণের সহিত অস্ত্রবিহীন ও নিপাতিত করিয়া যমরাজ্য বর্দ্ধন করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় কার্ম্মুক আকর্ষণ করিলে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ অন্তকের সুস্পষ্ট উৎক্রোশ শব্দ সদৃশ, দেবরাজের অতিগভীর অশনি নির্ঘোষ তুল্য টঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যুগান্ত বাতাহত, উত্তাল তরঙ্গমালা সঙ্কুল, মীন মকর সমাকীর্ণ সমুদ্র জলের ন্যায় অতিশয় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এককালে দশ দিকে বিচিত্র অস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে, কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান, কখন শরাকর্ষণ, আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাঁহার হস্তলাঘব প্রযুক্ত তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। অনন্তর তিনি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরব সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করত দুরাসদ ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য অগ্নিমুখ সুপ্রদীপ্ত দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সমুদায় সূর্য্যরশ্মি

সন্নিভ অস্ত্র অন্তরীক্ষে সমুত্থিত হওয়াতে আকাশমণ্ডল অসংখ্য মহোল্কা পরিবৃতের ন্যায় দুর্ন্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! কৌরবেরা ইতি পূর্ব্বে বহু সহস্র সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক রণস্থলে যে গাঢ় অন্ধকার সমুৎপাদিত করিয়াছিলেন, অন্যান্য বীরগণ মনেও উহা নিবারণ করিবার কল্পনা করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে স্বীয় করজাল দ্বারা গাঢ় অন্ধকার বিনাশ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত দিব্যাস্ত্র প্রভাবে সেই শরান্ধকার অনায়াসে দূরীকৃত করিলেন এবং নিদাঘ সূর্য্য যেমন করজাল দ্বারা পল্বল সলিল বিনাশ করেন, তদ্রূপ শরজাল দ্বারা কৌরব সৈন্যগণকে নিধন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণ যেমন ধরাতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ অর্জ্জুন বিসৃষ্ট শর সমুদায় কৌরব পক্ষীয় বীরগণের উপর নিপতিত হইয়া প্রিয় সুহৃদের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ফলত তৎকালে যে যে শূরাভিমানী যোদ্ধা ধনঞ্জয় সমীপে গমন করিলেন, তৎসমুদায়কেই তাঁহার শরানলে পতঙ্গবৃত্তি লাভ করিতে হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিগণের জীবন ও কীর্ত্তি বিলোপ করিয়া মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি কাহারও কিরীটমণ্ডিত মস্তক, কাহারও অঙ্গদযুক্ত বিপুলভুজ এবং কাহারও বা কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণ ছেদন করিয়া সাদিগণের প্রাসযুক্ত, নিষাদিগণের তোমর যুক্ত, পদাতিগণের চর্ম্মযুক্ত, রথিগণের কার্ম্মুকযুক্ত ও সারথিগণের প্রতোদযুক্ত বাহু সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দীপ্ত শরনিকর বর্ষণ করত স্ফুলিঙ্গ যুক্ত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভমান হইলেন। ঐ দেবরাজ প্রতিম সর্ব্বশস্ত্র বিশারদ মহাবীর রথারোহণে একেবারে চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করত কখন মহাস্ত্র নিক্ষেপ, কখন রথমার্গে নৃত্য, কখন জ্যাশব্দ ও কখন বা তলধ্বনি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নরপতিরা যত্নবান্ হইয়াও মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় ঐ প্রতাপশালী বীরকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সশর শরাসন ধারণ করিয়া বারিধারাবর্ষী ইন্দ্রায়ুধ সমাযুক্ত বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত দুস্তর ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল বিস্তার করিলে কাহার মস্তক ছিন্ন, কাহার বাহু নিকৃত্ত, কাহার ভুজদণ্ড পাণিশূন্য এবং কাহারও বা পাণিতল অঙ্গুলি বিযুক্ত হইয়া গেল। মদমত্ত মাতঙ্গগণের দন্ত ও শুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইল। অশ্ব সকল ছিন্নগ্রীব ও রথ সমূহ চূর্ণ হইতে লাগিল এবং যোধগণ কেহ ছিন্নাস্ত্র, কেহ ছিন্নপাদ ও কেহ কেহ ভগ্নসন্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! ঐ সময় সমরভূমি মৃত্যুর আবাস স্থানের ন্যায় পশুঘাতী রুদ্রের আক্রীড় ভূমির ন্যায় ভীরুজনের নিতান্ত ভয়াবহ হইল। মাতঙ্গগণের খণ্ডিত শুণ্ড সমুদায় ইতস্তত নিক্ষিপ্ত থাকাতে রণস্থল ভুজগকুলে সমাকুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অসংখ্য মস্তক সমন্তাৎ বিকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যে, রণভূমি পদ্মমাল্যে বিভূষিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি বিচিত্র উষ্ণীষ, মুকুট, কেয়ূর, অঙ্গদ, কুণ্ডল, সুবর্ণ বর্ম্ম, হস্তী ও অশ্বগণের অলঙ্কার এবং শত শত কিরীট নিপাতিত থাকাতে সমরভূমি নববধূর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরাঙ্গনে ভীষণ বৈতরণী নদীর ন্যায় ভীরুগণের ভয়াবহ এক অগাধ বিচিত্র ধ্বজপতাকা পরিশোভিত শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। মজ্জা ও

মেদ উহার কর্দ্দম; কেশনিচয় শাদ্বল ও শৈবাল; মস্তক ও বাহু সকল তটস্থিত পাষাণখণ্ড; ছত্র এবং চাপ সমূহ তরঙ্গ; রথ-সমুদায় ভেলা; অশ্ব সকল তীরভূমি; কাক ও কঙ্ক সমুদায় মহানক্র; গোমায়ু সকল মকর এবং গৃধ্রকুল উহার গ্রাহ সমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ নদীর মধ্যে অসংখ্য নরকলেবর, গজদেহ, গ্রীবা, অস্থি, রথ, চক্র, যুগ, ঈষা, অক্ষ, কূবর, ভুজগাকার প্রাস, শক্তি, অসি, পরশু ও বিশিখ সকল বিকীর্ণ থাকাতে উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। উহার উভয় কূলে শিবাগণ অতি ভীষণ রব এবং অসংখ্য ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। গতাসু যোধগণের স্পন্দহীন শত শত দেহ উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মহারাজ! মূর্ত্তিমান অন্তকের ন্যায় অর্জ্জুনের এই রূপ অদ্ভুত বিক্রম দর্শনে কৌরবগণের মনে অভূতপূর্ব্ব ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র দ্বারা বীরগণের অস্ত্র সমুদায় ছেদন করত অতি রৌদ্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনারে রৌদ্রকর্ম্মা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি রথিগণকে অতিক্রম করিলে কোন বীরই মধ্যাহ্ন কালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহার গাণ্ডীব ধনু হইতে শর সমূহ নির্গত হইলে আকাশমণ্ডল বকপংক্তি পরিশোভিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই রূপে সিন্ধুরাজ বধার্থী কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমস্ত রথীদিগকে মুগ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করত দ্রুতবেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসন বিমুক্ত শরনিকর যেন অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় তিনি যে, কখন কার্ম্মুক গ্রহণ, কখন শরসন্ধান, আর কখন ইষু শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপে শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও সমস্ত রথীদিগকে একান্ত ব্যাকুলিত করত জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহারে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় যোধগণ ধনঞ্জয়কে সৈন্ধবাভিমুখে সমুপস্থিত দেখিয়া জয়দ্রথের জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষ যে সমস্ত বীর মহাবীর অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, অর্জ্জুন নির্ম্মুক্ত শরনিকর তাঁহাদের উপর নিপতিত হইয়া প্রাণ সংহার করিল। মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপে অনল সঙ্কাশ শরজাল দ্বারা আপনার সেই চতুরঙ্গ বল একান্ত ব্যাকুলিত ও সমরাঙ্গন কবন্ধ সমাকুল করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বত্থামারে পঞ্চাশত, কর্ণকে দ্বাত্রিংশৎ, কৃপাচার্য্যকে নয়, শল্যকে ষোড়শ, কর্ণকে দ্বাত্রিংশৎ ও সিন্ধুরাজকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ ধনঞ্জয় শরাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি ধনঞ্জয়ের রথ লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে আশীবিষ সদৃশ কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত শরনিকর আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বাসুদেবকে তিন, ধনঞ্জয়কে ছয় নারাচে বিদ্ধ করিয়া আট শরে তাঁহার অশ্ব ও এক শরে ধ্বজদণ্ড বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সৈন্ধব প্রেরিত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিরাস করিয়া শরযুগল দ্বারা যুগপৎ জয়দ্রথের সারথির মস্তক ও সুসজ্জিত অগ্নিশিখা সদৃশ বরাহধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ঐ সময় বাসুদেব দিবাকরকে অতি

সত্বরে অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত ছয় জন মহারথ জয়দ্রথকে মধ্যস্থলে সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথও প্রাণ রক্ষার্থ নিতান্ত ভীত হইয়াছে। তুমি ঐ ছয় রথীকে পরাজয় না করিয়া প্রাণপণে যত্ন করিলেও জয়দ্রথকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আমি সূর্য্যকে আবরণ করিবার নিমিত্ত যোগমায়া প্রকাশ করিব; তাহার প্রভাবে দুরাত্মা সিন্ধুরাজ দিবাকরকে অস্তগত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আপনার জীবন লাভ ও তোমার বধ সাধন হইল বিবেচনা করিয়া হর্ষভরে কদাচ আত্মগোপন করিবে না। সেই সুযোগে তুমি উহারে অনায়াসে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু তৎকালে সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন মনে করিয়া তুমি সৈন্ধব সংহারে কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না। তখন অর্জ্জুন তাহাই হইবে বলিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের বাক্যে স্বীকার করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ যোগমায়া প্রভাবে অন্ধকার সৃষ্টি করিলেন। দিবাকর তিরোহিত হইল। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুন বিনাশার্থ সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের অদর্শনে সৈনিক পুরুষগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আনন উন্নমিত করিয়া দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, জয়দ্রথ নিঃশঙ্কচিত্তে দিবাকরকে দর্শন করিতেছে, উহারে সংহার করিবার এই উপযুক্ত অবসর। অতএব তুমি অবিলম্বে উহার মস্তক ছেদন করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা সফল কর।

মহাত্মা কেশব এই রূপ কহিলে প্রবল প্রতাপ অর্জ্জুন সূর্য্য ও অনল সদৃশ শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া কৃপাচার্য্যকে বিংশতি, কর্ণকে পঞ্চাশত, শল্যকে ছয়, দুর্য্যোধনকে ছয়, বৃষসেনকে আট, সিন্ধুরাজকে ষষ্টি এবং অন্যান্য কৌরব সৈন্যদিগকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া মহাবীর জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়দ্রথ রক্ষক বীরগণ প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ অর্জ্জুনকে অভিমুখে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত সংশয়ারূঢ় হইলেন এবং জয়লাভার্থ তাঁহার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন জয়শালী মহাবাহু অর্জ্জুন অরাতিগণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রোষাবিষ্ট মনে তাঁহাদের বিনাশ বাসনায় অতি ভীষণ শরজাল বিস্তার করিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যেরা অর্জ্জুনের শরনিকরে সমাহত হইয়া সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল; তৎকালে ভয়ে দুইজনে একত্র গমন করিতে সাহসী হইল না। মহারাজ! তখন আমরা সেই মহাযশস্বী অর্জ্জুনের কি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি যেরূপ যুদ্ধ করিলেন, সেরূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হয় নাই হইবেও না। রুদ্র যেমন প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং সারথিদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কোন হস্তী, অশ্ব বা মনুষ্যকে অর্জ্জুন শরে অনাহত অবলোকন করিলাম না। ঐ সময় সকলেই রজোরাশি ও অন্ধকার প্রভাবে দৃষ্টি হীন হইয়া ঘোরতর মোহপ্রাপ্ত হইল। কেহ কাহারে বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। কাল প্রেরিত অসংখ্য সৈন্য অর্জ্জুন শরে মর্ম্ম পীড়িত হইয়া কেহ ভ্রমণ, কেহ স্খলিত পদ, কেহ পতিত, কেহ অবসন্ন এবং কেহ বা ম্লান হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! সেই প্রলয়কাল সদৃশ মহা দুস্তর অতি ভীষণ সংগ্রাম সময়ে ধরাতল রুধিরসিক্ত এবং বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলে পার্থিব রজোরাশি নিরাকৃত হইয়া গেল। রথচক্র সকল নাভিদেশ পর্য্যন্ত রুধিরে নিমগ্ন হইল। আরোহিবিহীন বেগবান কুঞ্জর ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও রুধির নিমগ্ন হইয়া আর্ত্তনাদ করত স্বপক্ষীয় বলমর্দ্দন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। সাদিবিহীন অশ্বগণ এবং পদাতি সমুদায় অর্জ্জুন শরে সমাহত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্তত ধাবমান হইল। বীরগণ বর্ম্মবিহীন হইয়া ভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তকেশে, রুধিরাক্ত গাত্রে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ গাঢ় আঘাতে বিনষ্ট হইয়া সমর ভূমিতে নিপতিত রহিল এবং অনেকে নিহত হস্তি সমুদায় মধ্যে বিলীন হইয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই রূপে কৌরব সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া সিন্ধুরাজের রক্ষক কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য, বৃষসেন এবং দুর্য্যোধনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি লঘুহস্ততা প্রযুক্ত যে কখন শর গ্রহণ, কখন শর সন্ধান, আর কখনই বা শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল তাঁহার মণ্ডলাকার কার্ম্মুক ও সমন্তাৎ সমাকীর্ণ শরজালই আমাদের নেত্রপথে পতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে কর্ণ ও বৃষসেনের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভল্লাস্ত্র দ্বারা শল্যের সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অসংখ্য শরনিপাতে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন কৌরব পক্ষীয় মহারথগণকে একান্ত ব্যাকুলিত করিয়া অনল সন্নিভ, অশনিসম, দিব্যমন্ত্রপূত নিরন্তর গন্ধমাল্যে অর্চ্চিত, এক ভয়ঙ্কর শর তূণীর হইতে উদ্ধার করিয়া বিধিপূর্ব্বক বজ্রাস্ত্রের সহিত সংযোজিত করত সত্বরে গাণ্ডীব শরাসনে সন্ধান করিলেন। নভোমণ্ডলস্থ প্রাণিগণ তদ্দর্শনে মহানাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব পুনরায় সত্বরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দিবাকর অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতেছেন; অতএব তুমি শীঘ্র দুরাত্মা সিন্ধুরাজের শিরশ্ছেদন কর; কিন্তু আমি সিন্ধুরাজ বধবিষয়ে এক উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

জয়দ্রথের পিতা ত্রিলোক বিশ্রুত মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র বহুকালের পর জয়দ্রথকে লাভ করেন। জয়দ্রথের জন্মকালে এই দৈববাণী তাহার পিতার কর্ণগোচর হইয়াছিল, হে রাজন! তোমার আত্মজ এই জীবলোকে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয়দিগের ন্যায় কুল, শীল ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতি সদ্গুণে ভূষিত হইবেন এবং সকল বীর পুরুষেরাই প্রতি নিরত ইহাঁর সৎকার করিবেন; কিন্তু কোন এক ক্ষত্রিয় প্রধান সুপ্রসিদ্ধ শত্রু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধকালে ইহাঁর শিরশ্ছেদন করিবেন। সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই দৈববাণী শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রস্নেহে অতিমাত্র কাতর হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করত জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, যে ব্যক্তি ঘোরতর সংগ্রামকালে আমার এই একান্ত দুর্ব্বহ ভারবাহী পুত্রের মস্তক ধরণীতলে নিপাতিত করিবে, তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই বলিয়া জয়দ্রথকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া বন গমন পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে অর্জ্জুন! তিনি এক্ষণে এই কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে সমন্ত পঞ্চক নামক তীর্থে অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন; অতএব তুমি ভয়-

ক্ষর দিব্যাস্ত্র প্রভাবে জয়দ্রথের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া অবিলম্বে তাঁহার অঙ্কে নিপাতিত কর। যদি তুমি স্বয়ং ইহার মস্তক ভূতলে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমারও মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে। হে ধনঞ্জয়! দিব্যাস্ত্র প্রভাবে এরূপ অলক্ষিত ভাবে জয়দ্রথের মস্তক উহার পিতার অঙ্কে নিপতিত করিবে যেন তিনি কোনমতেই ঐ বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ না হন। হে অর্জ্জুন! এই ত্রিলোক মধ্যে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক সেই সৈন্ধব বধার্থে কৃতসন্ধান ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শ্যেন পক্ষী যেমন বৃক্ষাগ্র হইতে শকুন্তকে হরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত অশনি সদৃশ শর জয়দ্রথের মস্তক হরণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শত্রুগণের শোকোদ্দীপন ও মিত্রগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত ঐ ছিন্ন মস্তক ধরাতলে নিপতিত না হইতে হইতেই শরনিকর দ্বারা পুনর্ব্বার উর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়া সমস্ত পঞ্চকের বহির্ভাগে উপনীত করিলেন। ঐ সময় মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন। ধনঞ্জয় সেই জয়দ্রথের কুণ্ডলালঙ্কৃত ছিন্নমুণ্ড অলক্ষিত রূপে তাঁহার অঙ্কদেশে নিপাতিত করিলেন। মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র জপসমাপনান্তে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র সেই জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। তখন বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সকলেই অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে অর্জ্জুন শরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ অন্ধকার প্রতিসংহার করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ সেই বাসুদেব কৃত মায়াজালে বিস্তারের বিষয় সম্যক অবগত হইলেন। হে রাজন্! আপনার জামাতা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এই প্রকারে আট অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুন শরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্রগণের নেত্রযুগল হইতে শোকাবেগ প্রভাবে অনর্গল অশ্রুজল নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবোধিত করিয়াই যেন সিংহনাদ দ্বারা রোদসী প্রতিধ্বনিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির সেই সিংহনাদ শ্রবণে অর্জ্জুন শরে সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছেন অনুমান করিয়া বাদ্যধ্বনি দ্বারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে আনন্দিত করত সংগ্রাম করিবার বাসনায় দ্রোণের সহিত সমাগত হইলেন। ঐ সময় দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে সোমকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সোমকেরা ভারদ্বাজকে বিনাশ করিবার বাসনায় পরম প্রযত্ন সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজ বধ জনিত জয়লাভে উন্মত্ত প্রায় হইয়া দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার পক্ষ মহারথগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর সিন্ধুরাজ নিহত হইলে কৌরব পক্ষীয় বীরগণ কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর কৃপাচার্য্য জয়দ্রথকে নিহত দেখিয়া রোষা-

বিষ্ট চিত্তে ধনঞ্জয়ের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামাও ঐ সময় রথা-রোহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই রূপে মহারথ কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা উভয়ে দুই দিক হইতে অতি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জ্জুন তাঁহাদের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। তখন তিনি গুরু, কৃপাচার্য্য ও গুরুপুত্র অশ্বত্থামারে বিনাশ করিবার বাসনায় আচার্য্যের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় অস্ত্র দ্বারা কৃপ ও অশ্বত্থামার শরবেগ নিবারণ করিলেন। তৎপরে তাঁহাদের নিধন বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্দবেগে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নির্ম্মুক্ত শর সমুদায় অনবরত গাত্রে নিপতিত হওয়াতে তাঁহারা দুইজনে অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। কৃপাচার্য্য পার্থ শর প্রভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। সারথি তাঁহারে বিহ্বল দেখিয়া মৃতজ্ঞানে রথ লইয়া পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামাও ভীত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় শর পীড়িত কৃপাচার্য্যকে রথোপরি মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া বিলাপ করত অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীন বচনে কহিতে লাগিলেন, বিজ্ঞবর বিদুর কুলান্তক পাপাত্মা দুর্য্যোধন জন্মিবা মাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন যে, এই কুলাঙ্গারকে বিনাশ করুন। ইহা হইতেই কৌরবগণের মহা ভয় উপস্থিত হইবে। এখন সত্যবাদী বিদুরের সেই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্তই আজি গুরুকে শরশয্যায় শয়ান দেখিতে হইল। অতএব ক্ষত্রিয়দিগের আচার ও বলবীর্য্যে ধিক্; আমার সদৃশ কোন্ ব্যক্তি আচার্য্যের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়। মহাত্মা কৃপ ঋষিপুত্র, আমার আচার্য্য ও দ্রোণের প্রিয় সখা; আমি ইচ্ছা না করিয়াও উঁহারে শরনিকরে নিপীড়িত করিলাম! উনি আমার বাণে নিপীড়িত ও রথোপরি অবসন্ন হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন। উনি আমারে অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিলেও আমার উপেক্ষা করা উচিত; কিন্তু আমি বিপরীতাচরণ করিয়াছি। এ ক্ষণে উনি আমার শরে মূর্চ্ছিত হইয়া আমারে পুত্রশোক অপেক্ষা অধিকতর দুঃখগ্রস্ত করিলেন। হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, কৃপাচার্য্য দীনভাবে রথোপরি অবসন্ন রহিয়াছেন! যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন, তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন। আর যে দুরাত্মারা কৃতবিদ্য হইয়া শিক্ষকদিগকে বিনাশ করে, তাহারা নিরয়গামী হয়। অতএব আজি আমি শরবর্ষণে আচার্য্যকে রথমধ্যে অবসন্ন করিয়া নরকগমনের কার্য্য করিলাম। কৃপাচার্য্য আমার অস্ত্রশিক্ষা সময়ে কহিয়াছিলেন যে, হে কুরুবংশোদ্ভব! তুমি কখনই গুরুরে প্রহার করিও না; কিন্তু আজি আমি তাঁহারে শরাঘাত করিয়া তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলাম। এক্ষণে রণে অপরাঙ্মুখ, পূজ্যতম গোতম পুত্রকে প্রণাম করি, আমি উঁহারে প্রহার করিয়াছি; আমারে ধিক্।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন এই রূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর কর্ণ সিন্ধুরাজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও সাত্যকি, কর্ণকে অর্জ্জুনের সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে ধনঞ্জয় হাস্য বদনে কৃষ্ণকে

কহিলেন, হে হৃষীকেশ! ঐ দেখ, মহাবীর সূতপুত্র সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতেছে, ঐ মহাবীর কখনই ভূরিশ্রবার বিনাশ সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব শীঘ্র কর্ণের সমীপে রথ সঞ্চালন কর। কর্ণ যেন সাত্যকিরে ভূরিশ্রবার পদবীতে প্রেরণ করিতে না পারে।

মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপ কহিলে মহাবাহু কেশব তাঁহারে তৎকালোচিত কথা কহিতে লাগিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবাহু সাত্যকি একাকীই কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ; তাহাতে আবার যুধামন্যু ও উত্তমৌজা উহার সহায় রহিয়াছে। বিশেষত এখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। উহার নিকট প্রজ্বলিত মহোল্কা সদৃশ বাসব প্রদত্ত শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মহাবীর তোমার সংহারার্থই যত্ন পূর্ব্বক ঐ শক্তি রাখিয়াছে। অতএব কর্ণ এ ক্ষণে সাত্যকির নিকট গমন করুক। হে অর্জ্জুন! তুমি যে সময়ে ঐ দুরাত্মারে তীক্ষ্ণ শরে ভূতলে নিপাতিত করিবে, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে কর্ণের সহিত সাত্যকির কিরূপ সংগ্রাম হইল? সাত্যকি রথ বিহীন হইয়াছিলেন; এ ক্ষণে তিনি কোন রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিলেন? আর পাণ্ডব পক্ষ চক্র রক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাই বা কিরূপে সংগ্রাম করিলেন? এই সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট আপনারই দুরাচার জনিত সমর বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি; আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। মহাত্মা বাসুদেব অতীত ও অনাগত বিষয় বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যূপকেতু ভূরিশ্রবা যে, সাত্যকিরে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি তন্নিবন্ধন নিজ সারথি দারুককে রথ সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। হে কুরুরাজ! দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণের মধ্যে মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারে, এমন কেহই নাই। পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ ও সিদ্ধগণ ঐ দুই মহাত্মার অতুল প্রভাবের বিষয় সম্যক্ বিদিত আছেন। যাহা হউক, এ ক্ষণে যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

মহামতি বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিরে রথ শূন্য ও কর্ণকে যুদ্ধে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া ঋষভস্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। দারুক সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে কৃষ্ণের সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে সাত্যকির নিকট গরুড় ধ্বজ রথ উপনীত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কেশবের আদেশানুসারে কামগামী স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারি অশ্ব সংযোজিত, সূর্য্যাগ্নি সঙ্কাশ, বিমান প্রতিম রথে আরোহণ করিয়া সায়ক বর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাও ধনঞ্জয়ের রথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ রোষভরে শরবর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সাত্যকির সহিত কর্ণের যেরূপ সংগ্রাম হইল, ঐরূপ যুদ্ধ ভূলোক বা দ্যুলোকেও দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও রাক্ষসগণ মধ্যেও কদাচ উপস্থিত হয় নাই। সেই উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল তৎকালে ঐ বীর দ্বয়ের মোহকর কার্য্য অবলোকন করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। তাহারা

সেই বীর দ্বয়ের অলৌকিক সংগ্রাম এবং রথস্থ দারুকের গত, প্রত্যাগত, আবৃত্ত, মণ্ডল ও সন্নিবর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন সহকারে সারথ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া অনন্যমনে ঐ উভয় বীরের ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

তখন মিত্রার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমর সঙ্কাশ মহাবীর কর্ণ ভূরিশ্রবা ও জলসন্ধের বিনাশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শরবর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শোকাবেগ বশত ভীষণ ভুজগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষারুণ নেত্রে সাত্যকিরে দগ্ধ করিয়াই যেন বারংবার মহাবেগে ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহারে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গকে দন্তাঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই অনুপম পরাক্রমশালী বীর দ্বয় ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর মিলিত হইয়া শরনিকরে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি শরজাল দ্বারা বারংবার কর্ণের কলেবর ভেদ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিরে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিলেন এবং নিশিত শরনিকরে তাঁহার শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব বিনষ্ট ও শত শরে ধ্বজ দণ্ড শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই তাঁহারে রথহীন করিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষ মদ্ররাজ শল্য কর্ণাত্মজ বৃষসেন ও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা চতুর্দ্দিক হইতে সাত্যকিরে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য আকুল হইয়া উঠিল; কেহ কিছুই জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। সৈন্যগণ কর্ণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর কর্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের সহিত বাল্যাবধি সৌহার্দ্দ স্মরণ ও তাঁহারে রাজ্য প্রদান করিবার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক সংগ্রাম করত সাত্যকির শরজালে সমাচ্ছন্ন ও একান্ত বিহ্বল হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করিলেন।

মহাবীর সাত্যকি এই রূপে কর্ণকে রথশূন্য করিয়া দুঃশাসন প্রভৃতি শূরগণকে বিরথ ও বিহ্বল করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীমের পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক কিছুতেই তাঁহাদিগের প্রাণ নাশ করিলেন না। আর মহাবীর অর্জ্জুন পুনর্দ্যূত সময়ে কর্ণকে সংহার করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন যুযুধান তাঁহার বিনাশেও ক্ষান্ত হইলেন। কর্ণ প্রমুখ মহারথগণ সাত্যকিরে বধ করিবার নিমিত্ত বারংবার যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ মহাবীর ধর্ম্মরাজের হিতানুষ্ঠানার্থ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া একমাত্র ধনু প্রভাবে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য মহারথগণকে পরাজয় করিলেন। এই রূপে বাসুদেব ও অর্জ্জুন সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি হাস্যমুখে আপনার পক্ষ সৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও সাত্যকি এই তিন জনই মহাধনুর্দ্ধর; ইহাঁদের তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কাহাকেও উপলব্ধ হয় না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বলবীর্য্য দর্পিত, দারুক সারথি সমবেত, বাসুদেব সদৃশ মহাবীর সাত্যকি কৃষ্ণের অজেয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক কর্ণকে রথশূন্য করিয়া

কি আর কোন রথে সমারূঢ় হইয়াছিলেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। অতএব আমার সমক্ষে উহা কীর্ত্তন কর। আমার মতে সাত্যকির পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা কহিলেন, কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। কিয়ৎক্ষণ পরে দারুকের অনুজ যথাবিধ সুসজ্জিত লৌহ ও কাঞ্চনময় পট্টে বিভূষিত, বিচিত্র কূবর যুক্ত, তারা সহস্র খচিত, সিংহ ধ্বজ ও পতাকা সম্পন্ন, সুবর্ণালঙ্কৃত বায়ুবেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, মেঘ গভীর নিস্বন অন্য এক রথ সাত্যকির নিকট আনয়ন করিল। মাহাবীর যুযুধান উহাতে আরোহণ করিয়া কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণ সারথি দারুক স্বেচ্ছানুসারে কৃষ্ণের সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন কর্ণের এক সারথিও শঙ্খ ও গোক্ষীরের ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ, কাঞ্চন বর্ম্মধারী বেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, সুবর্ণ কক্ষা যুক্ত, ধ্বজ দণ্ডে সুশোভিত, যন্ত্রবদ্ধ, পতাকায় সমলঙ্কৃত, বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছদে পরিপূর্ণ রথ সমানীত করিল। মহাবীর কর্ণ তাহাতে আরোহণ করিয়া বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুদায় কহিলাম। এ ক্ষণে আপনার দুর্নীতিজনিত বিনাশ বৃত্তান্তও শ্রবণ করুন। এই যুদ্ধে বিচিত্র যোদ্ধা ভীমসেন আপনার দুর্ম্মুখ প্রমুখ এক ত্রিংশৎ পুত্রকে এবং সাত্যকি ও অর্জ্জুন ভীষ্ম ও ভগদত্ত প্রভৃতি শত শত বীরগণকে বিনাশ করিলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুর্মন্ত্রণা প্রভাবেই এই রূপ লোক ক্ষয় হইতেছে।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার এবং পাণ্ডব পক্ষীয় বীরপুরুষগণ রণস্থলে তদবস্থাপন্ন হইলে মহাবীর ভীম কি করিল, তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! রথবিহীন মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাত! কর্ণ তোমার সাক্ষাতেই আমারে তুবরক, অমর, অস্ত্রমূঢ়, বালক ও সংগ্রাম কাতর বলিয়া বারংবার কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছে। আমি পূর্ব্বে তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে দুরাত্মা আমারে ঐ প্রকার কটূক্তি করিবে, সে আমার বধ্য। হে পার্থ! তুমিও কর্ণবধের নিমিত্ত পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; অতএব এ ক্ষণে যাহাতে আমাদের উভয়ের সত্য প্রতিপালন হয়, তাহার চেষ্টা কর।

অমিত পরাক্রম মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি নিতান্ত পাপাশয়, অদূরদর্শী ও আত্মশ্লাঘা পরায়ণ। যাহা হউক, আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর। যুদ্ধে বীরপুরুষগণের জয় ও পরাজয় এই উভয়ই হইয়া থাকে। রণস্থলে ইন্দ্রকেও কখন জয়শালী ও কখন পরাজিত হইতে হয়। তুমি মহাবীর সাত্যকি কর্ত্তৃক বিরথ, বিকলেন্দ্রিয় ও মুমূর্ষু প্রায় হইলে তিনি তোমারে আমার বধ্য স্মরণ করিয়া জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ ক্ষণে তুমি ভীমসেনকে রথশূন্য করিয়া তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করত নিতান্ত অধর্ম্মাচরণ করিতেছ। শত্রুরে পরাজয় করিয়া আত্মশ্লাঘা, পরগ্লানি বা অরাতির প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা বীরপুরুষের কর্ত্তব্য নহে। তুমি সূতপুত্র ও অল্পজ্ঞান সম্পন্ন; এই নিমিত্তই সতত সদ্বৃত্ত পরায়ণ মহাবল পরা-

ক্রান্ত ভীমসেনের প্রতি কটূক্তি করিতেছ। মহাবীর ভীমসেন সমুদায় সৈন্যগণের, কেশবের ও আমার সমক্ষে তোমারে অনেক বার রথবিহীন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র পরুষ বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। যাহা হউক, তুমি ভীমসেনের প্রতি বারংবার কটূক্তি প্রয়োগ এবং আমার অসমক্ষে অন্যান্য বীরগণের সহিত সমবেত হইয়া অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়া যে গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ, অবিলম্বেই তাহার ফল ভোগ করিবে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আত্ম বিনাশের নিমিত্তই অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়াছ। আমি তোমারে, তোমার ভৃত্য, বল ও বাহনের সহিত বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। হে রাধানন্দন! এ ক্ষণে তোমার মহা ভয়াবহ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহা কর্ত্তব্য থাকে, তাহা এই সময়েই অনুষ্ঠান কর। আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজি তোমার সমক্ষে তোমার পুত্র বৃষসেনকে সংহার করিব। আর যে সমুদায় ভূপতি মোহ বশত আমার সম্মুখে আগমন করিবেন, তাঁহাদিগকেও আমার শরে শমন ভবনে গমন করিতে হইবে। হে আত্মাভিমানী অজ্ঞান! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই তোমারে রণে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় অনুতাপ করিবে।

এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের পুত্রকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে রথিগণ তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ ভয়াবহ সময়ে দিবাকর করনিকর সংক্ষোচ করিয়া অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি ভাগ্যবলে জয়দ্রথ বধরূপ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ। ভাগ্যবলে বৃদ্ধক্ষত্র পুত্রের সহিত নিহত হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! এই ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে মহাবীর কার্ত্তিকেয় অবতীর্ণ হইলেও তাঁহারে অবসন্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই জগতীতলে তোমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিরেই এই সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ বলিয়া বিবেচনা হয় না। তোমার তুল্য বা তোমা হইতে সমধিক বলবীর্য্য সম্পন্ন মহাপ্রভাব মহীপালগণ মহাবাহু দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কৌরব সৈন্য মধ্যে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা তোমারে ক্রোধাবিষ্ট অবলোকন ও তোমার সন্নিধানে আগমন করিয়াও তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। তোমার বলবীর্য্য রুদ্র, শক্র ও অন্তকের সদৃশ; অদ্য তুমি যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলে, এই রূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে কেহই সমর্থ নহে। হে মহাবীর! এ ক্ষণে তুমি জয়দ্রথকে সংহার করাতে আমি তোমার যেরূপ প্রশংসা করিতেছি, দুরাত্মা কর্ণ অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তোমার শরনিকরে নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমারে এই রূপ প্রশংসা করিব।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মাধব! আমি তোমার অনুকম্পাতেই অদ্য এই অমরগণেরও দুস্তর প্রতিজ্ঞা সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হে মধুসূদন! তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের জয় লাভ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার প্রসাদেই সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবেন। হে কৃষ্ণ! আমাদের সমস্ত কার্য্যের ভার তোমাতেই সমর্পিত আছে; সুতরাং এ ক্ষণে এই জয় লাভ তোমারই হইল। আমরা তোমার কিঙ্কর, আমাদিগকে উত্তেজিত করা তোমার কর্ত্তব্যই হইতেছে।

মহাবীর মধুসূদন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া হাস্যমুখে তাঁহারে সেই ভয়-

ঙ্কর সংগ্রাম স্থল প্রদর্শন পূর্ব্বক মন্দভাবে অশ্ব সঞ্চালন করত কহিতে লাগিলেন। হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত পার্থিবগণ যুদ্ধে জয় ও বিপুল যশোলাভের অভিলাষে তোমার সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার শরনিকরে সমাহত ও সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। ঐ তাঁহাদিগের শস্ত্র ও আভরণ সকল ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে; রথ সকল চূর্ণ, অশ্ব ও হস্তিগণ বিনষ্ট ও বর্ম্ম সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল ভূপালের মধ্যে কাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়া গিয়াছে এবং কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। হে অর্জ্জুন! ঐ সমস্ত অবনিপালগণ গতজীবিত হইয়াও স্ব স্ব প্রভা প্রভাবে সজীবের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। ঐ দেখ, উহাঁদের অসংখ্য বাহন, সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে এবং বর্ম্ম, মণিহার, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক, উষ্ণীষ, মুকুট, মাল্যদাম, চূড়ামণি, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, নিষ্ক ও অন্যান্য নানাবিধ ভূষণ দ্বারা রণভূমির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রাশি রাশি অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজদণ্ড, অলঙ্কার, আসন, ঈষাদণ্ড, চক্র, বিচিত্র অক্ষ, যুগ, যোক্ত্র, শর, শরাসন, চিত্রকম্বল, পরিঘ, অঙ্কুশ, শক্তি, ভিন্দিপাল, শূল, পরশু, প্রাস, তোমর, কুন্ত, যষ্টি, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, খড়্গ, মুষল, মুদ্গর, গদা, কুণপ, সুবর্ণ মণ্ডিত কষা, করিদিগের ঘণ্টা ও বিবিধ অলঙ্কার এবং মহামূল্য নানাবিধ বসন ভূষণ, ইতস্তত বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল শরৎকালীন গ্রহ নক্ষত্র পরিপূর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অবনিপালগণ পৃথিবী লাভার্থ নিহত হইয়া নিদ্রিত পুরুষেরা যেমন মনোরমা প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীরে আলিঙ্গন করিয়া শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, যেমন, পর্ব্বত সমুদায়ের গুহা মুখ হইতে গৈরিক ধাতু ধারা প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ শরনিকর সমাহত, ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠমান, ঐরাবত সদৃশ মাতঙ্গগণের শস্ত্র ক্ষত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে শোণিত বিনির্গত হইতেছে। সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত, অশ্বগণ নিহত এবং রথি সারথিহীন গন্ধর্ব্ব নগরাকার বিমান সদৃশ রথ সকল ধ্বজ, পতাকা, অক্ষ, চক্র, কূবর, যুগ ও ঈষা বিহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। শরাসন চর্ম্মধারী সহস্র সহস্র পদাতি ধূলি ধূসরিত কেশ হইয়া রুধিরলিপ্ত কলেবরে পৃথিবী আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছে। ঐ দেখ, তোমার শরজালে যোদ্ধাদিগের দেহ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রণস্থল নিপতিত কুঞ্জর, রথ ও অশ্বকুল সমাকুল, ছুর্নিরীক্ষ্য সমর ভূমি মধ্যে অনবরত রুধির, বসা, মাংস নিপতিত হওয়াতে প্রভূত কর্দ্দম সমুৎপন্ন হইয়াছে। অসংখ্য নিশাচর, কুক্কুর, বৃক, পিশাচ উহাতে নিরন্তর আমোদ প্রমোদ করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এই সংগ্রাম স্থলে যেরূপ যশস্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছ, ইহা কেবল তোমার ও দৈত্য দানব সংহারকারী সুররাজ ইন্দ্রেরই সাধ্যায়ত্ত; ঐ দেখ, অসংখ্য চামর, ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব, হস্তী, রথ, বিচিত্র কম্বল, বল্গা, কুথ ও মহামূল্য বরূথ সকল ইতস্তত বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল বিচিত্র বস্ত্র সমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সহস্র সহস্র বীর সুসজ্জিত মাতঙ্গ হইতে নিপতিত হইয়া বজ্র ভগ্ন পর্ব্বত শিখর হইতে নিপতিত সিংহের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, সাদিগণ অশ্বের সহিত ও পদাতিগণ কার্ম্মুকের সহিত নিপতিত হইয়া অনবরত রুধির ধারা ক্ষরণ করিতেছে। হে মহারাজ! এই রূপে বাসুদেব হৃষ্ট অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে সমরস্থল প্রদর্শন পূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা হৃষীকেশ সাতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করত কহিতে লাগিলেন, হে নরোত্তম! আজি আপনার পরম সৌভাগ্য। আজি ভাগ্যক্রমে আপনার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর অর্জ্জুনও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অরাতিপাতন ধর্ম্মনন্দন কেশবের বাক্য শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু-পূর্ণ লোচনে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে নেত্রজল অপনীত করিয়া বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে বীর দ্বয়! আজি ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা নরাধম সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছে; তোমরা প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ; আমি যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং অরাতিগণও শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে মধুসূদন! তুমি ত্রিলোক গুরু, তুমি সহায় থাকিলে ত্রিলোক মধ্যে কোন কার্য্যই দুষ্কর হয় না। হে গোবিন্দ! পূর্ব্বকালে পাকশাসন যেরূপ তোমার প্রসাদে দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তদ্রূপ আমরাও তোমারই প্রসাদে অরাতিগণকে পরাজিত করিতেছি। হে বার্ষ্ণেয়! তুমি যাহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট থাক, তাহাদের পক্ষে পৃথিবী পরাজয়ও অতি তুচ্ছ; ত্রিলোক বিজয়ও তাহাদিগের দুষ্কর হয় না। হে জনার্দ্দন! তুমি ত্রিদশেশ্বর তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের পাপের লেশমাত্রও থাকে না এবং কদাচ সংগ্রামে পরাজয় হয় না। তোমার প্রসাদেই সুররাজ রণক্ষেত্রে দানবদল দলন পূর্ব্বক ত্রিলোক মধ্যে জয়লাভ করিয়া সুরগণের ঈশ্বর হইয়াছেন। তোমার অনুগ্রহেই দেবগণ অমরত্ব লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করিতেছেন। তোমার প্রসাদেই এই চরাচর পৃথিবীস্থ সমুদায় লোক স্ব স্ব ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিত্য জপহোমাদির অনুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে সমস্ত জগৎ একার্ণবময় হইয়া গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; কেবল তোমার কৃপাতেই পুনরায় ব্যক্ত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বলোকের স্রষ্টা, পরমাত্মা, অব্যয়, পুরাণ পুরুষ, দেবদেব, সনাতন, পরাৎপর ও পরম পুরুষ; তোমার আদি নাই, নিধনও নাই। তুমি একবার যাহাদিগের নয়নে নিপতিত হও, তাহারা কখনই মুগ্ধ হয় না। তুমি ভক্ত জনগণকে আপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক, যে ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়, সে পরমৈশ্বর্য্য লাভ করে। হে পরমাত্মন্! তুমি চারি বেদে গীত হইয়া থাক, আমি তোমারে প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। হে নরেশ্বর! তুমি পরমেশ্বর, তির্য্যক্‌গণের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; অতএব তোমারে নমস্কার। হে মাধব! তুমি জয়লাভে পরিবর্দ্ধিত হও। হে সর্ব্বাত্মন্! হে পৃথুলোচন! তুমি সমস্ত লোকের আদি কারণ। যিনি ধনঞ্জয়ের সখা ও সর্ব্বদা উহাঁর হিত সাধনে রত আছেন, তিনিও তোমারে প্রাপ্ত হইয়া অপার সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে পর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহারে কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার ক্রোধাগ্নি প্রভাবেই পাপাত্মা সিন্ধুরাজ ও বিপুল কৌরব সৈন্য দগ্ধ হইয়াছে। আপনার কোপেই কৌরবগণ নিহত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। হে বীর! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আপনারে কোপান্বিত করিয়াই বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিবে। পূর্ব্বে দেবতারাও যাঁহারে

পরাভব করিতে সমর্থ হন নাই, আজি সেই কুরু পিতামহ ভীষ্ম আপনার কোপ প্রভাবেই শর শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আপনি যাহাদিগের দ্বেষ্টা, তাহাদিগকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়, তাহারা কখনই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারে না। আপনি যাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হন, তাহাদিগের রাজ্য, প্রাণ, প্রিয়তর পুত্র ও বিবিধ সুখভোগ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে রাজধর্ম্ম পরায়ণ ভূপাল! আপনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কৌরবগণ বন্ধু বান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে এই রূপ কহিতেছেন, এমন সময় অরাতিশরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীমসেন ও মহারথ সাত্যকি তথায় সমুপস্থিত হইয়া পরম গুরু যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন পূর্ব্বক পাঞ্চালগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষিতিতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাত্মা ধর্ম্মরাজ, মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যকিরে হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! আজি তোমরা ভাগ্যক্রমে দ্রোণরূপ গ্রাহ ও হার্দ্দিক্য মকর যুক্ত কৌরব সৈন্য রূপ মহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ। আজি ভাগ্যক্রমে পৃথিবীস্থ ভূপতিগণ এবং দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা তোমাদের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। ভাগ্যবলে তোমরা বিকির্ণ অস্ত্র দ্বারা কর্ণকে পরাভূত ও শল্যকে পরাঙ্মুখ করিয়াছ। হে যুদ্ধবিশারদ মহারথ দ্বয়! আজি ভাগ্যক্রমে তোমাদিগকে সমরাঙ্গন হইতে কুশলে প্রত্যাগত দেখিলাম। তোমরা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন ও সম্মান করিয়া থাক এবং কদাচ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হওনা; তোমরা আমার প্রাণতুল্য।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও সাত্যকিরে এই রূপ কহিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে হৃষ্ট দেখিয়া পরমাহ্লাদিত চিত্তে সংগ্রামে মনোনিবেশ করিল।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজের নিধন দর্শনে শত্রুজয়ে উৎসাহ শূন্য ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে দীন বদনে ভগ্নদশন ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি মহাবীর অর্জ্জুন, ভীম ও সাত্যকির শরনিকর প্রভাবে আপনার সৈন্যগণের সংহার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিবর্ণ, কৃশ ও একান্ত দীন ভাবাপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই পৃথিবীতে অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা আর নাই। সে ক্রোধাবিষ্ট হইলে কি দ্রোণ, কি কৃপ, কি কর্ণ, কি অশ্বত্থামা কেহই তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। মহাবীর পার্থ আমার পক্ষ সমুদায় মহারথকে পরাজয় করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে সংহার করিল; কিন্তু কেহই তাহারে নিবারণ করিতে পারিলেন না। এ ক্ষণে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই আমার বিপুল বল বিনষ্ট করিবে; সাক্ষাৎ সুররাজ ইন্দ্রও উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমরা যাঁহারে আশ্রয় করিয়া শস্ত্র সমুদ্যত করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অর্জ্জুন সেই মহারথ কর্ণকে সমরে পরাজিত করিয়া জয়দ্রথকে নিহত করিল। আমি যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া সন্ধি স্থাপন লালস বাসুদেবকে তৃণজ্ঞান করিয়াছিলাম, সেই মহারথ কর্ণ আজি সমরে পরাজিত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপ

কলুষিত চিত্ত হইয়া দ্রোণকে সন্দর্শন করিবার বাসনায় তৎসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কৌরবগণের নাশ ও বিজয় বাসনা পরবশ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করত কহিলেন, হে আচার্য্য! অস্মৎ পক্ষীয় মহীপালগণের বিনাশ অবলোকন কর। তাঁহারা যে মহাবীর ভীষ্মকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শিখণ্ডী তাঁহারে সংহার পূর্ব্বক পূর্ণ মনোরথ ও বিজয়ান্তরলাভে একান্ত লোলুপ হইয়া পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে সেনামুখে অবস্থান করিতেছে। ধনঞ্জয়, আপনার শিষ্য, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, সাত অক্ষৌহিণী সেনার সংহর্ত্তা, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করিয়াছে। হে আচার্য্য! এ ক্ষণে আমি কি রূপে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী, উপকার নিরত, যম সদনে প্রস্থিত সুহৃৎগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। যে সকল ভূপালগণ আমারে রাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে তাঁহারাই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাসনে শয়ান রহিয়াছেন। আমি অতি কাপুরুষ। আমি এই রূপে মিত্রগণকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়াছি। এ ক্ষণে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও আমার এই পাপধ্বংস হইবে না। আমি অতি লুব্ধস্বভাব ও পাপপরায়ণ; নৃপতিগণ আমারই নিমিত্ত যুদ্ধে জয়লাভার্থী হইয়া কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। এ ক্ষণে বসুন্ধরা কেন এই মিত্রদ্রোহী পাপাত্মারে স্থান প্রদানার্থ বিদীর্ণ হইতেছেন না। আরক্তলোচন নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীষ্ম ভূপালগণ মধ্যে আমারে কি বলিবেন? হে মহারথ! সাত্যকি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আমার কার্য্য সাধনার্থ সমুদ্যত মহাবল পরাক্রান্ত জলসন্ধকে বিনাশ করিয়াছে। হায়! অদ্য কাম্বোজরাজ, অলম্বুষ ও অন্যান্য সুহৃৎগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল। আর আমার প্রাণ ধারণের আবশ্যক কি। যাহা হউক, এ ক্ষণে যে সমস্ত বীরেরা আমার বিজয়লাভার্থ সাধ্যানুসারে যত্নবান হইয়া সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজি আমি স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট ঋণ শূন্য হইয়া যমুনায় গমন ও তাঁহাদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিব। আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, বলবীর্য্য ও পুত্রের শপথ করিতেছি যে, আমি হয় পাণ্ডবগণকে পাঞ্চালদিগের সহিত বিনাশ করিয়া শান্তি লাভ করিব, না হয় তাহাদের শরে নিহত হইয়া আমার কার্য্য সাধনার্থ নিহত ভূপতিগণের সলোকতা প্রাপ্ত হইব। আমার সাহায্য দানে প্রবৃত্ত বীর পুরুষেরা যথোচিত রক্ষিত না হইয়া এ ক্ষণে আর আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে অভিলাষ করেন না। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ নিতান্ত শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। হে আচার্য্য! আপনি সংগ্রামে আমাদিগের মৃত্যু বিধান করিয়া দিয়াছেন। দেখুন, আপনি অর্জ্জুনকে শিষ্য বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাতে আমাদিগের বিজয়াভিলাষি বীরগণ বিনষ্ট হইতেছেন। এ ক্ষণে কেবল কর্ণকে আমাদিগের জয়ার্থী বলিয়া বোধ হইতেছে। হে ব্রহ্মন! মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তি যেমন যথার্থ বন্ধু অবগত না হইয়া তাহার নিমিত্ত জয়াভিলাষ করত স্বয়ং অবসন্ন হয়, আমার সুহৃৎগণ আমার নিমিত্ত তদ্রূপ হইতেছেন। আমি অতিমূঢ়, পাপাশয়, কুটিল হৃদয় ও ধনলোভী। আমার নিমিত্তই মহাবীর সিন্ধুরাজ, ভূরিশ্রবা এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতিগণ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। অতএব আজি আমি সেই সকল মহাত্মাদিগের অনুগমন করিব। যখন তাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে,

তখন আমার আর জীবন ধারণ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য! আমি উক্ত মহাবীরগণের অনুগমনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; আপনি আমারে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ ও ভূরিশ্রবারে বিনষ্ট করিলে তোমাদের মন কি প্রকার হইল? দুর্য্যোধন কৌরবগণ সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যকে সেই রূপ কহিলে তিনি তাঁহারে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা নিহত হইলে আপনার সৈন্য মধ্যে মহান্ আর্ত্তনাদ শব্দ সমুত্থিত হইল। আপনার পুত্রের মন্ত্রণাতে শত শত প্রধান পুরুষেরা নিহত হইলেন দেখিয়া সকলেই তাঁহার পরামর্শে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আপনার পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া অতি দীন ভাবে কহিলেন, দুর্য্যোধন! কেন বৃথা আমারে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ। আমি ত তোমারে সততই বলিয়া থাকি যে, অর্জ্জুন অজেয়; শিখণ্ডী অর্জ্জুন সংরক্ষিত হইয়া মহাবীর ভীষ্মকে নিপাতিত করাতেই ধনঞ্জয়ের অসাধারণ বলবীর্য্য অবগত হওয়া গিয়াছে। আমি দানবগণেরও অবধ্য মহাবীর ভীষ্মকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবসৈন্যগণের সমূলে উন্মূলন স্থির করিয়াছি। আমরা ত্রিলোক মধ্যে যাঁহারে সর্ব্বাপেক্ষা মহাবীর বলিয়া বোধ করিতাম, সেই ভীষ্মই সমরশায়ী হইয়াছেন; এ ক্ষণে আমার আর কি উপায় আছে? হে বৎস! শকুনি কৌরব সভায় যে অক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল, উহা অক্ষ নহে, শত্রু বিনাশন সুতীক্ষ্ণ শর। ঐ সকল শর এ ক্ষণে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদিগের যোধগণকে সংহার করিতেছে। হে দুর্য্যোধন! ধীর প্রকৃতি মহাত্মা বিদুর তোমারই হিত সাধনার্থ তোমারে বিবিধ উপদেশ প্রদান এবং তোমার সমক্ষে বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলেন কিন্তু তুমি অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে কর্ণপাতও কর নাই; তন্নিবন্ধনই এ ক্ষণে এই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড সমুপস্থিত হইয়াছে। যে মূঢ় হিতকারী সুহৃদের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনার মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে অবিলম্বে শোচনীয় হয়। হে মহারাজ! তুমি যে সৎকুল সম্ভূত, ধর্ম্মপরায়ণ, অসৎকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত দ্রৌপদীরে আমাদিগের সমক্ষে সভা মণ্ডপে আনয়ন করাইয়াছিলে, এ ক্ষণে সেই অধর্ম্মের ফলভোগ করিতেছ এবং পরলোকে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ফলভোগ করিবে।

তুমি কপটতাচরণ পূর্ব্বক যে পাণ্ডবগণকে দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজয় করত রৌরব চর্ম্ম পরিধান করাইয়া অরণ্যে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, এ ক্ষণে আমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্রাহ্মণবাদী মনুষ্য সেই ধর্ম্ম পরায়ণ আত্মজ তুল্য পাণ্ডবগণের অনিষ্টাচরণ করিবে? তুমি শকুনির সাহায্যে ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি ক্রমে পাণ্ডবগণের কোপ সংগ্রহ করিয়াছ। দুঃশাসন ও কর্ণ ঐ ক্রোধানল সন্ধুক্ষিত করিয়াছেন এবং তুমি বিদুরের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক বারংবার উহা উত্তেজিত করিয়াছ। দেখ, তোমরা সকলে পরাভূত হইয়াও জয়দ্রথের রক্ষার্থ যত্ন সহকারে অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে গিয়াছিলে; তবে সিন্ধুরাজ তোমাদিগের মধ্যে কেন বিনষ্ট হইলেন। মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা ও তুমি

তোমরা সকলে জীবিত থাকিতে জয়দ্রথ কেন কালসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন? ভূপালগণ জয়দ্রথকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত প্রখর তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, তবে তিনি কেন সংগ্রামে নিপতিত হইলেন। হে দুর্য্যোধন! সিন্ধুরাজ তোমার বিশেষত আমার পরাক্রম প্রভাবে ধনঞ্জয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। এ ক্ষণে আমি কোন্ স্থানে গমন করিলে জীবিত থাকিব, কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি যে পর্য্যন্ত না ধনঞ্জয়কে পাঞ্চালগণের সহিত সংহার করিতেছি, তদবধি বোধ হইতেছে যেন, পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে আমার পরিত্রাণ নাই। হে রাজন্! সিন্ধুরাজ রক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া আমারে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়াও কি নিমিত্ত বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ। আর সেই সত্যসন্ধ মহাবীর ভীষ্মের সুবর্ণময় ধ্বজ দণ্ড নিরীক্ষণ না করিয়া কিরূপে তোমার মনে জয়লাভের প্রত্যাশা হইতেছে। যে যুদ্ধে সৈন্ধব ও ভূরিশ্রবা মহারথগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও নিহত হইয়াছেন, তথায় তুমি আর কি বিবেচনা কর। কৃপাচার্য্য এখনও সিন্ধুরাজের পথে পদার্পণ করেন নাই, এই নিমিত্ত আমি তাঁহারে যথোচিত সৎকার করি। হে দুর্য্যোধন! দেবগণ সমবেত দেবরাজও যাঁহারে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন, সেই দুষ্কর কর্ম্মকারী মহাবীর ভীষ্মকে যখন তোমার ও দুঃশাসনের সমক্ষে নিপতিত হইতে অবলোকন করিলাম, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বসুন্ধরা তোমারে পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক, এ ক্ষণে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দিগের সৈন্য সমুদায় আমার সম্মুখে আগমন করিতেছে। আমি তোমার হিতানুষ্ঠানার্থ সমস্ত সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ না করিয়া কখনই কবচ মোক্ষণ করিব না। হে রাজন! তুমি আমার পুত্র অশ্বত্থামার নিকট গমন পূর্ব্বক তাহারে বল যে, তুমি জীবিত রক্ষার্থ সোমকদিগকে পরিত্যাগ করিও না। আর তোমার পিতা যে যে বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এ ক্ষণে তৎসমুদায় প্রতিপালন পূর্ব্বক আনৃশংস্য, দম, সত্য ও সরলতায় মন সমাহিত কর। ধর্ম্মার্থ কামে নিরত থাকিয়া ধর্ম্ম ও অর্থের পীড়ন না করিয়া সতত ধর্ম্ম প্রধান কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হও। মন ও নেত্র দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট ও সাধ্যানুসারে তাঁহাদের পূজা কর। তাঁহারা অগ্নিশিখা সদৃশ; অতএব কদাচ তাঁহাদিগের অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। হে মহারাজ! তুমি অশ্বত্থামারে আমার এই সকল উপদেশ বাক্য কহিবে। এ ক্ষণে আমি তোমার বাক্য শল্যে পীড়িত হইয়া সৈন্য মধ্যে সংগ্রাম করিতে চলিলাম। যদি তুমি সমর্থ হও, তবে সৈন্য সমুদায়কে রক্ষা কর। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা রজনীযোগেও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবে না। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে এই রূপ কহিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দিগের প্রতি ধাবমান হইয়া দিবাকর যেমন নক্ষত্রগণের তেজ নাশ করেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় তেজ বিনাশ করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য এই রূপ কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রোষাবিষ্ট চিত্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয়! দেখ, একাকী অর্জ্জুন একমাত্র কৃষ্ণকে সহায় করিয়া তোমার, দ্রোণাচার্য্যের এবং অন্যান্য প্রধানতম যোদ্ধৃগণের সমক্ষেই দেবগণেরও দুর্ভেদ্য সেই আচার্য্য বিরচিত ব্যূহ ভেদ করিয়া

সিন্ধুরাজকে নিহত করিল। সিংহ যেমন অন্যান্য মৃগ সমুদায় বিনষ্ট করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন আমার ও দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই প্রধান প্রধান নরপতিগণকে সংগ্রামে বিনাশ করিয়া আমার সৈন্য নিঃশেষিত প্রায় করিয়াছে। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য যদি যত্নপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে নিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে সে কখনই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইত না। অর্জ্জুন মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের অতিশয় প্রিয়; সেই জন্যই আচার্য্য যুদ্ধ না করিয়া তাহারে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার কি দুর্ভাগ্য! শত্রুতাপন আচার্য্য পূর্ব্বে সিন্ধুরাজকে অভয় প্রদান করিয়া এ ক্ষণে অর্জ্জুনকে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পথ প্রদান করিলেন। যদি তিনি পূর্ব্বেই সিন্ধুরাজকে গৃহ গমনে অনুমতি করিতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ জনক্ষয় উপস্থিত হইত না। আমিও নিতান্ত অনার্য্য। সিন্ধুরাজ যখন জীবিত রক্ষার্থ গৃহে গমন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন আমি অভয় প্রদানে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিলাম। হায়! আজি আমাদের সমক্ষেই আমার চিত্রসেন প্রভৃতি সহোদরেরা ভীমহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিল।

কর্ণ কহিলেন, হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া বলবীর্য্য ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধ করিতেছেন; তুমি তাঁহার নিন্দা করিও না। শ্বেতবাহন অর্জ্জুন আচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া যে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্রও অপরাধ লক্ষিত হইতেছে না। দ্রোণাচার্য্য স্থবির, শীঘ্র গমনে নিতান্ত অক্ষম ও বাহু ব্যায়ামে একান্ত অশক্ত; কিন্তু কৃষ্ণ সারথি মহাবীর অর্জ্জুন কৃতকার্য্য, যুবা, শিক্ষিতাস্ত্র, লঘু বিক্রম; সে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম সংবৃত কলেবর ও ভুজ বল দর্পিত হইয়া দিব্যাস্ত্র যুক্ত বানর লাঞ্ছিত রথে আরোহণ, অজর গাণ্ডীব শরাসন ধারণ ও সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক যে দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়াছে, উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; সুতরাং আমি তদ্বিষয়ে দ্রোণের কিছুমাত্র দোষ দর্শন করি না। যাহা হউক, যখন ধনঞ্জয় দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। হে মহারাজ! দৈব নির্দ্দিষ্ট বিষয় কদাচ অন্যথা হয় না। দেখ, আমরা সকলেই শক্ত্যনুসারে সংগ্রাম করিতেছিলাম; কিন্তু আমাদের মধ্যে সিন্ধুরাজ নিহত হইলেন। অতএব এই বিষয়ে দৈবই বলবান, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা তোমার সহিত মিলিত হইয়া শঠতা ও বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পরম যত্ন সহকারে জয়লাভের চেষ্টা করিতে ছিলাম; কিন্তু দৈবই আমাদিগের পুরুষকার নষ্ট করিলেন। দুর্দ্দৈবগ্রস্ত মনুষ্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে বারংবার বিঘ্ন সম্পাদন করিয়া থাকেন। মনুষ্য সতত অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সিদ্ধিলাভ দৈবায়ত্ত। আমরা শঠতা প্রকাশ ও বিষ প্রয়োগ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বঞ্চনা এবং জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; তাহারা দ্যূতে পরাজিত ও রাজনীতির অনুসারে অরণ্যে প্রব্রাজিত হইয়া ছিল; কিন্তু দৈব আমাদিগের যত্ন সম্পাদিত সেই সমস্ত বিষয়ে বিঘ্নানুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! তুমি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যাহারা সুদৃঢ় যত্নশালী হইবে, দৈব তাহাদেরই অনুকূল হইবেন। পাণ্ডবগণের বুদ্ধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য বা তোমার দুর্বুদ্ধি কৃত অসৎ-

কার্য্য কদাচ লক্ষিত হয় না ; তবে যে তাহাদের জয় ও তোমার পরাজয় হইতেছে, এই বিষয়ে দৈবই প্রমাণ। মনুষ্যগণ যখন নিদ্রায় অভিভূত হয়, অনন্য কর্ম্মা দৈব তখনও জাগরিত থাকে। হে মহারাজ ! প্রথম যুদ্ধ আরম্ভের সময় তোমার পক্ষে বহু সংখ্যক সৈন্য ও যোদ্ধা ছিল ; কিন্তু পাণ্ডবগণের তাদৃশ ছিল না, তথাচ তাহারা তোমার পক্ষ বহুবীরকে সংহার করিল। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দৈবই আমাদিগের পুরুষকার বিনষ্ট করিতেছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! তাঁহারা উভয়ে এই রূপ বহুবিধ কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে সংগ্রামস্থলে পাণ্ডবগণের সৈন্য সমুদায় নিরীক্ষিত হইল। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে রাজন্ ! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রভাবেই এই মহান্ জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে।

জয়দ্রথ বধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

ঘটোৎকচবধ পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! আপনার সেই প্রভূত গজ সমাকীর্ণ মহা সৈন্য পাণ্ডব সেনাদিগকে অতিক্রম করিয়া চারিদিকে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ যমরাজ্য গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বীরগণ বীরগণের সহিত সমাগত হইয়া শর, শক্তি ও তোমর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করত যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রথিগণ রথিগণের সহিত মিলিত হইয়া শরনিকর দ্বারা পরস্পরের গাত্র হইতে রুধিরধারা স্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মদমত্ত মাতঙ্গগণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিষাণ দ্বারা পরস্পরকে বিদারিত করিতে লাগিল। অশ্বারোহীরা অশ্বারোহিগণের সহিত সমাগত হইয়া যশোলাভাভিলাষে প্রাস, শক্তি ও পরশু দ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে আরম্ভ করিল এবং পদাতিগণ শস্ত্রপাণি হইয়া পরম যত্ন সহকারে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন কেবল নাম, গোত্র ও কুল শ্রবণেই কৌরবগণের সহিত পাঞ্চালদিগের বৈলক্ষণ্য বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ ! এই রূপে যোধগণ পরস্পর পরস্পরকে শর, শক্তি ও পরশু দ্বারা শমন সদনে প্রেরণ করত নির্ভীক চিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দিবা করের অস্ত গমন নিবন্ধন সৈন্যগণ কর্ত্তৃক দশদিকে পরিত্যক্ত শরনিকর পূর্ব্বের ন্যায় উদ্ভাসিত হইল না।

পাণ্ডবেরা এই রূপে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজ বধ জনিত দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া রথ নির্ঘোষে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত ও কম্পিত করত জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরিবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়া গেল। দিবাকর যেমন মধ্যাহ্ন কালে করজাল দ্বারা সমুদায় জগৎ তাপিত করেন, তদ্রূপ আপনার পুত্র শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ ও বিজয়লাভে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়নোন্মুখ হইলেন। পাঞ্চালগণ মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনের সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের সৈনিক পুরুষেরা সুতীক্ষ্ণ শরে নিপীড়িত হইয়া রণ শয্যায় শয়ন করিতে আরম্ভ

করিল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র তৎকালে সমরাঙ্গনে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা কখনই তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। দ্বিরদ যেরূপ নলিনীবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ তিনি পাণ্ডব সৈন্যগণকে প্রমথিত করিয়া ফেলিলেন। পদ্মবন যেমন সূর্য্য ও অনিল প্রভাবে সলিল বিহীন হইয়া শোভা শূন্য হয়, তদ্রূপ দুর্য্যোধন প্রভাবে পাণ্ডবসৈন্য সমুদায় শোভা হীন হইল।

ঐ সময় পাঞ্চালগণ পাণ্ডবসেনাগণকে নিহত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুলকে তিন, সহদেবকে তিন, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীরে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সপ্ততি, যুধিষ্ঠিরকে সাত, সাত্যকিরে পাঁচ, দ্রৌপদীতনয়গণকে তিন তিন এবং কেকয় ও চেদিদিগকে অসংখ্য নিশিত শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ঘটোৎকচ ও অন্যান্য অসংখ্য যোধগণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট অন্তকের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শরনিপাতে হস্তী ও অশ্বগণের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

তখন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে এই রূপে অরাতি সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুক দ্বিধা ছেদন করিয়া তাঁহারে শাণিত দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। সেই যুধিষ্ঠির নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শরনিকর দুর্য্যোধনের দেহ ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা বৃত্রাসুর বিনাশ সময়ে দেবতারা যেরূপ পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় শর নিক্ষেপ করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন অতিমাত্র বিদ্ধ ও অবসন্ন হইয়া রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল সৈন্যগণ রাজা দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। ঐ সময় অতিভীষণ শর শব্দও শ্রুতিগোচর হইল। দ্রোণাচার্য্য সেই শব্দ শ্রবণে সত্বরে তথায় গমন পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন যে, মহাবীর দুর্য্যোধন পুনরায় হৃষ্টচিত্তে কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইতেছেন। হে মহারাজ! ঐ সময় পাঞ্চালগণ জয়লাভার্থ দ্রোণের অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও কুরুপ্রবীর দুর্য্যোধনের রক্ষণেচ্ছায় তাঁহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিলেন। হে মহারাজ! তৎপরে যুদ্ধার্থ সমবেত কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণের নাশজনক ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ মূঢ় দুর্য্যোধনকে সেই কথা বলিয়া রোষভরে পাণ্ডব মধ্যে প্রবেশ করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহারে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কিরূপে নিবারণে প্রবৃত্ত হইল? যখন দ্রোণ শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে অস্মৎপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ চক্র ও কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার বাম চক্র রক্ষা করিল? কোন্ কোন্ রথী তাঁহার পৃষ্ঠবর্ত্তী ও কাহারাই বা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন? এ ক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ মহাবীর দ্রোণ রথ মার্গে নৃত্য করত পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা শিশির সময়ে গো সমুদায় যেমন কম্পিত হয়, তদ্রূপ মহা ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই সর্ব্বশস্ত্র বেত্তা মহাবীর দ্রোণ হুতাশন সদৃশ স্বীয় প্রভাবে পাঞ্চাল

সৈন্যগণকে দগ্ধ করত কিরূপে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন সায়াহ্নে জয়দ্রথ বিনাশানন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সাত্যকি সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন, মহাবীর নকুল, ধীমান সহদেব, সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়গণ সমবেত বিরাট, অসংখ্য সেনা পরিবৃত মৎস্য ও শাল্বগণ, পাঞ্চালগণ পরিরক্ষিত মহারাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও সসৈন্য রাক্ষস ঘটোৎকচ, শিখণ্ডী পুরঃসর ষট্ সহস্র পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ এবং একত্র সমবেত অন্যান্য অসংখ্য মহারথ আচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহাবীরেরা যুদ্ধার্থ গমন করিলে ভীরুজন ভয়বর্দ্ধিনী ঘোর রজনী সমুপস্থিত হইল। ঐ রজনীতে বহুতর কুঞ্জর ও যোদ্ধাদিগের প্রাণনাশ হইয়াছিল।

হে মহারাজ! ঐ ভীষণ বিভাবরীতে শিবাগণ গ্রাস সম্পন্ন জ্বালাকরাল মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক লোকের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করত ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ভয়ঙ্কর উলূক সকল কৌরব সৈন্যগণকে শঙ্কিত করিয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন সৈন্য মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ভেরী ও মৃদঙ্গের বিপুল শব্দ, করিনিকরের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বগণের হ্রেষারব ও খুরশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণের সহিত সৃঞ্জয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন ও সৈন্যগণের চরণ সমুত্থিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের রুধির প্রবাহে ধূলিপটল তিরোহিত হইয়া গেল। নিশাকালে পর্ব্বতোপরি দহ্যমান বংশবনের ন্যায় প্রক্ষিপ্ত শস্ত্র সমুদায়ের ঘোরতর চট চটা শব্দ হইতে লাগিল। মৃদঙ্গ, আনক, বল্লরী ও পটহ শব্দ এবং অশ্ব সকলের চীৎকারে সমুদায় রণস্থল একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখন আমরা মোহে অভিভূত হইলাম। কাহারই আত্ম পর বিবেচনা রহিল না। সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইল। অনন্তর ধূলিপটল শোণিত প্রবাহে উচ্ছিন্ন হইলে সুবর্ণময় বর্ম্ম ও ভূষণ প্রভায় অন্ধকার নিরাকৃত হইল। তখন সেই শক্তি ধ্বজ সমাকুল মণি ও সুবর্ণময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ভারতী সেনা সকল নিশাকালে নক্ষত্রসার্থ সঙ্কুল নভোমণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ঐ সৈন্য মধ্যে গোমায়ু ও কাকগণ অনবরত কোলাহল, করি সমুদায় বৃংহিত ধ্বনি এবং সৈন্যগণ সিংহনাদ ও উৎক্রোশ ধ্বনি করিতে লাগিল।

অনন্তর সমরাঙ্গনে মহেন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া এককালে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। মহারাজ! সেই অন্ধকার কালে অঙ্গদ, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত অসংখ্য রথ ও হস্তিসম্পন্ন সেই কৌরব সৈন্য বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইল। চতুর্দ্দিকে অসি, শক্তি, গদা, খড়্গ, মুষল, প্রাস ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন অগ্নি বৃষ্টি হইতেছে। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন আপনার সেই সৈন্যমেঘের পুরোবর্ত্তী বায়ু; রথ ও নাগ উহার বকপংক্তি; বাদিত্র ধ্বনি নির্ঘোষ, দ্রোণাচার্য্য ও পাণ্ডব পর্জ্জন্য, খড়্গ; শক্তি ও গদা অশনি; শরবৃষ্টি বারিধারা এবং অস্ত্র উহার পবন স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল।

যুদ্ধার্থী বীরগণ সেই বিস্ময়কর অতি

ভয়াবহ ভারতী সেনা মধ্যে প্রবেশ করিল। এই রূপে সেই প্রদোষ সময়ে মহাশব্দ সঙ্কুল ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন শূরগণের হর্ষজনন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমবেত হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় যে যে বীর আচার্য্যের সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, মহাবীর দ্রোণ তাঁহাদের মধ্যে অনেককে বিমুখ ও অনেককে নিহত করিলেন। সেই সময়ে তিনি একাকীই সহস্র হস্তী, অযুত রথ, প্রযুত পদাতি এবং অর্ব্বুদ অশ্বকে নারাচাস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা নিহত হইলে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর দ্রোণ আমার আত্মজ দুর্য্যোধনকে সেই কথা কহিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমরা কি মনে করিলে। ধনঞ্জয় অপরাজিত মহাবীর আচার্য্যকে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কি বিবেচনা করিতে লাগিল এবং মূঢ় দুর্য্যোধনই বা কোন্ কার্য্য তৎকালোচিত বলিয়া অবধারণ করিল, তৎকালে কোন্ কোন্ বীর দ্রোণের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। আর কোন কোন বীরই বা তাঁহায়ে শত্রু সংহারে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ও সম্মুখে যুদ্ধ করিতে লাগিল? স্পষ্টই বোধ হইতেছে পাণ্ডবগণ দ্রোণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া শীতার্ত্ত কৃশ গো সমূহের ন্যায় কম্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই অরাতি নিপাতন মহাবীর পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি রূপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে সঞ্জয়! সেই রাত্রিকালে সমস্ত মহারথ ও সৈন্যগণ সমবেত হইয়া বিমর্দ্দিত হইতে লাগিলে তোমাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তথায় অবস্থান করিলেন? তুমি কহিতেছ, আমার পক্ষীয় বীরগণ ও মহারথগণ নিহত, পরাভূত ও রথ শূন্য হইয়াছেন। এ ক্ষণে তাঁহারা গাঢ়ান্ধকার নিমগ্ন, পাণ্ডবগণের শরে নিপীড়িত ও মোহাবিষ্ট হইয়া কিরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন। তুমি কহিতেছ পাণ্ডবগণ জয়লাভে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট এবং অস্মৎ পক্ষীয় বীরগণ অপ্রহৃষ্ট, ভীত ও বিমনস্ক হইতেছে; কিন্তু সেই ঘোর নিশাকালে পাণ্ডব ও কৌরবগণের বিভিন্নতা কিরূপে তোমার অনুমান হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাণ্ডবগণ সোমকদিগের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন আচার্য্য দ্রুতগামী শরনিকরে কেকয়গণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজগণকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। ঐ সময়ে যে যে মহারথ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সকলেই শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ শিবি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলপ্রমাথী মহারথ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর আচার্য্য তাঁহারে সমাগত সন্দর্শন করিয়া লৌহময় দশ শরে বিদ্ধ করিলে তিনি কঙ্কপত্র ভূষিত ত্রিংশৎ বাণে আচার্য্যকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা শিবীর অশ্ব ও সারথিরে সংহার পূর্ব্বক তাঁহার উষ্ণীষ যুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সত্বরে দ্রোণের নিকট অন্য এক সারথি প্রেরণ করিলেন। সারথি দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে দ্রোণের অশ্ব সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে মহাত্মা

আচার্য্য অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

এ দিকে কলিঙ্গরাজের পুত্র পিতৃবধ জনিত দুঃখে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কলিঙ্গদেশোদ্ভব সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভীমের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক প্রথমত পাঁচ ও তৎপরে সাত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার সারথি বিশোককে তিন শরে নিপীড়িত করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধভরে স্বীয় রথ হইতে তাঁহার রথে গমন পূর্ব্বক মুষ্টি প্রহারে তাঁহারে নিহত করিলেন। ভীমের ভীষণ মুষ্টি প্রহারে কলিঙ্গরাজতনয়ের অস্থি সকল চূর্ণ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ নিপতিত হইল। মহাবীর কর্ণ এবং কলিঙ্গরাজতনয়ের ভ্রাতা ধ্রুব ও জয়রাত প্রভৃতি বীরগণ কলিঙ্গরাজপুত্রের বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া আশীবিষ সদৃশ নারাচ দ্বারা ভীমকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম অবিলম্বে ধ্রুবের রথে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ করিতে দেখিয়া মুষ্টি প্রহার করিলেন। ধ্রুব সেই মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দনের মুষ্ট্যাঘাতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীম এই রূপে ধ্রুবকে সংহার করত জয়রাতের রথে সমুপস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং কর্ণের সমক্ষেই তাঁহারে বামহস্তে আকর্ষণ পূর্ব্বক তল প্রহারে বিনষ্ট করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের প্রতি কাঞ্চনময় শক্তি প্রয়োগ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারই প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সুবলনন্দন শকুনি সেই শক্তি কর্ণের প্রতি আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে সুতীক্ষ্ণ শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে ভীম পরাক্রম ভীমসেন এই সমুদায় মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বরথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন আপনার মহারথ পুত্রগণ ভীমকে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় জিঘাংসা পরবশ হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে হাস্যমুখে শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক দুর্ম্মদের সারথি ও অশ্বগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মদ সত্বরে দুষ্কর্ণের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন সেই ভ্রাতৃ দ্বয় বরুণ ও সূর্য্য যেমন তারকাসুরের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীমের অভিমুখীন হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণ, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, সোমদত্ত ও বাহ্লীকের সমক্ষে পাদ প্রহারে ঐ বীর দ্বয়ের রথ ধরাতলে প্রোথিত করিলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে মুষ্টি প্রহারে বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণ মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। মহীপালগণ ভীমকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই ভীমসেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, ইনি ভীমরূপে এ ক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে মহারাজ! ভূপতিগণ এই বলিয়া মোহাবিষ্ট চিত্তে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কমললোচন ভীম পরাক্রম ভীম সেই নিশাকালে ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক ভূপতিগণের প্রশংসাভাজন হইয়া যুধিষ্ঠির সন্নিধানে গমন করত তাঁহারে পূজা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ ও কেকয়গণ ভীমকে

নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভগবান শঙ্কর অন্ধকাসুরকে সংহার করিয়া আগমন করিলে সুরগণ যেমন তাঁহার সৎকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারাও ভীমের সৎকার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর বরুণাত্মজ সদৃশ আপনার আত্মজগণ দ্রোণ সমবেত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে রথ, পদাতি ও কুঞ্জরগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন সেই জলদজাল সদৃশ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর নিশাকালে বৃক, কাক ও গৃধ্রগণের আমোদ জনক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহারথ সোমদত্ত মহাবীর সাত্যকির হস্তে প্রায়োপবিষ্ট স্বীয় পুত্র ভূরিশ্রবার নিধন দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শৈনেয়কে কহিতে লাগিলেন, হে যুযুধান! তুমি দেবনির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত ও বিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ; তবে তুমি কিরূপে সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রণ পরাঙ্মুখ, অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগী, অতিদীন ভূরিশ্রবারে প্রহার করিলে? বৃষ্ণিবংশে মহাবীর প্রদ্যুম্ন ও তুমি তোমরা এই দুইজন মহারথ ও মহাতেজস্বী বলিয়া বিখ্যাত আছ; কিন্তু তুমি কিরূপে সেই অর্জ্জুনশরে ছিন্নবাহু, প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হইলে? যাহা হউক, এ ক্ষণে অবশ্যই তোমারে সেই নিষ্ঠুরতাচরণের ফলভোগ করিতে হইবে। আজিই শর দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিব। হে দুরাত্মন্! বৃষ্ণিকুলাঙ্গার! আমি আমার পুত্র দ্বয়, যজ্ঞ ও সুকৃত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যদি অর্জ্জুন তোমারে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে এই রাত্রি মধ্যেই তোমারে এবং তোমার পুত্র ও অনুজগণকে বিনাশ করিব। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা বিফল হয়, তাহা হইলে যেন আমি ঘোরতর নরকে নিপতিত হই। মহাবল পরাক্রান্ত সোমদত্ত এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত কমললোচন সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তকে কহিলেন, হে কৌরবেয়! তোমার বা অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় না। তুমি সমস্ত সৈন্য পরিরক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিলেও আমি কিছুমাত্র ব্যথিত হই না। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী; তুমি সমরকালে অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি আমার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে আইস, উভয়েই নির্দ্দয়ভাবে নিশিত শর প্রহারে প্রবৃত্ত হই। আমি তোমার মহাবল পুত্র ভূরিশ্রবারে নিধন এবং শল ও বৃষসেনকে পরাভব করিয়াছি। তুমিও একজন মহাবলশালী, অতএব ক্ষণকাল রণস্থলে অবস্থান কর; আজি পুত্র ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তোমারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। তুমি দান, দম, শৌচ, অহিংসা হ্রী, ধৃতি ও ক্ষমা প্রভৃতি অবিনশ্বর গুণ সমূহে ভূষিত, মৃদঙ্গকেতু রাজা যুধিষ্ঠিরের তেজঃপ্রভাবে নিহত প্রায় হইয়াছ। এ ক্ষণে কর্ণ ও সৌবল সমভিব্যাহারে তোমারে অবশ্যই শমন সদনে গমন করিতে হইবে। যদি তুমি রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে মুক্ত হইতে পারিবে; নতুবা আমি কৃষ্ণের চরণ ও ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আজি তোমারে পুত্রের সহিত বিনষ্ট করিব। হে মহারাজ! সেই পুরুষ প্রধান বীর দ্বয়

পরস্পর এই রূপ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক শর সম্পাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন অযুত হস্তী ও অশ্ব এবং সহস্র রথ লইয়া সোমদত্তকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার শ্যালক যুবা শকুনি ও ইন্দ্রসম বিক্রম ভ্রাতৃগণ পুত্র পৌত্রগণ ও এক লক্ষ অশ্বে পরিবৃত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর সোমদত্তের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল সোমদত্ত এই রূপে সেই বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সাত্যকিরে সন্নতপর্ব্ব শরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রোষপরবশ হইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে পরস্পর প্রহরণশীল সৈন্যগণ মধ্যে বাতাহত সমুদ্র নিস্বন সদৃশ মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকির প্রতি নয় বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও তাঁহারে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকির শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ ও বিগত সংজ্ঞ হইয়া রথোপরি মোহ প্রাপ্ত হইলেন। সারথি তাঁহারে বিহ্বল অবলোকন করিয়া সত্বরে রথ লইয়া পলায়ন করিল। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সোমদত্তকে সাত্যকির শরাঘাতে অচৈতন্য অবলোকন করিয়া যুযুধানের বিনাশ বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ভারদ্বাজকে আগমন করিতে দেখিয়া সাত্যকির রক্ষার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন।

মহারাজ! পূর্ব্বে সুরগণের সহিত ত্রৈলোক্য বিজয়াভিলাষী বলিরাজার যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ সময় পাণ্ডবগণের সহিত আচার্য্যের সেই রূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল। তেজঃপুঞ্জ কলেবর দ্রোণাচার্য্য শরজালে পাণ্ডব সৈন্য সমাচ্ছন্ন ও যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন এবং সাত্যকিরে দশ, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি, ভীমসেনকে নয়, নকুলকে পাঁচ, সহদেবকে আট, শিখণ্ডীরে শত, মৎস্যরাজ বিরাটকে আট, দ্রুপদকে দশ, দ্রৌপদী তনয়দিগকে পাঁচ পাঁচ, যুধামন্যুরে তিন, উত্তমৌজারে ছয় এবং অন্যান্য সেনাপতিগণকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ এই রূপে দ্রোণ শরে বিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করত ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে দ্রোণ শরে ছিন্ন ভিন্ন অবলোকন করিয়া ঈষৎ কোপান্বিত চিত্তে আচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব সৈন্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইল। অনন্তর পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের সহিত দ্রোণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হুতাশন যেমন তূলরাশি দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ আপনার পুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শরানলে পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তুল্য, প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ মহাবীর দ্রোণকে কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করত প্রদীপ্ত শরনিকরে বিপক্ষ সৈন্যগণকে নিরন্তর নিপীড়িত করিতে দেখিয়া কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় যে যে ব্যক্তি দ্রোণের সম্মুখে নিপতিত হইল, তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। এই রূপে সেই পাণ্ডব সেনা দ্রোণের শরে সমাহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া ধনঞ্জয়ের সমক্ষেই পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি এ ক্ষণে আচার্য্যের রথাভিমুখে অশ্ব চালন

কর। বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে রজত, গোক্ষীর, কুন্দ ও চন্দ্রের সদৃশ ধবল কায় অশ্বগণকে দ্রোণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন অর্জ্জুনকে আচার্য্যের প্রতি ধাবমান দেখিয়া সারথি বিশোককে কহিলেন, হে বিশোক! তুমি এ ক্ষণে আমারে দ্রোণসৈন্য মধ্যে লইয়া যাও। বিশোক তাঁহার আদেশ শ্রবণ মাত্র অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। তখন পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য, চেদি, কারুষ, কোশল ও কৈকয়গণ সেই ভ্রাতৃ দ্বয়কে পরম যত্ন সহকারে দ্রোণসৈন্যাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া তাঁহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন দক্ষিণ পার্শ্ব ও ভীমসেন উত্তর পার্শ্ব অবলম্বন পূর্ব্বক রথিগণের সহিত আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি যুদ্ধার্থ আপনার সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। প্রচণ্ড বায়ুর অভিঘাতে মহাসাগরের যেমন ঘোরতর শব্দ হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত সৈন্যগণের ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা সাত্যকিরে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভূরিশ্রবার বিনাশে জাতক্রোধ হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন, তদ্দর্শনে ভীমসেন তনয় মহাবীর ঘটোৎকচ লৌহ নির্ম্মিত ঋক্ষ চর্ম্ম সমাচ্ছন্ন, ত্রিংশৎ নল্ব বিস্তীর্ণ; যন্ত্র সন্নাহ যুক্ত, অষ্ট চক্র সমন্বিত, মেঘ গম্ভীর নিস্বন, অন্ত্রমালা সমলঙ্কৃত, শোণিতাদ্র ধ্বজ পট পরিশোভিত বিপুল ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ পূর্ব্বক শূল মুদ্গার শৈল ও পাদপ ধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী সেনাগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণপুত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তাঁহার রথে অশ্ব মাতঙ্গগণ সংযোজিত ছিল না; করি নিকরাকার পিশাচগণ উহা আকর্ষণ করিতেছিল এবং বিকট গৃধ্রাজ পক্ষ ও চরণ বিস্তীর্ণ করিয়া চীৎকার করত উহার সমুত্থিত ধ্বজ দণ্ডে উপবিষ্ট রহিয়াছিল। মহীপালগণ তাঁহারে যুগান্ত কালীন দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় শরাসন উদ্যত করত আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই গিরিশৃঙ্গ সদৃশ, ভীমরূপ, ভয়াবহ, দংষ্ট্রাকরাল, বিকট মুখ, শঙ্কু কর্ণ, ঊর্দ্ধ্ব কেশ, নিম্নতোদর, কিরীটালঙ্কৃত মস্তক, মহাগর্ত্তের ন্যায় বিস্তীর্ণ গলদ্বার যুক্ত, প্রদীপ্ত বক্ত্র, বিপক্ষগণের বিক্ষোভ জনক রাক্ষস ঘটোৎকচকে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় রোষভরে [illegible] আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় ভীত ও বায়ুভরে ক্ষুভিত ভাগীরথীর ন্যায় বিচলিত হইল। মাতঙ্গগণ ঘটোৎকচের সিংহনাদ শব্দে একান্ত ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা রাত্রিকাল প্রভাবে অধিকতর বলশালী হইয়া সেই রণস্থলের চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভুশুণ্ডী, শক্তি, তোমর, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল চতুর্দ্দিকে অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সমস্ত নরপতি ও আপনার তনয়গণ ও মহাবীর কর্ণ সেই ভীষণ সংগ্রাম দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কেবল অস্ত্রবল দীক্ষিত অশ্বত্থামা একাকী অনাকুলিত চিত্তে সংগ্রামস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক সেই ঘটোৎকচ বিসৃত মায়াজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে অমর্ষ পরবশ হইয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ সমুদায় যেমন বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে,

তদ্রূপ সেই ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত শর সকল অশ্বত্থামার দেহ বিদারণ পূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন প্রবল প্রতাপশালী লঘুহস্ত অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশশরে ভীমপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার শরে মর্ম্ম নিপীড়িত হইয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় তাঁহার উপর এক কালার্ক সদৃশ, মণি হীরক বিভূষিত, এক লক্ষ অর সমাযুক্ত, ক্ষুরধার চক্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত চক্র মহাবেগে অশ্বত্থামার সমীপে সমাগত হইবামাত্র তিনি শরনিকর দ্বারা উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে সেই চক্র ভাগ্যহীন জনের বাসনার ন্যায় বিফল হইলে মহাবীর ভীমতনয় রাহু যেমন ভাস্করকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ দ্রৌণীরে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

ঐ সময় ভিন্নাঞ্জন সন্নিভ কলেবর ঘটোৎকচতনয় অঞ্জনপর্ব্বা অশ্বত্থামারে আগমন করিতে দেখিয়া সুমেরু যেমন বায়ুর গতি রোধ করে, তদ্রূপ তাঁহার গতি রোধ পূর্ব্বক মেঘ যেমন সুমেরু পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রুদ্র, উপেন্দ্র ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণে অঞ্জনপর্ব্বার ধ্বজ, তিন বাণে ত্রিবেণুক, এক বাণে ধনু, চারি বাণে চারি অশ্ব এবং দুই বাণে সারথি দ্বয়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঞ্জনপর্ব্বা এই রূপে রথবিহীন হইয়া অশ্বত্থামার উপর খড়্গপ্রহারে উদ্যত হইল। দ্রোণপুত্র তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাহার হস্ত হইতে সেই স্বর্ণবিন্দু খচিত অসিদণ্ড দ্বিখণ্ড করিলেন। তখন ঘটোৎকচ নন্দন ক্রোধভরে গদা বিঘূর্ণন পূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর দ্রোণাত্মজ তাহাও শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অঞ্জনপর্ব্বা সহসা আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া কাল মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত বৃক্ষ বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তখন দ্রোণপুত্র তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর যেমন স্বীয় করজালে মেঘমণ্ডল ভেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শরজালে অঞ্জনপর্ব্বার কলেবর ভেদ করিতে লাগিলেন। তখন ঘটোৎকচতনয় অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সুবর্ণ খচিত রথে অবস্থান পূর্ব্বক পৃথিবীস্থিত অত্যুচ্চ অঞ্জনপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ চিত্তে মহেশ্বর যেমন অন্ধকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই লৌহবর্ম্মধারী ভীমনপ্তা অঞ্জনপর্ব্বারে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ঘটোৎকচ স্বীয় পুত্রকে এই রূপে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কোপজ্বলিত চিত্তে দবদহন প্রবৃত্ত দাবানল সদৃশ পাণ্ডবসৈন্য সংহারকারী মহাবীর অশ্বত্থামার সমীপে আগমন পূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে কহিতে লাগিলেন। হে দ্রোণনন্দন! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর। তুমি কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। পার্ব্বতী নন্দন স্কন্দ যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্য আমি তোমারে বিদীর্ণ করিব। অশ্বত্থামা ঘটোৎকচের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বৎস! তুমি এ ক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পুত্রের সহিত যুদ্ধ করা পিতার কর্ত্তব্য নহে। হে হিড়িম্বানন্দন! তোমার প্রতি আমার কিছু মাত্র ক্রোধ নাই; কিন্তু মনুষ্য রোষপরবশ হইয়া আত্ম নাশেও পরাঙ্মুখ হয় না। এই নিমিত্তই তোমারে এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছি। তখন পুত্রশোক

সন্তপ্ত মহাবীর ঘটোৎকচ রোষকষায়িত লোচনে অশ্বত্থামারে কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ! আমি নীচ লোকের ন্যায় সংগ্রাম কাতর নহি। তবে কেন নিরর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া আমারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছ। আমি এই সুবিস্তীর্ণ কৌরবকুলে মহাবীর ভীমের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি সমরে অপরাঙ্মুখ পাণ্ডবগণের পুত্র, রাক্ষসগণের অধিরাজ ও দশাননের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত। হে দ্রোণাত্মজ! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর। প্রাণ সত্বে তুমি কদাপি অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। আজি আমি তোমার যুদ্ধাভিলাষ অপনীত করিব। মহাবীর ঘটোৎকচ এই বলিয়া কুঞ্জরাভিমুখীন কেশরীর ন্যায় ক্রোধভরে অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার প্রতি রথাক্ষপরিমিত আয়ত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল অশ্বত্থামা হিড়িম্বা তনয় বিসৃষ্ট সেই শর সমুদায় উপস্থিত না হইতে হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডলে শরজালের একটি স্বতন্ত্র যুদ্ধ হইতেছে। অস্ত্র সমুদায়ের সংঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ সকল সমুৎপন্ন হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনতল খদ্যোত পুঞ্জে সুশোভিত হইয়াছে।

এই রূপে দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক ঘটোৎকচের অস্ত্র মায়া প্রতিহত হইলে ভীমতনয় প্রচ্ছন্নভাবে পুনর্ব্বার মায়াজাল বিস্তার করিবার বাসনায় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ সম্পন্ন পাদপকুল সমাচ্ছন্ন, শূল, প্রাস, অসি ও মুষল রূপ প্রস্রবণ যুক্ত এক পর্ব্বতের আকার পরিগ্রহ করিলেন। মহাবাহু অশ্বত্থামা সেই অঞ্জন স্তূপ সদৃশ মহীধর ও তাহা হইতে অনবরত নিপতিত অস্ত্রজাল নিরীক্ষণ করিয়া কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি হাস্যমুখে বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই শৈলেন্দ্রকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ঘটোৎকচ ইন্দ্রায়ুধ বিভূষিত নীল নীরদ রূপ ধারণ করিয়া পাষাণ বর্ষণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক সেই সমুত্থিত নীল মেঘ অপসারিত করিয়া শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করত লক্ষ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ সিংহ শার্দ্দূল সদৃশ মত্ত দ্বিরদ বিক্রম, বিকটাস্য, বিকৃত মস্তক, বিকৃতগ্রীব, নানা শস্ত্রধারী, কবচ সমলঙ্কৃত, ভয়ঙ্কর, ক্রোধোদ্বৃত্ত লোচন, দেবরাজ সম মহাবল পরাক্রান্ত, সমরদুর্ম্মদ, রথারোহী, গজারোহী ও অশ্বারোহী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া পুনরায় অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাত্মজ দুর্য্যোধনকে বিষণ্ণ নিরীক্ষণ করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও ইন্দ্র সম বিক্রম পার্থিবগণের সহিত এই স্থানেই অবস্থান কর। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তোমার শত্রুগণকে সংহার করিব। তুমি কখনই পরাজিত হইবে না। এ ক্ষণে যত্ন সহকারে স্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বাসিত কর। মহারাজ দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! তোমার মনের এই রূপ ঔদার্য্য ও আমাদের প্রতি এই রূপ গাঢ়তর ভক্তি হওয়া নিতান্ত অদ্ভুত নহে। রাজা দুর্য্যোধন অশ্বত্থামারে এই কথা বলিয়া শকুনিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুবল নন্দন!

অর্জ্জুন লক্ষ রথী কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে; তুমি ষষ্টি সহস্র রথী সমভিব্যাহারে তাহার অভিমুখে গমন কর। কর্ণ,বৃষসেন, কৃপ, নীল, কৃতবর্ম্মা, দুঃশাসন, নিকুম্ভ, কুণ্ডভেদী, পুরুক্রম, পুরঞ্জয়, দৃঢ়রথ, পতাকী, হেমপুঙ্খক, শল্য, আরুণি, ইন্দ্রসেন, সঞ্জয়, বিজয়, জয়, কমলাক্ষ, পরক্রাথী, জয়ধর্ম্মা ও সুদর্শন এবং পুরুমিত্রের পুত্র সমুদায়, উদীচ্যগণ ও ছয় অযুত পদাতি তোমার অনুগমন করিবেন। হে মাতুল! দেবরাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি ভীম, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর। আমি এ ক্ষণে তোমার উপর জয় লাভ নির্ভর করিয়াছি। অতএব শার্ঙ্গিকের যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অশ্বত্থামার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর পাণ্ডবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর আপনার পুত্রগণের সন্তোষ ও পাণ্ডবদিগের বিনাশ সম্পাদনার্থ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা ও ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ কুপিত হইয়া বিষাগ্নি সদৃশ সুদৃঢ় দশবাণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণপুত্রের বক্ষস্থল আহত করিলেন। অশ্বত্থামা ভীমসুতের শর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পবনোদ্ধূত পাদপের ন্যায় রথ মধ্যে বিচলিত হইলেন। তখন ভীমতনয় পুনর্ব্বার অবিলম্বে অঞ্জলিক বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক করস্থিত সুপ্রভ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণনন্দন তৎক্ষণাৎ সুদৃঢ় অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া জলধর যেমন বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাক্ষসগণের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ অরাতি নিপাতন শরজাল নিক্ষেপ করিলেন। বিশালবক্ষা রাক্ষসগণ দ্রোণপুত্রের বাণে নিপীড়িত হইয়া সিংহার্দ্দিত মত্ত মাতঙ্গ যূথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রলয়কালে ভগবান হুতাশন যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর অশ্বত্থামা হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব আকাশপথে ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিয়া যেরূপ দীপ্তি পাইয়াছিলেন, মহাবীর দ্রোণতনয় সেই অক্ষৌহিণী রাক্ষসসেনা ধ্বংস করিয়া সেই রূপ বিরাজিত হইতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর ঘটোৎকচ কোপাবিষ্ট হইয়া দ্রোণপুত্রকে বিনাশ করিতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক অসংখ্য রাক্ষস সৈন্যকে প্রেরণ করিলেন। দশনোদ্দীপ্ত বদন নানাস্ত্রধারী ঘোররূপ নিশাচরগণ ঘটোৎকচের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র মুখব্যাদান পূর্ব্বক সিংহনাদে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করত দ্রোণপুত্রের সংহারার্থ ধাবমান হইয়া তাঁহার মস্তকে সহস্র সহস্র শাণিত শক্তি, শতঘ্নী, পরিঘ, অশনি, শূল, পট্টিশ, খড়্গ, গদা, ভিন্দিপাল, মুষল, পরশু, প্রাস, অসি, তোমর, কুণপ, কম্পন, শূল, ভুশুণ্ডী, অশ্মগুড়, লৌহময় স্থূণ এবং শত্রুদারণ ঘোর মুদ্গর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোধগণ ভীষণ অস্ত্র সমুদায় অশ্বত্থামার মস্তকোপরি নিপতিত হইতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইল; কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণতনয় অসম্ভ্রান্ত চিত্তে শিলানিশিত বজ্রকল্প শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অনায়াসে সেই ঘোরতর শরজাল নিবারণ করিয়া সত্বরে দিব্য মন্ত্রপূত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে বিপুল বক্ষা রাক্ষসগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিশাচরগণ অশ্বত্থামার ভীষণ শর সমাহত হইয়া সিংহ বিদলিত গজ যূথের ন্যায় একান্ত সমাকুল হইয়া ক্রোধভরে

তাঁহার বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইল। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর অশ্বত্থামা অতি দুষ্কর আশ্চর্য্য জনক বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক একাকীই ঘটোৎকচের সমক্ষে প্রজ্বলিত শরানলে সেই রাক্ষসী সেনা দগ্ধ করত যুগান্ত কালীন সম্বর্ত্তক হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য নরপতি মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে রাক্ষসেন্দ্র ভীমতনয় ক্রোধে নয়ন বিঘূর্ণন, করতালি প্রদান ও ওষ্ঠাধর দংশন পূর্ব্বক স্বীয় সারথিরে কহিলেন, হে সারথে! তুমি সত্বরে দ্রোণ পুত্র সমীপে রথ সঞ্চালন কর। সারথি আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র অশ্বত্থামার সমীপে রথ সমানীত করিলেন। ভীমবিক্রম অরাতিপাতন ঘটোৎকচ পুনরায় সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জয়পতাকা সমাযুক্ত বিকট বেশধারী দ্রোণপুত্রের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অষ্ট ঘণ্টাযুক্ত দেবনির্ম্মিত অশনি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কার্ম্মুক পরিত্যাগ ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই অশনি গ্রহণ করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাপ্রভা সম্পন্ন সেই ঘোররূপ অশনি রাক্ষসেন্দ্রের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে সকলেই দ্রোণপুত্রকে প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের রথে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ অতি ভীষণ কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া পুনরায় অশ্বত্থামার উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও নির্ভীক চিত্তে আচার্য্য পুত্রের বক্ষঃস্থলে আশীবিষ সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা তাহাদের দুইজনের উপর অসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও হুতাশন সদৃশ শরনিকরে তাঁহার নারাচ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে যোধগণের ও মহাবীর অশ্বত্থামার প্রীতিজনক অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেন সহস্র রথ, তিন শত হস্তী এবং ছয় সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন বিক্রমশালী অশ্বত্থামা ঘটোৎকচ ও অনুজ সহায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন যে, পৃথিবী মধ্যে আর কেহই সেরূপ পরাক্রম প্রদর্শনে সমর্থ নহেন। তিনি নিমেষ মাত্রে মহাবীর ভীমসেন, ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বিজয় ও কেশবের সমক্ষে সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথ সমবেত এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী সেনা নিপাত করিলেন। দ্বিরদগণ অশ্বত্থামার অবক্র নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গ বিহীন পর্ব্বত সমুদায়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। নিকৃত্ত করিশুণ্ড সকল সমরভূমিতে বিলুণ্ঠিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ভীষণ ভুজগগণ ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে। কাঞ্চনময় দণ্ড ও শ্বেতছত্র সকল ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, আকাশ মণ্ডল যুগান্ত কালে চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহমণ্ডলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। ঐ সময় দ্রোণাত্মজের শরনিকর প্রভাবে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে সমরাঙ্গনে এক ভীষণ তরঙ্গ যুক্ত ভীরু জনের মোহজনক শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। বৃহদাকার ধ্বজ সকল উহার মণ্ডূক; ভেরী সকল বৃহদাকার কচ্ছপ;

শ্বেতছত্র সমুদায় হংসাবলি; চামর ফেন; কঙ্ক ও গৃধ্র সকল মহানক্র; অসংখ্য আয়ুধ মৎস্য; বৃহদাকার হস্তি সমুদায় পাষাণ; অশ্বগণ মকর; রথ সকল তীরভূমি, পতাকা নিচয় তীরস্থিত মনোহর বৃক্ষ; প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি সকল ডুণ্ডুভ; মজ্জা ও মাংস পঙ্ক; কবন্ধগণ ভেলক; কেশকলাপ শৈবাল এবং যোধগণের আর্ত্তনাদ উহার শব্দ স্বরূপে শোভা পাইতে লাগিল।

মহাবীর অশ্বত্থামা এই রূপে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া ঘটোৎকচকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদ ও মহারথ পাণ্ডবগণকে শরজালে বিদ্ধ করত দ্রুপদপুত্র সুরথকে সংহার পূর্ব্বক সুরথের অনুজ শত্রুঞ্জয়, বলানীক, জয়ানীক ও জয়কে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে পৃষধ্র ও চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া দশ শরে কুন্তীভোজের দশ পুত্রকে ও সুপুঙ্খ সুশাণিত তিন শরে শ্রুতায়ুধরে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া এক যমদণ্ডোপম ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর পরিত্যক্ত হইবা মাত্র ঘটোৎকচের হৃদয় ভেদ পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচকে নিহত ও নিপতিত বোধ করিয়া অশ্বত্থামার নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব সৈন্যগণও সমরে পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল। এই রূপে মহাবীর অশ্বত্থামা শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমর ভূমি শরনিকরে ছিন্নকলেবর, নিহত ও নিপতিত গিরিশৃঙ্গ সদৃশ রাক্ষসগণে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে নিতান্ত দুর্গম ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ ও অন্যান্য বীরগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ, সুপর্ণ, পিতৃলোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত, অপসরা ও দেবতাগণ অশ্বত্থামার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুযুধান ইহাঁরা, দ্রুপদতনয়গণ, কুন্তিভোজের পুত্রগণ এবং সহস্র সহস্র রাক্ষসগণকে অশ্বত্থামার শরনিকরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া পরম যত্ন সহকারে যুদ্ধে মনোনিবেশ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে অতি অদ্ভুত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সোমদত্ত সাত্যকিরে পুনরায় অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থ দশ শরে সোমদত্তকে বিদ্ধ করিলে সোমদত্তও তাঁহারে শত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুত্র বিনাশে নিতান্ত সন্তপ্ত, স্থবিরোচিত গুণগ্রাম সমলঙ্কৃত, যযাতিরাজ সদৃশ বৃদ্ধ সোমদত্তকে প্রথমত বজ্রসঙ্কাশ সুতীক্ষ্ণ দশ শর ও ভীষণ শক্তি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার উপর সাত শর প্রয়োগ করিলেন। তখন মহাবীর ভীম সাত্যকির সাহায্যার্থ সোমদত্তের মস্তকে এক সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকিও সেই সময় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে অনল সঙ্কাশ শাণিত শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভীষণ পরিঘ ও শর এককালে সোমদত্তের কলেবরে নিপতিত হইলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাবীর বাহ্লীক স্বীয় পুত্রের তদবস্থা দর্শনে বর্ষাকালীন নীরবর্ষী

নীরদের ন্যায় অনবরত শর বর্ষণ করত সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীম সাত্যকির সাহায্যার্থ নয় শরে বাহ্লীককে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর প্রতীপতনয় বাহ্লীক তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুরন্দর বিনির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় ভীমের বক্ষঃস্থলে এক শক্তি প্রহার করিলেন। মহাবাহু ভীমসেন সেই শক্তি দ্বারা আহত হইয়া একান্ত বিচলিত ও বিমোহিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া বাহ্লীকের প্রতি এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমসেন প্রেরিত ভীষণ গদা বাহ্লীকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বজ্রাহত পাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর আপনার আত্মজ নাগদত্ত, দৃঢ়রথ, বীরবাহু, অয়োভুজ, দৃঢ়, সুহস্ত, বিরজ, প্রমাথ ও উগ্রযায়ী, দাশরথি সদৃশ এই নয় মহাবীর বাহ্লীককে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্যসাধনক্ষম নারাচ সকল সন্ধান পূর্ব্বক প্রত্যেকের মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ভীমের নারাচে বিদ্ধ হইয়া মহীরুহগণ যেমন প্রচণ্ড বায়ু সহকারে ভগ্ন হইয়া পর্ব্বত শিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। এই রূপে ভীম নয় নারাচে সেই নয় বীরের প্রাণ সংহার করিয়া কর্ণের প্রিয় পুত্র বৃষসেনের প্রতি শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা বৃকরথ তাঁহারে নারাচ নিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম তৎক্ষণাৎ তাঁহারে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক আপনার সাত জন শ্যালককে বিনাশ করিয়া নারাচ দ্বারা শতচন্দ্রকে সংহার করিলেন। তখন বীরগবাক্ষ, শরভ ও বিভু শকুনির ভ্রাতা শতচন্দ্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ভীমসেনের প্রতি দ্রুতবেগে গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিকর প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সেই জলধারা সদৃশ নারাচ নিকরে তাড়িত হইয়া পাঁচ শরে অলৌকিক বলশালী পাঁচ মহীপালকে বিনাশ করিলেন। অন্যান্য নৃপতিগণ তাঁহাদিগকে বিনষ্ট দেখিয়া সাতিশয় বিচলিত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্য ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই আপনার পক্ষীয় অম্বষ্ঠ, মালব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, অভীষাহ, শূরসেন, বাহ্লীক, বসাতি, যৌধেয়, মালব ও মদ্রকগণকে অসংখ্য শরে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের মাংস ও শোণিতে পৃথিবী কর্দ্দমাক্ত হইল। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের রথ সমীপে বধ কর, আহরণ কর, গ্রহণ কর, বিদ্ধ কর, ইত্যাকার তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। তখন দুর্য্যোধন প্রেরিত মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কৌরবসৈন্য বিদ্রাবণ করিতে দেখিয়া তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার উপর বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মনন্দন স্বীয় অস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের অস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে অস্ত্র বিনষ্ট হইলে ভারদ্বাজ রোষ পরবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরের বিনাশার্থ বারুণ, যাম্য, আগ্নেয়, ত্বাষ্ট্র ও সাবিত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মহাবাহু যুধিষ্ঠির অকুতোভয়ে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই দ্রোণ নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমূহ নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন হিতৈষী দ্রোণাচার্য্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মরাজের বিনাশ বাসনায় ঐন্দ্র ও প্রাজাপত্য অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। গজ সিংহগামী, বিশালবক্ষা পৃথুলোহিতাক্ষ, অমিততেজা ধর্ম্মরাজও মাহেন্দ্র অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া

দ্রোণাস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য যৎপরোনাস্তি কোপাবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরের বধ কামনায় ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত করিলেন। ঐ সময় রণক্ষেত্র তিমিরাবৃত হওয়াতে আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। যোধগণ সেই ব্রাহ্ম অস্ত্র দর্শনে অতিশয় শঙ্কিত হইল। তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির স্বীয় ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা সেই আচার্য্য নিক্ষিপ্ত ব্রাহ্ম অস্ত্র নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার প্রধান প্রধান সৈনিকগণ ধনুর্দ্ধারী যুদ্ধ বিশারদ দ্রোণাচার্য্য ও যুধিষ্ঠিরের বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করিয়া সরোষ নয়নে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা দ্রুপদ সেনাগণকে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ শরে নিপীড়িত হইয়া মহাত্মা অর্জ্জুন ও ভীমসেনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন ও ভীমসেন সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অসংখ্য রথ দ্বারা অরি সৈন্যগণের অভিমুখীন হইলেন এবং অর্জ্জুন দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ও ভীমসেন উত্তর পার্শ্বস্থ সেনা আক্রমণ পূর্ব্বক শরবর্ষণ দ্বারা আচার্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাতেজা মৎস্য, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ সাত্বতদিগের সহিত অর্জ্জুন ও ভীমসেনের অনুগমন করিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই অন্ধকারাবৃত নিদ্রাক্রান্ত কৌরবসেনাগণ মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণ ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে অতিশয় উদ্ধৃত অবলোকন ও তাহাদের বিক্রম নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল! এ ক্ষণে মিত্র কার্য্যের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি অস্মৎপক্ষীয় সমস্ত যোধগণকে পরিত্রাণ কর। উহারা নিশ্বসন্ত ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ মহারথ পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম, জয়শালী, মহারথ, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে।

কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে মহারাজ! আজি আমি পুরন্দর স্বয়ং অর্জ্জুনের রক্ষার্থ সমাগত হইলেও তাঁহারে পরাজয় করিয়া অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব, তুমি আশ্বস্ত হও। আমি সত্য বলিতেছি যে, আজি তোমার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমাগত পাঞ্চাল ও পাণ্ডুতনয়গণকে বিনাশ করিয়া কার্ত্তিকেয় ইন্দ্রকে যেরূপ বিজয় প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমারে জয় প্রদান করিব। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলবান; অতএব তাহার প্রতি আজি সেই বাসবদত্ত অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিব। মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন নিহত হইলেই তাহার ভ্রাতৃগণ হয় তোমার বশীভূত হইবে, না হয় পুনরায় বন গমন করিবে। হে কুরুকুলতিলক! আমি জীবিত থাকিতে তোমার বিষাদ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি আজি পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত পাঞ্চাল, কেকয় ও বৃষ্ণিগণকে সমরে পরাজয় পূর্ব্বক তাহাদিগকে শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমারে পৃথিবী প্রদান করিব।

হে মহারাজ! মহাবাহু কৃপাচার্য্য কর্ণের বাক্য শ্রবণে গর্ব্বিতভাবে তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! যদি তোমার বাক্যে কার্য্য সিদ্ধি হইত, তাহা হইলে তুমি থাকাতেই কুরুনাথ সনাথ হইতেন, সন্দেহ নাই। তুমি কুরুরাজ সমীপে অনেকবার আত্মশ্লাঘা করিয়া থাক; কিন্তু কখনই তোমার

পরাক্রম বা বীর্য্যের ফল কিছুই লক্ষিত হয় না। তুমি কতবার অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে; কিন্তু কখনই জয় লাভ করিতে সমর্থ হও নাই। গন্ধর্ব্বগণ যখন রাজা দুর্য্যোধনকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়াছিল। কেবল তুমি একাকী সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। বিরাট নগরের যুদ্ধসময়ে সমস্ত কৌরবগণ পরাজিত হইলে তুমিও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলে। সূতনন্দন! তুমি একমাত্র মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; তবে কি রূপে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে উৎসাহী হইতেছ? হে সূতপুত্র! আত্মশ্লাঘা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বীর পুরুষের কর্ত্তব্য; অতএব তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করিয়া আপনার অকৃতার্থতা প্রদর্শন করিতেছ; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না। তুমি মহাবীর অর্জ্জুনকে দৃষ্টিগোচর না করিতে এবং তাঁহার বাণের সম্মুখবর্ত্তী না হইতেই মহা গর্জ্জন করিয়া থাক; কিন্তু একবার ধনঞ্জয়ের শরে বিদ্ধ হইলে তোমার তর্জ্জন গর্জ্জন অতি দুর্লভ হইয়া উঠে। ক্ষত্রিয়েরা বাহুবল, ব্রাহ্মণগণ বাগ্‌জাল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কার্ম্মুক দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ করেন; কিন্তু তুমি কেবল কল্পিত মনোরথ দ্বারাই শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাক। যে মহাবীর রুদ্রকে প্রীত করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুনকে প্রতিঘাত করা কাহার সাধ্য?

হে মহারাজ! বীর প্রধান মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্য্যের সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে কৃপাচার্য্য! যথার্থ বীরপুরুষেরা বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় নিরন্তর গর্জ্জন এবং ক্ষিতিরোপিত বীজের ন্যায় আশু ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সমরধুরন্ধর বীরগণের সমরাঙ্গনে আত্মশ্লাঘা করা আমার মতে কিছুমাত্র দোষাবহ নহে। যে ব্যক্তি যে ভার বহনে মনে মনে দৃঢ় যত্ন করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে সাহায্য প্রদান করেন। আমি মনে যাহা কল্পনা করি, তাহা কার্য্যেও পরিণত করিয়া থাকি। হে বিপ্র! আমি যদি বৃষ্ণিগণের সহিত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিয়া গর্জ্জন করি, তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে? দূরদর্শী বীরগণ শারদ জলধরের ন্যায় কখনই বৃথা গর্জ্জন করেন না। তাঁহারা স্বীয় সামর্থ্যানুসারে গর্জ্জন করিয়া থাকেন। হে গৌতম! আমি আজি রণে যত্নবান্ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব বলিয়াই গর্জ্জন করিতেছি। তুমি অবিলম্বেই আমার গর্জ্জনের ফল দর্শন করিবে। আমি আজ রণস্থলে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবতনয়দিগকে বৃষ্ণিগণের সহিত নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে নিষ্কণ্টকে পৃথিবী প্রদান করিব।

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে কর্ণ! আমি তোমার এই স্বেচ্ছাকৃত প্রলাপ বাক্য গ্রাহ্য করি না। তুমি সতত কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিন্দাবাদ করিয়া থাক; কিন্তু দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, উরগ ও পক্ষিগণেরও অজেয় অর্জ্জুন ও বাসুদেব যাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পাণ্ডবগণের নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ প্রিয়, সত্যবাদী, বদান্য, সত্যধর্ম্মনিরত, শিক্ষিতাস্ত্র, বুদ্ধিমান, কৃতজ্ঞ এবং পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনায় নিরত। উহাঁর ভ্রাতৃগণও মহাবল পরাক্রান্ত, সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রাজ্ঞ, যশস্বী ও গুরুকার্য্য সাধনপরতন্ত্র। আর দেখ, ইন্দ্র সম বিক্রম, একান্ত অনুরক্ত মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দুর্ম্মুখপুত্র জনমেজয়, চন্দ্রসেন, রুদ্র-

সেন, কীর্ত্তিবর্ম্মা, ধ্রুব, ধর, বসুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহচন্দ্র, সুতেজন, গজানীক, শ্রুতানীক, বীরভদ্র, সুদর্শন, শ্রুতধ্বজ, বলানীক, জয়ানীক, জয়প্রিয়, বিজয়, লব্ধলক্ষ্য, জয়াশ্ব, রথবাহন, চন্দ্রোদয়, কামরথ, সপুত্র বিরাট ও তাঁহার ভ্রাতৃ সমুদায়, যমজ নকুল ও সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহারাজ দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রগণ এবং অন্যান্য অনেক মহারথ সমর কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিতেছেন। অতএব উহাঁর কিছুতেই ক্ষয় হইবে না। হে কর্ণ! ভীম ও অর্জ্জুন অস্ত্রবলে দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, ভুজগ ও কুঞ্জরে পরিপূর্ণ এই সমুদায় পৃথিবী নিঃশেষিত করিতেও অসমর্থ নহেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও রোষ প্রদীপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারেন। হে সূতনন্দন! অমিত পরাক্রম বাসুদেব যাঁহাদের সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে কিরূপে সমরে পরাজয় করিবে। তুমি যে, কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছ, ইহা নিতান্ত অন্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া হাস্যমুখে তাঁহারে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত কথা কহিলে, সকলই সত্য। তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত ও অন্যান্য বহুতর সদ্গুণ বিদ্যমান আছে, সন্দেহ নাই। আর তাঁহারা যে, দেবগণ সমবেত দেবরাজ ইন্দ্র এবং সমুদায় দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উগর ও রাক্ষসগণেরও অজেয়; তদ্বিষয়ে আমি অণুমাত্র সংশয় করি না; কিন্তু দেবরাজ আমারে এই যে অমোঘ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, আমি ইহার প্রভাবে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে পারি। এ ক্ষণে আমি তদ্দ্বারা অর্জ্জুনকেই সংহার করিব। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে অবশিষ্ট পাণ্ডবেরা কদাচ জয় লাভ পূর্ব্বক এই পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা বিনষ্ট হইলে এই সসাগরা ধরণী অনায়াসেই কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তিনী হইবে। হে আচার্য্য! সুনীতি বিস্তার করিলে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমি আস্ফালন করিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও সংগ্রাম কার্য্যে অনিপুণ; বিশেষত পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার সাতিশয় পক্ষপাত আছে; এই নিমিত্ত তুমি আমারে এই রূপ অপমান করিতেছ। যাহা হউক, যদি তুমি পুনরায় আমার প্রতি ঐ রূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে আমি খড়্গ দ্বারা তোমার জিহ্বা ছেদন করিব। হে নির্ব্বোধ! তুমি কৌরব পক্ষীয় সেনাগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের স্তুতি করিতে বাসনা করিতেছ। অতএব এ ক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, শকুনি, দুর্ম্মুখ, জয়, দুঃশাসন, বৃষসেন, মদ্ররাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি ও তুমি তোমরা যে যুদ্ধে বর্ত্তমান রহিয়াছ, তথায় বিপক্ষ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী হইলেও কি জয় লাভ করিতে পারে? ঐ সমুদায় কৃতাস্ত্র, স্বর্গলিপ্সু, ধর্ম্মপরায়ণ, যুদ্ধপারগ বীরগণ দেবগণকেও সমরে নিপাতিত করিতে পারেন; উহাঁরা পাণ্ডবগণের নিধন ও কৌরবগণের বিজয় কামনায় বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবস্থিত রহিয়াছেন। যাহা হউক, বিক্রম সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জয়লাভ দৈবায়ত্ত। দেখ, মহাবাহু ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন এবং সমধিক বলসম্পন্ন দেবগণেরও দুর্জ্জয় মহাবীর বিকর্ণ, চিত্রসেন, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, জয়, জলসন্ধ, সুদ-

ক্ষিণ, রথিশ্রেষ্ঠ শল, বীর্য্যবান ভগদত্ত এবং অন্যান্য অসংখ্য মহাবীর সমরে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দৈব প্রতিকূলতাই এই বিনাশের মূলকারণ। হে পুরুষাধম! তুমি যে, নিরন্তর দুর্য্যোধনরিপু পাণ্ডবগণকে স্তব করিতেছ, তাহাদিগেরও ত সহস্র সহস্র বীরপুরুষ নিহত হইয়াছে। পাণ্ডব ও কৌরব এই উভয় পক্ষীয় সেনা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। হে নরাধম! তুমি পাণ্ডবগণকে সতত বলবান বলিয়া জ্ঞান কর; কিন্তু আমি তাহাদের কিছুমাত্র প্রভাব দেখিতে পাই না। যাহা হউক, আমি দুর্য্যোধনের হিতার্থ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যথাশক্তি যত্ন করিব; কিন্তু জয়লাভ দৈবায়ত্ত।

একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সূতপুত্রকে মাতুল কৃপাচার্য্যের প্রতি এই রূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সিংহ যেমন মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই অসি নিষ্কাশন পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া কহিলেন, হে নরাধম! মহাত্মা কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের প্রকৃত গুণ সকল কীর্ত্তন করিতেছিলেন; কিন্তু তুমি বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রভাবে ইহাঁর ভৎর্সনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে মূঢ়! তুমি অহঙ্কার পরতন্ত্র হইয়া কিছুই লক্ষ্য করিতেছ না এবং ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে আপনার বলবীর্য্যের শ্লাঘা করিতেছ। যখন মহাবীর অর্জ্জুন তোমারে পরাজয় করিয়া তোমার সমক্ষেই জয়দ্রথকে বিনাশ করিলেন, তৎকালে তোমার এই বীর্য্য ও অস্ত্র সমুদায় কোথায় ছিল। হে সূতকুলাঙ্গার! যিনি পূর্ব্বে স্বয়ং মহাদেবের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তুমি সেই অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত কেন মনে মনে বৃথা কল্পনা করিতেছ। সুররাজ সনাথ সমুদায় দেব ও অসুরগণ কৃষ্ণ সহায় অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই। তুমি সেই অপরাজিত অদ্বিতীয় বীরকে এই সমস্ত ভূপালগণের সহিত কিরূপে পরাজয় করিতে পারিবে। হে দুর্ব্বুদ্ধে! এ ক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার বলবীর্য্য অবলোকন কর। আমি অদ্য তোমার মস্তক ছেদন করিব। অশ্বত্থামা এই বলিয়া মহাবেগে তাঁহার শিরশ্ছেদনে সমুদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও কৃপাচার্য্য তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

তখন কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন! এ ব্রাহ্মণাধম নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি প্রবতন্ত্র ও সমরশ্লাঘী; তুমি উহারে পরিত্যাগ কর। ঐ দুরাত্মা এ ক্ষণে আমার ভুজবীর্য্য দর্শন করুক। অশ্বত্থামা কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, রে সূতপুত্র! আমি তোমারে ক্ষমা করিলাম; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করুন; সূতপুত্রের প্রতি কোপ প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনারে এবং কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, মদ্ররাজ ও শকুনিরে অতি গুরুতর কার্য্যভার বহন করিতে হইবে। ঐ দেখুন, পাণ্ডবগণ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগের অভিমুখীন হইতেছে।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মনস্বী অশ্বত্থামারে এই রূপে প্রসন্ন করিলে দ্রোণতনয় ক্রোধবেগ সম্বরণ করিলেন। তখন শান্তস্বভাব কৃপাচার্য্য অবিলম্বে মৃদুভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! এ ক্ষণে আমরা তোমারে ক্ষমা করিলাম; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! অনন্তর সেই যশস্বী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ মিলিত হইয়া বারংবার তর্জ্জন করত আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রথিপ্রধান তেজস্বী কর্ণও দেবগণ পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত কর্ণের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। যশস্বী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া কেহ কেহ এই কর্ণ, কেহ কেহ কর্ণ কোথায় এবং কেহ কেহ অরে দুরাত্মন্ সূতনন্দন! রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর, এই বলিয়া উচ্চস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ কর্ণকে অবলোকন পূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে কহিতে লাগিলেন যে, যাবতীয় নৃপসত্তমগণ ঐ অল্পবুদ্ধি গর্ব্বিত চিত্ত সূতপুত্রকে সংহার করুন। উহার জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অত্যন্ত বিপক্ষ, দুর্য্যোধনের হিতৈষী ও সকল অনর্থের মূল; অতএব উহার প্রাণ সংহার কর। পাণ্ডব প্রেরিত মহারথ ক্ষত্রিয়গণ এই কথা কহিতে কহিতে কর্ণ বিনাশার্থ ধাবমান হইয়া অসংখ্য শরবর্ষণে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সংগ্রাম বিজয়ী লঘুহস্ত বলবান সূতনন্দন সেই কালান্তক যমোপম অদ্ভুত সৈন্যসাগর ও মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত শরবর্ষণ পূর্ব্বক অরাতি সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ শরবর্ষণ ও শরাসন কম্পন পূর্ব্বক পূর্ব্বে দানবগণ যেমন দেবরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তদ্রূপ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরবর্ষণ পূর্ব্বক সেই ভূপালগণ নির্ম্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় সূতপুত্র এরূপ অদ্ভুত হস্তলাঘব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষ বর্গ সমরে যত্নবান হইয়াও তাঁহারে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না।

এই রূপে মহাবীর কর্ণ নৃপগণের শর সমূহ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদের যুগকাষ্ঠ ঈষা, ছত্র, ধ্বজ ও ঘোটক সমুদায়ের উপর স্বনামাঙ্কিত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণশরনিপীড়িত ভূপালগণ ব্যাকুল চিত্তে শীতার্দ্দিত গো সমূহের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য অশ্ব সকল গজ ও রথী কর্ণের শরে নিপীড়িত হইতে লাগিল। সমরে অপরাঙ্মুখ শূরগণের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ মস্তক সমুদায়ে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। যোধগণ ইতস্তত নিহত, হন্যমান ও রোরুদ্যমান হওয়াতে সমরক্ষেত্র অতি ভীষণ যমালয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া অশ্বত্থামারে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ঐ দেখুন, মহাবীর কর্ণ বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষ সমস্ত ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাণ্ডব সেনাগণ কর্ণবাণে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখুন, অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে কার্ত্তিকেয় নির্জ্জিত অসুরসেনার ন্যায় কর্ণশরে নির্জ্জিত দেখিয়া সূতপুত্রের বিনাশার্থ ধাবমান হইতেছে। অতএব যাহাতে ধনঞ্জয় যোধগণের সমক্ষে তাঁহারে সংহার করিতে না পারে, আপনি ঐ রূপ উপায় অবলম্বন করুন। দুর্য্যোধন অশ্বত্থামারে এই কথা বলিলে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য ও হার্দ্দিক্য দৈত্য সেনাভিমুখীন দেবরাজের ন্যায় অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সূতপুত্রের রক্ষার্থ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহা-

বীর ধনঞ্জয় পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া পুরন্দর বৃত্রাসুরের প্রতি যেরূপ ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সূর্য্যতনয় মহারথ কর্ণ প্রতিনিয়ত অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা ও তাহারে পরাজিত করিতে বাসনা করিয়া থাকে। এ ক্ষণে সেই জাতবৈর কালান্তক যম সদৃশ ক্রুদ্ধ মহাবীর ধনঞ্জয়কে সহসা অবলোকন করিয়া কি করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! গজ যেমন প্রতিগজের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহাবেগে সমাগত সূতপুত্রকে সুবর্ণপুঙ্খ সরল শর সমুদায়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে তিন শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের হস্তলাঘব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর ত্রিংশৎ শাণিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রোধভরে এক নারাচে উঁহার বাম হস্তের অগ্রভাগ বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয়ের ভীষণ নারাচের আঘাতে কর্ণের হস্ত হইতে সহসা কার্ম্মুক নিপতিত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই কোদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া নিমেষ মধ্যে অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কর্ণ পরিত্যক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে সেই পরস্পর প্রতিকার পরায়ণ বীর দ্বয় শরজালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। করিণীর নিমিত্ত বন্য মাতঙ্গ দ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে তৎকালে কর্ণ ও অর্জ্জুনের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের পরাক্রম আলোকন করিয়া সত্বরে তাঁহার করস্থিত কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন ও ভল্লাস্ত্রে চারি অশ্বকে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে মহাবীর কর্ণ অশ্ব, সারথি ও কার্ম্মুক বিহীন হইলে ধনঞ্জয় তাঁহারে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং জীবিত রক্ষার্থ সত্বরে সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন অর্জ্জুনশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ সূতপুত্রকে পরাজিত দেখিয়া চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে পলায়ন পরায়ণ অবলোকন করিয়া নিবারণ করত কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয় প্রধান বীরগণ! তোমাদের পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই; এই আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের বধার্থ সমরাঙ্গনে গমন করিতেছি। আমি অবিলম্বেই অর্জ্জুনকে পাঞ্চালগণের সহিত বিনাশ করিব। আজি আমি গাণ্ডীবধন্বার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ যুগান্তকালের ন্যায় আমার বিক্রম দর্শন করিবে। আমার শরনিকর শলভ শ্রেণীর ন্যায় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। আজি আমি শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে আমার সৈনিক পুরুষেরা বর্ষাকালীন জলধর নির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় আমার শরধারা সন্দর্শন করিবে। হে বীরগণ! তোমরা অর্জ্জুন হইতে ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থান কর। আমি আজিই সন্নতপর্ব্ব সায়ক নিচয় দ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিব। মকরাকুল মহার্ণব যেমন তীরভূমি অতিক্রমণে অসমর্থ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আজি

আমার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য মহাবাহু দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে গমন করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামারে কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন ক্রোধান্ধ হইয়া পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতেছেন। উহাঁরে শীঘ্র নিবারণ কর, নচেৎ উনি আমাদের সমক্ষে অর্জ্জুনের শরে বিনষ্ট হইবেন। উনি যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন শরনিকরের পথবর্ত্তী না হইবেন, সেই অবধিই রণস্থলে জীবিত থাকিতে পারিবেন; অতএব উনি নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ অর্জ্জুন শরে ভস্মীভূত না হইতে হইতেই উহাঁরে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত কর। হে মহাত্মন্! আমরা উপস্থিত থাকিতে দুর্য্যোধনের অসহায়ের ন্যায় স্বয়ং যুদ্ধার্থ গমন করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। বিশেষত দুর্য্যোধন শার্দ্দূলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হস্তীর ন্যায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উহাঁর জীবন রক্ষা করা অতিশয় সুকঠিন হইবে।

হে মহারাজ! অস্ত্র বিশারদ অশ্বত্থামা মাতুলের বাক্য শ্রবণানন্তর সত্বরে রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে গান্ধারিপুত্র! আমি সতত তোমার হিতানুষ্ঠানে যত্ন করিয়া থাকি। অতএব আমি জীবিত থাকিতে আমারে অনাদর করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করা তোমার উচিত হইতেছে না। হে দুর্য্যোধন! অর্জ্জুনের পরাজয় নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতে হইবে না। তুমি এই স্থানে অবস্থান কর; এ ক্ষণে আমিই ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতেছি।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্মন! আচার্য্য পাণ্ডবগণকে সুত নির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আপনিও প্রতিনিয়ত তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। এ ক্ষণে আমার দুরদৃষ্ট বশতই হউক, বা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই হউক, রণস্থলে আপনার পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া থাকে। আমি অতিশয় লুব্ধ স্বভাব; আমারে ধিক্! বান্ধবগণ আমার সুখলাভের নিমিত্তই পরাজিত ও সাতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছেন। যাহা হউক, হে ব্রহ্মন্! আপনি ব্যতিরেকে মহেশ্বর সম মহাবল পরাক্রান্ত শস্ত্র বিদগ্রগণ্য অন্য কোন বীর সমর্থ হইয়াও বিপক্ষগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে। হে গুরুপুত্র! এ ক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার শত্রু বিনাশে প্রবৃত্ত হউন। দেবদানবগণও আপনার অস্ত্রের নিকট অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। অতএব আপনি অনুচর বর্গের সহিত সোমক ও পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। পশ্চাৎ আমরা আপনারই ভুজবলে পরিরক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট শত্রুগণকে বিনষ্ট করিব। ঐ দেখুন, সোমক ও পাঞ্চালগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দাবানলের ন্যায় আমার সৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতেছে। অতএব আপনি উহাদিগকে এবং কৈকেয়গণকে নিবারণ করুন। নচেৎ উহারা ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। হে ব্রহ্মন্! আপনি অবিলম্বেই উহাদিগকে বিনাশ করুন। এই কার্য্য এ ক্ষণেই হউক, বা পরেই হউক, আপনারেই সাধন করিতে হইবে। সাধু সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনি পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছেন; আপনার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী পাঞ্চাল শূন্য হইবে। হে ব্রহ্মন্! সিদ্ধ পুরুষদিগের বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব আপনি অনুচরগণ সমবেত পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। পাঞ্চাল ও

পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণও আপনার অস্ত্রগোচরে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। হে পুরুষপ্রবর! আমি সত্য কহিতেছি যে, সোমক ও পাণ্ডবেরা বল প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। এ ক্ষণে আপনি গমন করুন। আর কাল বিলম্ব করিবেন না। ঐ দেখুন, আমার সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরজালে একান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। হে আচার্য্য-কুমার! আপনি স্বীয় দিব্য তেজঃপ্রভাবে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যুদ্ধ-দুর্ম্মদ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া দেবরাজ দৈত্যবধে যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অরাতি নি-পাতনে যত্নবান হইলেন এবং আপনার পুত্র মহাবীর দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহা-বাহো! পাণ্ডবেরা যে আমার ও পিতার নিতান্ত প্রিয় এবং আমরা পিতা পুত্রেও যে তাহাদিগের প্রীতিভাজন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সংগ্রাম সময়ে সেরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। আমি কর্ণ, শল্য, কৃপ ও হার্দ্দিক্যের সহিত মিলিত হইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রাণপণে যুদ্ধ করত নিমেষ মধ্যে পাণ্ডব সেনাগণকে সংহার করিতে পারি। আর যদি আমরা সংগ্রামে উপস্থিত না থা-কি, তাহা হইলে পাণ্ডবগণও নিমেষ মধ্যে কৌরবসেনা নিঃশেষিত করিতে পারে; কিন্তু আমরা উভয় পক্ষেই সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি বলিয়া পরস্পরের তেজঃপ্র-ভাবে পরস্পরের তেজ প্রশমিত হইতেছে। যাহা হউক, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পাণ্ডব-গণ জীবিত থাকিতে বল পূর্ব্বক বিপক্ষ সেনা পরাজিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। বলবীর্য্য-শালী পাণ্ডুপুত্রগণ আপনাদের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তাহারা কেন না তোমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবে? তুমি নিতান্ত লুব্ধ, নিকৃতিপরতন্ত্র, সর্ব্ব বিষয়ে শঙ্কিত, অভিমানী ও পাপাত্মা; এই নিমিত্তই সতত আমাদিগের প্রতি আশঙ্কা করিয়া থাক। যাহা হউক, আমি জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যত্নবান হইয়া তোমার নিমিত্ত সং-গ্রামে গমন করিতেছি। অদ্য আমি তোমার হিত সাধনার্থ পাঞ্চাল, সোমক, কৈকয় ও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক শত্রুর প্রাণ সংহার করিব। অদ্য চেদি, পাঞ্চাল ও সোমকগণ আমার শরে দগ্ধ হইয়া সিংহা-র্দ্দিত গো সমূহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইবে। অদ্য আমি সংগ্রামে এ রূপ পরা-ক্রম প্রকাশ করিব যে, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধি-ষ্ঠির ও সোমকগণ ইহ লোক দ্রোণপুত্রময় অবলোকন করিবে। ধর্ম্মনন্দন পাঞ্চাল ও সোমকগণকে আমার বাণে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইবে। ফলত অদ্য যে যে বীর আমার সহিত সং-গ্রামে সমাগত হইবে, তাহাদের সকলকেই সংহার করিব। তাহারা কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

হে মহারাজ! মহাবাহু অশ্বত্থামা আপ-নার পুত্র দুর্য্যোধনকে এই রূপ কহিয়া তাঁহার হিতের নিমিত্ত ধনুর্দ্ধরদিগকে বিদ্রা-বণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে আগমন করিতে লাগি-লেন এবং কৈকয় ও পাঞ্চালগণকে কহি-লেন, হে মহারথগণ! তোমরা স্থির চিত্তে যুদ্ধ করত হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক আমারে প্রহার কর। বীরগণ দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক এই-রূপ অভিহিত হইয়া বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় সকলেই তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাণ্ডুতনয়দিগের সমক্ষেই তাহাদিগকে

শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাঁহাদের দশ জনকে ভূমিসাৎ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ অশ্বত্থামার শরে তাড়িত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পুর্ব্বক চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মেঘগম্ভীর নিস্বন, সুবর্ণালঙ্কার ভূষিত, সমরে অপরাঙ্মুখ, এক শত রথারোহী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রোণপুত্রের প্রতি গমন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে নির্ব্বোধ আচার্য্যপুত্র! সামান্য যোধগণকে বিনাশ করিলে কি হইবে; যদি বীরপুরুষ হও, তবে আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ কর, আমি অবিলম্বেই তোমার প্রাণ সংহার করিব; তুমি ক্ষণ কাল অবস্থান কর। প্রবল প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামার প্রতি মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। মধুলোলুপ ভ্রমরগণ যেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষে গমন করে, তদ্রূপ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ শর সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার শরীরে প্রবেশ করিল। তখন শরপাণি মহাবীর দ্রোণপুত্র এই রূপে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পাদাহত পন্নগের ন্যায় ক্রোধভরে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি স্থির হইয়া মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর; আমি অবিলম্বেই নারাচ দ্বারা তোমারে যমরাজের রাজধানী প্রেরণ করিব।

অরাতিপাতন অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে এই রূপ কহিয়া তাঁহারে একবারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালতনয় দ্রোণপুত্রের শরনিকরে এই রূপে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহারে তর্জ্জন করত কহিলেন, হে বিপ্রতনয়! তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ও উৎপত্তির বিষয় বিশেষ অবগত নহ। আমি অগ্রে দ্রোণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ তোমারে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; তন্নিমিত্ত দ্রোণ জীবিত থাকিতে তোমারে বিনাশ করিলাম না। আমার অভিপ্রায় এই যে, এই রজনী সুপ্রভাত হইলে অগ্রে তোমার পিতারে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তোমারে শমন সদনে প্রেরণ করিব; অতএব এই সময়ে স্থির চিত্তে পাণ্ডবগণের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি ও কৌরবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কর। তুমি জীবিত থাকিতে কখনই আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। হে নরাধম! যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হয়, তোমার ন্যায় সে ক্ষত্রিয়েরই বধ্য হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপে কটু বাক্য প্রয়োগ করিলে দ্বিজোত্তম অশ্বত্থামা তাঁহারে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া ক্রোধারুণ লোচনে দগ্ধ করতই যেন, ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালসেনা পরিবৃত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের শরনিপাতে নিপীড়িত হইয়া কিছুমাত্র কম্পিত হইলেন না; প্রত্যুত স্বীয় ভুজবল অবলম্বন করিয়া অশ্বত্থামার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই রোষপরায়ণ মহাধনুর্দ্ধর বীর দ্বয় প্রাণপণে পরস্পর পরস্পরের শর সন্নিপাত নিবারণ ও চারি দিকে বাণ বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ চারণ প্রভৃতি আকাশগামিগণ অশ্বত্থামা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এই রূপ ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর বধার্থী বিকট বেশ বীর দ্বয় শরনিকরে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া অলক্ষিত রূপে অতি সুন্দর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, তাঁহারা কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই রূপে তাঁহারা পরস্পর বধে কৃতসংকল্প হইয়া অত্যাশ্চর্য্য

ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগকে অরণ্য মধ্যস্থ মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সবিশেষ প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! সেই ভীরুজনের ভয়জনক তুমুল যুদ্ধ কালে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ, শঙ্খধ্বনি ও নানাবিধ বাদ্য বাদন করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে কিয়ৎক্ষণ কাহারই জয় পরাজয় লক্ষিত হইল না।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের কোদণ্ড, ধ্বজদণ্ড, ছত্র, অশ্ব চতুষ্টয়, পার্শ্বরক্ষক দ্বয়, ও সারথিরে ছেদন করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকর বিস্তার পূর্ব্বক সহস্র সহস্র পাঞ্চালসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অশ্বত্থামার সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইল। তখন অশ্বত্থামা এককালে এক এক শত শরে এক এক শত পাঞ্চালকে ও সুশাণিত তিন তিন শরে তিন তিন মহাবীরকে সংহার করত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই বহুসংখ্য পাঞ্চালকে বিনাশ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধে অভিনিবিষ্ট পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইল। তাহাদিগের রথধ্বজ সমুদায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহারথ অশ্বত্থামা শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া বর্ষাকালীন নীরদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। হুতাশন যেমন যুগান্তকালে ভূত সমুদায়কে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্র বহুসংখ্য বীরগণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন কৌরবগণ সেই অরাতিনিপাতন সুররাজ সদৃশ দ্রোণপুত্রকে যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীম অশ্বত্থামারে পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের সহিত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন উভয় পক্ষে ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বষ্ঠ, মালব, বঙ্গ, শিবি ও ত্রিগর্ত্তদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর ভীম যুদ্ধদুর্ম্মদ অভীষাহ ও শূরসেনদিগকে শরনিকরে ছেদন করিয়া রুধির ধারায় ধরাতল কর্দ্দমময় করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়, যৌধেয়, অদ্রিজ, মদ্রক ও মালবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। দ্বিরদগণ বেগগামী নারাচ নিকরে সমাহত হইয়া দ্বিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। করিশুণ্ড সকল খণ্ড খণ্ড ও ইতস্তত বিলুণ্ঠমান হওয়াতে সমর ভূমি জঙ্গম ভুজঙ্গ সমুদায়ে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কনক চিত্রিত ছত্র সকল চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সমর ভূমি চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ সমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল।

ঐ সময় দ্রোণের রথাভিমুখে নির্ভয়ে সংহার কর, প্রহার কর, বিদ্ধ কর ও ছেদন কর ইত্যাকার ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমীরণ যেমন মেঘমণ্ডল অপসারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণের অস্ত্র প্রভাবে সমাহত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসংখ্য রথারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত

হইলেন এবং অর্জ্জুন আচার্য্যের দক্ষিণ পার্শ্ব ও ভীমসেন বাম পার্শ্ব অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও সোমকগণ ভীম ও অর্জ্জুনের অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষ মহারথগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণের সাহায্যার্থ তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তৎকালে দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত এবং সৈন্যগণও নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল। মহাবীর অর্জ্জুন এই সুযোগে সেই কৌরব সৈন্যদিগকে পুনরায় বিদীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং কোন কোন মহীপালও স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুনভয়ে ভীত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ, রাজা দুর্য্যোধন ও অন্যান্য যোধগণ কোন ক্রমে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তকে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধভরে সারথিরে কহিলেন, সূত! অবিলম্বে আমারে সোমদত্ত সমীপে সমানীত কর; আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, ঐ কৌরবাধমের প্রাণ সংহার না করিয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইব না। সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মনোমারুতগামী, শঙ্খবর্ণ, অস্ত্রাঘাতসহিষ্ণু, সিন্ধুদেশীয় অশ্ব সমূহ পরিচালন করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে দৈত্যবধোদ্যত সুররাজের অশ্বগণ তাঁহারে যেরূপ বহন করিয়াছিল, সাত্যকির অশ্বগণও তাঁহারে তদ্রূপ বহন করিতে লাগিল। তখন মহাবাহু সোমদত্ত সাত্যকিরে মহাবেগে সংগ্রামাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া বারিধারার ন্যায় শরবর্ষণ পূর্ব্বক জলধর দিনকরকে যেরূপে আবৃত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারে আচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকিও অসংভ্রান্ত চিত্তে কুরুশ্রেষ্ঠ সোমদত্তকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সোমদত্ত যুযুধানকে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও তাঁহারে নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় পরস্পরের শরনিকরে বিদ্ধ ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বসন্তকালীন কুসুমিত কিংশুক দ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তাঁহারা তৎকালে রোষকষায়িত লোচনে পরস্পরকে দগ্ধ করতই যেন রথমার্গে মণ্ডলাকারে বিচরণ পূর্ব্বক বারিবর্ষী অম্বুদের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ বীর দ্বয় শরসংভিন্ন কলেবর হইয়া শল্লকী দ্বয়ের ন্যায়, সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোতাবৃত বৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় এবং শরসন্দীপিত কলেবর হইয়া উল্কা সমবেত কুঞ্জর দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহারথ সোমদত্ত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা সাত্যকির শরাসন ছেদন পূর্ব্বক প্রথমত তাঁহারে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সত্বরে সুদৃঢ় অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সোমদত্তকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে ভল্ল দ্বারা তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সোমদত্ত স্বীয় ধ্বজ নিপাতিত দেখিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সাত্যকিরে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা ধনুর্দ্ধর সোমদত্তের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক নতপর্ব্ব সুবর্ণপুঙ্খ শত বাণে তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ সোমদত্তও

সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ করিয়া যুযুধানকে শরনিকরে আবৃত করিলেন। সাত্যকি তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে সোমদত্তও তাঁহারে শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেন যুযুধানের রক্ষার্থ সোমদত্তকে দশ বাণে আহত করিলেন। সোমদত্ত তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ভীমসেনকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সুদৃঢ় ভীষণ পরিঘাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। কুরুকুলোদ্ভব সোমদত্ত তদ্দর্শনে হাস্যমুখে সেই ঘোরদর্শন পরিঘাস্ত্র দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। লৌহ নির্ম্মিত বৃহৎ পরিঘ দ্বিধা ছিন্ন হইয়া বজ্রবিদারিত ভূধর শিখরের ন্যায় পতিত হইল।

অনন্তর মহারথ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে এক ভল্লে সোমদত্তের শরাসন ও পাঁচ শরে শরমুষ্টি ছেদন করিয়া চারি বাণে তুরঙ্গমগণকে যমরাজ সদনে প্রেরণ করত আনতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ অতি ভয়ানক সুবর্ণ পুঙ্খ শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শৈনেয় বিমুক্ত শর শ্যেন পক্ষীর ন্যায় মহাবেগে সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। মহারথ সোমদত্ত সাত্যকির সেই শর প্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ সোমদত্তকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইল।

এ দিকে পাণ্ডবগণ সমুদায় প্রভদ্রক ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে দ্রোণ সৈন্যের অভিমুখে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই তাঁহার সৈনিক পুরুষদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কৌরবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে অবলোকন করিয়া রোষকষায়িত লোচনে দ্রুতবেগে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ সাত বাণে বিদ্ধ করিলে রাজা যুধিষ্ঠিরও ক্রোধভরে দ্রোণকে পাঁচ বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভারদ্বাজ যুধিষ্ঠিরের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজ ও কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সত্বরে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্র শরে দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। দ্বিজোত্তম দ্রোণাচার্য্য এই রূপে যুধিষ্ঠিরের শরনিকরে নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল রথোপরি অবসন্ন হইয়া রহিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত যুধিষ্ঠির নির্ভীক চিত্তে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই বায়ব্যাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া আচার্য্যের সুদীর্ঘ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য সত্বরে অন্য কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠির শাণিত ভল্লে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি আপনারে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে নিবৃত্ত হউন, উনি সর্ব্বদা আপনার গ্রহণে যত্ন করিতেছেন; অতএব উঁহার সহিত সংগ্রাম করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষত যিনি উঁহার বিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন,

তিনিই উহাঁর বধসাধন করিবেন। অতএব আপনি আচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করুন। নরপতিরা ভূপাল ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধাভিলাষ করেন না। অতএব যে স্থানে মহাবীর ভীমসেন কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে গমন করুন।

অরাতিনিপাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া দ্রুতবেগে ভীমসেন সমীপে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর ব্যাদিতানন অন্তকের ন্যায় কৌরব সৈন্য সংহার করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বর্ষাকালীন মেঘ গর্জ্জন সদৃশ রথ নির্ঘোষে ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অরাতিনিপাতন ভীমসেনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিলেন। এ দিকে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও সেই প্রদোষ সময়ে পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই ভয়ানক যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত এবং অন্ধকার ও ধূলিপটল প্রভাবে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছাদিত হইলে ক্ষত্রিয় প্রধান যোধগণ পরস্পরকে আর নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা স্ব স্ব নাম কীর্ত্তন ও অনুমান দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপ এবং ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি ইঁহারা উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা চারি দিকে ধাবমান হইল এবং স্খলিত বুদ্ধি হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মহারথও সেই ঘোরতর অন্ধকারে একান্ত বিমোহিত হইয়া পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রধান প্রধান বীরগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ সেই ঘোরতর তিমির পরিপূর্ণ, সমরস্থলে নিতান্ত শঙ্কিত ও বিমোহিত হইতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ সেই অন্ধকার প্রভাবে তোমাদিগকে এই রূপে আলোড়িত করিলে তোমারা হীনতেজ হইয়া কি মনে করিতে লাগিলে? আর কিরূপেই বা সেই তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে অস্মৎ পক্ষীয় ও পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ দৃষ্টিগোচর হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময়ে সেনাপতিগণ দ্রোণের আদেশানুসারে হতাবশিষ্ট সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ উহার অগ্রে, শল্য পশ্চাদ্ভাগে এবং অশ্বত্থামা ও শকুনি পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন স্বয়ং সেই সৈন্যগণের তত্ত্বাবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমস্ত পদাতিদিগকে সান্ত্বনাবাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে পদাতিগণ! তোমরা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রজ্বলিত প্রদীপ সমুদায় গ্রহণ কর। পদাতিগণ তাঁহার আদেশানুসারে হৃষ্ট মনে প্রদীপ গ্রহণ করিল। দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও কিন্নরগণও কুতূহল সহকারে নভোমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক প্রদীপ গ্রহণ করিলেন। দিগ্দেবতারা এবং মহর্ষি নারদ ও পর্ব্বত দুর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠানার্থ সুগন্ধি তৈল সংযুক্ত প্রদীপ সকল অন্তরীক্ষ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈন্য সকল অগ্নিপ্রভা এবং মহার্হ আভরণ ও প্রহারার্থ নিক্ষিপ্ত মার্জ্জিত দিব্য শস্ত্র প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৌরবগণ প্রতি রথে পাঁচ পাঁচ, প্রতি গজে তিন তিন ও প্রতি অশ্বে এক এক প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন। তখন সেই দীপমালা আপনার সৈন্যগণকে আলোক প্রদান করিতে লাগিল। সৈন্যগণ প্রদীপহস্ত পদাতিগণ

কর্ত্তৃক পরিশোভিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত মেঘ মণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল।

এই রূপে সেই সৈন্যগণ প্রকাশিত হইলে হুতাশন সদৃশ তেজস্বী দ্রোণ তাহাদের মধ্যে গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কালীন প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। প্রদীপ প্রভা সুবর্ণময় আভরণ, নিষ্ক, বিশুদ্ধ তূণীর ও শস্ত্র সমুদায়ে প্রতিফলিত হইতে লাগিল এবং শৈক্যগদা, শুভ্র পরিঘ ও শক্তি মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া রশ্মিজাল দ্বারা সমধিক আলোক বিস্তার করিল। তখন যোদ্ধাদিগের ছত্র, চামর, অসি, প্রদীপ্ত মহোল্কা ও দোদুল্যমান সুবর্ণ মালা সকল সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই সমস্ত সৈন্য শস্ত্র, দীপ ও আভরণ প্রভায় সাতিশয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শোণিতসিক্ত শাণিত শস্ত্র সমুদায় বীরগণ কর্ত্তৃক বিকম্পিত হইয়া বর্ষাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাজাল বিস্তার করিতে লাগিল। শত্রু সংহারার্থ মহাবেগে ধাবমান কম্পিত কলেবর মনুষ্যগণের মুখমণ্ডল সমীরণ সঞ্চালিত অম্বুদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পাদপদল সমাচ্ছন্ন অরণ্য অনল প্রভাবে প্রদীপ্ত হইলে দিবাকরের প্রভা যেমন সমধিক হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই ভয়ঙ্কর কালে কৌরব সৈন্যগণের প্রভা অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া উঠিল।

তখন পাণ্ডবগণ ও কৌরব পক্ষীয় বল সমুদায় দীপমালায় শোভিত হইয়াছে অবগত হইয়া স্বীয় সৈন্য মধ্যে পদাতিগণকে প্রতিবোধিত করিয়া সেই রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রতি গজে সাত সাত, প্রত্যেক রথে দশ দশ, প্রতি অশ্বের পৃষ্ঠে দুই দুই প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন। ধ্বজ এবং সমস্ত সেনার পার্শ্ব, পশ্চাৎ, অগ্র ও মধ্যভাগে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইল। হে রাজন! এই রূপে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্য মধ্যে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথের উপর এবং পদাতিগণের হস্তে অসংখ্য দীপ থাকাতে পাণ্ডবসেনা আলোকময় হইল। হে মহারাজ! সেই সমুদায় সৈন্য প্রদীপ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া দিবাকরাভিগুপ্ত হুতাশনের ন্যায় সমধিক তেজস্বী হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষীয় প্রদীপ প্রভা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিক্ সমুদায়ে অভিব্যাপ্ত হইলে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্য সমুদায় সুস্পষ্ট রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর ও সিদ্ধগণ নভোমণ্ডলগত আলোক প্রভাবে উদ্বোধিত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। তখন সেই সংগ্রাম স্থল দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও সিদ্ধগণ এবং রণ নিহত দেবলোক প্রস্থানোদ্যত যোধগণে একান্ত সমাকুল হইয়া সুরলোক সদৃশ হইয়া উঠিল। ঐ সময় সেই রথ, অশ্ব ও নাগগণে সমাকুল দীপ সমুদায়ে প্রদীপ্ত, নিহত ও পলায়িত অশ্বকুলে সঙ্কুল, সংরব্ধ যোধগণে সমাকীর্ণ অসংখ্য নরনাগাশ্ব সম্পন্ন বল সমুদায় সুরাসুর ব্যূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে শক্তি সকল প্রচণ্ড বায়ু, রথ সমুদায় মেঘ, গজ ও অশ্বগণের গভীর গর্জ্জন মহা নির্ঘোষ ও রুধির প্রবাহ অম্বুধারা স্বরূপ প্রতীয়মান হইল। হে মহারাজ! মধ্যাহ্ন-কালীন শারদ দিবাকর যেমন করজালে সকলকে সন্তপ্ত করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর অশ্বত্থামা সেই অনলকল্প সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

মহারাজ! এই রূপে সেই ধূলিজাল

সমাচ্ছাদিত রণস্থল প্রদীপ শিখায় সুপ্রকাশিত হইলে রথি সকল পরস্পর বিনাশ মানসে শস্ত্র, প্রাস ও অসি ধারণ পূর্ব্বক তথায় সমাগত হইয়া পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সহস্র সহস্র প্রদীপ, রত্ন খচিত স্বর্ণ দণ্ড ও দেব গন্ধর্ব্ব গৃহীত গন্ধতৈল সুবাসিত সমধিক উজ্জ্বল দীপের প্রভায় রণভূমি গ্রহপরিপূর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। মহোল্কা সকল লোকের অভাবে বসুন্ধরাকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে প্রদোষ সময়ে পাদপ সমুদায় খদ্যোত পরিপূর্ণ হইয়া যেরূপ শোভমান হয়, দিঙ্মণ্ডল প্রদীপ প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে হস্ত্যারোহিগণ হস্ত্যারোহিগণের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিগণের সহিত এবং রথিগণ রথিগণের সহিত কুতূহল সহকারে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই চতুরঙ্গ সেনা ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন সত্বরে মহীপালগণকে বিনাশ করত কৌরব সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ একান্ত অসহিষ্ণু মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধভরে আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমাদিগের মন কি রূপ হইল এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধনই বা তৎকালোচিত কি কর্ত্তব্য অবধারণ করিল? কোন্ কোন্ বীর অর্জ্জুনের প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইলেন? আর কোন্ কোন্ বীরই বা তৎকালে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন! হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ চক্র ও কোন্ কোন্ বীর বাম চক্র এবং কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আর কাহারাই তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন। হে সঞ্জয়! যিনি রথমার্গে নৃত্য করতই যেন, পাঞ্চাল সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ধূমকেতুর ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চাল মহারথদিগকে শরানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর দ্রোণ কি রূপে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। হে সঞ্জয়! তুমি বিপক্ষদিগকে অব্যগ্র, অপরাজিত ও হৃষ্ট এবং মৎ পক্ষীয় রথিগণকে রথ শূন্য ও অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে নিহত, বিবর্ণ ও বিপ্রকীর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধার্থী দ্রোণাচার্য্যের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই রজনীতে স্বীয় বশম্বদ, ভ্রাতা, মহাবল পরাক্রান্ত বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুপার্শ্ব, দুর্দ্ধর্ষ ও দীর্ঘবাহু এবং তাঁহাদিগের পদানুগগণকে কহিলেন যে, তোমরা যত্নসহকারে দ্রোণাচার্য্যের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা কর। হার্দ্দিক্য তাঁহার দক্ষিণ চক্র এবং শল্য বাম চক্র, হতাবশিষ্ট ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণ তাঁহার পুরোভাগ রক্ষণে নিযুক্ত হউন। আচার্য্য ক্ষমাশীল; বিশেষত পাণ্ডবগণ সাতিশয় যত্নসহকারে যুদ্ধ করিতেছে, অতএব তোমরা ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা কর। আচার্য্যও বলবান, ক্ষিপ্রহস্ত ও পরাক্রমশালী। সোমকগণ সমবেত পাণ্ডবদিগের কথা দূরে থাকুক, তিনি একাকী দেবগণকেও পরাজয় করিতে অসমর্থ নহেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্যের রক্ষণে যত্নবান হও। পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কোন বীরই আচার্য্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। অতএব প্রাণপণে তাঁহারে রক্ষা করিলে তিনি অনায়াসে সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সমূলে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হই-

রেন। সেনামুখস্থিত সৃঞ্জয়গণ নিহত হইলে অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিবেন। অর্জ্জুন মহারথ কর্ণের নিকট পরাজিত হইবে এবং আমিও বর্ম্মধারী ভীমসেন প্রভৃতি অবশিষ্ট পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব। তাহা হইলে অন্যান্য যোধগণ সহসা হীনবীর্য্য ও আমাদের অনন্তকালব্যাপী জয়লাভ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা রণস্থলে মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা কর।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সেই নিশাকালে সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিলে পর, বিজয়াভিলাষী উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যগণকেএবং কৌরবগণ অর্জ্জুনকে নানাবিধ শস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদরাজকে এবং দ্রোণাচার্য্য সৃঞ্জয়গণকে সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও কৌরব সৈন্যগণের ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে যেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ আমাদিগের বা পূর্ব্বতন লোকদিগের কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে সেই সর্ব্ব ভূত বিনাশন ভীষণ রাত্রিযুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের বিনাশের নিমিত্ত পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণকে সম্মুখাভিবর্ত্তিত ভারদ্বাজের বিনাশে আদেশ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ঙ্কর রব করত দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অস্মৎপক্ষীয় বীরগণও রোষাবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে শক্তি, উৎসাহ ও পরাক্রমানুসারে তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। সংগ্রাম নিপুণ কুরুকুলোদ্ভব ভূরি সাত্যকিরে মত্তদ্বীপের ন্যায় দ্রোণাভিমুখে গমন ও চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ সহদেবকে দ্রোণাচার্য্যের গ্রহণে যত্নবান দেখিয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া ব্যাদিতাস্য শমনের ন্যায় সমাগত প্রতিপক্ষ ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। শকুনি সর্ব্বযুদ্ধ বিশারদ যোধগণাগ্রগণ্য নকুলকে, কৃপাচার্য্য মহারথ শিখণ্ডীরে, দুঃশাসন ময়ূর সবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথে সমারূঢ় প্রতিবিন্ধ্যকে, পিতৃতুল্য প্রভাবশালী অশ্বত্থামা মায়াবিশারদ সম্মুখাগত ভীমসেনতনয় ঘটোৎকচকে, বৃষসেন অসংখ্য সৈন্য ও পদানুগগণে পরিবৃত দ্রোণ গ্রহণার্থী দ্রুপদকে, ক্রুদ্ধচিত্ত মদ্ররাজ দ্রোণ নিধনার্থ সমাগত বিরাটকে, নিশাচর প্রধান অলম্বুষ যোধগণাগ্রগণ্য মহারথ অর্জ্জুনকে এবং আপনার পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন নকুল তনয় শতানীককে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে রুদ্ধ করিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অরাতি মর্দ্দন ধনুর্দ্ধর দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হস্ত্যারোহী যোধগণ বিপক্ষ পক্ষীয় হস্ত্যারোহিগণের সহিত ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। তুরঙ্গগণ পক্ষবান পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অশ্বা-

রোহিগণ প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করত অশ্বারোহিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ গদা, মুষল প্রভৃতি নানাস্ত্র দ্বারা সমরে পরস্পরকে নিহত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! তীরভূমি যেমন উদ্ধৃত অর্ণবকে নিবারণ করে, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হার্দ্দিক্যকে প্রথমতঃ পাঁচ ও তৎপরে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ধর্ম্মরাজের আস্ফালনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দশ শরে হার্দ্দিক্যের বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হার্দ্দিক্য ধর্ম্মনন্দনের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহারে সাত শরে নিপীড়িত করিলে ধর্ম্মরাজ তাঁহার কার্ম্মুক ও শরমুষ্টি ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পাঁচ শাণিত ভল্ল প্রয়োগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত যুধিষ্ঠির নিক্ষিপ্ত ভল্ল কৃতবর্ম্মার মহামূল্য হেমপৃষ্ঠ কবচ ভেদ করিয়া বল্মীক মধ্যে প্রবিষ্ট ভীষণ ভুজগের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর হার্দ্দিক্য নিমেষ মধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রথমত ষষ্টি ও তৎপরে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার প্রতি এক ভুজগ সদৃশ ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই পাণ্ডব প্রেরিত হেম চিত্রিত শক্তি হার্দ্দিক্যের দক্ষিণ ভুজদণ্ড ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে হার্দ্দিক্যকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বৃষ্ণিপ্রবর মহাবীর হার্দ্দিক্য তদ্দর্শনে ক্রোধভরে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। হার্দ্দিক্যও এক নিশিত ভল্ল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির এক সুবর্ণ দণ্ড তোমর গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে কৃতবর্ম্মার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য যুধিষ্ঠির পরিত্যক্ত তোমর সমাগত দেখিয়া হাস্যমুখে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে শরনিকরে ধর্ম্মনন্দনকে সমরাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বর্ম্মের উপর অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণালঙ্কৃত বর্ম্ম হার্দ্দিক্য শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট তারকা স্তবকের ন্যায় ধরাতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এই রূপে রাজা যুধিষ্ঠিরও কৃতবর্ম্মার শরে ছিন্ন বর্ম্মা, রথ শূন্য ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য ধর্ম্মপুত্রকে পরাজয় করিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য সমুদায় রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর ভূরি সমাগত মত্তমাতঙ্গ বিক্রম মহারথ সাত্যকিরে নিবারণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত পাঁচ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলে তাঁহার দেহে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কুরুকুলোদ্ভব ভূরিও যুদ্ধ দুর্ম্মদ সাত্যকির বক্ষঃস্থলে দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। এই রূপে সেই ক্রোধান্ধ অন্তক সদৃশ মহাবীর দ্বয়

রোষাক্ত নয়নে শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত এবং সুদারুণ শর-বৃষ্টি দ্বারা পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই রূপে ক্ষণকাল তাঁহাদের সমানরূপ যুদ্ধ হইল। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি হাসিতে হাসিতে মহাত্মা ভূরির কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিশিত নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরি শত্রু শরে ছিন্ন শরাসন ও অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে সুতীক্ষ্ণ ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি শত্রু শরে শরাসন ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া মহাবেগে ভূরির বিপুল বক্ষঃস্থলে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভূরি সেই সাত্যকি নিক্ষিপ্ত শক্তির আঘাতে চূর্ণ কলেবর হইয়া আকাশ ভ্রষ্ট, দীপ্ত রশ্মি মঙ্গল গ্রহের ন্যায় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ অশ্বত্থামা দ্রুত-বেগে যুযুধানের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত জলধর যেরূপ পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ অশ্বত্থামারে সাত্যকির রথা-ভিমুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! তুমি ঐ স্থানে অবস্থান কর; প্রাণসত্ত্বে আমার নিকট হইতে অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। কার্ত্তিকেয় যেমন মহিষকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি আমি তোমারে বিনাশ করিব। হে ব্রহ্মন্! আমি অদ্যই তোমার যুদ্ধ শ্রদ্ধা অপনীত করিব, সন্দেহ নাই। রোষতাম্রাক্ষ অরাতিঘাতন ঘটোৎকচ অশ্বত্থামারে এই কথা বলিয়া ক্রোধাবিষ্ট কেশরী যেমন করীন্দ্রকে আক্রমণ করিতে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং জলধর যেমন ধরাতলে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাহার উপর রথাক্ষপরিমিত ইষুজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রোণপুত্র আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা সেই রাক্ষস নির্ম্মুক্ত শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া তাহার উপর এক শত মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর পরি-ত্যাগ করিলেন। ঘটোৎকচ আচার্য্যপুত্রের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমর মধ্যে সলোম শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অশনি-সম শব্দায়মান ভীষণ ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, বরাহকর্ণ, নালীক ও বিকর্ণ প্রভৃতি শর সমূহে অশ্বত্থামারে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা অনাকুলিত চিত্তে দিব্য মন্ত্রপূত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমীরণ যেমন জলধর পটল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সেই রাক্ষস নির্ম্মুক্ত অশনি সন্নিভ সুদুঃসহ শরজাল নিরাকৃত করিতে লাগি-লেন। তখন বোধ হইল যেন, আকাশপথে শর সমুদায় পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিতে-ছে। সেই বীর দ্বয় নির্ম্মুক্ত শরসমুদায়ের পরস্পর সংঘর্ষণে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন নভোম-ণ্ডল সন্ধ্যা সময়ে খদ্যোত পুঞ্জে বিচিত্রিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এই রূপে দ্রোণ-পুত্র শরজাল দ্বারা দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনার পুত্রগণের হিতার্থ ঘটোৎকচকে অসংখ্য শরে সমাকীর্ণ করিলেন।

অনন্তর সেই ঘোরতর রজনীযোগে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা ও ঘটোৎক-চের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ

ক্রুদ্ধ হইয়া কালাগ্নি সদৃশ দশ বাণে দ্রোণনন্দনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা গাঢ়তর বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত পাদপের ন্যায় বিচলিত হইতে লাগিলেন এবং মোহপ্রাপ্ত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ দ্রোণতনয়কে নিহত বোধ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামারে তদবস্থ দেখিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা সংজ্ঞা লাভ করিয়া বামকরে কার্ম্মুক গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে এক যমদণ্ডোপম ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সুপুঙ্খ শর রাক্ষসের হৃদয় ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ দ্রৌণী নির্ম্মুক্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও মোহাবিষ্ট হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন। তখন সারথি তাঁহারে বিমোহিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে অশ্বত্থামার নিকট হইতে অপবাহিত করিল। মহারথ অশ্বত্থামা এই রূপে রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং আপনার দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও যোধ সমুদায় কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মধ্যাহ্ন কালীন দিবাকরের ন্যায় সমধিক তেজঃসম্পন্ন হইলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমসেনকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন দুর্য্যোধনকে নয় শরে বিদ্ধ করিলে তিনি তাঁহারে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা উভয়ে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে জলদজাল সমাবৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। পরে রাজা দুর্য্যোধন পাঁচ বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম নিশিত শরে কুরুরাজের ধ্বজ ও কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহারে সপ্ততপর্ব্ব নবতি শরে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে নিশিত শরনিকরে ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুর্য্যোধন বিমুক্ত শর সমুদায় ছেদন করিয়া তাঁহারে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা ভীমের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম তৎক্ষণাৎ অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনকে নিশিত সাত শরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন সত্বরে তাঁহার সেই কার্ম্মুকও ছেদন করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার পুত্র জয়শালী দুর্য্যোধন পাঁচ বার ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন বারংবার শরাসন ছিন্ন হওয়াতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক সর্ব্ব লৌহময় সুদৃঢ় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই যমভগিনী তুল্য হুতাশন সমপ্রভ ভীষণ শক্তি নভোমণ্ডল সীমন্তিত করিয়াই যেন দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর দুর্য্যোধন যোধগণের সমক্ষে উহা অর্দ্ধ পথে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে মহাবেগে দুর্য্যোধনের রথ লক্ষ্য করিয়া এক প্রভা বিশিষ্ট গুরুতর গদা নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনের ভীষণ গদাঘাতে কুরুরাজের রথ ও অশ্বগণ সারথির সহিত চূর্ণ হইয়া গেল। তখন দুর্য্যোধন ভীমের পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক

মহাত্মা নন্দকের রথে সমারূঢ় হইলেন। ভীমসেন সেই রজনীতে মহারথ দুর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া কৌরবগণকে তর্জ্জন করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার সেনাগণও নরপতিরে মৃত বোধ করিয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতে লাগিল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির কৌরব পক্ষীয় যোধগণের আর্ত্তনাদ ও মহাত্মা ভীমসেনের সিংহনাদ শ্রবণে দুর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া মহাবেগে বৃকোদর সমীপে আগমন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, কৈকয়, মৎস্য, সৃঞ্জয় ও চেদিগণ দ্রোণের বিনাশ বাসনায় সুসজ্জিত হইয়া ধাবমান হইলেন। অনন্তর ঘোর তিমির নিমগ্ন, পরস্পর প্রহার নিরত যোধগণের সমক্ষে বিপক্ষ দলের সহিত দ্রোণাচার্য্যের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সহদেবকে দ্রোণ সন্নিধানে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর সহদেব তাঁহারে প্রথমত নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কর্ণও তাঁহারে নতপর্ব্ব শত শরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার জ্যাসম্পন্ন কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাদ্রীপুত্র সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া কর্ণকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে শরনিকরে সহদেবের অশ্ব সকল বিনাশ করিয়া অবিলম্বে ভল্লাস্ত্রে সারথিরে সংহার করিলেন। তখন সহদেব রথ শূন্য হইয়া খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সহদেব কর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া এক সুবর্ণ খচিত অতি গুরুতর ভীষণ গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই সহদেব প্রেরিত গদা আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। সহদেব গদা নিষ্ফল হইল দেখিয়া সত্বরে কর্ণের প্রতি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলে সূতপুত্র শরনিকরে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর মাদ্রী তনয় সত্বরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া এক রথচক্র পরিত্যাগ করিলেন। সূতনন্দন সেই কালচক্র সদৃশ রথচক্র আগমন করিতে দেখিয়া সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সহদেব তাঁহার প্রতি ঈষাদণ্ড, যোক্ত্র, বিবিধ যুগ, হস্ত্যঙ্গ এবং নিহত অশ্ব ও মনুষ্য সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কর্ণও শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তৎ সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাদ্রীতনয় আপনারে আয়ুধ শূন্য ও কর্ণের শরনিকরে নিবারিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ ক্ষণকাল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া হাস্যমুখে অতি নিষ্ঠুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে সহদেব! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রথিগণের সহিত কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই তোমার কর্ত্তব্য। হে মাদ্রেয়! তুমি আমার বাক্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না। মহাবীর কর্ণ সহদেবকে এই কথা বলিয়া কার্ম্মুক কোটি দ্বারা তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করত পুনরায় কহিলেন, হে সহদেব! ঐ দেখ, ধনঞ্জয় পরম যত্ন সহকারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে; এ ক্ষণে তুমি অবিলম্বে তাহার সন্নিধানে না হয়, গৃহাভিমুখে গমন কর।

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ সহদেবকে এই রূপ কহিয়া হাস্যমুখে পাঞ্চাল সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়াই মৃতকল্প সহদেবকে বিনাশ করিলেন না। তখন সহদেব কর্ণ শরে নিপীড়িত, বাক্‌শল্যে বিদ্ধ ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং সত্বরে পাঞ্চাল দেশীয় মহাত্মা জনমেজয়ের রথে আরোহণ করিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর মদ্ররাজ দ্রোণাচার্য্যের আক্রমণার্থ সসৈন্যে সমাগত বিরাটনৃপতিরে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলি ও বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এ ক্ষণে ঐ দুই মহাধনুর্দ্ধরের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মদ্ররাজ সত্বরে নতপর্ব্ব শত শর দ্বারা সেনাপতি বিরাট নৃপতিরে আঘাত করিলে বিরাটরাজ প্রথমত শাণিত নয় শরে মদ্ররাজকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া পুনরায় ত্রিসপ্ততি ও তৎপরে শত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর শল্য বিরাটরাজের চারি অশ্ব বিনাশ পূর্ব্বক দুই বাণে তাঁহার ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিরাট নৃপতি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কার্ম্মুক বিস্ফারিত করত শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর শতানীক স্বীয় সহোদর বিরাটকে অশ্ববিহীন অবলোকন করিয়া সর্ব্বলোক সমক্ষে রথারোহণে মদ্ররাজ সমীপে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর শল্য শতানীককে সমাগত দেখিয়া ক্ষণকাল শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাঁহারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর শতানীক নিহত হইলে বাহিনীপতি বিরাট তাঁহার রথে আরোহণ করিয়া নয়ন বিস্ফারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্বিগুণতর বিক্রম প্রকাশ করত শরনিকরে মদ্ররাজের রথ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য ক্রোধভরে সেনাপতি বিরাটরাজের বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব শত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিরাট নৃপতি শল্যের শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রথোপরি অবসন্ন ও মূর্চ্ছাগত হইলেন। সারথি তাঁহারে তদবস্থ দেখিয়া সত্বরে সমরাঙ্গন হইতে অপসারিত করিল। তখন সেই বহুল পাণ্ডব সৈন্য শল্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব তদ্দর্শনে সত্বরে শল্য সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ তুরঙ্গবদন ঘোর দর্শন পিশাচগণে সংযুক্ত, রক্তাদ্র ধ্বজপট পরিশোভিত, মাল্য বিভূষিত, ঋক্ষচর্ম্ম সংবৃত, বিচিত্র পক্ষ বিকটাক্ষ অনবরত শব্দায়মান গৃধ্ররাজ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, উন্নত ধ্বজ দণ্ড সম্পন্ন, অষ্ট চক্র বিশিষ্ট, লৌহময় রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দুই জনের প্রতি ধাবমান হইলেন। শৈলরাজ যেমন সমীরণের গতি রোধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বিদলিত অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ রাক্ষসরাজ অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন অলম্বুষের সহিত অর্জ্জুনের গৃধ্র, কাক, বক, উলূক কঙ্ক ও গোমায়ুগণের হর্ষ বর্দ্ধন, দর্শকগণের প্রীতিকর, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন ছয় শরে রাক্ষস অলম্বুষকে নিপীড়িত ও শাণিত দশ বাণে তাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তিন শরে তাহার সারথি, তিন শরে ত্রিবেণু, এক শরে কার্ম্মুক ও চারি শরে অশ্ব চতুষ্টয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস অলম্বুষ পুনরায় জ্যা সম্পন্ন অন্য শরাসন গ্রহণ করিল। মহাবীর

অর্জ্জুন অবিলম্বে তাহাও ছেদন করিয়া তাহারে নিশিত চারি শরে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষ অর্জ্জুন শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই রূপে অলম্বুষকে পরাজয় করিয়া কুঞ্জর, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অবিলম্বে দ্রোণ সন্নিধানে ধাবমান হইলেন। দ্রোণ সৈন্যগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সমীরণোন্মূলিত মহীরুহ সমুদায়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই নিতান্ত ভীত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত মৃগযূথের ন্যায় সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

একোন সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

মহারাজ! এ দিকে আপনার পুত্র চিত্রসেন নকুলপুত্র শতানীককে সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। নকুলনন্দন নারাচাস্ত্র দ্বারা চিত্রসেনকে নিপীড়িত করিলে চিত্রসেন তাঁহারে প্রথমত নিশিত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন নকুল কুমার নতপর্ব্ব শরনিকরে চিত্রসেনের বিচিত্র বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর চিত্রসেন বর্ম্মবিহীন হইয়া নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন নকুলতনয় সুনিশিত শরজালে তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে মহারথ চিত্রসেন বর্ম্মহীন ও শরাসন বিহীন হইয়া ক্রোধভরে অরাতি বিদারণ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শতানীককে নতপর্ব্ব শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শতানীক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিরে নিপাতিত করিলেন। বলবান চিত্রসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক নকুলতনয়কে পঞ্চবিংশতি শরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শতানীক চিত্রসেনকে বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার সুবর্ণ মণ্ডিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে চিত্রসেন অশ্ব, সারথি, রথ ও শরাসন বিহীন হইয়া মহাত্মা হার্দ্দিক্যের রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণপুত্র বৃষসেন মহারথ দ্রুপদকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞসেন যষ্টি শরে কর্ণপুত্রের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষসেনও রোষাবিষ্ট হইয়া রথস্থ দ্রুপদরাজের বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীর দ্বয় পরস্পরের শরজালে বিদ্ধ হইয়া সলোম শল্লকী দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। স্বর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব সরল শরনিকরের আঘাতে তাঁহাদের কলেবর শোণিতাক্ত হওয়াতে তাঁহাদিগকে অদ্ভুত কল্পবৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় ও বিকশিত কিংশুক দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন দ্রুপদকে প্রথমত নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ততি ও তৎপরে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং এক এক বারে সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করত বর্ষমান মেঘের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা বৃষসেনের শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণতনয় তৎক্ষণাৎ অন্য এক সুবর্ণ মণ্ডিত শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে সুবর্ণবদ্ধ নিশিত ভল্ল বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে সংযোজন পূর্ব্বক সোমকগণকে ভীত

করত দ্রুপদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃষসেন নিক্ষিপ্ত ভল্ল দ্রুপদরাজের হৃদয় ভেদ করিয়া বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর যজ্ঞসেন সেই ভল্লের আঘাতে মোহপ্রাপ্ত হইলেন। সারথি আপনার কর্ত্তব্য স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহারে লইয়া পলায়ন করিল।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই মহারথ পাঞ্চালরাজ সমর পরিত্যাগ করিলে কৌরব সৈন্যেরা সেই ভীষণ রজনীযোগে বর্ম্মহীন দ্রুপদ সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইল। তৎকালে প্রদীপ সকল ইতস্তত প্রজ্বলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, মেঘ শূন্য আকাশ মণ্ডল গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অঙ্গদ সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি বর্ষাকালীন বিদ্যুদ্দাম রঞ্জিত জলদ পটলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তারকাসুরের সংগ্রাম সময়ে দানবগণ যেমন ইন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ সোমকগণ বৃষসেনের শরনিকরে সমাহত হইয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণতনয় তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া মধ্যাহ্ন কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র নরপতি মধ্যে একমাত্র বৃষসেন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহাবীর কর্ণনন্দন সোমক মহারথদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে আপনার পুত্র মহারথ দুঃশাসন প্রতিবিন্ধ্যকে অরাতি নিধনে নিতান্ত তৎপর দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীর দ্বয় সংগ্রামার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া নির্ম্মল নভোমণ্ডলস্থ বুধ ও শুক্রাচার্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর দুঃশাসন অতি ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত প্রতিবিন্ধ্যের ললাটে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য দুঃশাসনের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গবান পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং দুঃশাসনকে প্রথমত নয় ও তৎপরে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র তীক্ষ্ণ শরনিকরে প্রতিবিন্ধ্যের অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া এক ভল্লে তাঁহার ধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার রথ, পতাকা, তূণীর, রথী ও যোক্ত্র সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা প্রতিবিন্ধ্য রথ বিহীন হইয়াও শরাসন হস্তে অবস্থান পূর্ব্বক অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত আপনার পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন তদ্দর্শনে ক্ষুরপ্র অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া তাঁহারে দশ শরে তাড়িত করিলেন। অনন্তর প্রতিবিন্ধ্যের ভ্রাতৃগণ তাঁহারে রথ বিহীন অবলোকন করিয়া বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। তখন প্রতিবিন্ধ্য শ্রুতসোমের ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব পক্ষীয়েরা দুঃশাসনের সাহায্যার্থ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে পরিবেষ্টিত করিয়া বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! সেই ঘোরতর রজনীযোগে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের যমরাজ্য বর্দ্ধন তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবল সুবলনন্দন নকুলকে সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন

সেই বদ্ধবৈর মহাবীর দ্বয় পরস্পরকে সংহার করিবার মানসে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল যেরূপ শর প্রয়োগ করিলেন, শকুনিও স্বীয় শিক্ষাবল প্রদর্শন পূর্ব্বক তদ্রূপ শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীর দ্বয় শরনিকরে সমাচ্ছন্ন কলেবর হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকী ও শাল্মলী বৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহাদের বর্ম্ম শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন ও কলেবর রুধির ধারায় সমাকুল হওয়াতে তাঁহাদিগকে বিচিত্র কল্পবৃক্ষ ও বিকসিত কিংশুক পাদপ দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎপরে তাঁহারা লোচন যুগল বিস্তার পূর্ব্বক রোষানলে পরস্পরকে দগ্ধ করিয়াই যেন, কুটিলভাবে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুবলতনয় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে নিশিত কর্ণি দ্বারা নকুলের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুল তন্নিক্ষিপ্ত কর্ণি অস্ত্রে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথ মধ্যে বিষণ্ণ ও মোহাবিষ্ট হইলেন। শকুনি সেই প্রবল বৈরী নকুলকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাদ্রীতনয় সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ব্যাদিত বদন কৃতান্তের ন্যায় পুনরায় শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহারে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া শত নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। তৎপরে তাঁহার সশর শরাসনের মুষ্টিদেশ দুই খণ্ডে ছেদন পূর্ব্বক সত্বরে ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পীত নিশিত একমাত্র শরে তাঁহার উরু দ্বয় ভেদ করিয়া সপক্ষ শ্যেনের ন্যায় তাঁহারে তৎক্ষণাৎ রথ মধ্যে নিপাতিত করিলেন। তখন সুবলতনয় নকুল নিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া নায়ক যেমন কামিনীরে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ ধ্বজযষ্টি আলিঙ্গন পূর্ব্বক রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথি তাঁহারে সংজ্ঞাহীন ও রথমধ্যে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া সেনামুখ হইতে অবিলম্বে অপসারিত করিল। তদ্দর্শনে অনুচরগণ সমবেত পাণ্ডবেরা পরমাহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর নকুল এই রূপে শকুনিরে পরাজয় করিয়া সারথিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূত! তুমি এ ক্ষণে আমারে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে সমানীত কর। সারথি তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রোণাভিমুখে অশ্ব চালন করিতে লাগিল।

এদিকে কৃপাচার্য্য মহাবল শিখণ্ডীরে দ্রোণাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া পরম যত্ন সহকারে মহাবেগে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। শিখণ্ডী কৃপকে দ্রোণের সাহায্যার্থ দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে নয় বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের প্রিয়কারী কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীরে প্রথমত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে শম্বরাসুর ও সুররাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এ ক্ষণে সেই বীর দ্বয়ের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় নভোমণ্ডল শর বৃষ্টি দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! তখন সেই যুদ্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক হইয়া উঠিল। যোদ্ধাদিগের সেই ভয়জনক ঘোর রজনী কালরাত্রির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কৃপাচার্য্যের শরাসন ছেদন করিয়া শাণিত শর বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি

রুক্মদণ্ড, অকুণ্ঠিতাগ্র, কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত এক ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সেই আচার্য্য নিক্ষিপ্ত শক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শাণিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক শিখণ্ডীরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শিখণ্ডী সেই আচার্য্য নির্ম্মুক্ত শরজাল প্রভাবে অবসন্ন হইয়া রথ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাঁহারে অবসন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ দ্রুপদ-তনয়কে একান্ত অবসন্ন ও সমরে বিমুখ অবলোকন করিয়া সাহায্যার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন আপনার আত্মজেরা বিপুল বল সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরস্পর সম্মুখীন রথিগণের মেঘগর্জ্জন সদৃশ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অশ্বারোহী ও গজারোহিগণ পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে সংগ্রামস্থল অতি দারুণ হইয়া উঠিল। ধাবমান পদাতিগণের পদশব্দে মেদিনী ভয় কম্পিত কামিনীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। যেমন বায়সেরা শলভ সমুদায় আক্রমণ করে, তদ্রূপ দ্রুতগামী রথে সমারূঢ় রথিগণ রথীদিগকে, মত্ত মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগকে, রোষিত অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগকে ও পদাতিগণ পদাতিদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই রাত্রিযোগে সৈন্যগণের মহাবেগে গমন, পলায়ন ও প্রত্যাগমন নিবন্ধন সমরাঙ্গনে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। রথ, হস্তী ও অশ্বগণের উপরিস্থিত প্রদীপ সকল অম্বর-স্খলিত মহোল্কা সমুদায়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই অন্ধতমসাবৃত তমস্বিনী প্রদীপ প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া দিবসের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন জগদ্ব্যাপ্ত গাঢ় তিমির বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই প্রজ্বলিত প্রদীপ সকল সমর ভূমির ঘোরান্ধকার নিরাকৃত করিয়া ভূমণ্ডল, আকাশ মণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল আলোকময় করিল। সেই আলোক প্রভাবে বীরগণের শস্ত্র, বর্ম্ম ও মণি সমুদায়ের প্রভাজাল তিরোহিত হইল। হে মহারাজ! সেই ঘোরতর রাত্রি যুদ্ধে যোধগণ আত্মপরিজ্ঞান বিমূঢ় হইতে লাগিলেন। তখন মোহবশত পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতারে, মিত্র মিত্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভাগিনেয় মাতুলকে এবং আত্মীয়গণ আত্মীয়গণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম মর্য্যাদাশূন্য ও ভীরুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সুদৃঢ় শরাসন ধারণ পূর্ব্বক বারংবার জ্যা কর্ষণ করত দ্রোণাচার্য্যের সুবর্ণ বিভূষিত রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া দ্রুপদতনয়ের সাহায্যার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্রেরাও পরম যত্নসহকারে দ্রোণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই রজনীযোগে উভয় পক্ষীয় সেনা সমবেত হইলে তাহাদিগকে বাতাহত, ক্ষুব্ধসত্ত্ব, অতি ভীষণ সমুদ্র দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের বক্ষঃস্থলে পাঁচ শর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য পঞ্চবিংশতি শরে দ্রুপদতনয়কে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার ভাস্বর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

দ্রোণ শর বিদ্ধ প্রবলপ্রতাপ ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বরে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন করত আচার্য্যের বিনাশ বাসনায় অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া দ্রোণের প্রতি এক জীবিতান্তকারী ঘোরতর শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্ষিপ্ত শর উদিত দিবাকরের ন্যায় সৈন্য সমুদায়কে উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সেই ঘোরতর শর সন্দর্শন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক, এই কথা বারংবার কহিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নির্ম্মুক্ত শর আচার্য্য রথ সমীপে না আসিতে আসিতেই দ্বাদশ খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ এই রূপে শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের শর ছেদন করিয়া তাঁহারে শাণিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পাঁচ, দ্রোণ পাঁচ, শল্য নয়, দুঃশাসন তিন, দুর্য্যোধন বিংশতি ও শকুনি পাঁচ ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপে দ্রোণের পরিত্রাণার্থী সাত মহারথীর শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে তিন তিন শরে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও সকলে সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ করত তাঁহারে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর দ্রুমসেন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে থাক্ থাক্ বলিয়া শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদতনয় দ্রুমরাজের প্রতি অতিতীক্ষ্ণ সুবর্ণপুঙ্খ প্রাননাশক তিন শর নিক্ষেপ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার উজ্জ্বল সুবর্ণকুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিলেন। পরিপক্ক তাল ফল যেমন বাতাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই দ্রুমসেনের দংশিতাধর মুণ্ড ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনরায় বীরগণকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া এক ভল্লে বিচিত্র যোদ্ধা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সিংহ যেমন লাঙ্গুল ছেদন সহ্য করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ স্বীয় শরাসন ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া রোষকষায়িত লোচনে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ ও শর বর্ষণ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে অন্য ছয় মহারথ কর্ণকে ক্রুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া পাঞ্চাল পুত্রের বিনাশ বাসনায় তাঁহারে বেষ্টন করিলেন। মহারাজ! এই রূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরব পক্ষীয় ছয় জন যোদ্ধার মধ্যে অবস্থিত হইলে যোধগণ তাঁহারে কাল কবলে নিপতিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্যার্থ শর বর্ষণ করত তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। কর্ণ যুদ্ধ দুর্ম্মদ যুযুধানকে আগমন করিতে দেখিয়া দশ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি শূরগণের সমক্ষে কর্ণকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পলায়ন করিও না, ঐ স্থানে অবস্থান কর, বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলি ও বাসবের ন্যায় বলবান সাত্যকি ও মহাত্মা কর্ণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্ষত্রিয় প্রধান সাত্যকি রথ নির্ঘোষে ক্ষত্রিয়গণকে ভীত করিয়া রাজীবলোচন রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণও শরাসন শব্দে বসুধা কম্পিত করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপাঠ, কর্ণি, নারাচ, বৎসদন্ত ও ক্ষুরপ্র প্রভৃতি শত শত অস্ত্র দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণিপ্রবীর যুযুধানও কর্ণের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তৎকালে তাঁহাদের উভয়েরই যুদ্ধ সমভাব হইল। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণকে সম্মুখে রাখিয়া নিশিত শরনিকরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর যুযুধান স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের ও কর্ণের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া বৃষসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবীর্য্যশালী বৃষসেন সাত্যকির বাণে বিদ্ধ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি নিপতিত হইলেন। মহারথ কর্ণ তদ্দর্শনে বৃষসেনকে নিহত বোধ করিয়া পুত্রশোকাকুলিতচিত্তে সাত্যকিরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারথ যুযুধানও কর্ণ শরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে বিবিধ বাণে বারংবার বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি দশ বাণে কর্ণকে ও পাঁচ বাণে বৃষসেনকে বিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে উভয়ের শরমুষ্টি ও শরাসন দ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ও বৃষসেন সত্বরে অতি ভীষণ অন্য শরাসন দ্বয় গ্রহণ ও জ্যারোপণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই অসংখ্য বীরনিপাতনী ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সময়ে গাণ্ডীবের ভীষণ নিস্বন অনবরত শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ রথ নির্ঘোষ ও গাণ্ডীব নিস্বন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! ধনঞ্জয় প্রধান প্রধান বীর ও কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিয়া গাণ্ডীব ধ্বনি করিতেছে। অর্জ্জুনের পর্জ্জন্য নির্ঘোষ সদৃশ রথ নির্ঘোষও শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব বোধ হয়, ধনঞ্জয় স্বকার্য্য সাধনে সমুদ্যত হইয়াছে। ঐ দেখুন, কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুন শরে বিদীর্ণ ও ইতস্তত বিপ্রকীর্ণ হইতেছে। উহারা কোনক্রমেই এক স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। সমীরণ যেমন জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক উহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। এ ক্ষণে উহারা অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়া মহাসাগরে নিপতিত নৌকার ন্যায় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মহারাজ! ঐ দেখুন, যোদ্ধৃগণ গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শরনিকরে নিপতিত এবং কেহ কেহ ইতস্তত ধাবমান হইয়াছে। উহাদিগের কোলাহল এবং অর্জ্জুনের রথ সন্নিধানে নভোমণ্ডলে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় দুন্দুভি নির্ঘোষ, হাহাকার শব্দ ও সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। ঐ দেখুন, সাত্যকি আমাদিগের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে। আর পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সহোদরগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াছে। এ ক্ষণে যদি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিরে বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয়লাভ হইবে। অতএব হে মহারাজ! আমরা সকলে সমবেত হইয়া অভিমন্যুরে যেরূপে সংহার করিয়াছি, ঐ বীর দ্বয়কেও সেই রূপে সংহার করা আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ দেখুন, ধনঞ্জয় সাত্যকিরে বহু সংখ্য কৌরবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত জানিয়া দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে আগমন করিতেছে। অতএব আপনি সাত্যকি সন্নিধানে বহু সংখ্য রথিগণকে প্রেরণ করুন। যুযুধান অসংখ্য মহারথ পরিবৃত হইলে ধনঞ্জয় আর তাহারে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে না। এ ক্ষণে বীরগণ সাত্যকিরে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করুন।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শকুনিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাতুল! তুমি দশ সহস্র হস্তী ও দশ সহস্র রথে পরিবৃত হইয়া ধনঞ্জয় সন্নিধানে

গমন কর। দুঃশাসন, দুর্ব্বিষহ, সুবাহু ও দুর্ম্মর্ষণ ইহাঁরা বহু সংখ্য পদাতি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া তোমার অনুগমন করিবেন। তুমি এ ক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও বাসুদেবকে সংহার কর।' হে মাতুল' দেবগণ যেমন দেবরাজকে আশ্রয় করিয়া জয়াশা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি তোমারই উপর নির্ভর করিয়া জয়াশা করিয়া থাকি। পূর্ব্বে মহাবীর কার্ত্তিকেয় যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এ ক্ষণে পাণ্ডবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! মহাবল সুবলনন্দন রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে তাঁহারই প্রিয়ানুষ্ঠানার্থে বহুসংখ্য সৈন্য ও আপনার পুত্রগণের সমভিব্যাহারে পাণ্ডব সংহারার্থ যাত্রা করিলেন। এই রূপে সুবলনন্দন পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে অনবরত শরনিকর বর্ষণ করত সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষ অন্য অন্য বীরগণও সমবেত হইয়া যুযুধানকে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিয়া তাঁহার ও পাঞ্চালগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ কৌরব পক্ষীয় নরপতিগণ সুবর্ণ ও রত্নে খচিত অসংখ্য রথ এবং বহুসংখ্য হস্তী ও অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে ক্রোধভরে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথগণ সত্যবিক্রম সাত্যকির চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক সিংহনাদ ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় তীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর অরাতিনিপাতন সাত্যকি সেই বীরগণকে সমাগত অবলোকন করিয়া তাঁহাদের উপর বিবিধ শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব বিশিখ নিকর দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা গজ সমুদায়ের শুণ্ড, অশ্বগণের গ্রীবা ও বীরগণের কেয়ূরযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় অসংখ্য শ্বেতছত্র ও চামর নিচয় নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি নক্ষত্রমালা মণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি এই রূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে প্রেতগণের চীৎকারের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শব্দে রণভূমি পরিপূরিত হইলে সেই ঘোররূপা রজনী অধিকতর ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! তখন মহারথ রাজা দুর্য্যোধন সাত্যকি শরে সৈন্যগণকে উন্মথিত অবলোকন এবং লোমহর্ষণ তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সূত! যে প্রদেশে ঐ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতেছে, সেই স্থানে অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন কর। সারথি তাঁহার আদেশানুসারে যুযুধানের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। বিজিতক্লম বিচিত্র যোদ্ধা রাজা দুর্য্যোধন এই রূপে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর যুযুধান শোণিত লোলুপ শাণিত দ্বাদশ শর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন শৈনেয়ের শরে অগ্রে নিপীড়িত হইয়া অমর্ষিত চিত্তে তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সমস্ত পাঞ্চালগণের সহিত কৌরবগণের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে আপনার মহারথ পুত্র দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে অশীতি সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার অশ্বগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া সারথিরে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখ-

ন মহাবাহু দুর্য্যোধন সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থান পূর্ব্বক সাত্যকির রথের প্রতি নিশিত পঞ্চাশৎ শর পরিত্যাগ করিলেন। সাত্যকি লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই দুর্য্যোধন প্রেরিত শরনিকর নিবারণ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন রথ হীন ও কার্ম্মুক বিহীন হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন। এই-রূপে দুর্য্যোধন সমর পরাঙ্মুখ হইলে সাত্যকি শরনিকর দ্বারা কৌরব সৈন্যগণকে বিদা-রিত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর শকুনি বহু সহস্র হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর নানা শস্ত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কাল প্রেরিত ক্ষত্রিয়গণ অর্জ্জুনের প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শকুনিরে সমরে পরাঙ্মুখ করিবার মানসে সেই সহস্র সহস্র রথী, হস্তী ও অশ্ব-গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শকুনি রোষকষায়িত লোচনে বিংশতি শরে অরাতিঘাতন অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার রথের উপর শত শর নিক্ষেপ করি-লেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বিংশতি বাণে শকুনিরে ও তিন তিন বাণে অপরাপর ধনু-র্দ্ধারিগণকে বিদ্ধ করিয়া অরাতি নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিবারণ পূর্ব্বক বজ্রসম সায়ক সমুদায়ে আপনাদের যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ। তৎকালে বসুধাতল যোধগণের সহস্র সহস্র ছিন্নভুজ ও কলেবর দ্বারা, কুসুমে সমাবৃত, কিরীট কুণ্ডল মণ্ডিত, নিষ্ক চূড়ামণি বিভূষিত, উদ্বৃত্ত লোচন ও দংশিতাধর মস্তক সমুদায় দ্বারা চম্পক বিন্যস্ত পর্ব্বত সমূহে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তখন বিপুল বিক্রম বীভৎসু সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনানন্তর নতপর্ব্ব পাঁচ বাণে শকু-নিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সমক্ষে তাঁহার পুত্র উলূকের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক সিংহনাদে মেদিনী মণ্ডল কম্পিত করিতে লাগিলেন এবং সত্বরে শকুনির শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। সুবলনন্দন এই রূপে অর্জ্জুন-শরে অশ্ব বিহীন হইয়া অবিলম্বে স্বীয় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক উলূকের রথে সমা-রূঢ় হইলেন। তখন সমুত্থিত মেঘ দ্বয় যেমন পর্ব্বতে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ এক রথে সমারূঢ় শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূক অর্জ্জুনের উপর অনবরত শর বর্ষণ করি-তে লাগিলেন। মেঘাবলি যেরূপ সমীরণ প্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ আপ-নার সেনাগণ অর্জ্জুন বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই গাঢ়তামসাবৃত রজনীতে অনেক যোদ্ধা স্ব স্ব অশ্ব পরিত্যাগ ও অনেকে স্বয়ং অশ্বসঞ্চালন পূর্ব্বক সন্ত্রস্ত চিত্তে সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আ-পনার যোদ্ধৃবর্গকে পরাজিত করিয়া প্রসন্ন মনে শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত শর দ্বারা তাঁ-হার শরাসন মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন। ক্ষত্রিয় মর্দ্দন দ্রোণ তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্নচাপ ধরাতলে পরিত্যাগ করিয়া অন্য উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাঁচ বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করি-লেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর দ্বারা দ্রোণকে নিবারণ করিয়া দেবরাজ যেমন অসুরসেনা সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে অসংখ্য কৌরব সৈন্য নিহত হইলে সমরাঙ্গনে উভয়

পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে বৈতরণী সদৃশ ঘোরতর শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। সহস্র সহস্র নর, অশ্ব ও হস্তী উহার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপে সেই কৌরব সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক দেবগণ পরিবৃত দেবেন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীরগণও কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপতির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক জয়শালী হইয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামার সমক্ষে বারংবার সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর বাক্য প্রয়োগ সুনিপুণ আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণ মধ্যে কতগুলিকে পাণ্ডবগণের শরে নিহত ও কতগুলিকে পলায়মান দেখিয়া অবিলম্বে কর্ণ ও দ্রোণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! আপনারা অর্জ্জুন শরে জয়দ্রথকে নিহত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন; কিন্তু এ ক্ষণে পাণ্ডব সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আমার সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া অরাতি বিনাশে সমর্থ হইয়াও একান্ত অশক্তের ন্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। যদি আমারে পরিত্যাগ করাই আপনাদের অভিপ্রেত ছিল, তবে তৎকালে কি নিমিত্ত আপনারা পাণ্ডবগণকে সমরে পরাজয় করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আপনারা পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে স্বীকার না করিলে আমি কদাচ তাহাদের সহিত এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ করিতাম না। যাহা হউক, যদি এ ক্ষণে আমারে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে আপনারা অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে দণ্ড ঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিবার মানসে সিংহনাদ পরিত্যাগ করত পাণ্ডবপক্ষীয় সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবেরাও স্বীয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেই মহাবীর দ্বয়ের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণ রোষ পরবশ হইয়া সত্বরে সাত্যকিরে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ দশ, রাজা দুর্য্যোধন সাত, বৃষসেন দশ ও শকুনি সাত শরে যুযুধানকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় সোমকগণ দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডব সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর যেমন স্বীয় করজাল বিস্তার পূর্ব্বক অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শরজাল প্রয়োগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ শরে নিহন্যমান হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ মাতুল, কেহ কেহ ভাগিনেয়, কেহ কেহ বয়স্য এবং কেহ কেহ বা সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষার্থ সত্বরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইয়া অভিমুখেই উপস্থিত হইলেন। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য শমন সদনে গমন করিল। হতাবশিষ্ট সেনাগণ দ্রোণ শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ ও ধৃষ্ট-

দ্যুম্নের সমক্ষেই ধাবমান হইল। তৎকালে পাণ্ডব সৈন্যগণ প্রদীপ পরিত্যাগ করিলে দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কেহ কিছুই বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। কেবল কৌরবগণের দীপালোক প্রভাবে পাণ্ডবপক্ষ যোদ্ধাদিগের পলায়ন নয়নগোচর হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ পাণ্ডব সৈন্যগণকে পলায়মান দেখিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে পাঞ্চালগণ বিনষ্ট ও পলায়িত হইলে মহাত্মা জনার্দ্দন নিতান্ত দীনমনা হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চাল সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ ও কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ ক্ষণে আমাদিগের সৈন্যগণ দ্রোণের শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে; কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। অতএব আইস, আমরা উহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করি। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পলায়মান সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; ভয় পরিত্যাগ কর। এই আমরা সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া দ্রোণ ও কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলাম।

হে মহারাজ! ঐ সময় কেশব বৃকোদরকে আগমন করিতে দেখিয়া ধনঞ্জয়ের হর্ষোৎপাদন করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন, হে সখে! ঐ দেখ, সমরশ্লাঘী মহাবীর ভীমসেন সোমক ও পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ ও কর্ণের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছেন। অতএব আজি তুমি পাঞ্চাল দেশীয় মহারথগণ ও ভীমের সহিত সমবেত হইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার কর। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার সহিত দ্রোণ ও কর্ণ সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরাতিনিপাতনে প্রবৃত্ত দ্রোণ ও কর্ণের নিকট আগমন করিল। অনন্তর সেই চন্দ্রোদয়ে প্রবৃদ্ধ সাগর দ্বয়ের ন্যায় সমুত্তেজিত উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরব সৈন্যগণ প্রদীপ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঐ সময় ধূলি পটল ও অন্ধকার প্রভাবে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোদ্ধারা স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ংবর সভার ন্যায় সেই সমরাঙ্গনে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহীপালগণের নাম শ্রবণগোচর হইল। ঐ সময় রণস্থল মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দ হইয়া রহিল। অনন্তর পুনরায় জয়শীল ও পরাজিত ব্যক্তিরা ক্রোধভরে তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন যে যে স্থানে প্রদীপ সকল পরিদৃশ্যমান হইল, বীরগণ পতঙ্গের ন্যায় সেই সেই স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে সেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বিভাবরী অতি প্রগাঢ় হইয়া উঠিল।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর অরাতিপাতন কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে মর্ম্মভেদী দশ শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীর দ্বয় পরস্পরকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া শরাশন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ পাঞ্চাল প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ও

অশ্বগণকে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপে অশ্ব, সারথি ও কার্ম্মুক বিহীন হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে কর্ণ সমীপে গমন করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিলেন। তৎপরে তিনি বেগে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় কর্ণ সমীপে গমনোদ্যত হইলে ধর্ম্মসূনু যুধিষ্ঠির তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাতেজস্বী কর্ণ সিংহনাদ, ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খ প্রধ্মাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরাজিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া কর্ণের অভিমুখীন হইলেন। তৎকালে কর্ণের সারথিও তাঁহার রথে শঙ্খবর্ণ, সিন্ধু দেশোদ্ভব, বেগগামী অন্য অশ্ব সমুদায় সংযোজিত করিল। তখন মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ লব্ধলক্ষ্য মহাবীর রাধেয় পাঞ্চালবংশীয় মহারথদিগের প্রতি আয়ত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল সেনাগণ কর্ণ কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে অশ্ব, হস্তী ও রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ ধাবমান হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণের মধ্যে ক্ষুরপ্রাস্ত্র কাহারও বাহু, কাহারও ঊরু, কাহারও বা কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে অন্যান্য মহারথগণ স্ব স্ব গাত্র ও বাহন সকল ছিন্ন ভিন্ন হইলেও কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। এই রূপে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিতান্ত অস্থির চিত্ত হইয়া উঠিল। তখন তৃণস্পন্দনেও তাহাদিগের মনে কর্ণভ্রম উপস্থিত হইল। তাহারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকেও কর্ণজ্ঞান করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ চারি দিকে শরবর্ষণ করত তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যোধগণ কর্ণ ও দ্রোণাচার্য্যের শর প্রহারে বিচেতন প্রায় হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করত পলায়ন করিতে লাগিল। কেহই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না।

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবার মানসে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ভ্রাত! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এই ভীষণ রজনীতে প্রখর ভাস্করের ন্যায় অবস্থান এবং তোমার আত্মীয়গণ কর্ণ শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া অনাথের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। সূতপুত্র যে, কখন শর সন্ধান এবং কখনই বা শর নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যগণকে আকুলিত করিতেছে, তাহা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। অতএব হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে সময়োচিত কার্য্য অবধারণ পূর্ব্বক যাহাতে সূতপুত্রের বধ সাধন হয়, তাহা সম্পাদন কর।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কেশব! আজি ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়াছেন। দেখ, সৈন্যগণ বারংবার আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আমাদিগের সেনা সকল দ্রোণাচার্য্যের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে; কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। মহাবীর কর্ণও নিশিত শরে প্রধান প্রধান রথীদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া নির্ভীকচিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতেছে। হে বৃষ্ণিশার্দ্দূল! ভুজঙ্গম যেমন কাহারও পাদস্পর্শসহ্য করি-

তে পারে না, তদ্রূপ আমি এই সংগ্রামস্থলে সূতপুত্রের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি শীঘ্র কর্ণ সমীপে রথ সঞ্চালন কর। আজি হয় আমি উঁহার বিনাশ সাধন করিব, না হয় ঐ দুরাত্মাই আমার বধ সাধন করিবে।

বাসুদেব কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি অলৌকিক বিক্রমশালী কর্ণকে সুররাজের ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে দেখিতেছি। তুমি ও ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই উঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; কিন্তু এ ক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। সূতপুত্র তোমার বধসাধনার্থই দেদীপ্যমান মহোল্কা সদৃশ দেবরাজ প্রদত্ত ভীষণ শক্তি অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করত ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতেছে। অতএব তোমাদের সতত অনুরক্ত ও হিতৈষী মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণের অভিমুখে গমন করুক। ঐ দেবতুল্য পরাক্রমশালী রাক্ষস মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং দিব্য, আসুর ও রাক্ষস অস্ত্রে উঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে, অতএব ঘটোৎকচ অবশ্যই কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।

হে মহারাজ! কমললোচন অর্জ্জুন বাসুদেব কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ঘটোৎকচকে আহ্বান করিলেন। বিচিত্র কবচ মণ্ডিত ভীমসেন কুমার অর্জ্জুনের আহ্বান শ্রবণ মাত্র খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহারে ও বাসুদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক সগর্ব্ব বচনে কহিল, হে মহাত্মন্! এই আমি উপস্থিত হইয়াছি, আজ্ঞা করুন, কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। তখন বাসুদেব হাস্যমুখে সেই দীপ্তলোচন, মেঘ সংকাশ ভীমতনয়কে কহিলেন, হে ঘটোৎকচ! আমি তোমারে যে কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। এ ক্ষণে এই সংগ্রামে তোমারই বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি ভিন্ন অন্য কেহই পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ হইবে না। তোমার নিকট রাক্ষসী মায়া ও বিবিধ অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব তুমি যুদ্ধ সাগর নিমগ্ন পাণ্ডবগণের প্লব স্বরূপ হও। ঐ দেখ, পাণ্ডব সেনাগণ গোপাল তাড়িত গো সমূহের ন্যায় কর্ণ শরে বিদ্রাবিত হইতেছে। দৃঢ় বিক্রম ধনুর্দ্ধারী সূতনন্দন পাণ্ডব সেনা মধ্যে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছে। দৃঢ় চাপধারী যোধগণ অসংখ্য শর বর্ষণ করিয়াও কর্ণ শর প্রভাবে সমরে অবস্থান করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়াছে। এই ঘোর নিশীথ সময়ে পাঞ্চালগণ কর্ণ শরে নিপীড়িত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতেছে। হে ভীম বিক্রম ভীমতনয়! এ ক্ষণে তুমি ভিন্ন কর্ণকে নিবারণ করা আর কাহারও সাধ্য নহে। অতএব তুমি মাতৃ কুল, পিতৃকুল এবং আপনার তেজস্বিতা ও অস্ত্র বলের অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। হে হিড়িম্বাতনয়! মানবগণ পুত্র দ্বারা বন্ধু বান্ধবগণের সহিত ইহলোকে দুঃখ হইতে বিমুক্ত ও পরলোকে উৎকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হইবার মানসেই পুত্র কামনা করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এ ক্ষণে পিতৃ বান্ধবগণকে দুঃখ সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর। হে ঘটোৎকচ! তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তোমার অস্ত্রবল অতি ভীষণ ও মায়া অতি দুস্তর হইয়া উঠে। তোমার সমান যুদ্ধনিপুণ আর কেহই নাই। অতএব তুমি এই রজনীতে কর্ণ সায়ক ভিন্ন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! নিশাচরগণ রাত্রিকালে অমিত বলবিক্রমশালী, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও সংগ্রাম নিপুণ হইয়া উঠে। অতএব তুমি এই নিশীথ সময়ে মায়া প্রভাবে ধনুর্দ্ধারী কর্ণকে

বিনাশ কর। পার্থগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া দ্রোণকে বিনাশ করিবেন।

হে মহারাজ! অনন্তর কেশবের বাক্যাবসান হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় ঘটোৎকচকে কহিলেন; বৎস! সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে তুমি, মহাবাহু সাত্যকি ও মহাবীর ভীমসেন তোমরা এই তিন জনই আমার মতে সর্ব্বপ্রধান। এ ক্ষণে তুমি এই রজনী যোগে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মহারথ সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হইবেন। পূর্ব্বকালে দেবরাজ যেমন কার্ত্তিকেয়ের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য সাত্যকির সহিত মিলিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ কর।

ঘটোৎকচ ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, হে মহাত্মন্! কি কর্ণ, কি দ্রোণ, কি অন্যান্য অস্ত্রবেত্তা ক্ষত্রিয়গণ আমি সকলকেই পরাজয় করিতে পারি। অদ্য সূতপুত্রের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিব যে, যত দিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন লোকে আমার সংগ্রাম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবে। অদ্য কি শূর, কি শঙ্কিত, কি বদ্ধাঞ্জলি বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তিরেই পরিত্যাগ করিব না। রাক্ষস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সকলকেই সংহার করিব।

হে মহারাজ! অরাতিঘাতন মহাবাহু ঘটোৎকচ এই বলিয়া কৌরব সৈন্যগণকে ভীত করত কর্ণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতনন্দন সেই দীপ্তাস্য ক্রুদ্ধ নিশাচরকে হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় কর্ণ ও ঘটোৎকচের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ঘটোৎকচকে সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে দেখিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে ভ্রাত! ঐ দেখ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ কর্ণের বিক্রম দর্শন করিয়া উহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে; অতএব মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ যে স্থলে ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, তুমি সসৈন্যে তথায় গমন পূর্ব্বক যত্ন সহকারে তাঁহারে রক্ষা কর। ভীমতনয় যেন কর্ণকে প্রমাদকালে সংহার করিতে সমর্থ না হয়। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে এই কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবল পরাক্রান্ত বীরাগ্রগণ্য জটাসুরতনয় অলম্বল তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কহিল, হে রাজন্! আমি আপনার বিখ্যাত শত্রু যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবদিগকে অনুচরগণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা প্রদান করুন, পূর্ব্বে ক্ষুদ্রাশয় কুন্তীপুত্রেরা আমার পিতা রাক্ষস প্রধান জটাসুরকে নিপাতিত করিয়াছে; অতএব আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আজি আমি শত্রুগণের শোণিত ও মাংস দ্বারা তাঁহারে পূজা করিয়া তাঁহার ঋণ হইতে বিমুক্ত হই।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন জটাসুর তনয়ের বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! আমি দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণের সাহায্যে অনায়াসে পাণ্ডব বিনাশে সমর্থ হইব। এ ক্ষণে তোমারে অনুমতি প্রদান করিতেছি যে, তুমি শীঘ্র ঘটোৎকচকে বিনাশ কর। ঐ মানুষ সম্ভূত দুরাত্মা রাক্ষস অতি ক্রূর কর্ম্মা এবং নিরন্তর পাণ্ডবগণের হিতসাধনে তৎপর। ঐ দুরাত্মা আকাশ মার্গে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগের হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল চূর্ণ করিতেছে; অতএব উহারে যমরাজপুরে প্রেরণ কর।

অনন্তর মহাকায় জটাসুরতনয় দুর্য্যোধনের বাক্যে স্বীকার করিয়া ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার উপর নানা প্রকার শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বাতনয় একাকী, প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ অলম্বল কর্ণ ও বহু সংখ্য কুরু-সৈন্যগণকে মথিত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অলম্বল ঘটোৎকচের মায়াবল নিরীক্ষণ করিয়া তাহারে নানা লক্ষণ সমাযুক্ত শরনিকরে বিদ্ধ করত পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। পাণ্ডব সৈন্যগণ সমীরণ সঞ্চালিত জলদ জালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। এ দিকে আপনার সৈন্যগণও ঘটোৎকচের শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অন্ধকারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর অলম্বল রোষ পরবশ হইয়া মাতঙ্গকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ করে, তদ্রূপ ঘটোৎচকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অলম্বলের রথ, সারথি ও সমস্ত আয়ুধ খণ্ড খণ্ড করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করত মেঘ যেমন সুমেরু পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণ, অলম্বল ও কৌরবগণের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার চতুরঙ্গ বল হিড়িম্বাতনয়ের শরনিকরে নিপীড়িত ও সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তখন রথ হীন, সারথি বিহীন, জটাসুরতনয় ক্রোধভরে ঘটোৎকচকে মুষ্টি প্রহার করিল। মহাবীর ঘটোৎকচ সেই জটাসুরতনয়ের মুষ্টি প্রহারে আহত হইয়া ভূমিকম্প কালীন বৃক্ষ, তৃণ ও গুল্ম সমাযুক্ত অচলের ন্যায় বিচলিত হইল এবং অর্গল প্রতিম বাহু সমুদ্যত করত অগ্রসর হইয়া তাহার উপর মুষ্টি প্রহার করিল। পরে ভুজ যুগল দ্বারা তাহারে আকর্ষণ করত ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অলম্বল ঘটোৎকচের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহার প্রতি ধাবমান হইল এবং ভীমতনয়কে উৎক্ষেপণ পুর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তাহারে নিষ্পিষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে সেই বৃহদাকার বীর দ্বয়ের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

অনন্তর তাহারা মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে অতিশয়িত করিয়া ইন্দ্র ও বলীর ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেই বীর দ্বয় পরস্পর বধার্থী হইয়া কখন পাবক ও অম্বুনিধি; কখন গরুড় ও তক্ষক; কখন মহামেঘ ও প্রবল বায়ু; কখন বজ্র ও ভূধর; কখন কুঞ্জর ও শার্দ্দূল এবং কখন বা রাহু ও ভাস্করের রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ মায়া প্রদর্শন করিয়া অতি আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের উপর পরিঘ, গদা, প্রাস, মুদ্গর, পট্টিশ, মুষল ও পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ এবং কখন রথারোহণে, কখন বা পাদচারে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর অশ্ব ও গদা প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অলম্বলের বিনাশ বাসনায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় তাহার উপর নিপতিত হইল এবং অবিলম্বে তাহারে ভূতলে নিপাতন পূর্ব্বক খড়্গপ্রহারে তাহার অতি ভীষণ রবসংযুক্ত বিকৃত দর্শন মস্তক ছেদন করিয়া ময়দানব নিপাতন মধুসূদনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! ভীমতনয় এই রূপে অলম্বলকে বিনাশ করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার সেই রক্তাক্ত মস্তক লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিল এবং গর্ব্বিতভাবে সেই বিকৃত মস্তক তাঁহার রথে নিক্ষেপ পূর্ব্বক

বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া কহিল, হে ধৃতরাষ্ট্র তনয়! এই ত তোমার বলবিক্রমশালী বন্ধুরে বিনাশ করিলাম। এই রূপে কর্ণকে এবং তোমারেও শমন ভবনে প্রেরণ করিব। আমি যতক্ষণ কর্ণকে বিনাশ না করিতেছি, ততক্ষণ তুমি প্রীতমনে অবস্থান কর। হে মহারাজ! মহাবীর ভীমনন্দন এই বলিয়াই কর্ণ সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের ঘোরতর বিস্ময়কর অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই নিশীথ কালে মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের কিরূপ যুদ্ধ হইল। আর সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের আকার, রথ, অশ্ব ও আয়ুধ সকল কি প্রকার; অশ্ব, ধ্বজ ও কার্ম্মুকের প্রমাণ কিরূপ এবং উহার বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণই বা কিপ্রমাণ? হে সঞ্জয়! তুমি এই সমস্তই অবগত আছ, এ ক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ লোহিতনেত্র, মহাকায়, মহাবাহু, মহাশীর্ষ, শঙ্কুকর্ণ, নির্ণতোদর, নীলকলেবর ও বিকৃতাকার। উহার মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ, শ্মশ্রুজাল হরিৎবর্ণ, হনু দ্বয় সুপ্রশস্ত, রোমরাজি ঊর্দ্ধমুখ, আস্যদেশ আকর্ণ বিদারিত, দশনপংক্তি সুতীক্ষ্ণ, জিহ্বা ও ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ ও সুদীর্ঘ, ভ্রূযুগল আয়ত, নাসিকা স্থূল, গ্রীবাদেশ লোহিত বর্ণ, কলেবর পর্ব্বত প্রমাণ, কেশকলাপ বিকটাকারে উদ্বদ্ধ, কটিদেশ স্থূল, নাভি গূঢ় এবং ললাটপ্রান্ত শিখা কলাপে মণ্ডিত। সেই মহামায়া সম্পন্ন রাক্ষস ভুজদণ্ডে কটক ও অঙ্গদ, অচল সদৃশ বক্ষঃস্থলে হুতাশন তুল্য নিষ্ক, মস্তকে সুবর্ণময় তোরণপ্রতিম বিচিত্র শুভ্র কিরীট, কর্ণে নবোদিত দিবাকর প্রতিম কুণ্ডল যুগল, গলদেশে সুবর্ণময়ী মালা ও গাত্রে বিপুল কাংস্যময় কবচ ধারণ পূর্ব্বক কিঙ্কিনীজাল নির্ঘোষযুক্ত, রক্তবর্ণ ধ্বজপট মণ্ডিত, ঋক্ষচর্ম্ম পরিবৃত, নল্বপরিমিত, বিবিধ আয়ুধ সম্পন্ন, অষ্টচক্র বিশিষ্ট, মেঘগম্ভীর নিস্বন মহারথে আরোহণ করিয়া সমরস্থলে সমুপস্থিত হইল। মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম, লোহিত লোচন, নানাবর্ণ, জিতশ্রম, বিপুল জটাজাল মণ্ডিত, মহাবল, কামচারী অশ্ব সকল মুহুর্মুহু হেষারব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে উহারে বহন করিতে লাগিল। বিকট লোচন, প্রদীপ্ত বদন, ভাস্বর কুণ্ডল এক রাক্ষস সূর্য্যরশ্মি সদৃশ অশ্ববল্গা গ্রহণ পূর্ব্বক উহার অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ সেই সারথির সহিত সমবেত হইয়া অরুণ সারথি দিবাকরের ন্যায় সমরস্থলে অবস্থান করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড অভ্রখণ্ডে সংসক্ত উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উহার রথোপরি সমুচ্ছ্রিত রক্তমস্তক ভীষণাকার গৃধ্রসংযুক্ত গগনস্পর্শী ধ্বজদণ্ড শোভমান হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর রাক্ষস ঘটোৎকচ দ্বাদশ অরত্নি বিস্তৃত চারি শত হস্ত দীর্ঘ সুদৃঢ় জ্যা সম্পন্ন বজ্র নির্ঘোষ শরাসন আকর্ষণ ও রথাক্ষ পরিমিত শরনিকর দ্বারা চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করত সেই বীর বিনাশিনী রজনীযোগে মহাবীর কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। উহার শরাসন শব্দ অশনি নির্ঘোষের ন্যায় শ্রুতিগোচর হওয়াতে আপনার সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া সাগর তরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই বিকট লোচন অতি ভীষণ নিশাচরকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার নিবারণে প্রবৃত্ত

হইলেন এবং মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের প্রতি গমন করে এবং যূথপতি বৃষ যেমন অন্য বৃষের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তিনি শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই দুই মহাবীর ভীমনিস্বন শরাসন দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে পরস্পরের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করত পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং আকর্ণ পূর্ণ শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের কাংস্য নির্ম্মিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন শার্দ্দূল দ্বয় নখ দ্বারা ও মাতঙ্গ দ্বয় দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয় রথ, শক্তি ও শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহারা কখন পরস্পরের কলেবর ছেদন, কখন সায়ক সন্ধান ও কখন বা পরস্পরকে শরানলে দহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কেহই তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহারা শরজালে ক্ষত বিক্ষত ও রুধির ধারায় পরিপ্লুত হইয়া গৈরিক ধাতু ধারাস্রাবী অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহারা পরম যত্ন সহকারে শরনিকরে পরস্পরের দেহ ভেদ করিয়াও কিছুতেই পরস্পরকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে সেই নিশাকালে উক্ত মহাবীর দ্বয় প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। রণস্থলস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই ঘটোৎকচের কার্ম্মুক নির্ঘোষে সাতিশয় ভীত হইল। কর্ণ তাঁহারে কোন ক্রমে অতিক্রম করিতে সমর্থ না হইয়া পরিশেষে দিব্যাস্ত্র বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ঘটোৎকচ রাক্ষসী মায়া পরিগ্রহ করিয়া শূল, শৈল ও মুদ্গরধারী, ভয়ঙ্কর রাক্ষস সেনায় পরিবৃত হইল। মহীপালগণ সেই দণ্ডধারী ভূতান্তক কৃতান্তের ন্যায় ঘটোৎকচকে শস্ত্র উদ্যত করত আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। মাতঙ্গগণ উহার সিংহনাদে একান্ত ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং সৈন্য সকল সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল।

অনন্তর সেই রাক্ষসগণ অর্দ্ধ রাত্রি প্রভাবে সমধিক বীর্য্যশালী হইয়া চতুর্দ্দিকে শিলা বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভুশুণ্ডী, শক্তি, তোমর, শূল, শতঘ্নী, ও পট্টিশ সকল অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজ ও যোদ্ধৃগণ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। কেবল অস্ত্রবল শ্লাঘী একমাত্র কর্ণ তৎকালে ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে সেই রাক্ষস কৃত মায়া নিরাকৃত করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ মায়া বিফল হইল দেখিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সূত পুত্রের সংহারার্থ শরজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষস নিক্ষিপ্ত শর সমুদায় কর্ণের কলেবর ভেদ পূর্ব্বক রুধির লিপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলবীর্য্যে ঘটোৎকচকে অতিক্রম করত দশ শরে তাহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণ প্রহিত শরনিকরে মর্ম্মদেশে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত মনে কর্ণ সংহারার্থ এক সহস্র অর সম্পন্ন, নবোদিত দিবাকর সদৃশ, মণিরত্ন বিভূষিত, ক্ষুরধার, দিব্য চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কর্ণ সেই রাক্ষস নিক্ষিপ্ত চক্র শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করাতে উহা হতভাগ্য পুরুষের মনোরথের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাহু যেমন

দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রুদ্র, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী মহাবীর কর্ণও অসম্ভ্রান্ত হইয়া সত্বরে শরনিকর বিস্তার পূর্ব্বক ঘটোৎকচের রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন ঘটোৎকচ তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া এক হেমাঙ্গদ বিভূষিত গদা নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কর্ণ উহা শরনিকর দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক বৃক্ষবৃষ্টি করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর কর্ণ সূর্য্যরশ্মি যেমন জলদজাল বিদ্ধ করে, তদ্রূপ নভস্থিত মায়াবী ভীমসেন তনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাহার অশ্বগণকে বিনাশ ও রথ শতধা চূর্ণ করিয়া ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঘটোৎকচের গাত্রে কর্ণ শরে অনির্ভিন্ন অঙ্গুলি দ্বয় মাত্রও স্থান রহিল না। তাহারে তৎকালে লোমযুক্ত শল্লকীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ মহাবীর কর্ণের শরজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, উহার কলেবর, অশ্ব, রথ বা ধ্বজ, কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন মায়াবী ঘটোৎকচ স্বীয় অস্ত্র দ্বারা কর্ণের দিব্যাস্ত্র দূরীকৃত করিয়া তাঁহার সহিত মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিল। আকাশ মণ্ডল হইতে অলক্ষিত রূপে শরজাল নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষস মায়াবলে স্বয়ং বিকৃতাকার হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করত প্রথমত বিকটাকার মুখব্যাদান পূর্ব্বক সূতপুত্রের দিব্যাস্ত্র নিকর গ্রাস করিল এবং তৎপরেই শতধা সম্ভিন্ন দেহ, গতাসু ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সমস্ত কুরুপুঙ্গবেরা তাহারে নিহত বোধে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমতনয় অনতিবিলম্বেই আবার দিব্য নূতন দেহ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত কখন মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় শতশীর্ষ, শতোদর ও বৃহদাকার ধারণ, কখন বা অঙ্গুলি প্রমাণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক উদ্ধূত বীচিমালার ন্যায় বক্রভাবে উর্দ্ধে অবস্থান, কখন বসুধা বিদারণ পূর্ব্বক সলিল প্রবেশ, কখন অন্য স্থানে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় যথাস্থানে উত্থান করিতে লাগিল।

পরে বর্ম্মধারী হিড়িম্বাতনয় পুনরায় সুবর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ এবং পৃথিবী, আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল ভ্রমণ করিয়া কর্ণ সমীপে গমন পূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে কহিল, হে সূতপুত্র! এই স্থানে অবস্থান কর। জীবিতাবস্থায় আমার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবে না। আজিই তোমার রণকণ্ডূ নিরাকৃত করিব। ক্রূর পরাক্রম রাক্ষসেন্দ্র এই বলিয়া রোষকষায়িত লোচনে আকাশ মার্গে উত্থিত হইয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিল এবং কেশরী যেমন গজেন্দ্রকে আঘাত করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণকে রথাক্ষ সদৃশ শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে ঘটোৎকচ কর্ণের উপর বারিধারার ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর কর্ণ দূর হইতেই সেই শরনিকর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হিড়িম্বাতনয় সেই মায়া নিহত হইল দেখিয়া পুনরায় মায়া প্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া অবিলম্বে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ ও তরুনিচয় সমাযুক্ত উন্নত পর্ব্বত রূপ ধারণ করিল। অসংখ্য শূল, প্রাস, অসি ও মুষল উহার প্রস্রবণ স্বরূপ হইল। মহাবীর কর্ণ সেই উগ্র আয়ুধ প্রপাত যুক্ত মহীধর দর্শনে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, প্রত্যুত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই শৈলেন্দ্রকে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর ঘটোৎকচ

আকাশ মার্গে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ সম্বলিত নীল মেঘ রূপ ধারণ করিয়া সূতপুত্রের উপর প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন অস্ত্রবিদ্যগ্রগণ্য কর্ণ বায়ব্য অস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক সেই কৃষ্ণমেঘরূপী নিশাচরকে আহত করিয়া শরনিকরে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করত তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমুদায় সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকুমার হাস্য করিয়া মহারথ কর্ণের নিকট মহামায়া প্রকাশ করিলেন। সেই মায়া প্রভাবে মহাবীর কর্ণ সিংহ শার্দ্দূল সদৃশ, মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম, বর্ম্মাস্ত্রধারী, রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত ঘটোৎকচকে দেবগণ পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস পাঁচ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরব পক্ষীয় ভূপালগণের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক ভীষণ শব্দ করত পুনর্ব্বার অঞ্জলিক দ্বারা কর্ণের শরজাল ও করস্থ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ অন্য ভারসহ শরাসন গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক আকাশচর নিশাচরদিগের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ শত্রুঘাতন শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ কর্ণের তীক্ষ্ণ সায়কে সিংহার্দ্দিত গজ যূথের ন্যায় নিতান্ত নিপীড়িত হইল। যুগান্ত সময়ে হুতাশন যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর সূতনন্দন অশ্ব, সারথি ও গজ সমবেত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে মহেশ্বর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিয়া যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন, মহাবীর সূতনন্দন সেই রাক্ষসী সেনা সংহার করিয়া তদ্রূপ শোভমান হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র সহস্র নৃপগণ মধ্যে ভীম পরাক্রম, ক্রুদ্ধ, অন্তক সদৃশ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই কর্ণকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। দুই মহোল্কা দ্বয় হইতে যেমন অগ্নিযুক্ত তৈলবিন্দু নিপতিত হয়, তদ্রূপ ক্রুদ্ধ ভীমতনয়ের নেত্র দ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তখন সে করতল শব্দ ও অধর দংশন করত গজ সদৃশ, গর্দ্দভ সংযুক্ত, মায়া নির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া সারথিরে কহিল, হে সারথে! তুমি শীঘ্র আমারে কর্ণ নিকটে লইয়া চল।

হে মহারাজ! ভীমকুমার এই রূপে ঘোররূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি শিবনির্ম্মিত অষ্টচক্র অশনি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথে শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই অশনি ধারণ করিয়া তাহার উপরেই পরিত্যাগ করিলেন। নিশাচর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে যেন কর্ণ নিপতিত হইল। তখন সেই ভৈরব পরাক্রমশালি ঘটোৎকচের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সমবেত রথ ভস্মীকৃত করিয়া বসুধা ভেদ পূর্ব্বক পাতালতলে প্রবেশ করিল। দেবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহাবীর কর্ণ সেই দেবসৃষ্ট মহাশনি ধারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহারে প্রশংসা করিতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ সেই দুষ্কর কর্ম্ম সমাধান করিয়া পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীম দর্শন সংগ্রামে তিনি যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিলেন, অন্য কোন ব্যক্তিই তাহা করিতে সমর্থ নহে।

তখন সেই বিপুল কলেবর ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্ণনিক্ষিপ্ত নারাচ নিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া বারিধারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া মায়া ও লঘুহস্ততা প্রভাবে কর্ণের দিব্যাস্ত্র সমূহ সংহার করিতে লাগিল। এই

রূপে রাক্ষসের মায়া প্রভাবে অস্ত্র সমুদায় বিনষ্ট হইলে কর্ণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবান্ ভীমতনয় তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া মহারথিগণকে ভীত করত স্বয়ং অসংখ্য রূপ ধারণ করিতে লাগিল। তখন নানা দিক্ হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, অগ্নিজিহ্ব ভুজঙ্গম ও অয়োমুখ বিহঙ্গমগণ সমরাঙ্গনে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। হিমালয় সদৃশ নিশাচর কর্ণচাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। ঐ সময় অসংখ্য রাক্ষস, পিশাচ, শালাবৃক, বিকৃতানন বৃকগণ কর্ণকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক উগ্র রবে তাঁহারে ভীত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ শোণিতোক্ষিত বিবিধ আয়ুধ দ্বারা তাহাদিগের প্রত্যেকগণকেবিদ্ধ করিয়া দিব্যাস্ত্রে রাক্ষসী মায়া ? ধারাবর্দ্ধক নতপর্ব্ব শরজালে ঘটোৎকচেরবর্ষণ করিয়া সমাহত করিলেন। অশ্বগণ কর্ণের শরাঘাতে ভগ্ন, বিকৃতাঙ্গ ও ছিন্নপৃষ্ঠ হইয়া ঘটোৎকচের সমক্ষেই ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সেই নিশাচর এই রূপে সেই মায়া বিফল হইল দেখিয়া, কর্ণকে এই তোমার মৃত্যু বিধান করিতেছি বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের এই রূপ মহাযুদ্ধ হইতেছে, এমন সময় মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক বিকট দর্শন অসংখ্য রাক্ষস সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে মহাবীর ভীমসেন উহার জ্ঞাতি বিক্রমশালী ব্রাহ্মণঘাতী বক, মহাতেজা কিম্মীর এবং উহার পরম বন্ধু হিড়িম্বকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ভীমসেনের এই বৈরাচরণ মহাবীর অলায়ুধের অন্তঃকরণে এতাবৎ কাল জাগরূক ছিল। এ ক্ষণে সে নিশাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া ভীমসেনকে নিহত করিবার বাসনায় সমরাভিলাষে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় সমাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! দুরাত্মা ভীমসেন যে আমার পরম বান্ধব হিড়িম্ব, বক ও কিম্মীরকে নিধন এবং আমাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়া হিড়িম্বারে বলাৎকার করিয়াছে, তাহা আপনি অবগত আছেন; অতএব আজি আমি কৃষ্ণ সহায় পাণ্ডবগণকে এবং সবান্ধব হিড়িম্বা তনয়কে হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত সংহার পূর্ব্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে ভক্ষণ করিব বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। এ ক্ষণে আপনি স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করুন; আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে মহারাজ! ভ্রাতৃগণ পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন অলায়ুধের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারে কহিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! আমার সৈনিক পুরুষেরা সকলেই বৈর নির্য্যাতনে সমুৎসুক হইয়াছে; ইহারা কখনই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আমরা তোমারে তোমার সৈন্যগণের সহিত পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে কুরুরাজ! রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ দুর্য্যোধনের বাক্য স্বীকার করিয়া ঘটোৎকচের রথ সদৃশ ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে ভীমতনয়ের প্রতি ধাবমান হইল। উহার রথও ঘটোৎকচের ন্যায় নল্ল প্রমাণ, বহু তোরণে চিত্রিত ও ঋক্ষচর্ম্মে পরিবৃত ছিল। ঐ রথে মাংসশোণিতভোজী মহাকায় এক-

শত অশ্ব সংযোজিত হইয়াছিল। উহাদের আকার হস্তীর ন্যায় এবং কণ্ঠস্বর রাসভের ন্যায়। ঐ রথের নির্ঘোষ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গভীর। ঘটোৎকচ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু অলায়ুধের বৃহৎকার্ম্মুকও ঘটোৎকচের শরাসনের ন্যায় সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন, বাণ সকল সুবর্ণপুঙ্খ, সুশাণিত ও অক্ষপ্রমাণ এবং সূর্য্য ও অনল সদৃশ রথকেতুও গোমায়ুকুলে পরিরক্ষিত ছিল। উহার রূপও ঘটোৎকচের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ দীপ্ত অঙ্গদ, উষ্ণীষ, মালা, কিরীট, খড়্গ, গদা, ভুষুণ্ডী মুষল, হল, শরাসন এবং বারণ চর্ম্ম সদৃশ বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সেই অনল ভাস্বর রথে সমারূঢ় হইয়া পাণ্ডবসেনা বিদ্রাবিত করত সমরাঙ্গনে চপলা যুক্ত জলদের ন্যায় বিরাজিত হইল। ও দিকে পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত বর্ম্মী ও চর্ম্মধারী নরপতিগণও হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

মহারাজ! যেরূপ প্লববিহীন ব্যক্তিগণ প্লব প্রাপ্ত হইয়া সাগর পার হইবার মানসে আহ্লাদিত হয়, তদ্রূপ সমস্ত কৌরব ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ সেই ভীমকর্ম্মা বীরপুরুষকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কৌরব পক্ষীয় ভূপালগণ আপনাদিগের পুনর্জ্জন্ম বোধ করিয়াই যেন সেই স্বগণপরিবৃত সমাগত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের অতি ভীষণ অলৌকিক সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পাঞ্চাল ও অন্যান্য কৌরব পক্ষীয় ভূপাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাদের বিক্রম দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণ, কর্ণ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ সমরে ঘটোৎকচের অলৌকিক কার্য্য অবলোকন পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কৌরব সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। আপনার সেনাগণ কর্ণের জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার করত নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন দুর্য্যোধন কর্ণকে সাতিশয় পীড়িত দেখিয়া রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! কর্ণ ভীমতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন। ভীমসেনকুমার তথাপি মহাবীর নৃপতিগণকে গজভগ্ন পাদপের ন্যায় বিবিধ শস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া নিহত করিয়াছে; অতএব আমি এ ক্ষণে তোমার প্রতি এই ভার অর্পণ করিলাম যে, তুমি বিক্রম প্রকাশ পুর্ব্বক ভীমপুত্রকে নিপাতিত কর। পাপাত্মা ঘটোৎকচ মায়াবল অবলম্বন পূর্ব্বক যেন কর্ণকে সংহার করিতে না পারে। মহাবল পরাক্রান্ত অলায়ুধ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর যে আজ্ঞা মহাশয় বলিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমকুমার কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা সমাগত শত্রুরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন অরণ্যে করিণীর নিমিত্ত মত্তমাতঙ্গ দ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই রাক্ষস দ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহারথ কর্ণও ঐ অবসরে নিশাচর হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যসমপ্রভ স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন স্বীয় পুত্রকে সিংহার্দ্দিত বৃষের ন্যায় অলায়ুধ শরে নিপীড়িত দেখিয়া কর্ণকে উপেক্ষা করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত রাক্ষসের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমকে আগমন করিতে দেখিয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। রাক্ষসান্তকারী বৃকোদর তদ্দর্শনে

সহসা তাহার সমুখীন হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা সেই স্বগণ পরিবেষ্টিত রাক্ষসকে আকীর্ণ করিলেন। তখন অলায়ুধ বারংবার তাঁহার উপর শিলাধৌত সরল শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিল। বিবিধাস্ত্রধারী ভীষণাকার রাক্ষসগণও জিগীষু হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক এই রূপে তাড়িত হইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে নিশিত পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। নিশাচরগণ ভীম শরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ চীৎকার করত দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল অলায়ুধ নিশাচরগণকে ভীত দেখিয়া বেগে আগমন পূর্ব্বক ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাহারে আহত করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীম নিক্ষিপ্ত শরনিকরের মধ্যে কতকগুলি ছেদন ও কতকগুলি গ্রহণ করিল। তখন ভীমসেন ভীম পরাক্রম রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া এক অশনি সদৃশ গদা নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর গদা দ্বারা সেই ভীমনিক্ষিপ্ত জ্বালাকুল গদা তাড়িত করিলে উহা ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন শরবর্ষণ করিয়া নিশাচরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসও নিশিত শরনিকরে সেই শর সমুদায় ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। ঐ সময় ভীষণাকার নিশাচরগণ অলায়ুধের আজ্ঞানুসারে কুঞ্জরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ এবং হস্তী ও অশ্ব সমুদায় রাক্ষস শরে নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত অসুস্থ হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব সেই অতিভয়াবহ ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, মহাবাহু ভীমসেন নিশাচরের বশীভূত হইয়াছেন; তুমি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া শীঘ্র তাঁহার পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রোণ পুরস্কৃত সৈন্যগণকে সংহার কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ কর্ণের প্রতি ধাবমান হউক এবং বলবীর্য্যশালী নকুল, সহদেব ও যুযুধান তোমার শাসনে অন্যান্য রাক্ষসগণকে সংহার করুক। এ ক্ষণে অতি ভয়ানক সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে মহারাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ এই কথা কহিলে মহারথগণ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কর্ণ ও নিশাচরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর প্রবলপ্রতাপ অলায়ুধ আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া নিশিত শরে তাঁহার অশ্ব সমুদায় ও সারথিরে সংহার করিল। তখন বৃকোদর অশ্বহীন ও সারথি বিহীন হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চীৎকার করত অলায়ুধের প্রতি ভয়ঙ্কর গদা পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস গদাপ্রহারে সেই ভীম নিক্ষিপ্ত ভীষণ নির্ঘোষ মহাগদা চূর্ণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভীমসেন অলায়ুধের সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে অন্য গদা নিক্ষেপ করিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। গদানিপাত শব্দে ভূমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে তাহারা গদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর বজ্রসম মুষ্টি প্রহার এবং যদৃচ্ছালব্ধ ধ্বজ, রথচক্র, যুগ, অক্ষ, অধিষ্ঠান ও অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে উভয়ে রুধিরমোক্ষণ পূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব হিতৈষী হৃষীকেশ তদ্দর্শনে ভীমসেনের উদ্ধারার্থ ঘটোৎকচকে প্রেরণ করিলেন।

একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ভীম-

সেনকে রাক্ষসগ্রস্ত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচকে কহিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ তোমার এবং সমস্ত সৈন্যগণের সমক্ষে বৃকোদরকে পরাভব করিতেছে; অতএব তুমি সত্বরে কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলায়ুধের নিকট গমন পূর্ব্বক অগ্রে তাহারে বিনাশ কর; পরে সূতপুত্রের বধ সাধন করিবে।

তখন মহাবীর ঘটোৎকচ বাসুদেবের বাক্যানুসারে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া বকভ্রাতা রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর দুই রাক্ষসের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বিকট দর্শন অলায়ুধের যোধগণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইল। গৃহীতাস্ত্র মহারথ সাত্যকি, নকুল ও সহদেব তদ্দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের কলেবর বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয় পুঙ্গবদিগকে শরনিকরে নিরাকৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চাল বংশীয় মহারথগণ সূতপুত্র কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইলে ভীম পরাক্রম ভীমসেন শরবর্ষণ করত দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব এবং মহারথ সাত্যকি রাক্ষসদিগকে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণও দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ অরাতিপাতন ঘটোৎকচের মস্তকে এক বৃহদাকার পরিঘ নিক্ষেপ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমতনয় সেই পরিঘের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে রহিল এবং অনতিবিলম্বেই অলায়ুধের রথ লক্ষ্য করিয়া এক শত ঘণ্টা সমলঙ্কৃত, দীপ্তাগ্নি সদৃশ, কাঞ্চনমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিল। সেই গদার আঘাতে অলায়ুধের অশ্ব, সারথি ও মহাস্বন রথ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ সেই অশ্ব, চক্র ও অক্ষ বিহীন, বিশীর্ণধ্বজ, ভগ্নকুবর রথ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া রাক্ষসী মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক রুধির বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় নভোমণ্ডল বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত নিবিড় জলধর পটলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বজ্রনিপাত নির্ঘোষ ও ভীষণ চট চটা শব্দ হইতে লাগিল। মহাবীর হিড়িম্বাতনয় সেই অলায়ুধ বিহিত মায়া অবলোকন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়া স্বীয় মায়া প্রভাবে তাঁহার মায়া ধ্বংস করিল। মায়াবী মহাবীর অলায়ুধ স্বীয় মায়া প্রতিহত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচের উপর ঘোরতর প্রস্তরবৃষ্টি করিতে লাগিল। ভীম পরাক্রম ভীমতনয় শরনিকরে সেই ভয়ানক প্রস্তরবৃষ্টি নিরাকৃত করিল; তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর সেই বীর দ্বয় পরস্পরের উপর লৌহময় পরিঘ, শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর, পিনাক, করবাল, তোমর, প্রাস, কম্পন, নারাচ, নিশিত ভল্ল, শর, চক্র, পরশু, গজসন্নাহ, ভিন্দিপাল, গোশীর্ষ, উলূখল এবং মহাশাখা সমাকীর্ণ পুষ্পিত শমী, তাল, করীর, চম্পক, ইঙ্গুদী, বদরী, রক্তকাঞ্চন, অরিমেদ, বট, অশ্বত্থ ও পিপ্পল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ ও গৈরিকাদি ধাতু সমাযুক্ত নানাবিধ পর্ব্বত শৃঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সকল অস্ত্র শস্ত্রের সংঘর্ষণে বজ্রনিষ্পেষণের ন্যায় মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে কপিরাজ বালি ও সুগ্রীবের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর ঘটোৎকচ ও অলায়ুধের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই বীর দ্বয় করে করবারি গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করিয়া পরিশেষে

মহাবেগে ধাবমান হইয়া পরস্পরের কেশ গ্রহণ করিল। তখন তাহাদের গাত্র হইতে জলধরের ন্যায় স্বেদজল ও রুধিরধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর হিড়িম্বাতনয়. বল পূর্ব্বক অলাযুধকে উদ্ভ্রামিত করিয়া তাহার কুণ্ডল বিভূষিত মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেই বকবন্ধু অলাযুধকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষে সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুত অযুত শঙ্খ বাদিত হইল। হে মহারাজ! দীপমালা বিভূষিত রজনী পাণ্ডবগণের অতীব বিজয়াবহ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীমতনয় অলাযুধের মস্তক লইয়া দুর্য্যোধন সমীপে নিক্ষেপ করিল। রাজা দুর্য্যোধন রাক্ষসেন্দ্রকে নিহত অবলোকন করিয়া সৈন্যগণের সহিত সাতিশয় বিমনায়মান হইলেন। মহাবীর অলাযুধ পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিয়া ভীমসেনকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। দুর্য্যোধনও তাহার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে ভীমকে অলাযুধের হস্তে নিহত ও ভ্রাতৃগণকে দীর্ঘজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে অলাযুধকে ঘটোৎকচের হস্তে নিহত দেখিয়া ভীমসেনের দুঃশাসন প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সংহার রূপ প্রতিজ্ঞা সফল হইবে বলিয়া স্থির করিলেন।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অলাযুধকে বিনাশ করিয়া হৃষ্টমনে সেনামুখে অবস্থান পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সৃঞ্জয়গণ সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে কম্পিত হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বারগণ সেই ভীমতনয়ের ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইল। অনন্তর ঐ সময় মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীরে লক্ষ্য করিয়া আকর্ণপূর্ণ নতপর্ব্ব দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং নারাচ নিকর বিস্তার পূর্ব্বক যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও সাত্যকিরে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাও দক্ষিণ ও বাম হস্তে শরনিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কার্ম্মুক সকল কেবল মণ্ডলাকার লক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় রণস্থল জলদের ন্যায় শোভমান হইল। জ্যা ও চক্রের ধ্বনি উহার গম্ভীর নিস্বন; কার্ম্মুক বিদ্যুদ্দাম ও শরজাল বারিধারা তুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন আপনার পুত্রগণের হিতানুষ্ঠান নিরত মহাবীর কর্ণ সমরাঙ্গনে শৈলের ন্যায় অপ্রকম্পিত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সেই অদ্ভুত শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া অশনি সদৃশ তোমর ও শাণিত শরনিকরে শত্রুগণকে সমাহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাঘাতে কাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড, কাহার কলেবর ছিন্নভিন্ন, কেহ সারথি শূন্য এবং কেহ বা অশ্ব শূন্য হইল। এই রূপে সেই বীরগণ সূতপুত্রের ভীষণ শরে সমাহত ও নিতান্ত অসুস্থ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ তাঁহাদিগকে ছিন্নভিন্ন ও সমর পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সুবর্ণ ও রত্নখচিত রথারোহণে কর্ণ সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে বজ্রসঙ্কাশ শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তৎপরে সেই দুই মহাবীর কর্ণি, নারাচ,

নালীক, দণ্ড, অশনি, বৎসদন্ত, বরাহকর্ণ, বিপাঠ, শৃঙ্গ ও ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই তির্য্যক্‌গত, সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল গগনমণ্ডলে বিচিত্র কুসুম মালার ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। এই রূপে সেই অপ্রমিত প্রভাব বীর দ্বয় অস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক সমভাবে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না। তখন রাহু ও ভাস্করের ন্যায় সেই বীর দ্বয়ের শরনিকর সঙ্কুল,অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ কর্ণকে কোনক্রমে অতিক্রম করিতে না পারিয়া এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র আবিস্কৃত করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিরে বিনাশ পূর্ব্বক অবিলম্বে অন্তর্হিত হইল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই কূটযোধী নিশাচর অন্তর্হিত হইলে আমার পক্ষীয় বীরগণ তৎকালে কি রূপ বিবেচনা করিলেন, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরবগণ রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে অন্তর্হিত অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, এইবার কূটযোধী ঘটোৎকচ নিঃসন্দেহ কর্ণকে সংহার করিবে। কৌরবগণ এই কথা কহিলে কর্ণ লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক শরজালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকরে নভোমণ্ডল গাঢ়তর তিমিরে পরিবৃত হইলে সকল জীব জন্তুই অদৃশ্য হইল। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ যে, কখন শর গ্রহণ, কখন শর সন্ধান ও কখনই বা তূণীর স্পর্শ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অনন্তর রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে ভয়ঙ্কর রাক্ষসী-মায়া প্রকাশ করিল। সেই মায়া প্রভাবে নভোমণ্ডলে দেদীপ্যমান অগ্নিশিখা সদৃশ লোহিত মেঘ সমুত্থিত হইল। সেই মেঘ হইতে সহস্র দুন্দুভিনিনাদ সদৃশ, নির্ঘোষ সম্পন্ন, অসংখ্য বিদ্যুৎ ও প্রজ্বলিত মহোল্কা সকল প্রাদুর্ভূত এবং নিশিত শর, শক্তি, প্রাস, মুষল, পরশু, খড়্গ, পট্টিশ, তোমর, পরিঘ, লৌহবদ্ধ গদা, শাণিত শূল, শতঘ্নী, প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, সহস্র সহস্র অশনি, বজ্র, চক্র ও বহু সংখ্য ক্ষুর চতুর্দ্দিকে নিপাতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই শস্ত্রবৃষ্টি নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরব পক্ষীয় অশ্ব সকল শরাহত, মাতঙ্গগণ বজ্রাহত ও রথ সমুদায় শস্ত্রাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহাদের পতনকালে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ সেই নানাবিধ আয়ুধের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং একান্ত বিষণ্ণ ও মুমূর্ষু প্রায় হইয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু মহাবীরগণ আর্য্যস্বভাব বশত তৎকালে সমর পরিত্যাগ করিলেন না।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ সেই রাক্ষসকৃত ঘোরতর শস্ত্রবৃষ্টি নিপতিত ও সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। যোধগণ হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত জিহ্ব শত শত শিবাগণকে ঘোর চীৎকার ও রাক্ষসগণকে ভীষণ সিংহনাদ করিতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই দীপ্তানন, দীপ্তজিহ্ব, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, শৈল সদৃশ কলেবর, নিতান্ত ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ নভোমণ্ডলে আরোহণ ও শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বারিধারা বর্ষী জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। আপনার সৈন্যগণ সেই রাক্ষসগণের শর, শক্তি, শূল, গদা, পরিঘ, বজ্র, পিনাক, অশনি, চক্র ও শতঘ্নী দ্বারা বিমথিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে

লাগিল। রাক্ষসগণ আপনার সৈন্যগণের প্রতি অনবরত শূল, অংশু, শুণ্ড, অশ্ম, গুড়, শতঘ্নী এবং লৌহ ও পট্টসনদ্ধ স্থূণ সকল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সকলেই মোহে একান্ত আক্রান্ত ও অভিভূত হইল। বীরগণ বিশীর্ণ অস্ত্র, চূর্ণ মস্তক ও চূর্ণ কলেবর হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ ছিন্ন, কুঞ্জরগণ প্রমথিত ও রথ সমুদায় শিলাঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঘোররূপ নিশাচরগণ এই রূপে অনবরত অস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ভীত বা প্রাণ রক্ষার্থ প্রার্থনা পরতন্ত্র ব্যক্তিগণও নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে সেই কালকৃত কুরুকুল ক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের অভাব কাল সমুপস্থিত হইলে কৌরবগণ ছিন্নভিন্ন ও পলায়ন পরায়ণ হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে কৌরবগণ! তোমরা এ ক্ষণে পলায়ন কর; আর নিস্তার নাই। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণের উপকার সাধনার্থ আমাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কৌরবগণ এই রূপ ঘোরতর বিপদ্ সাগরে নিমগ্ন হইলে কোন ব্যক্তিই দ্বীপস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত এবং কৌরব সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলে রণস্থলে কে কৌরবপক্ষীয় আর কেই বা পাণ্ডবপক্ষীয় কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিক শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে কেবল একমাত্র কর্ণ অস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই রাক্ষসের মায়া প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরীক্ষ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করত দুষ্কর ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি তৎকালে কিছুতেই বিমোহিত হইলেন না। তখন সৈন্ধব ও বাহ্লিকগণ ভীতচিত্তে কর্ণকে অবিমোহিত নিরীক্ষণ করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহার প্রশংসা করত রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের বিজয় ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর ঘটোৎকচ এক চক্রযুক্ত শতঘ্নী নিক্ষেপ করিয়া এককালে কর্ণের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিল। অশ্বগণ গতাসু এবং দশন, অক্ষি ও জিহ্বা শূন্য হইয়া জানুদ্বয় সঙ্কুচিত করত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কৌরবগণকে পলায়মান ও ঘটোৎকচের মায়া প্রভাবে স্বীয় দিব্যাস্ত্র নিহত নিরীক্ষণ করিয়াও অবিচলিত চিত্তে তৎকালোচিত কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমস্ত কৌরবগণ সেই ভয়ঙ্কর মায়া দর্শন করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে সূতনন্দন! এই সমস্ত কৌরব সৈন্য বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি সত্বরে এই নিশীথ সময়ে সেই বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা নিশাচরকে সংহার কর। ভীমসেন ও অর্জ্জুন আমাদের কি করিবে? আজি বীরগণ এই ঘোর সংগ্রামে নিশাচরের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে অনায়াসে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন। অতএব তুমি অবিলম্বে শক্তি দ্বারা এই দুরাশয় রাক্ষসের প্রাণ সংহার কর। ইন্দ্রতুল্য কৌরবগণ যেন এই রাত্রিযুদ্ধে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বিনষ্ট না হন।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সেই নিশীথ সময়ে সৈন্যগণকে শঙ্কিত দর্শন ও কৌরবগণের ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রবণ করিয়া ঘটোৎকচের বিনাশার্থ সেই ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক উহাঁরে ঐ শক্তি প্রদান

করেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বহুদিন অতি যত্ন সহকারে উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। এ ক্ষণে তিনি ঘটোৎকচের অমিত পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার বিনাশ বাসনায় সেই পাশযুক্ত, যমের ভগিনীর ন্যায়, অন্তকের জিহ্বার ন্যায় প্রদীপ্ত, ভীষণ শক্তি গ্রহণ করিলেন। ভীমসেনকুমার সেই কর্ণ বাহুস্থিত অরাতি নিপাতন প্রজ্বলিত শক্তি সন্দর্শনে ভীত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদ সদৃশ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণ সেই ভয়ঙ্কর শক্তি দর্শন করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও সনির্ঘাত অশনি নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সেই শক্রঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিবা মাত্র উহা ঘটোৎকচের মায়া ভস্মীকৃত করিয়া তাহার হৃদয় ভেদ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে নক্ষত্র মালার অন্তর্গত হইল।

এই রূপে ভীমসেনকুমার মহাবীর ঘটোৎকচ বিচিত্র বিবিধাস্ত্র দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস ও মনুষ্যগণের সহিত সংগ্রাম ও অন্যান্য বিবিধ আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অসংখ্য শক্র সংহার পূর্ব্বক পরিশেষে বাসবদত্ত শক্তির আঘাতে অতিভীষণ চীৎকার করত প্রাণত্যাগ করিল। ভীমকর্ম্মা ভীমতনয় সূতপুত্রের ভীষণ শক্তির আঘাতে মর্ম্মাহত হইয়া যে স্থানে নিপতিত হইল, তত্রত্য এক অক্ষৌহিণী কৌরবসৈন্য তাহার দেহভরে বিপোথিত হইয়া গেল। হে মহারাজ! নিশাচর এই রূপে হতজীবিত হইয়াও স্বীয় প্রকাণ্ড শরীর দ্বারা আপনার বহু সংখ্য সৈন্য সংহার করিয়া পাণ্ডবগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিল। অনন্তর কৌরবগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে নিহত ও তাহার মায়া বিনষ্ট অবলোকন করিয়া পরমাহ্লাদে সিংহনাদ, শঙ্খনিস্বন এবং ভেরী, মুরজ ও আনকের নিনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবরাজ যেমন বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণ ঘটোৎকচের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক কৌরবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করত স্বীয় সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহাবীর হিড়িম্বাতনয়কে নিহত ও পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোকে বাষ্পাকুল নেত্র হইলেন; কিন্তু অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেব হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইয়া পাণ্ডবগণকে ব্যথিত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি রথরশ্মি সংযত করিয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাতোদ্ধূত বনস্পতির ন্যায় রথোপরি নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই পুনর্ব্বার অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া বারংবার আস্ফোটন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সিংহনাদ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন কেশবকে সাতিশয় হৃষ্ট সন্দর্শন করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদিগের প্রধানতম সৈন্যগণ ও আমরা সকলেই হিড়িম্বাতনয়কে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছি; কিন্তু তুমি সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছ। তোমার এই অনুপযুক্ত সময়ে আহ্লাদ প্রকাশ সমুদ্র শোষের ন্যায় ও মেরু সঞ্চালনের ন্যায় নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। যাহা হউক, তোমার এই আহ্লাদের অবশ্যই কোন মহৎ কারণ আছে। যদি উহা গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে যথাবৎ কীর্ত্তন কর; উহা শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি যে জন্য সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবীর কর্ণ আজি ঘটোৎকচের উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের অতিশয় প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এখন কর্ণকে সমর ভূমিতে নিপতিত বলিয়া বোধ কর। এই পৃথিবী মধ্যে এমন কোন বীরপুরুষ নাই যে, কার্ত্তিকেয় সদৃশ শক্তিধারী সূতপুত্রের অভিমুখে অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এবং অদ্য উহার শক্তিও ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত ও উহার নিকট হইতে অপসৃত হইল। সূতপুত্রের কবচ এবং কুণ্ডল থাকিলে ঐ বীর একাকীই সুরগণের সহিত ত্রিলোক পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। কি দেবরাজ কি কুবের কি বরুণ কি যম কেহই কর্ণ সমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন না। তুমি গাণ্ডীব এবং আমি সুদর্শন চক্র উদ্যত করিয়াও উহারে পরাজিত করিতে পারিতাম না; কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তোমার হিত সাধনার্থ কর্ণকে কবচ ও কুণ্ডল বিহীন করিয়াছেন। মহাবীর রাধেয় পূর্ব্বে কবচ ও কুণ্ডল দ্বয় ছেদন করিয়া পুরন্দরকে প্রদান করাতে বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আজি কর্ণকে মন্ত্র বল শিথিলিত ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায়, স্নিগ্ধজ্বাল অনলের ন্যায় বোধ হইতেছে। মহারথ কর্ণ যে দিন ইন্দ্রের নিকট কবচ ও কুণ্ডল দ্বয়ের বিনিময়ে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে সেই দিন অবধি ঐ মহাবীর উহা দ্বারা তোমারে বিনাশ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এ ক্ষণে ঐ বীর শক্তি শূন্য হইয়াছে; উহা হইতে তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কর্ণ এ ক্ষণে শক্তি শূন্য হইলেও তুমি ভিন্ন অন্য কেহই উহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। কর্ণ নিয়ত ব্রহ্মানুষ্ঠান তৎপর, সত্যবাদী, তপস্বী, ব্রতচারী এবং অরাতিগণেরও প্রতি দয়াবান বলিয়া বৃষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ মহাবাহু রণদক্ষ এবং নিরন্তর শরাসন উদ্যত করত কেশরী যেমন বন মধ্যে মত্ত মাতঙ্গগণকে মদবিহীন করে, তদ্রূপ মহারথগণকে মদহীন করিয়া মধ্যাহ্ন কালীন শারদ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় যোধগণের দুর্দ্দর্শনীয় হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর বর্ষাকালীন বারিধারা বর্ষী জলধরের ন্যায় শরনিকর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিদশগণও শরজাল বিস্তার করিয়া উহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। উহার শর প্রভাবে তাঁহাদিগেরই শরীর হইতে মাংস ও শোণিত বিগলিত হইতে থাকে; কিন্তু এ ক্ষণে সূতপুত্র কবচ, কুণ্ডল ও বাসবদত্ত শক্তি বিহীন হইয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। এ ক্ষণে কর্ণের বধোপায় অবধারণ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। সূতপুত্রের রথচক্র নিমগ্ন হইলে সেই ছিদ্রে আমার সঙ্কেত অবগত হইয়া সাবধানে উহারে বিনাশ করিবে। কর্ণ উদ্যতায়ুধ হইয়া সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিলে বজ্রায়ুধ বাসবও উহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমিই তোমার হিতার্থে বিবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য এবং হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, বক, অলায়ুধ, উগ্রকর্ম্মা, ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধ সাধন করিয়াছি।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত কিরূপ

উপায় অবলম্বন করিয়া জরাসন্ধ প্রভৃতি ভূপালগণকে নিপাতিত করিলে, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, চেদিরাজ ও নিষাদরাজ পূর্ব্বে নিহত না হইলে এক্ষণে নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। সেই মহারথগণ জীবিত থাকিলে দুর্য্যোধন অবশ্যই তাহাদিগকে সমর কার্য্যে বরণ করিত। সেই সমুদায় অমরোপম কৃতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর আমাদের চিরবিদ্বেষ্টা ছিল; তাহারা অবশ্যই কৌরবপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিত। সূতপুত্র, জরাসন্ধ, চেদিরাজ ও নিষাদরাজ ইহারা সমবেত হইয়া দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিলে এই সমুদায় পৃথিবীও পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। হে পার্থ! আমি যেরূপ উপায় করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। উপায় ব্যতীত সুরগণও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। তাহারা প্রত্যেকে সমরে লোকপাল রক্ষিত সমস্ত দেবসেনার সহিতও সংগ্রাম করিতে সমর্থ ছিল। জরাসন্ধ বলদেব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে আমাদিগের বিনাশার্থ এক পাবক তুল্য প্রভাসম্পন্ন, সর্ব্ব সংহার ক্ষম, অশনি সদৃশ গদা ক্ষেপণ করিল। জরাসন্ধ নির্ম্মুক্ত গদা আকাশমণ্ডল সীমন্তিত করিয়াই যেন আমাদেরপ্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর বলদেব সেই গদা দর্শন করিয়া তাহার প্রতিঘাতার্থ স্থূণাকর্ণ নামক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। গদা বলদেবের অস্ত্রে প্রতিহত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন অবনি বিদীর্ণ ও ভূধর সকল কম্পিত হইয়া উঠিল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ দুই মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে; উহার মাতৃদ্বয় উহার অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর প্রসব করিয়াছিল। জরা নামে এক রাক্ষসী উহার সেই অর্দ্ধ কলেবর দ্বয় যোজিত করে। এই নিমিত্তই ঐ বীর জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সেই নিশাচরী জরা সেই গদা ও স্থূণাকর্ণ নামক অস্ত্রের আঘাতে পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত হতজীবিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ এই রূপে গদা বিহীন হইয়াছিল বলিয়া মহাবীর ভীমসেন তোমার সমক্ষেই তাহারে নিপাতিত করিয়াছেন। যদি সেই প্রবল প্রতাপশালী জরাসন্ধ গদা হস্তে অবস্থান করিত, তাহা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহারে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইতেন। হে ধনঞ্জয়! মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য তোমার হিতের নিমিত্তই ছদ্মবেশে আচার্য্যত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিষাদরাজ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়াছিলেন। অভিমানী দৃঢ় বিক্রমশালী নিষাদাধিপতি অঙ্গুলিত্রাণ ধারণ পূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় শোভা পাইতেন। একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ থাকিলে সমুদায় উরগ, রাক্ষস, দেব ও দানবগণও তাহারে পরাজিত করিতে পারিতেন না। মনুষ্যগণও তাহারে দর্শন করিতে অসমর্থ হইত; কিন্তু সেই দৃঢ়মুষ্টি সম্পন্ন, দিবারাত্র বাণ নিক্ষেপে সমর্থ, কৃতী, নিষাদরাজ অঙ্গুষ্ঠ বিহীন হইলে আমি তোমার হিত সাধনার্থ সমরে নিপাতিত করিয়াছি। হে পার্থ! আমি তোমার সমক্ষেই চেদিরাজকে সংহার করিয়াছি। ঐ বীরও সমরে সমস্ত সুরাসুরের অপরাজিত ছিল। আমি তোমার সাহায্যে চেদিরাজ ও অন্যান্য অসুরের বিনাশ সাধন এবং লোকের হিতবর্দ্ধনের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! ভীমসেন দশানন সদৃশ বলশালী ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞবিঘাতক নিশাচর হিড়িম্ব, বক ও কির্ম্মীরকে বিনাশ করিয়াছে।

মহাবীর ঘটোৎকচ অলায়ুধকে নিপাতিত করিয়াছে। এ ক্ষণে উপায় প্রভাবে কর্ণের শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচেরও প্রাণ বিয়োগ হইল। যদি সূতপুত্র বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচকে নিহত না করিত, তাহা হইলে আমারেই বৃকোদরের পুত্রকে বধ করিতে হইত। আমি কেবল তোমাদিগের মঙ্গল সাধনের নিমিত্তই পূর্ব্বে উহার জীবন নাশ করি নাই। ঐ নিশাচর ব্রাহ্মণদ্বেষী, যজ্ঞনাশক, ধর্ম্মলোপ্তা ও পাপাত্মা ; এই নিমিত্তই কৌশলক্রমে নিপাতিত হইল। ঐ রাক্ষসের বিনাশে কর্ণের ইন্দ্রদত্ত শক্তিও বিফলীকৃত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত এই দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যাহারা ধর্ম্মনাশক তাহাদিগকে অবশ্যই সংহার করিব। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা ও ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেই স্থানেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকি। হে পার্থ! তুমি কর্ণ সংহারের নিমিত্ত চিন্তা করিও না। আমি তোমারে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব যে, তুমি তদনুসারে কার্য্য করিলে অবশ্য তাহারে বিনাশ করিতে পারিবে। মহাবীর বৃকোদর যেরূপে সমরে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিবেন, আমি তাহারও উপায় করিয়া দিব। যাহা হউক, এ ক্ষণে শত্রু সৈন্যগণ তুমুল শব্দ করিতেছে ; তোমার সেনাগণও দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লব্ধলক্ষ্য কৌরবগণ ও সংগ্রাম বিশারদ দ্রোণাচার্য্য অস্মৎপক্ষীয় সেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সূতপুত্র কর্ণ কি নিমিত্ত সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অর্জ্জুনের প্রতি সেই একপুরুষ ঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিল না? ধনঞ্জয় নিহত হইলে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ বিনষ্ট ও জয়শ্রী আমাদেরই হস্তগত হইত। পূর্ব্বে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। অতএব তাহারে সমরে আহ্বান করা কর্ণের অতিকর্ত্তব্য ছিল। মহাবীর কর্ণ কিনিমিত্ত ধনঞ্জয়কে আহ্বান পূর্ব্বক দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়া বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা সংহার করিল না? আমার আত্মজ দুর্য্যোধন নিতান্ত নির্ব্বোধ ও সহায় শূন্য এবং বিপক্ষেরা তাহারে একান্ত নিরুপায় করিয়াছে ; সুতরাং সেই নরাধম কিরূপে শত্রু সংহার করিবে। সে যে শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিজয়লাভের অভিলাষ করিত, বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই দিব্য শক্তি রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করাইয়া উহা একান্ত নিষ্ফল করিয়াছেন, যেমন পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত বরাহ ও কুক্কুরের অন্যতরের মৃত্যু হইলে চাণ্ডালেরই লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণ ও ঘটোৎকচ এই দুই জনের মধ্যে অন্যতর বীর বিনষ্ট হইলে বাসুদেবেরই পরম লাভ, সন্দেহ নাই। যদি ঘটোৎকচ কর্ণকে বিনাশ করিতে পারে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের অতিশয় উপকার হয় ; অথবা যদি মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে সংহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও তাহার এক পুরুষ ঘাতিনী শক্তির বিনাশে পাণ্ডবগণের হিতকর কার্য্য সাধন করা হয়। বাসুদেব বুদ্ধিবলে এই রূপ অবধারণ করিয়া পাণ্ডবগণের হিতসাধনের নিমিত্তই সূতপুত্র দ্বারা ঘটোৎকচের বিনাশ সাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শক্তি দ্বারা অর্জ্জুনকেই সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। মহাবুদ্ধি সম্পন্ন জনার্দ্দন কর্ণের এই অভিলাষ অবগত হইয়া সেই অমোঘ শক্তি প্রতিহত করিবার নিমিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে তাঁহার

সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যদি তিনি তৎকালে কর্ণের হস্ত হইতে মহারথ অর্জ্জুনকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহ কৃতকার্য্য হইতাম। হে কুরু রাজ! সেই যোগিগণের ঈশ্বর বাসুদেব ঐ রূপ কৌশল না করিলে ধনঞ্জয় অশ্ব, ধ্বজ ও রথের সহিত কর্ণের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিতেন, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন কৃষ্ণের উপায় বলেই রক্ষিত হইয়া সম্মুখীন শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া থাকেন। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেবই সেই অব্যর্থ শক্তি হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন; নচেৎ উহা বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় তাঁহারে নিপাতিত করিত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার আত্মজ দুর্য্যোধন নিতান্ত বিরোধী, কুমন্ত্রণা পরতন্ত্র ও প্রজ্ঞাভিমানী; তাহার নিমিত্তই এই অর্জ্জুনের বধোপায় বিফল হইয়াছে। যাহা হউক, মহাবীর কর্ণ সকল শস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য ও মহাবুদ্ধি সম্পন্ন; সে কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি সেই অমোঘ শক্তি প্রয়োগ করিল না। হে সঞ্জয়! তুমিও কি এই বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলে? তুমি কেন ইহা তৎকালে কর্ণকে স্মরণ করিয়া দিলে না?

তখন সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও আমি আমরা প্রতিরাত্রিতেই সূতপুত্রকে কহিতাম, হে কর্ণ! তুমি সমস্ত সৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার কর; তাহা হইলে আমরা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে কিঙ্করের ন্যায় নির্দেশানুবর্ত্তী করিতে পারিব। অথবা অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অন্যতমকে সমরে দীক্ষিত করিবেন; অতএব তুমি অর্জ্জুনকে বিনষ্ট না করিয়া কৃষ্ণকেই বিনাশ কর। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের মূল স্বরূপ; অর্জ্জুন স্কন্ধ স্বরূপ, ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ শাখা স্বরূপ এবং পাঞ্চালেরা পত্র স্বরূপ। পাণ্ডবদিগের কৃষ্ণই আশ্রয়; কৃষ্ণই বল, কৃষ্ণই নাথ এবং কৃষ্ণই পরম গতি। অতএব হে কর্ণ! তুমি পর্ণ, শাখা ও স্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মূল স্বরূপ কৃষ্ণকে বিনাশ কর। যদি বাসুদেব নিহত হইয়া সমর শয্যায় শয়ন করেন, তাহা হইলে শৈল, সাগর ও অরণ্য পরিশোভিত সমুদায় বসুন্ধরা তোমার বশবর্ত্তী হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! আমরা প্রতি রজনীতেই হৃষীকেশকে সংহার করিবার নিমিত্ত এই রূপ অবধারণ করিতাম কিন্তু যুদ্ধকালে উহার সম্যক্ পরিবর্ত্ত হইয়া যাইত। মহাত্মা বাসুদেব সতত ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিয়া থাকেন; তিনি সূতপুত্রের সমক্ষে তাঁহারে অবস্থাপিত করিতেন না। তিনি সেই অমোঘ শক্তি নিষ্ফল করিবার নিমিত্ত অন্যান্য রথীদিগকে কর্ণের সহিত সমরে প্রবর্ত্তিত করিতেন। হে মহারাজ! যখন বাসুদেব এই রূপে কর্ণের হস্ত হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, তখন যে তিনি আত্মরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন, কদাচ ইহা সম্ভবপর নহে। ফলত আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, জনার্দ্দনকে পরাজয় করিতে সমর্থ এমন কেহই এই ত্রিলোক মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই।

হে কুরুরাজ! ঘটোৎকচ বধের পর সত্যবিক্রম সাত্যকি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে বাসুদেব! কর্ণ ধনঞ্জয়ের প্রতি সেই অমিত পরাক্রম শক্তি প্রয়োগ করিবে বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছিল কিন্তু কি নিমিত্ত তাহার অন্যথাচরণ করিল? বাসুদেব সাত্যকির এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শিনিপ্রবীর! দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ ও জয়দ্রথ দুর্য্যোধনের

সহিত পরামর্শ করিয়া সতত কর্ণকে কহিত, হে সূতপুত্র! তুমি কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি এই শক্তি কদাচ প্রয়োগ করিও না। ধনঞ্জয় দেবগণ মধ্যে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডবগণ মধ্যে সাতিশয় যশস্বী; তাহারে সংহার করিতে পারিলে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ হুতাশন বিহীন সুরগণের ন্যায় বিনষ্ট প্রায় হইবে, সন্দেহ নাই। হে সাত্যকি! দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয় বীরগণ বারংবার এই রূপ কহিলে কর্ণও তাহাদের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছিল এবং এই শক্তি দ্বারা ধনঞ্জয়েরই বধসাধন করিতে হইবে, ইহা সততই তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিত; কিন্তু আমি তাহারে বিমোহিত করিতাম বলিয়াই সে অর্জ্জুনের প্রতি সেই শক্তি প্রয়োগ করে নাই। হে শৈনেয়! আমি যে পর্য্যন্ত না অর্জ্জুনের এই মৃত্যুর প্রতিকার করিয়াছিলাম, ততদিন আমার নিদ্রা ও হর্ষ এককালে তিরোহিত হইয়াছিল। এ ক্ষণে সেই অমোঘ শক্তি রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কৃতান্তের করাল আস্যদেশ হইতে আচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। ধনঞ্জয়কে রক্ষা করা আমার যেমন কর্ত্তব্য, আপনার জীবন এবং পিতা, মাতা ভ্রাতা ও তোমাদিগকে রক্ষা করা তদ্রূপ নহে। অধিক কি, বিশ্বরাজ্য অপেক্ষাও যদি কোন বস্তু দুর্লভ থাকে, আমি অর্জ্জুনবিহীন হইয়া তাহাও প্রার্থনা করি না। হে যুযুধান! ধনঞ্জয়কে পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া আমার এই রূপ গুরুতর হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিকালে কর্ণকে নিবারণ করিতে পারে ঘটোৎকচ ভিন্ন এমন আর কেহই নাই; এই নিমিত্তই আমি ভীমতনয়কে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

হে মহারাজ! ধনঞ্জয়ের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিরে তৎকালে এই রূপ কহিয়াছিলেন।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কর্ণ, দুর্য্যোধন ও শকুনি প্রভৃতি বীরগণের বিশেষত তোমার অতিশয় নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য দেখিতেছি। তোমরা সকলে ত অবগত ছিলে যে, সেই বাসবদত্ত শক্তি এক জনকে অবশ্যই সংহার করিতে পারে এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও কেহ উহা সহ্য বা নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন; তবে কর্ণ কি নিমিত্ত একাল পর্য্যন্ত সেই এক পুরুষঘাতিনী শক্তি দেবকী পুত্র বা অর্জ্জুনের প্রতি প্রয়োগ করেন নাই?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আমরা প্রতিদিন সমরাঙ্গন হইতে প্রত্যাগমন পুর্ব্বক রজনীযোগে পরামর্শ করিয়া কর্ণকে কহিতাম, হে কর্ণ! কল্য প্রভাতেই তুমি এই এক পুরুষঘাতিনী শক্তি হয় কেশব না হয় অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিবে; কিন্তু দৈবের কি বিড়ম্বনা, পরদিন প্রভাতেই কি কর্ণ কি অন্যান্য যোধগণ সকলেই উহা বিস্মৃত হইত। হে মহারাজ! দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; তাহার প্রভাবে সূতনন্দন হতবুদ্ধি হইয়া দেবকী পুত্রের বা ইন্দ্র পরাক্রম অর্জ্জুনের প্রতি সেই কালরাত্রি স্বরূপিণী বাসবী শক্তি নিক্ষেপ করেন নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি, দৈব ও কেশবের প্রভাবে বিনষ্ট হইলে! বাসবদত্ত শক্তি তৃণ তুল্য ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়া ব্যর্থ হইল! মহাবীর কর্ণ, আমার পুত্রগণ ও অন্যান্য ভুপাল সমুদায় এই নীতি বহিভূর্ত কার্য্য নিবন্ধনই শমন ভবনে গমন করিলেন। যাহা হউক, হিড়িম্বাতনয় নিহত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পুনরায় কি রূপ যুদ্ধ উপ-

স্থিত হইল? কীর্ত্তন কর। যে যে পাঞ্চালেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিল, তাহারা কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল? মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বিনাশ নিবন্ধন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জৃম্ভমান শার্দ্দূলের ন্যায়, ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায় প্রাণপণে অরাতি সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কি রূপে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল? দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যে যে বীরগণ আচার্য্যের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সংগ্রামস্থলে কি করিলেন? আমাদের পক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্য বধার্থী ধনঞ্জয় ও বৃকোদরের উপর কি রূপ বাণ বৃষ্টি করিল? কৌরবগণ জয়দ্রথের ও পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচের বিনাশে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা সেই রাত্রিতে পরস্পর কি রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই ঘোর রজনীতে মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে নিহত করিলে কৌরব পক্ষীয় যোধগণ পরমাহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ করত বেগে আগমন পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য সমুদায় বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে রাজা যুধিষ্ঠির অতিদীন ভাবে ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভ্রাত! তুমি শীঘ্র কৌরব সৈন্যগণকে নিবারণ কর। আমি ঘটোৎকচের নিধনে বিমোহিত প্রায় হইয়াছি। ধর্ম্মরাজ ভীমসেনকে এই কথা বলিয়াই অশ্রুপূর্ণমুখে স্বীয় রথে আসীন হইয়া কর্ণের বিক্রম সন্দর্শন পূর্ব্বক বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত মাহা মোহে অভিভূত হইলেন। মহাত্মা হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত ব্যথিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! প্রাকৃতজনের ন্যায় শোক প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; অতএব আপনি শোক সম্বরণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া সমরভার বহন করুন। আপনি এরূপ শোকপরবশ হইলে বিজয় লাভে সংশয় উপস্থিত হইবে।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর পাণিতল দ্বারা নেত্র দ্বয় পরিমার্জ্জিত করত কহিলেন, হে মহাবাহো! ধর্ম্মপথ কিছুই আমার অবিদিত নাই। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। দেখ, অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ গমন করিলে মহাত্মা হিড়িম্বাতনয় বালক হইয়াও আমাদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। ঐ মহাধনুর্দ্ধর কাম্যক বনে আমার শুশ্রূষা করিত এবং ধনঞ্জয়ের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধাভিজ্ঞ মহাবীর গন্ধমাদন গমন কালে আমাদিগকে দুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার ও পরিশ্রান্তা পাঞ্চালীরে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিল। মহাবীর ভীমতনয় আমার নিমিত্ত এই রূপ অনেক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে জনার্দ্দন! সহদেবের প্রতি আমার যেরূপ স্বাভাবিক স্নেহ আছে, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের প্রতি তদপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। ভীমতনয় আমার অতিশয় ভক্ত ও প্রিয়পাত্র ছিল; তজ্জন্যই আমি শোকসন্তপ্ত ও মোহপ্রাপ্ত হইতেছি। হে বার্ষ্ণেয়! ঐ দেখ, কৌরবেরা আমাদিগের সৈন্য সমুদায় বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ পরম যত্নসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মত্ত মাতঙ্গ দ্বয় যেমন নলবন প্রমথিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিতেছেন। কৌরবেরা ভীমসেনের ভুজবলে ও অর্জ্জুনের বিবিধ অস্ত্রশিক্ষায় অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। ঐ দেখ, দ্রোণ, কর্ণ

ও দুর্য্যোধন ঘটোৎকচের নিধন নিবন্ধন আ-হ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে জনার্দ্দন ! তুমি এবং আমরা জীবিত থাকিতে সতপুত্র কি রূপে সর্ব্বসমক্ষে মহাবল পরাক্রান্ত ভীম-তনয়ের বিনাশ সাধন করিল। যখন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অভিমন্যুরে বিনাশ করে, সে সময়ে মহারথ ধনঞ্জয় রণস্থলে উপস্থিত ছিল না ; আমরাও সকলে সিন্ধুরাজ কর্তৃক রুদ্ধ ছিলাম। দ্রোণাচার্য্যই পুত্র সমভি-ব্যাহারে অভিমন্যু বিনাশের কারণ হইয়া-ছিলেন। তিনি তাহার বধোপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন, অশ্বত্থামা তাহার অসিদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে, নৃশংস কৃতবর্ম্মা বিপন্ন বালকের অশ্বগণকে পার্ষ্ণি ও সারথির সহিত নিহত করে এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধরেরা তাহার বিনাশ সাধন করেন। হে যাদবশ্রেষ্ঠ ! অভিমন্যুবধে জয়দ্রথের অতি সামান্য অপ-রাধ ছিল, তন্নিমিত্ত অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বিনাশ করাতে আমি অধিক আহ্লাদিত হই নাই। এ ক্ষণে যদি শত্রু বিনাশ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মতে অগ্রে দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। ঐ দুই জনই আমাদিগের দুঃখের আদিকারণ ; উঁহাদি-গের সাহায্যেই দুর্য্যোধন আশ্বাসযুক্ত হই-য়াছে। হে মাধব ! যে সংগ্রামে দ্রোণ ও কর্ণকে অনুচরগণের সহিত বিনাশ করা ক-র্ত্তব্য, অর্জ্জুন সেই যুদ্ধে মহাবীর জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়াছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে সূতপুত্রকে নিগ্রহ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে ; অতএব আমি তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত চলিলাম। ঐ দেখ, ভীম পরাক্রম ভীমসেন দ্রোণসৈন্য সমভিব্যাহারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

হে কুরুরাজ ! রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ভীষণ শরাসন বিস্ফারিত ও শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া সত্বর কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হই-লেন। ঐ সময়ে শিখণ্ডী অসংখ্য রথ, তিন শত হস্তী, পাঁচ শত অশ্ব ও তিন সহস্র প্রভ-দ্রক সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহি-লেন, হে অর্জ্জুন ! ঐ দেখ, ধর্ম্মরাজ ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় গমন করিতেছেন। অতএব উঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মা হৃষীকেশ এই বলিয়া সত্বরে রথ সঞ্চালন পূর্ব্বক দূরগত ধর্ম্মপুত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ ! ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শোকবিমূঢ় সন্তপ্তচিত্ত যুধিষ্ঠিরকে সূত-পুত্রের বিনাশ বাসনায় সহসা গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্ ! অর্জ্জুন সৌভাগ্যক্রমে সমরাঙ্গনে সূতপুত্রের হস্তে পরিত্রাণ পাই-য়াছে। মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের নিধন কা-মনায় বাসবদত্ত শক্তি রক্ষা করিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয় কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। অর্জ্জুন কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই ঐ বীর দ্বয় পরস্প-রের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেন। অর্জ্জুনের অস্ত্রে কর্ণের অস্ত্র ছিন্ন হইলে সূতপুত্র নিশ্চয়ই তাঁহার উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিত। তাহা হইলে তোমার নিদারুণ ব্যসন উপস্থিত হইত। ভাগ্যক্রমে সূতপুত্র তাহা না করিয়া সেই শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়াছে। হে ভর-তবংশাবতংস ! দৈবই তোমার মঙ্গলের নি-মিত্ত রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে ; পুরন্দর প্রদত্ত শক্তি কেবল নিমিত্ত মাত্র। অতএব তুমি এ ক্ষণে ক্রোধ ও শোক সম্বরণ কর। জীব মাত্রেরই সংহার আছে। এ ক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা নরপতিগণের সম-

ভিব্যাহারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজি হইতে পঞ্চম দিবসে বসুন্ধরা তোমার হস্তগত হইবে। তুমি নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও। পরম প্রীতমনে অনৃশংসতা, তপ,দান, ক্ষমা ও সত্যের অনুষ্ঠান কর। যে স্থানে ধর্ম্ম, সে স্থানেই জয়। হে কুরুরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

ঘটোৎকচবধপর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্রোণবধ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপে ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে স্বয়ং কর্ণ বিনাশে নিবৃত্ত এবং ঘটোৎকচ বধ জনিত দুঃখ ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি ভীমসেনকে অসংখ্য কৌরব সেনা বিদারিত করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়! তুমি দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর। তুমি দ্রোণ বিনাশের নিমিত্ত শর, কবচ, খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। হৃষ্টচিত্তে সমরে ধাবমান হও, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। জনমেজয়, শিখণ্ডী, যশোধর, দৌর্ম্মুখি, নকুল, সহদেব, পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত দ্রুপদ ও বিরাট,মহাবল সাত্যকি ও অর্জ্জুন এবং প্রভদ্রক, কেকয় ও দ্রৌপদী তনয়গণ ইঁহারাও সন্তুষ্ট চিত্তে দ্রোণবধ বাসনায় বেগে ধাবমান হউন। রথিগণ হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া মহারথ দ্রোণকে নিপাতিত করুন।

হে মহারাজ! তখন সেই সমস্ত যোধগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে দ্রোণজিগীষু হইয়া মহাবেগে ধাবমান হইল। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সেই সময়ে সহসা সমাগত বীরগণকে অনায়াসে প্রতিগ্রহ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট চিত্তে দ্রোণের জীবন রক্ষার্থ সুসজ্জিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন শ্রান্তবাহন পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে মহারথগণ নিদ্রান্ধ ও পরিশ্রান্ত হইয়া সমরে নিশ্চেষ্ট প্রায় হইলেন। সেই প্রাণিগণের প্রাণনাশিনী ত্রিযামা রজনী তাঁহাদিগের পক্ষে সহস্র যামা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই রূপে সেই অর্দ্ধরাত্রি সময়ে সৈন্যগণ ক্ষত বিক্ষত ও বধ্যমান হইলে উভয় পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ দীনচিত্ত, উৎসাহ শূন্য এবং অস্ত্র শস্ত্র বিহীন হইয়াও লজ্জা ও স্বধর্ম্ম পরিপালন নিবন্ধন স্ব স্ব সৈন্য পরিত্যাগ করিলেন না। সৈন্যগণ নিদ্রান্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে কেহ অশ্বে, কেহ গজে ও কেহ বা রথোপরি শয়ন করিতে লাগিল। অন্য যোধগণ তাহাদিগকে অনায়াসে যমালয়ে প্রেরণ করিল। অনেকে স্বপ্নে বিপক্ষদলকে অবলোকন করিয়া নানা প্রকার বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক আপনারে, আত্মীয়গণকে ও শত্রুগণকে সমরে সমাহত করিতে লাগিল। আমাদের পক্ষীয় অসংখ্য বীর শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে নিদ্রারক্ত লোচনে অবস্থান করিতে লাগিল। কতকগুলী নিদ্রান্ধ বীরপুরুষ সেই নিদারুণ অন্ধকারে গমনাগমন পূর্ব্বক পরস্পরের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। অনেকে নিদ্রায় এরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, শত্রু হস্তে নিহত হইয়াও কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগের এইরূপ চেষ্টা অবগত হইয়া উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে সেনাগণ!

তোমরা বাহনগণের সহিত অন্ধকার ও ধূলিপটলে সমাবৃত এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ হইয়াছ ; অতএব যদি তোমাদিগের মত হয়, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ সমরে নিবৃত্ত হইয়া এই রণভূমিতেই নিদ্রা যাও। অনন্তর নিশানাথ সমুদিত হইলে তোমরা বিনিদ্র হইয়া স্বর্গলাভের নিমিত্ত পুনরায় পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইবে। তখন কৌরব পক্ষীয় ধর্ম্মজ্ঞ বীরগণ ধার্ম্মিক ধনঞ্জয়ের সেই বাক্য শ্রবণে তাহাতে সম্মত হইয়া হে কর্ণ ! হে মহারাজ দুর্য্যোধন ! পাণ্ডব সেনা যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়াছে ; অতএব তোমরাও নিবৃত্ত হও, পরস্পর উচ্চস্বরে বারংবার এই কথা কহিতে লাগিলেন। এই রূপে অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে সমুদায় কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্য সমরে নিবৃত্ত হইল। সমুদায় দেব ও মুনিগণ সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত সৈনিক পুরুষগণ অর্জ্জুন বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। আপনার সৈন্যগণ বিশ্রামের অবকাশ পাইয়া অর্জ্জুনকে এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, হে মহাবাহো ! তোমাতে বেদ, অস্ত্র সমূহ, বুদ্ধি, পরাক্রম, মঙ্গল ও জীবের প্রতি অনুকম্পা বর্ত্তমান রহিয়াছে ; অতএব আমরা আশ্বাসিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া পরিতুষ্ট হও। মহারথগণ তাঁহারে এই রূপ প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া তুষ্ণীম্ভূত হইলেন। কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ কেহ রথে, কেহ কেহ গজস্কন্ধে, কেহ কেহ ক্ষিতিতলে শয়ন করিলেন। অনেকে বাণ, গদা, খড়্গ, পরশু, প্রাস ও কবচ ধারণ করিয়াই পৃথক্ পৃথক্ স্থানে নিদ্রিত হইল। নিদ্রান্ধ মাতঙ্গগণ ভূরেণু ভূষিত ভুজঙ্গভোগ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পৃথিবীতল শীতল করিয়া নিঃশ্বসন্ত পন্নগ পরিবৃত পর্ব্বত সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সুবর্ণ যোক্তু পরিশোভিত অশ্বগণ কেশরালম্বিত যুগকাষ্ঠ ও খুরাগ্র দ্বারা সমভূমি বিষম করিয়া ফেলিল। এই রূপে সেই সংগ্রামস্থলে অশ্ব, হস্তী ও যোধগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও যুদ্ধে বিরত হইয়া নিদ্রিত হইল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন সুনিপুণ চিত্রকরগণ ঐ সমস্ত বল চিত্রপটে চিত্রিত করিয়াছে। পরস্পরের শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ কুণ্ডলধারী তরুণবয়স্ক ক্ষত্রিয়গণ গজকুম্ভের উপর শয়ান থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহারা কামিনীগণের কুচকলস আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছেন।

হে মহারাজ ! অনন্তর নয়ন প্রীতি বর্দ্ধন কামিনীর গণ্ডদেশের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ভগবান কুমুদনায়ক চন্দ্রমা মাহেন্দ্রী দিক্ অলঙ্কৃত করিলেন। তিনি উদয়পর্ব্বতের সিংহের ন্যায় পূর্ব্ব দিক্ রূপ দরী হইতে বিনিঃসৃত হইয়া তিমিররূপ হস্তিযূথ বিনাশ করত সমুদিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই হরবৃষ সপ্রভ, কন্দর্পচাপ সদৃশ, নববধূর হাস্যের ন্যায় মনোহর কুমুদবান্ধব প্রথমত আলোক মাত্র প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে সুবর্ণবর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকিরণ প্রভা দ্বারা তমোরাশি উৎসারিত করিয়া শনৈঃশনৈ দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলে গমন করিল। তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে ভূমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইল। তিমির রাশি অবিলম্বেই বিনষ্ট হইয়া গেল। নিশাচর জন্তুগণ কেহ কেহ বিচরণে প্রবৃত্ত ও কেহ কেহ ক্ষান্ত হইল। হে মহারাজ। এই রূপে চন্দ্রমা সমুদিত হইলে সৈন্যগণ সূর্য্যাংশু সন্নিভ পদ্ম বনের ন্যায় প্রবোধিত হইতে লাগিল এবং তাহারা মহাসাগরের ন্যায় চন্দ্রোদয় দর্শনে উদ্ধূত হইয়া উঠিল।

তখন লোক বিনাশের নিমিত্ত পরমশান্তি লাভার্থী বীরপুরুষগণের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার হর্ষ ও তেজ সন্ধুক্ষিত করত কহিতে লাগিলেন, হে আচার্য্য! দীনমনা শ্রমাপনোদনে প্রবৃত্ত অরাতিগণকে ক্ষমা করা লব্ধলক্ষ্য বীরপুরুষদিগের কর্ত্তব্য নহে। আমরা আপনার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে ক্ষমা করিয়াছিলাম, উহারা সেই অবসরে সমুদায় সমর পরিশ্রম অপনোদন করিয়াছে। যাহা হউক, আপনি উহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই বারংবার উহাদিগের অভ্যুদয় লাভ হইতেছে; এবং আমরা ক্রমশ তেজ ও বলবীর্য্য পরিশূন্য হইতেছি। হে ব্রহ্মন্! আপনি ব্রহ্মাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্র সমস্ত সম্যক্ অবগত আছেন। আমি সত্যই কহিতেছি, কি পাণ্ডবগণ কি কৌরবগণ কি অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণ কেহই যুদ্ধকালে আপনার সদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। আপনি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমুদায় লোক উচ্ছিন্ন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবগণ আপনার পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা আপনার শিষ্য এই বলিয়াই হউক, বা আমার ভাগ্য দোষেই হউক, আপনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপে তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি বৃদ্ধ হইয়াও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি। আমি অস্ত্রবেত্তা; কিন্তু এই সমস্ত বীর অস্ত্র বিদ্যায় তাদৃশ সুনিপুণ নহে। বিজয়াভিলাষে এই সকলকে সংহার করিতে হইলে আমারে নিতান্ত ক্ষুদ্র জনের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। যাহা হউক, এ ক্ষণে তুমি যাহা বিবেচনা করিতেছ, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, আমি তোমার বাক্যানুসারে তদনুরূপ কার্য্য করিব, সন্দেহ নাই। আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া কবচ পরিত্যাগ করিব। হে মহারাজ! তুমি মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিশ্রান্ত বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহার প্রকৃত বলবীর্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অর্জ্জুন রণস্থলে ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা রাক্ষসগণ তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। ঐ মহাবীর খাণ্ডব দাহ সময়ে সুররাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারণ এবং বলদৃপ্ত যক্ষ, নাগ ও দানব দলকে দলন করিয়াছিল, ইহা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। ঐ মহাবীর তোমাদের ঘোষযাত্রা কালে চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিয়া তোমাদিগকে তাহাদের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়াছে। ঐ মহাবীর সুরগণেরও অজেয় নিবাত কবচ ও হিরণ্য পুরবাসী সহস্র সহস্র দানব দিগকে পরাজয় করিয়াছে। অতএব সামান্য মনুষ্য কিরূপে সেই মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবে। হে মহারাজ! তোমার সৈন্য সকল আমাদের বহু প্রযত্নে সুরক্ষিত হইলেও ধনঞ্জয় তাহাদিগকে যেরূপে বিনাশ করিতেছে, তুমি তৎসমুদায়ই অবলোকন করিতেছ।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপে দ্রোণাচার্য্যকে অর্জ্জুনের প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আজি আমি দুঃশাসন, কর্ণ ও মাতুল

শকুনি আমরা সৈন্যগণকে দুই ভাগে বিভক্তকরিয়া অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর হাস্যমুখে তাহাতে অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! কোন্ ক্ষত্রিয় স্বীয় তেজ প্রভাবে প্রদীপ্ত ক্ষত্রিয় প্রধান অক্ষয় ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। ধনাধিপতি কুবের, দেবরাজ ইন্দ্র, জলেশ্বর বরুণ ও লোকান্তকর কৃতান্ত এবং অসুর, উরগ ও রাক্ষসগণও আয়ুধধারী অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। হে বৎস! তুমি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যাহা কহিলে, মূর্খেরাই ঐ রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রস্থান করা কাহারও সাধ্য নহে। হে রাজন্! তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর ও পাপস্বভাব। যাহারা তোমার শ্রেয়স্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সন্দিহান হইয়া তাহাদিগকেই তিরস্কার করিতেছ। যাহা হউক, তুমি সৎকুল সম্ভূত ক্ষত্রিয় এবং সমর প্রার্থী; অতএব এ ক্ষণে স্বীয় কার্য্য সংসাধনার্থ অর্জ্জুনের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাহারে নিবারণ কর। তুমিই এই শত্রুতার মূল কারণ; অতএব এ ক্ষণে অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি কি নিমিত্ত নিরপরাধে এই সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিতেছ। হে গান্ধারীনন্দন! তোমার এই মাতুল শকুনি অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ, প্রতারণা পরতন্ত্র ও কুটিল হৃদয়; এ ক্ষণে ইনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। আমার বোধ হয়, এই মহাবীরই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন। তুমি কর্ণ সমভিব্যাহারে মোহাবিষ্ট, শূন্য হৃদয় ও শুশ্রূষা পরবশ, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক কহিয়াছ যে, হে মহারাজ! আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন আমরা সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে সংহার করিব। আমি প্রতি সভায় তোমার মুখে এই রূপ কথা শ্রবণ করিয়াছি। এ ক্ষণে তুমি প্রতিজ্ঞানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কর্ণাদির সহিত সত্যবাদী হও ঐ দেখ, নিতান্ত দুর্ব্বিসহ শত্রু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। এ ক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া উহার অভিমুখীন হও। অর্জ্জুনের হস্তে মৃত্যুও তোমার শ্লাঘনীয়। হে বৎস! তুমি অভিলষিত ঐশ্বর্য্য লাভ, দান ও ভোজন করিয়াছ এবং কৃতকার্য্য ও ঋণশূন্যও হইয়াছ; অতএব এ ক্ষণে নিঃশঙ্কমনে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কৌরব সৈন্য সকল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ দ্রোণকে ও অপর ভাগ দুর্য্যোধনাদিরে আশ্রয় পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ত্রিযামার একভাগ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণ পুনরায় হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্যসারথি অরুণ শশধরকে ক্ষীণকান্তি ও নভোমণ্ডল তাম্রবর্ণ করিয়া গগনে সমুদিত হইলেন। সূর্য্যমণ্ডল অরুণকিরণে অরুণিত হইয়া তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত চক্রের ন্যায় পূর্ব্বদিকে বিরাজিত হইতে লাগিল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ সকলে রথ, অশ্ব ও নরযান সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবাকরের অভিমুখীন হইয়া সন্ধ্যোপাসনার জন্য করপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর কৌরব সৈন্য সকল দ্বিধা বিভক্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য রাজা

দুর্য্যোধনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সোমক, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হই-লেন। বাসুদেব তদ্দর্শনে অর্জ্জুনকে কহি-লেন, হে সব্যসাচিন্! তুমি কৌরবগণকে বামভাগে ও দ্রোণকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসু-দেবের নিদেশানুসারে দ্রোণ ও কর্ণের বামভাগে অবস্থান করিলেন। ঐ সময়ে অরাতিনিপাতন ভীমসেন হৃষীকেশের অ-ভিপ্রায় অবগত হইয়া সমরাঙ্গন মধ্যবর্ত্তী অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ভ্রাত! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয় কামিনীরা যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত পুত্র প্রসব করে, এ ক্ষণে সেই কার্য্য সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তুমি এ সময় আপনার বল-বীর্য্যানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না কর, তাহা হই-লে নিশ্চয়ই তোমার নিতান্ত নৃশংসের কার্য্য করা হইবে। এ ক্ষণে তুমি দ্রোণ সৈন্যগ-ণকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া শত্রু সংহার পূর্ব্বক সত্য, শ্রী, ধর্ম্ম ও যশের আনৃণ্য লাভ কর।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন কেশব ও ভীমসেন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া দ্রোণ ও কর্ণকে অতিক্রম পূর্ব্বক চারি দিকে অরাতি সৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ সেই বর্দ্ধমান অনল সদৃশ ক্ষত্রদাহন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিয়া নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকু-নি শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করি-তে লাগিলেন। সুবিখ্যাত অস্ত্রবেত্তা জিতে-ন্দ্রিয় অর্জ্জুন হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শর-বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সমুদায় অস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক সকলকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করি-লেন। ঐ সময় ধূলিপটল সমুদ্ভূত, চতুর্দ্দিক্ হইতে শরজাল সমাগত, ঘোরতর অন্ধকার আবির্ভূত ও ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন কি ভূমণ্ডল কি দিঙ্মণ্ডল কি আকাশমণ্ডল কিছুই বোধগম্য হইল না। ধূলিপটল প্রভাবে সকলেই অন্ধপ্রায় হইল। আমাদের উভয় পক্ষীয় যোধগণ পরস্পর কেহ কাহারে অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন ভূপালগণ কেবল স্ব স্ব নাম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথবিহীন রথিগণ মিলিত হইয়া পরস্প-রের কেশ, কবচ ও ভুজে সংলগ্ন হইতে লাগিলেন। অশ্ব সারথি বর্জ্জিত নিশ্চেষ্ট রথিগণ ভয়ার্দ্দিত হইয়া কেবল জীবন রক্ষা করত সংগ্রামে সমবস্থিত হইলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ গত জীবিত হইয়া পর্ব্বতাকার নিহত গজ সমূহে আলিঙ্গন করিয়া রহিল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য রণক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে উত্তর দিকে গমন পূর্ব্বক প্রজ্ব-লিত বিধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সেনাগণ তেজঃ প্রজ্বলিত দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রাম ক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে একান্তে আগমন করিতে দেখিয়া ভীত, কম্পিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। দানবগণ যেমন বাসবকে পরাজিত করিতে সাহসী হয় না, তদ্রূপ তাহারা সেই অরাতিনিপাতন মদমত্ত মাতঙ্গ সদৃশ দ্রোণকে পরাভূত করিব বলিয়া কোন ক্রমেই সাহস করিতে পারিল না। তখন কেহ কেহ নিরুৎসাহ, কেহ কেহ কোপাবিষ্ট ও কেহ কেহ বা বিস্ময়াপন্ন হইল। ভূপালগণের মধ্যে কেহ কেহ কর দ্বারা করাগ্র নিষ্পেষণ, কেহ কেহ ক্রোধভরে ওষ্ঠ দংশন, কেহ কেহ আয়ুধ নিক্ষেপ ও কেহ কেহ বা ভুজমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তখন অনেক অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন বীরপুরুষ দ্রোণের প্রতি ধাব-মান হইলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ দ্রোণ বাণে নিতান্ত নিপীড়িত ও বেদনায় একান্ত অভিভূত হইয়া দ্রুপদরাজকে আশ্রয় করিল। তখন মহারাজ দ্রুপদ ও বিরাট সেই

সমরচারী দুর্জ্জয় দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে দ্রুপদের তিন পৌত্র ও চেদিগণ দ্রোণের অভিমুখে আগমন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ তিন নিশিত শরে সেই দ্রুপদ পৌত্র ত্রয়ের প্রাণ সংহার করিলে তাঁহারা ভূতলে নিপতিত হইলেন। তৎপরে মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে চেদি, কৈকয়, সৃঞ্জয় ও মৎস্যগণকে পরাজিত করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাটরাজ তদ্দর্শনে ক্রোধভরে দ্রোণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় মর্দ্দন দ্রোণ অনায়াসে তাঁহাদের বাণবর্ষণ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাট ভূপতি দ্রোণশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধভরে তাঁহারে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদের কার্ম্মুক দ্বয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বিরাট তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধ পরবশ হইয়া দ্রোণের বধ সাধনার্থ দশ তোমর ও দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। রণবিশারদ দ্রুপদও ক্রোধভরে দ্রোণের রথাভিমুখে এক সুবর্ণ খচিত ভুজগেন্দ্রোপম ভীষণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ সুতীক্ষ্ণ ভল্ল প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই বিরাট নিক্ষিপ্ত দশতোমর ও নিশিত সায়ক দ্বারা দ্রুপদের সেই শক্তি ছেদন করিয়া সুশাণিত ভল্ল দ্বয় দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

মনস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের অস্ত্রবলে বিরাট, দ্রুপদ ও বিরাটের তিন পৌত্র এবং কৈকেয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া ক্রোধ ও দুঃখভরে মহারথগণের মধ্যে শপথ করিয়া কহিলেন যে, অদ্য দ্রোণ যদি আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বা আমারে পরাভব করেন, তাহা হইলে যেন আমার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট এবং আমি ব্রহ্মতেজও ক্ষত্রিয় তেজহইতে পরিভ্রষ্ট হই। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপ শপথ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন এক দিকে পাঞ্চালগণ ও অন্য দিকে অর্জ্জুন অবস্থান পূর্ব্বক দ্রোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এবং দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ তদ্দর্শনে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে দ্রোণাচার্য্য সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের প্রযত্নে সুরক্ষিত হইলে পাঞ্চালগণ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। তখন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে ক্ষত্রিয় সত্তম! কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়াভিমানী ও দ্রুপদের কুলে উৎপন্ন হইয়া সম্মুখস্থ শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া থাকে! কোন্ পুরুষ পিতৃবধ ও পুত্রবধ সহ্য এবং ভূপালগণ সমক্ষে শপথ করিয়া শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে! ঐ দেখ, মহাবীর দ্রোণ স্বীয় তেজ প্রভাবে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতেছেন। উনি কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সমগ্র পাণ্ডব সৈন্য বিনষ্ট করিবেন। অতএব আমি সংগ্রামার্থ দ্রোণ সন্নিধানে চলিলাম। তোমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ কর।

মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া ক্রোধভরে দ্রোণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া আকর্ণ পূর্ণ শরনিকর দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নও সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! সেই সূর্য্যোদয় কালে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল

আমরা কদাচ তদ্রূপ যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। ঐ সময় সৈন্য সকল অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রথ সমূহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। প্রাণিগণ নিহত ও ইতস্তত বিশীর্ণ হইল। কোন কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্যত্র গমন করত বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। যাহারা সমর পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিতেছিল, অরাতিগণ কেহ কেহ তাহাদের পৃষ্ঠভাগে ও কেহ কেহ বা পার্শ্ব-দেশে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে অতি নিদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ক্ষণকাল মধ্যে ভগবান্ মরীচিমালী সমুদিত হইলেন।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বর্ম্মধারী বীরগণ সমরাঙ্গনেই নবোদিত দিবাকরের উপাসনা করিলেন। অনন্তর তপ্তকাঞ্চন ভাস্বর ভাস্কর সমুদিত হওয়াতে সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হইলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে যে সৈন্যগণ যাহাদিগের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়াছিল, এ ক্ষণে তাহারা সকলেই পুনরায় সেই সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অশ্বারোহিগণ রথীদিগের সহিত, গজারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত, পদাতিগণ হস্ত্যারোহীদিগের সহিত, অশ্বগণ অশ্বগণের সহিত, পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত, রথিগণ রথীদিগের সহিত এবং মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। হে মহারাজ! যোধগণ রজনীযোগে বহু যত্নসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আতপতাপে উত্তপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া অচেতন প্রায় হইলেন। শঙ্খনাদ, ভেরী নিস্বন, মৃদঙ্গধ্বনি, বৃংহিত শব্দ, ধনুষ্টঙ্কার, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার, নিপতিত অস্ত্র সমুদায়ের নিঃস্বন, অশ্বের হেষারব ও রথ সমুদায়ের ঘর্ঘর নির্ঘোষে মহা তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। ঐ সময় বিবিধ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত কলেবর রণনিপতিত বিচেষ্টমান হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। তখন সৈন্যগণ শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মপক্ষীয়গণকেও বিনাশ করিতে লাগিল। বীরগণ নিক্ষিপ্ত করবারি সকল নির্জ্যমান বসন রাশির ন্যায় নিরীক্ষিত ও সেই খড়্গ সমুদায়ের শব্দ নির্জ্যমান বসন শব্দের ন্যায় শ্রুত হইল। অনন্তর বীরগণ খড়্গ, তোমর ও পরশু নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত করিলে সমরস্থলে গজ, অশ্ব ও নরদেহ সম্ভূত শোণিত দ্বারা এক অতি ভীষণ নদী প্রবাহিত হইল। শস্ত্র সমুদায় উহার মৎস্য, মাংস কর্দ্দম, পতাকা ও বস্ত্র সমুদায় ফেন এবং সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ উহার শব্দ স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। অশ্ব ও গজ সমুদায় রজনীতে শর ও শক্তি দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিল, সুতরাং এ ক্ষণে স্তব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। শুষ্কবদন বীরগণ চারুকুণ্ডল মণ্ডিত মস্তক ও বিবিধ যুদ্ধোপকরণ দ্বারা অসাধারণ শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় ক্রব্যাদগণ এবং মৃত ও অর্দ্ধমৃত সৈন্য সমুদায় দ্বারা রথ সঞ্চালনের পথ রোধ হইল। বারণ সদৃশ বলবান সৎকুলসম্ভূত বাজিগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিল, সুতরাং রথচক্র নিমগ্ন হইলে কম্পিত কলেবরে বল পূর্ব্বক অতি কষ্টে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন আর সকলেই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিল। ঐ বীর দ্বয়ই তৎকালে স্ব স্ব পক্ষের আশ্রয় ও ভয়ত্রাতা হই-

য়াছিলেন। উহাঁদের প্রভাবে উভয় পক্ষীয় অনেক বীর শমন সদনে গমন করিলেন। কৌরব সৈন্য সমুদায় নিতান্ত ভীত হইল। পাঞ্চাল সৈন্যেরা কোন্ স্থানে রহিয়াছে, তাহা কিছু মাত্র স্থির হইল না। সেই ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন, শ্মশান ভূমি সদৃশ সমরাঙ্গনে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয়কালে ধূলিপটল সমুত্থিত হইলে কি কর্ণ কি দ্রোণ কি অর্জ্জুন কি যুধিষ্ঠির কি ভীমসেন কি নকুল কি সহদেব কি ধৃষ্টদ্যুম্ন কি সাত্যকি কি দুঃশাসন কি অশ্বত্থামা কি দুর্য্যোধন কি শকুনি কি কৃপ কি মদ্ররাজ কি কৃতবর্ম্মা কি অন্যান্য যোধগণ কাহাকেও লক্ষিত হইল না। তৎকালে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল দৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আত্মদেহ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলেই ধূলিপটলে সংবৃত হইল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন পুনরায় নিশা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সময়ে কে কৌরব কে পাঞ্চাল কে পাণ্ডব কিছুই অবধারিত হইল না। ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ মণ্ডল এবং সম ও বিষম প্রদেশ এককালে অদৃশ্য হইল। বিজয় প্রার্থী নরগণ কি স্বকীয় কি পরকীয় যাহারে প্রাপ্ত হইল তাহারেই নিপাতিত করিতে লাগিল। ক্রমে প্রবল বায়ুবেগ ও শোণিত নিষেক দ্বারা রজোরাশি প্রশমিত হইল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী ও পদাতিগণ রুধিরোক্ষিত হইয়া পারিজাত বনাবলির ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন নকুল ও সহদেবের সহিত এবং কর্ণ বৃকোদরের সহিত ও অর্জ্জুন ভারদ্বাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদায় যোধগণ তাঁহাদের সেই আশ্চর্য্য সংগ্রাম অবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধ করত পরস্পরের পরাজয় বাসনায় পরস্পরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহারা সূর্য্য সঙ্কাশ রথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহাদিগকে শারদ জীমূতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন কোপপূর্ণ মহা ধনুর্দ্ধর অন্যান্য যোধগণও পরম যত্ন সহকারে স্পর্দ্ধা করত মত্ত মাতঙ্গ সমুদায়ের ন্যায় পরস্পরের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যে, কেহ কাহার দেহভেদ করিতেছেন না, মহারথগণ স্বয়ং নিহত ও নিপতিত হইতেছেন। ঐ সময় যোধগণের ছিন্ন চরণ, বাহু, কুণ্ডল মণ্ডিত মস্তক, কার্ম্মুক, বিশিখ, প্রাস, খড়্গ, পরশু, পট্টিশ, নালীক, ক্ষুর, নারাচ, নখর, শক্তি, তোমর, অন্যান্য বিবিধাকার নিশিত অস্ত্রজাল, বিচিত্র বর্ম্ম, নিহত অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ, যোধ শূন্য ধ্বজবিহীন নগরাকার রথ সমুদায়, আরোহি বিহীন শঙ্কিত চিত্ত বায়ুবেগে ধাবমান অশ্বগণ, অলঙ্কৃত নিহত বীরগণ এবং রাশি রাশি ব্যজন, ধ্বজ, ছত্র, আভরণ, বস্ত্র, সুগন্ধি মাল্য, হার, কিরীট, মুকুট, উষ্ণীষ, কিঙ্কিনী জাল, বক্ষঃস্থলার্পিত মণি, নিষ্ক ও চূড়ামণি দ্বারা সংগ্রামস্থল নক্ষত্রকুল বিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর অমর্ষিত নকুলের সহিত ক্রোধোন্মত্ত দুর্য্যোধনের ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মাদ্রীপুত্র দুর্য্যোধনকে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করত হৃষ্টচিত্তে তাঁহারে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিলেন। ঐ সময় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধন নকুলের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়াই তাঁহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র যুদ্ধ মার্গাভিজ্ঞ তেজস্বী নকুল দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রতিচিকীর্ষু দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধন ও তদ্দর্শনে ক্রোধভরে নকুলকে নিবারণ করিয়া

শরজালে পীড়িত ও সমরে পরাঙ্মুখ করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে তাঁহারে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর নকুল আপনার কুপরামর্শ জনিত বহু দুঃখ স্মরণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একোন নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর দুঃশাসন রোষাবিষ্ট হইয়া রথবেগে ভূমণ্ডল বিকম্পিত করত সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সহদেব তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির শিরস্ত্রাণ সমলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি এত শীঘ্র উহার শিরশ্ছেদন করিলেন যে, দুঃশাসন ও অন্যান্য সৈনিক পুরুষেরা উহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। তখন দুঃশাসনের অশ্বগণ যন্ত্রী বিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্তত গমন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তদ্দর্শনে সারথি নিহত হইয়াছে অবগত হইয়া নির্ভয়ে স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কি বিপক্ষ কি স্বপক্ষ সকলেই তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। মহাবীর সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধভরে দুঃশাসনের অশ্বগণের উপর সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বগণ মাদ্রীতনয়ের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন দুঃশাসন একবার অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও শরাসন পরিত্যাগ এবং একবার কার্ম্মুক গ্রহণ ও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সহদেব এই সুযোগে তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ দুঃশাসনের সাহায্যার্থ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে পরম যত্ন সহকারে আকর্ণ পূর্ণ তিন ভল্লে কর্ণের বাহু ও বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। তখন সূতপুত্র দণ্ড ঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে কর্ণ ও ভীমসেনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা নেত্র বিঘূর্ণন পূর্ব্বক বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় ঘোর নিনাদ পরিত্যাগ করত ক্রোধভরে মহাবেগে পরস্পরকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ দুই মহাবীর পরস্পর অতিশয় সন্নিকৃষ্ট ছিলেন, সুতরাং শর প্রয়োগ বিষয়ে নিতান্ত অসুবিধা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম গদাঘাতে কর্ণের রথকূবর চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তখন মহারথ কর্ণ ভীমের রথাভিমুখে গদা নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার গদা চূর্ণ করিলেন। অনন্তর ভীমসেন পুনরায় কর্ণের প্রতি এক গুর্ব্বী গদা নিক্ষেপ করিলে মহাবীর কর্ণ মহাবেগ সম্পন্ন সুপুঙ্খ বহুসংখ্য সায়ক দ্বারা উহা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদা কর্ণের শর প্রভাবে মন্ত্রাভিহত ভুজঙ্গীর ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভীমসেনের বিপুল ধ্বজ নিপাতিত ও সারথিরে বিমোহিত করিল। পরে বিপুল বিক্রম ভীমসেন ক্রোধ মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণের প্রতি আট বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অম্লানমুখে তাঁহার শরাসন তূণীর ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণও সত্বরে অন্য এক সুবর্ণপৃষ্ঠ দুরাসদ শরাসন ধারণ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা বৃকোদরের অশ্ব সমুদায় ও পার্ষ্ণি সারথি দ্বয়কে সংহার করিলেন। তখন অরাতিনিসূদন ভীমসেন

স্বীয় রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহ যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করে, তদ্রূপ নকুলের রথে সমারূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য অর্জ্জুন উভয়ে লঘুসন্ধান ও রথের বিচিত্র গতি দ্বারা মানবগণের নয়ন ও মন বিমোহিত করত বিচিত্র যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ সেই গুরু শিষ্যের অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকনে সমরে নিবৃত্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তখন সেই বীর দ্বয় রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে দক্ষিণপার্শ্বস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগের অসামান্য পরাক্রম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল। হে মহারাজ! গগনমার্গে আমিষলোলুপ শ্যেন দ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেই রূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত যে যে কৌশল করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কৌশল প্রভাবে তৎসমুদায় নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে অস্ত্রকোবিদ আচার্য্য অর্জ্জুনকে কৌশল ক্রমে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে ঐন্দ্র, পাশুপত, তাষ্ট্র, বায়ব্য ও বারুণ অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও ঐ সমুদায় অস্ত্র দ্রোণের শরাসন বিমুক্ত হইবামাত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন অস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের অস্ত্রজাল ছেদন করিলে মহাবীর দ্রোণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও অনায়াসে তৎসমুদায় নিরাকৃত করিলেন। ফলত দ্রোণাচার্য্য জিগীষু হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি যে যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন শর প্রভাবে তৎসমুদায়ই ব্যর্থ হইয়া গেল। এই রূপে পার্থ শরে দিব্যাস্ত্র সমুদায়ও ধ্বংস হইলে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মনে মনে অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহার শিষ্য এই নিমিত্ত তিনি আপনারে ভূমণ্ডলস্থ সমুদায় অস্ত্রবেত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন। তিনি ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আনন্দ ও গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক পরম প্রীতি সহকারে তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল সহস্র সহস্র দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধ, অপ্সরা, যক্ষ ও রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, উহা পুনরায় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও দ্রোণের স্তুতি সংযুক্ত দৈববাণী বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। পরিত্যক্ত শরজাল প্রভাবে দশ দিক্ আলোকময় হইলে সিদ্ধ ও মুনিগণ সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ইহা মানুষ, আসুর, রাক্ষস, দৈব বা গান্ধর্ব্ব যুদ্ধ নহে; ইহা ব্রাহ্ম যুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। কখন দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবকে, কখন পাণ্ডবও দ্রোণকে অতিক্রম করিতেছেন; ইঁহাদের দুই জনের মধ্যে কাহারও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এরূপ বিচিত্র যুদ্ধ আর কখন আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। যদি সাক্ষাৎ রুদ্র আপনার দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আপনি আপনার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেই এই যুদ্ধের উপমাস্থল হইতে পারে; নচেৎ ইহার উপমা নাই। দ্রোণাচার্য্য জ্ঞান ও শৌর্য্যে অদ্বিতীয়; অর্জ্জুনও উপায় ও বলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিপক্ষগণ ইহাঁদিগকে কদাচ সংগ্রামে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে দেবগণের সহিত সমুদায় জগৎ বিনষ্ট করিতে পারেন। হে মহারাজ! অন্তর্হিত ও প্রকাশিত প্রাণিগণ এই রূপে সেই বীর দ্বয়ের বিক্রম দর্শনে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহামতি দ্রোণাচার্য্য সমরে মহাবীর অর্জ্জুন ও অন্তর্হিত প্রাণিগণকে সন্তপ্ত করত ব্রাহ্ম অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। তখন পর্ব্বত পাদপ সম্বলিত সমুদায় ভূমণ্ডল বিচলিত, বিষম সমীরণ প্রবাহিত, সাগর সকল সংক্ষুব্ধ এবং উভয় পক্ষীয় সেনা ও অন্যান্য জীবগণ নিতান্ত ভীত হইতে লাগিল; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া সমুদায়কে প্রশান্ত করিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় কেহ কাহারে পরাভব করিতে সমর্থ না হইলে পরিশেষে সঙ্কুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। তখন আর কোন বিষয়ই অবগত হইতে পারিলাম না। আকাশমণ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে খেচরগণের গতিরোধ হইল।

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে ঐ সময়ে অসংখ্য নর, অশ্ব ও গজ নিহত হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর দুঃশাসন ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সুবর্ণ রথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অশ্বগণের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষণকাল মধ্যে দুঃশাসনের কি রথ কি ধ্বজ কি সারথি সকলই অদৃশ্য হইল। মহাবীর দুঃশাসন মহাত্মা পাঞ্চালনন্দনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনকে পরাঙ্মুখ করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদর তদ্দর্শনে পাঞ্চাল তনয়ের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পুরুষ প্রধান নকুল ও সহদেব সেই প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহারে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার অনুগমন করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদর এই চারিজন বীরের সহিত পাণ্ডব পক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেব এই তিন মহাবীরের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ বিশুদ্ধাত্মা, বিশুদ্ধ চরিত্র, বিশুদ্ধ বংশ সম্ভূত, অমর্ষপরায়ণ বীরগণ স্বর্গলাভার্থে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে কর্ণী, নালীক এবং বিষলিপ্ত, শৃঙ্গঘটিত, বহুশল্য, তপ্ত, গজাস্থি বা গবাস্থিযুক্ত, জীর্ণ ও কুটিলগতি শর সকল ব্যবহৃত হয় নাই। সকলেই ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও কীর্ত্তি বাসনা করত অতি সরল বিশুদ্ধ অস্ত্র সকল ধারণ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে তিন জন পাণ্ডবের সহিত কৌরব পক্ষীয় চারি জনের দোষ বিহীন তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেবকে সেই কৌরব পক্ষচারী বীরকে নিবারণ করিতে দেখিয়া স্বয়ং দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় বীর চতুষ্টয় মাদ্রীতনয় দ্বয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাদ্রীনন্দন দ্বয়ের প্রত্যেকের সহিত কৌরব পক্ষীয় দুই দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহাবীর দ্রুপদতনয় নির্ভয়ে দ্রোণের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চাল নন্দনকে দ্রোণের সহিত ও মাদ্রীপুত্র দ্বয়কে আপনাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্ম্মভেদী শরবর্ষণ করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের অভিমুখে আগমন করিলেন। এই

ৰূপে নরশার্দ্দূল মহাবীর দুর্য্যোধন ও সাত্যকি পরস্পর মিলিত হইয়া বাল্য বৃত্তান্ত স্মরণ ও ঈক্ষণাবেক্ষণ করত বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রিয়সখা সাত্যকিরে সম্বোধন পূর্ব্বক আপনার চরিত্রের নিন্দা করিয়া কহিলেন, হে সখে! ক্ষত্রিয়গণের ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরাক্রম ও আচারে ধিক্! আমরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছি। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলে; আমিও তোমার তদ্রূপ ছিলাম; এ ক্ষণে আমাদিগের সে সকল বাল্যবৃত্তান্ত আমার স্মরণ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সে সকলেই একবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ক্রোধ ও লোভ প্রভাবে অদ্য আমারে তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

হে মহারাজ! তখন অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ বিশিখ সমুদ্যত করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজপুত্র! আমরা যে স্থলে সমাগত হইয়া ক্রীড়া করিতাম এ সে সভা বা আচার্য্য নিকেতন নহে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে শিনিপুঙ্গব! কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমাদিগের সেই বাল্য ক্রীড়া অন্তর্হিত হইয়া এ ক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা ধনতৃষ্ণা নিবন্ধন সকলে সমাগত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম যে, ইহাঁরা আচার্য্যের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! যদি আমি তোমার প্রিয় পাত্র হই, তবে আর কেন বিলম্ব করিতেছ, শীঘ্র আমারে বিনাশ কর; তাহা হইলে আমি তোমার কৃপায় স্বর্গ লোকে গমন করিতে সমর্থ হইব। অতএব তোমার যতদূর পরাক্রম থাকে, তাহা প্রদর্শন কর; আর আমি আত্মীয়গণের ব্যসন নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ করি না। মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া নির্ভীক চিত্তে নিরপেক্ষ হইয়া অগ্রসর হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সাত্যকিরে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সিংহ ও মাতঙ্গের যেরূপ যুদ্ধ হয়, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দুর্য্যোধন আকর্ণ আকৃষ্ট শরনিকরে যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলে সাত্যকিও সত্বরে তাঁহারে প্রথমত পঞ্চাশত, তৎপরে বিংশতি ও দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র হাসিতে হাসিতে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকির উপর ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর যাদবপুঙ্গব অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সংহারার্থ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে কুরুরাজ তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর দুর্য্যোধন মহাবেগে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ যুযুধানের শরনিকরে গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সত্বরে অন্য রথে পলায়ন করিলেন এবং সত্বরেই পরিশ্রমাপনোদন পূর্ব্বক সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার রথের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকিও কুরুরাজের রথোপরি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সায়ক সমুদায় সমন্তাৎ বিনিক্ষিপ্ত হওয়াতে সংগ্রাম ক্ষেত্রে কক্ষদহন

প্রবৃত্ত হুতাশনের শব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ বীর দ্বয়ের শরনিকরে বসুধাতল সমাচ্ছন্ন ও আকাশমার্গ দুর্গম হইয়া উঠিল।

তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিরে দুর্য্যোধন অপেক্ষা সমধিক বলশালী অবলোকন করিয়া কুরুরাজের হিতার্থ মহারথ যুযুধানকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। ভীম পরাক্রম ভীমসেন উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বরে কর্ণের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অবলীলাক্রমে ভীমসেনের শর সমুদায় নিবারণ পূর্ব্বক শরনিকরে তাঁহার শর ও শরাসন ছেদন এবং সারথিরে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সূতপুত্রের শরাসন, রথের এক খান চক্র এবং ধ্বজ ও সারথিরে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই একচক্র রথে অবস্থিত হইয়াও হিমালয়ের ন্যায় অবিচলিত রহিলেন। সাত অশ্ব যেরূপ সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণের অশ্বগণ তাঁহার সেই রুচির একচক্র রথ বহন করিতে লাগিল। তখন তিনি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া বিবিধ শর ও শস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃকোদরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সঙ্কুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারথ পাঞ্চাল ও মৎস্যগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! যাঁহারা আমাদিগের প্রাণ ও মস্তক স্বরূপ; যে যোধগণ সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত, সেই সকল পুরুষ প্রধান বীরগণ দুর্য্যোধনাদির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এ ক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত বিচেতনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছ; যে স্থানে সোমকগণ যুদ্ধ করিতেছেন, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে জয়লাভই হউক বা প্রাণনাশ হউক, উভয়পক্ষেই সদ্গতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। দেখ, জয়লাভ করিলে ভূরি দক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং নিহত হইলে দেবস্বরূপ হইয়া শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবে। হে মহারাজ! মহারথ বীরপুরুষেরা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক দ্রুতপদে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ এক দিক্ হইতে শরনিকরে দ্রোণকে আহত করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ অন্য দিক্ হইতে তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় তিন মহারথ ভীমসেন, নকুল ও সহদেব উচ্চস্বরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি শীঘ্র ধাবমান হইয়া দ্রোণরক্ষণে নিযুক্ত কৌরবগণকে নিপাতিত কর। আচার্য্য সহায় বিহীন হইলে পাঞ্চালগণ উহাঁরে অনায়াসে বিনষ্ট করিবেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে সহসা কৌরবগণের সম্মুখীন হইলেন। দ্রোণাচার্য্যও সেই পঞ্চম দিবসে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

এক নবত্যধিক শততম অধ্যায়

হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া যেমন সংগ্রামে দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালগণের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ দ্রোণের অস্ত্রে নিপীড়িত হইয়া ভীত হইলেন না। মহারথ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন এবং পরিশেষে দ্রোণের শর ও শক্তি দ্বারা

সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। এই রূপে পাঞ্চালগণ দ্রোণ শরে নিপীড়িত ও আচার্য্যের অস্ত্র সমুদায় ভীষণ রূপে চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ হইলে পাণ্ডবেরা অশ্ব ও যোধবর্গের নিধন দর্শনে ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া জয়াশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, বসন্ত সময়ে সমিদ্ধ হুতাশন যেমন বন দগ্ধ করে, তদ্রূপ পরমাস্ত্রবিৎ দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। সংগ্রামে উহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে কেহই সমর্থ নহেন। ধর্ম্মপরায়ণ অর্জ্জুন কখনই উহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডব হিতৈষী ধীমান বাসুদেব কুন্তীপুত্রদিগকে দ্রোণ শরে পীড়িত ও নিতান্ত ভীত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে শরাসন ধারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহারে নিহত করিতে সমর্থ নহেন; কিন্তু উনি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও উহাঁরে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌশল করিয়া উহাঁরে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর; নচেৎ আচার্য্য তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে; অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বলুন যে, অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন। হে মহারাজ! কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না; অন্যান্য যোধগণ সম্মত হইলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে উহা অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন গদাঘাতে আত্মপক্ষ অবন্তি দেশীয় ইন্দ্রবর্ম্মার অরাতি ঘাতন অশ্বত্থামা নামক মহাগজকে নিপাতিত করিয়া সলজ্জভাবে দ্রোণসমীপে আগমন পূর্ব্বক অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই রূপে বৃকোদর অশ্বত্থামা নামক গজ নিপাতিত করিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনের সেই দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমত নিতান্ত বিষণ্নমনা হইলেন। পরিশেষে স্বীয় পুত্রকে অমিত পরাক্রমশালী ও অরাতিকুলের অসহ্য মনে করিয়া আশ্বাস যুক্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আপনার মৃত্যুস্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশ বাসনায় তাঁহার অভিমুখে গমন করত তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ কঙ্কপত্র ভূষিত সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথ সেই রণচারী দ্রোণাচার্য্যের উপর চতুর্দ্দিক্ হইতে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য তাহাদের শরনিকরে পরিবৃত হইয়া বর্ষাকালীন জলধর সমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর তিনি অবিলম্বে পাঞ্চালগণের শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিনাশার্থ ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া বিধূম প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় রোষাবিষ্ট হইয়া সোমকদিগকে বিনাশ এবং পাঞ্চালগণের মস্তক ও পরিঘাকার কনক ভূষিত বাহু সমুদায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। নরপতিগণ ভারদ্বাজ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া বায়ুভগ্ন বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। নিপতিত হস্তী ও অশ্বগণের মাংস ও শোণিতে গাঢ় কর্দ্দম সমুৎপন্ন হওয়াতে সমরভূমি অগম্য হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য এই রূপে পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথের প্রাণ নাশ করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়

রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ভল্লে বসুদানের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক পঞ্চাশত মৎস্য, ষট্‌সহস্র সৃঞ্জয়, অযুত হস্তী ও অশ্বের প্রাণ বিনাশ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভারদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, পৃশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচিপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সাগ্নিক ঋষিগণ আচার্য্যকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহারে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছ; অতএব এ ক্ষণে তোমার বিনাশ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি বেদ বেদাঙ্গ বেত্তা ও সত্যধর্ম্ম পরায়ণ, বিশেষত ব্রাহ্মণ; অতএব এরূপ কার্য্য করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; তুমি অবিমুগ্ধ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাশ্বত পথে অবস্থান কর। অদ্য তোমার মর্ত্ত্যলোক নিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব আয়ুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ইতিপূর্ব্বে ভীমসেনের সম্মুখে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, এ ক্ষণে ঋষিদিগের এই বাক্য শ্রবণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া অধিকতর বিমনায়মান হইলেন। তখন তিনি একান্ত ব্যথিত হৃদয়ে যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে বাল্যকালাবধি সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন। তাঁহার নিশ্চয় জ্ঞান ছিল যে, যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ হইলেও কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না। তন্নিমিত্তই তিনি অন্য কাহারে জিজ্ঞাসা না করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর হৃষীকেশ দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিলে পৃথিবী পাণ্ডব শূন্য করিবেন, স্থির করিয়া দুঃখিতচিত্তে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে রাজন্! যদি দ্রোণাচার্য্য রোষপরবশ হইয়া আর অর্দ্ধ দিন যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে। আপনি মিথ্যা কথা কহিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। এরূপ স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতেছে। প্রাণ রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয় না। কামিনীদিগের নিকট, বিবাহ স্থলে এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলেও পাতক নাই।

হে কুরুরাজ! ঐ সময়ে ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি দ্রোণাচার্য্যের বধোপায় শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট অবন্তিনাথ ইন্দ্রবর্ম্মার ঐরাবত সদৃশ অশ্বত্থামা নামক হস্তী সংহার পূর্ব্বক আচার্য্যকে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! অশ্বত্থামা বিনষ্ট হইয়াছে, আর কেন আপনি যুদ্ধ করিতেছেন? হে মহারাজ! ভারদ্বাজ তৎকালে আমার সেই বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ ক্ষণে আপনি বিজয়াভিলাষী গোবিন্দের বাক্যানুসারে আচার্য্যকে অশ্বত্থামার বিনাশ বার্ত্তা প্রদান করুন, তাহা হইলে তিনি কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। আপনি সত্যপরায়ণ বলিয়া ত্রিলোক মধ্যে

বিখ্যাত আছেন। আচার্য্য আপনার বাক্যে অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন।

হে কুরুরাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা বশত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে উদ্যত হইলেন। তিনি জয়াভিলাষ ও মিথ্যা কথন ভয়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া দ্রোণ সমক্ষে অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন, এই কথা স্পষ্টাভিধানে বলিয়া অব্যক্ত রূপে কুঞ্জর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। হে মহারাজ! ইহার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুল ঊর্দ্ধে অবস্থান করিত; কিন্তু তৎকালে তিনি এই রূপ মিথ্যা কথা কহিলে তাঁহার বাহনগণ ধরাতল স্পর্শ করিল। তখন মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণে পুত্র শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং ঋষিগণের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া আপনারে মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিকট অপরাধী জ্ঞান ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিচেতন প্রায় হইয়া আর পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে অতিশয় উদ্বিগ্ন ও শোকে বিচেতন প্রায় দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা দ্রুপদরাজ দ্রোণ বিনাশার্থ মহাযজ্ঞে প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে উহাঁরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয় দ্রোণ জিঘাংসু হইয়া সুদৃঢ় মৌর্ব্বী সম্পন্ন, জলদ গভীর নিস্বন, জয়শীল দিব্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে প্রদীপ্ত অনলের ন্যায়, আশীবিষের ন্যায় শর সংযোজন করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন মণ্ডলস্থ শর শরৎকালীন পরিবেষ মধ্যস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সৈনিকগণ সেই প্রজ্বলিত শরাসন ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক আকৃষ্ট দেখিয়া অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় প্রতাপশালী ভারদ্বাজও দ্রুপদপুত্রের শরসন্ধান সন্দর্শন পূর্ব্বক আপনার আসন্নকাল সমাগত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে বিশেষরূপে যত্ন করিলেন; কিন্তু তাঁহার অস্ত্রজাল আর প্রাদুর্ভূত হইল না। ঐ বীর পুরুষ চারি দিন ও একরাত্রি ক্রমাগত বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শর ক্ষয় হয় নাই। এ ক্ষণে ঐ পঞ্চম দিবসের তৃতীয়াংশ অতীত হইলে তাঁহার শরনিকর নিঃশেষিত হইল।

তখন তেজঃপুঞ্জ শরীর দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোক ও দিব্যাস্ত্র সমুদায়ের অপ্রসন্নতা বশত নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বিপ্রগণের বাক্য প্রতিপালনার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার বাসনায় আর পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার প্রদত্ত দিব্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ড সদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদনন্দন তাঁহার শর বর্ষণে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হইলেন। তখন ভারদ্বাজ পুনরায় নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিয়া দ্রুপদতনয়ের শরাসন, ধ্বজ ও শর সমুদায় শতধা ছেদন পূর্ব্বক সারথিরে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দর্শনে সহাস্যমুখে পুনরায় অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিত শর দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ দ্রুপদতনয়ের শরে বিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত হইয়া শিতধার ভল্ল দ্বারা পুনরায় তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার গদা ও খড়্গ ব্যতীত অন্য সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র ও শরাসন ছেদন

করিয়া তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্ম অস্ত্র মন্ত্রপূত করত স্বীয় অশ্বগণের সহিত দ্রোণের অশ্বগণকে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। দ্রোণের বায়ুবেগগামী পারাবত সবর্ণ অশ্ব সকল ধৃষ্টদ্যুম্নের শোণবর্ণ অশ্বের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত গভীর গর্জ্জনশীল জলদ পটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের ঈষাবন্ধ, চক্রবন্ধ ও রথবন্ধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণশরে ছিন্ন কার্ম্মুক, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া সেই ঘোরতর বিপদকালে তাঁহার উপর এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত শরনিকরে সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় গদা নিষ্ফল হইল দেখিয়া দ্রোণকে বধ করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন এবং বিমল খড়্গ ও অতি ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার রথেষা অবলম্বন করিয়া দ্রোণের রথে গমন করত তাঁহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিতে অভিলাষ করিলেন। তৎকালে তিনি কখন যুগ মধ্যে, কখন যুগ সন্নহনে ও কখন বা শোণবর্ণ অশ্ব সমুদায়ের নিতম্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে দ্রোণাচার্য্য কোন ক্রমেই তাঁহারে প্রহার করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। আমিষ লোলুপ গৃধ্রদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথশক্তি দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবত সবর্ণ অশ্বগণকে ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিলেন। এই রূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ নিহত ও নিপতিত হইলে দ্রোণাচার্য্যের শোণবর্ণ অশ্ব সমুদায় রথবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দর্শনে একান্ত অধীর হইয়া খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রথ পরিত্যাগ করিয়া পতগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু সংহার কালে বিষ্ণু যেরূপ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে দ্রোণ সংহারে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নেরও সেই রূপ আকার হইয়া উঠিল। তখন তিনি খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসৃত, সৃত, পরিবৃত্ত, নিবৃত্ত, সম্পাত, সমুদীর্ণ, ভারত, কৌশিক ও সাত্যত প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রোণকে বিনাশ করিবার বাসনায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদায় যোদ্ধা ও সমাগত দেবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই বিচিত্র গতি সন্দর্শনে একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দ্রোণাচার্য্য ঐ সময় সহস্র শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গ ও শত চন্দ্র বিভূষিত চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণাচার্য্য এ ক্ষণে যে সকল বাণ লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎসমুদায় বিতস্তি প্রমাণ। সমীপবর্ত্তী বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিবার সময় ঐ সকল শরের বিশেষ আবশ্যক হয়। ঐরূপ বাণ কেবল দ্রোণ, কৃপ, অর্জ্জুন, কর্ণ, প্রদ্যুম্ন ও যুযুধান ভিন্ন আর কাহারও নাই। অর্জ্জুনতনয় মহাবীর অভিমন্যুরও ঐ রূপ শর সমুদায় ছিল। হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশার্থ এক বেগবান বিতস্তি প্রমাণ সুদৃঢ় শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন শিনিপুঙ্গব সাত্যকি নিশিত দশ শরে সেই শর ছেদন করিয়া মহাত্মা দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচার্য্যের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন।

মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্যবিক্রম সাত্যকিরে দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপের সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক রথমার্গে বিচরণ ও যোধগণের দিব্যাস্ত্র সকল ধ্বংস করিতে দেখিয়া তাঁহারে ভূয়োভূয় সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কেশব! ঐ দেখ, শত্রুনাশন সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণের সমক্ষে শিক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিচরণ করত আমারে ও আমার ভ্রাতৃগণকে আনন্দিত করিতেছে। সমুদায় সিদ্ধ ও সৈনিকগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বৃষ্ণিকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন যুযুধানকে প্রশংসা করিতেছে। হে মহারাজ! অনন্তর উভয় পক্ষীয় যোধগণ সমরে অপরাজিত সাত্যকির অলোক সামান্য কার্য্য দর্শন করিয়া তাঁহারে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ সাত্যকির তাদৃশ কর্ম্ম দর্শনে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণরূপ যত্ন ও পরাক্রম সহকারে তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপ, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণ সমরে সমাগত হইয়া যুযুধানকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব ইঁহারা সাত্যকির সাহায্যার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সেই মহারথগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের ঘোররূপিণী শরবৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের দিব্যাস্ত্র সকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময়ে পশুনিধনে সমুদ্যত পশুপতির ন্যায় কোপাবিষ্ট শত্রুসূদন সাত্যকি সমরে প্রবৃত্ত হইলে রণভূমি অতি দারুণ হইয়া উঠিল। সমরাঙ্গনে রাশি রাশি হস্ত, মস্তক, কার্ম্মুক, ছত্র ও চামর ইতস্তত দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভগ্নচক্র রথ, নিপতিত ভুজদণ্ড, নিহত অশ্বারোহী বীরগণ দ্বারা ধরাতল পরিব্যাপ্ত হইল। সেই দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ঘোর সংগ্রামে যোধগণ শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া ধরাতলে বিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্ন সহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অদ্য সমরক্ষেত্রে দ্রুপদনন্দনের কার্য্য সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপ আজ্ঞা করিলে মহারথ সৃঞ্জয়গণ যুদ্ধবেশ ধারণ পূর্ব্বক দ্রোণজিঘাংসায় ধাবমান হইলেন। মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উল্কা সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশ পূর্ব্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিস্বন ও অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎকালে

মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজঃ হইলেন। তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উন্মনা হইলেন এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি দ্রুপদ সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে শরানলে দগ্ধ করত সংগ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রথমত বিংশতি সহস্র ও তৎপরে দশ অযুত ক্ষত্রিয়ের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণকে নিঃশেষিত করিবার মানসে ব্রাহ্ম অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া সংগ্রাম স্থলে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথহীন ও আয়ুধ বিহীন অবলোকন পূর্ব্বক দ্রুপদ তনয়ের সাহায্যার্থ তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন এবং সত্বরে তাঁহারে আপনার রথে সংস্থাপন পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের সমীপে শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাঞ্চালনন্দন! তুমি ভিন্ন আর কেহই ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। তোমার উপরই আচার্য্যের নিধন ভার সমর্পিত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহাঁর বধার্থ সত্বর হও। মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বভার সহ প্রধান শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সমর দুর্নিবার দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সমর বিশারদ বীর দ্বয় পরস্পরকে নিবারণ পূর্ব্বক দিব্য ব্রাহ্ম অস্ত্র সমূহ মন্ত্রপূত করিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদনন্দন মহাস্ত্র দ্বারা দ্রোণের শরজাল নিরাকৃত ও তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার রক্ষক, বশাতি, শিবি, বাহ্লীক ও কৌরবগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। দিনকর কিরণজাল বিস্তার করত যেরূপ শোভা ধারণ করেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া তদ্রূপ সুশোভিত হইলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য শরনিকরে দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদ করিলেন। দ্রুপদনন্দন আচার্য্য শরে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন।

তখন ক্রোধপরায়ণ ভীমসেন ভারদ্বাজের রথ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যদি স্বকার্য্যে অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য; আপনি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ ম্লেচ্ছ জাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না? যাহা হউক, এ ক্ষণে আপনি যাঁহার নিমিত্ত শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতেছেন এবং যাঁহার অপেক্ষায় জীবিত রহিয়াছেন, অদ্য তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎভাগে সমর শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! যাঁহার বাক্যে আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনারে ইতি পূর্ব্বে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ভীমসেন এই রূপ কহিলে পর দ্রোণাচার্য্য শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার অভিলাষে কহিলেন, হে মহাধনু-

দ্ধর কর্ণ! হে কৃপাচার্য্য! হে দুর্য্যোধন! আমি বারংবার বলিতেছি, তোমরা সমরে যত্নবান হও, তোমাদিগের মঙ্গল লাভ হউক; আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। মহাত্মা দ্রোণ এই বলিয়া অশ্বত্থামার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে রথোপরি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সকল জীবকে অভয় প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সশর শরাসন অবস্থাপন পূর্ব্বক করবারি ধারণ করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই রূপে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। এ দিকে জ্যোতির্ম্ময় মহাতাপ দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগ সহকারে অনাদি পুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত ও নেত্র দ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র, ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করত সাধুজনেরও দুর্ল্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন জগতে দুই দিবাকর বিদ্যমান আছেন। ঐ সময় আকাশমণ্ডল তেজোরাশিতে পরিপূরিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডল মার্ত্তণ্ডময় হইয়াছে। তৎপরে নিমেষ মধ্যেই সেই জ্যোতি তিরোহিত হইয়া গেল। এই রূপে দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দেবগণ হৃষ্টচিত্তে মহান কিলকিলাধ্বনি করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! তৎকালে মানব যোনির মধ্যে কেবল আমি, ধনঞ্জয়, অশ্বত্থামা, বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই পাঁচ জনই সেই অস্ত্রত্যাগী যোগারূঢ় মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে শরবিদ্ধ রুধিরাক্ত কলেবর ঋষিগণের স্বর্গলোকে গমন করিতে অবলোকন করিলাম। আর কেহই তাঁহার সেই মহিমা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময়ে পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন মোহ বশত সেই মৌনাবলম্বী গতায়ু দ্রোণাচার্য্যকে জীবিত জ্ঞান করিয়া অসিদণ্ড দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং মহা আহ্লাদে করবারি বিঘূর্ণিত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সকলেই দ্রুপদতনয়কে ধিক্কার প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার নিমিত্তই সেই আকর্ণপলিত শ্যামাঙ্গ পঞ্চাশীতিবর্ষ বয়স্ক আচার্য্য ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতেন।

হে কুরুরাজ! যে সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের বধার্থ ধাবমান হন, তৎকালে মহাবাহু ধনঞ্জয় তাঁহারে বলিয়াছিলেন, হে দ্রুপদাত্মজ! আচার্য্যকে বিনাশ না করিয়া জীবিতাবস্থায় এই খানে আনয়ন কর। তৎপরে দ্রুপদতনয় দ্রোণ সংহারে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন, অন্যান্য সেনাপতি ও সমস্ত ভূপালগণ আচার্য্যকে বিনাশ করিও না বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নিতান্ত অনুকম্পা পরতন্ত্র হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া রথোপরি ভারদ্বাজকে সংহার পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার কলেবর দ্রোণের শোণিতে লিপ্ত হওয়াতে মার্ত্তণ্ডের ন্যায় লোহিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সৈনিক পুরুষেরা এই রূপে দ্রোণাচার্য্যকে নিহত হইতে দেখিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রুপদপুত্র ভারদ্বাজের সেই প্রকাণ্ড মস্তক

লইয়া কৌরবগণের সমক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। কৌরবগণ দ্রোণাচার্য্যের সেই ছিন্ন মস্তক দর্শনে পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া চারিদিকে ধাবমান হইল। হে রাজন্! আমি সত্যবতীতনয় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহে দ্রোণাচার্য্যকে বিধূম প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় স্বর্গপথে নক্ষত্র লোকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম।

এই রূপে দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে কৌরব, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ নিরুৎসাহ হইয়া মহাবেগে ধাবমান হইলেন। সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে শাণিত শরনিকরে হত ও অনেকে নিহত প্রায় হইল। অনন্তর কৌরবগণ তাৎকালিক পরাজয় ও ভাবী ভয়ের সম্ভাবনা বশত আপনাদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া অধৈর্য্য হইলেন। নরপতিগণ সেই অসংখ্য কবন্ধ সমাকীর্ণ সমরাঙ্গনে আচার্য্যের দেহ বারংবার অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই উহা প্রাপ্ত হইলেন না। এ দিকে পাণ্ডবগণ জয় লাভ ও ভাবী কীর্ত্তিলাভ সম্ভাবনায় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া বাণশব্দ, শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভীম পরাক্রম ভীমসেন সৈন্যমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে দ্রুপদাত্মজ! দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমারে সমরবিজয়ী বলিয়া আলিঙ্গন করিব। মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া মহা আহ্লাদে বাহ্বাস্ফোটন দ্বারা ধরাতল কম্পিত করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পাণ্ডুতনয়েরাও জয়লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে শত্রুক্ষয় জনিত সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

দ্রোণবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

নারায়ণাস্ত্র মোক্ষ পর্ব্বাধ্যায়।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত ও বহুসংখ্য বীর নিপাতিত হইলে কৌরবগণ শস্ত্র নিপীড়িত ও শোকে একান্ত কাতর হইলেন এবং শত্রুগণের অভ্যুদয় দর্শনে দীনবদন ও অশ্রুপূর্ণ লোচন হইয়া বারংবার বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের চেতনা ও উৎসাহ বিনষ্ট হইয়া গেল এবং মোহাবেশ প্রভাবে তেজও প্রতিহত হইল। তখন তাঁহারা হিরণ্যাক্ষ বিনাশ কাতর দৈত্যগণের ন্যায় ধূলিধূসরিত কলেবর হইয়া অশ্রুকণ্ঠে আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশদিক্ নিরীক্ষণ করত আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ক্ষুদ্র মৃগ সমূহের ন্যায় নিতান্ত ভীত সেই কৌরবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আর তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে সমুদ্যত হইলে আপনার পক্ষীয় যোধগণ দিবাকরের করজালে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াই যেন ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর ও নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। কৌরবগণ সূর্য্যের পতনের ন্যায়, সমুদ্র শোষণের ন্যায়, সুমেরু পরিবর্ত্তনের ন্যায় ও দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়ের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি ভয় বিহ্বল রথিগণের সহিত এবং সূতপুত্র কর্ণ পলায়মান সেনাগণের সহিত ভীত হইয়া মহাবেগে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্ররাজ শল্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গ কুল সঙ্কুল বহুল সৈন্য সমভিব্যাহারে ভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য হতভূয়িষ্ঠ হস্তী ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া

বারংবার কি কষ্ট! কি কষ্ট! বলিতে বলিতে রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা বহুসংখ্য বেগগামী অশ্ব এবং হতাবশিষ্ট কলিঙ্গ, অরট্ট, বাহ্লিক ও ভোজ সৈন্যদিগের সহিত, মহাবীর উলূক পদাতিগণের সহিত এবং মহাবল পরাক্রান্ত প্রিয়দর্শন দুঃশাসন গজ সৈন্যের সহিত সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া ধাবমান হইলেন। বৃষসেন অযুত রথ ও তিন সহস্র হস্তী, মহারাজ দুর্য্যোধন অসংখ্য গজ, অশ্ব ও পদাতি এবং সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে লইয়া অনতিবিলম্বে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সকলেই দ্রোণাচার্য্যকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। কৌরবগণ মধ্যে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও মাতুল, কেহ কেহ পুত্র ও বয়স্য, কেহ কেহ সম্বন্ধী এবং কেহ কেহ সৈন্যগণ ও স্বস্ত্রীয়গণকে পলায়নে ত্বরান্বিত করত মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। উহাঁদের কেশকলাপ বিকীর্ণ এবং তেজ ও উৎসাহ এককালে বিনষ্ট হইয়া গেল। উহাঁরা কৌরব সৈন্য নিঃশেষিত হইয়াছে বিবেচনা করত নিতান্ত ভীত হইয়া দুই জনে এক দিকে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। কতকগুলি বীর কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতপদ সঞ্চারে গমন করিতে লাগিল। সৈনিক পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে গমনে নিষেধ করিল; কিন্তু কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যোধগণ সুসজ্জিত রথ সকল পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অশ্বে আরোহণ ও পদ দ্বারা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে সৈন্যগণ ভীতমনে ধাবমান হইলে এক মাত্র দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা স্রোতের প্রতিকূলগামী গ্রাহের ন্যায় শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন প্রভদ্রক, পাঞ্চাল, চেদি ও কেকয়গণ এবং শিখণ্ডী প্রভৃতি বীর বর্গের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি পাণ্ডবগণের বহুবিধ সেনা বিনষ্ট করিয়া অতিকষ্টে সেই শঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইলেন। তৎপরে তিনি সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! এই সমস্ত সৈন্য কি নিমিত্ত ভীতমনে ধাবমান হইতেছে? তুমিই বা কেন ইহাদিগকে নিবারণ করিতেছ না। আর আমিও তোমারে পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি না। এ ক্ষণে বল, কি নিমিত্ত তোমার সৈন্যগণ এই রূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে? কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণ আর যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন না। সৈন্যগণ অন্য কোন সংগ্রামে এই রূপ ধাবমান হয় নাই। এ ক্ষণে তোমার সৈন্যগণের কি কোন অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে?

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে তাঁহার পিতৃ বিনাশ রূপ ঘোরতর অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি রথারূঢ় অশ্বত্থামারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুল লোচনে ভগ্ন নৌকার ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া লজ্জাবনত মুখে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, হে শারদ্বত! সৈন্যগণ যে নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে, তুমিই অগ্রে গুরুপুত্রকে তাহা বিজ্ঞাপিত কর। তখন কৃপাচার্য্য অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বারংবার সাতিশয় দুঃখ অনুভব পূর্ব্বক পরিশেষে অশ্বত্থামার সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের নিধন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে সমুদ্যত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

হে আচার্য্যতনয়! আমরা অদ্বিতীয় রথী মহাবীর দ্রোণকে অগ্রসর করিয়া কেবল পাঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলাম। ঐ সময় কৌরব ও সোমকগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন তোমার পিতা কৌরব পক্ষীয় বহুসংখ্য সৈন্যের নিধন দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম অস্ত্র আবিষ্কৃত করত ভল্লাস্ত্রে বহুসংখ্য সৈন্যের প্রাণ সংহার করিলেন। পাঞ্চাল, কৈকয়, মৎস্য ও পাণ্ডব সৈন্যগণ কালপ্রেরিত হইয়া দ্রোণ সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক বিনষ্ট হইতে লাগিল। সেই পঞ্চাশীতিবর্ষ বয়স্ক আকর্ণ পলিত মহারথ দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে সহস্র মনুষ্য ও দ্বিসহস্র হস্তী বিনাশ করিয়া বৃদ্ধাবস্থাতেও যোড়শ বর্ষীয়ের ন্যায় রণস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে বিপক্ষ সৈন্যগণ একান্ত ক্লিষ্ট ও ভূপালগণ বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালেরা নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ও সমরে পরাঙ্মুখ হইল। তখন অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র বিস্তার পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের মধ্যে মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে একান্ত সন্তপ্ত, হতবীর্য্য ও উৎসাহ শূন্য হইয়া বিচেতন হইয়া রহিল।

বিজয়াভিলাষী বাসুদেব তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজয় লাভ কর। দ্রোণাচার্য্য যেন তোমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে সমর্থ না হন। আমার বোধ হইতেছে, ইনি অশ্বত্থামা বিনষ্ট হইয়াছেন, জানিতে পারিলে আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে, এই কথা আচার্য্যের কর্ণগোচর করুক। হে দ্রোণনন্দন! মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর কোন ক্রমেই তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। অন্যান্য ব্যক্তিগণ উহাতে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে কৃষ্ণের বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর ভীমসেন লজ্জাবনত বদনে দ্রোণ সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে তোমার মিথ্যানিধন বৃত্তান্ত কহিল; কিন্তু তোমার পিতা তাহার বাক্য মিথ্যা জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উহা সত্য কি মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিজয়বাসনা ও মিথ্যাভয়ে যুগপৎ অভিভূত হইলেন। তিনি পরিশেষে মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার এক অচল সদৃশ কলেবর অশ্বত্থামা নামে করিবরকে ভীম শরে নিহত দেখিয়া দ্রোণ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি যাঁহার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিতেছেন, এবং যাঁহার মুখাবলোকন পূর্ব্বক জীবিত রহিয়াছেন, আপনার সেই প্রিয়তম পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইয়া অরণ্যশায়ী সিংহ শিশুর ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। হে আচার্য্যকুমার! ধর্ম্মরাজ মিথ্যা বাক্যের দোষ সম্যক্ অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি মুক্তকণ্ঠে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে বলিয়া অস্পষ্টাক্ষরে কুঞ্জর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন তোমার পিতা তোমারে সংগ্রামে নিহত অবধারণ করিয়া শোক সন্তপ্ত মনে দিব্যাস্ত্র সমুদায় উপসংহার করত আর পূর্ব্ববৎ সংগ্রাম করিলেন না। ঐ সময় নিতান্ত ক্রূরকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে একান্ত উদ্বিগ্ন ও শোক সন্তাপে অভিভূত দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লোকতত্ত্ব বিশারদ মহাবীর দ্রোণ তাঁহারে আপনার মৃত্যুস্বরূপ অবলোকন করিয়া দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন বামহস্তে তাঁহার কেশ গ্রহণ করিয়া শিরশ্ছেদনে সমুদ্যত

হইল। তদ্দর্শনে সকলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে সংহার করিও না সংহার করিও না বলিয়া দ্রুপদতনয়কে নিবারণ করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুনও সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাহু দ্বয় উদ্যত করত হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি আচার্য্যকে বধ করিও না, উঁহারে জীবিতাবস্থায় আনয়ন কর, বারংবার এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবগণ ও অর্জ্জুনের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তোমার পিতার শিরশ্ছেদন করিল। হে বৎস! এই নিমিত্তই সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ধাবমান হইতেছে এবং আমরাও এককালে উৎসাহ শূন্য হইয়াছি।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অশ্বত্থামা পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পাদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় ও ইন্ধন সংযুক্ত বহ্নির ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং করে করনিষ্পেষণ, দশনে দশন পীড়ন করত আরক্ত লোচন হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে মহাবীর অশ্বত্থামার নিকট মানব, বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, নারায়ণ ও ব্রাহ্মঅস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় অস্ত্র নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি সেই মহাবীর দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অধর্ম্মযুদ্ধে বৃদ্ধ পিতারে নিহত করিতে শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পুত্রের সদ্গুণাভিলাষে তাঁহারে দিব্যাস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন। ফলত এই ভূমণ্ডলে মানবগণ পুত্র ভিন্ন আর কাহারেও আপনার অপেক্ষা গুণ সম্পন্ন করিতে কামনা করে না। মনস্বী আচার্য্যগণেরও এই রূপ স্বভাব যে, তাঁহারা পুত্র বা অনুগত শিষ্যকে আপনাদের রহস্য সকল প্রদান করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র দ্রোণের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট বিশেষ রূপে সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছেন। ঐ মহাবীর যুদ্ধে দ্রোণের দ্বিতীয় এবং তিনি অস্ত্রে পরশুরাম, যুদ্ধে পুরন্দর, বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ধৈর্য্যে ভূধর, তেজে অগ্নি, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র ও ক্রোধে সর্পবিষ সদৃশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই মহাবীর সমরে অপরিশ্রান্ত, ধনুর্ব্বেদ বিশারদ ও এক জন অদ্বিতীয় মহারথ; তিনি ভীষণ সমরাঙ্গনে অব্যথিত চিত্তে বেগগামী অনিল ও ক্রোধাবিষ্ট অন্তকের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সেই ধনুর্দ্ধর শর নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলে বসুন্ধরা ব্যথিত হইয়া উঠেন। তিনি স্বয়ং বেদস্নাত, ব্রতস্নাত, ধনুর্ব্বেদ বিশারদ ও দাশরথির ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতি। এ ক্ষণে সেই সত্য পরাক্রম মহাবীর অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন অধর্ম্ম যুদ্ধে পিতারে বিনাশ করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? হে সঞ্জয়! ধৃষ্টদ্যুম্ন যেমন দ্রোণের মৃত্যু স্বরূপ, অশ্বত্থামাও সেই রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের অন্তক স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছেন।

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পুরুষ প্রধান অশ্বত্থামা, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ছল পূর্ব্বক পিতারে নিহত করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুলনেত্র ও ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইলেন। তাঁহার কলেবর জীবক্ষয় প্রবৃত্ত প্রলয়কালীন অন্তকের ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বারংবার অশ্রুপূর্ণ নেত্র দ্বয় পরিমার্জ্জিত করিয়া উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! পিতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে নীচাশয় পাণ্ডবগণ যে

রূপে তাঁহারে নিহত করিয়াছে এবং ধর্ম্ম-ধ্বজধারী যুধিষ্ঠির ও যে রূপে অতি অনার্য্য ও নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই জয় কিম্বা পরাজয় হইয়া থাকে। সংগ্রামে বিনাশই প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, ন্যায় যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়া দুঃখাবহ নহে। আমার পিতা ন্যায় যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তিনি যে, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও সমস্ত সৈন্য সমক্ষে কেশাকর্ষণ দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, তাহাতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি জীবিত থাকিতে যখন আমার পিতা এই রূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইলেন, তখন অন্য লোকে কি নিমিত্ত পুত্র কামনা করিবে? লোকে কাম, ক্রোধ, অজ্ঞানতা, দ্বেষ ও বালকত্ব নিবন্ধনই অধর্ম্মাচরণ ও অন্যকে পরাভব করিয়া থাকে। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন আমারে বিশেষ না জানিয়াই এই দারুণ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। এ ক্ষণে সেই দুরাত্মা অবশ্যই স্বকার্য্যের ফল অনুভব করিবে। আর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছল পূর্ব্বক আচার্য্যকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছেন। আজি বসুন্ধরা অবশ্যই তাঁহার শোণিত পান করিবেন। হে রাজন্! আমি সত্য ও ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চাল বিনষ্ট না করিয়া কখনই জীবন ধারণ করিব না। আজি আমি মৃদু বা দারুণ যে কোন রূপে হউক না কেন, সমরে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া শান্তি লাভ করিব। মানবগণ পুত্র দ্বারা ইহকাল ও পরকালে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে বলিয়াই পুত্র কামনা করিয়া থাকে; কিন্তু আমি আমার পিতার শৈল প্রতিম পুত্র বিশেষত শিষ্য জীবিত থাকিতে তিনি বন্ধুহীনের ন্যায় সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অতএব আমার বাহুবল, পরাক্রম ও দিব্যাস্ত্র সকলে ধিক্! যাহা হউক, এ ক্ষণে আমি যাহাতে পরলোক গত পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি, অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব।

হে ভরতসত্তম! স্বমুখে স্বীয় গুণকীর্ত্তন করা কদাপি সাধু জনের কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু আমি পিতৃবিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়াই আপনার পৌরুষ প্রকাশ করিতেছি। আজি জনার্দ্দন সহায় পাণ্ডবগণ আমার পরাক্রম সন্দর্শন করুক। আমি যুগান্ত কালের ন্যায় সমস্ত সৈন্য বিমর্দ্দন করিয়া বিচরণ করিব। কি দেব কি গন্ধর্ব্ব কি অসুর কি উরগ কি রাক্ষস কেহই আজি আমারে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ভূমণ্ডলে আমার ও অর্জ্জুনের সমান অস্ত্রবিশারদ আর কেহই নাই। আজি আমি প্রজ্বলিত ময়ূখমালামধ্যবর্ত্তী মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন সৈন্যগণের মধ্যগত হইয়া দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিব। আজি আমার শরজাল তূণীর বহির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিদলিত করত আমার পরাক্রম প্রকাশ করিবে। আজি কৌরব পক্ষীয়েরা দেখিতে পাইবেন যে, দিক্ সকল আমার জলধার সদৃশ শরধারায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহাবায়ু যেমন বৃক্ষ সমুদায় পাতিত করে, তদ্রূপ আমি শরজালপ্রভাবে শত্রুগণকে নিপাতিত করিব।

হে মহারাজ! আমার নিকট নিক্ষেপ ও উপসংহার মন্ত্র সমবেত যে অস্ত্র আছে, কি অর্জ্জুন কি কৃষ্ণ কি ভীমসেন কি নকুল কি সহদেব কি রাজা যুধিষ্ঠির কি দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন কি শিখণ্ডী কি সাত্যকি কেহই সেই অস্ত্র অবগত নহে। হে মহারাজ!

পূর্ব্বে একদা নারায়ণ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহারে যথাবিধি প্রণাম পূর্ব্বক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সেই উপহার স্বীকার করিয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে উৎসুক হইলেন। তখন আমার পিতা তাঁহার নিকট হইতে নারায়ণাস্ত্র প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা প্রদান করত কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! রণস্থলে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই হইবে না; কিন্তু তুমি সহসা এ অস্ত্র প্রয়োগ করিও না। ইহা শত্রুর বিনাশ সাধন না করিয়া কখনই নিবৃত্ত হয় না। এই অস্ত্র সকলকেই বিনাশ করিতে পারে, ইহা অবধ্যের বধ সাধনেও পরাঙ্মুখ হয় না; অতএব ইহা সহসা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। সমরাঙ্গনে রথ ও অস্ত্র পরিত্যাগে অভিলাষী ও শরণাগত শত্রুগণের প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা অবধ্যকে পীড়িত করে, সে স্বয়ং ইহা দ্বারা নিপীড়িত হয়। হে মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ এই বলিয়া সেই মহাস্ত্র প্রদান করিলে পিতা উহা গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাত্মা আমারে কহিলেন, হে অশ্বত্থামা! তুমিও এই অস্ত্র প্রভাবে তেজঃপুঞ্জ কলেবর হইয়া নানাবিধ দিব্য অস্ত্র বর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। এই বলিয়া ভগবান্ নারায়ণ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

হে রাজন্! আমি এই রূপে নারায়ণের নিকট সেই অস্ত্র লাভ করিয়াছি; এ ক্ষণে তদ্দ্বারা দানববিদ্রাবী শচীপতির ন্যায় আমি পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়গণকে বিদ্রাবিত করিব। আমি যখন যেরূপ বাসনা করিব, আমার শরনিকর তৎক্ষণাৎ সেই রূপ হইয়া শত্রুমণ্ডলে নিপতিত হইবে। আমি রণ স্থলে অবস্থান পূর্ব্বক অনাকুলিত চিত্তে অযোমুখ শরনিকর ও বিবিধ পরশু নিক্ষেপ করিয়া মহারথগণকে বিদ্রাবিত ও অতি ভীষণ নারায়ণাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবগণকে পীড়িত করিয়া অরাতিগণকে বিনষ্ট করিব। আজি মিত্র, ব্রাহ্মণ ও গুরুদ্রোহকারী পাষণ্ড, পাঞ্চালাপসদ ধৃষ্টদ্যুম্ন কখনই আমার হস্তে পরিত্রাণ পাইবেন না।

হে কুরুরাজ! মহাবীর দ্রোণতনয় এই কথা কহিলে কৌরব সৈন্যগণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে শঙ্খ, ভেরী, ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদিত্র বাদন করিতে লাগিল। ভূতল অশ্বখুর ও রথচক্রে পরিপীড়িত হইয়া শব্দায়মান হইল। সেই তুমুল শব্দে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মহারথ পাণ্ডবগণ সেই মেঘ গম্ভীর তুমুল শব্দ শ্রবণে সকলে সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এ দিকে আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামাও ঐ সময়ে সলিলস্পর্শ পূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন।

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বৃষ্টিপাত ও মহাবেগে বায়ু সঞ্চার হইতে লাগিল। ঐ সময় ধরাতল কম্পিত, সাগর সকল সংক্ষুব্ধ, নদী সকল বিপরীত দিকে প্রবাহিত, গিরিশৃঙ্গ সমুদায় বিদীর্ণ, দিঙ্মণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন, দিনকর মলিন, মাংসলোলুপ প্রাণিগণ প্রহৃষ্ট চিত্ত, সমাগত দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ শঙ্কিত ও কুরঙ্গগণ পাণ্ডবগণের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ধাবমান হইল। সকলেই সেই তুমুল কাণ্ড দর্শনে পরস্পরকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং ভূপতিগণ অশ্বত্থামার সেই ভীষণাস্ত্র সন্দর্শনে ভীত ও ব্যথিত হইয়া উঠিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! শোকসন্তপ্ত দ্রোণনন্দন পিতৃবধ অসহ্য বোধ করিয়া সৈনিকগণকে নিবর্ত্তিত করিলে পাণ্ডবগণ কৌরব সৈন্যগণকে সমাগত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষার্থ কিরূপ পরামর্শ নির্দ্ধারিত করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির প্রথমত আপনার দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলেন কিন্তু এ ক্ষণে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! দেবরাজ বজ্র ধারণ পূর্ব্বক যেরূপ বৃত্রাসুরের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিপাতিত করিলে কৌরবগণ আত্মপরিত্রাণার্থ জয়াশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় কিয়ৎসংখ্যক ভূপতি বিচেতন হইয়া হতপার্ষ্ণি, হতসারথি, পতাকা, ধ্বজ ও ছত্র বিহীন, ভগ্নকূবর, ভগ্ননীড় রথে আরোহণ, কেহ কেহ ভীত হইয়া স্বয়ং পদাঘাতে রথাশ্ব পরিচালন, কেহ কেহ ভয়াতুর হইয়া ভগ্নাক্ষ, ভগ্নযুগ ও ভগ্নচক্র রথে আরোহণ, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে অর্দ্ধস্খলিত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। উহাঁদের মধ্যে অনেকে নারাচ দ্বারা গজস্কন্ধের সহিত গ্রথিত হইয়া মাতঙ্গগণ কর্ত্তৃক অপনীত, অনেকে অস্ত্র ও কবচ বিহীন হইয়া বাহন হইতে ক্ষিতিতলে নিপতিত ও হস্তী, অশ্ব ও রথচক্র দ্বারা নিষ্পেষিত এবং অনেকে মোহ বশত পরস্পরকে অবগত না হইয়া হা ভ্রাত! হা পুত্র! বলিয়া চীৎকার করত ভয়ে পলায়ন পরায়ণ হইয়াছে। আর অনেকে দৃঢ়বিক্ষত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও মিত্রদিগকে উত্তোলন পূর্ব্বক বর্ম্ম নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহাদের গাত্রে জলসেক করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে কৌরব সেনাগণ এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু এ ক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। অতএব যদি তুমি তাহাদিগের প্রত্যাগমনের কারণ পরিজ্ঞাত থাক, তবে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। একত্র মিলিত তুরঙ্গের হেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিতধ্বনি ও রথনেমির গভীর নিস্বনে বারংবার তুমুল শব্দ সমুত্থিত হওয়াতে আমার সেনাগণ কম্পিত হইয়াছে। এ ক্ষণে যেরূপ লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, বোধ হয়, উহা দেবেন্দ্র সমবেত ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে। বোধ হয়, দ্রোণাচার্য্য নিহত হওয়াতে সুররাজ বাসব কৌরবগণের হিতার্থে ভীষণ নিনাদ করত সমরাঙ্গনে আগমন করিয়াছেন। মহারথগণ এই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে রোমাঞ্চিত গাত্র ও নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছেন। অতএব হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে কোন্ মহারথ সুররাজের ন্যায় সমরে অবস্থান পূর্ব্বক সেই পলায়মান কৌরবগণকে যুদ্ধার্থ প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহারাজ! কৌরবগণ যাহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উগ্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শঙ্খ বাদন করিতেছে এবং আপনি, দ্রোণাচার্য্য ন্যস্তশস্ত্র হইয়া দেহ ত্যাগ করিলে কোন্ ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সহায় হইয়া ভীষণ নিনাদ করিতেছে, এই মনে করিয়া যাহার প্রতি সংশয়ারূঢ় হইয়াছেন, সেই মত্ত মাতঙ্গগামী কুরুকুলের অভয়প্রদ মহাত্মার বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! যে বীর জন্ম গ্রহণ করিলে দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গোধন দান করিয়াছিলেন, যে বীর জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হ্রেষারব পরিত্যাগ করিলে ত্রিলোক কম্পিত হওয়াতে ইহাঁর নাম অশ্বত্থামা হইল বলিয়া দৈববাণী হইয়াছিল, আজি সেই বীরপুরুষ সমরে সিংহনাদ করিতেছেন। হে রাজন! অদ্য পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি নৃশংস কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক যাঁহারে অনাথের ন্যায়

নিহত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাত্মা দ্রোণের নাথস্বরূপ অশ্বত্থামা সমরে অবস্থান করিতেছেন। দ্রুপদকুমার আমার গুরু দ্রোণাচার্য্যের কেশপাশ ধারণ করিয়াছিল; অতএব গুরুপুত্র কখনই তাহারে ক্ষমা করিয়া পৌরুষ প্রকাশে ক্ষান্ত হইবেন না।

হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও রাজ্য লোভে গুরুর নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করত ঘোরতর অধর্ম্মে পতিত হইলেন। বালিবধে শ্রীরামের যেরূপ অকীর্ত্তি হইয়াছিল, দ্রোণাচার্য্যের নিধনে ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনারও তদ্রূপ চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি হইল। দ্রোণাচার্য্য আপনারে শিষ্য ও সত্যধর্ম্ম পরায়ণ বলিয়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আপনি কখনই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবেন না; কিন্তু আপনি অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, এই কথা স্পষ্টাভিধানে ও কুঞ্জর শব্দ অব্যক্তরূপে উচ্চারণ করিয়া গুরুর নিকট সত্যাচ্ছাদিত মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য আপনার বাক্য শ্রবণেই শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মম ও গতচেতন হইয়া আপনার সমক্ষে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই রূপে আপনি দ্রোণের শিষ্য হইয়া সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারে পুত্রশোক সন্তপ্ত করিয়া নিপাতিত করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি তৎকালে অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক গুরুর বধসাধন করিয়াছেন; এক্ষণে যদি সমর্থ হন, তবে অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার হস্ত হইতে রক্ষা করুন। অদ্য আমরা সকলেই পিতৃ নিধনে রোষিত গুরুপুত্র হইতে দ্রুপদনন্দনকে পরিত্রাণ করিতে অক্ষম হইব। যিনি অলৌকিক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সকল লোকের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়া থাকেন, অদ্য সেই মহাবীর পিতার কেশগ্রহণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সংগ্রামে আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন। হে মহারাজ! আমি আচার্য্যের জীবন রক্ষার্থ আপনারে মিথ্যা কথা কহিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করত তাঁহারে সংহার করিলেন। আমাদিগের বয়ঃক্রম অধিকাংশই অতীত হইয়াছে, অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। এক্ষণে এই অধর্ম্মাচরণ হওয়াতে সেই অল্পাবশিষ্ট জীবিত কাল বিকৃত হইল। দ্রোণাচার্য্য সৌহার্দ্দ বশত ও ধর্ম্মানুসারে আমাদের পিতার তুল্য ছিলেন। আপনি অল্পকালস্থায়ী রাজ্যের নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ নাশ করিলেন। দেখুন, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে আপনার পুত্রগণের সহিত এই সসাগরা পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আচার্য্য তাদৃশ অবস্থায় অবস্থিত ও শত্রু কর্ত্তৃক তদ্রূপ সৎকৃত হইয়াও আমারে সতত পুত্রাপেক্ষা সমধিক স্নেহ করিতেন। হে রাজন্! গুরু কেবল আপনার বাক্যেই ন্যস্তশস্ত্র হইয়া নিহত হইয়াছেন; তিনি যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রও তাঁহারে বিনাশ করিতে পারিতেন না। হায়! আমরা রাজ্য লালসায় লঘুচিত্ত ও অনার্য্য হইয়া সেই নিত্যোপকারী বৃদ্ধ আচার্য্যের প্রাণ সংহার করিলাম। তুচ্ছ রাজ্য লোভে গুরুহত্যা করিয়া মহৎ পাপে লিপ্ত হইলাম! আচার্য্য নিশ্চয় জানিতেন যে, অর্জ্জুন আমার নিমিত্ত আপনার জীবন, পুত্র, কলত্র, পিতা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু আমি সেই মহাত্মার নিধন সময়ে উপেক্ষা করিয়া রহিলাম; অতএব নিশ্চয়ই আমারে পরলোকে অবাক্‌শিরা হইয়া নরক ভোগ করিতে হইবে। আজি যখন আমরা মৌনব্রতাবলম্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্যকে রাজ্যার্থে নিহত করিয়াছি, তখন আমাদের জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; মরণই শ্রেয়।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন এই রূপ কহিলে মহারথগণ তাহা শ্রবণ করিয়া ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না। তখন মহাবাহু ভীম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে বিস্মিত করত কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! অরণ্যগত মুনি ও জিতেন্দ্রিয় শংসিতব্রত ব্রাহ্মণ যেমন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। দেখ, যে ক্ষত্রিয় অন্যকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করেন, ক্ষতই যাঁহার জীবনোপায় এবং যিনি দেব, দ্বিজ ও গুরুর প্রতি ক্ষমাশীল, তিনিই অবিলম্বে রাজ্য, ধর্ম্ম, যশ ও শ্রী লাভ করিয়া থাকেন। তুমি সমগ্র ক্ষত্রিয়-গুণে সমলঙ্কৃত আছ; অতএব এ ক্ষণে মূর্খের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত হইতেছে না। হে কৌন্তেয়! তুমি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী। মহাসাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মপথ অতিক্রমে প্রবৃত্ত হও না। তুমি যে এ ক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষ সঞ্চিত ক্রোধে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধর্ম্ম লাভের অভিলাষ করিতেছ, এই গুণে কে না তোমারে প্রশংসা করিবে। এ ক্ষণে ভাগ্য ক্রমে তোমার মন সততই ধর্ম্ম পথে ধাবমান হইতেছে এবং তোমার বুদ্ধিও নিরন্তর অনৃশংসতার অনুসরণ করিতেছে; কিন্তু তুমি এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও বিপক্ষেরা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক তোমার রাজ্যাপহরণ ও প্রিয়তমা দ্রৌপদীরে সভায় আনয়ন পূর্ব্বক পরাভব করিয়াছিল। আমরা বনবাসের নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়াও তাহাদের নিকৃতি প্রভাবে বল্কল ও অজিন ধারণ পূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! এই সকল স্থলে ক্রোধ প্রকাশ করিতে হয়; কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তৎসমুদায় সহ্য করিয়াছ। আজি আমি তোমার সহিত সমবেত হইয়া বিপক্ষগণকে সেই অধর্ম্মের প্রতিফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ ক্ষণে সেই রাজ্যাপহারী ক্ষুদ্রাশয় বিপক্ষগণকে বন্ধু বান্ধবের সহিত সংহার করিব।

পূর্ব্বে তুমি কহিয়াছিলে আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে জয় লাভের চেষ্টা করিব; কিন্তু এ ক্ষণে ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে নিন্দা করিতেছ। সুতরাং তুমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলে উহা এ ক্ষণে আমার মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। এ ক্ষণে আমরা বিপক্ষদিগের গর্জ্জনে অতিশয় ভীত হইয়াছি এবং তুমিও ক্ষতে ক্ষার প্রদানের ন্যায় বাক্‌শল্য দ্বারা আমাদিগের মর্ম্ম বিদ্ধ করিতেছ। আমার হৃদয় তোমার বাক্‌শল্যে পীড়িত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে। তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও অধর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতেছ না। হে অর্জ্জুন! তুমি স্বয়ং প্রশংসার ভাজন এবং আমরা সকলেও প্রশংসনীয়; কিন্তু তুমি আপনারে ও আমাদিগকে প্রশংসা না করিয়া যে তোমার ষোড়শ অংশেরও উপযুক্ত নয়, বাসুদেব বিদ্যমান থাকিতে সেই অশ্বত্থামারে প্রশংসা করিতেছ। তুমি স্বয়ং আত্মদোষ কীর্ত্তন করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না? আমি ক্রোধভরে এই সুবর্ণমালিনী গুর্ব্বী গদা উদ্যত করিয়া ভূমণ্ডল বিদীর্ণ, পর্ব্বত সকল বিক্ষিপ্ত ও অচল সদৃশ বৃক্ষ সকল ভগ্ন এবং শরনিকরে অসুর, রাক্ষস, উরগ, মানব ও ইন্দ্রের সহিত সমাগত দেবগণকেও বিদ্রাবিত করিতে পারি। হে অমিতবিক্রম ধনঞ্জয়! তুমি আমারে এই রূপ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত অশ্বত্থামা হইতে ভীত হইতেছ? অথবা তুমি অবস্থান কর, আমিই গদা গ্রহণ পূর্ব্বক হরি যেমন ক্রোধাবিষ্ট গর্জ্জনশীল হিরণ্যকশিপুরে জয় করিয়াছি-

লেন, তদ্রূপ অন্যান্য বীরবর্গের সহিত অশ্বত্থামারে পরাজয় করিব।

অনন্তর পাঞ্চাল রাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য্য; কিন্তু দ্রোণ ইহার কিছুই অনুষ্ঠান করিতেন না। অতএব আমি তাঁহারে সংহার করিয়াছি বলিয়া তুমি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ। তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নীচ কার্য্য পরতন্ত্র হইয়া অমানুষ অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন। সেই মহাবীর ব্রাহ্মণবাদী ও অতিশয় মায়াবী; তিনি মায়াবলেই আমাদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানই অন্যায্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এ ক্ষণে যদি অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তিনি বৃথা গর্জ্জন দ্বারা কৌরব পক্ষীয়গণকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের রক্ষণে অসমর্থ হইয়া সংহারের কারণ হইবেন। হে ধনঞ্জয়! তুমি ধার্ম্মিক হইয়া আমারে তোমার গুরুঘাতী বলিয়া নিন্দা করিতেছ; কিন্তু আমি দ্রোণ বিনাশার্থই হুতাশন হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। আর দেখ, সংগ্রাম কালে যাঁহার কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ই সমান জ্ঞান ছিল, তাঁহারে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া কি রূপে নির্দ্দেশ করিব। যিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিনাশ করেন, তাঁহারে যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, বধ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে অর্জ্জুন! ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিককে বিষ তুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব তুমি ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ। আমি ক্রূরকর্ম্ম পরায়ণ আচার্য্যকে রথোপরি আক্রমণ পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি। তাহাতে আমার কোন রূপেই নিন্দার কার্য্য করা হয় নাই; কিন্তু তুমি আমারে কি নিমিত্ত অভিনন্দন করিতেছ না? আমি দ্রোণাচার্য্যের সেই কালানল, অর্ক ও বিষ সদৃশ ভীষণ মস্তক ছেদন করিয়া সাতিশয় প্রশংসাভাজন হইয়াছি; কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রশংসা করিতেছ না? দ্রোণ আমারই বন্ধু বান্ধবগণের বধ সাধন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াও আমার ক্ষোভ দূর হয় নাই। আমি যে, জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় তাঁহার মস্তক চাণ্ডাল সমক্ষে নিক্ষেপ করি নাই, এই নিমিত্তই আমার অতিশয় মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। হে ধনঞ্জয়! আমি শুনিয়াছি, শত্রু বিনাশ না করিলে অধর্ম্মস্পৃষ্ট হইতে হয়। হয় শত্রুকে বিনষ্ট করা, না হয় স্বয়ং তাহার হস্তে বিনষ্ট হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আচার্য্য আমার শত্রু ছিলেন; অতএব তুমি যেমন পিতৃসখা মহাবীর ভগদত্তকে সংহার করিয়াছিলে, তদ্রূপ আমি ধর্ম্মানুসারে দ্রোণকে সংহার করিয়াছি। তুমি যখন স্বীয় পিতামহকে বিনাশ করিয়া আপনারে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ; তখন আমি পাপস্বভাব শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি বলিয়া কেন আমারে অধার্ম্মিক বিবেচনা করিবে? হে পার্থ! আমি সম্বন্ধ নিবন্ধন স্বগাত্রকৃত সোপান নিষণ্ণ কুঞ্জরের ন্যায় তোমার নিকট অবনত হইয়া আছি; অতএব আমার প্রতি এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। যাহা হউক, এ ক্ষণে আমি কেবল দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণের নিমিত্ত তোমার এই অসম্মত বাক্যদোষ

সহ্য করিয়া তোমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। আচার্য্যের সহিত শত্রুতা যে, আমাদিগের কুলপরম্পরাগত, ইহা সকলেই অবগত আছে; তোমাদের কি ইহা বিদিত নহে? হে অর্জ্জুন! যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমিও অধার্ম্মিক নাহ। আচার্য্য শিষ্যদ্রোহী ও পাপস্বভাব ছিলেন বলিয়া আমি তাঁহারে বিনাশ করিয়াছি। এ ক্ষণে তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তোমার জয় লাভ হইবে।

নবনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে মহাত্মা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যিনি ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয়, যাঁহাতে লজ্জা ও দেবসেবাই সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রধান পুরুষগণ যাঁহার অনুগ্রহে দেবগণেরও দুষ্কর অদ্ভুত কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন; সেই মহর্ষিনন্দন দ্রোণ অশ্বত্থামার মিথ্যা বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণে রোরুদ্যমান হইলে নীচপ্রকৃতি, ক্ষুদ্রমতি, নৃশংসাচার পরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহারে সংহার করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! এ বিষয়ে কেহই রোষ প্রকাশ করিতেছে না! অতএব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও ক্রোধে ধিক্! হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধর ভূপালগণ এই বিষয় শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কি কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রুপদতনয় অর্জ্জুনকে সেই কথা বলিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ক্রূরস্বভাব ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধিক্কার প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও অন্যান্য বীরগণ লজ্জাবনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধভরে কহিলেন, এই পরুষ বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত নরাধম পাঞ্চাল কুলাঙ্গারকে শীঘ্র বিনাশ করিতে পারে, এমন কি কোন ব্যক্তিই নাই। হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! ব্রাহ্মণ যেমন চাণ্ডালকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ তোমার এই পাপকর্ম্ম দর্শনে তোমার নিন্দা করিতেছেন। তুমি এই সাধু লোকের নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে বাক্য ব্যয় করিতে কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না। তুমি আচার্য্যবধে প্রবৃত্ত হইলে তোমার জিহ্বা ও মস্তক কি নিমিত্ত শতধা বিদীর্ণ হইল না এবং কি নিমিত্তই বা তুমি অধর্ম্ম প্রভাবে অধঃপতিত হইলে না। তুমি এই গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে শ্লাঘা প্রকাশ করত পাণ্ডব, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের নিকট নিন্দনীয় হইতেছ। তুমি তাদৃশ অনার্য্য কার্য্য সংসাধন করিয়া পুনরায় আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ; অতএব তুমি আমাদিগের বধ্য; তোমারে আর মুহূর্ত্তকাল জীবিত রাখায় আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে নরাধম! তোমাভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা সাধু আচার্য্যের কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক বধসাধন করিতে অধ্যবসিত হইয়া থাকে? তুমি পাঞ্চালকুলের কলঙ্ক; তোমার নিমিত্ত তোমার ঊর্দ্ধ্বতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত, এই চতুর্দ্দশ পুরুষ যশঃ ভ্রষ্ট ও অধোগামী হইয়াছেন। তুমি অর্জ্জুনকে ভীষ্মঘাতী বলিতেছ; কিন্তু ভীষ্মদেব স্বয়ংই আপনার বিনাশ সাধন করিয়াছেন। তোমার সহোদর শিখণ্ডীই সেই ভীষ্মের নিধনের মূল। হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! এই পৃথিবীতে পাঞ্চালপুত্রগণ অপেক্ষা পাপকারী আর কেহই নাই। তোমার পিতা ভীষ্মের সংহারার্থ শিখণ্ডীরে সৃষ্টি

করিয়াছেন; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন সেই ভীষ্মদেবের মৃত্যুস্বরূপ শিখণ্ডীরে রক্ষা করেন। তুমি ও তোমার ভ্রাতা তোমরা উভয়েই সাধুগণের নিন্দনীয়। পাঞ্চালগণ তোমাদের নিমিত্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন। এ ক্ষণে তুমি যদি পুনরায় আমার সন্নিধানে পূর্ব্বের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে বজ্রকল্প গদা দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিব। তুমি ব্রাহ্মণহন্তা, মনুষ্যেরা তোমার মুখাবলোকন করিয়া আপনার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। হে দুর্বৃত্ত! এই দেখ, আমার গুরু সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। তুমি আমার গুরুর গুরুরে বধ করিয়া পুনরায় তিরস্কার করত লজ্জিত হইতেছ না। এ ক্ষণে তুমি অবস্থান পূর্ব্বক আমার এক গদাঘাত সহ্য কর; আমি তোমার গদাঘাত বারংবার সহ্য করিব।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি কর্ত্তৃক এই রূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে হাস্য মুখে কহিতে লাগিলেন, হে যুযুধান! তুমি স্বয়ং অনার্য্য ও নীচপ্রকৃতি হইয়া আমারে নিরপরাধে তিরস্কার করিতেছ। আমি তোমার এই সকল তিরস্কার বাক্য শুনিয়াও তোমারে ক্ষমা করিলাম। ইহ লোকে ক্ষমা গুণই প্রশংসনীয়। পাপ কখন ক্ষমা গুণকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপাত্মারা কেবল ক্ষমাবানকে পরাজিত বোধ করিয়া থাকে। তুমি ক্ষুদ্রতম, নীচ স্বভাব, পাপ পরায়ণ এবং সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় হইয়াও আমার নিন্দা করিতেছ। হে সাত্যকে! তুমি যে, নিবারিত হইয়াও ছিন্নভুজ প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার প্রাণ সংহার করিয়াছ, তাহা হইতে দুষ্কর্ম্ম আর কি হইতে পারে! দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্বে দিব্যাস্ত্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পরিশেষে শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, ইহাতে আমার কি অধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা? যে ব্যক্তি অন্যের শরে ছিন্ন বাহু, মুনির ন্যায় প্রায়োপবিষ্ট ও সমর পরাঙ্মুখ ব্যক্তির প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হয়, সে কি বলিয়া অন্যের নিন্দা করে? হে যুযুধান! যখন বলবিক্রমশালী সোমদত্ত তনয় আমারে পদাঘাতে ভূতলে নিপাতিত করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি সেই সময় কেন তাহারে সংহার পূর্ব্বক সৎপুরুষোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে না? প্রতাপশালী সোমদত্ত পুত্র পার্থ কর্ত্তৃক অগ্রে পরাজিত হইলে তুমি তাহারে নিপাতিত করিয়াছ। দেখ, দ্রোণাচার্য্য যে যে স্থানে পাণ্ডবসেনা বিদারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি শর সহস্র বর্ষণ পূর্ব্বক সেই সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি অন্য নির্জ্জিত ব্যক্তির সংহার রূপ চণ্ডাল সদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বয়ং নিন্দনীয় হইয়া আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। হে বৃষ্ণিকুলাধম! তুমি পাপ কর্ম্মের আবাস, আমি তোমার ন্যায় দুষ্কর্ম্মকারী নহি; অতএব তুমি পুনরায় আমারে নিষেধ করিও না। মৌনাবলম্বন কর। যদি তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পুনরায় আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ কর, তবে নিশ্চয়ই তোমারে শরনিকর দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব। রে মূর্খ! কেবল ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে যুদ্ধে জয় লাভ হয় না। কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ যে যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। কৌরবগণের অধর্ম্ম প্রভাবে রাজা যুধিষ্ঠির বঞ্চিত ও দ্রৌপদী পরিক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া উহাঁদিগকে পাঞ্চালীর সহিত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। উহাঁরা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক মদ্ররাজকে আপনাদের পক্ষে আনয়ন করত বালক সৌভদ্রকে নিধন করি-

য়াছে। এ দিকে পাণ্ডবগণের অধর্ম্মাচরণে কুরুপিতামহ ভীষ্মদেব নিহত হইয়াছেন। তুমি ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা হইয়াও অধর্ম্ম সহকারে ভূরিশ্রবার জীবন নাশ করিয়াছ। ধর্ম্মজ্ঞ কৌরব ও পাণ্ডবগণ বিজয়াভিলাষী হইয়া এই রূপ আচরণ করিয়াছেন। হে শৈনেয়! পরম ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যাহা হউক, এ ক্ষণে তুমি পিতৃগৃহে গমন না করিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ কর।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখে এই রূপ পরুষ ও ক্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন দ্বয় রোষানলে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি রথে শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত গদাহস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইয়া কহিলেন, হে দুরাত্মন্! তুমি বধার্হ; অতএব তোমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া তোমারে নিপাতিত করিব। তখন বাসুদেব সাত্যকিরে সহসা কালান্তক যমের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখীন হইতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণার্থ ভীমসেনকে প্রেরণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ ও বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ সাত্যকিরে নিবারণ করত তিনি ছয় পদ গমন করিবামাত্র তাঁহারে ধারণ করিলেন। এই রূপে মহাবীর সাত্যকি ভীম কর্ত্তৃক নিবারিত হইলে মহাত্মা সহদেব অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ যুযুধান! অন্ধক, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ অপেক্ষা আমাদিগের আর অন্য বন্ধু নাই এবং আমরাও অন্ধক বৃষ্ণিগণের বিশেষতঃ কৃষ্ণের যেরূপ মিত্র, সেরূপ আর কেহই নহে। অতএব তোমরা আমাদের যেরূপ মিত্র, আমরাও তোমাদের সেই রূপ সুহৃৎ। আর পার্থিবগণ সমুদ্র পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলেও পাণ্ডব ও বৃষ্ণিগণ অপেক্ষা প্রিয় সুহৃৎ কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবেন না। সুতরাং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তোমার ও তোমার সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের বিশেষ সৌহার্দ্দ আছে, সন্দেহ নাই; অতএব হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! এ ক্ষণে তুমি মিত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কোপ সংহার পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর। ধৃষ্টদ্যুম্নও তোমারে ক্ষমা করুন। আমরাও এ ক্ষণে ক্ষমাবান হইতেছি। শান্তি অপেক্ষা হিতকর আর কিছুই নাই।

হে মহারাজ! সহদেব সাত্যকিরে এই রূপে সান্ত্বনা করিলে দ্রুপদকুমার হাস্য করিয়া কহিলেন, হে ভীমসেন! তুমি এই যুদ্ধমদান্বিত সাত্যকিরে সত্বরে পরিত্যাগ কর। সমীরণ যেমন ভূধরে মিলিত হয়, তদ্রূপ ঐ দুরাত্মা আমার সহিত মিলিত হউক। আমি অচিরাৎ নিশিত শরনিকরে ইহার ক্রোধ, যুদ্ধশ্রদ্ধা ও জীবন বিনষ্ট করিব। ঐ দেখ, কৌরবগণ পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইতেছে; আমি অচিরাৎ এই পাপাত্মারে সংহার করিয়া উহাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক সুমহৎ কার্য্য সংসাধন করিব। অথবা অর্জ্জুন কৌরবগণকে নিবারণ করুন। আমি সায়ক নিকরে যুযুধানের মস্তক ছেদন করিব। সাত্যকি আমারে ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার ন্যায় বোধ করিতেছে। অতএব আমি সংগ্রামে অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে ইহারে বিনাশ করিব। অথবা সাত্যকি আমারে সংহার করুক। ভীমসেনের ভুজদ্বয়ান্তর্গত সাত্যকি পাঞ্চালপুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কম্পিত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন আরম্ভ করিলে মহাত্মা বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বৃষ দ্বয় সদৃশ বীর দ্বয়কে বহুযত্নে নিবারণ করিলেন। তৎপরে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণও

সেই ক্রোধ সংরক্ত নেত্র ধনুর্দ্ধারী বীর দ্বয়কে নিবারণ করিয়া যুদ্ধার্থ অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

দ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কল্পান্তকালীন অন্তকের ন্যায় শক্র বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভল্লাস্ত্রের আঘাতে অসংখ্য অরাতি নিপাতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ধ্বজ সকল উহার বৃক্ষ, অস্ত্র সমুদায় শৃঙ্গ, গতাসু গজ নিচয় মহাশিলা, অশ্বগণ কিংপুরুষ, শরাসন সকল লতা, রাক্ষসগণ পক্ষী ও ভুত সমুদায় যক্ষগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা মহা সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় দুর্য্যোধনকে প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আমি সত্য বলিতেছি, যখন কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ধর্ম্মযুদ্ধ প্রবৃত্ত আচার্য্যকে অস্ত্র পরিত্যাগে বাধিত করিয়াছেন, তখন আজি তাঁহার সমক্ষেই পাণ্ডব সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিব। আর যদি পাণ্ডবপক্ষীয়েরা রণে পরাঙ্মুখ না হইয়া আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সকলেই আমার হস্তে নিহত হইবে। তুমি আমাদিগের সেনা সমুদায় প্রতিনিবৃত্ত কর।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দ্রোণতনয়ের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৈন্যগণকে ভয়শূন্য করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পরিপূর্ণ অর্ণব দ্বয়ের ন্যায় পুনরায় কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যের ভয়ানক সমাগম উপস্থিত হইল। কৌরবগণ অশ্বত্থামার উত্তেজনায় স্থিরচিত্ত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ আচার্য্য নিধনে নিতান্ত হৃষ্ট ও উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। এই রূপে সেই উভয় পক্ষীয় বীরগণ জয় লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমরাঙ্গনে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পর্ব্বত পর্ব্বতে এবং সাগর সাগরে যে রূপ পরস্পর প্রতিঘাত হইয়া থাকে, কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যের তদ্রূপ প্রতিঘাত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় সেনাগণ হৃষ্ট চিত্তে সহস্র শঙ্খ ও ভেরী নিনাদিত করিতে আরম্ভ করিলে সমুদ্রমন্থন সময়ে যেরূপ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, সৈন্য মধ্যে তদ্রূপ অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডু ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে দীপ্তাস্য পন্নগের ন্যায় অসংখ্য প্রজ্বলিত শরজাল বিনির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে ব্যাকুলিত করত মুহূর্ত্ত মধ্যেই দিবাকর কিরণের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল নভোমণ্ডল ও সেই সেনামণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। লৌহময় বজ্রমুষ্টি সকল গগন মণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া জ্যোতিপদার্থের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র শতঘ্নী, বজ্রমুষ্টি, গদা ও সূর্য্যমণ্ডলাকার ক্ষুরধার চক্র সকল দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপ অস্ত্র নিচয়ে গগনমণ্ডল সমাকীর্ণ হইলে পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ তদ্দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ যে যে স্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, নারায়ণাস্ত্র সেই সেই স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনেকে সেই অনল সদৃশ নারায়ণাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় পীড়িত হইলেন। শিশিরাপগমে হুতাশন যেরূপ শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই নারায়ণাস্ত্র পাণ্ডব সেনাগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রভাবে স্বীয় সৈন্য

মধ্যে কতক গুলিরে বিনষ্ট, কতকগুলিরে জ্ঞানশূন্য ও কতকগুলিরে ধাবমান এবং অর্জ্জুনকে সমরে উদাসীন অবলোকন করিয়া ভীত চিত্তে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি পাঞ্চালসেনা সমভিব্যাহারে পলায়ন কর। হে সাত্যকে! তুমিও বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান কর। ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব জন সমূহের উপদেষ্টা। উনি স্বয়ং আপনার পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইবেন। হে সৈন্যগণ! আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, আর যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। আমি নিশ্চয়ই সোদরগণের সহিত অনলে প্রবেশ করিব। হায়! আমি ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া এ ক্ষণে দ্রোণপুত্ররূপ গোষ্পদে বন্ধুগণের সহিত নিমগ্ন হইলাম। আমি সচ্চরিত্র আচার্য্যকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি বলিয়া ধনঞ্জয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এ ক্ষণে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হউক। রণবিশারদ ক্রূরকর্ম্মা মহারথীরা যখন যুদ্ধানভিজ্ঞ বালক অভিমন্যুরে বিনাশ করেন, তখন যে, দ্রোণাচার্য্য তাহারে রক্ষা করেন নাই, দীন ভাবাপন্ন সভাগত দ্রৌপদী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যিনি পুত্র সমভিব্যাহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অন্যান্য সমস্ত সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত হইলে যিনি অর্জ্জুন জিঘাংসু দুর্য্যোধনকে কবচবদ্ধ ও সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা আমার জয়াভিলাষী সত্যজিৎ প্রমুখ পাঞ্চালগণকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছেন, এবং কৌরবগণ অধর্ম্ম পূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলে যিনি আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন আমাদের সেই পরম সুহৃৎ দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন; এ ক্ষণে আমিও বান্ধবগণের সহিত নিহত হই।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে পর মহাত্মা বাসুদেব বাহুসঙ্কেত দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করত কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা শীঘ্র অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহন হইতে অবতীর্ণ হও। তোমরা নিরায়ুধ ও ভূতলে অবতীর্ণ হইলে এ অস্ত্র আর আমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। এ অস্ত্রের প্রতিঘাত করিবার এই মাত্র উপায় আছে। তোমরা যে যে স্থানে শক্র নিবারণার্থ বা অস্ত্রবল নিকারণার্থ যুদ্ধ করিবে, সেই সেই স্থানে কৌরবেরা অতি ভীষণ হইয়া উঠিবে। আর যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বাহন হইতে অবতীর্ণ হইবে, তাহারা কখনই এ অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে না। যুদ্ধকার্য্যে আহত হওয়া দূরে থাক্, যাঁহারা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিবেন, তাঁহারা রসাতলে প্রবেশ করিলেও এই অস্ত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবে। হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষীয়েরা বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই অস্ত্র ও যুদ্ধচিন্তা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিল।

তখন মহাবীর ভীমসেন যোধগণকে অস্ত্র পরিত্যাগে উদ্যত অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে আহ্লাদিত করত কহিতে লাগিলেন, হে যোধগণ! তোমরা কদাচ অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আমি শরনিকর নিপাতে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই সুবর্ণময়ী গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র বিমর্দ্দিত করত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডল মধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্য্যের সদৃশ নহে, তদ্রূপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবত শুণ্ড সদৃশ সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্ব্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুত নাগতুল্য বলশালী;

দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোক মধ্যে আমিও তদ্রূপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্র নিবারণে প্রবৃত্ত হই-তেছি, সকলে আমার বাহুবীর্য্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিযোদ্ধা বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব। হে ভ্রাত অর্জ্জুন! তুমি গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ করিও না, তাহা হইলে তোমার কোপ শিথিলিত হইবে। অর্জ্জুন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাবীর! নারায়ণাস্ত্র, গো ও ব্রাহ্মণের বিপক্ষে আমি গাণ্ডীব ধারণ করি না, ইহা আমার উৎকৃষ্ট নিয়ম। শত্রুনিসূদন ভীমসেন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মেঘগম্ভীর নিস্বন স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করত নিমেষ মধ্যে তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া প্রদীপ্তাগ্র মন্ত্রপূত শরজালে ভীমসেনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই কাঞ্চন স্ফুলিঙ্গ সদৃশ দীপ্তাস্য ভুজঙ্গ তুল্য প্রজ্বলিত মর্ম্মভেদী শর সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া রজনীযোগে খদ্যোত পরিবেষ্টিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অশ্বত্থামার সেই ভীষণ অস্ত্র তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়া অনিলোদ্ধূত অগ্নির ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন ভীমসেন ভিন্ন আর সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই রথ ও অশ্ব হইতে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে ন্যস্তায়ুধ ও বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলে সেই বিপুল বীর্য্য ভীষণ অস্ত্র ভীমসেনের মস্তকে পতিত হইল। তখন প্রাণিগণ ও বিশেষত পাণ্ডবেরা ভীমসেনকে তেজ দ্বারা পরিবৃত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুন ভীমসেনকে নারায়ণাস্ত্রে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অস্ত্রের তেজ ধ্বংস করিবার মানসে বৃকোদরকে বারুণাস্ত্রে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের লঘুহস্ততা প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে নারায়ণাস্ত্র বারুণাস্ত্রে পরিবৃত হইলে উহা কাহারও নেত্রগোচর হইল না। ক্ষণৈকপরে ভীমসেন পুনরায় দ্রোণপুত্রের অস্ত্র প্রভাবে অশ্ব, সারথি ও রথে সমাচ্ছন্ন হইয়া পাবক মধ্যস্থিত জ্বালাব্যাপ্ত দুর্লক্ষ্য অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! নিশাবসানে জ্যোতিঃপদার্থ সকল যেমন অস্তগিরিতে গমন করে, তদ্রূপ অসংখ্য শরজাল ভীমসেন রথে নিপতিত হইতে লাগিল। এই রূপে বৃকোদর অশ্বত্থামার অস্ত্রে সারথি, রথ ও অশ্বগণের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রদীপ্ত অনলে পরিবেষ্টিত হইলেন। প্রলয়কালীন হুতাশন যেমন এই চরাচর জগৎ ধ্বংস করিয়া বিশ্বস্রষ্টার মুখমণ্ডলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার ভীষণাস্ত্র ভীম শরীরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে উহা সূর্য্যে প্রবিষ্ট অনলের ন্যায় ও অনলে প্রবিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় কাহারও বোধগম্য হইল না।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব সেই ভীষণ অস্ত্রে ভীমের রথ সমাকীর্ণ, দ্রোণপুত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবর্জ্জিত, পাণ্ডব পক্ষীয় সেনাগণকে নিক্ষিপ্তাস্ত্র ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণকে সমর বিমুখ অবলোকন করিয়া রথ হইতে অবরোহণ ও ভীম সমীপে গমন পূর্ব্বক মায়াবলে সেই অস্ত্রবল সম্ভূত তেজোরাশি মধ্যে অবগাহন

করিলেন। নারায়ণাস্ত্র সম্ভূত হুতাশন সেই বীর দ্বয়ের অস্ত্র পরিত্যাগ, বীর্য্যবত্ত্বা ও বারুণাস্ত্রের প্রভাব নিবন্ধন তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই নর ও নারায়ণ নারায়ণাস্ত্রের শান্তির নিমিত্ত বল পূর্ব্বক ভীমসেনকে ও তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র সকল আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ বৃকোদর সেই বীরদ্বয় কর্ত্তৃক আকৃষ্যমান হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণনন্দনের সুদুর্জ্জয় অস্ত্রও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন বাসুদেব ভীমসেনকে কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি নিবারিত হইয়াও কি নিমিত্ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ না? যদি এ ক্ষণে যুদ্ধ দ্বারা কৌরবগণকে পরাজয় করিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিতাম এবং এই মহারথগণও সমরে পরাঙ্মুখ হইতেন না। ঐ দেখ, তোমার পক্ষীয় সমুদায় বীরগণই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব তুমিও অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ কর। বাসুদেব ইহা কহিয়া বৃকোদরকে রথ হইতে ভূতলে আনয়ন করিলে ভীমসেন সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত রোষে লোহিতনেত্র হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ করিলেন। নারায়ণাস্ত্রও প্রশান্ত হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে বিধিনির্ব্বন্ধের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা নিবন্ধন সেই ভীষণ নারায়ণাস্ত্রের সুদুঃসহ তেজ প্রশান্ত হইলে সমুদায় দিক্ বিদিক্ নির্ম্মল হইল; বায়ু অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; কুরঙ্গ ও বিহঙ্গগণ শান্ত ভাব অবলম্বন করিল; যোধ ও বাহনগণ আনন্দিত হইলেন এবং ভীমসেন প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন হতাবশিষ্ট পাণ্ডব সৈন্যগণ সেই নারায়ণাস্ত্রের সংহার অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধনের বিনাশার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে দ্রোণপুত্রকে কহিলেন, হে অশ্বত্থামন্! পাঞ্চালগণ বিজয় বাসনায় পুনরায় সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমিও পুনর্ব্বার সেই অস্ত্র পরিত্যাগ কর। দ্রোণনন্দন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! সেই অস্ত্র আর প্রত্যাবর্ত্তিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। উহা প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে প্রয়োক্তার প্রাণ সংহার করে। বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই অস্ত্রের প্রতিঘাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত শত্রুসংহার হইল না। যাহা হউক, পরাজয় ও মৃত্যু উভয়ই সমান; বরং পরাজয় অপেক্ষা প্রাণ ত্যাগই শ্রেয়স্কর। ঐ দেখ, শত্রুগণ শস্ত্র প্রভাবে পরাজিত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্যকুমার! যদি এ ক্ষণে পুনরায় সেই অস্ত্র প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকে, তবে অন্য অস্ত্র দ্বারা গুরুহন্তা পাণ্ডবগণকে নিপাতিত কর। দিব্যাস্ত্র সকল তোমাতে ও অমিততেজা মহাদেবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে ক্রুদ্ধ পুরন্দরকেও পরাভূত করিতে পার।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত ও নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত হইলে অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত পাণ্ডবগণকে অবলোকন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কি কার্য্য করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিংহলাঙ্গূলকেতন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃ বিনাশে ক্রোধান্বিত হইয়া ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাবেগে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ চতুঃষষ্টি শরে দ্রোণপুত্রকে সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত

পঞ্চবিংশতি শরে তাঁহার সারথিরে ও চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করত তাঁহারে বারংবার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন সমস্ত লোকের প্রাণ সংহার হইতেছে। তৎপরে অস্ত্র বিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি গমন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার মস্তকোপরি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবধ স্মরণে ক্রোধান্বিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার শর ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে শরনিকরে পীড়িত করিয়া তাঁহার সারথি, রথ ও অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুচরগণও অশ্বত্থামার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন পাঞ্চাল সৈন্যগণ নিশিত শর প্রহারে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও নিতান্ত কাতর হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি যোধগণকে পরাঙ্মুখ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামার অভিমুখে স্বীয় রথ সঞ্চালন করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া প্রথমত আট ও তৎপরে বিংশতি বাণে অশ্বত্থামা ও তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার চারি অশ্বের উপর চারি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে তাঁহারে বিদ্ধ করত ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে দ্রোণপুত্রের সুবর্ণ মণ্ডিত ও অশ্বযুক্ত রথ চূর্ণিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা এই রূপে শরজালে সংবৃত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! তখন মহারথ দুর্য্যোধন আচার্য্যপুত্রকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সহিত সাত্যকির উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন বিংশতি, কৃপাচার্য্য তিন, কৃতবর্ম্মা দশ, কর্ণ পঞ্চাশৎ, দুঃশাসন এক শত ও বৃষসেন সাত শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি এই রূপে সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহাদিগকে রথ বিহীন ও সমর পরাঙ্মুখ করিলেন। ঐ সময়ে অশ্বত্থামা সংজ্ঞা লাভ করিয়া বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক শত শত শর বর্ষণ করিয়া সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ সাত্যকি অশ্বত্থামারে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহারে রথ বিহীন ও সমর পরাঙ্মুখ করিলেন। ঐ সময়ে পাণ্ডবগণ সাত্যকির পরাক্রম দর্শনে প্রীত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি এই রূপে ভারদ্বাজ তনয়কে রথবিহীন করিয়া বৃষসেনের অনুগামী ত্রিসহস্র মহারথ, কৃপাচার্য্যের সার্দ্ধ অযুত হস্তী ও শকুনির পাঁচ অযুত অশ্ব বিনাশ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক রোষাবিষ্ট চিত্তে সাত্যকির বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইলেন। অরাতিপাতন সাত্যকি পুনরায় দ্রোণপুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া উপর্য্যুপরি নিশিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা এই রূপে অতিমাত্র বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন, হে সাত্যকে! আচার্য্যঘাতী দুষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি যে তোমার পক্ষপাত আছে,

তাহা আমার অবিদিত নাই ; কিন্তু তুমি কখনই আমার হস্ত হইতে উহাঁরে পরিত্রাণ করিতে বা স্বয়ং পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না। আমি সত্য ও তপস্যা দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ না করিয়া কখনই শান্তিলাভ করিব না। তুমি পাণ্ডব সৈন্য, বৃষ্ণি সৈন্য ও সোমকদিগকে একত্র করিলেও আমি তাহাদের সকলকে বিনষ্ট করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা এই রূপ কহিয়া, পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সাত্যকির প্রতি এক সূর্য্যরশ্মি সদৃশ সুপর্ব্ব উৎকৃষ্ট শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত সায়ক সাত্যকির বর্ম্মসংবৃত দেহ ভেদ করিয়া, ভুজঙ্গ যেমন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিল মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি সেই বাণের আঘাতেই অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অতিমাত্র কাতর ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। তখন সারথি সত্বরে তাঁহারে লইয়া অশ্বত্থামার নিকট হইতে পলায়ন করিল। তখন ভারদ্বাজ তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের ভ্রূ দ্বয়ের মধ্য স্থলে এক আনতপর্ব্ব সুপুঙ্খ শর নিক্ষেপ করিলেন। পাঞ্চালতনয় পূর্ব্বেই অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় শরপীড়িত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। এই রূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহার্দ্দিত কুঞ্জরের ন্যায় অশ্বত্থামার শরনিকরে নিপীড়িত হইলে পাণ্ডবপক্ষ হইতে মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন, পুরুবংশোদ্ভব বৃদ্ধক্ষেত্র, চেদি দেশীয় যুবরাজ ও অবন্তিনাথ সুদর্শন এই পাঁচ মহারথ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হাহাকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে অশ্বত্থামার অভিমুখে গমন করত চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই বিংশতি পাদ গমন পূর্ব্বক যত্ন সহকারে ক্রোধাবিষ্ট গুরুপুত্রের উপর যুগপৎ পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আশীবিষ সদৃশ পঞ্চবিংশতি শর দ্বারা একবারে তাঁহাদিগের পঞ্চবিংশতি বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে বৃদ্ধক্ষেত্রকে সাত, অবন্তিনাথকে তিন, অর্জ্জুনকে এক ও বৃকোদরকে ছয় শরে নিপীড়িত করিলেন। মহারথগণ অশ্বত্থামার শরে বিদ্ধ হইয়া কখন সকলে যুগপৎ কখন পৃথক্ পৃথক্ সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে যুবরাজ বিংশতি, অর্জ্জুন আট ও অন্য তিন জনে তিন তিন শরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে ছয়, বাসুদেবকে দশ, ভীমসেনকে পাঁচ, যুবরাজকে চারি এবং মালব ও পৌরবকে দুই দুই বাণে আহত করিয়া ভীমসেনের সারথির উপর ছয় বাণ নিক্ষেপ ও দুই বাণে তাঁহার কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পার্থের প্রতি শরজাল বর্ষণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম উগ্রতেজা দ্রোণতনয়ের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগে নিক্ষিপ্ত সুনিশিত শরজালে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। তখন তিনি সুনিশিত তিন শরে সন্নিহিত রথারূঢ় সুদর্শনের ইন্দ্রকেতু সদৃশ ভুজদ্বয় ও মস্তক যুগপৎ ছেদন পূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা পৌরবকে আহত এবং শরনিকরে তাঁহার হরিচন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় ও রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভল্ল দ্বারা মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় নীলোৎপল সমদ্যুতি চেদিদেশীয় যুবরাজও সারথি এবং অশ্বগণের সহিত অশ্বত্থামার প্রজ্বলিত

অনল তুল্য শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তখন মহাবাহু ভীমসেন মালব, পৌরব ও চেদিদেশীয় যুবরাজকে দ্রোণপুত্রের শরে নিহত দেখিয়া সরোষ নয়নে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ সদৃশ সুনিশিত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অশ্বত্থামারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাতেজা দ্রোণতনয় সেই ভীমনিক্ষিপ্ত শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বত্থামার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে শরবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহামনা দ্রোণনন্দন তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ভীমসেনকে শরজালে নিপীড়িত করিলেন। এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ও ভীমসেন জলধারাবর্ষী জলধর দ্বয়ের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ দিনকর মেঘজালে আবৃত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ দ্রোণকুমার ভীমনামাঙ্কিত সুবর্ণপুঙ্খ সুনিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন। ভীমসেনও দ্রোণপুত্র পরিত্যক্ত নতপর্ব্ব শরজালে সমাবৃত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় বৃকোদর দ্রোণপুত্রের অসংখ্য শরে আহত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুতনয় সুবর্ণ বিভূষিত যমদণ্ড সদৃশ নিশিত দশ নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। ভুজঙ্গমগণ যেমন বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই নারাচ সকল দ্রোণপুত্রের জক্রদেশ ভেদ করিয়া দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অশ্বত্থামা এই রূপে মহাত্মা ভীমসেন কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক নয়ন দ্বয় নিমীলিত করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করত সরোষ নয়নে ও শোণিতাক্ত কলেবরে ভীমসেন রথের প্রতি ধাবমান হইয়া আকর্ণপূর্ণ আশীবিষ সদৃশ শত বাণ পরিত্যাগ করিলেন। সমরশ্লাঘী ভীমসেনও তাঁহার বলবীর্য্য স্মরণ করিয়া ভীষণ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অশ্বত্থামা নিশিত শরজালে ভীমসেনের কার্ম্মুক ছেদন ও কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত পাঁচ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে সেই রোষতাম্রাক্ষ বীরদ্বয় বর্ষাকালীন বারিবর্ষী মেঘ দ্বয়ের ন্যায় শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও ভীষণ তল শব্দে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন শরৎকালীন মধ্যাহ্নগত দিনকর সদৃশ প্রতাপশালী দ্রোণনন্দন সুবর্ণ ভূষিত শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক শরবর্ষী ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি যে কখন শরনিকর গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন আকর্ষণ ও কখনই বা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহার চাপমণ্ডল অলাতচক্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং শরাসনচ্যুত সহস্র সহস্র শর আকাশমার্গে শলভশ্রেণীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন ভীমসেনের রথ দ্রোণপুত্রের সেই সুবর্ণালঙ্কৃত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় আমরা ভীমপরাক্রম ভীমসেনের অদ্ভুত বলবীর্য্য ও কার্য্য অবলোকন করিলাম। তিনি অশ্বত্থামার সেই শরবৃষ্টি জলধারার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহার বিনাশার্থ সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ ভীষণ শরাসন সমাকৃষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রচাপের ন্যায় শোভমান হইল এবং ঐ চাপ হইতে সহস্র

সহস্র শর বিনির্গত হইয়া রণবিশারদ দ্রোণ-পুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই বীর দ্বয় মহাবেগে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যে, সমীরণও সেই শরবৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে। তৎপরে দ্রোণনন্দন ভীমসেনের বিনাশ কামনায় কাঞ্চনমণ্ডিত তৈলধৌত শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। বলবান্ ভীমসেন বিশিখ দ্বারা অন্তরীক্ষে তাঁহার প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদন পূর্ব্বক দ্রোণপুত্রকে থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার বিনাশার্থ পুনরায় ভীষণ শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাস্ত্রবেত্তা অশ্বত্থামা অস্ত্র দ্বারা সেই ভীম-নির্ম্মুক্ত শরবৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিলেন। তখন বলবান্ বৃকোদর চাপবিহীন হইয়া ক্রোধভরে অশ্বত্থামার রথের প্রতি সুদারুণ রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণকুমারও পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে মহোল্কা সদৃশ সহসা সমাগত রথশক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বিশিখজালে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় আনতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের সারথির ললাট বিদারণ করিলেন। সারথি অশ্বত্থামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমোহিত হইল। সারথি মোহিত হইলে অশ্বগণ ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অপরাজিত অশ্বত্থামা ভীমসেনকে পলায়মান অশ্বগণ কর্ত্তৃক সমর হইতে অপনীত অবলোকন করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে বিপুল শঙ্খ বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে ভীমসেন পলায়ন পরায়ণ হইলে পাঞ্চালগণও ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দ্রোণতনয় সেই পলায়মান পাণ্ডব সেনাগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করত মহাবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভীতমনে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সমস্ত সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অশ্বত্থামারে সংহার করিবার বাসনায় তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। সৈন্যগণ অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রযত্নে নিবারিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তখন একমাত্র ধনঞ্জয় সোমক, যবন, মৎস্য ও অন্যান্য পৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া অবিলম্বে সিংহলাঙ্গুলধ্বজ অশ্বত্থামার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরুপুত্র! তুমি পুনরায় আমারে তোমার সেই বল, বীর্য্য, জ্ঞান, পুরুষকার, দিব্য তেজ এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি প্রীতি ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রদর্শন কর। এ ক্ষণে দ্রোণ সংহারকারী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন; অতএব তুমি সেই কালানল-তুল্য, বিপক্ষগণের অন্তক সদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং আমার ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি অতিশয় উদ্ধত, আমি অদ্যই তোমার দর্প চূর্ণ করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মহাবল পরাক্রান্ত ও সম্মান ভাজন। অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার সবিশেষ প্রীতি আছে এবং অর্জ্জুনও তাঁহার প্রতি সমুচিত সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। অর্জ্জুন স্বীয় প্রিয়সখা অশ্বত্থামারে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বে কখনই এই রূপ কঠোর বাক্য প্র-

য়োগ করে নাই ; কিন্তু আজি কি নিমিত্ত তাঁহারে এই রূপ কহিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইতি পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সেই সমস্ত বাক্যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের মর্ম্মদেশ নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। এ ক্ষণে আবার চেদিদেশীয় যুবরাজ, পুরুবংশীয় বৃহৎক্ষত্র ও মালব দেশীয় সুদর্শন নিহত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভীমসেন পরাজিত হইলে পূর্ব্ব দুঃখ সমুদায় স্মৃতিপথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব ক্রোধের উদ্রেক হইল। এই নিমিত্তই তিনি কাপুরুষের ন্যায় সম্মান ভাজন অশ্বত্থামার উপর নিতান্ত অনুপযুক্ত অশ্লীল ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় ক্রোধোপহতচিত্ত ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার ও বিশেষত বাসুদেবের উপর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি আচমন পুরঃসর যত্ন সহকারে দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ বিধূম পাবক সদৃশ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া দৃশ্য ও অদৃশ্য শত্রুগণের উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে নভোমণ্ডলে জ্বালাকরাল ভীষণ শরবৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিল। ঐ সময় গগনতল হইতে মহোল্কা সকল নিপতিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে গাঢ়তর অন্ধকার সহসা সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিল। দিঙ্মণ্ডল অপ্রকাশিত হইল। রাক্ষস ও পিশাচগণ সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অমঙ্গলজনক সমীরণ প্রবাহিত হইল। সূর্য্যদেব আর উত্তাপ প্রদানে সমর্থ হইলেন না। বায়সগণ চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার করিতে লাগিল। জলদজাল রুধিরধারা বর্ষণ পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে গোপ্রভৃতি পশু পক্ষী ও ব্রতপরায়ণ মুনিগণ শান্তি লাভে সমর্থ হইলেন না। মহাভূত সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন সূর্য্যের সহিত সমুদায় বিশ্ব উদ্‌ভ্রান্ত ও জ্বরাবিষ্টের ন্যায় নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছে। মাতঙ্গগণ অস্ত্রতেজে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। জলাশয় সকল সন্তপ্ত হওয়াতে তন্মধ্যস্থিত জীব জন্তুগণ তেজঃপ্রভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া কোন ক্রমেই শান্তি লাভে সমর্থ হইল না। ঐ সময় দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল হইতে গরুড় ও সমীরণের তুল্য বেগশালী নানাবিধ শরনিকর প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। অরাতিগণ মহাবীর অশ্বত্থামার বজ্রবেগ তুল্য সেই সমস্ত শর দ্বারা সমাহত ও দগ্ধ হইয়া অনলদগ্ধ পাদপের ন্যায় নিপতিত হইল। উন্নতকায় মাতঙ্গগণ শরানলে দগ্ধ হইয়া জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কতগুলি অরণ্য মধ্যে দাবানল পরিবেষ্টিত হইয়াই যেন ভীত চিত্তে অনবরত চীৎকার করত ধাবমান হইল। অশ্ব ও রথ সকল কানন মধ্যে দাবানল দগ্ধ মহীরুহ শিখরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বহুসংখ্য রথ ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। এই রূপে ভগবান্ হুতাশন প্রলয়কালীন সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় সেই পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মাহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ এই রূপে অশ্বত্থামার শর প্রভাবে পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে মহাবীর অর্জ্জুন ও সমস্ত সৈন্যগণকে আর কেহই দেখিতে পাইল না।

হে মহারাজ! দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা ঐ সময় ক্রোধভরে যে রূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন; আমরা পূর্ব্বে আর কখন সেই রূপ অস্ত্র দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

এই রূপে অশ্বত্থামার শরজাল প্রভাবে সমুদায় সৈন্য নিতান্ত নিপীড়িত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় উহা প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সেই গাঢ়তর অন্ধকার নিরাকৃত ও দিগ্মণ্ডল সুনির্ম্মল হইল। সুশীতল অনিল প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা সেই অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্রতেজে দগ্ধ ও অনভিব্যক্ত রূপে নিহত নিরীক্ষণ করিলাম। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব ঘোর অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া অক্ষত শরীরে পতাকা, ধ্বজ, রথ, অশ্ব, অনুকর্ষ ও আয়ুধের সহিত সুশোভিত এবং নভোমণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় অবলোকিত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তুমুল কোলাহল এবং শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনি করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষীয় সেনাগণ কেশব ও অর্জ্জুনকে তেজঃ সমাচ্ছন্ন নিরীক্ষণ করিয়া নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছিল; এ ক্ষণে ঐ বীর দ্বয়কে অক্ষত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। তখন কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে প্রফুল্ল চিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে তেজঃপ্রতিমুক্ত অবলোকন করিয়া দুঃখিত মনে মুহূর্ত্তকাল তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে শোকাকুলিত চিত্তে বিষণ্ণ মনে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কার্ম্মুক পরিহার পূর্ব্বক মহাবেগে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অহো-ধিক্ সমুদায়ই মিথ্যা এই কথা বারংবার উচ্চারণ করত রণস্থল হইতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে নীরদ শ্যামল বেদ বিভক্তা দেবী সরস্বতীর আবাস স্বরূপ ব্যাসদেব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দ্রোণতনয় মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নিরীক্ষণ করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দীন ভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন, ভগবন্! আমার অস্ত্র কি নিমিত্ত নিষ্ফল হইল? কোন্ মায়া প্রভাবে বা আমার কোন্ ব্যতিক্রম হওয়াতে এই অস্ত্রশক্তির অনিয়ম ঘটিয়াছে, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় যে জীবিত আছেন, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য। যাহা হউক, কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুষ্কর। আমি অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কি অসুর কি গন্ধর্ব্ব কি পিশাচ কি রাক্ষস কি সর্প কি পক্ষী কি মনুষ্য কেহই উহা নিষ্ফল করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু এ ক্ষণে সেই মৎপ্রযুক্ত মর্ম্মঘাতী অস্ত্র কেবল এই অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করিয়া প্রশান্ত হইল। সর্ব্বধর্ম্ম পরায়ণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় কি নিমিত্ত উহাতে বিনষ্ট হইলেন না। হে ভগবন্! আপনি ইহার যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন করুন; শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে। মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক এই রূপে প্রার্থিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে ভারদ্বাজ তনয়! তুমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমারে যে গুরুতর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পূর্ব্বতন লোকদিগেরও পূর্ব্বজ, বিশ্বকর্ত্তা, ভগবান্ নারায়ণ কার্য্য সাধনার্থ ধর্ম্মের পুত্র হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সেই সূর্য্য ও অনল প্রতিম কমললোচন মহাতেজা হিমালয় পর্ব্বতে প্রথমত ষষ্ঠিলক্ষ ও ষষ্টি সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধ্ববাহু হইয়া বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করত আত্মারে পরিশুষ্ক করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বি-

গুণ কাল অন্য কঠোর তপশ্চরণ করিয়া তেজঃ প্রভাবে রোদসী পরিপূরিত করিলেন এবং পরিশেষে সেই তপঃপ্রভাবে নিতান্ত নির্লেপ হইয়া একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য দেবাদিদেব বিশ্বযোনি জগৎপতি পশুপতির সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইলেন। মহাত্মা ত্রিপুরনিসূদন শম্ভু সর্ব্বদেবের প্রভু এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ও মহৎ হইতেও মহত্তর। তিনি রুদ্র, ঈশান, হর, জটাজূটধারী, চৈতন্য স্বরূপ এবং স্থাবর ও জঙ্গমের নিদানভূত। তিনি শুভ্র, দুর্নিবার, তিগ্মমন্যু, সর্ব্বসংহর্ত্তা, প্রচেতা, অনন্তবীর্য্য এবং দিব্য শরাসন ও তূণীর, হিরণ্যবর্ম্ম, পিনাক, বজ্র, শূল, পরশু, গদা, সুদীর্ঘ অসি ও মুষলধারী। অহি, তাঁহার যজ্ঞোপবীত, পরিবেয় ব্যাঘ্রাজিন, করে দণ্ড ও বাহুতে অঙ্গদ; তিনি সতত জীব সমূহে পরিবেষ্টিত, অদ্বিতীয় পুরুষ ও তপস্যার নিধান। বৃদ্ধেরা ইষ্ট বাক্য দ্বারা সতত তাঁহারে স্তুতি করিয়া থাকেন। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল, অগ্নি ও এই জগতের পরিমাণ। দুরাচারেরা কখনই সেই মোক্ষদাতা ব্রহ্মদ্বেষী নিহন্ত আদিপুরুষে দর্শনে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধবৃত্ত ব্রাহ্মণগণ বিশোক ও নিষ্পাপ হইলে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন।

হে ভারদ্বাজতনয়! ভগবান্ নারায়ণ সেই তেজোনিধান অক্ষমালাধারী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়মান অন্ধক নিপাতক বিরূপাক্ষকে দর্শন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর ভক্তিভাবে তাঁহারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে আদিদেব! হে বরেণ্য! দেবগণেরও পূর্ব্বজ যে প্রজাপতিগণ এই বসুন্ধরা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই তোমার দেহসম্ভূত। তুমি সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, নাগ, নর, সুপর্ণ প্রভৃতি বিবিধ জীবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার নিমিত্তই ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, বিশ্বকর্ম্মা, সোম, ও পিতৃলোকেরা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতেছেন। রূপ, জ্যোতি, শব্দ, আকাশ, বায়ু, স্পর্শ, আজ্য, সলিল, গন্ধ, উর্ব্বী, কাল, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, বেদ এবং চরাচর বিশ্ব তোমা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। তোমার প্রভাবে সলিল রাশি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত একাকার হয়। কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রাণিগণের এই রূপ উৎপত্তি ও সংহার অবগত হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি স্বপ্রকাশ সত্য স্বরূপ মনোগম্য জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটি পক্ষী, চতুর্ব্বিধ বাক্যরূপ শাখা সম্পন্ন পিপ্পল বৃক্ষ এবং পঞ্চ মহাভূত, মন ও বুদ্ধি এই সাত ও শরীর প্রতিপালক অন্য দশ ইন্দ্রিয় রূপ রক্ষকের সৃষ্টি করিয়াছ; কিন্তু তুমি ঐ সমুদায় হইতে স্বতন্ত্র। অনন্তত্ব প্রযুক্ত অনির্দ্দেশ্য ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় তোমারই সৃষ্ট এবং তোমা হইতেই সপ্ত ভুবন ও বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেব! আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত; এ ক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। তুমি বিপক্ষেরও বিপক্ষ; এ ক্ষণে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর; বিপক্ষতাচরণ করিও না। তুমি বৃহৎ, প্রকাশ স্বরূপ, দুর্জ্ঞেয় ও আত্মা; লোকে তোমার তত্ত্ব অবগত হইলেই তোমারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে দেবপ্রধান! তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বধর্ম্মবেদ্য; আমি তোমারে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ ক্ষণে তুমি বিকৃত না হইয়া আমারে আমার অভিলষিত নিতান্ত দুর্লভ বর প্রদান কর।

হে দ্রোণপুত্র! নারায়ণ, অচিন্ত্যাত্মা পিনাকপাণি নীলকণ্ঠকে এই রূপে স্তব করিলে তিনি তাঁহারে বর প্রদান করত কহিলেন, হে নারায়ণ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া কহিতেছি যে, মনুষ্য, দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে কেহই তোমার তুল্য বলশালী হইবে না। দৈব, অসুর, উরগ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, নর, রাক্ষস বা সুপর্ণগণ বিশ্ব মধ্যে কেহই তোমারে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তুমি সমরাঙ্গনে আমা হইতে অধিক পরাক্রমশালী হইবে; আমার প্রসাদে কোন ব্যক্তিই কি শস্ত্র কি বজ্র কি অগ্নি কি বায়ু কি আর্দ্র বস্তু কি শুষ্ক পদার্থ কি স্থাবর কি জঙ্গম দ্রব্য কিছুতেই তোমার ক্লেশোৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। হে ভারদ্বাজতনয়! পূর্ব্বকালে হৃষীকেশ এই রূপ বর লাভ করিয়াছিলেন। এ ক্ষণে তিনিই বাসুদেব রূপে মায়া প্রভাবে সমুদায় জগন্মণ্ডল মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। ইনি সেই নারায়ণের তপঃপ্রভাব সঞ্জাত নরনামা মহর্ষি। ঐ দুই মহাত্মা আদ্য দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ। উহাঁরা লোকযাত্রা বিধানের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে মহামতে! তুমিও সেই কর্ম্ম এবং তপোবলে তেজ ও ক্রোধযুক্ত হইয়া রুদ্রদেবের অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। তুমি পূর্ব্ব জন্মে এক জন দেবতুল্য বিজ্ঞ ছিলে। তুমি এই জগৎকে মহেশ্বরময় জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রিয় চিকীর্ষায় নিয়ম দ্বারা আত্মারে পরিক্লিষ্ট এবং পরম পবিত্র মন্ত্র জপ, হোম ও উপহারাদি দ্বারা সেই দেবাদিদেবকে অর্চ্চিত করিয়াছ। ভগবান্ রুদ্রদেব তোমার পূজায় প্রীত হইয়া তোমারেও অভিমত উৎকৃষ্ট বর সকল প্রদান করেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জন্ম, কর্ম্ম ও তপস্যা যেরূপ উৎকৃষ্ট, তোমারও তদ্রূপ। তাঁহারা যেরূপ যুগে যুগে দেবাদিদেবকে লিঙ্গে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ করিয়াছ। যিনি মহাদেবকে সর্ব্বরূপ অবগত হইয়া সতত শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইনি সেই রুদ্রসম্ভূত ও রুদ্রভক্ত কেশব। উহাঁতে আত্মযোগ ও শাস্ত্রযোগ নিরন্তর বিদ্যমান আছে। দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভার্থ সতত তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বাসুদেব শিবলিঙ্গকে সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণ জানিয়া সতত অর্চ্চনা করেন; মহাত্মা বৃষভধ্বজও কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় মহারথ দ্রোণপুত্র বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রুদ্রদেবকে নমস্কার ও কেশবকে মহান্ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহার গাত্র পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎপরে মহর্ষি বেদব্যাসকে অভিবাদন পূর্ব্বক সৈন্য মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া অবহার করিলেন। তখন পাণ্ডবগণও অবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিনমাত্র যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য সেনা বিনাশ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সমরাঙ্গনে আচার্য্য নিহত হওয়াতে কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অতিরথাগ্রগণ্য দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত ও কৌরবগণ রণপরাঙ্মুখ হইলে

কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় স্বীয় বিজয়াবহ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আমি যৎকালে সংগ্রামে সুনিশিত শরনিকরে শত্রুনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে পাবক সন্নিভ কোন পুরুষকে আমার অগ্র ভাগে অবলোকন করিলাম। তিনি শূল উত্তোলন পূর্ব্বক যে যে দিকে ধাবমান হইলেন, সেই সেই দিকের বিপক্ষগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সকলে বোধ করিল যে, আমা-হইতেই সমুদায় সৈন্য ভগ্ন হইতেছে। কিন্তু বস্তুত আমি তৎকালে কেবল সেই হুতা-শন সন্নিভ পুরুষের পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক ভগ্ন সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিয়াছি। হে মহর্ষে! সেই সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ সম্পন্ন শূলপাণি মহাপুরুষ কে? আমি দেখিলাম, তিনি ভূতলে পদ স্পর্শ বা শূল পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার তেজঃ প্রভাবে শূল হইতে সহস্র সহস্র শূল বিনির্গত হইতে লাগিল। ব্যাসদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের নিদান স্বরূপ, সর্ব্বশরীরশায়ী, ত্রৈলোক্য শরীর, সর্ব্ব লোক নিয়ন্তা, তেজোময়, দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিয়াছ। যে মহাত্মা ভুবনব্যাপী, জটিল, মঙ্গলদায়ক, ত্রিনেত্র, মহাভুজ, রুদ্র, শিখী, চীরবাসা, স্থাণু, বরদাতা, জগৎপ্রধান, জগদানন্দকর জগদযোনি, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্র-ষ্টা, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বেশ্বর, কর্ম্মের ঈশ্বর, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, ভূতনাথ, ত্রিকালস্রষ্টা, যোগস্বরূপ যোগেশ্বর, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, দুর্জ্জেয়, জ্ঞানাত্মা, জ্ঞান-স্বরূপ, জ্ঞানগম্য, লোকত্রয়বিধাতা, লোক ত্রয়ের আশ্রয়, জন্মমৃত্যু জরাবিহীন ও ভক্তগণের বাঞ্ছিতপ্রদ, তুমি সেই দেবা-দিদেবের শরণাপন্ন হও। বামন, জটিল, মুণ্ড, হ্রস্বগ্রীব, মহোদর, মহাকায়, মহোৎ-সাহ ও মহাকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বিকৃত বেশধারী, বিকৃতানন, বিকৃতপাদ প্রাণিগণ তাঁহার পারিষদ্। তিনি তাহাদের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রসন্ন চিত্তে তোমার অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বহুরূপধর মহাধনুর্দ্ধর মহেশ্বর ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কর্ণের রক্ষিত সেনাগণকে পরাভূত করিতে বাসনা করিতে পারে? যাহা হউক, মহাত্মা মহেশ্বর অগ্রে অবস্থিত হইলে কোন ব্যক্তিই সংগ্রামে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। এই ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার সমান আর কেহই নাই। মহাদেব কোপাবিষ্ট হইলে তাঁহার আগমনেই অসংখ্য সৈন্য নিহত, কম্পিত ও পতিত হইয়া থাকে। স্বর্গে সুরগণ নিরন্তর তাঁহারে নমস্কার করেন। যে সমস্ত স্বর্গ লাভোপ-যুক্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য মানবগণ সেই উমাপতি মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া থা-কেন, তাঁহারা ইহলোকে সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়া পরলোকে সদ্গতি লাভ করেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সেই রুদ্র, নীলকণ্ঠ, সূক্ষ্ম, দীপ্ত তম, কপর্দ্দী, করাল, পিঙ্গলাক্ষ, বরদ, যাম্য, রক্তকেশ, সদাচার নিরত, শঙ্কর, কল্যাণকর, হরিনেত্র, স্থাণু, হরিকেশ, কৃশ, ভাস্কর, সুতীর্থ, দেবদেব, বেগবান, বহুরূপ, প্রিয়, প্রিয়বাসা, উষ্ণীষধর, সুবক্ত্র, বৃষ্টিকর্ত্তা, গিরিশ, প্রশান্ত, যতি, চীরবাসা, সুবর্ণালঙ্কৃতবাহু, উগ্র, দিক্‌পতি, পযন্য-পতি, ভূতপতি, বৃক্ষপতি, গোপতি, বৃক্ষা-বৃতদেহ, সেনানী, অন্তর্য্যামী, স্রুবহস্ত, ধনু-র্দ্ধর, ভার্গব, বিশ্বপতি, মুঞ্জবাসা, সহস্র-মস্তক, সহস্রনয়ন, সহস্রবাহু ও সহস্র চরণ, ভূতভাবন ভগবান্‌কে নিরন্তর নমস্কার কর। যিনি বরদ, ভুবনেশ্বর, উমাপতি, বিরু-

পাক্ষ, দক্ষযজ্ঞ বিনাশন, প্রজাপতি, অনাকুল, ভূতপতি, অব্যয়, কপর্দ্দী, ব্রহ্মাদির ভ্রাময়িতা, প্রশস্তগর্ভ, বৃষধ্বজ, ত্রৈলোক্য সংহার সমর্থ, ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মপ্রধান, ইন্দ্রাদির শ্রেষ্ঠ, বৃষাঙ্ক, ধার্ম্মিকগণের বহু ফলপ্রদ, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ, যোগধর্ম্মৈকগম্য, শ্রেষ্ঠ, প্রহরণধারী, ধর্ম্মাত্মা, মহেশ্বর, মহোদর, মহাকায়, দ্বীপিচর্ম্মবাসা, লোকেশ, বরদ, ব্রহ্মণ্য, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ত্রিশূলপাণি, খড়্গচর্ম্মধারী, পিনাকী, লোকপতি ও ঈশ্বর, তুমি সেই দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও। আমি সেই চীরবাসা শরণ্য ঈশান দেবের শরণাপন্ন হইলাম। সেই বৈশ্রবণ সখা, সুরেশ, সুবাসা, সুব্রত, সুধন্বা, প্রিয়ধন্বা, বাণ স্বরূপ, মৌর্ব্বী স্বরূপ, ধনুঃস্বরূপ, ধনুর্ব্বেদগুরু, উগ্রায়ুধ, দেব, সুরাগ্রগণ্য, বহুরূপ, বহু ধনুর্দ্ধর, স্থাণু, ত্রিপুরঘ্ন, ভয়নেত্রঘ্ন, বনস্পতির পতি, নরগণের পতি, মাতৃগণের পতি, গণপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, জলপতি, দেবপতি, পূষ্ণোদন্ত বিনাশন, ত্র্যম্বক, বরদ, হর, নীলকণ্ঠ ও স্বর্ণকেশ ভগবান্‌কে নমস্কার।

হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে আমি আপনার জ্ঞান ও শ্রবণানুসারে তাঁহার দিব্য কর্ম্ম সমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি কোপাবিষ্ট হইলে সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ পাতালগত হইয়াও পরিত্রাণ পায় না। পূর্ব্বে দক্ষরাজ যজ্ঞের সমুদায় সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধি পূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাদেব কুপিত ও নির্দ্দয় হইয়া তাঁহার যজ্ঞ ধ্বংস করত বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণ কেহই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট দর্শন এবং তাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদায় সুরাসুর নিপতিত ও মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎকালে সলিলরাশি সংক্ষুব্ধ, বসুন্ধরা কম্পিত, পর্ব্বত ও দিক্ সকল বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হইতেলাগিল। গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হওয়াতে সমুদায়ই অপ্রকাশিত হইল। সূর্য্য প্রভৃতি সমুদায় জ্যোতিঃপদার্থের প্রভা ধ্বংস হইয়া গেল। ঋষিগণ ভীত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া আপনাদিগের ও অন্যান্য প্রাণিগণের মঙ্গলার্থ শান্তি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সূর্য্যদেব যজ্ঞীয় পুরোডাস্ ভক্ষণ করিতেছিলেন, শঙ্কর হাস্য মুখে তাঁহার নিকট ধাবমান হইয়া তাঁহার দশনোৎপাটন করিলেন। দেবগণ তদ্দর্শনে কম্পিতকলেবর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় দেবগণের প্রতি স্ফুলিঙ্গ ও ধূমপূর্ণ সুনিশিত শরজাল সন্ধান করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহারে প্রণাম করত তাঁহার নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ যজ্ঞভাগ কল্পিত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন কৈলাসনাথ কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই যজ্ঞ পুনঃস্থাপন করিলেন। হে অর্জ্জুন! সুরগণ সেই অবধি তাঁহার নিকট নিতান্ত ভীত হইয়া আছেন; অদ্যাপি তাঁহাদের ভয় দূরীভূত হয় নাই।

পূর্ব্বকালে স্বর্গে মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণের সুবর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ নির্ম্মিত তিনটি পুর ছিল। কমলাক্ষ, সুবর্ণময়, তারকাক্ষ, রজতময় ও বিদ্যুন্মালী লৌহময় পুর অধিকার করিত। দেবরাজ সমুদায় অস্ত্র দ্বারা ঐ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন নাই। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাত্মা মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে প্রভো! এই ত্রিপুরনিবাসী

অসুরত্রয় ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া লোককে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। হে দেবদেবেশ! আপনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি ইহাদিগের বিনাশ সাধনে সমর্থ হইবেন না। অতএব আপনি স্বয়ং ইহাদিগকে বিনাশ করুন, তাহা হইলে সর্ব্বকার্য্যে পশুগণ আপনার ভাগে নিযোজিত হইবে।

হে অর্জ্জুন! দেবগণ এই রূপ কহিলে ভগবান্ ভূতভাবন তাঁহাদিগের হিতার্থ তাঁহাদের বাক্য স্বীকার করিলেন এবং সেই ত্রিপুর নিপাতনার্থ গন্ধমাদন ও বিন্ধ্যাচলকে বংশধ্বজ, সসাগরা ধরিত্রীরে রথ, নাগেন্দ্র অনন্তকে অক্ষ, সূর্য্য ও চন্দ্রমারে চক্র, এলাপত্র ও পুষ্পদন্তকে অক্ষকীলক, মলয়াচলকে যূপ, তক্ষককে যুগবন্ধন, ভূতগণকে যোক্ত্র, চারি বেদকে চারি অশ্ব, উপবেদনিচয়কে কবিকা, সাবিত্রীরে প্রগ্রহ, ওঁকারকে প্রতোদ, ব্রহ্মারে সারথি, মন্দর পর্ব্বতকে গাণ্ডীব, বাসুকিরে গুণ, বিষ্ণুরে উৎকৃষ্ট শর, অগ্নিরে শল্য, অনিলকে শরপক্ষ, বৈবস্বত যমকে পুঙ্খ, চপলারে সিঞ্জিত ও সুমেরু পর্ব্বতকে ধ্বজ করিয়া সেই দিব্যরথে অরোহণ পুরঃসর এক অপ্রতিম ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সেই ব্যূহ মধ্যে অচলের ন্যায় সহস্র বৎসর অবস্থান করিলেন। পরিশেষে সেই পুরত্রয় অন্তরীক্ষে একত্র মিলিত হইলে তিনি ত্রিপর্ব্বযুক্ত শল্যে উহা ভেদ করিলেন। তখন দানবগণ সেই ত্রিপুর বা ত্রিলোচনের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় সেই কালাগ্নি, বিষ্ণু ও সোমসংযুক্ত শল্য দ্বারা ত্রিপুর দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে পার্ব্বতী বালকরূপধারী মহাদেবকে ক্রোড়ে লইয়া সেই পথ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তিনি দেবগণের মনের ভাব অবগত হইবার মানসে কহিলেন, হে দেবগণ! আমার ক্রোড়ে কে অবস্থান করিতেছে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র দুর্দ্দৈবক্রমে সেই বালকের উপর অসূয়া পরবশ হইয়া অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত হইলেন। ভগবান ভূতনাথ তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার বজ্রসংযুক্ত বাহু স্তম্ভিত করিলেন। পুরন্দর এই রূপে সেই বালকরূপী মহাদেবের প্রভাবে স্তম্ভিতবাহু হইয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সুরগণ ব্রহ্মারে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা পার্ব্বতীর ক্রোড়ে বালকরূপধারী এক অদ্ভুত জীবকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার অভিবাদন করি নাই। বালক আমাদের সেই অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ না করিয়াও অবলীলাক্রমে আমাদিগকে পুরন্দরের সহিত পরাজিত করিয়াছেন। আমরা সেই বালকের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য ব্রহ্মা দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর যোগ প্রভাবে সেই অমিততেজা বালককে ত্রিলোচন জানিতে পারিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! সেই বালক এই চরাচর জগতের প্রভু ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বর। তাঁহা অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠতর পদার্থ নাই। তোমরা পার্ব্বতীরক্রোড়ে যাঁহারে নিরীক্ষণ করিয়াছ, তিনি সেই পার্ব্বতীর নিমিত্তই বালকরূপ ধারণ করিয়াছেন; অতএব চল, আমরা সকলে তাঁহার নিকট গমনকরি। তিনি সর্ব্ব জনেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব। তোমরা সকলে সেই বালক সদৃশ ভুবনেশ্বরকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হও নাই।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে এই কথা বলিয়া মহেশ্বরের নিকট গমন ও তাঁহারে অবলোকন পূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান

করিয়া বন্দনা করত কহিলেন, হে দেব! তুমি এই ভুবনের যজ্ঞ, গতি ও শ্রেষ্ঠতর ব্রত। তুমি ভব, তুমি মহাদেব, তুমি ধাম ও তুমিই পরম পদ। তুমি এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। হে ভগবন্! হে ভূতভব্যেশ! হে লোকনাথ! হে জগৎপতে! তুমি ক্রোধার্দ্দিত পুরন্দরের প্রতি কৃপাবলোকন কর।

হে অর্জ্জুন! ভগবান্ মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে প্রসন্নতা প্রদর্শনে উন্মুখ হইয়া অট্টহাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সুরগণ ভগবতী পার্ব্বতী ও রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। দক্ষযজ্ঞ বিনাশন দেবাদিদেব মহাদেব ও পার্ব্বতী দেবগণের স্তবে তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহুও পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল। সেই রুদ্রদেবই শিব, অগ্নি ও সর্ব্ববেত্তা। তিনি ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার দ্বয় ও বিদ্যুৎ। তিনি ভব, পর্জ্জন্য ও নিষ্পাপ। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, ঈশান ও বরুণ। তিনি কাল, অন্তক, মৃত্যু, যম, রাত্রি ও দিবা। তিনি মাসার্দ্ধ, মাস, ঋতু সমূহ, সন্ধ্যাদ্বয় ও সম্বৎসর। তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বকর্ম্মকারী। তিনি স্বয়ং অশরীরী হইয়াও সকল দেবগণের আকার স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি দেবগণের স্তবনীয়। তিনি এক প্রকার, বহুপ্রকার, শত প্রকার, সহস্র প্রকার ও শত সহস্র প্রকার। বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন, যে, তাঁহার ঘোরা ও শিবা নামে দুই মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তি দ্বয় আবার বহুপ্রকার হইয়া থাকে। অগ্নি, বিষ্ণু ও ভাস্করই তাঁহার ঘোরা মূর্ত্তি এবং সলিল, চন্দ্র ও জ্যোতিঃ পদার্থ সমুদায়ই তাঁহার সৌম্যা মূর্ত্তি। বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, পুরাণ ও অধ্যাত্ম নিশ্চয় মধ্যে যাহা নিতান্ত গূঢ় আছে, তাহাই দেব মহেশ্বর। তিনি বহুল ও জন্ম বিবর্জ্জিত।

হে অর্জ্জুন! সেই ভূতভাবন ভগবান্ শিব এই রূপ। আমি সহস্র বৎসরেও তাঁহার সমস্ত গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহি। সেই শরণাগতানুকম্পী দেবাদিদেব শরণাগত ব্যক্তি সর্ব্বগ্রহ গৃহীত ও সর্ব্বপাপ সমন্বিত হইলেও তাহার উপর প্রীত হইয়া তাহারে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি মনুষ্যদিগকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত ও সমগ্র অভিলাষ প্রদান এবং পুনরায় প্রত্যাহরণ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে তাঁহারই ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে। তিনি মনুষ্যগণের শুভ ও অশুভ বিষয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তিনি স্বীয় ঈশ্বরত্ব প্রভাবে সমুদায় অভিলষিত বিষয় লাভ করিতে পারেন। তিনি মহতের ঈশ্বর ও মহেশ্বর, তিনি বহুতর রূপ পরিগ্রহ করিয়া এই বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার আস্যদেশ সমুদ্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তোয়ময় হবি পান করত বড়বামুখ নামে কীর্ত্তিত হইতেছে। তিনি প্রতিনিয়ত শ্মশানে বাস করেন। মনুষ্যেরা সেই বীরস্থানে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। সেই ঈশ্বরের উজ্জ্বল ভয়ঙ্কর বহুতর রূপ আছে। মনুষ্যেরা ঐ সমস্ত রূপের উপাসনা ও বর্ণনা করিয়া থাকে। লোকে তাঁহার কার্য্যের মহত্ত্ব ও বিভুত্ব প্রযুক্ত বহুতর সার্থক নাম কীর্ত্তন করে। বেদে তাঁহার শতরুদ্রীয় স্তব, অনন্ত রুদ্র মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি দিব্য ও মানুষ অভিলাষ সকল প্রদান করিয়া থাকেন। সেই বিভু এই বিশ্ব সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ তাঁহারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তিনি দেবগণের আদি। তাঁহার আস্যদেশ হইতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তিনি নিরন্তর পশুপালন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহারে পশু-

পতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাঁহার লিঙ্গ নিত্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং তিনি সতত লোক সকলকে উৎসবযুক্ত করেন, এই নিমিত্তই লোকে তাঁহারে মহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করে। ঋষি, দেবতা অপসরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সেই লিঙ্গ উন্নতভাবে অবস্থিত আছে। উহা পূজিত হইলে মহেশ্বর আনন্দিত হইয়া থাকেন। ত্রিকাল মধ্যে মহাত্মা মহেশ্বরের স্থাবর জঙ্গমাত্মক বহুতর রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্তই তিনি বহুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি একাক্ষি দ্বারা জাজ্বল্যমান বা সর্ব্বত অক্ষিময় হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লোক মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহারে সর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তিনি ধূম্ররূপ, এই নিমিত্ত ধূর্জটি বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাঁহাতে বিশ্বদেব অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বকার্য্যে অর্থ সকল পরিবর্দ্ধিত ও মনুষ্যগণের মঙ্গল অভিলাষ করেন, এই নিমিত্ত শিবনামে প্রসিদ্ধ আছেন। তিনি সহস্রাক্ষ, অযুতাক্ষ ও সর্ব্বত অক্ষিমৎ। তিনি এই মহৎ বিশ্বকে প্রতিপালন করিতেছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহারে মহাদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই ভুবনেশ্বর ত্রিলোক প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়া ত্র্যম্বক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি প্রাণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ এবং সমাধি দ্বারা সাক্ষিরূপ হইয়াও অবিকৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকে তাঁহারে স্থাণু নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকাশকীর্ণ তেজোরাশি তাঁহার কেশস্বরূপ হওয়াতে তিনি ব্যোমকেশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কপি শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম। মহাত্মা মহাদেব শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্ম স্বরূপ বলিয়া বৃষাকপি নামে বিখ্যাত আছেন। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরকে নিগ্রহ করিয়া সংহার করেন বলিয়া লোকে তাঁহারে হর নামে কীর্ত্তন করে। তিনি উন্মীলিত নেত্রদ্বয় হইতে বলপূর্ব্বক ললাটে নয়ন সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ত্র্যম্বক নামে কথিত হইয়া থাকেন। তিনি কি পাপাত্মা কি পুণ্যশীল সমুদায় শরীরীর শরীরে সমভাবে প্রাণ, অপান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বায়ুরূপে অবস্থান করিতেছেন। যিনি মহাদেবের বিগ্রহপূজা ও লিঙ্গার্চ্চন করেন, তাঁহার নিত্য লক্ষ্মী লাভ হয়। তাঁহার কেবল এক পদ অগ্নিময় ও অন্য পদ সোমময়, এমন নহে, সমুদায় শরীরেই অর্দ্ধাংশ অগ্নিময় ও অর্দ্ধাংশ সোমময় বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার অগ্নিময় দেহ দেবগণ ও মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান্। মহাত্মা মহাদেবের যে মঙ্গলদায়িনী মূর্ত্তি আছে, তিনি সেই মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান এবং তাঁহার যে ঘোরতর মূর্ত্তি আছে, তাহা ধারণ পূর্ব্বক সকলকে সংহার করেন। তিনি দহনশীল, তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রতাপশালী, এবং মাংস শোণিত ও মজ্জা ভোজী বলিয়া রুদ্র নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! তুমি সংগ্রাম কালে যে পিনাকধারী দেবদেব মহাদেবকে তোমার অগ্রভাগে অবস্থিত ও শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়াছ, এই তাঁহারই গুণ কীর্ত্তন করিলাম। তুমি সিন্ধুরাজ বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে কৃষ্ণ তাঁহারেই তোমায় স্বপ্নে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। ঐ ভগবানই সংগ্রামে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। তুমি যাঁহার প্রদত্ত অস্ত্রের প্রভাবে

দানবগণকে নিপাতিত করিয়াছ; তোমার নিকট সেই দেবদেবের ধন্য যশস্য আয়ুষ্য পরম পবিত্র বেদসম্মিত শতরুদ্রীয় ব্যাখ্যা করিলাম। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই সর্ব্বার্থ সাধক সর্ব্বপাপ বিনাশন ভয়দুঃখ নিবারণ পবিত্র চতুর্ব্বিধ স্তোত্র শ্রবণ করে, সে সমুদায় শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া শিবলোকে পূজিত হয়। যে মনুষ্য সর্ব্বদা যত্নবান্ হইয়া মহাত্মা মহাদেবের মঙ্গলপ্রদ সাংগ্রামিক দিব্য চরিত ও শতরুদ্রীয় পাঠ বা শ্রবণ পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে ত্রিনয়ন প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করেন। হে অর্জ্জুন! তুমি এ ক্ষণে গমন পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। জনার্দ্দন যাহার পার্শ্বস্থ মন্ত্রী ও রক্ষিতা, তাহার পরাজয় সম্ভাবনা কখনই নাই।

হে মহারাজ! পরাশর তনয় ব্যাসদেব সংগ্রামস্থলে অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে রাজন! এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। বেদাধ্যয়নে যে ফল, এই দ্রোণ পর্ব্ব অধ্যয়নেও সেই ফল লাভ হয়। এই-পর্ব্বে নির্ভয় ক্ষত্রিয়গণের যশ বর্ণিত এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাপলিপ্ত পুরুষও পাপমুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে। ইহা শ্রবণ ও পাঠে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞফল লাভ, ক্ষত্রিয়গণের ঘোর সংগ্রামে বিজয় লাভ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের ধন পুত্রাদি অভিলষিত বিষয় লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

নারায়ণাস্ত্র মোক্ষ পর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্রোণপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক্ সোসাইটির মুদ্রিত ও মৃত বাবু আশুতোষ দেবের পুস্তকালয়স্থ হস্ত লিখিত আর এক খানি মূল মহাভারত দৃষ্টে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল।

পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত।

কর্ণ পর্ব্ব।

দশম খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

"এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদ লাভ, ক্ষত্রিয়ের বল ও যুদ্ধে জয় লাভ হইয়া থাকে। বৈশ্যের প্রভূত ধন লাভ এবং শূদ্রের আরোগ্য লাভ হয়। এই পর্ব্বে সনাতন ভগবান্ নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবের এই কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, এই কর্ণ পর্ব্ব শ্রবণেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে।" মহাভারত।

সারস্বতাশ্রম।

পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮৫।

মহাভারতীয় কর্ণ পর্ব্বের সূচিপত্র ।

কর্ণপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

কর্ণ পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই-রূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহীপালগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া অশ্বত্থামার সন্নিধানে গমন করি-লেন। তৎকালে মোহ প্রভাবে তাঁহাদিগের তেজ প্রতিহত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা দ্রোণের নিমিত্ত নিতান্ত শোকাকুল হইয়া অশ্বত্থামারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন এবং শাস্ত্র বিহিত যুক্তি স্মরণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল আশ্বস্ত হইয়া রজনী উপস্থিত হইলে স্ব স্ব শিবিরে সমাগত হইলেন। তথায় তাঁহারা সেই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড স্মরণ করত শোক ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। ঐ রজনীতে মহাবীর সূতপুত্র, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও মহাবল সুবলনন্দন ইঁহারা সকলেই দুর্য্যো-ধনের আবাসে অবস্থান করিলেন। তাঁ-হারা পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া কালে দ্রৌপদীরে যে বলপূর্ব্বক সভায় আনয়ন ও পাণ্ডবগ-ণকে অশেষ বিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে তৎ সমুদায় স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখ ও উৎকণ্ঠার আর পরিসীমা রহিল না। সেই রজনী তাঁহা-দের শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই রূপে কৌরব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়-গণ অতি কষ্টে সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর প্রভাত কালে কৌরবগণ বিধি বিহিত অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া আশ্বস্ত চিত্তে ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং কর্ণকে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হস্তে মাঙ্গল্য সূত্র বন্ধন এবং দধি পাত্র, ঘৃত, অক্ষত, নিষ্ক, গো, হিরণ্য ও মহামূল্য বসন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তখন সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মহাবীর কর্ণকে জয়লাভ হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। এ দিকে পাণ্ডবেরাও প্রভাতোচিত ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধার্থ শিবির হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর পরস্পর জিগীষাপরবশ কৌরব ও পাণ্ডবগণের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কর্ণ কৌরবগণের সেনাপতি হইলে দুই

দিবস কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি আশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাবীর কর্ণ ঐ দুই দিনের মধ্যে বহু সংখ্য শত্রু বিনাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণের সমক্ষেই অর্জ্জুন শরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহামতি সঞ্জয় তদ্দর্শনে অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের সমর সংবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিহত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন; এ ক্ষণে দুর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠান পরায়ণ মহাবীর কর্ণের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি রূপে প্রাণ ধারণ করিলেন? তিনি যে কর্ণের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া পুত্রগণের বিজয়লাভের আসংশা করিতেন, সেই মহাবীর বিনষ্ট হইলে কিরূপে জীবন ধারণে সমর্থ হইলেন? তিনি এই একান্ত শোকাবহ বিষয়েও জীবন পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য অতি কৃচ্ছ্র-দশায় নিপতিত হইলেও কোনমতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে অভিলাষ করে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ, ভীষ্ম, বাহ্লীক, দ্রোণ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা এবং অন্যান্য অসংখ্য সুহৃৎ ও পুত্র পৌত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াও যখন জীবিত রহিলেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, প্রাণ পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। হে তপোধন! এ ক্ষণে আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্ব পুরুষগণের অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বিনষ্ট হইলে মহামতি সঞ্জয় যুজনীযোগে উদ্বিগ্ন মনে বায়ুবেগগামী অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক সত্বরে হস্তিনা নগরীতে গমন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং সেই হততেজা কুরুরাজকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পাদবন্দন ও ন্যায়ানুসারে সৎকার করিয়া অতি কষ্ট সহকারে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি সঞ্জয়। কেমন আপনি ত সুখে আছেন? আপনি আপনার দোষে ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া ত বিমোহিত হন নাই? বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম, কেশব এবং রাম, নারদ ও কর্ণ প্রভৃতি মহর্ষিগণ আপনারে সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে আপনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। এ ক্ষণে কি তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছেন না? ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার সুহৃদ্গণ আপনার হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি আপনার মন ব্যথিত হইতেছে না?

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে সঞ্জয়! দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। যিনি প্রতিদিন দশ সহস্র রথীর প্রাণ সংহার করিয়াছেন, সেই ভীষ্ম পাণ্ডব সুরক্ষিত শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর হইতেছে। ভৃগুনন্দন রাম বাল্যকালে যাঁহারে ধনুর্বেদে উপদেশ ও দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহার অনুগ্রহে পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য মহীপালগণ মহারথ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই সত্যসন্ধ মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ

করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে যাঁহাদের তুল্য চতুর্ব্বিধ অস্ত্রে পারদর্শী আর কেহই নাই, সেই বীরবরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণ কাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। হে সঞ্জয়! ত্রৈলোক্যে যাঁহার তুল্য অস্ত্রবেত্তা আর কেহই নাই, সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে আমার পক্ষীয়েরা কিরূপ অনুষ্ঠান করিল? মহাবীর ধনঞ্জয়ের বিক্রমে সংশপ্তক সৈন্যগণ বিনষ্ট, দ্রোণ পুত্রের নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত ও অন্যান্য সৈন্যগণ পলায়িত হইলে কৌরবেরা কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল? আমার বোধ হইতেছে, উহারা দ্রোণের নিধনানন্তর অর্ণব মধ্যস্থ নৌকার ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন ও পলায়িত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! সৈন্যগণ পলায়ন পরায়ণ হইলে কর্ণ, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি আমার অবশিষ্ট আত্মজগণের মুখবর্ণ কিরূপ হইল? তুমি এ ক্ষণে এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডব পক্ষীয় ও অস্মৎ পক্ষীয় বীরগণের পরাক্রম কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার অপরাধ বশত কৌরবগণের যে রূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি ব্যথিত হইবেন না। পণ্ডিত ব্যক্তি দৈব দুর্ঘটনায় অনুতাপ করেন না। মনুষ্যগণের অভিলষিত অর্থ লাভ দৈবায়ত্ত। অতএব ইষ্টের অপ্রাপ্তি বা অনিষ্ট প্রাপ্তি নিবন্ধন শোক করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি স্বীয় অশুভ ঘটনা শ্রবণে সমধিক ব্যথিত হই না। দৈবই আমার অনিষ্টের কারণ। অতএব, তুমি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত হইলে আপনার মহারথ পুত্রগণ বিষণ্ণ, ম্লানবদন ও বিচেতন প্রায় হইলেন। তাঁহারা সকলেই শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক শোকার্ত্তচিত্তে অবাঙ্মুখে পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কেহ কাহারে কিছুই কহিতে সমর্থ হইলেন না। সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া বিষণ্ন মনে ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টি হইয়া রহিল। দ্রোণ বিনাশ দর্শনে তাহাদিগের হস্ত হইতে শোণিতাক্ত শস্ত্র সমুদায় ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। হে মহারাজ! অস্ত্র সমুদায় সৈন্যগণের হস্তে লম্বমান থাকাতে নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্র জালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈনিকগণকে নিশ্চেষ্ট ও মৃতকল্প দেখিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! আমি তোমাদেরই বাহুবল আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু এ ক্ষণে ভারদ্বাজ নিহত হওয়াতে আমাদের সংগ্রাম নিতান্ত বিষণ্ণের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধেই যোধগণের মৃত্যু হইয়া থাকে। সমর প্রবৃত্ত বীর পুরুষের জয় লাভ বা মৃত্যু হয়, ইহা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা চতুর্দ্দিক্ হইতে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। ঐ দেখ, মহাবল মহাত্মা কর্ণ শরাসন ও দিব্যাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে বিচরণ করিতেছেন। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় যাঁহার ভয়ে মৃগেন্দ্র ভীত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় সতত প্রতিনিবৃত্ত হয়; যিনি মানুষ যুদ্ধেই অযুত নাগ তুল্য পরাক্রমশালী ভীমসেনকে তদ্রূপ দুরবস্থাপন্ন করিয়াছিলেন; এবং যিনি অমোঘ শক্তি দ্বারা দিব্যাস্ত্রবেত্তা মায়াবী ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছেন; অদ্য সেই দুর্ব্বার বীর্য্য সত্যসন্ধ

মহাবীরের অক্ষয্য বাহুবল সন্দর্শন কর। পাণ্ডবেরাও বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় অশ্বত্থামা ও কর্ণের পরাক্রম দর্শন করুক। তোমরা সকলেই বীর্য্যবান্ ও কৃতাস্ত্র। তোমাদের মিলিত হইবার কথা দূরে থাকুক, তোমরা প্রত্যেকেই সসৈন্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে নিপাতিত করিতে পার। হে মহারাজ! মহাবীর দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে এই কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া কর্ণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। রণদুর্ম্মদ মহারথ কর্ণ সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করত সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, কৈকয় ও বিদেহগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে ভ্রমর পংক্তির ন্যায় শত শত শরধারা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এই রূপে পরাক্রান্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত এবং সহস্র সহস্র যোধগণকে নিপাতিত করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হইয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র অপার শোকসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিহত বোধ করত বিহ্বল ও বিচেতন হইয়া বিসংজ্ঞ মাতঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। রাজা ভূতলে পতিত হইলে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের আর্ত্তনাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। ভরত কুলকামিনীগণ ঘোরতর শোকার্ণবে নিমগ্ন ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন গান্ধারী ও অন্যান্য মহিলাগণ রাজার নিকট আগমন পূর্ব্বক সংজ্ঞা শূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় সেই শোকমূর্চ্ছিত বাষ্পপরিপূর্ণ কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ সঞ্জয়ের বাক্যে সমাশ্বস্ত হইয়া বায়ু চালিত কদলীর ন্যায় বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল। মহাত্মা বিদুর প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে জল সেচন পূর্ব্বক তাঁহারে আশ্বাস প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক রমণীগণকে সমাগত জানিয়া নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রগণের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং শকুনির ও আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করত মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গবল্গণনন্দন! তুমি যাহা কহিলে, সমুদায় শ্রবণ করিলাম। আমার পুত্র রাজ্য কামুক দুর্য্যোধন ত জয় লাভে নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করে নাই? তুমি পুনরায় আমার নিকট উহা যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন কর।

মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! মহারথ কর্ণ স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে কাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন। যশস্বী ভীমসেন সমরে দুঃশাসনকে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার শোণিত পান করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বৎস! আমার অদূরদর্শী পুত্রের দুর্নীতি

বশতই কর্ণ নিহত হইয়াছে। সূতপুত্রের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে শোকে আমার মর্ম্মভেদ হইতেছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের মধ্যে কাহারা জীবিত রহিয়াছে, আর কাহারাই বা নিহত হইয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপবান্ দুরাধর্ষ শান্তনুনন্দন দশ দিনে অর্ব্বুদ সংখ্যক পাণ্ডব সৈন্য নিহত, মহাধনুর্দ্ধর দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালদিগের রথিগণকে নিপাতিত, মহাবীর কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণ হতাবশিষ্ট পাণ্ডব সৈন্যের অর্দ্ধাংশ ধ্বংস, মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র বিবিংশতি দ্বারকাবাসী শত শত যোধগণকে বিনষ্ট এবং অবন্তি দেশীয় রাজপুত্র মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দ দুষ্কর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। আপনার পুত্র বিকর্ণ হতাশ্ব ও ক্ষীণায়ুধ হইয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক শত্রুগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইয়াছেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন, দুর্য্যোধন-দুর্নীতিজনিত বিবিধ ক্লেশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছেন। সিন্ধুরাষ্ট্র প্রভৃতি দশটি রাজ্য যে বীরের বশবর্ত্তী ছিল; যে বীর সতত আপনার শাসনানুসারে কার্য্য করিতেন, অর্জ্জুন নিশিত শরনিকরে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিয়া সেই মহাবীর্য্য জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। পিতৃমতাবলম্বী যুদ্ধদুর্ম্মদ দুর্য্যোধনপুত্র সুভদ্রাতনয়ের, মহাবল পরাক্রান্ত সমরনিপুণ দুঃশাসন তনয় দ্রৌপদী নন্দনের, কৌরব বংশীয় শস্ত্র বিহীন ভূরিবিক্রম ভূরিশ্রবা সাত্যকির, সমর বিশারদ কৃতাস্ত্র অমর্ষ পূরিত দুঃশাসন ভীমসেনের এবং অর্ণবের অনুপবাসী কিরাতগণের অধিপতি, দেবরাজের প্রিয় সখা, ক্ষত্রধর্ম্ম নিরত ভগদত্ত ও নির্ভীকচিত্ত মহাধনুর্দ্ধর সংগ্রামনিরত অম্বষ্ঠরাজ শ্রুতায়ু ধনঞ্জয়ের হস্তে নিপাতিত হইয়াছেন। যে বীরের বহু সহস্র অদ্ভুত গজ সৈন্য ছিল, মহাবীর অর্জ্জুন সেই সুদক্ষিণকে সংহার করিয়াছেন। কৈলাসাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত বিপক্ষগণকে সংহার করিয়া অভিমন্যুর হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। আপনার পুত্র চিত্রসেন ভীমের সহিত বহু ক্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অসিচর্ম্মধারী শত্রুকুলের ভীষণ মদ্ররাজ নন্দন অভিমন্যুর হস্তে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমন্যুর বধে ক্রুদ্ধ হইয়া আত্ম প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ কর্ণের সমক্ষে দৃঢ়বিক্রম, অস্ত্র প্রয়োগ কুশল, কর্ণতুল্য তেজস্বী বৃষসেনকে নিহত করিয়াছেন। পাণ্ডবগণের বিষম বিপক্ষ রাজা শ্রুতায়ুও উঁহার হস্তে নিহত হইয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ ও কেকয় দেশীয় বৃহৎক্ষত্র সমরাঙ্গনে অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। সহদেব মহাবল পরাক্রান্ত মাতুলজ ভ্রাতা শল্য পুত্র রুক্মরথকে, নকুল শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সমরে বিচরণ করিয়া পরাক্রান্ত ভগদত্ত পুত্রকে, বৃকোদর মহাবল পরাক্রান্ত স্বগণ পরিবেষ্টিত আপনার পিতামহ বাহ্লিককে এবং মহাত্মা অভিমন্যু মগধ দেশীয় জরাসন্ধ কুমার জয়ৎসেনকে নিহত করিয়াছেন। আপনার পুত্র শূরাভিমানী মহারথ দুর্ম্মুখও দুঃসহ ভীমসেনের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ব্বিষহ, দুর্জ্জয় এবং কলিঙ্গ ও বৃষক নামে সমরদুর্ম্মদ ভ্রাতৃ দ্বয় সংগ্রামে দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক শমন সদনে গমন করিয়াছেন। আপনার সচিব বীর্য্যবান্ বৃষবর্ম্মা ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অর্জ্জুন অযুত নাগের তুল্য

বল সম্পন্ন রাজা পৌরব এবং আপনার শ্যালক বৃষক ও অচলের প্রাণ নাশ করিয়াছেন। দ্বিসহস্র বসাতি, বহুসহস্র সংশপ্তক ও শ্রেণি এবং মহাবল পরাক্রান্ত শূরসেন, বর্ম্মধারী সমর দুর্ম্মদ অভীষাহ, বলবীর্য্য সম্পন্ন শিবি, সংগ্রাম নিপুণ কলিঙ্গ ও গোকুল সংবৃদ্ধ কোপন স্বভাব অপাবৃত্তক বীরগণও অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। ওঘবান্ ও বৃহন্ত ইঁহারা দুই জন মিত্রের হিত সাধনার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ভীমসেন মহাবাহু মহাধনুর্দ্ধর শাল্বরাজ ও মহারথ ক্ষেমধূর্ত্তিরে, সাত্যকি অরাতিনিসূদন মহাবল জলসন্ধকে এবং ঘটোৎকচ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে নিপাতিত করিয়াছেন। সূতপুত্র কর্ণ, তাঁহার মহারথ ভ্রাতৃগণ এবং কেকয়, মালব, মদ্রক, দ্রাবিড়, যৌধেয়, ললিত্থ, ক্ষুদ্রক, উশীনর, মাবেল্লক, তুণ্ডিকের, সাবিত্রীপুত্র, প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। তিনি অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এবং ধ্বজ, আয়ুধ, বর্ম্ম ও বসন ভূষণ সম্পন্ন সুখ পরিবর্দ্ধিত বীরগণ ও পরস্পর বধাভিলাষী অমিতপরাক্রম যোধগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রামে অনেকেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। যে রূপ দেবরাজ বৃত্রাসুরকে, শ্রীরাম রাবণকে, কৃষ্ণ নরক ও মুরকে, পরশুরাম জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব সমবেত যুদ্ধদুর্ম্মদ কার্ত্তবীর্য্যকে, কার্ত্তিকেয় ত্রৈলোক্য মোহন মহাযুদ্ধে মহিষকে এবং রুদ্র অন্ধককে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন অমাত্য বান্ধবের সহিত কর্ণকে নিহত করিয়াছেন। যাহার উপর আপনার পুত্রগণের জয়াশা প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে ব্যক্তি এই কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের মূল, পাণ্ডবগণ এ ক্ষণে সেই সূতপুত্রকে সংহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে আপনি হিতৈষী বন্ধুগণের হিতবাক্যে কর্ণপাত করেন নাই, সেই নিমিত্তই আপনার রাজ্যকামুক পুত্রগণের বিষম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে হিতৈষী লোকের অহিতাচরণ করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে তাহার ফল ভোগের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমাদিগের যে সমস্ত যোধগণকে সংহার করিয়াছে, তাহা কহিলে, এ ক্ষণে কৌরবগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব পক্ষের যে সমস্ত বীর নিহত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর ভীষ্মদেব অমাত্য ও বন্ধু বান্ধবগণ পরিবৃত মহাবল পরাক্রান্ত কুন্তিগণ এবং নারায়ণ, বালভদ্র প্রভৃতি শত শত শূরগণকে নিপাতিত করিয়াছেন। অর্জ্জুন তুল্য বলবীর্য্য সম্পন্ন সত্যজিৎ পুত্রসমবেত বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ এবং যুদ্ধবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ সত্যসন্ধ দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। যে মহাবীর বালক হইয়াও সমরে অর্জ্জুন, বাসুদেব ও বলভদ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু অসংখ্য শত্রু সংহার পূর্ব্বক পরিশেষে ছয় জন মহারথ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও বিরথীকৃত হইয়া দুঃশাসন তনয়ের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। অরাতি মর্দ্দন শ্রীমান্ অম্বষ্ঠতনয় মিত্রহিতার্থ অসংখ্য সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষ সৈন্য সংহার পূর্ব্বক দুর্য্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। মহাবীর দুঃশাসন রণবিশারদ কৃতাস্ত্র মহাধনুর্দ্ধর বৃহন্তকে, দ্রোণাচার্য্য

রণপণ্ডিত রাজা দণ্ডধার, মণিমান্ ও মহাবল পরাক্রান্ত সসৈন্য ভোজরাজ অংশুমানকে, সমুদ্রসেন সমুদ্র তীরবাসী চিত্রসেন ও তাঁহার পুত্রকে, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ অনূপবাসী নীল ও বীর্য্যবান্ ব্যাঘ্রদত্তকে, বিকর্ণ বিচিত্রযোধী চিত্রায়ুধকে, কেকয়রাজ কেকয় দেশীয় যোধগণে পরিবেষ্টিত বৃকোদর সম পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতারে এবং আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ পর্ব্বতনিবাসী প্রতাপবান্ গদাযোধী জনমেজয়কে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রদীপ্ত গ্রহ দ্বয়ের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত রোচমান নামে ভ্রাতৃ দ্বয় দ্রোণসায়ক প্রভাবে সমরে নিপতিত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক ভূপতি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের মাতুল পুরুজিত্ ও কুন্তিভোজ এবং পাঞ্চালদেশীয় মিত্রধর্ম্মা ও ক্ষত্রধর্ম্মা দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। বসুদানপুত্র কাশিক যোধগণে পরিবৃত কাশিরাজ অভিভুরে নিপাতিত করিয়াছেন। বীর্য্যবান্ অমিতৌজা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা শত শত অরাতি সংহার পূর্ব্বক পরিশেষে কৌরবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ শিখণ্ডিতনয় ক্ষত্রদেবকে, কৌরবেন্দ্র বাহ্লীক শস্ত্রধারী সেনাবিন্দু তনয়কে এবং মহাবীর দ্রোণ, মহারথ সুচিত্র ও তাঁহার পুত্র চিত্রবর্ম্মা এবং শিশুপাল পুত্র সুকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, বীর্য্যবান্ মদিরাশ্ব, পরাক্রান্ত সূর্য্যদত্ত, অরাতি মর্দ্দন বসুদান ও অন্যান্য পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন। পরমাস্ত্র বিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত মগধরাজ ভীষ্মের হস্তে নিহত হইয়া সংগ্রাম স্থলে শয়ান রহিয়াছেন। পর্ব্বসময়ের সমুদ্রের ন্যায় উদ্ধত মহাবীর বার্দ্ধক্ষেমি বিগতাসু হইয়া নিহত হইয়াছেন। চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, কুরুশ্রেষ্ঠ বিপক্ষ দলন সেনাবিন্দু, পরাক্রান্ত শ্রেণিমান্ এবং বিরাট পুত্র মহারথ শঙ্খ ও উত্তর পাণ্ডব হিতার্থে সমরে দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বীর দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন অস্মৎ পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন, তখন আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইবে। মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য আমার কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আমার আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি। যে মহাবীর লক্ষ কুঞ্জর তুল্য বাহুবলশালী ছিল, সেই সমরশোভী সূতপুত্রও একবারে অদৃশ্য হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমাদের যে সমস্ত প্রধান প্রধান বীর নিহত হইয়াছে, তাহা কহিলে, এ ক্ষণে কে কে জীবিত আছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আজি তোমার মুখে অসাধারণ বলবীর্য্য সম্পন্ন বীরগণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগকেও আমার মৃত বলিয়া বোধ হইতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য যাঁহারে বিশুদ্ধ চতুর্ব্বিধ মহাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্র জাল প্রদান করিয়াছেন, সেই ক্ষিপ্রহস্ত দৃঢ়ায়ুধ বীর্য্যবান্ মহারথ অশ্বত্থামা এবং দ্বারকাবাসী হৃদিকাত্মজ ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা আপনাদের হিতার্থ সমরে সমবস্থিত রহিয়াছেন। যিনি

আপনার বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ভাগিনেয় পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে কর্ণের তেজ নিরাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই শক্রসমানবীর্য্য দুরাধর্ষ আর্ত্তায়ননন্দন শল্য আপনাদের হিত সাধনার্থ যুদ্ধার্থী হইয়াছেন। মহাবীর গান্ধাররাজ আপনার হিতার্থ আজানীয়, সৈন্ধব, নদীজ, কাম্বোজ, বনায়ুজ ও পার্ব্বতীয়গণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামস্থলে উপস্থিত রহিয়াছেন। চিত্রযোধী মহাবাহু কৃপ বিচিত্র শরাসন সমুদ্যত করিয়া এবং মহারথ কৈকয় রাজপুত্র সদশ্বও পতাকাযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া আপনার হিত কামনায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনার পুত্র পুরুমিত্র অনল ও সূর্য্য সদৃশ প্রভা সম্পন্ন রথে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘরহিত গগনমণ্ডলে বিরাজমান সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। পুরুষ প্রধান রাজা দুর্য্যোধন অসংখ্য মাতঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক মৃগেন্দ্রের ন্যায় এবং সুবর্ণময় বিচিত্র বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক হেমভূষিত রথে আরোহণ করিয়া অল্পধূম বহ্নির ন্যায় ও মেঘান্তরিত দিবাকরের ন্যায় রাজগণ মধ্যে বিরাজমান হইতেছেন। আপনার পুত্র অসিচর্ম্মপাণি সুষেণ ও সত্যসেন চিত্রসেনের সহিত মিলিত হইয়া আহ্লাদিত চিত্তে সমর বাসনায় অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর ক্ষণভোজী, সুদর্শ, জরাসন্ধের প্রথম পুত্র অদৃঢ়, চিত্রায়ুধ, জয়, শ্রুতিবর্ম্মা, শল, সত্যব্রত ও দুঃশল ইঁহারা সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। শক্রঘাতন শূরাভিমানী রাজপুত্র কৈতব্যাধিপতি অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সমভিব্যাহারে সমরে অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর শ্রুতায়ু, ধৃতায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রসেন এবং কর্ণের পুত্র সত্যসন্ধ ইঁহারা সংগ্রামার্থ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সমরস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছেন। মহাবীর কর্ণের আর দুই পুত্র অল্পবীর্য্য সম্পন্ন সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের প্রভূত সৈন্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী কুরুরাজ দুর্য্যোধন বিজয় কামনায় এই সমুদায় ও অন্যান্য অপরিমিত প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ যোধগণ সমবেত হইয়া প্রভূত মাতঙ্গ সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয় যে যে বীরগণ বিপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিলে। তুমি ইতি পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করাতেই আমি কোন্ কোন্ ব্যক্তি জীবিত রহিয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই রূপ বলিতে বলিতে শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশ ও সৈন্যের অল্পমাত্র অবশেষ বার্ত্তা শ্রবণ জনিত শোকে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া কহিলেন, হে সঞ্জয়! ক্ষণ কাল বিলম্ব কর, এই সুদারুণ অমঙ্গল সম্বাদ শ্রবণ করিয়া আমার মন নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অঙ্গ সকল অবসন্ন হইয়াছে, আমি কোন ক্রমেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। কুরুরাজ সঞ্জয়কে এই কথা কহিয়া নিতান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর কর্ণ ও সমরে অপরাঙ্মুখ পুত্রগণকে নিহত শ্রবণ, আত্মীয় নাশ ও পুত্র বিয়োগ জনিত দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, ভূত সংমোহন, সুমেরু সঞ্চরণের ন্যায়, মহামতি শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধি বিভ্রমের ন্যায়, মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রের শত্রু হস্তে পরাজয়ের ন্যায়, মহাতেজস্বী সূর্য্যের ভূতল পতনের ন্যায়, অনন্ত সলিল যুক্ত মহাসাগরের শোষণের ন্যায়, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সলিলরাশির অত্যন্তাভাবের ন্যায় এবং পুণ্য ও পাপের বৈকল্যের ন্যায় নিতান্ত অদ্ভুত ও অশ্রদ্ধেয় কর্ণবিনাশ বৃত্তান্ত একান্ত মনে চিন্তা করিয়া, সর্ব্বনাশ হইল, অবশিষ্ট সৈন্যগণও বিনষ্ট হইবে বলিয়া স্থির করিলেন এবং শোকসন্তপ্ত চিত্তে শিথিল কলেবরে দীন ভাবে হা হতোস্মি বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, হায়! যাহার বল বিক্রম সিংহ ও মাতঙ্গের ন্যায় এবং স্কন্ধ ও চক্ষু বৃষভের ন্যায়; যাহার জ্যানির্ঘোষ তলধ্বনি ও শরবর্ষণ শব্দে রথী, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ রণস্থলে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইত; যে বীর বৃষভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত বৃষভের ন্যায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইত না এবং জিগীষা পরবশ দুর্য্যোধন যাহার বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছে, সেই দুঃসহপরাক্রম পুরুষপ্রবর মহাবীর কর্ণ সহসা কিরূপে অর্জ্জুন শরে নিহত হইল? যে স্বীয় ভুজবীর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া বাসুদেব, অর্জ্জুন এবং বৃষ্ণি বংশীয় ও অন্যান্য ভূপালগণকে লক্ষ্যই করিত না; যে বীর আমি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অন্যতরকে রথ হইতে নিপাতিত করিব বলিয়া রাজ্যলোলুপ লোভ মোহিত ভয়ার্ত্ত দুর্য্যোধনকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিত; যে মহাবীর দুর্য্যোধনের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত নিহত শরনিকরে কাম্বোজ, অবন্তি, কেকয়, গান্ধার, মদ্রক, মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, অঙ্গণ, শক, পাঞ্চাল, বিদেহ, কুলিন্দ, কোশল, কাশি, সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নিষাদ, পুণ্ড্র, চীন, বৎস, তরল, অশ্মক ও ঋষিকদিগকে পরাজয় করিয়া আমাদের অধীন ও করপ্রদ করিয়াছিল; সেই দিব্যাস্ত্রবেত্তা সেনাপতি কর্ণ কিরূপে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল। দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র ও মনুষ্যগণ মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ; এই ত্রিলোকমধ্যে আর তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নাই। অশ্বগণ মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ভূপালগণ মধ্যে বৈশ্রবণ, দেবগণ মধ্যে মহেন্দ্র ও শস্ত্রবর্ষীদিগের মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ। তিনি দুর্য্যোধনের উন্নতির নিমিত্ত বলবীর্য্যশালী পার্থিবগণের সহিত সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ যাহারে মিত্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া যাদব ও কৌরবগণ ব্যতিরেকে আর পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাবীর কর্ণকে দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুনহস্তে নিহত শ্রবণ করিয়া সাগর মধ্যে বিদীর্ণ নৌকার ন্যায় ও সমুদ্রমধ্যস্থ প্লবহীন মনুষ্যের ন্যায় শোকার্ণবে নিমগ্ন হইতেছি। হে সঞ্জয়! যখন আমি ঈদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও বিনষ্ট না হইলাম, তখন বোধ হইতেছে, আমার হৃদয় বজ্র অপেক্ষাও কঠিন ও দুর্ভেদ্য। হায়! আমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণের এইরূপ পরাভব শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ না করে! আমি আর এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারি না; এ ক্ষণে বিষ ভক্ষণ, অগ্নি প্রবেশ বা পর্ব্বত শিখর হইতে পতন দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিবার বাসনা করি।

নবম অধ্যায়।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ বাক্য শ্রবণ

করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! সাধুগণ আপনারে কুল, যশ, শ্রী, তপস্যা ও বিদ্যাতে নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় বোধ করিয়া থাকেন। আপনি শাস্ত্রজ্ঞান বিষয়ে মহর্ষিদিগের ন্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অতএব এ ক্ষণে আর শোক করিবেন না, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন শালতরু সন্নিভ সূতনন্দন সমরে নিহত হইয়াছে, তখন দৈবই বলবান্; পুরুষকারে ধিক্, উহা কোন কার্য্যকারক নহে। মহারথ কর্ণ শরনিকরে অসংখ্য যুধিষ্ঠির সৈন্য ও পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণকে নিপাতিত, দিক্ সকল তাপিত এবং বজ্রহস্ত বাসব যেমন অসুরগণকে মোহিত করেন তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে বিমোহিত করিয়া কি রূপে বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল? সুতপুত্রের নিধন নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক। আমি কর্ণের নিধন ও অর্জ্জুনের জয় লাভ শ্রবণ করিয়া শোকসাগরের পার দর্শনে অসমর্থ হইয়াছি। আমার চিন্তা অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আর কোন ক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। হে সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারময় ও দুর্ভেদ্য; নতুবা পুরুষ প্রধান কর্ণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে উহা কি নিমিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে না? নিশ্চয়ই দেবতারা আমার সুদীর্ঘ পরমায়ু কল্পনা করিয়াছেন; সেই নিমিত্তই সূতপুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যার পর নাই দুঃখিত হইয়াও জীবিত রহিয়াছি। হে সঞ্জয়! এই বন্ধুহীন হতভাগ্যের জীবনে ধিক্। অদ্য আমার এই গর্হিত দশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত দীন ও সকলের শোচ্য হইলাম। পূর্ব্বে সকল লোকেই আমারে সৎকার করিত; এ ক্ষণে আমি শত্রু কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়া কি রূপে জীবন ধারণ করি। মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনে আমি যারপর নাই দুঃখ ও ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। যখন সূতপুত্র নিহত হইয়াছে, তখন আমার সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইল। যে মহাবীর কর্ণ আমার পুত্রগণকে সংগ্রামসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিত; আজি সে অসংখ্য শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে নিহত হইয়াছে। সেই মহাবীর ব্যতীত আমার জীবনে প্রয়োজন কি? হায়! আজি সেই অধিরথনন্দন কর্ণ শরার্দ্দিত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রথ হইতে বজ্রবিদারিত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গ বিনিপাতিত কুঞ্জরের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া ভূমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে; যে মহাবীর মিত্রগণের অভয়প্রদ, আমার পুত্রগণের বল, পাণ্ডবগণের ভয়স্থান ও ধনুর্দ্ধরদিগের উপমা স্থল ছিল, সেই মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এ ক্ষণে দেবরাজ বিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় অর্জ্জুন শরে নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিয়াছে। এ ক্ষণে দুর্য্যোধনের অভিলাষ পঙ্গুর গমনেচ্ছা, দরিদ্রের মনোভিলাষ ও তৃষিতের জলবিন্দুর ন্যায় কোন ফলোপধায়ক হইল না। আমরা যেরূপ কার্য্য করিবার চিন্তা করি, তাহার বিপরীত কার্য্য হইয়া উঠে। অতএব দৈবই বলবান্ ও কাল নিতান্ত দুরতিক্রমণীয়।

হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুঃশাসন কি দীনাত্মা হীনপৌরুষের ন্যায় পলায়ন পরায়ণ হইয়া নিহত হইয়াছে? সে কি ক্ষত্রিয় প্রধান বীরগণের ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ না করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে? মহামতি যুধিষ্ঠির বারংবার যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল কিন্তু মূঢ়াত্মা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সেই ঔষধ সদৃশ হিতকর বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করে নাই। মহাত্মা ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ান হইয়া অর্জ্জুনের নিকট পানীয় প্রার্থনা করিলে পার্থ অবনি বিদারণ পূর্ব্বক জলধারা উত্তোলিত করিয়াছিল।

মহাবাহু শান্তনুনন্দন তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, বৎস! আর সংগ্রাম করিও না; আমার নিধনেই তোমাদের যুদ্ধের শেষ হউক। তুমি এ ক্ষণে সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ভ্রাতৃ ভাবে পৃথিবী ভোগ কর। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র তৎকালে শান্তনুতনয়ের সেই বাক্যানুসারে কার্য্য না করিয়া এ ক্ষণে শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হায়! দীর্ঘদর্শী মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছিলেন এ ক্ষণে তাহাই ঘটিতেছে। সর্ব্বনাশকর দুরোদর প্রভাবে আমার পুত্র ও অমাত্যগণ নিহত হইয়াছে; আমি নিতান্ত কৃচ্ছে নিপতিত হইয়াছি। বালকগণ বিহঙ্গমের পক্ষ ছেদন পূর্ব্বক তাহারে পরিত্যাগ করিয়া তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে সে যেমন পক্ষ হীন ও গমনে অসমর্থ হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে, আমিও তদ্রূপ জ্ঞাতিবন্ধু হীন, অর্থবিহীন, নিতান্ত ক্ষীণ ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়া যারপর নাই কষ্ট ভোগ করিতেছি! হায়! এখন কোথায় গমন করিব?

দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকব্যাকুল ও বিষাদমগ্ন হইয়া এই রূপ বহুতর বিলাপ করত পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে কহিলেন, বৎস! যে বীর দুর্য্যোধনের বৃদ্ধির নিমিত্ত সমুদায় কাম্বোজ, অম্বষ্ঠ, কৈকয়, গান্ধার ও বিদেহগণকে জয় করিয়া সমুদায় পৃথিবী বশীভূত করিয়াছিল, বাহুবল শালী পাণ্ডবগণ শরনিকর দ্বারা সেই কর্ণকে সমরে পরাজিত করিয়াছে। সেই মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনশরে নিহত হইলে অস্মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর সমরাঙ্গনে অবস্থান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সূতপুত্র পাণ্ডবশরে নিহত হইলে অস্মৎ পক্ষীয় বীরগণ ত তাহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে নাই? হে সঞ্জয়! যে বীর যে রূপে নিহত হইয়াছে, তুমি তাহা ইতিপূর্ব্বেই আমার নিকট বর্ণন করিয়াছ। দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডী উৎকৃষ্ট শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রতিপ্রহার পরাঙ্মুখ ভীষ্মদেবকে নিপাতিত এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর্দ্ধর ন্যস্তশস্ত্র যোগান্বিত দ্রোণাচার্য্যকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া খড়্গাঘাতে নিহত করিয়াছে। ঐ বীর দ্বয়ের মৃত্যু ছিদ্রান্বেষণতৎপর অরাতিগণের ছল প্রভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে। ন্যায় যুদ্ধে বজ্রধর ইন্দ্রও উঁহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এ ক্ষণে, দিব্যাস্ত্রবর্ষী ইন্দ্রোপম মহাবীর কর্ণ কি রূপে মৃত্যুগ্রস্ত হইল, তাহা কীর্ত্তন কর। সুররাজ পুরন্দর যাহারে কবচ ও কুণ্ডল যুগলের বিনিময়ে কনক ভূষণ, অরাতি নিপাতন, দিব্য শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন; যাহার নিকট সুবর্ণ ভূষণ সর্পমুখ দিব্য শর বিদ্যমান ছিল; যে বীর ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণকে অবজ্ঞা করিয়া জামদগ্ন্যের নিকটে ভয়ঙ্কর ব্রহ্ম অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল; যে বীর শরপীড়িত দ্রোণপ্রমুখ বীরগণকে বিমুখ দেখিয়া শরনিকরে সৌভদ্রের শরাসন ছেদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল; যে বীর অযুত নাগ তুল্য পরাক্রান্ত ও বজ্রের ন্যায় বেগবান্ ভীমসেনকে সহসা বলহীন করিয়া উপহাস করিয়াছিল; যে বীর নতপর্ব্ব শরনিকরে সহদেবকে নির্জ্জিত ও বিরথ করিয়া কেবল ধর্ম্মানুরোধে নিহত করে নাই; যে বীর ইন্দ্রশক্তি দ্বারা অশেষ মায়াবলম্বী জয়লিপ্সু রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছে; এবং মহাবীর ধনঞ্জয় ভীত হইয়া যাহার সহিত এতাবৎ কাল দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; সেই মহাবল পরা-

ক্রান্ত কর্ণ কি রূপে সংগ্রামে নিহত হইল? তাহার রথ ভঙ্গ, শরাসন বিশীর্ণ বা অস্ত্র বিনষ্ট না হইলে সে কখনই অরাতিশরে নিপতিত হইত না। মহাবীর কর্ণ সমরে মহাচাপ বিঘূর্ণন পূর্ব্বক ভীষণ শর দিব্যাস্ত্র সমুদায় পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারে পরাজয় করা কাহার সাধ্য। হে সঞ্জয়! তোমার মুখে কর্ণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তাহার শরাসন ছিন্ন বা রথ ভূতলগত অথবা অস্ত্র সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সমুদায়ের অন্যতর কারণ ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

হে সঞ্জয়! যে মহাত্মা, আমি অর্জ্জুনকে নিহত না করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিব না বলিয়া দৃঢ়ব্রত করিয়াছিল; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার রণ নৈপুণ্য স্মরণে ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হয় নাই; যে বীরের বলবীর্য্য প্রভাবে আমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রেয়সী পাঞ্চালীরে বল পূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া পাণ্ডবগণ সমক্ষে দাসভার্য্যা বলিয়া, সম্বোধন করিয়াছিল; যে বীর রোষাবিষ্ট হইয়া সভামধ্যে দ্রৌপদীরে হে বরবর্ণিনি! তোমার ষণ্ডতিল সদৃশ পতিগণ আর বর্ত্তমান নাই; অতএব অন্য কোন ব্যক্তিরে পতিত্বে বরণ কর বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই সূতনন্দন কি রূপে শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে? ঐ মহাবীর পূর্ব্বে দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিল, হে মহারাজ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যদি সমরনিপুণ ভীষ্ম ও যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্য পক্ষপাত প্রযুক্ত কৌন্তেয়গণকে নিপাতিত না করেন, তবে আমি উহাদের সকলকেই নিহত করিব। আমার স্নিগ্ধচন্দনদিগ্ধ শর সমরাঙ্গনে ধাবমান হইলে গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীর দ্বয় কি করিতে পারিবে? যে মহাধনুর্দ্ধর এই রূপ আস্ফালন করিয়া দুর্য্যোধনকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, সেই সূতপুত্র কি রূপে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে? যে মহাবীর গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত শরনিকরের উগ্রতা অগ্রাহ্য করিয়া দ্রৌপদীরে হে পাঞ্চালি! তুমি পতিহীনা হইয়াছ বলিতে বলিতে পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল; যে, বীর বাহুবল প্রভাবে মুহূর্ত্ত কালও জনার্দ্দন ও সপুত্র পাণ্ডবগণ হইতে ভীত হয় নাই; আমার মতে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহারে সংগ্রামে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অধিরথনন্দন কর্ণ মৌর্ব্বী স্পর্শ বা বর্ম্ম ধারণ করিলে কোন্ ব্যক্তি তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে পারে? বরং ভূমণ্ডল চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নির অংশুবিহীন হইতে পারে কিন্তু সমরে অপরাঙ্মুখ কর্ণের বিনাশ কখনই সম্ভাপর নহে।

আমার পুত্র দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যে সূতপুত্র কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনকে সহায় করিয়া বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, বোধ করি, এ ক্ষণে তাহাদের উভয়কেই নিহত অবলোকন করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণকে নিহত ও পাণ্ডবগণকে জয়যুক্ত দর্শন করিয়া কি কহিল? বোধ করি, সে দুর্ম্মর্ষণ ও বৃষসেনকে নিহত, সৈন্য সমুদায়কে মহারথগণ কর্ত্তৃক ভগ্ন, ভূপতিগণকে পলায়নপরায়ণ এবং রথিগণকে বিদ্রুত অবলোকন করিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছে। হে সঞ্জয়! দুর্ব্বিনীত, অভিমানী, দুর্ব্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় দুর্য্যোধন পূর্ব্বে সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ঐ সুমহান্ বৈরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে। এ ক্ষণে সৈন্যগণকে ভগ্নোৎসাহ ও প্রধান প্রধান বীরগণের প্রায় সমুদায়কে নিহত দেখিয়া কি কহিল? গান্ধাররাজ শকুনি পূর্ব্বে সন্তুষ্ট চিত্তে দ্যূতক্রীড়া করিয়া পাণ্ডব-

গণকে বঞ্চিত করিয়াছিল; এ ক্ষণে সে কর্ণকে নিহত অবলোকন করিয়া কি বলিল? সাত্বত বংশীয় মহারথ মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে বাঞ্ছা করেন, সেই রূপযৌবন সম্পন্ন মহাযশস্বী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্ণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি বলিলেন? আর ধনুর্ব্বেদ বিশারদ রথিসত্তম কৃপ, কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত রণদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্য এবং যুদ্ধার্থ সমাগত অন্যান্য নৃপতিগণই বা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন?

হে সঞ্জয়! পূর্ব্বে নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে কোন্ কোন্ বীর অংশক্রমে সেনামুখে অবস্থান করিয়াছিলেন? মহারথ মদ্ররাজ শল্য কি নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? মহারথ সূতপুত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ চক্র, কে বাম চক্র এবং কাহারাই বা পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল? তৎকালে কোন্ কোন্ মহাবীর কর্ণকে পরিত্যাগ করে নাই এবং কাহারাই বা ক্ষুদ্রভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার সমীপ হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? একত্র সমবেত কৌরবগণ সমক্ষে মহারথ কর্ণ কি রূপে নিহত হইল? মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ পাণ্ডবগণ সমরে সমাগত হইয়া কি রূপে জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিল? এবং মহাবীর কর্ণের সেই সর্পমুখ দিব্যশর কি নিমিত্ত তৎকালে ব্যর্থ হইয়া গেল? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

হে সঞ্জয়! যখন আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছে, তখন আমি হতোৎসাহ অবশিষ্ট সৈন্যগণকেও নিঃশেষিত বোধ করিতেছি। মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ আমার নিমিত্ত প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কি রূপে জীবন ধারণ করিব? যাহার অযুত কুঞ্জরের তুল্য বাহুবল ছিল, এ ক্ষণে সেই কর্ণও পাণ্ডব কর্ত্তৃক নিহত হইল! আমি বারংবার আর এ রূপ ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। যাহা হউক, দ্রোণের নিধনানন্তর মহাবীর কর্ণ কৌরবগণের হিতার্থ পাণ্ডবগণের সহিত কি রূপ সংগ্রাম করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল, তাহা সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

একাদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুরাজ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্যের নিধন দিবসে মহারথ দ্রোণপুত্রের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ ও কৌরব সৈন্যগণ ইতস্তত ধাবমান হইলে মহাবীর অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় সৈন্য সমুদায় রক্ষা করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে রণস্থলে অবস্থান ও স্বীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া পুরুষকার প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং স্বীয় ভুজবলে অনেক্ষণ পর্য্যন্ত জয়লাভ প্রহৃষ্ট পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করত পরিশেষে সন্ধ্যা সময় সমাগত সন্দর্শন করিয়া সমরে বিরত হইলেন। তখন কৌরবগণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া স্বীয় শিবির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সকলে সমবেত ও অতি রমণীয় আস্তরণ সমাবৃত মহার্হ পর্য্যঙ্কে আসীন হইয়া সুখ শয্যাধিরূঢ় অমরগণের ন্যায় পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাজা দুর্য্যোধন সুমধুর প্রিয় বচনে সেই সমস্ত মহা ধনুর্দ্ধরদিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন; হে ধীমান্ নরপালগণ! যাহা হইবার হইয়াছে, এ ক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অবিলম্বে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপ কহিলে সিংহাসনাধিরূঢ় যুদ্ধার্থী নরপতিগণ বিবিধ চেষ্টা দ্বারা সমরাভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বাক্যজ্ঞ মেধাবী আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা প্রাণত্যাগে উদ্যত নরপালগণের ইঙ্গিত অবগত হইয়া ও রাজা দুর্য্যোধনের বালার্ক সদৃশ মুখ মণ্ডল সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! পণ্ডিতেরা স্বামিভক্তি, দেশকালাদি সম্পত্তি, রণপটুতা ও নীতি এই কয়েকটীরে যুদ্ধের সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এই সকল উপায়ে দৈববল অপেক্ষা করে। আমাদিগের যে সমস্ত দেবতুল্য লোকপ্রবীর মহারথগণ নীতিজ্ঞ, রণদক্ষ, প্রভুপরায়ণ ও নিয়ত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন; কিন্তু তন্নিবন্ধন জয়াশা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সুনীতি প্রয়োগ করিলে দৈবকেও অনুকূল করা যাইতে পারে। অতএব আজি আমরা সর্ব্ব গুণান্বিত নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষেক করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিব। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র অস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধদুর্ম্মদ ও অন্তকের ন্যায় অসহ্য। উনি অনায়াসে সমরাঙ্গনে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন।

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন আচার্য্যতনয়ের মুখে সেই পরম প্রিয় হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের নিধনের পর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবে বলিয়া তাঁহার মনে মহতী আশা সঞ্জাত হইল। তখন তিনি আশ্বাস যুক্ত হইয়া বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক সুস্থির চিত্তে সূতপুত্রকে কহিলেন; হে কর্ণ! আমি তোমার বলবীর্য্য ও আমার সহিত পরম সৌহার্দ্দের বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছি; তথাপি তোমারে এই হিত কথা কহিতেছি; ইহা শ্রবণ করিয়া তোমার যাহা অভিরুচি হয় কর। তুমি বিজ্ঞতম এবং আমারও তোমা ভিন্ন আর গতি নাই। আমার সেনাপতি মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগের অপেক্ষা বলবান। অতএব তুমি সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হও। সেই মহাধনুর্দ্ধর দ্বয় বৃদ্ধ ও ধনঞ্জয়ের পক্ষ ছিলেন। আমি তোমার বাক্যানুসারেই তাঁহাদিগকে বীর বলিয়া গণনা করিতাম। মহাবীর ভীষ্ম পিতামহ বলিয়াই দশ দিবস পাণ্ডুতনয়গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই ধনঞ্জয় শিখণ্ডীরে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাবীর ভীষ্মকে নিহত করিয়াছে। পিতামহ শরশয্যায় শয়ান হইলে তোমার বাক্যানুসারে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, তিনিও শিষ্য বলিয়াই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতেন। যাহা হউক, আজি তিনিও ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। হে কর্ণ! এ ক্ষণে তোমার সদৃশ অমিতপরাক্রম যোদ্ধা আর কাহারেও নয়নগোচর হয় না। তোমা হইতেই আমাদিগের জয় লাভ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। তুমিই পূর্ব্বাপর আমাদিগের হিতসাধন করিতেছ। অতএব তুমি রণধুরন্ধর হইয়া আপনি আপনারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত কর। কার্ত্তিকেয় যেমন সুরগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও কৌরবদিগের সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণকে রক্ষা করত দৈত্যনিসূদন মহেন্দ্রের ন্যায় শত্রু নিপাতনে নিযুক্ত হও। দানবেরা পুরুষোত্তম বিষ্ণুরে অবলোকন করিয়া যেমন পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ মহারথ পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ তোমারে সমরে সমবস্থিত সন্দর্শন করিয়া অমাত্য সমভিব্যাহারে পলায়ন

করিবে। অতএব দিবাকর যেমন অভ্যুদিত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে গাঢ়ান্ধকার উচ্ছেদ করেন, তদ্রূপ তুমি মহতী সেনা লইয়া অরাতিগণকে নিপাতিত কর। অর্জ্জুন কখনই তোমার সমক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে পারিবে না।

মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কুরুরাজ! আমি পূর্ব্বেই তোমারে বলিয়াছি যে, পাণ্ডবগণকে তাহাদের পুত্রগণ ও জনার্দ্দনের সহিত পরাজিত করিব। যাহা হউক, এ ক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইব, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব তুমি প্রশান্তচিত্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির কর। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং সুরপতি যেমন দেবগণের সহিত উত্থিত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিজয়াভিলাষী অন্যান্য ভূপালগণের সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুবর্ণময় ও মৃণ্ময় পূর্ণ কুম্ভ, হস্তী গণ্ডার ও বৃষের বিষাণ, বিবিধ সুগন্ধি ঔষধ এবং সুসংভৃত অন্যান্য উপকরণ দ্বারা ক্ষৌমাচ্ছাদিত তাম্রময় আসনে আসীন মহাবীর কর্ণকে বিধি পূর্ব্বক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সেই বরাসন সমাসীন সূতপুত্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অরাতিঘাতন কর্ণ এই রূপে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া বিপ্রগণকে নিষ্ক, ধন ও গোসমূহ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বন্দিগণ কর্ণকে কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সূর্য্য যেমন সমুদিত হইয়া উগ্র কিরণজালে তমোরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি মহারণে অনুচরগণ সমবেত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার কর। উলূকগণ যেমন সূর্য্যরশ্মি সন্দর্শনে অসমর্থ, তদ্রূপ কেশব সমবেত পাণ্ডবগণ ত্বন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর অবলোকন করিতে কোন মতেই সমর্থ নহে। দানবগণ যেমন সংগ্রামে গৃহীতশস্ত্র পুরন্দরের অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতে অক্ষম হইবে। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই রূপে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া অমিতপ্রভা প্রভাবে দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্র কালপ্রেরিত দুর্য্যোধন কর্ণকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিয়া আপনারে কৃতার্থ বোধ করিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র প্রাতঃকালে সৈন্যগণকে সমবেত হইতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক আপনার পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুর সংগ্রামে দেবগণে পরিবৃত স্কন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন স্বয়ং সোদরের ন্যায় স্নিগ্ধ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সূতপুত্র সৈন্যগণকে সূর্য্যোদয় সময়ে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্রেরা কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্য বাদন পূর্ব্বক সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন রাত্রিশেষে আপনার সৈন্যমধ্যে সকলে সুসজ্জিত হও, সকলে সুসজ্জিত হও, সহসা এই শব্দ সমুদ্ভূত হইল। বৃহৎ বৃহৎ হস্তী, বরূথযুক্ত, রথ সন্নদ্ধ তুরঙ্গ ও পদাতি সুসজ্জিত হওয়াতে এবং পরস্পর ত্বরাবান যোধ-

গণ চীৎকার করাতে গগনস্পর্শী ভীষণ শব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর মহা-বীর কর্ণ শ্বেত পতাকা পরিশোভিত নাগ কক্ষ কেতু সম্পন্ন বলাকাবর্ণ অশ্বসংযুক্ত বিমল আদিত্যসঙ্কাশ রথে আরূঢ় হইয়া স্বর্ণ বিভূষিত শঙ্খ প্রধ্মাপিত ও কনক-মণ্ডিত কোদণ্ড বিধূনিত করিতে লাগি-লেন। ঐ রথ হেমপৃষ্ঠ ধনু, তূণীর, অঙ্গদ, শতঘ্নী, কিঙ্কিনী, শক্তি, শূল ও তোমরাদি অস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর মহারথ কর্ণকে ধ্বান্তনাশক উদয়োন্মুখ ভানু-মানের ন্যায় রথে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বীরগণের বিনাশদুঃখ একবারে বিস্মৃত হইলেন। তখন বীরবর সূতপুত্র শঙ্খ শব্দে যোধগণকে ত্বরান্বিত করত বিপুল কৌরব সৈন্য দ্বারা মকর ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণের পরাজয় বাসনায় তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ঐ মকর ব্যূহের মুখে কর্ণ, নেত্র-দ্বয়ে মহাবীর শকুনি ও মহারথ উলূক, মস্তকে অশ্বত্থামা, মধ্যেদেশে সৈন্যগণ পরি-বেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন, গ্রীবায় তাঁহার সোদরগণ, বামপদে নারায়ণী সেনা পরি-বৃত যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃতবর্ম্মা, দক্ষিণ পদে মহাধ-নুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যগণে পরিবেষ্টিত সত্য বিক্রম কৃপাচার্য্য, বাম পদের পশ্চা-দ্ভাগে বিপুল সেনা পরিবৃত মদ্ররাজ শল্য, দক্ষিণ পদের পশ্চাদ্ভাগে সহস্র রথ ও তিন শত হস্তী সমবেত সত্যপ্রতিজ্ঞ সুষেণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবল পরাক্রান্ত সসৈন্য রাজা চিত্র ও চিত্রসেন নামে সহোদর দ্বয় অব-স্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ এই রূপে সমরে যাত্রা করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ভ্রাত! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ বীরগণাভির-ক্ষিত কৌরব সৈন্য সমুদায়কে কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যমধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান বীর পুরুষ ছিল, তাহারা নিহত হইয়াছে; এ ক্ষণে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরাই অবশিষ্ট আছে। সুতরাং নিশ্চয়ই তোমার জয় লাভ হইবে। তুমি যুদ্ধ করিলে আমার হৃদয় হইতে দ্বাদশ বর্ষ সংস্থিত শল্য সমুদ্ধৃত হয়। অত-এব এ ক্ষণে তুমি আপনার ইচ্ছানুসারে ব্যূহ নির্ম্মাণ কর। হে মহারাজ! শ্বেতবাহন অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেই বাক্য শ্রবণানন্তর আপনাদিগের সৈন্য লইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ব্যূহের বাম পার্শ্বে ভীমসেন, দক্ষিণ পার্শ্বে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ধনঞ্জয় এবং যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠদেশে নকুল ও সহদেব অব-স্থান করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন পালিত চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্ত-মৌজা ধনঞ্জয়ের সমীপে সমবস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট বর্ম্মধারী ভূপালগণ স্ব স্ব উৎসাহ ও যত্ন অনুসারে অংশ ক্রমে সেই ব্যূহ মধ্যে অবস্থান করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে উভয় পক্ষের ব্যূহ নির্ম্মাণ হইলে মহাধনুর্দ্ধর কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ সমুৎসুক হইলেন। বন্ধু বান্ধব সমবেত রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকৃত ব্যূহ দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া কর্ণ সমবেত দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে নিহত বিবেচনা করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, দুন্দুভি, ডিণ্ডিম ও ঝর্ঝর প্রভৃতি বাদিত্র সকল চতুর্দ্দিকে বাদিত হইতে লাগিল। ঐ সময় জয়গৃধ্নু শূরগণের সিংহনাদ, অশ্ব-গণের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনি ও রথ নেমির ঘোর নিস্বন শ্রবণগোচর হইল। মহাধনুর্দ্ধর বর্ম্মধারী কর্ণকে ব্যূহমুখে নিরী-

ক্ষণ করিয়া কৌরব পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই দ্রোণবধ জনিত দুঃখ অনুভব করিল না। তখন সেই প্রহৃষ্ট নরসঙ্কুল উভয় পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর বিনাশার্থ যুদ্ধে কৃতসংকল্প হইল। ঐ সময় কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত সৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্য সমুদায় নৃত্য করিতেছে। এই রূপে সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইলে যুদ্ধার্থী বীরগণ ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর নিধনে প্রবৃত্ত হস্তী, অশ্ব ও রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন সেই প্রহৃষ্ট হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যে সঙ্কুল দেবাসুর সৈন্য সদৃশ কুরু পাণ্ডব পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। উগ্রবিক্রম রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণ পরস্পরের প্রাণ ও পাপ নাশার্থ পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রধান প্রধান যোধগণ অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল, ক্ষুরপ্র, অসি, পট্টিশ ও পরশু দ্বারা পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্যের সদৃশ কান্তি এবং পদ্মতুল্য গন্ধযুক্ত নরমস্তক ছেদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। মহাবাহু বীরগণের রক্তাঙ্গুলিযুক্ত আয়ুধ ও বাহু সমুদায় বিপক্ষ পক্ষীয় বীরগণের শরনিকরে ছিন্ন ও নিপতিত হইয়া গরুড়বিধ্বস্ত পঞ্চাস্য ভুজঙ্গ সমুদায়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পুণ্য ক্ষয় হইলে স্বর্গবাসিগণ যেমন বিমান হইতে পতিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ বীরগণ শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া হস্তী, রথ ও অশ্ব সমুদায় হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেকে গুরুতর গদা, পরিঘ ও মুষল সমুদায়ের আঘাতে বিপক্ষ পক্ষীয় বীরগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কুল যুদ্ধে রথিগণ রথিগণকে, মত্ত মাতঙ্গগণ মত্ত মাতঙ্গদিগকে ও অশ্বারূঢ়গণ অশ্বারূঢ়দিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। অনেক বার পদাতিগণ রথীদিগের, রথিগণ পদাতিদিগের এবং পদাতিগণ অশ্বারোহীদিগের শরে নিপতিত হইলেন। কখন বা নাগগণ রথী অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে, পদাতিগণ রথী, অশ্বারোহী ও হস্ত্যারোহীদিগকে, অশ্বগণ রথ, পদাতি ও হস্তিগণকে এবং রথিগণ পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণ এই রূপে বিপক্ষ পক্ষীয় পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণের হস্ত, পাদ, রথ ও বিবিধ অস্ত্র ছিন্ন করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই সেনাগণ পরস্পরের শরে নিপীড়িত হইলে মহাবীর বৃকোদর দ্রাবিড় সৈন্য পরিবৃত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর তনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি ও চেকিতান এবং ব্যূহাবৃত পাণ্ড্য, চোল ও কেরলগণ সমভিব্যাহারে আমাদের সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বিশালবক্ষ, দীর্ঘভুজ, উন্নত, পৃথুলোচন, আপীড়শোভিত, রক্তদন্ত, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, বিচিত্র বসনান্বিত, গন্ধচূর্ণাবৃত, বদ্ধখড়্গ, পাশহস্ত, উভয় পক্ষীয় হস্ত্যারোহী ও যুদ্ধপ্রিয়, চাপতূণীরধারী দীর্ঘকেশ, পরাক্রান্ত পদাতি এবং ঘোররূপ পরাক্রান্ত ভীষণ অশ্বারোহিগণ মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর সংগ্রাম করিতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল, কেকয়, করূষ, কোশল, কাঞ্চি ও মগধ দেশীয় বীরগণ মহাবেগে সমরে ধাবমান হইল। তাহাদিগের রথী, নাগ ও প্রধান প্রধান পদাতি সকল বিবিধ বাদ্যোদ্যমে হৃষ্ট

হইয়া হাস্যবদনে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহামাত্রগণে পরিবেষ্টিত ও গজারূঢ় হইয়া সৈন্য মধ্য হইতে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার যথাবিধানে বিভূষিত উগ্রতর মাতঙ্গ উদিতভাস্কর উদয়াচলের অগ্রভাগের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। গজবরের অপূর্ব্ব রত্ন বিভূষিত লৌহ নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট বর্ম্ম শরৎকালীন নক্ষত্রমণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তোমরহস্তে সেই মাতঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন কালীন দিবাকরের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে রিপুগণকে তাপিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজারূঢ় ক্ষেমধূর্ত্তি দূর হইতে সেই গজবরকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট মনে তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সেই দ্রুমবান্ মহাপর্ব্বত দ্বয়ের সদৃশ মহাকায় মাতঙ্গ দ্বয়ের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুঞ্জর দ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গজারোহী বীর দ্বয়ও তীক্ষ্ণ সূর্য্যরশ্মি সদৃশ তোমর দ্বারা পরস্পরকে আহত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তৎপরে উভয়ে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাদিগের সিংহনাদ, আস্ফোটন ও শর শব্দে আহ্লাদিত হইল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় বায়ুবিকম্পিত পতাকাযুক্ত উদ্যতশুণ্ড মাতঙ্গ দ্বয় দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে পরস্পর পরস্পরের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক বর্ষাকালীন বারিবর্ষী জলদ দ্বয়ের ন্যায় শক্তি ও তোমর বর্ষণ করত গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে এক তোমরাঘাত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত পুনরায় অতি বেগে ছয় তোমরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলে ক্রোধ প্রদীপ্ত ভীমসেন সেই অঙ্গস্থিত সপ্ত তোমর দ্বারা সপ্তাশ্বযুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং যত্ন পূর্ব্বক অরাতির প্রতি এক ভাস্করবর্ণ লৌহময় তোমর নিক্ষেপ করিলেন। কুলূতাধিপতি ক্ষেমধূর্ত্তি শরাসন আকর্ষণ করিয়া দশ শরে সেই তোমর ছেদন পূর্ব্বক ছয় শরে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন এক মেঘগভীরনিঃস্বন শরাসন গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ করত শরনিকর নিপাতে অরাতির কুঞ্জরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হস্তী ভীমসেনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত জলধরের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। যন্তা অশেষ প্রকার যত্ন করিয়াও তাহারে স্থির করিতে পারিল না। তখন পবনপরিচালিত পয়োধর যেরূপ জলদের অনুগমন করে, তদ্রূপ ভীমসেনের মাতঙ্গ সেই কুঞ্জরের অনুগমন করিতে লাগিল। প্রবলপ্রতাপ ক্ষেমধূর্ত্তি তদ্দর্শনে স্বীয় বারণকে নিবারণ পূর্ব্বক অভিমুখাগত ভীম মাতঙ্গকে বাণবিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন আনতপর্ব্ব ক্ষুর দ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া মাতঙ্গের সহিত তাঁহারে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি তদ্দর্শনে রোষভরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া নারাচ দ্বারা তাঁহার মাতঙ্গের সমুদায় মর্ম্মস্থল ভেদ করিলেন। গজরাজ ক্ষেমধূর্ত্তির ভীষণ শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন গজনিপতনের পূর্ব্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিও ঐ সময় গদাঘাতে ক্ষেমধূর্ত্তির হস্তীরে পোথিত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সেই নিহত নাগ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আয়ুধ উদ্যত

করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। রণ-বিশারদ বৃকোদর তাঁহার উপরেও গদাঘাত করিলেন। খড়্গধারী মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের সেই গদাঘাতেই গতাসু ও গজসমীপে নিপতিত হইয়া বজ্রভগ্ন অচলের সমীপস্থ বজ্রহত সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সৈন্য সকল সেই কুলূতকুলতিলক ক্ষেমধূর্ত্তিরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর কর্ণ নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব সেনাগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও কোপাবিষ্ট হইয়া কর্ণের সম্মুখে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সূতপুত্র সূর্য্যরশ্মি সমপ্রভ কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডব সেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ কর্ণের নারাচ প্রহারে ম্লান ও অবসন্ন হইয়া ভীষণ শব্দ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এই রূপে পাণ্ডব সেনাগণ সূতপুত্র কর্তৃক নিপীড়িত হইলে মহাবীর নকুল মহারথ কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন দুষ্কর কার্য্যকারী অশ্বত্থামারে ও সাত্যকি কেকয় দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দকে নিবারণ করিলেন। তখন রাজা চিত্রসেন, সমাগত শ্রুতকর্ম্মার প্রতি, প্রতিবিন্ধ্য বিচিত্রধ্বজ শরাসন শোভিত চিত্রের প্রতি, দুর্য্যোধন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ও ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ সংশপ্তকগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্যের সহিত, অপরাজিত শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার সহিত, মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি শল্যের সহিত এবং প্রতাপশালী মাদ্রীসুত সহদেব আপনার পুত্র দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইলেন। ঐ সময় কেকয় দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকিরে এবং সাত্যকিও ঐ বীর দ্বয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। নাগ দ্বয় যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের উপর দন্তাঘাত করে, তদ্রূপ কেকয় দেশীয় ভ্রাতৃ দ্বয় যুযুধানের বক্ষঃস্থলে দৃঢ়তর শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি হাস্য করত শর বর্ষণে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। বীর দ্বয় সাত্যকির শরে নিবারিত হইয়া ক্রোধভরে শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথ আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাযশস্বী শিনিপুঙ্গব তদ্দর্শনে সেই বীর দ্বয়ের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সুতীক্ষ্ণ শরজালে নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহারা সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সাত্যকিরে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করত সংগ্রামে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কঙ্কপত্রান্বিত স্বর্ণ মণ্ডিত শরজাল দশ দিক্ আলোকময় করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃ দ্বয়ের শরনিকরে কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সংগ্রাম ভূমি তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অনন্তর সাত্যকি সেই ভ্রাতৃ দ্বয়ের ও তাঁহারা সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ যুযুধান সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা অনুবিন্দের মস্তক ছেদন করিলেন। সমরনিহত শম্বরাসুরের মস্তক যেরূপ ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই অনুবিন্দের কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কেকয়গণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন মহারথ বিন্দ ভ্রাতার নিধন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শরনিকরে সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহারে

স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত পুনরায় তাঁহার বাহু ও উরুদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি বিন্দের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি হাস্য করত সত্বরে পঞ্চবিংশতি বাণে কেকয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উৎকৃষ্ট কোদণ্ড দ্বিখণ্ড এবং অশ্বগণ ও সারথিরে নিহত করিয়া ফেলিলেন, পরিশেষে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত চন্দ্র ভূষিত চর্ম্ম ও অসি গ্রহণ করিয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করত অবিলম্বে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের বিনাশে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। দেবাসুর সংগ্রামে খড়্গধারী জম্ভাসুর ও পুরন্দরের যেরূপ শোভা হইয়াছিল, এ ক্ষণে মহাবীর সাত্যকি ও বিন্দ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক সেই রূপ শোভা ধারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি খড়্গাঘাতে কেকয়রাজের চর্ম্ম দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কেকয়রাজও যুযুধানের শত শত তারাসঙ্কুল চর্ম্ম ছেদন করিয়া কখন মণ্ডলাকারে বিচরণ এবং কখন বা গমন ও প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সত্বরে বক্রহস্তে সেই রণচারী করবারিধারী কেকয়রাজকে দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বর্ম্মধারী মহাধনুর্দ্ধর কৈকেয় শরাঘাতে ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ সাত্যকি এই রূপে কেকয়রাজ বিন্দকে নিহত করিয়া সত্বরে যুধামন্যুর রথে আরোহণ করিলেন এবং তৎপরে যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরূঢ় হইয়া পুনরায় সুতীক্ষ্ণ শরনিপাতে কেকয় সৈন্যগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ যুযুধানের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা কোপাবিষ্ট হইয়া পঞ্চাশৎ শরে মহীপতি চিত্রসেনকে আহত করিলেন। তখন অভিসারাধিপতি চিত্রসেন নতপর্ব্ব নয় বাণে শ্রুতকর্ম্মারে নিপীড়িত ও পাঁচ বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত নারাচাস্ত্র দ্বারা সেনাগ্রবর্ত্তী চিত্রসেনের মর্ম্ম ভেদ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন শ্রুতকর্ম্মা নিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বিচেতন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় মহাযশস্বী শ্রুতকীর্ত্তি নবতি শরে শ্রুতকর্ম্মারে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর মহারথ চিত্রসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভল্ল দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শ্রুতকর্ম্মা সুবর্ণভূষণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক চিত্রসেনের বিচিত্র রূপ করিয়া দিলেন। চিত্রমালাধর যুবা চিত্রসেন ভূপতি শ্রুতকর্ম্মার শরে সমাবৃত হইয়া গোষ্ঠীমধ্যস্থ মহাবৃষভের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি থাক্ থাক্ বলিয়া নারাচ দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিলেন। শ্রুতকর্ম্মা চিত্রসেন নিক্ষিপ্ত নারাচের আঘাতে গৈরিক বর্ণ রুধির ক্ষরণ করত শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া গৈরিক ধাতুধারাস্রাবী অচলের ন্যায়, কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি চিত্রসেনের শত্রুবারণ শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে তিন শত নারাচে সমাচ্ছন্ন ও শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া এক সুশাণিত

ভল্ল দ্বারা তাঁহার শিরস্ত্রাণ সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। চিত্রসেনের মস্তক গগনমণ্ডল হইতে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে নিপতিত চন্দ্রমার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সৈনিকগণ তাঁহারে নিহত দেখিয়া মহাবেগে ইতস্তত ধাবমান হইল। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতকর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট প্রেতরাজ যেমন প্রলয় কালে ভূতগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ রোষাবিষ্ট হইয়া শরনিকর নিপাতে সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলে সৈন্যগণ একান্ত নিপীড়িত হইয়া দাবানলদগ্ধ গজযূথের ন্যায় চারি দিকে ধাবমান্ হইল। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তাহাদিগকে শত্রু পরাজয়ে নিরুৎসাহ দেখিয়া তাহাদের উপর অনবরত সুশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য চিত্রকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও তিন বাণে সারথিরে বিদ্ধ করিলে মহাবাহু চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের বাহু ও উরুদেশে কঙ্কপত্রবিরাজিত, শাণিতাগ্র, সুবর্ণপুঙ্খ নয় ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য শরনিপাতে চিত্রের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি নিশিত পাঁচ শর প্রয়োগ করিলেন। বীরবর চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণঘণ্টা সমাযুক্ত অগ্নিশিখা সদৃশ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য সেই মহোল্কা সন্নিভ শক্তি সমাগত সন্দর্শন করিয়া অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই চিত্রবিক্ষিপ্ত বিচিত্র শক্তি প্রতিবিন্ধ্য শরে দ্বিধা ছিন্ন হইয়া যুগান্তকালীন সর্ব্বভূত ত্রাসজনন অশনির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর চিত্র আপনার শক্তি ব্যর্থ নিরীক্ষণ করিয়া সুবর্ণজালজড়িত এক মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। গদা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রতিবিন্ধ্যের অশ্ব, সারথি ও রথ চূর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া চিত্রের উপর এক কনকবিভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু চিত্র সহসা সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলে শক্তি তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদারণ পূর্ব্বক অশনির ন্যায় সমরাঙ্গন উদ্ভাসিত করিয়া নিপতিত হইল। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে এক সুবর্ণভূষিত তোমর গ্রহণ পূর্ব্বক চিত্রের বিনাশ বাসনায় তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তোমর চিত্রের বর্ম্ম ও হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বিল প্রবেশোদ্যত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় মহাবেগে ধরাতলে নিপতিত হইল। মহারাজ চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের তোমরে সমাহত হইয়া পরিঘাকার পীন বাহুযুগল প্রসারণ পূর্ব্বক রণ শয্যায় শয়ান হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ চিত্ররাজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কিঙ্কিণী সমাযুক্ত শতঘ্নী ও বিবিধ বাণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মেঘ যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য অসুরসৈন্য নিসূদন বজ্রধরের ন্যায় সেই সৈন্যগণকে শরনিকর নিপাতে নিপীড়িত ও বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ প্রতিবিন্ধ্য শরে বিদ্ধ হইয়া বায়ুবেগ সঞ্চালিত ঘনঘটার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এই রূপে কৌরব সৈন্যগণ চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে অশ্বত্থামা একাকী অবিলম্বে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের

অভিমুখে গমন করিলেন। তখন দেবাসুর সংগ্রাম সময়ে বৃত্রাসুর ও পুরন্দরের যে রূপ সংগ্রাম হইয়া ছিল, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ত্বরান্বিত হইয়া অস্ত্রলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীমসেনকে প্রথমত নিশিত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার মর্ম্মস্থলে তীক্ষ্ণ নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণপুত্রের নিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রশ্মিমান সূর্য্যের ন্যায় সুশোভিত হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণকুমার ও শরনিকরে তাঁহার শরজাল সংহার পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বৃকোদরের ললাটে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত নারাচ ললাট দেশে ধারণ করিয়া অরণ্যচারী মত্ত গণ্ডকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়াই যেন অশ্বত্থামার ললাটে তিন নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। আচার্য্যপুত্র সেই ললাটস্থ নারাচত্রয় দ্বারা বর্ষাভিষিক্ত ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ভীমসেনের উপর বারংবার শত শত শর নিক্ষেপ করিয়াও বায়ু যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সেই মহাবীর পাণ্ডুতনয়কে কোনক্রমে কম্পিত করিতে পারিলেন না। ভীমসেনও শত শত নিশিত শরে অশ্বত্থামারে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে সেই রথারূঢ় মহারথ দ্বয় শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করত পরস্পর কিরণাভিতাপিত লোকক্ষয় কর দীপ্যমান সূর্য্য দ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর প্রতিকারার্থ যত্নবান্ হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত দংষ্ট্রায়ুধ ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় সেই মহারণে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বীর দ্বয় প্রথমত পরস্পরের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পরস্পরের শরজাল নিরাকৃত করিয়া মেঘজাল নির্ম্মুক্ত মঙ্গল ও বুধগ্রহের ন্যায় শোভমান হইলেন।

এই রূপে সেই সংগ্রাম অতি দারুণ হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা বৃকোদরকে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিয়া মেঘ যেমন পর্ব্বতকে বারিধারায় সমাচ্ছন্ন করে তদ্রূপ তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেনও শত্রুর বিজয় লক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতেই তাঁহার প্রতীকার করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় বিবিধ মণ্ডল ও গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন বিসৃষ্ট শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিয়া পরস্পরের বিনাশ বাসনায় পরস্পরকে বিরথ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা মহাস্ত্র সমুদায় প্রাদুর্ভূত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন অস্ত্র দ্বারা সেই মহাস্ত্র সকল সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে প্রজা সংহারের নিমিত্ত যেমন গ্রহযুদ্ধ হইয়াছিল, এ ক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের তদ্রূপ অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই বীর দ্বয় বিসৃষ্ট শর সমুদায় দিক্ সকল দ্যোতিত করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল এককালে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডল প্রলয় কালীন উল্কাপাতে সমাবৃত হইয়াছে। সেই বীর

দ্বয়ের পরস্পরের বাণঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গময় দীপ্তশিখ হুতাশন সমুত্থিত হইয়া উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে সিদ্ধগণ সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন যে, এই যুদ্ধ সমুদায় যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদায় ইহার ষোড়শাংশের একাংশও নহে। এ রূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হইবে না। এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইঁহারা উভয়েই জ্ঞানসম্পন্ন, শৌর্য্য সমাযুক্ত ও উগ্র পরাক্রম। মহাবীর ভীমসেন ভীমপরাক্রম এবং অশ্বত্থামা অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ইঁহারা কি বীর্য্যশালী! এই বীর দ্বয় কালান্তক যম দ্বয়ের ন্যায়, রুদ্র দ্বয়ের ন্যায় ও ভাস্কর দ্বয়ের ন্যায় ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতেছেন। হে মহারাজ! সিদ্ধগণের বারংবার এই রূপ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ঐ সময় সমর দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই বীর দ্বয়ের অদ্ভুত অচিন্ত্য কার্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং দেব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অশ্বত্থামা ও ভীমসেনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সেই ক্রোধাবিষ্ট বীর দ্বয় নয়ন বিষ্ফারণ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা রোষারুণনেত্র ও স্ফুরিতাধর হইয়া অধর দংশন পূর্ব্বক বারিধারাবর্ষী সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় শর ও অস্ত্র বর্ষণ করত পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে পরস্পরের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ বিদ্ধ করত পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহাবীর দ্বয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের বিনাশ বাসনায় ভীষণ বাণ দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বাণ দ্বয় সেনামুখে দ্যোতমান হইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্য বীর দ্বয়কে আহত করিল। তখন তাঁহারা পরস্পরের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। ঐ সময়ে দ্রোণতনয়ের সারথি তাঁহারে অচেতন অবলোকন করিয়া সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। ভীমসারথি বিশোকও শত্রুতাপন বৃকোদরকে বারংবার বিহ্বল হইতে দেখিয়া রথ লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সংশপ্তকগণ ও অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের এবং অন্যান্য মহীপালগণের সহিত পাণ্ডবদিগের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শত্রুগণের সহিত কৌরব পক্ষীয় বীরগণের যেরূপ দেহ ও পাপবিনাশন সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া অর্ণবকে যেরূপ সংক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিক্ষোভিত করত নিশিত ভল্ল দ্বারা বীরগণের মনোহর নেত্র, ভ্রূ ও দশন যুক্ত পূর্ণচন্দ্র সন্নিভ বিনাল নলিন সদৃশ মস্তক সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে বিকীর্ণ করিলেন। তাঁহার সুশাণিত ক্ষুর সমুদায় দ্বারা বীরগণের অগুরুচন্দনাক্ত, আয়ুধ ও তলত্রাণ সম্বলিত, পঞ্চাস্য ভুজগ সদৃশ বিশাল বাহু সকল নিকৃত্ত, ভল্ল দ্বারা এক কালে অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারূঢ়, সারথি, ধ্বজ, শরাসন, শর ও রত্নাভরণ যুক্ত হস্ত ছিন্ন এবং নিশিত সায়ক নিকর দ্বারা আরোহি সমবেত সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব ও গজ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল।

তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণ একান্ত কোপাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। বৃষভগণ যেমন গাভী লাভার্থ গর্জ্জন করত শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষভকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারা সিংহনাদ করত শরনিকরে অর্জ্জুনকে সমাহত করিতে লাগিল। ত্রৈলোক্য বিজয় কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের সহিত অর্জ্জুনের তদ্রূপ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বিবিধ অস্ত্র দ্বারা শত্রুগণের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া শরনিকরে তাহাদের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন এবং সমীরণ যেমন মহামেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ যোধহীন সারথি বিহীন রথ সমুদায়ের ত্রিবেণু, কক্ষ, আয়ুধ, তূণীর, কেতু, যোক্ত্র, রশ্মি, বরূথ, কূবর, যুগ, তল্প ও অক্ষাগ্রমণ্ডল সকল ছেদন পূর্ব্বক রথ সকল খণ্ড খণ্ড করত একাকী সহস্র মহারথের কার্য্য সম্পাদন করিয়া অরাতিগণের ভয়বর্দ্ধন ও বিস্মিত বীরগণের প্রেক্ষণীয় হইলেন। সিদ্ধ দেবর্ষি ও চারণগণ তাঁহারে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ দুন্দুভি ধ্বনি এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে এই দৈববাণী হইল যে, এই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, অনিলের বল ও সূর্য্যের দ্যুতি ধারণ করিতেছেন। এই এক রথে আরূঢ় বীর দ্বয় ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের ন্যায় সর্ব্বভূতের অপরাজেয়। ইঁহারা সর্ব্ব ভূতশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সেই সমুদায় অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন ও শ্রবণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন এবং হাস্যমুখে শরসম্বলিত হস্ত দ্বারা শরনিকরবর্ষী অর্জ্জুনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীর! যদি তুমি আমারে তোমার যোগ্য অতিথি বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে বিশেষ রূপে যুদ্ধরূপ আতিথ্য প্রদান কর। অর্জ্জুন মহাবীর আচার্য্যপুত্র কর্ত্তৃক এই রূপে যুদ্ধার্থ আহূত হইয়া আপনারে কৃতার্থ জ্ঞান করত জনার্দ্দনকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমায় সংশপ্তকগণকে বধ করিতে হইবে; কিন্তু এ ক্ষণে অশ্বত্থামা আমারে আহ্বান করিতেছেন; অতএব তুমি ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিয়া যদি আচার্য্যপুত্রকে আতিথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়, তবে অগ্রে তাহাই কর। হে মহারাজ! মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া বায়ু যেমন ইন্দ্রকে যজ্ঞস্থলে সমানীত করে, তদ্রূপ সমরে সমাহূত ধনঞ্জয়কে দ্রোণপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত করিয়া অশ্বত্থামারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে আচার্য্যপুত্র! তুমি এ ক্ষণে স্থির হইয়া প্রহার কর। উপজীবিগণের ভর্ত্তৃপিণ্ড পরিশোধের সময় সমাগত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বিবাদ সূক্ষ্ম কিন্তু ক্ষত্রিয়ের জয় ও পরাজয় স্থূল। তুমি মোহ প্রযুক্ত অর্জ্জুনের নিকট যে অতিথি সৎকার প্রার্থনা করিতেছ, এ ক্ষণে তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত স্থির চিত্তে যুদ্ধ কর।

মহাবীর অশ্বত্থামা বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া কেশবকে ষষ্টি ও অর্জ্জুনকে তিন নারাচে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে আচার্য্য পুত্রের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনশরে ছিন্নচাপ হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য ভীষণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিয়া নিমেষ মধ্যে তিন শত বাণে বাসুদেবকে ও সহস্র বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তিনি চরণ দ্বয় স্তম্ভিত করিয়া পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুনের উপর সহস্র

সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; যোগবলে তাঁহার তূণীর, শরাসন, জ্যা, বাহু, বক্ষস্থল, বদন, নাসিকা, নেত্র, কর্ণ, মস্তক, লোমকূপ ও অন্যান্য অঙ্গ এবং রথ ধ্বজ হইতে শরনিকর নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই মহাশরজালে কেশব ও অর্জ্জুন জড়িত হইলে আচার্য্যতনয় যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া মেঘগম্ভীর গর্জ্জনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে মাধব! গুরুপুত্রের অত্যাচার অবলোকন কর। আমরা শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি বলিয়া উনি আমাদিগকে নিহত বোধ করিতেছেন। অতএব এ ক্ষণে আমি শিক্ষাবলে উহাঁর অভিলাষ ব্যর্থ করিতেছি, এই বলিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় দিবাকর যেমন নীহার রাশি বিধ্বস্ত করেন, তদ্রূপ সেই দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদন পূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় অশ্ব, সারথি, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও কুঞ্জরগণের সহিত সংশপ্তকগণকে উগ্রতর শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যে যে ব্যক্তি যে যে রূপে সমরাঙ্গনে সমবস্থিত ছিল, সকলেই আপনারে শরজালে সমাচ্ছন্ন বোধ করিল। সেই গাণ্ডীব বিমুক্ত বিবিধ শরনিকর কি ক্রোশস্থিত কি সম্মুখস্থিত সমস্ত হস্তী ও নরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। মদবর্ষী মাতঙ্গগণের কর সমুদায় ভল্ল প্রহারে ছিন্ন হইয়া পরশু নিকৃত্ত মহাদ্রুমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। পর্ব্বতাকার কুঞ্জর সকল সাদিগণের সহিত বজ্রমথিত অচলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বীরগণাধিষ্ঠিত সুশিক্ষিত তুরঙ্গম যুক্ত গন্ধর্ব্ব নগরাকার সুসজ্জিত রথ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া অরাতি পক্ষীয় সুসজ্জিত অশ্বারোহী ও পদাতিগণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রলয় কালীন সূর্য্য যেমন কিরণজালে অর্ণব পরিশুষ্ক করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় সুতীক্ষ্ণ শরজালে সংশপ্তকগণকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় পুরন্দর যেমন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নারাচ দ্বারা সত্বরে দ্রোণপুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের এবং তাঁহার অশ্ব ও সারথির উপর শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে পাণ্ডবনন্দন সেই শর সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর আচার্য্যতনয় অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন দাতা যেমন অপাংক্তেয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া পংক্তিপাবন অর্থিগণের অভিমুখে গমন করেন, তদ্রূপ সংশপ্তকগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার অভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন নভোমণ্ডলস্থ শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় মহাবীর অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই লোকভীষণ বীর দ্বয় বিমার্গস্থ গ্রহ দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে শরনিকরে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন নারাচ দ্বারা দ্রোণপুত্রের ভ্রূমধ্য বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা ঊর্দ্ধ রশ্মি সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৃষ্ণ সমবেত অর্জ্জুনও অশ্বত্থামার শত শত শরে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া রশ্মিজাল জড়িত যুগান্ত কালীন দিবাকর দ্বয়ের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব অশ্বত্থামার শরে অভিভূত হইলে অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারা

সৃষ্টি করিয়া বজ্রাগ্নি সদৃশ প্রাণনাশক শরনিকরে দ্রোণপুত্রকে আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তেজস্বী রৌদ্রকর্ম্মা দ্রোণকুমার মৃত্যুরও ব্যথাজনক অতি তীব্রবেগ সম্পন্ন সুমুক্ত শরজালে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণপুত্র যতগুলি শর পরিত্যাগ করিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সায়ক নিকর নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহারে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত আবৃত করিয়া সংশপ্তক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সুমুক্ত শরজালে অপরাঙ্মুখ শত্রুগণের শর, শরাসন, তূণীর মৌর্ব্বী, হস্ত, করস্থিত শস্ত্র, ছত্র, ধ্বজ, মনোরম বস্ত্র, মাল্য, ভূষণ, চর্ম্ম, বর্ম্ম এবং মস্তক সমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুসজ্জিত রথ, নাগ ও অশ্ব সমুদায়ে সমারূঢ় যোধগণ অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত অসংখ্য শরে বাহনগণের সহিত বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পূর্ণচন্দ্র, সূর্য্য ও কমলের ন্যায় মনোহর কিরীট ও মাল্য প্রভৃতি বিবিধ ভূষণে ভূষিত মস্তক সকল ভল্ল, অর্দ্ধচন্দ্র ও ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া নিরন্তর ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

তখন অরাতিঘাতন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও নিষাদদেশীয় বীরগণ গজাসুর তুল্য মাতঙ্গ সমুদায় লইয়া দৈত্যদর্প নিসূদন ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই গজযূথের চর্ম্ম, বর্ম্ম, শুণ্ড, ধ্বজ, পতাকা ও নিষাদি সমুদায়কে ছেদন করিয়া বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন। এই রূপে সেই গজসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে মহাবীর ধনঞ্জয়, বায়ু যেমন মহামেঘ দ্বারা দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা স্বীয় শরনিকরে অর্জ্জুনের শর সমুদায় নিবারণ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদজাল যেরূপ চন্দ্র সূর্য্যকে তিরোহিত করিয়া গভীর গর্জ্জন করে, তদ্রূপ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া পুনরায় তাঁহার ও তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি শর প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সহসা দ্রোণপুত্রের শরান্ধকার নিরাশ করিয়া সুপুঙ্খ সায়ক দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন শর সন্ধান, কখন শর গ্রহণ, আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। কেবল তাঁহার বিপক্ষে যুধ্যমান রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণকে শরবিদ্ধ কলেবর ও নিহত হইতে নয়নগোচর হইল। তখন মহাবীর দ্রোণতনয় অতি সত্বরে এককালে দশ নারাচ সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলে তন্মধ্যে পাঁচটী অর্জ্জুনের ও পাঁচটী কেশবের অঙ্গ বিদ্ধ করিল। কুবের ও ইন্দ্রের তুল্য মনুজপ্রধান কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সেই সমুদায় নারাচে আহত হইয়া রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই তাঁহাদিগকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। তখন দশার্হনাথ কেশব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আর কেন উপেক্ষা করিতেছ, অশ্বত্থামারে অবিলম্বে বিনাশ কর। উহাঁরে উপেক্ষা করিলে উনি প্রতিকার শূন্য ব্যাধির ন্যায় নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিবেন। প্রমাদ শূন্য অর্জ্জুন অচ্যুতের বাক্য স্বীকার করত যত্ন সহকারে গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত মেষকর্ণ তুল্যাগ্র শরনিকরে দ্রোণতনয়ের চন্দনদিগ্ধ বাহু, বক্ষস্থল, মস্তক ও অনুপম উরুদেশ ক্ষত বিক্ষত করিয়া রথরশ্মি ছেদন পূর্ব্বক অশ্বগণকে বিদ্ধ

করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ অর্জ্জুন শর নিপীড়িত হইয়া অশ্বত্থামারে লইয়া অতিদূরে পলায়ন করিল। মতিমান্ দ্রোণতনয় ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত ও হীনাস্ত্র হইয়াছিলেন, এ ক্ষণে সেই বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমগণ কর্ত্তৃক দূরে সমানীত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জয় নিশ্চয় করিয়া আর ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিলেন না। তিনি হতোৎসাহ হইয়া অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রিত করত সূতপুত্রের রথাশ্ব নরসঙ্কুল বলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে পাণ্ডবগণের প্রবল শত্রু অশ্বত্থামা মন্ত্রৌষধি নিরাকৃত ব্যাধির ন্যায় রণস্থল হইতে অপসারিত হইলে কেশব ও অর্জ্জুন বায়ুবিকম্পিত পতাকাযুক্ত মেঘগভীর নিস্বন স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া সংশপ্তকগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দণ্ডধার উত্তর দিকে পাণ্ডব সেনাগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহারা তুমুল কোলাহল করিতে লাগিল। তখন বাসুদেব রথ প্রতিনিবৃত্ত করত গরুড় ও অনিল তুল্য বেগশালী অশ্বগণের গতি রোধ না করিয়াই অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! প্রমাথী দ্বিরদবরে সমারূঢ় মগধরাজ দণ্ডধার মহাবল পরাক্রান্ত এবং শিক্ষা ও বল প্রদর্শনে মহারাজ ভগদত্ত অপেক্ষা অনূ্যন। অতএব তুমি অগ্রে ইহারে সংহার করিয়া পশ্চাৎ পুনরায় সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিবে। মহাত্মা মধুসূদন এই বলিয়া ধনঞ্জয়কে দণ্ডধার সন্নিধানে সমুপস্থিত করিলেন। ঐ সময় হস্তিযুদ্ধে সুনিপুণ রাহুর ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ মগধরাজ দণ্ডধার বিশ্বসংহর্ত্তা ভীষণ ধূমকেতুর ন্যায় শত্রু সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গজাসুর সন্নিভ, মহামেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন সম্পন্ন, সুসজ্জিত মাতঙ্গে অবস্থান করিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক রথ সকল চূর্ণ এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তীও পদ দ্বারা অশ্ব সারথি সমবেত রথ সমুদায় ও মনুষ্যগণকে আক্রমণ ও মর্দ্দন পূর্ব্বক কালচক্রের ন্যায় প্রকাণ্ড শুণ্ড দ্বারা অন্যান্য হস্তীদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই তেজস্বী গজবরের প্রভাবে অসংখ্য বর্ম্মসংবৃত কলেবর অশ্বারোহী ও পদাতি ধরাতলে বিপোথিত হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন জ্যা, তল ও নেমি নিস্বন সম্পন্ন, মৃদঙ্গ, ভেরী ও অসংখ্য শংখধ্বনি নিনাদিত, রথাশ্ব মাতঙ্গকুল সঙ্কুল রণ মধ্যে সেই মাতঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তখন দণ্ডধার দ্বাদশ শরে অর্জ্জুনকে, ষোড়শ শরে জনার্দ্দনকে ও তিন তিন শরে তাঁহাদের প্রত্যেক অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার শর, শরাসন ও অলঙ্কৃত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া পাদরক্ষকগণের সহিত মহামাত্রকে বিনাশ করিলেন। গিরিব্রজেশ্বর দণ্ডধার তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই অনিল তুল্য তেজস্বী মদোৎকট মাতঙ্গ দ্বারা বাসুদেবকে ধৈর্য্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের উপর তোমর প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তিন ক্ষুর দ্বারা তাঁহার করিশুণ্ডোপম ভুজদণ্ড দ্বয় ও পূর্ণ শশাঙ্ক সন্নিভ মস্তক যুগপৎ ছেদন করিয়া অসংখ্য শরে সেই মাতঙ্গকে বিদ্ধ করিলেন। সুবর্ণ বর্ম্মধারী করিবর অর্জ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিশাকালে দাবানল প্রভা-

বে প্রজ্বলিত ওষধি পরিপূর্ণ অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং শরপ্রহার জনিত বেদনায় আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখন উদ্ভ্রান্ত কখন বা স্খলিত পদে ধাবমান হইয়া মহামাত্রের সহিত বজ্র-বিদারিত শিখরীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহাবীর দণ্ড স্বীয় ভ্রাতা দণ্ডধারকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া তুষার-গৌর, সুবর্ণদাম সমলঙ্কৃত হিমাচল শিখর সদৃশ উত্তুঙ্গ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের বিনাশ বাসনায় তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং সূর্য্যকিরপ্রভ তিন তোমরে জনার্দ্দনকে ও পাঁচ তোমরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও ক্ষরধার ক্ষুর দ্বারা তদ্দণ্ডে তাঁহার ভুজ-যুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দণ্ডের সেই তোমরধারী অঙ্গদ সমলঙ্কৃত চন্দন চর্চ্চিত ভুজ দ্বয় ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া অচলশিখর হইতে পতিত রুচির উরগ দ্বয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে যুগপৎ নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা দণ্ডের মস্তক ছেদন করিলে উহা শোণিতসিক্ত ও করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া অস্তাচল হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পরে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার শ্বেতাভ্র সন্নিভ হস্তীরে দিবাকরের করজাল সদৃশ শরজালে নির্ভিন্ন করিলেন। করিবর অর্জ্জুনশরে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুলিশাহত হিমাচল শিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দণ্ডধার ও দণ্ডের হস্তি দ্বয়ের ন্যায় অন্যান্য হস্তীদিগকে সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে শক্র সৈন্য সমুদায় পলায়ন করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করত স্খলিত হইয়া কোলাহল সহকারে সমরাঙ্গনে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে অর্জ্জুনের সৈনিকপুরুষেরা দেবগণ যেমন পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিয়া কহিতে লাগিল, হে বীর! আমরা মৃত্যুর ন্যায় যে দণ্ডধারকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিলাম, তুমি এ ক্ষণে তাহারে সংহার করিয়াছ। আমরা মহাবল পরাক্রান্ত শক্রগণের ভুজবীর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিলাম, যদি তুমি তৎকালে আমাদিগকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা এ ক্ষণে শক্রগণের বিনাশে যেরূপ আনন্দিত হইতেছি, তাহারাও তৎকালে আমাদিগকে নিহত দেখিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইত, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন সুহৃদ্গণের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মর্য্যাদানুসারে সৎকার পূর্ব্বক পুনরায় সংশপ্তকগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে জয়শীল অর্জ্জুন দণ্ডধার ও দণ্ডের নিধনানন্তর প্রত্যাগত হইয়া মঙ্গলগ্রহের ন্যায় বক্রভাবে সঞ্চরণ করত পুনরায় সংশপ্তকগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় অশ্ব, রথ, কুঞ্জর ও যোধগণ পার্থ শরে নিপীড়িত হইয়া বিচলিত, ঘূর্ণিত, ম্লান, পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ভল্ল, ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বৎসদন্ত দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণের পরাক্রান্ত বাহন, ধ্বজ, শর, শরাসন, হস্ত, হস্তস্থিত শস্ত্র, বাহু, মস্তক, ও সারথি সমুদায়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বৃষভ যূথ যেমন গাভী লাভার্থে অন্য বৃষভকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ

সহস্র সহস্র শূরগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! ত্রৈলোক্য বিজয়কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এ ক্ষণে অর্জ্জুনের সহিত সেই বীরগণের তদ্রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় উগ্রায়ুধতনয় দন্দশূক সর্পের ন্যায় তিন শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিল। ধনঞ্জয় তাঁহার শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বর্ষাকালীন বায়ু প্রেরিত মেঘমণ্ডল যেমন হিমালয়কে আবৃত করে, তদ্রূপ সেই বিপক্ষ পক্ষীয় যোধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র নিকরে বিপক্ষ পক্ষের অস্ত্র সমুদায় নিবারণ পূর্ব্বক শরজালে বহুসংখ্য বীরকে সংহার করিয়া রথিগণের ত্রিবেণু, আয়ুধ, তূণীর, চক্র, রথ, ধ্বজ, রশ্মি, যোক্ত্র, অক্ষ, রথের অধোভাগস্থ কাষ্ঠদ্বয় ও বর্ম্ম সমুদায় এবং অসংখ্য অশ্ব, পার্ষ্ণি ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনবিধ্বস্ত রথ সমুদায় ধনিগণের অগ্নি, অনিল ও সলিলের প্রভাবে বিনষ্ট গৃহ সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ অশনি সদৃশ শরনিকরে ছিন্নকবচ হইয়া বজ্রাগ্নিনির্ভিন্ন পর্ব্বতাগ্রস্থিত গৃহ সমুদায়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। অশ্বগণ অর্জ্জুনের ভীষণ আঘাতে জিহ্বা ও অন্ত্র নির্গত হওয়াতে শোণিতার্দ্র কলেবরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও মনুষ্য অর্জ্জুনের নারাচে বিদ্ধ হইয়া শব্দায়মান, ম্লান, বিঘূর্ণিত, স্খলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দৈত্যঘাতন মহেন্দ্রের ন্যায় শিলাধৌত অশনি সদৃশ শরনিকরে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীরকে নিহত করিলেন। মহামূল্য বর্ম্ম ও ভূষণে মণ্ডিত মহাস্ত্রধারী নানারূপ বীরগণ রথ ও ধ্বজের সহিত ধনঞ্জয়ের শরে নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধে পুণ্যকর্ম্মা সৎকুলোদ্ভব জ্ঞান সম্পন্ন বীরগণ নিহত হইয়া স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিলেন; কেবল তাঁহাদের শরীর সমুদায় বসুধাতলে পতিত রহিল। অনন্তর নানা জনপদের অধ্যক্ষ জাতক্রোধ যোধগণ স্বগণ সমভিব্যাহারে মহারথ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। গজারূঢ়, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া বিবিধ শস্ত্র বর্ষণ করত তাঁহার অভিমুখীন হইতে লাগিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বায়ু যেমন মহামেঘ নির্মুক্ত বারিধারা নিবারণ করে, তদ্রূপ নিশিত শরনিকরে সেই যোধগণ পরিমুক্ত আয়ুধবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে অশ্ব, পদাতি, হস্তী ও রথ সমুদায়ের সহিত বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি কি বৃথা ক্রীড়া করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ; সত্বরে এই সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণবধের চেষ্টা কর। মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্যে স্বীকার করিয়া দানবহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় বল প্রকাশ পূর্ব্বক শস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন যে কখন শর গ্রহণ কখন শর সন্ধান আর কখনই বা শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা অবহিত হইয়াও কেহ জানিতে পারিল না। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের হস্তলাঘব দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। হংসগণ যেরূপ সরোবরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই শুভ্রবর্ণ শরনিকর সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এই রূপে সেই সুমহান্ জনসংক্ষয় সমু-

পস্থিত হইলে মহামতি কেশব সমরভূমি সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! এক দুর্য্যোধনের অপরাধে এই অতি ভয়ঙ্কর ভরতকুলক্ষয় ও পার্থিবগণের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। ধনুর্দ্ধরগণের রাশি রাশি হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক, শরমুষ্টি, তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত পন্নগ সদৃশ তৈলধৌত নারাচ, হেমভূষিত বিচিত্র তোমর, কনকপৃষ্ঠ চর্ম্ম, সুবর্ণ নির্ম্মিত প্রাস, কনকভূষিত শক্তি, হেমসূত্র বেষ্টিত বিপুল গদা, সুবর্ণযষ্টি, সুবর্ণ মণ্ডিত পট্টিশ, সুবর্ণদণ্ড যুক্ত পরশু, ভীষণ পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভুশুণ্ডী, লৌহময় প্রাস ও ভীষণ মুষল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিপতিত রহিয়াছে। জয়লোলুপ বীরগণ বিবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোদ্ধা গদাবিমথিত কলেবর, মুষল চূর্ণিত মস্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। শর, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, খড়্গ, প্রাস, পট্টিশ, নখর ও লগুড় প্রভৃতি অস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন রুধির পরিপ্লুত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগের দেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে। বীরগণের তলত্র ও অঙ্গদযুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, অঙ্গুলিত্রাণযুক্ত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, হস্তিশুণ্ড সদৃশ ঊরু এবং চূড়ামণি ও কুণ্ডলে অলঙ্কৃত মস্তক সমুদায় দ্বারা সমর ভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হেমকিঙ্কিনী যুক্ত রথ সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অসংখ্য শোণিতলিপ্ত অশ্ব, রথাধস্থিত কার্ষ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, যোধগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুরবর্ণ প্রকীর্ণক, নিস্তব্ধ রণশয়ান পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা, নিহত গজযোধী, মাতঙ্গগণের বিচিত্র কম্বল, গজচূর্ণিত ঘণ্টা, বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত দণ্ড, অঙ্কুশ, অশ্বগণের যুগশেখর রত্নচিত্রিত বর্ম্ম, সাদিগণের ধ্বজাগ্রে বিদ্ধ সুবর্ণ মণ্ডিত চিত্রকম্বল, অশ্বগণের সুবর্ণখচিত মণিমণ্ডিত রাঙ্কব আস্তরণ, ভূপালগণের কাঞ্চনমালা, চূড়ামণি, ছত্র ও চামর সকল নিপতিত রহিয়াছে। নরপতিদিগের কুণ্ডলালঙ্কৃত, চন্দ্রনক্ষত্র সপ্রভ, শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল সমস্তাৎ নিপতিত থাকাতে রণভূমি বিকসিত পদ্ম ও কুমুদযুক্ত সরোবরের ন্যায়, শরৎকালীন চন্দ্র নক্ষত্র ভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! এই সমুদায় অবলোকনে বোধ হইতেছে যে, তুমি সমরস্থলে আপনার অনুরূপ কর্ম্ম করিয়াছ। তুমি যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছ, দেবরাজ ভিন্ন আর কাহারও এ রূপ করিবার সাধ্য নাই।

হে মহারাজ! অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই রূপে সমরভূমি প্রদর্শন করত গমন করিতে করিতে দুর্য্যোধনের বল মধ্যে শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী ও পণবের ধ্বনি, এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও অস্ত্রের তুমুল শব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন তিনি সেই বায়ুবেগগামী অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়া পাণ্ড্যরাজকে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে শরপীড়িত করিতে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় অস্ত্রবিশারদ মহাবীর পাণ্ড্য অন্তকের ন্যায়, অসুরনিপাতী ইন্দ্রের ন্যায় নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা অরাতিগণের সায়ক সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের দেহ বিদারণ করিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতেছিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে সঞ্জয়! তুমি পূর্ব্বেই লোকবিশ্রুত পাণ্ড্যরাজ প্রবীরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছ; কিন্তু তাঁহার সংগ্রাম কার্য্য বর্ণন কর নাই। অতএব এ ক্ষণে

বিস্তার পূর্ব্বক আমার নিকট সেই বীরের বিক্রম, শিক্ষা প্রভাব, বীর্য্য ও দর্প কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যে মহাবীর ধনুর্ব্বিদ্যা পারগ আপনার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে পরাক্রম দ্বারা পরাভূত করিতে পারেন যিনি কাহারেও কখন আত্ম তুল্য বোধ করেন না, যিনি আপনারে কর্ণ ও ভীষ্মের সমকক্ষ এবং বাসুদেব ও অর্জ্জুন হইতে ন্যূন বলিয়া কখনই স্বীকার করেন না, সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য ভূপালশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য প্রকোপিত অন্তকের ন্যায় কর্ণের সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেই অসংখ্য রথাশ্বপদাতি সঙ্কুল সেনাগণ পাণ্ড্য শরে নিপীড়িত হইয়া সমরে কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ অরাতিঘাতন পাণ্ড্য শরনিকরে অশ্ব, রথ, ধ্বজ, আয়ুধ, মাতঙ্গ ও সারথি সমুদায়কে বিধ্বস্ত করিয়া সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। আরোহি সমবেত। দ্বিরদগণ পাণ্ড্যের ভীষণ শরে ধ্বজ পতাকা ও আয়ুধ বিহীন হইয়া পাদরক্ষকদিগের সহিত প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ মহাবীর সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে শক্তি, প্রাস ও তূণীরধারী সংগ্রামনিপুণ অশ্বারূঢ় মহাবল পরাক্রান্ত পুলিন্দ, খশ, বাহ্লীক, নিষাদ, অন্ধক, কুণ্ডল, দাক্ষিণাত্য ও ভোজগণকে শস্ত্র ও বর্ম্ম বিবর্জ্জিত করিয়া নিহত করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা অশঙ্কিত পাণ্ড্যকে শরনিকরে সেই চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত করিতে দেখিয়া অসংভ্রান্ত চিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং হাস্যমুখে মধুর বাক্যে তাঁহারে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে কমললোচন মহারাজ! তুমি সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তোমার বল ও পৌরুষ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তোমার পরাক্রমও ইন্দ্রের সদৃশ। তুমি বিশাল বাহুযুগল দ্বারা বিস্তৃত মৌর্ব্বী সম্পন্ন শরাসন বিস্ফারণ করত মহাজলদের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতেছ। এ ক্ষণে আমি এই সমরে আমা ভিন্ন অন্য কাহারেই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাই না। অরণ্যে ভীমপরাক্রম সিংহ যেমন নির্ভীকচিত্তে মৃগগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ তুমি একাকী অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতেছ এবং ভীষণ রথ নিস্বনে ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল কম্পিত করত শস্যঘ্ন শব্দায়মান শরৎকালীন মহামেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছ; অতএব তুমি এ ক্ষণে তূণীর হইতে সর্প সদৃশ সুনিশিত শরনিকর সমুদ্ধৃত করিয়া অন্ধক যেরূপ ত্র্যম্বকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তদ্রূপ কেবল আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য এই রূপে অশ্বত্থামার বাক্যবাণে তাড়িত হইয়া তথাস্তু বলিয়া কর্ণি দ্বারা দ্রোণতনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র হাস্য করিয়া প্রথমত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সদৃশ উগ্র মর্ম্মভেদী শরনিকরে পাণ্ড্যকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি দশমী গতি সংযুক্ত মর্ম্মভেদী নারাচ সকল পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর পাণ্ড্য নিশিত নয় বাণে তৎক্ষণাৎ সেই নারাচনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি চারি বাণে দ্রোণপুত্রের অশ্বগণকে নিপীড়িত ও নিহত করিয়া শরজালে তাঁহার শরনিকর ও বিস্তৃত জ্যা ছেদন করিলেন। অনন্তর অমিত্রঘাতন দ্রোণনন্দন স্বীয় শরাসনে অন্য জ্যারোপণ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, পরিচারকগণ অচিরাৎ তাঁহার

রথে অন্যান্য উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায় সংযোজিত করিয়াছে। তখন তিনি সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পুরুষপ্রধান পাণ্ড্য অশ্বত্থামার শরনিকর নিঃশেষিত হইবার নহে জানিয়াও তৎপ্রযুক্ত সায়ক সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার চক্ররক্ষক দ্বয়কে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ড্যের হস্তলাঘব নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া জলধর নিক্ষিপ্ত জলধারার ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দিবসের অর্দ্ধ প্রহর মধ্যে আট আটটি বৃষভ সংযোজিত অষ্ট শকটপূর্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। তৎকালে যে যে ব্যক্তি অন্তকেরও অন্তক সদৃশ রোষপরবশ অশ্বত্থামারে নিরীক্ষণ করিল, তাহারা প্রায় সকলেই বিমোহিত হইল। এই রূপে মহাবীর অশ্বত্থামা মেঘ যেমন গ্রীষ্মাবসানে পর্ব্বত পাদপ পরিপূর্ণ পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ শত্রু সৈন্যের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ পাণ্ড্য হৃষ্ট মনে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা সেই দ্রোণকুমার নির্ম্মুক্ত শরজাল নিরাকরণ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ড্য মহীপতির সিংহনাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার চন্দনাগুরুভূষিত মলয়প্রতিম ধ্বজ ও চারি অশ্ব নিপাতিত করিয়া এক শরে সারথিরে সংহার পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্রবাণে জলদনিস্বন শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার রথ চূর্ণ করিয়া অস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময় দ্রোণতনয় পাণ্ড্যকে নিহত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সমর করিবার বাসনায় তাঁহারে সংহার করিলেন না।

ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ পাণ্ডবগণের নাগবল ও অন্যান্য সৈন্য সমুদায় বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রথিগণকে রথশূন্য করিয়া বহুসংখ্য শরে অশ্ব ও হস্তীদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় এক সুসজ্জিত মহাবল, পরাক্রান্ত মাতঙ্গ আরোহিবিহীন ও অশ্বত্থামার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক মহাবেগে পাণ্ড্যের অভিমুখে আগমন করিল। তখন হস্তিযুদ্ধে সুনিপুণ মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য সত্বরে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেশরী যেমন গিরিশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ সেই মাতঙ্গে আরোহণ করিলেন এবং অঙ্কুশাঘাত দ্বারা উহার ক্রোধোদ্দীপন করিয়া নিহত হইলি নিহত হইলি বলিয়া বারংবার অশ্বত্থামারে তর্জ্জন করত ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক সূর্য্যকরপ্রখর তোমর প্রয়োগ পূর্ব্বক আনন্দ সহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগ পুরঃসর তাঁহার মণি, হীরক, সুবর্ণ, অংশুক ও মুক্তাহারে সমলঙ্কৃত কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও পাবকের ন্যায় দ্যুতি সম্পন্ন কিরীট পাণ্ড্যের শরে ছিন্ন হইয়া বজ্রাভিহত অদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় শব্দ করত ভূতলে নিপতিত ও চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া যমদণ্ড সন্নিভ চতুর্দ্দশ শর গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ শরে হস্তীর পাদ চতুষ্টয় ও শুণ্ড, তিন শরে পাণ্ড্যের বাহু দ্বয় ও মস্তক এবং ছয় শরে তাঁহার ছয় অনুচরকে সমাহত ও নিপাতিত করিলেন। তখন পাণ্ড্যরাজের চন্দন চর্চ্চিত, সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও হীরকে সমলঙ্কৃত সুদীর্ঘ সুবৃত্ত ভুজযুগল ধরাতলে নিপতিত হইয়া গরুড় নিহত উরগ দ্বয়ের ন্যায় বিলুণ্ঠমান হইতে লাগিল। তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণ শশি সপ্রভ

রোষকষায়িত লোচন আননং ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া বিশাখা নক্ষত্র দ্বয়ের মধ্যগত চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সমরনিপুণ মহাবীর অশ্বত্থামা এই রূপে পাণ্ড্য রাজের দেহ তিন শরে চারি অংশে এবং তাঁহার হস্তীর কলেবর পাঁচ শরে ছয় অংশে বিভক্ত করাতে সেই দশধা বিভক্ত দেহ দ্বয় ইন্দ্রের বজ্র দ্বারা বিভক্ত দশ দৈবত হবির ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর পাণ্ড্য বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাক্ষসগণের তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক শ্মশানাগ্নি যেমন মৃত কলেবররূপ স্বধা লাভ করিয়া সলিল দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রের শরাঘাতে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন সুহৃদ্বর্গ সমভিব্যাহারে সেই কৃতকার্য্য আচার্য্যপুত্র সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া দেবরাজ যেমন বলাসুর বিজয়ী বিষ্ণুরে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ হৃষ্ট মনে তাঁহারে যথোচিত উপচারে সৎকার করিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই রূপে অশ্বত্থামা পাণ্ড্যরাজকে নিহত ও মহাবীর কর্ণ একাকী শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিলে অর্জ্জুন কি করিল? ধনঞ্জয় মহাবল পরাক্রান্ত ও অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ভগবান মহাদেব তাহারে সর্ব্বভূতের অজেয় হইবে বলিয়া বর প্রদান করিয়াছেন; অতএব সেই অর্জ্জুন হইতেই আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে সে তৎকালে সংগ্রামস্থলে কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ড্য নিহত হইলে হৃষীকেশ সত্বরে অর্জ্জুনের হিতার্থ তাঁহারে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আর দেখিতে পাইতেছি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণও প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যাগত হইলে বিপক্ষ সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেন। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ অশ্বত্থামার অভিলাষানুসারে সৃঞ্জয়গণকে নিহত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল চূর্ণিত করিয়াছে। হে মহারাজ! বাসুদেব এই সমস্ত কথা অর্জ্জুনের কর্ণগোচর করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় ভ্রাতার মহাভয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া হৃষীকেশকে কহিলেন, হে মাধব! শীঘ্র রথ সঞ্চালন কর। মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে সেই প্রতিদ্বন্দ্বি বিহীন রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। নির্ভীকচিত্ত ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ পুনরায় মিলিত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত পুনর্ব্বার মহাবীর কর্ণের যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় ধনুর্দ্ধর বীর পুরুষেরা পরস্পরে বিনাশ বাসনায় বিবিধ বাণ, পরিঘ, অসি, পট্টিশ, তোমর, মুষল, ভুষুণ্ডি, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, গদা প্রাস, কুন্ত, ভিন্দিপাল ও অঙ্কুশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং বাণ, জ্যা, তল ও রথের নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পরস্পর অরাতির অভিমুখে গমন করিলেন। বীরগণ সেই শব্দে পরম আহ্লাদিত হইয়া বিবাদ শেষ করিবার বাসনায় বীরগণের সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষেরা শরাসন, তলত্র ও জ্যার শব্দ, কুঞ্জরদিগের বৃংহিত, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার এবং শূরগণের বিবিধ তলশব্দ ও তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত, ম্লান ও নিপতিত হইল।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ সেই শব্দায়মান

অস্ত্রবর্ষী বীরগণের মধ্যে অনেককেই সংহার পূর্ব্বক শর নিপাতে পাঞ্চালগণের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজযুক্ত বিংশতি রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত প্রধান প্রধান বীরগণ শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে শর বর্ষণ পূর্ব্বক যূথপতি হস্তী যেমন সারসকুল সমাকীর্ণ পদ্মবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ শত্রু সৈন্য সমুদায় ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শত্রুগণ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের চর্ম্ম ও বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহাকেই তাঁহার দ্বিতীয় বাণের স্পর্শ সহ্য করিতে হইল না। সারথি যেমন অশ্বের উপর কষার আঘাত করে, তদ্রূপ তিনি অরাতি সৈন্যগণের তলত্রের উপর বর্ম্ম, দেহ ও অস্ত্রসংহারক শর সমূহের আঘাত করত সিংহ যেমন মৃগগণকে মর্দ্দন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বল প্রকাশ পূর্ব্বক পাণ্ডু, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, যুযুধান এবং যমজ নকুল ও সহদেব ইহাঁরা সমবেত হইয়া কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। যোধগণ ঐ সকল মহাবীরকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রাণপণে পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সিংহনাদ পরিত্যাগ, সংগ্রামার্থ আহ্বান ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উদ্যত কালদণ্ড সদৃশ গদা, মুষল ও পরিঘ গ্রহণ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল এবং পরস্পর পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহার মস্তিষ্ক বহির্গত, কাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত এবং কাহারও বা আয়ুধ সকল ইতস্তত নিপতিত হইল। কতকগুলি সৈন্য শরপূর্ণ কলেবর হইয়া রুধিরলিপ্ত দশনপংক্তি বিরাজিত, দাড়িম সন্নিভ বক্ত্র দ্বারা জীবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতকগুলি সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিপক্ষগণকে পরশু দ্বারা তক্ষণ, পট্টিশ ও অসি দ্বারা ছেদন, শক্তি দ্বারা বিদারণ, ভিন্দিপাল দ্বারা নিক্ষেপ এবং নখর, প্রাস ও তোমর দ্বারা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে সৈন্যগণ পরস্পর নিহত হইয়া রুধিরধারা বর্ষণ পূর্ব্বক ছিন্ন রক্তচন্দন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। রথী কর্ত্তৃক রথী, হস্তী কর্ত্তৃক হস্তী, পদাতি কর্ত্তৃক পদাতি ও অশ্ব কর্ত্তৃক অশ্ব নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজদণ্ড, করিশুণ্ড এবং মনুষ্যগণের মস্তক, হস্ত ও ছত্র সমুদায় ক্ষুর, ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী ও রথ সমবেত অশ্ব সকল বিমর্দ্দিত হইল। করিনিকর অশ্বারোহী কর্ত্তৃক ছিন্নশুণ্ড ও নিহত হইয়া পতাকা ও ধ্বজের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে লাগিল। হস্তী ও রথী সমুদায় পদাতিদিগের বাহুবলে নিহত ও নিপতিত হইল। অসংখ্য অশ্বারোহী পদাতি দ্বারা ও পদাতিগণ অশ্বারোহী দ্বারা নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। মৃত মনুষ্যগণের বদনমণ্ডল ও কলেবর মৃদিত পদ্ম ও ম্লান মাল্যদামের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দ্বিরদ, অশ্ব ও মনুষ্যগণের পরম রমণীয় রূপ পঙ্কক্লিন্ন বস্ত্রের ন্যায় সাতিশয় মলিন ও একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রেরিত

প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া করিসৈন্য সমভিব্যাহারে অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধ বিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল, মদ্র, দর্শান, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর, তোমর ও নারাচ বর্ষণ করত পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই পার্ষ্ণি, অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ দ্বারা সঞ্চালিত পর্ব্বতাকার নাগগণকে নারাচ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদের মধ্যে কোন কোনটারে দশ, কোন কোনটারে ছয় ও কোন কোনটারে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালপক্ষীয় যোধগণ দ্রুপদ তনয়কে মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় সেই করিসৈন্য সমাচ্ছন্ন করিতে দেখিয়া নিশিত অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করত মহাবেগে ধাবমান হইল এবং নাগগণের উপর শরবর্ষণ করত জ্যা নির্ঘোষ ও তলধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, চেকিতান, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও প্রভদ্রকগণ মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই করিগণের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গগণ বীরগণের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অশ্ব, মনুষ্য ও রথিগণকে শুণ্ড দ্বারা উত্তোলন, পদ দ্বারা মর্দ্দন ও দন্তাঘাতে বিদারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেক বীর করিগণের দন্তলগ্ন হইয়া ভীষণ বেগে নিপতিত হইল।

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি উগ্রবেগ নারাচ দ্বারা সমীপস্থিত বঙ্গাধিপতির মাতঙ্গের মর্ম্ম ভেদ করিয়া নিপাতিত করিলেন। বঙ্গরাজ সেই নিহত মাতঙ্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, সাত্যকি তাঁহার বক্ষস্থলে নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারেও ধরাসাৎ করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব তিন নারাচে পুণ্ড্রের পর্ব্বতাকার হস্তীর পতাকা, বর্ম্ম, ধ্বজ ও মহামাত্রকে ছেদন পূর্ব্বক তাহারে সংহার করিয়া পুনরায় অঙ্গাধিপতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া যমদণ্ডের ন্যায় তিন নারাচ দ্বারা অঙ্গরাজপুত্রকে ও শত নারাচে তাঁহার হস্তীরে নিপীড়িত করিলেন। তখন অঙ্গরাজপুত্র ক্রোধভরে নকুলের প্রতি সূর্য্যকিরণ তুল্য আট শত তোমর নিক্ষেপ করিলে মাদ্রীতনয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রত্যেক অস্ত্র ত্রিধা ছেদন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অঙ্গরাজতনয় এই রূপে নকুলের শরে নিহত হইয়া স্বীয় মাতঙ্গের সহিত ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। হস্তিশিক্ষাবিশারদ অঙ্গরাজনন্দন নিহত হইলে অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছদ সম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্বতাকার গজযূথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ নকুলকে মেঘাবৃত দিনকরের ন্যায় অস্ত্রাচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার রক্ষার্থ তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই হস্তিযূথের সহিত শর তোমরবর্ষী রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রথিগণের নারাচে মাতঙ্গগণের কুম্ভ, মর্ম্ম ও দন্ত সমুদায় বিদীর্ণ ও

ভূষণ সকল বিশীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর সহদেব সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে আটটী মহাগজের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে আরোহিগণের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলনন্দন নকুলও উৎকৃষ্ট শরাসন আকর্ষণ করিয়া বক্রগতি নারাচনিকরে নাগগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও প্রভদ্রকগণ বৃহৎকায় মাতঙ্গগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তিগণ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণের জলধরনির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় শরধারায় নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। এই রূপে পাণ্ডব পক্ষীয় রথী ও হস্ত্যারোহিগণ কৌরবপক্ষীয় নাগগণকে নিপাতিত করিয়া অন্যান্য বিপক্ষ সেনাগণকে ভিন্নকূল নদীর ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাহাদিগকে বিলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিয়া পুনর্ব্বার কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন সহদেবকে রোষাবিষ্ট চিত্তে শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তৎসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথগণ ঐ দুই মহাবীরকে পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্বজ পট বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন রোষপরবশ হইয়া তিন শরে সহদেবের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। পাণ্ডুপুত্র সহদেবও সপ্ততি নারাচে দুঃশাসনকে প্রহার করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন সহদেবের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহার বাহু যুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে উহা তাঁহার জ্যা ছেদন করিয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন তিনি অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি এক নিশিত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন সেই যমদণ্ডোপম বিশিখ সমাগত দেখিয়া খরধার খড়্গ দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি সহদেবের প্রতি সেই খড়্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। সহদেব সেই খড়্গ আগমন করিতে দেখিয়া হাস্য মুখে নিশিত শরনিকরে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া চতুঃষষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সহদেব সেই সমস্ত শর মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য শর প্রয়োগ করিলেন। আপনার আত্মজ দুঃশাসনও তিন তিন শরে সহদেব নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর খণ্ড খণ্ড করিয়া বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শরজালে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া নব শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সহদেব ক্রোধভরে বল পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি কালান্তকযমোপম ভয়ঙ্কর এক শর প্রয়োগ করিলে উহা মহাবেগে তাঁহার কবচ ভেদ পূর্ব্বক বল্মীক মধ্যগামী পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই শরাঘাতে বিমোহিত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহারে জ্ঞানশূন্য অবলোকন করিয়া এবং স্বয়ং নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সত্বরে ভীতমনে রণস্থল হইতে রথ অপসারিত

করিল। হে মহারাজ! মহাবীর সহদেব এই রূপে আপনার আত্মজ দুঃশাসনকে পরাজয় করিয়া মনুষ্য যেমন রোষভরে পিপীলিকাপুট বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায় বিমথিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর কর্ণ মাদ্রীতনয় নকুলকে কৌরব সৈন্য বিদ্রাবণে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল হাস্যমুখে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! আমি বহুকালের পর অনুকূল দৈব প্রভাবে তোমার নেত্রগোচরে নিপাতিত হইলাম। হে পাপাত্মন্! তুমিই এই অনর্থ পরম্পরা বৈর ও কলহের মূল। তোমার দোষেই কৌরবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। অতএব এ ক্ষণে তুমি আমার প্রভাব নিরীক্ষণ কর। আজি আমি তোমারে সংহার করিয়া কৃতকার্য্য ও গতজ্বর হইব। মহাবীর সূতনন্দন নকুলের মুখে রাজপুত্রের বিশেষত ধনুর্দ্ধারীর সমুচিত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর! তুমি আমারে প্রহার কর; অদ্য আমি তোমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিব। হে শূর! অগ্রে যুদ্ধে বীরজনোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ বাগ্‌জাল বিস্তার করা তোমার কর্ত্তব্য। বীরগণ বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া শক্ত্যনুসারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। এ ক্ষণে তুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি আজি তোমার দর্প চূর্ণ করিব। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া সত্বরে ত্রিসপ্ততি শরে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নকুল সূতপুত্র শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া আশীবিষ সদৃশ ভীষণ অশীতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত শরনিকরে নকুলের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিংশত বাণে তাঁহারে নিপীড়িত করিলে সেই সমুদায় শর ভুজঙ্গগণ যেমন পৃথিবী ভেদ করিয়া সলিল পান করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহার কবচ ভেদ পূর্ব্বক শোণিত পান করিল।

অনন্তর নকুল অন্য এক হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক বিংশতি শরে কর্ণকে ও তিন শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে খরধার ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন পুরঃসর হাস্যমুখে তিনশত সায়কে পুনরায় তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন অন্যান্য রথী ও সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবগণ নকুলের শরনিকরে সূতপুত্রকে নিপীড়িত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বাণে নকুলের জত্রুদেশ বিদ্ধ করিলেন। ভুবনদীপন ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় রশ্মিজাল প্রভাবে যেমন শোভমান হন, মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত জত্রুদেশে বিদ্ধ শর সমুদায় দ্বারা তদ্রূপ সুশোভিত হইলেন এবং অবিলম্বে সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার ধনুঃকোটি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শরজালে নকুলের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। নকুল কর্ণ চাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া শরজাল প্রয়োগ পূর্ব্বক অবিলম্বে তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডল সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোত সঙ্কুলের ন্যায়, শলভ সমাকীর্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই শ্রেণীভূত শরনিকর অনবরত নিপতিত হইয়া শ্রেণীভূত ক্রৌঞ্চপক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর তিরোহিত হইলে আকাশগামী

কোন প্রাণীই আর ভূতলে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইল না।

হে মহারাজ! এই রূপে চতুর্দ্দিক শরনিকরে নিরুদ্ধ হইলে মহাবীর কর্ণ ও নকুল উদিত কান্ত সূর্য্য দ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। সৈনিকগণ কর্ণচাপচ্যুত শরজালে সমাহত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণও নকুল শরে সমাহত হইয়া সমীরণ সঞ্চালিত অম্বুদের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই বীর দ্বয়ের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগের শরপাতপথ অতিক্রম পূর্ব্বক সেই ঘোরতর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই রূপে সৈন্য সকল উৎসারিত হইলে তাঁহারা পরস্পর বধাভিলাষে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুল নির্ম্মুক্ত কঙ্কপত্রযুক্ত শর সকল সূতপুত্রকে এবং সূতপুত্র নির্ম্মুক্ত শরজাল নকুলকে বিদ্ধ করিয়া গগনতলে অবস্থান করিতে লাগিল। এই রূপে সেই বীর দ্বয় পরস্পরের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলদজাল সমাবৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সকলের অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ আকার ধারণ পূর্ব্বক নকুলকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলে মহাবীর নকুল কর্ণের শরে পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তখন সূতপুত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে সমরাঙ্গন এককালে মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে মহাত্মা সূতপুত্র নকুলের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক হাস্য মুখে তাঁহার সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং শরনিকর দ্বারা তাঁহার দিব্য রথ চূর্ণ করিয়া পতাকা, গদা, খড়্গ, শতচন্দ্র যুক্ত চর্ম্ম ও অন্যান্য উপকরণ সকল এবং চক্ররক্ষকগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিঘ উদ্যত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র তীক্ষ্ণধার সায়ক দ্বারা সেই ভীষণ পরিঘ ছেদন পূর্ব্বক নকুলকে নিরস্ত্র করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহারে সাতিশয় পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ এই রূপে মহাত্মা নকুলকে প্রহার করিলে তিনি সূতপুত্রকে প্রহার করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা ব্যাকুলিতচিত্তে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সূতপুত্র হাস্য করত মাদ্রীতনয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার গলদেশে জ্যারোপিত কার্ম্মুক সমর্পণ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন কর্ণের শরাসনে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মণ্ডলমধ্যগত শশধরের ন্যায়, শক্রচাপ শোভিত নিবিড় মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ মহাত্মা নকুলকে কহিলেন, হে মাদ্রীতনয়! তুমি ইতিপূর্ব্বে বৃথা বাক্য ব্যয় করিয়াছ। যাহা হউক, এ ক্ষণে লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি আর মহাবল পরাক্রান্ত কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। এখন হয় সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, না হয় গৃহে প্রতিগমন বা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমীপে গমন কর। হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা মহাবীর কর্ণ তৎকালে নকুলকে এই মাত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মাদ্রীতনয়কে ঐ সময় অনায়াসে বিনাশ করিতে পারিতেন কিন্তু কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া তদ্বিষয়ে বিরত হইলেন। এই রূপে পাণ্ডুতনয় নকুল

কর্ণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখিত মনে কুম্ভস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত লজ্জাবনত মুখে গমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও নকুলকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে শুভ্রবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত ও ভূরি পতাকা শোভিত রথে সমাসীন হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে সেনাপতি সূতপুত্রকে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া পাণ্ডবগণের মধ্যে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করত পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কোন কোন সারথি চক্র, ধ্বজ, পতাকা, অশ্ব ও অক্ষবিহীন রথে অবসন্ন পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণকে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রথকুঞ্জর সকল দাবানলে দগ্ধ হইয়াই যেন রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। অন্যান্য করিগণ বিদীর্ণকুম্ভ, রুধিরাক্ত কলেবর, বিরহিতশুণ্ড ও নিকৃত্তলাঙ্গুল হইয়া বিদলিত অভ্রখণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। কোন কোনটা নারাচ, শর ও তোমরের আঘাতে ভয়বিহ্বল হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে গমন করিল। আর কোন কোনটা পরস্পরের আঘাতে শোণিত ক্ষরণ করত জলস্রাবী পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল। অশ্বগণ উরুচ্ছদ, গ্রথিতকেশর, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাংস্যময় আভরণ, কবিকা, চামর, চিত্রকম্বল, তূণীর এবং আরোহিবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গ, প্রাস ও ঋষ্টি দ্বারা বিদ্ধ, কঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী অশ্বারোহিগণের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিহীন, কেহ কেহ নিহত, কেহ কেহ নিহন্যমান ও কেহ কেহ বা কম্পিত হইতে লাগিল। রথিগণ নিহত হওয়াতে বেগগামী অশ্ব সংযুক্ত সুবর্ণমণ্ডিত রথ সকল অক্ষ, কূবর, চক্র, ধ্বজ, পতাকা ও ঈষাদণ্ড বিহীন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। অসংখ্য রথী নিহত ও অনেকে ইতস্তত ধাবমান হইল। অনেকে অস্ত্রহীন হইয়া এবং অনেকে অস্ত্রহীন না হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করিল। তারকাজাল সমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট ঘণ্টাযুক্ত, বিচিত্রবর্ণ পতাকা পরিশোভিত বারণগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অসংখ্য মস্তক, উরুদেশ, বাহু এবং অন্যান্য অবয়ব সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর সূতপুত্রের সায়ক প্রভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত যোধগণের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা রহিল না। সৃঞ্জয়গণ সূতপুত্রের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় পুনরায় তাঁহারই অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল মহারথগণ সেই যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় সেনা নিপাতন মহারথ কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ তাঁহাদিগের অনুগমন করত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র যুযুৎসু অরাতি সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, মহাবীর উলূক থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুযুৎসু বজ্র সদৃশ শিতধার শর দ্বারা উলূককে তাড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর উলূকও ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্রে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে কর্ণি দ্বারা তাড়িত করিলেন। মহাবীর যুযুৎসু

তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ ও বেগশালী অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রোষকষায়িত নয়নে ষষ্টি বাণে উলূককে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন উলূক কোপাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণ ভূষিত বিংশতি শরে যুযুৎসুরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুৎসু উলূকের শরে ধ্বজ উন্মথিত হওয়াতে ক্রোধে অধীর হইয়া পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন উলূক তৈলধৌত ভল্ল দ্বারা যুযুৎসুর সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথির ছিন্ন মস্তক অম্বরতল পরিভ্রষ্ট বিচিত্র তারকার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর উলূক যুযুৎসুর চারি অশ্বকে নিহত করিয়া তাঁহারে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনার পুত্র যুযুৎসু উলূকের শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া অন্য রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। উলূকও তাঁহারে পরাজিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা নিশিত শরনিকরে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে নিপীড়িত করত অকুতোভয়ে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে শতানীকের অশ্ব সমুদায় ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শতানীক সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার পুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ঐ গদা শ্রুতকর্ম্মার অশ্ব, সারথি ও রথ সংচূর্ণিত করিয়া অবনি বিদারণ করতই যেন নিপতিত হইল। এই রূপে সেই কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন বীর দ্বয় পরস্পরের আঘাতে বিরথ হইয়া পরস্পরের প্রতি নেত্রপাত করত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা বিবিংশুর রথে ও শতানীক সত্বরে প্রতিবিন্ধ্যের রথে আরোহণ করিলেন।

ঐ সময় সুবলনন্দন শকুনি ক্রুদ্ধ হইয়া সুতসোমকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বারিবেগ যেমন পর্ব্বতকে চালিত করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ তাঁহারে কম্পিত করিতে পারিলেন না। সুতসোম পিতার পরম শত্রু শকুনিরে অবলোকন করিয়া বহু সহস্র শরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্র প্রয়োগ দক্ষ বিচিত্র যোদ্ধা শকুনি শরজালে সুতসোমের শরনিকর ছেদন পূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহারে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে তিলপ্রমাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য সকল লোকেই চীৎকার করিয়া উঠিল। ধনুর্দ্ধর সুতসোম এই রূপে হতাশ্ব, বিরথ ও ছিন্নধ্বজ হইয়া সত্বরে শরাসন হস্তে রথ হইতে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিবিধ বিশিখ দ্বারা শকুনির রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ শকুনি সেই রথ সমীপে সমাগত শলভরাজি সন্নিভ শরজাল সন্দর্শনে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে তৎ সমুদায় ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় তত্রত্য সমুদায় যোদ্ধা ও আকাশস্থিত সিদ্ধগণ সুতসোমকে পদাতি হইয়া রথস্থ শকুনির সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট ও চমৎকৃত হইলেন। তখন সুবলনন্দন নতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা সুতসোমের শরাসন ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রথ বিহীন সুতসোম এই রূপে ছিন্নচাপ হইয়া বৈদূর্য্য ও উৎপলের ন্যায় প্রভাযুক্ত হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টিদেশ সম্পন্ন খড়্গ সমুদ্যত করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। শকুনি সুতসোমের সেই বিমলাম্বর সন্নিভ সঞ্চালিত খড়্গকে কালদণ্ডের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন শিক্ষাবল সম্পন্ন সুতসোম সেই অসি ধারণ পূর্ব্বক সহসা ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত,

আবৃত্ত, আপ্লুত, বিপ্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক বারংবার সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বলবীর্য্য সম্পন্ন সুবলনন্দন সুতসোমের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুতসোমও অসি দ্বারা তৎ সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শকুনি তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি আশীবিষ সদৃশ শর সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। গরুড় তুল্য পরাক্রম শালী সুতসোম স্বীয় বল ও শিক্ষা প্রভাবে হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎসমুদায়ও খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে সেই বীরপুরুষ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে শকুনি সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার প্রভা সম্পন্ন অসি ছেদন করিলেন। সেই মহাখড়্গ ছিন্ন হইলে উহার অর্দ্ধভাগ ভূতলে নিপতিত হইল ও অর্দ্ধভাগমাত্র সুতসোমের হস্তে রহিল। তখন মহারথ সুতসোম স্বীয় খড়্গ ছিন্ন অবগত হইয়া ছয় পদ গমন পূর্ব্বক শকুনির অভিমুখে সেই হস্তস্থিত খড়্গার্দ্ধ নিক্ষেপ করিলেন। সুতসোমনিক্ষিপ্ত অর্দ্ধছিন্ন খড়্গ মহাত্মা সৌবলের স্বর্ণ হীরক বিভূষিত সগুণ শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সুতসোম সত্বরে শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ করিলেন। শকুনিও অন্য দুর্জ্জয় কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করত পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সুবলনন্দন সমরে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে ঘোরতর নিনাদ সমুত্থিত হইল। তখন মহাত্মা শকুনি সেই শস্ত্রধারী গর্ব্বিত পাণ্ডবপক্ষীয় সৈনিকগণকে বিদ্রাবিত করত দেবরাজ যেমন দৈত্য সেনাগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।

সপ্ত বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এদিকে শরভ যেমন বনমধ্যে সিংহকে দেখিয়া নিবারণ করে, তদ্রূপ কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল পরাক্রান্ত কৃপ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রাণিগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথসন্নিধানে কৃপাচার্য্যের রথ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুপদতনয়কে বিনষ্ট বলিয়া অবধারণ করিল। তখন রথী ও সাদিগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, বোধ হয়, মহাত্মা কৃপ দ্রোণনিধনে জাতক্রোধ হইয়াছেন। ইনি মহাতেজস্বী, দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও উদার, ধীশক্তি সম্পন্ন। আজি কি ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহাঁর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? এই সমস্ত সৈন্য কি মহাভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে? ঐ মহাবীর কি আমাদিগকে সংহার না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন? ইহাঁর রূপ কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত করাল। আজি ইনি সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় ভয়ঙ্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন, সন্দেহ নাই। ঐ সমরবিজয়ী মহারথ লঘুহস্ত এবং মহাস্ত্র ও বলবীর্য্য সম্পন্ন। অদ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন নিঃসন্দেহই উহাঁর সহিত সমরে পরাঙ্মুখ হইবেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় বীরগণ এই রূপে নানা প্রকার জল্পনা করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারথ কৃপ ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা নিশ্চেষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্মদেশে আঘাত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের শরজালে একান্ত সমাহত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহারে কহিলেন, হে মহা-

বীর! আপনার মঙ্গল ত? আমি যুদ্ধকালে আপনার এই রূপ বিপদ্ ত কখন নিরীক্ষণ করি নাই। এ ক্ষণে দুর্দ্দৈব বশতই আপনি মর্ম্মভেদী শর নিক্ষেপে অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু ঐ দ্বিজপ্রবর আপনার মর্ম্মদেশ লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছেন; অতএব আমি অবিলম্বে অর্ণব মুখ হইতে প্রতিনিবৃত্ত নদীবেগের ন্যায় এই রথ প্রতিনিবৃত্ত করি। এ ক্ষণে যিনি তোমার বিক্রম বিনষ্ট করিয়াছেন, ঐ ব্রাহ্মণ অবধ্য। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথির মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুবচনে কহিলেন, হে সূত! আমার চিত্ত বিমোহিত ও দেহ হইতে স্বেদজল নির্গত হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত ও অনবরত বিকম্পিত হইতেছে। অতএব এ ক্ষণে ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুন সন্নিধানে রথ উপনীত কর। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অর্জ্জুন বা ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইলে অদ্য আমার শ্রেয়োলাভ হইবে। হে মহারাজ! তখন সারথি অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করত যে স্থানে ভীমসেন আপনার সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলেন, তথায় রথ লইয়া গমন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া অসংখ্য শর বর্ষণ ও মুহুর্ম্মুহু শঙ্খধ্বনি করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে কৃপাচার্য্য, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচি দানবকে বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভীত করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর হার্দ্দিক্য হাস্যমুখে ভীষ্মের সংহারহেতু একান্ত দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডীরে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সুশাণিত পাঁচ ভল্লে হার্দ্দিক্যের জত্রুদেশে আঘাত করিলেন। তখন হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ষষ্টি সায়কে শিখণ্ডীরে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে এক শরে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদাত্মজ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কৃতবর্ম্মারে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু ঐ সমস্ত বাণ তাঁহার বর্ম্মে লগ্ন হইবামাত্র স্খলিত হইয়া পড়িল। শিখণ্ডী স্বীয় শরনিকর ব্যর্থ ও ক্ষিতিতলে নিপতিত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে মহাবীর কৃতবর্ম্মা ছিন্নকার্ম্মুক হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় প্রভাব প্রকটনে অসমর্থ হইলে দ্রুপদতনয় রোষভরে অশীতি শরে তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। হৃদিকাত্মজ শিখণ্ডিনিক্ষিপ্ত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত কলেবর ও একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। কুম্ভমুখ হইতে বিনির্গত সলিলের ন্যায় তাঁহার দেহ হইতে অনবরত রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারারঞ্জিত শৈলের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং তৎপরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডীর স্কন্ধদেশে বহুসংখ্যক শর বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদাত্মজ স্কন্ধদেশবিদ্ধ শর সমূহ দ্বারা শাখা প্রশাখা শোভিত অতি বৃহৎ পাদপের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই বীর দ্বয় পরস্পর পরস্পরের শরাঘাতে রুধিরলিপ্তকলেবর হইয়া পরস্পর শৃঙ্গাভিহত বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা পরস্পরের বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া অসংখ্য মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক রথারোহণে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৃতবর্ম্মা সুশাণিত সপ্ততি শরে শিখণ্ডীরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক জীবিতান্তকর ভয়ঙ্কর শর নিক্ষেপ করি-

লেন। মহাবীর শিখণ্ডী ভোজরাজ নিক্ষিপ্ত শরে একান্ত অভিহত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক মোহে অভিভূত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহারে হার্দ্দিক্য শরাঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। হে মহারাজ! এই রূপে দ্রুপদাত্মজ শিখণ্ডী কর্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডব সৈন্যগণ শরনিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন বায়ু যেমন ইতস্তত তূলরাশি বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ আপনার সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, শাল্ব, সংশপ্তক ও অন্যান্য নারায়ণী সেনাগণ এবং সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, স্রুতঞ্জয়, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন, মিত্রবর্ম্মা, সুশর্ম্মা, বসুধর্ম্মা, সুবর্ম্মা ও মহাধনুর্দ্ধর অস্ত্রবিশারদ পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত ত্রিগর্ত্তাধিপতি অর্জ্জুনের উপর শরধারা বর্ষণ করত জলরাশি যেমন সাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তার্ক্ষ্য দর্শনে পন্নগগণ যেমন নিশ্চেষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই যোধগণ অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া জড়ীভূত হইতে লাগিল। তাহারা ধনঞ্জয়ের শরে নিরত নিহন্যমান হইয়াও হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁহারে পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর সত্যসেন তিন, মিত্রদেব ত্রিষষ্টি, চন্দ্রসেন সাত, মিত্রবর্ম্মা ত্রিসপ্ততি, সৌশ্রুতি সাত, শত্রুঞ্জয় বিংশতি ও সুশর্ম্মা নয় শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপে সেই বীরগণ কর্তৃক বিদ্ধ হইয়া সৌশ্রুতিরে সাত, সত্যসেনকে তিন, শত্রুঞ্জয়কে বিংশতি, চন্দ্রদেবকে আট, মিত্রদেবকে শত, শ্রুতসেনকে তিন, মিত্রবর্ম্মারে নয় ও সুশর্ম্মারে আট শরে বিদ্ধ করিয়া শিলানিশিত শরনিকরে শত্রুঞ্জয়, সৌশ্রুতি ও চন্দ্রবর্ম্মারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ পূর্ব্বক পাঁচ পাঁচ বাণে অন্যান্য মহারথগণকে নিবারণ করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন রোষাবিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সেই লৌহদণ্ড সুবর্ণময় তোমর মহাত্মা বাসুদেবের বাহু বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। সেই আঘাতেই বাসুদেবের হস্ত হইতে প্রতোদ ও রথরশ্মি স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষীকেশকে বিকলাঙ্গ দর্শন করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি সত্বরে সত্যসেনের নিকট রথসঞ্চালন কর; আমি অবিলম্বেই উহারে বিনাশ করিব। মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে পূর্ব্ববৎ প্রতোদ ও রথরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক সত্যসেনের নিকট রথ সঞ্চালন করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয়ও তীক্ষ্ণ শরনিকরে সত্যসেনকে নিবারণ করিয়া শাণিত ভল্লে তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি শাণিত বাণ দ্বারা মিত্রবর্ম্মারে ও বৎসদন্ত দ্বারা তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিয়া পুনরায় শত শত শর দ্বারা অসংখ্য সংশপ্তককে ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন এবং পরক্ষণেই সেই রজতপুঙ্খ ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা মিত্রসেনের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক সুশর্ম্মার জত্রুদেশে মহা আঘাত করিলেন। অনন্তর সংশপ্তকগণ ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ক্রোধভরে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত শরনিকর দ্বারা তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ অর্জ্জুন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব

করিলে সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হইল। রাশি রাশি ধ্বজ, পতাকা, রথ, কার্ম্মুক তূণীর, যুগ, অক্ষ, চক্র, যোক্ত্র, রশ্মি, কূবর, বরূথ, প্রাস, ঋষ্টি, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, চক্র-যুক্ত শতঘ্নী, ভুজ, ঊরু, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার, নিষ্ক, বর্ম্ম, ছত্র, ব্যজন ও মুকুট সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সুন্দর নেত্রযুক্ত কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ ছিন্ন মস্তক সকল অম্বরতলাস্থিত তারকাজালের ন্যায় লক্ষিত হইল। নিহত বীরগণের মাল্যাম্বরধারী চন্দন দিগ্ধ দেহ সকল ধরাতলে নিপতিত রহিল। তৎকালে সংগ্রামস্থল অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ এবং অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব নিপতিত হওয়াতে রণভূমি পর্ব্বতাকীর্ণ ভূভাগের ন্যায় অতিশয় দুর্গম হইল। ঐ সময় শত্রুঘাতন অর্জ্জুনের রথ-চক্রের গতি রোধ হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যেন মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথচক্র তাঁহারে সেই শোণিতজাত কর্দ্দম সমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলে বিচরণ পূর্ব্বক অসংখ্য শত্রু ও হস্ত্যশ্ব সমুদায় সংহার করিতে দেখিয়া অবসন্ন হইয়াছে। তখন মনোবেগগামী অশ্বগণ প্রাণপণে সেই কর্দ্দমমগ্ন চক্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! পাণ্ডু-তনয় অর্জ্জুন এই রূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিলে তাহারা প্রায় সকলেই রণবিমুখ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই বহু-সংখ্য সংশপ্তকগণকে পরাজিত করিয়া ধূম-বিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

একোন ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধি-ষ্ঠির কৌরব সৈন্যের উপর অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতেছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং নির্ভীকচিত্তে তাঁহার নিকট যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহারে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্রও নিশিত নয় বাণে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সারথির উপর এক ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের উপর সুবর্ণপুঙ্খ ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপ করি-য়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব, এবং এক এক শরে তাঁহার সারথির মস্তক, ধ্বজ, কার্ম্মুক ও খড়্গ ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহা-রে পাঁচ বাণে নিতান্ত নিপীড়িত করি-লেন। আপনার পুত্র এই রূপে একান্ত বিষণ্ন হইয়া সেই অশ্ব বিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডুতনয়েরাও যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তূর্য্য বাদিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যে স্থলে কৌরব ও পাঞ্চালগণ মিলিত হইয়াছিল, সেই স্থানে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। নরগণ নরদিগের সহিত, কুঞ্জরগণ কুঞ্জরদিগের সহিত, রথিগণ রথীদিগের সহিত এবং অশ্বা-রোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বীরগণ পরস্পর পরস্পরের বিনাশ বাসনায় বিবিধ বিচিত্র যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বীরজনের সমর ব্রতানুসারে পরস্পর পরস্পরের সম্মু-খীন হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন; কোন ক্রমেই কেহ সমর পরিত্যাগ করিল না। এই রূপে ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল অতি মধুরদর্শন

হইল ; কিন্তু অবিলম্বেই একবারে সকলে উন্মত্ত হওয়াতে উহা নির্ম্মর্য্যাদ হইয়া উঠিল। তখন রথিগণ মাতঙ্গদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে বিদীর্ণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অশ্বারোহিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন ও অশ্বগণকে বেষ্টন করিয়া তলধ্বনি করিতে লাগিল। মহামাতঙ্গগণ বিদ্রাবিত অশ্বগণের প্রতি ধাবমান হইলে অশ্বারোহিগণ কুঞ্জরদিগের পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশে শরাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদমত্ত দ্বিরদগণ অশ্ব সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া দশন প্রহারে বিনষ্ট ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতগুলি হস্তী রোষভরে দশন দ্বারা অশ্বারোহিগণের সহিত অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিয়া মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মাতঙ্গ পদাতি সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুযোগক্রমে সমাহত হইয়া ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় পদাতিগণ আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইলে গজারোহিগণ জয়লক্ষণ অবগত হইয়া সত্বরে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল এবং গজদিগকে আহত করিয়া পদাতিগণের কলেবর ভেদ ও আভরণ গ্রহণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবেগ সম্পন্ন বলমদমত্ত পদাতিগণও হস্ত্যারোহীদিগকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কতগুলি হস্ত্যারোহী করিশুণ্ড দ্বারা আকাশ মার্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতনকালে মাতঙ্গগণের বিষাণাগ্রে বিদ্ধ হইল। কতগুলি হস্ত্যারোহী হস্তীর দন্ত দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল। কতগুলি সেনা মধ্যে মহাগজ দ্বারা বিদীর্ণ কলেবর ও পুনঃ পুন নিক্ষিপ্ত হইল এবং কতগুলি হস্তীর পুরোবর্ত্তী বীর কুঞ্জরগণ কর্ত্তৃক ব্যজনের ন্যায় ভ্রামিত হইয়া নিহত হইল। এই রূপে হস্ত্যারোহীদিগের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। নাগগণ প্রাস, তোমর ও ঋষ্টি দ্বারা দন্তান্তরাল কুম্ভ ও দন্ত বেষ্টনে অতি মাত্র বিদ্ধ হইল।

ঐ সময় কোন কোন মাতঙ্গ পার্শ্বস্থ সুদারুণ বীরগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও রথিগণ অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ তোমর দ্বারা চর্ম্মধারী পদাতিগণকে ভূতলে মর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তিগণ কোন কোন রথীরে আক্রমণপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর সমরাঙ্গনে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাবল পরাক্রান্ত মাতঙ্গ নারাচ নিহত হইয়া বজ্রভিন্ন গিরিশৃঙ্গের ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইল। তখন যোধগণ পরস্পর সমাগত হইয়া পরস্পরকে মুষ্টি প্রহার ও পরস্পরের কেশ ধারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভুজযুগল উদ্যত করিয়া প্রতিপক্ষকে ভূতলে নিক্ষেপ ও পাদ দ্বারা তাহার বক্ষস্থল আক্রমণ পূর্ব্বক শিরশ্ছেদন করিল। কেহ কেহ অসি দ্বারা পতনোন্মুখ অরাতির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল এবং কেহ কেহ বা জীবিত ব্যক্তির দেহে শস্ত্র বিদ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর যোদ্ধাদিগের মুষ্টিযুদ্ধ, কেশ গ্রহ ও বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কেহ অতর্কিত সঞ্চারে অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণ সংহার করিল। এই রূপে যোধগণ পরস্পর ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। শস্ত্র ও কবচ সকল শোণিতলিপ্ত হইয়া ধাতুরাগরঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে গঙ্গাপ্রপাতের ন্যায় সেনাগণের ভীষণ কল কল ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে শস্ত্রপাত সঙ্কুল ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সৈন্যগণ শর নিপীড়িত হইয়া আত্মপর অব-

ধারণে অসমর্থ হইল। জিগীষা পরবশ ভূপালগণ যুদ্ধ করিতে হয় বলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ কি আত্মীয় কি বিপক্ষ পক্ষীয় যাহারে সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাহারেই বিনাশ করিলেন। ফলত তৎকালে বীরগণের শরপ্রভাবে উভয় পক্ষীয় সেনাগণই আকুল হইয়া উঠিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য নিপাতিত হওয়াতে রণভূমি ক্ষণকাল মধ্যে অতিশয় দুর্গম হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমরাঙ্গনে শোণিত তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত্ত, কর্ণ পাঞ্চাল এবং ভীমসেন কৌরব ও করিসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই অপরাহ্ণ কালে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যেরা বিপুল যশোলাভাভিলাষে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অতি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় উপস্থিত হইল।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে পুত্রগণের মৃত্যু সংবাদ ও অন্যান্য দুর্ব্বিবহ বিষম দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। তুমি যে রূপ যুদ্ধের কথা, কহিতেছ, তাহাতে বোধ হয়, কৌরবগণের জীবন নিঃশেষিত হইয়াছে। হে সূতনন্দন! তুমি বক্তৃতা বিশারদ; অতএব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারথ দুর্য্যোধনকে বিরথ করিয়া কি রূপে তাহার সহিত যুদ্ধ করিল? দুর্য্যোধনই বা কি রূপে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং সেই অপরাহ্ণ সময়ে অন্যান্য বীরগণের কি রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? তৎসমুদায় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! এই রূপে সৈন্যগণ ভাগক্রমে সংগ্রামে মিলিত ও নিহন্যমান হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিষপূর্ণ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজকে লক্ষ্য করত সারথিরে কহিলেন, হে সূত! যে স্থানে বর্ম্মধারী রাজা যুধিষ্ঠির আতপত্র দ্বারা বিরাজিত হইতেছে, তুমি সত্বরে তথায় আমারে লইয়া চল। সারথি দুর্য্যোধনের আজ্ঞা শ্রবণে ধর্ম্মরাজের অভিমুখে রথ চালন করিতে লাগিল। তখন যুধিষ্ঠিরও মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় প্রকোপিত হইয়া স্বীয় সারথিরে দুর্য্যোধনের অভিমুখে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন পরস্পর মিলিত হইয়া সরোষ নয়নে পরস্পরের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন শিলানিশিত ভল্ল দ্বারা ধর্ম্মনন্দনের শরাসন ছেদন করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই অবমান সহ্য করিতে না পারিয়া রোষকষায়িত লোচনে অবিলম্বে ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দুর্য্যোধনও অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় রোষিত সিংহ দ্বয়ের ন্যায়, নর্দ্দমান বৃষ দ্বয়ের ন্যায় জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া শস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে নিপীড়িত করিলেন এবং পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক বিচরণ করত আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কুসুমিত কিংশুক দ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা বারংবার সিংহনাদ, তলধ্বনি, চাপনির্ঘোষ ও শঙ্খ নিস্বন করত পরস্পরের নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রতুল্য বেগশালী তিন বাণে আপনার পুত্রের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যো-

ধনও স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত পাঁচ বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভীষণ শক্তি মহোল্কার ন্যায় সমাগত দেখিয়া নিশিত তিন বাণে ছেদন পূর্ব্বক পাঁচ বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই স্বর্ণদণ্ডান্বিত হুতাশন সন্নিভ শক্তি গগনভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় ভীষণ শব্দ করত নিপতিত হইল। দুর্য্যোধন শক্তি বিনিহত দেখিয়া নিশিত নয় ভল্লে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিলেন। অরাতিঘাতন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপে বিদ্ধ হইয়া শরাসনে শর সংযোজন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে ঐ শর আপনার পুত্রকে বিমোহিত করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন দুর্য্যোধন কলহের শেষ করিবার মানসে সরোষ নয়নে গদা উদ্যত করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজ দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় বেগশালী জ্যোতির্ম্ময় মহাশক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই শক্তির আঘাতে মর্ম্মবিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বিমোহিত ও রথোপরি নিপতিত হইলেন। তখন ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহারাজ! দুর্য্যোধন আপনার বধ্য নহে। রাজা যুধিষ্ঠির বৃকোদর কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন কৃতবর্ম্মা ত্বরান্বিত হইয়া সেই দুঃখার্ণবে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে হেমমণ্ডিত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে হার্দ্দিক্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই অপরাহ্ন সময়ে শত্রুগণের সহিত জয়লাভ লোলুপ কৌরবপক্ষীয় যোধগণের তুমুল সংগ্রাম হইল।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর কর্ণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ করিবৃংহিত, নরকোলাহল, রথঘর্ঘর শব্দ ও শঙ্খনিস্বন দ্বারা অতিশয় পুলকিত হইয়া ক্রোধভরে বিবিধ আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথী বীর পুরুষ নিক্ষিপ্ত শাণিত পরশু, অসি, পট্টিশ ও বহুবিধ শরে নিহত হইয়া গেল। চন্দ্র, সূর্য্য ও কমলতুল্য, ধবলদশনরাজি বিরাজিত, নাসাবংশ সুশোভিত, কমনীয় লোচন, রুচির কিরীট ও কুণ্ডলে সমলঙ্কৃত নর মস্তক সমূহে রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। অসংখ্য পরিঘ, মুষল, শক্তি, তোমর, নখর, ভুষুণ্ডী ও গদা দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই রূপে অসংখ্য নিহত রথী, পদাতি, অশ্ব ও কুঞ্জর ক্ষত বিক্ষত ও ভীষণদর্শন হওয়াতে সমরাঙ্গন লোকক্ষয় কালীন যমরাজ্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার দেবকুমার সদৃশ আত্মজ ও সৈনিকগণ বহুল বল সমভিব্যাহারে সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সম্পন্ন কৌরবসৈন্য গমন কালে সমুদ্রের ন্যায় গভীর শব্দ করত সুররাজের সেনার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সুররাজসম বিক্রম সম্পন্ন মহাবীর কর্ণ দিনকর কিরণের ন্যায় প্রখর শরনিকর

দ্বারা উপেন্দ্রতুল্য সাত্যকিরে প্রহার করিতে লাগিলেন। সাত্যকিও সত্বরে বিবিধ শর দ্বারা সর্প বিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র পুরুষপ্রবীর কর্ণকে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর আপনার সুহৃদ্ অতিরথগণ সাত্যকি নিক্ষিপ্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত সত্বরে বসুষেণের নিকট গমন করিলেন। তখন মহার্ণব সন্নিভ কৌরব সৈন্য সমুদায় সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইলে দ্রুপদতনয় প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ উহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বহুসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট হইয়া গেল।

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব শত্রু সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া সায়ংকালোচিত কার্য্য সমাধানন্তর ভগবান্ ভবানীপতির যথাবিধ অর্চ্চনা করিয়া কৌরব সৈন্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগের অম্বুদের ন্যায় গভীর নিস্বন যুক্ত, পবন বিকম্পিত ধ্বজপট সম্পন্ন শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথ সম্মুখে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিতপ্রায় হইলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক নৃত্য করতই যেন শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল ও গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত, যন্ত্র, আয়ুধ ও ধ্বজদণ্ড সমন্বিত, বিমানপ্রতিম রথ সমুদায় সারথির সহিত শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শর প্রয়োগ পূর্ব্বক বৈজয়ন্তী, আয়ুধ ও ধ্বজ সম্পন্ন গজ, মহামাত্র, অশ্ব, সাদী ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! তখন মহারাজ দুর্য্যোধন একাকীই সেই সংক্রুদ্ধ অন্তক সদৃশ দুর্নিবার অর্জ্জুনকে শরনিকর দ্বারা সমাহত করত তথায় আগমন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন তাঁহারে সমাগত দেখিয়া সাত সায়কে তাঁহার কার্ম্মুক, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে ছেদন পূর্ব্বক এক শরে তাঁহার ছত্রদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি প্রাণ নাশক শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিলেন। তখন ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের কার্ম্মুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে হার্দ্দিক্যের শরাসন, ধ্বজ ও অশ্বগণ এবং দুঃশাসনের শরাসন ছেদন করিয়া সূতপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে তিন শরে অর্জ্জুনকে ও বিংশতি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে বারংবার ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ সময় রোষপরবশ সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার ও অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র গ্লানি উপস্থিত হইল না।

অনন্তর সাত্যকি তথায় আগমন পূর্ব্বক কর্ণকে প্রথমত নিশিত নবতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি এক শত শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে মহাবীর যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, উত্তমৌজা, যমজ নকুল ও সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, ধর্ম্মরাজ এবং প্রভদ্রক, চেদি, কারূষ, মৎস্য ও কৈকয়গণ অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিদিগের সহিত কর্ণ বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন ও কটূক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারথ কর্ণ নিশিত শরনিকরে ঐ সমস্ত শস্ত্র ছেদন করিয়া বায়ু যেমন মহীরুহ ভগ্ন করিয়া অপবাহিত করে, তদ্রূপ তথা হইতে তৎ সমুদায় অপসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথী, মহামাত্র সমবেত গজ, সাদীর সহিত অশ্ব ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এই রূপে পাণ্ডব সৈন্যগণ মহাবীর কর্ণের অস্ত্র প্রভাবে বিশস্ত্র, ক্ষত বিক্ষত ও বধ্যমান হইয়া প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইল।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে অস্ত্রজাল বর্ষণ পূর্ব্বক সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমুদায় প্রতিহত করিয়া শরনিকর দ্বারা ভূমণ্ডল দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরজাল মুষলের ন্যায়, পরিঘের ন্যায় শতঘ্নীর ন্যায় ও অতি কঠোর বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনের অস্ত্রবলে নিহন্যমান হইয়া নিমীলিত লোচনে ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিল এবং কতগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত ভীত হইয়া ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান ভানুমান অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন। গাঢ়তর অন্ধকার ও ধূলিপটল প্রভাবে আর কোন বস্তুই নিরীক্ষিত হইল না। তখন কৌরব পক্ষীয় মহারথগণ রাত্রিযুদ্ধে নিতান্ত ভীত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ক্রোধভরে রণস্থল হইতে অপগমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও জয়শ্রী লাভ করিয়া বিবিধ বাদিত্র বাদন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণকে উপহাস এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের স্তুতিবাদ করত স্বশিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে অবহার করিলে ভূপালগণ পাণ্ডবদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবেরা সেই নিশাকালে শিবিরে সমাগত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস, পিশাচ ও শ্বাপদগণ দলবদ্ধ হইয়া রুদ্রদেবের আক্রীড় সন্নিভ সেই ভীষণ রণস্থলে সমাগত হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন স্বচ্ছন্দে আমাদের সমুদায় যোধগণকে নিহত করিয়াছে। ঐ বীর সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ করিলে যমও উহার নিকট পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। যে বীরবর একাকী দিব্য শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সুভদ্রা হরণ, অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন, এই পৃথিবী পরাজয় পূর্ব্বক সমুদায় ভূপালের নিকট কর গ্রহণ, নিবাত কবচগণের বিনাশ সাধন, ভরতগণের পরিত্রাণ এবং কিরাতরূপী দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম ও তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল, সেই অর্জ্জুন পরাক্রম দ্বারা নৃপগণকে পরাজিত করিয়াছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে সেই অনিন্দনীয় বীরগণ ও আমার পুত্র দুর্য্যোধন কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর!

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বর্ম্মায়ুধ বিবর্জ্জিত হত আহত ও বিদ্ধস্ত বাহনগণে পরিবেষ্টিত মহামানী কৌরবগণ এই রূপে অরাতি শরে বর্ম্মায়ুধ বিবর্জ্জিত, বাহনবিহীন, হৃত সৈন্য, একান্ত সমাহত ও নির্জ্জিত হইয়া শিবিরে অবস্থান পূর্ব্বক ভগ্নদংষ্ট্র বিষবিহীন বিষধরের ন্যায় দীনস্বরে পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ ও করে কর নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! অর্জ্জুন দৃঢ় কার্য্য-

দক্ষ ও ধৈর্য্যশালী; বিশেষত বাসুদেব যথা সময়ে উহারে প্রতিবোধিত করিয়া থাকেন। ধনঞ্জয় অদ্য সহসা শস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু কল্য আমি তাহার সমুদায় সঙ্কল্প ধ্বংস করিব। দুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া ভূপালগণকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই রজনী সুখে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রফুল্ল চিত্তে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং দেখিলেন ধর্ম্মরাজ যত্ন পূর্ব্বক বৃহস্পতি ও শুক্রের সম্মত দুর্জ্জয় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন অরাতিঘাতন দুর্য্যোধন যুদ্ধে পুরন্দরের ন্যায়, বলে মরুদ্গণের ন্যায় ও বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় শত্রু নিসূদন, বৃষভস্কন্ধ, সূতপুত্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমুদায় সৈন্যগণও কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহারেই প্রাণ সঙ্কট কালীন বন্ধুর ন্যায় বিবেচনা করিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেনাগণ কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইলে দুর্য্যোধন কি করিল? সৈন্যগণের অবহারানন্তর পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইলে আমার পুত্র কি সূর্য্যদর্শনোৎসুক শীতার্ত্ত পুরুষের ন্যায় কর্ণকে দর্শন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! উভয় পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সূতপুত্র কি রূপে যুদ্ধ করিল? পাণ্ডবেরাই বা কি রূপে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? মহাবাহু কর্ণ একাকী সৃঞ্জয় ও পার্থগণকে নিহত করিতে পারে। ঐ মহাবীর সংগ্রামকালে ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তুল্য ভুজবল ধারণ করিয়া থাকে। দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়া সংগ্রামে যত্নশীল হইয়াছিল, মহারথ কর্ণও দুর্য্যোধনকে পীড়িত ও পাণ্ডবগণকে পরাক্রান্ত দেখিয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়াই বাসুদেব সমবেত সপুত্র পাণ্ডবগণকে জয় করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! কর্ণ কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে পরাভূত করিতে পারিল না; অতএব দৈবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হায়! এ ক্ষণে দ্যূত ক্রীড়ার চরম ফল উপপন্ন হইয়াছে। আমি দুর্য্যোধনের দুর্নীতি জনিত শল্যভূত দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সূতনন্দন নীতিমান্, পরাক্রান্ত ও দুর্য্যোধনের অনুগত। তথাপি এই মহাযুদ্ধে আমার পুত্রগণকে নির্জ্জিত ও নিহত শ্রবণ করিতে হইল? হায়! পাণ্ডবগণকে নিবারণ করে, এমন আর কেহই নাই। তাহারা আমাদের সৈন্যগণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অনায়াসে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; অতএব দৈবই বলবান্।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মিষ্ঠ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে তাহা চিন্তা করুন। অতীত কার্য্যের অনুশোচন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। উহা চিন্তার সহিত বিনষ্ট হয়। আপনি পূর্ব্বে সঙ্গত ও অসঙ্গত বিষয়ের পরীক্ষা করেন নাই; সুতরাং এ ক্ষণে আপনার রাজ্যপ্রাপ্তি নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে। পাণ্ডবগণ বারংবার আপনারে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি মোহবশত তাহাদের হিত বাক্যে কর্ণপাতও করেন নাই। বিশেষত আপনি তাহাদের ঘোরতর অনিষ্টাচরণ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই এক্ষণে এই ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। হে মহারাজ! যাহা হইবার হইয়াছে; তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপ করা কর্ত্তব্য নহে। এ ক্ষণে যে রূপে ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপস্থিত হইল, তাহা শ্রবণ করুন।

রজনী প্রভাত হইলে, মহাবাহু কর্ণ দুর্য্যোধন সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আজি আমি মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। অদ্য হয় আমিই তাহারে সংহার করিব, না হয় সেই আমারে বিনাশ করিবে। আমাদের উভয়ের কার্য্য বাহুল্য প্রযুক্ত কখনই যুদ্ধে পরস্পরের সমাগম হয় নাই। হে কুরুরাজ! এ ক্ষণে আমি স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনানুসারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া রণস্থল হইতে কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন এবং আমিও শক্রদত্ত শক্তিহীন হইয়াছি; এ ক্ষণে আমি সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হইলে ধনঞ্জয় অবশ্যই আমার অভিমুখীন হইবে। তখন তুমি তাহার ও আমার দিব্যাস্ত্র সমুদায় দেখিতে পাইবে। সব্যসাচী অর্জ্জুন প্রতিযোদ্ধার কার্য্য বিনাশ, লঘুহস্ততা, দূরপাতিত্ব, কৌশল, অস্ত্রপাত বল, শৌর্য্য, বিজ্ঞান, নিমিত্ত জ্ঞান ও বিক্রম বিষয়ে কখনই আমার তুল্য নহে। হে মহারাজ! আমার এই শরাসন সামান্য নহে, পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বিজয় নামে যে প্রসিদ্ধ শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা দেবরাজ দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছেন, যাহার নির্ঘোষে দানবগণ দশ দিক্ শূন্যপ্রায় অবলোকন করিয়াছিল; সুররাজ সেই শরাসন পরশুরামকে প্রদান করেন। ভার্গবও প্রসন্ন হইয়া সেই দিব্য চাপ আমারে প্রদান করিয়াছেন। দেবরাজ ঐ কার্ম্মুক দ্বারা সমাগত দৈত্যগণের সহিত যে রূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেই রূপে জয়শীল মহাবাহু অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব। এই আমার পরশুরামদত্ত ভীষণ শরাসন অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে শ্রেষ্ঠ; ইহা দ্বারা ভার্গব এক বিংশতি বার পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি ইহার দিব্য কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক ইহা আমারে প্রদান করিয়াছেন। হে দুর্য্যোধন! অদ্য আমি এই শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়শীল অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিয়া তোমারে বান্ধবগণের সহিত আনন্দিত করিব। অদ্য এই গিরিকানন সুশোভিতা সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী তোমার ও তোমার পুত্রপৌত্রাদির ভোগার্থে কল্পিত হইবে। ধর্ম্মানুরক্ত আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধি লাভ যেমন অশক্য নহে, তদ্রূপ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার পক্ষে অসাধ্য নহে। অগ্নিসংস্পর্শ পাদপের যেরূপ অসহ্য হইয়া উঠে, আমিও অর্জ্জুনের তদ্রূপ অসহ্য হইব, সন্দেহ নাই।

"হে মহারাজ! আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা যে যে অংশে হীন, তৎসমুদায় আমার স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের শরাসনজ্যা দিব্য, তূণীর দ্বয় অক্ষয়, সারথি বাসুদেব, কাঞ্চনভূষণ দিব্য রথ অগ্নিদত্ত ও অচ্ছেদ্য, অশ্ব সকল মনের তুল্য বেগশালী, এবং ধ্বজ বিস্ময়কর ও দ্যুতিমান বানরে লাঞ্ছিত। আমার এতাদৃশ কিছুই নাই। আমার কেবল একমাত্র বিজয়াখ্য দিব্য কার্ম্মুক ধনঞ্জয়ের অজিত গাণ্ডীব শরাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে কুরুরাজ! আমি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুদায় না থাকাতে অর্জ্জুন অপেক্ষা হীন হইয়াও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। কিন্তু দুঃসহবীর্য্য মদ্ররাজকে আমার সারথি হইতে হইবে। মহাবীর শল্য কৃষ্ণের সদৃশ; উনি যদি আমার সারথ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। অতএব দুঃসহ বীর্য্য শল্যই আমার সারথি হউন। শকট সমুদায় আমার নারাচনিকর বহন এবং উৎকৃষ্ট অশ্বসংযোজিত রথ সকল আমার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করুক। হে মহারাজ! এই রূপ হইলে আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা সমধিক হইব। মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষা গুণসম্পন্ন এবং আমিও অর্জ্জুন অপেক্ষা সমধিক গুণবান্। কৃষ্ণ যেমন অশ্ব বিজ্ঞান অবগত আছেন, শল্যও তদ্রূপ। বিশেষত শল্য অপেক্ষা ভুজবীর্য্য সম্পন্ন আর কেহই নাই এবং আমার তুল্য অস্ত্রযুদ্ধ করিতে আর কেহই সমর্থ নহেন। অতএব শল্য আমার সারথি হইলে আমার রথ অর্জ্জুনের রথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিব। এ ক্ষণে অবিলম্বে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ কর। ইহা সম্পাদিত হইলে আমি সংগ্রামে যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিব, তাহা দেখিতেই পাইবে। তখন দেবগণও আমার সম্মুখীন হইতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণকে অবশ্যই পরাজয় করিব। সামান্য মনুষ্য পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, তৎকালে দেবাসুরগণও আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবেন না।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহারে অর্চ্চনা করত কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি যেরূপ কহিলে, আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব। এ ক্ষণে তূণীর ও অশ্ব সংযুক্ত রথ সমুদায় তোমার অনুগমন করিবে। শকট সমুদায় তোমর, নারাচ ও শর সকল বহন করুক। আমরাও তোমার অনুগমন করিব।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধন কর্ণকে এই কথা বলিয়া বিনয় পূর্ব্বক মহারথ মদ্ররাজের সমীপে গমন করত তাঁহারে প্রণয় পুরস্কারে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি সত্যব্রত, শত্রুতাপন ও অরাতি সৈন্যের ভয়ঙ্কর। মহাবীর কর্ণ প্রধান প্রধান ভূপালগণের মধ্যে আপনারে যেরূপে বরণ করিয়াছেন, তাহা আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। এ ক্ষণে আমি নতশিরা ও বিনীত হইয়া শত্রুনাশার্থ আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রণয়ানুরোধে পার্থবিনাশ ও আমার হিত সাধন করিবার নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য কার্য্য স্বীকার করুন। আপনি সারথির পদে অভিষিক্ত হইলে সূতপুত্র অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবেন। হে মহাত্মন্! আপনি বাসুদেবের সমান, সুতরাং আপনি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের অশ্বরশ্মি ধারণ করিবার উপযুক্ত নহে; অতএব কমলযোনি যেমন মহেশ্বরকে ও কৃষ্ণ যেমন বিপন্ন অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনি সেই রূপ কর্ণকে পরিত্রাণ করুন, হে মদ্ররাজ! পূর্ব্বে বীর্য্যবান্ ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, ভোজরাজ, শকুনি, অশ্বত্থামা, আপনি, ও আমি আমরা অরাতি সৈন্যগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত নয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলুম। এ ক্ষণে ভীষ্ম ও দ্রোণের অংশ উন্মূলিত হইয়াছে। মহাবীর শান্তনুতনয় ও আচার্য্য স্ব স্ব হন্তব্য সৈন্যগণকে নিহত করিয়া অন্যান্য অসংখ্য অরাতির প্রাণ সংহার করত পরিশেষে কেবল বিপক্ষদিগের ছল প্রভাবে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অস্মৎপক্ষীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান যোধগণও যথাশক্তি আমাদের হিত সাধন করত সমরে অরাতিহস্তে নিপাতিত হইয়া স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে অল্পসংখ্যক হইয়াও আমাদের অধিকাংশ সেনা নিহত করিয়াছে। এ ক্ষণে সেই সত্যবিক্রম পাণ্ডুপুত্রগণ যাহাতে আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে না পারে, আপনি তাহার উপায় করুন। হে মদ্ররাজ! মহাবাহু কর্ণ ও আপনি

আপনারা দুই জনই সর্ব্বলোকাতিগামী মহারথ ও আমাদের হিতানুষ্ঠান নিরত। অদ্য মহাবীর রাধেয় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা করিতেছেন। তন্নিবন্ধন আমাদের জয়াশাও বলবতী হইয়াছে; কিন্তু উহাঁর অশ্বরশ্মি গ্রহণ করে, পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন আর কাহারেও এমন দেখিতে পাই না। অতএব বাসুদেব সমরে যেরূপ পার্থের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করেন, আপনিও সেই রূপ কর্ণের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সাহায্যরক্ষিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহা আপনি স্ব চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ধনঞ্জয় অন্যান্য বিপক্ষগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ শত্রুক্ষয় করিতে সমর্থ ছিল না। এ ক্ষণে কেবল কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াই সমধিক বিক্রম সহকারে প্রতিদিন কৌরব সেনা বিদ্রাবিত করিতেছে। হে মদ্ররাজ! এ ক্ষণে কর্ণের ও আপনার হন্তব্য অরাতি সৈন্যের অল্প অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব দিবাকর যেরূপ অরুণের সহিত মিলিত হইয়া অন্ধকার ধ্বংস করেন, তদ্রূপ আপনি ও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া যুগপৎ সেই অংশ দ্বয় বিনষ্ট করিয়া অর্জ্জুনকে নিহত করুন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ উদিত বাল সূর্য্য দ্বয়ের ন্যায় কর্ণকে ও আপনারে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করুক। যেরূপ সূর্য্য ও অরুণের দর্শনে অন্ধকার তিরোহিত হয়, তদ্রূপ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ আপনাদিগকে দেখিয়া বিনষ্ট হউক। কর্ণ রথিগণের অগ্রগণ্য, আপনিও সারথিশ্রেষ্ঠ বিশেষত সমরে আপনার তুল্য আর কাহারেও দৃষ্ট হয় না। অতএব বাসুদেব যেমন সকল অবস্থাতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনিও সেই রূপে সমরে কর্ণকে পরিত্রাণ করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, আপনি সারথি হইলে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারেন না।

হে মহারাজ! কুল, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও বলমদে মত্ত মদ্ররাজ শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া ললাটে ত্রিশিখা ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক বারংবার কর যুগল বিকম্পিত ও রোষারুণ নেত্র দ্বয় পরিবর্ত্তিত করত কহিতে লাগিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি আমারে নিঃশঙ্কচিত্তে সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তুমি আমারে হীনবীর্য্য জ্ঞান করিয়া অবমাননা করিতেছ। তুমি কর্ণকে আমা হইতে সমধিক বলশালী বিবেচনা করিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহারে সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া গণনাই করি না। এ ক্ষণে তুমি আমারে কর্ণ অপেক্ষা অধিক অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেও। আমি উহা অনায়াসে পরাজয় করিয়া স্বস্থানে গমন করিব। অথবা আমি এ ক্ষণে একাকীই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু সংহার করিতেছি; তুমি আমার বাহুবল অবলোকন কর। হে মহারাজ! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, মাদৃশ ব্যক্তি কখনই অবমানিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না আর যুদ্ধে আমার অবমাননা করাও তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেখ, আমার বাহুযুগল নিতান্ত স্থূল ও বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়। আমার শরাসন বিচিত্র, শরনিকর ভুজঙ্গের ন্যায় একান্ত ভয়ঙ্কর; রথ সুসজ্জিত ও বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমে সংযোজিত এবং গদা সুবর্ণপট্ট সমলঙ্কৃত। আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমগ্র মহীমণ্ডল বিদীর্ণ, মহীধর সকল বিক্ষিপ্ত এবং সমুদ্র সকল শুষ্ক করিতেও অসমর্থ নহি। হে মহারাজ! আমি এই রূপ মহাবল পরাক্রান্ত ও শত্রু নিগ্রহে সুদক্ষ। তুমি তথাপি কি নিমিত্ত আমারে নীচ কুলোৎপন্ন কর্ণের সারথ্য

কার্য্যে নিয়োগ করিতেছ। আমারে অকার্য্যে নিয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। শ্রেষ্ঠতর পুরুষ নীচ ব্যক্তির দাসত্ব স্বীকার করিতে কদাচ উৎসাহিত হয় না। প্রীতি পূর্ব্বক সমাগত ও বশীভূত মহৎ ব্যক্তিরে নীচাশয় পুরুষের আয়ত্ত করিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বৈপরীত্য করণ জনিত গুরুতর পাপের অনুষ্ঠান করা হয়। বেদে এই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়েরা বাহু হইতে, বৈশ্যেরা উরু দ্বয় হইতে এবং শূদ্র পাদযুগল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এই বর্ণ চতুষ্টয়ের পরস্পর ভিন্ন বর্ণ সংযোগে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ সঙ্কর জাতি সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে। অর্থ সংগ্রহ, দান ও প্রজা পালন এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। যাজন, অধ্যাপন, বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ ও লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ; কৃষিকার্য্য, পশু পালন ও ধর্ম্মত দান এই কয়েকটি বৈশ্যের ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূতেরাও ক্ষত্রিয়ের পরিচারক ; অতএব সূতের শুশ্রূষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে। আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, রাজর্ষিকুলসম্ভূত, মহারথ এবং বন্দিগণের সেবনীয় ও স্তুতিভাজন ; সুতরাং সংগ্রামে সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে মহারাজ! আজি আমি তৎকৃত অপমান সহ্য করিয়া কখনই যুদ্ধ করিব না ; অতএব এ ক্ষণে বিদায় দাও, স্বগৃহে প্রস্থান করি। এই বলিয়া মহাবীর শল্য অবিলম্বে ক্রোধভরে ভূপালগণমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন শল্যের প্রতি প্রণয় ও বহুমান নিবন্ধন তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া শান্ত ভাবে সর্ব্বার্থসাধন মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই ; কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে আপনারে সারথি হইতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। কর্ণ আপনার অপেক্ষা কখনই সমধিক বলশালী নহেন এবং আমিও আপনারে হীন বলিয়া আশঙ্কা করি না। হে মাতুল! আপনি যাহা কহেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। আমার মতে আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা কদাচ অনৃত বাক্য প্রয়োগ করিতেন না ; এই নিমিত্ত আপনার নাম আর্ত্তায়নি বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। আপনি যুদ্ধে শত্রুগণের শল্য স্বরূপ ; এই নিমিত্ত শল্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছেন, আমার হিতার্থ তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি বা কর্ণ আমরা কেহই আপনার অপেক্ষা সমধিক বলশালী নহি। হে মহাত্মন্! আমি কর্ণকে ধনঞ্জয় অপেক্ষা এবং আপনারে বাসুদেব অপেক্ষা সমধিক গুণশালী জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাবীর সূতপুত্র অস্ত্র যুদ্ধে ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আপনিও বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিগুণ অশ্ববিদ্যাভিজ্ঞ ও সমধিক বলবীর্য্য সম্পন্ন। আমি এই নিমিত্তই এ ক্ষণে আপনারে উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায়ের যন্তৃপদে বরণ করিতে অভিলাষ করি।

হে মহারাজ! মহাবীর শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কুরুরাজ! তুমি আমারে সৈন্যগণমধ্যে যে দেবকীপুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এ ক্ষণে আমি তোমার অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি ; কিন্তু উঁহার সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উঁহারই সমক্ষে

স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব। হে মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ও কর্ণ ইহাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিলেন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর দুর্য্যোধন শল্যকে পুনরায় কহিলেন, হে মদ্ররাজ! পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতার নিকট তাহা কীর্ত্তন করেন। এ ক্ষণে আমি আপনারে সেই বৃত্তান্ত কহিতেছি, অবিচারিত চিত্তে উহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দেব দানবগণ পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত করেন। তৎকালে দৈত্যগণ তারকাসুরের অধীন ছিল। ঐ যুদ্ধে দেবগণ দৈত্যগণকে পরাজিত করিলে তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে তারকাসুরের তিন পুত্র কঠোর তপোনুষ্ঠান করত অতি সুকঠিন নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব দেহ পরিশুষ্ক করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে বরদাতা সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের দম, তপ, নিয়ম ও সমাধি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বর দান করিতে আগমন করিলেন। তখন তারকপুত্রেরা সকলে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল, হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন যে, আমরা যেন সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অবধ্য হই। পিতামহ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে অসুরগণ! কেহই সর্ব্বভূতের অবধ্য নহে; অতএব তোমরা উহা ভিন্ন অন্য যাহা অভিরুচি হয়, তাহা প্রার্থনা কর। তখন সেই অসুরত্রয় একতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির নিশ্চয় করিয়া প্রণতি পুরঃসর পিতামহকে কহিল, হে দেব! আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, তিন জনে পুরত্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক জনসমাজে পূজিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিব এবং সহস্র বৎসর অতীত হইলে পুনরায় পরস্পর মিলিত হইব। তখন সেই পুরত্রয়ও একাকার হইবে। তৎকালে যে ব্যক্তি এক বাণে সেই একত্র সমবেত পুরত্রয় সংহার করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহার হস্তেই নিহত হইব। লোকপিতামহ ব্রহ্মা অসুরগণের বাক্য শ্রবণে তাহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

তারকাসুরপুত্রেরা এই রূপে বর লাভ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে পুরত্রয় নির্ম্মাণের নিমিত্ত দৈত্যদানব পূজিত, রোগ বিহীন স্থপতি ময়দানবকে নিযুক্ত করিল। ধীমান্ ময়দানবও স্বীয় তপঃপ্রভাবে স্বর্গে কাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও মর্ত্ত্যে লৌহময় পুর নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ পুরত্রয়ের এক একটী শত যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এবং বহুতর গৃহ, অট্টালিকা, প্রাকার, তোরণ, জনতাযুক্ত রাজপথ ও বিবিধ দ্বারে পরিশোভিত। তারকাসুরের তিন পুত্র ঐ পুরত্রয়ের অধীশ্বর হইল। তারকাক্ষের সুবর্ণময়, কমলাক্ষের রজতময় ও বিদ্যুন্মালীর লৌহময় পুরী নির্দ্দিষ্ট হইল। অনন্তর সেই অসুরত্রয় অস্ত্র বলে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন তাহারা আর প্রজাপতিরেও তৃণতুল্য বোধ করিল না। পূর্ব্বে যে সমস্ত মাংসাশী সুদৃপ্ত দানবগণ সুরগণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছিল, এ ক্ষণে তাহারা বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রার্থনায় ক্রমে ক্রমে প্রযুত প্রযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কোটি কোটি জন একত্র সমবেত হইয়া সেই অসুরত্রয়ের সমীপে আগমন পূর্ব্বক ত্রিপুর দুর্গ আশ্রয় করিল এবং পুনরায় সকলে সম্মিলিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সমুদায় ত্রিপুরনিবাসী দানব যে যাহাতে অভিলাষী হইল, ময়দানব

মায়াবলে তাহারে তাহাই প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

ঐ সময়ে তারকাক্ষের হরি নামে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক লোক পিতামহ প্রজাপতিরে পরম পরিতুষ্ট করিলে তিনি তাহারে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন তারকাক্ষপুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল ; হে দেব! আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটী বাপী প্রস্তুত করিব। ঐ বাপীজলে যে সমস্ত অস্ত্র নিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করা যাইবেক, তাহারা যেন আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত ও সমধিক বলশালী হয়। পিতামহ দানবনন্দনের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তারকাক্ষের পুত্র সেই বিধাতৃদত্ত বর লাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপনাদের পুরমধ্যে এক মৃতসঞ্জীবনী বাপী প্রস্তুত করিল। দৈত্যগণ যে বেশে নিহত হইত, ঐ বাপীতে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা সেই বেশে জীবিত হইয়া উঠিত। এই রূপে দৈত্যগণ সেই বাপী প্রভাবে নিহত দানবগণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকের ক্লেশোৎপাদন করিতে লাগিল। দুষ্কর তপঃপ্রভাবে তাহারা সংগ্রামে অক্ষয় হইয়া উঠিল। তখন দেবগণও তাহাদের নিকট ভীত হইতে লাগিলেন।

হে মদ্ররাজ! নির্লজ্জ দানবগণ এই রূপে ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দর্পিত ও লোভ মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া দেবগণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে রমণীয় দেবারণ্য, তপস্বিগণের পবিত্র আশ্রম ও সুরম্য জনপদ সমুদায়ে বিচরণ করত সকলের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণ কর্ত্তৃক ত্রিভুবন নিপীড়িত দেখিয়া দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দানবগণের পুরত্রয়ের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বিধাতার বর প্রভাবে সেই অভেদ্য পুর সকল ভেদ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তৎসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৈত্যগণের দৌরাত্ম্য জ্ঞাপনার্থ দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সুরগণ নতশিরা হইয়া ভগবান্ পিতামহকে প্রণতি পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া দানবগণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলে কমলযোনি কহিলেন, হে দেবগণ! যে তোমাদের অনিষ্টাচরণ করে, সে আমার নিটক অপরাধী হয়। অতএব দুরাত্মা অসুরগণ তোমাদিগকে নিপীড়িত করিয়া আমার নিকট অপরাধী হইয়াছে। আমি সকল প্রাণীরে সমান জ্ঞান করি ; কিন্তু অধার্ম্মিকগণের প্রাণ সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে দেবগণ! অসুরগণের পুরত্রয় একবাণেই ভেদ করিতে হইবে ; সুতরাং ঐ কার্য্য মহাদেব ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব তোমরা সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা জয়শীল যোদ্ধা মহেশ্বরকে যুদ্ধার্থে বরণ কর। তিনিই তাহাদিগকে নিপাতিত করিবেন।

হে মদ্ররাজ! ধর্ম্মপরায়ণ ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহারে অগ্রসর করিয়া ঋষিগণের সহিত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তপোনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করত রক্ষোঘ্ন বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন, যিনি সর্ব্বত্র আত্মা ও পরমাত্মা রূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি বিবিধ তপোবলে আত্মতত্ত্ব ও সাংখ্যযোগ অবগত হইয়াছেন এবং আত্মা সতত যাঁহার বশীভূত রহিয়াছে, সেই তেজোরাশি ভগবান্ উমাপতি সুরগণের নয়নগোচর হইলেন। তাঁহারা সেই অনন্যসদৃশ অকল্মষ ভগবান্ দেবদেবকে নানারূপে কল্পিত করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলে সেই মহাত্মাতে স্ব স্ব কল্পনানুরূপ রূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সমুদায় ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাদিগকে উত্থাপিত করিয়া মঙ্গলসূচক বাক্যে সৎকার করত হাস্যমুখে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা কি কারণে আগমন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। দেবগণ মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহারে নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি দেবাধিদেব, পিনাকধারী, বনমালাবিভূষিত, দক্ষযজ্ঞ বিনাশন, প্রজাপতিদিগের পূজ্য, সকলের স্তুত্য, স্তূয়মান ও স্তুত। আপনি শম্ভু, বিলোহিত, রুদ্র, নীলগ্রীব, শূলধারী, অমোঘ, মৃগাক্ষ, প্রবরায়ুধযোধী, অর্হ, শুদ্ধ, ক্ষয়, ক্রথন, দুর্ব্বারণ, ক্রাথ, বিপ্র, ব্রহ্মচারী, ঈশান, প্রমেয়, নিয়ন্তা, ব্যাঘ্রচর্ম্মবাসা, তপোনিরত, পিঙ্গ, ব্রতাবলম্বী, গজচর্ম্মবাসা, কার্ত্তিকেয় পিতা, ত্রিনেত্র, শরণাপন্নের ক্লেশ সংহর্ত্তা, অসুরঘাতন, বৃক্ষপতি, নারীপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, সসৈন্য ও অমিতৌজাঃ; আপনারে নমস্কার। হে দেব! আমরা কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাপন্ন হইলাম; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন। তখন ভগবান্ দেবাদিদেব দেবগণের বাক্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্নে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদের ভয় দূর হউক; এ ক্ষণে বল, আমারে তোমাদের নিমিত্ত কি করিতে হইবে?

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মদ্ররাজ! এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতি দেবর্ষিগণকে অভয় প্রদান করিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক সর্ব্বলোকের হিতকর কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবেশ! আমি তোমার অনুগ্রহে প্রাজাপত্য পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দানবগণকে অতি মহৎ বর প্রদান করিয়াছি। এ ক্ষণে তুমি ভিন্ন আর কেহই সেই মর্য্যাদানাশক দানবগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি যাচমান দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দানবগণকে পরাজয় কর। তোমার অনুগ্রহে সমুদায় জগৎ সুখী হউক। হে লোকেশ! তুমি সকলের শরণ্য বলিয়া আমরা তোমার শরণাগত হইয়াছি।

তখন দেবাদিদেব রুদ্রদেব কহিলেন, হে দেবগণ! আমার মতে তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু দানবগণ নিতান্ত বলদর্পিত বলিয়া আমি একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রামে উৎসাহী হইতেছি না। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার অর্দ্ধ বল গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে পরাজিত কর। একতা মহাবল উৎপাদনের কারণ। দেবগণ কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমরা তাহাদিগের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহাদিগের বলবীর্য্য আমাদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণতর হইবে। মহেশ্বর কহিলেন, সেই অপরাধী পাপাত্মাগণকে যেরূপে হউক, নিহত করিতে হইবে, অতএব তোমরা আমার অর্দ্ধ তেজ লইয়া তাহাদিগকে বিনাশ কর। সুরগণ কহিলেন, হে ভূতভাবন! আমাদিগের তোমার অর্দ্ধ তেজ ধারণ করিবার শক্তি নাই; অতএব তুমিই আমাদিগের বলার্দ্ধ লইয়া শত্রুগণকে বিনাশ কর।

তখন মহাদেব কহিলেন, হে সুরগণ! যদি তোমরা আমার বলার্দ্ধ ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমিই তোমাদিগের বলার্দ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক দানবগণকে নিপাতিত করিব। ভগবান্ মহেশ্বর এই বলিয়া দেবগণের বলার্দ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন। তদবধি

তিনি মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর সেই দেবাদিদেব মহাদেব দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক তোমাদিগের শক্রগণকে বিনাশ করিব। তোমরা আমার রথ ও ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বেই দানবগণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইব। দেবগণ কহিলেন, হে দেবেশ্বর! আমরা ত্রিলোকস্থ সমুদায় মূর্ত্তি আহরণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা যে রূপ রথ নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তোমার জন্য তদ্রূপ এক দ্যুতিমান্ রথ প্রস্তুত করিব। সুরগণ এই বলিয়া রথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পর্ব্বত, বন, দ্বীপ ও ভূতগণ পরিবৃত, বিশাল নগর সম্পন্ন বসুন্ধরারে দেবাদিদেবের রথ করিলেন। মন্দর পর্ব্বত ও দানবালয় জলনিধি ঐ রথের অক্ষ; মহানদী ভাগীরথী জঙ্ঘা; দিগ্বিদিক্ ভূষণ; নক্ষত্র সকল ঈষা; সত্যযুগ ও স্বর্গ যুগকাষ্ঠ; ভুজগরাজ অনন্তদেব কূবর; হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্র; সপ্তর্ষিমণ্ডল চক্ররক্ষক; গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু ও আকাশ ধুর্ভাগ; জল ও নদী সকল বন্ধন সামগ্রী; দিবা, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা, ছয় ঋতু ও দীপ্ত গ্রহ সমুদায় অনুকর্ষ; তারাগণ বরূথ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবেণু; ফল পুষ্প পরিশোভিত ওষধী ও লতা সকল ঘণ্টা; রাত্রি ও দিবা পূর্ব্ব ও অপর পক্ষ; ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ দশ নাগপতি ঈষা; মহোরগগণ যোক্ত্র; সম্বর্ত্তক মেঘ যুগ চর্ম্ম, কালপৃষ্ঠ; নহুষ, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ অশ্বগণের কেশর বন্ধন; সমুদায় দিক্ প্রদিক্ এবং ধর্ম্ম, সত্য, তপ ও অর্থ অশ্বরশ্মি; সন্ধ্যা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহ নক্ষত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত নভোমণ্ডল বাহ্যাবরণ; লোকেশ্বর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের অশ্ব; পূর্ব্ব অমাবস্যা, পূর্ব্ব পৌর্ণমাসী, উত্তর অমাবস্যা ও উত্তর পৌর্ণমাসী অশ্বযোক্ত্র; পূর্ব্ব অমাবস্যায় অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক; মন রথোপস্থ; সরস্বতী রথের পশ্চাদ্ভাগ; শক্রচাপসম্বলিত বিদ্যুৎ পবনোদ্ধূত পতাকা; বষট্কার প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষবন্ধন হইলেন। তখন বিষ্ণু, সোম ও হুতাশন এই তিন মহাত্মার যোগে মহেশ্বরের বাণ কল্পিত হইল। অগ্নি সেই বাণের কাণ্ড, সোম ফলক এবং বিষ্ণু তীক্ষ্ণধার স্বরূপ হইলেন। পূর্ব্বে মহাত্মা ঈশানের যজ্ঞে যে সম্বৎসর কল্পিত হইয়াছিল, এ ক্ষণে তাহা উহাঁর শরাসন রূপ ও মহাস্বন সাবিত্রী মৌর্ব্বীরূপ ধারণ করিলেন। কালচক্র হইতে মহামূল্য রত্ন ভূষিত অভেদ্য দিব্য বর্ম্ম বহিষ্কৃত হইল। মৈনাক ও মেরু পর্ব্বত ধ্বজ যষ্টি হইল এবং সৌদামিনী সম্বলিত মেঘমালা পতাকা হইয়া ঋত্বিক্‌গণ মধ্যস্থ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এই রূপে সেই অপূর্ব্ব রথ ও শরাসনাদি নির্ম্মিত হইলে দেবগণ সমুদায় তেজ একত্র সমবেত অবলোকন পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া মহেশ্বরের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

হে মদ্ররাজ! দেবগণ এই রূপে শক্রমর্দ্দন শ্রেষ্ঠ রথ নির্ম্মাণ করিলে দেবাদিদেব মহাদেব উহাতে স্বকীয় প্রধান শস্ত্র সমুদায় সংস্থাপন পূর্ব্বক আকাশকে ধ্বজযষ্টি করিয়া উহার উপর মহাবৃষভকে সন্নিবেশিত করিলেন। ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড ও জ্বর রথের পার্শ্বরক্ষক, অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস চক্ররক্ষক, ঋগ্বেদ, সামবেদ ও পুরাণ সকল পুরঃসর, ইতিহাস ও যজুর্ব্বেদ পৃষ্ঠরক্ষক ও সমুদায় স্তোত্রাদি, দিব্য বাক্য, বিদ্যা ও বষট্‌কার পার্শ্বচর হইল। ওঁকার রথের সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ দেবদেব ছয়ঋতু সম্পন্ন সম্বৎসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই মৌর্ব্বী

করিলেন। ভগবান্ রুদ্র সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ; সম্বৎসর তাঁহার শরাসন, এই নিমিত্তই তাঁহার ছায়ারূপ কালরাত্রি ঐ শরাসনের মৌর্ব্বী হইল। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র ইঁহারা তাঁহার বাণ স্বরূপ হইলেন। সমুদায় জগৎ অগ্নি সোম ও বিষ্ণুময়; বিশেষত বিষ্ণু অমিততেজা ভগবান্ ভূতনাথের আত্মস্বরূপ; সুতরাং সেই শর অমরগণেরও অসহ্য হইয়া উঠিল। ভগবান্ ভূতনাথ সেই শরে ভৃগু ও অঙ্গিরার যজ্ঞসম্ভূত দুঃসহ ক্রোধাগ্নি নিহিত করিলেন।

হে মদ্ররাজ! ঐ সময় যে নীললোহিত ব্যাঘ্রাজিনধারী ভবানীপতি অযুত সূর্য্যের ন্যায় তেজ সম্পন্ন, ইন্দ্রেরও নিপাতনে সমর্থ, ব্রহ্মবিদ্বেষীদিগের নিহন্তা, ধার্ম্মিকগণের পরিত্রাতা ও অধার্ম্মিকগণের সংহর্ত্তা এবং যাহাঁর অঙ্গ আশ্রয় করিয়া এই অদ্ভুতদর্শন স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ শোভা পাইতেছে, সেই মহাত্মা ভীম বল, ভীম রূপ ও প্রমথনশীল আত্মগুণে পরিবৃত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ কবচ ও শরাসনধারী ভগবান্ ভবানীপতিরে অগ্নি, সোম ও বিষ্ণুসম্ভূত দিব্য শর গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণে উৎসুক দর্শন করিয়া পুণ্যগন্ধবাহী সমীরণকে তাঁহার অনুকূলে সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ মহাদেব ধরাতল কম্পিত ও দেবগণকে বিত্রাসিত করত সেই রথারোহণে সমুদ্যত হইলেন। মহর্ষি দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ব্রহ্মর্ষি ও বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে খড়্গ, বাণ ও শরাসনধারী ভগবান্ মহাদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! এক্ষণে কোন্ মহাত্মা আমার সারথ্য কার্য্য করিবেন? সুরগণ কহিলেন, হে দেবেশ! তুমি যাঁহারে নিয়োগ করিবে, তিনিই তোমার সারথি হইবেন, সন্দেহ নাই। তখন দেবাদিদেব মহাদেব পুনরায় কহিলেন, হে দেবগণ! যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা বিবেচনা পূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহারেই সারথি কর।

হে মদ্ররাজ! দেবগণ ভবানীপতির সেই বাক্য শ্রবণে পিতামহের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি দৈত্য বিনাশের নিমিত্ত যেরূপ কহিয়াছিলে, আমরা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। বৃষধ্বজ প্রসন্ন হইয়াছেন, বিচিত্র আয়ুধযুক্ত এক রথও প্রস্তুত করা হইয়াছে; কিন্তু সেই উত্তম রথে কে সারথি হইবে, তাহার কিছুই স্থির হয় নাই; অতএব তুমি কোন প্রধান ব্যক্তিরে সারথি বিধান করিয়া আমাদিগের বাক্য রক্ষা কর। আর তুমিও পূর্ব্বে বলিয়াছ যে, আমি তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান করিব; অতএব এ ক্ষণে তদনুরূপ কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে কমলাসন! দেবগণের মূর্ত্তির সংযোগে সেই শত্রুবিদারণ রথ নির্ম্মিত হইয়াছে। সপর্ব্বত ধরিত্রী রথ হইয়াছেন। চারি বেদ উহার চারি অশ্ব ও নক্ষত্রমালা বরূথ হইয়াছে। দৈত্যনিসূদন ভগবান্ পিনাকপাণি উহার রথী হইয়াছেন; কিন্তু সারথি লক্ষিত হইতেছে না। যিনি সমুদায় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারেই সারথি করিতে হইবে। আমাদিগের রথ, অশ্ব, যোদ্ধা, কবচ, শস্ত্র ও কার্ম্মুক প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে; এ ক্ষণে তোমা ভিন্ন আর কাহারেও সারথি লক্ষিত হইতেছে না। তুমি সর্ব্ব গুণান্বিত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; অতএব তুমি অবিলম্বে সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে সংযত কর। হে মদ্ররাজ! এই রূপে সুরগণ আপনাদিগের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত অবনত হইয়া

পিতামহ ব্রহ্মারে সারথি হইতে অনুরোধ করত প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন পিতামহ কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যাহা কহিতেছ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে; আমি যুদ্ধকালে মহাদেবের অশ্ব সমুদায় সংযত করিব। অনন্তর দেবগণ সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ পিতামহকে মহাত্মা মহেশ্বরের সারথির পদে অভিষিক্ত করিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি সেই লোকপূজিত রথে আরোহণ করিলে পবনের ন্যায় বেগবান অশ্বগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহারে নমস্কার করিল। তখন ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা প্রগ্রহ ও প্রতোদ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাদেবকে কহিলেন, হে ভগবন্! রথারোহণ কর। তখন ভগবান্ শূলপাণি সেই বিষ্ণুসোমাগ্নি সমুৎপন্ন শর গ্রহণ করিয়া শরাসন নিস্বনে বসুন্ধরা কম্পিত করত রথে আরোহণ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মহর্ষিগণ তাঁহারে রথারূঢ় দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভবানীপতি শর, শরাসন ও অসি ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় তেজে ত্রিভুবন আলোকময় করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! আমি অসুরগণকে নিপাতিত করিতে অসমর্থ হইব মনে করিয়া তোমরা শোক করিও না। আমার এই বাণে তাহাদিগকে নিহত বোধ কর। তখন দেবগণ তোমার বাক্য সত্য, অসুরগণ নিহত হইয়াছে এই বলিয়া মহাদেবকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং শঙ্করের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ নীলকণ্ঠ সেই অনুপম রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণে পরিবেষ্টিত এবং পরস্পর তর্জ্জমান, চতুর্দ্দিকে ধাবমান, মাংসভোজী, নৃত্যানুরক্ত, দুরাসদ, স্বীয় পারিষদ্গণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তপোনিরত মহাভাগ মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার বিজয় প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে অভয়দাতা দেবাদিদেব যুদ্ধে নির্গত হইলে অমরগণ ও জগতীতলস্থ যাবতীয় লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঋষিগণ তাঁহারে নানাবিধ স্তব করত বারংবার তাঁহার তেজ পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ বাদ্য বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা অসুরগণের উদ্দেশে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে ভূতনাথ তাঁহারে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব! তুমি অতন্দ্রিত চিত্তে দৈত্যগণের অভিমুখে অশ্ব চালন কর। আজি আমি শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক তোমারে বাহুবল প্রদর্শন করিব। ভগবান্ কমলযোনি ভূতনাথের বাক্যানুসারে দৈত্য দানব রক্ষিত ত্রিপুরের অভিমুখে পবন তুল্য বেগবান অশ্বগণকে পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা আকাশ পান করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে।

এই রূপে ভগবান্ ভবানীপতি সেই লোকপূজিত অশ্ব সংযোজিত স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া দানব জয়ের নিমিত্ত ধাবমান হইলে তাঁহার ধ্বজাগ্রস্থিত বৃষভ ভীষণ নিনাদ করত দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সেই ভয়াবহ নিনাদ শ্রবণে অসংখ্য দৈত্য প্রাণ ত্যাগ করিল এবং অনেকে যুদ্ধার্থ অভিমুখীন হইল। তদ্দর্শনে শূলপাণি মহাদেব ক্রোধে অধীর হইলেন। তখন সমুদায় প্রাণী ভীত, ত্রৈলোক্য বিকম্পিত ও ঘোর নিমিত্ত সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তৎকালে মহাদেবের সেই রথ সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞ্চালনে অবসন্ন হইল। তখন নারায়ণ সেই শরভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া বৃষরূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই মহারথ উদ্ধৃত

করিলেন। ঐ সময় রথ অবসন্ন ও শত্রুগণ গর্জ্জমান হওয়াতে মহাবল পরাক্রান্ত ভগবান্ দেবাদিদেব অশ্বপৃষ্ঠ ও বৃষভের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক সিংহনাদ করত দানবপুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও বৃষের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই অবধি গো সমূহের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত ও অশ্বগণ স্তন বিহীন হইয়াছে। হে মহারাজ! অনন্তর মহাদেব শরাসন অধিজ্য ও সেই শর পাশুপতাস্ত্রে সংযোজন পূর্ব্বক কার্ম্মুকে নিহিত করিয়া ত্রিপুরের অপেক্ষা করত দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই পুরত্রয় একত্র সমবেত হইল। তদ্দর্শনে দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া মহেশ্বরের স্তব করত জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই পুরত্রয় অসুর সংহারে প্রবৃত্ত অসহ্য পরাক্রম উগ্রমূর্ত্তি ভগবান্ শঙ্করের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন ত্রিলোকেশ্বর মহেশ্বর সেই দিব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুরত্রয়কে লক্ষ্য করত সেই ত্রৈলোক্যসারভূত শর পরিত্যাগ করিলেন। শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র সেই পুরত্রয় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। অসুরগণ ঘোরতর আর্ত্ত স্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই পুরত্রয় ও দানবগণ ত্রিলোকের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র ভগবান্ শঙ্করের রোষপ্রভাবে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তিনি হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় ক্রোধসম্ভূত হুতাশনকে নিবারিত করিয়া কহিলেন, হে হুতাশন! তুমি এই ত্রিলোককে ভস্মসাৎ করিও না। অনন্তর রুদ্রদেবের প্রযত্নে পূর্ণমনোরথ প্রজাপতিপ্রমুখ দেব, মহর্ষি ও অন্যান্য লোক সমুদায় প্রকৃতিস্থ হইয়া অতি উদার বাক্যে তাঁহার স্তব করত তাঁহার আদেশানুসারে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। হে মদ্ররাজ! এই রূপে সেই লোকস্রষ্টা দেবাসুরগণের অধ্যক্ষ মহেশ্বর লোকের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে আপনিও তদ্রূপ মহাবীর সূতপুত্রের সারথ্য গ্রহণ করুন। আপনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও কর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এই সূতপুত্র সংগ্রামে রুদ্রের সদৃশ এবং আপনিও নীতি প্রয়োগে ব্রহ্মার তুল্য; অতএব আপনি নিশ্চয়ই অসুরগণের ন্যায় এই শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন। এ ক্ষণে আজি কর্ণ যাহাতে কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুনকে প্রমথিত ও বিনষ্ট করিতে পারেন, আপনি শীঘ্র তাহার উপায় বিধান করুন। হে মদ্ররাজ! আপনাতেই আমাদিগের রাজ্যলাভ প্রত্যাশা, জীবিতাশা এবং কর্ণের সাহায্য নিবন্ধন জয়াশা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের রাজ্য, জয় লাভ এবং মহাবীর কর্ণ ও আমরা আপনারই আয়ত্ত; অতএব আপনি এ ক্ষণে অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। হে মদ্ররাজ! আর এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আমার পিতার সমক্ষে যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনি এ ক্ষণে তাহাও শ্রবণ করুন। সেই হেতুগর্ভ কার্য্যার্থ সংশ্রিত অত্যাশ্চর্য্য ইতিহাস শ্রবণ ও অবধারণ করিয়া আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত আপনারে অনুরোধ করিতেছি, অসন্দিগ্ধ মনে তাহার অনুষ্ঠান করুন।

মহাযশা মহর্ষি জমদগ্নি ভৃগুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রাম। ঐ তেজোগুণ সম্পন্ন জমদগ্নিনন্দন অস্ত্র লাভার্থ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক

রুদ্রদেবকে আরাধনা করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ মহাদেব তাঁহার ভক্তিভাব ও শান্তিগুণে একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুধাবন পূর্ব্বক তথায় আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে রাম! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট এবং তোমার অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়াছি। এ ক্ষণে তুমি আপনারে পবিত্র কর, তাহা হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে ভৃগুনন্দন! যখন তুমি পবিত্র হইবে, তখন আমি তোমারে অস্ত্র সমুদায় প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্র অপাত্র ও অসমর্থ ব্যক্তিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। জমদগ্নিনন্দন রাম ভগবান্ শূলপাণি কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমি নিয়তই আপনার শুশ্রূষা করিতেছি; আপনি যখন আমারে অস্ত্র ধারণের উপযুক্ত পাত্র বোধ করিবেন, সেই সময়ই আমারে উহা প্রদান করিবেন। এই বলিয়া জমদগ্নিনন্দন তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, নিয়ম, পূজা, উপহার, বলি, মন্ত্র ও হোম দ্বারা বহু বৎসর শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর মহাত্মা ভার্গবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী পার্ব্বতীর সন্নিধানে কহিলেন, প্রিয়ে! দৃঢ়ব্রত পরায়ণ রাম আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ভগবান্ উমাপতি পার্ব্বতীকে এই রূপ বলিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ সমক্ষে বারংবার জামদগ্ন্যের গুণগরিমার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

হে মদ্ররাজ! ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণ মোহ ও গর্ব্ব প্রভাবে দেবগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুরগণ মিলিত ও তাহাদিগের সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া অসামান্য যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু উহাদিগকে কিছুতেই পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা ভগবান্ রুদ্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ভক্তি প্রভাবে তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের বিপক্ষগণকে সংহার করুন। রুদ্রদেব, দেবগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের সমক্ষে বিপক্ষ সংহারে অঙ্গীকার করিয়া রামকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! তুমি লোকের হিত ও আমার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত দেবতাদিগের শত্রুগণকে সংহার কর। রাম কহিলেন, হে দেবেশ! আমি অশিক্ষিতাস্ত্র সুতরাং শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবদলকে দলন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? রুদ্র কহিলেন, হে রাম! আমি কহিতেছি, তুমি সুরশত্রু অসুরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। এ ক্ষণে আমার আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ গমন কর। তুমি উহাদিগকে পরাজয় করিলে অসামান্য গুণগ্রাম প্রাপ্ত হইবে। তখন রাম রুদ্রদেবের বাক্যে স্বীকার করিয়া সংগ্রামার্থ বলমদমত্ত দানবগণ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দৈত্যগণ! দেবাদিদেব মহাদেব তোমাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আমারে প্রেরণ করিয়াছেন। এ ক্ষণে তোমরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দৈত্যগণ রামের বাক্য শ্রবণমাত্র সংগ্রাম আরম্ভ করিল। মহাবীর রামও অশনিসমস্পর্শ অস্ত্র দ্বারা অবিলম্বে তাহাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অসুরাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া রুদ্রদেবের সন্নিধানে গমন করিলে মহাদেব করস্পর্শ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহারে ব্রণশূন্য করিয়া প্রীতমনে বহুবিধ বর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! তুমি অনবরত নিপতিত অসুরাস্ত্র সমুদায় সহ্য করিয়া মনুষ্যগণের অসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত দিব্যাস্ত্র সমুদায় গ্রহণ কর।

অনন্তর রাম রুদ্রদেবের প্রসাদে অভিলষিত বর ও দিব্যাস্ত্র সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারে নমস্কার করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে মদ্ররাজ! মহর্ষি আমার পিতার নিকট এই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ভৃগুবংশাবতংস মহাবীর পরশুরাম প্রীত মনে কর্ণকে দিব্য ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করেন। যদি কর্ণের কিছু মাত্র দোষ থাকিত, তাহা হইলে মহর্ষি রাম তাঁহারে কদাচ দিব্যাস্ত্রজাল প্রদান করিতেন না। এই নিমিত্ত আমি কর্ণকে সূতকুলোৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করি না। আমার মতে উনি ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত দেবকুমার এবং মহৎ গোত্র সম্পন্ন; উনি কখনই সূতকুল সম্ভূত নহেন। যেমন মৃগীর গর্ভে ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তদ্রূপ সামান্য নারীর গর্ভে কুণ্ডলালঙ্কৃত কবচধারী দীর্ঘবাহু আদিত্যসঙ্কাশ মহারথ পুত্র সমুৎপন্ন হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। হে মদ্ররাজ! কর্ণের ভুজযুগল করিকর সদৃশ নিতান্ত পীন ও বক্ষস্থল অতি বিশাল; অতএব উনি কদাচ প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। উনি মহাবল পরাক্রান্ত রামের শিষ্য ও মহাত্মা।

ষট্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মদ্ররাজ! সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই রূপে রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলত রথী অপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তিরে সারথি করা কর্ত্তব্য। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি রণস্থলে সূতপুত্রের তুরঙ্গমগণকে সংযত করুন। ব্রহ্মা মহাদেব অপেক্ষা অধিক বীর্য্য সম্পন্ন বলিয়া দেবগণ যেমন বিধাতারে শঙ্করের সারথি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কর্ণ অপেক্ষা বলশালী বলিয়া আমরা আপনারে সূতপুত্রের সারথ্যে নিয়োগ করিতেছি।

মদ্ররাজ কহিলেন, হে মহারাজ! যে রূপে পিতামহ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের সারথ্য কার্য্য করিয়াছিলেন এবং যে রূপে ভগবান্ ভূতভাবন এক বাণে অসুরগণ সংহার করিয়াছিলেন, সেই অমানুষিক দিব্য উপাখ্যান অনেক বার আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎবেত্তা মহাত্মা হৃষীকেশও এ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক অবগত আছেন এবং ইহা অবগত হইয়াই বিধাতা যেমন বৃষভধ্বজের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন। যদি সূতপুত্র কোন ক্রমে অর্জ্জুনকে নিহত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কেশব স্বয়ং শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্ব্বক তোমার সৈন্যগণকে উন্মূলিত করিবেন। বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইলে কৌরব সৈন্য মধ্যে অবস্থান করে, কাহার সাধ্য।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মদ্ররাজ এই রূপ কহিলে আপনার পুত্র মহাবাহু দুর্য্যোধন অকাতরে তাঁহারে কহিলেন, হে মাতুল! আপনি অস্ত্রবিদগ্রগণ্য সর্ব্ব শস্ত্রবিশারদ কর্ণকে অবজ্ঞা করিবেন না। যাঁহার ভীষণ জ্যানির্ঘোষ শব্দ পাণ্ডব সৈন্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা দশ দিকে পলায়ন করে; মায়াবী রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনারই সমক্ষে রাত্রিকালে যাঁহার মায়া প্রভাবে নিহত হইয়াছে; মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত ভীত হইয়া এত দিন যাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; যে মহারথ, মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে কার্ম্মুককোটি দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া বারংবার মূঢ় ও ঔদরিক বলিয়া ভৎসনা করিয়াছিলেন; যিনি মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে পরাজয় করিয়া কোন গূঢ় কারণ

বশত বিনাশ করেন নাই; যিনি বৃষ্ণি-প্রবীর সাত্যকিরে বল পূর্ব্বক পরাজিত ও রথ বিহীন করিয়াছিলেন; যিনি হাস্যমুখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বারংবার পরাজয় করেন এবং যিনি সমরে রোষপরবশ হইয়া বজ্রধর পুরন্দরকেও সংহার করিতে পারেন, পাণ্ডবেরা কিরূপে সেই মহাবীর কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। হে মদ্ররাজ! আপনি সকল বিদ্যা ও অস্ত্রে পারদর্শী; এই পৃথিবী মধ্যে আপনার তুল্য ভুজবীর্য্য সম্পন্ন আর কেহই নাই। আপনার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ এবং আপনি শত্রুগণের শল্যস্বরূপ; এই নিমিত্তই লোকে আপনারে শল্য বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। সাত্বতগণ আপনার ভুজবলে পরাজিত হইয়াছিল। আপনার অপেক্ষা বাসুদেব কি বলশালী? হে মহাবীর! মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় নিহত হইলে বাসুদেব যেমন পাণ্ডব সৈন্য রক্ষা করিবে, তদ্রূপ কর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে আপনারেই কৌরব সৈন্য রক্ষা করিতে হইবে। বাসুদেব যে আমাদের সৈন্য সকল নিবারণ করিবে, আর আপনি যে উহাদিগের সৈন্য সংহার করিতে সমর্থ হইবেন না, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। হে মদ্ররাজ! আমি আপনার নিমিত্ত মৃত সহোদর ও মহীপালগণের পদবীতেও পদার্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।

তখন শল্য কহিলেন, মহারাজ! তুমি সৈন্যগণের সমক্ষে আমারে যে বাসুদেব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। এ ক্ষণে আমি তোমারই অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামার্থ সমুদ্যত সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি; কিন্তু কর্ণের সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উহাঁরই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত ক্ষত্রিয়গণ সমক্ষে শল্যের বাক্যে স্বীকার করিলেন।

"হে মহারাজ! এই রূপে মদ্ররাজ কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিলে রাজা দুর্য্যোধন একান্ত আশ্বাসিত হইয়া হৃষ্ট মনে সূতপুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে মহাবীর! পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুর সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এ ক্ষণে পাণ্ডব বিনাশে প্রবৃত্ত হও। তখন মহাবীর কর্ণ পুলকিত মনে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! মদ্ররাজ অনতিহৃষ্ট মনে অশ্বের প্রগ্রহ গ্রহণে অঙ্গীকার করিতেছেন; অতএব তুমি পুনরায় মধুর বাক্যে উহাঁরে প্রসন্ন কর। রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় স্নিগ্ধগম্ভীর বাক্যে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! মহাবীর কর্ণ অদ্য ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া অধ্যবসায় করিয়াছেন; অতএব আপনি এ ক্ষণে তাঁহার সারথ্য স্বীকার করুন। তিনি অন্যান্য বীরগণকে বিনাশ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সংহার করিবেন, এই নিমিত্ত আমি আপনারে তাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছি। এ ক্ষণে বাসুদেব যেমন অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সারথি হইয়া তাঁহারে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন।

তখন মদ্ররাজ রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রিয়দর্শন! তুমি যদি এইরূপই নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমার সমস্ত প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। আমি তোমার যে যে কার্য্যের উপযুক্ত, প্রাণপণে সেই সমস্ত

কার্য্যভার বহন করিতে সম্মত আছি; কিন্তু আমি হিত বাসনা পরবশ হইয়া কর্ণকে প্রিয় বা অপ্রিয়ই হউক, যা কিছু বলিব, তৎ সমুদায় কর্ণকে ও তোমারে ক্ষমা করিতে হইবে। তখন কর্ণ কহিলেন, হে মদ্ররাজ! ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন এবং বাসুদেব যেমন ধনঞ্জয়ের শুভানুধ্যান করেন, তদ্রূপ আপনিও নিরন্তর আমার শুভ চিন্তা করুন। শল্য কহিলেন, হে কর্ণ! আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা এবং পরনিন্দা ও পরের স্তুতিবাদ এই চারিটি সাধু লোকের নিতান্ত অনভ্যস্ত। কিন্তু আমি তোমার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত যা কিছু আত্মপ্রশংসা করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। আমি অবধানতা, অশ্ব চালন, ভবিষ্যৎ দোষের অবেক্ষণ, দোষ পরিহার জ্ঞান ও দোষ পরিহার সামর্থ্য এই কএকটি গুণে মাতলির ন্যায় সুররাজ ইন্দ্রেরও সারথ্য কার্য্যে সম্যক্ উপযুক্ত হইতে পারি; অতএব এ ক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও। তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তোমার অশ্ব সঞ্চালন করিব।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! এই মদ্ররাজ শল্য অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ইনি তোমার সারথ্য কার্য্য করিবেন। মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বযুক্ত রথ পরিচালন করেন, তদ্রূপ অদ্য এই মহাত্মা শল্য তোমার রথ সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইবেন। তুমি যোদ্ধা ও মদ্ররাজ সারথি হইলে পার্থগণ সমরে পরাভূত হইবে, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে দুর্য্যোধন পুনরায় মহাবল পরাক্রান্ত শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি সংগ্রামে কর্ণের সুশিক্ষিত অশ্ব সকলকে পরিচালিত করুন। আপনি রক্ষিতা হইলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে অবশ্যই পরাজিত করিতে পারিবেন। তখন মদ্ররাজ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া কর্ণের রথে আরোহণ করিলেন। শল্য সারথি হইলে কর্ণ সুস্থির চিত্তে তাঁহারে কহিলেন, হে সারথে! তুমি অবিলম্বে আমার রথ সুসজ্জিত কর। তখন মদ্ররাজ জয় হউক বলিয়া কর্ণের সেই গন্ধর্ব্বনগরোপম শ্রেষ্ঠ রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন। ঐ রথ পূর্ব্বকালে বেদবিৎ পুরোহিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে। মহারথ কর্ণ সেই রথকে যথাবিধ পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা সমাধান পূর্ব্বক সমীপস্থ মদ্ররাজকে রথারোহণে আদেশ করিলেন। মহাতেজা শল্য কর্ণের আদেশানুসারে সিংহ যেমন পর্ব্বতে আরোহণ করে, তদ্রূপ কর্ণের সেই প্রধান রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শল্যকে রথারূঢ় দেখিয়া সত্বরে স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক বিদ্যুৎ সম্বলিত নীরদমধ্যস্থ দিনকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় এক রথে অধিরূঢ় হইলে তাঁহাদিগকে আকাশ পথে মেঘ সম্মিলিত সূর্য্য ও অনলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্‌গণ যেমন ইন্দ্র ও অগ্নির স্তব করে, তদ্রূপ বন্দিগণ সেই বীর দ্বয়কে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। তখন শরনিকরধারী পুরুষব্যাঘ্র কর্ণ সেই মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত মণ্ডলান্তর্গত মন্দর ভূধরস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন সেই সমরোদ্যত মহাবাহু সূতপুত্রকে কহিলেন, হে কর্ণ! মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য সমরে যে কর্ম্ম

করিতে পারেন নাই, এ ক্ষণে তুমি সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন কর। আমি মনে করিয়াছিলাম, ভীষ্ম ও দ্রোণ নিশ্চয়ই অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে নিপাতিত করিবেন; কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। অতএব তুমি এ ক্ষণে দ্বিতীয় বজ্রপাণির ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ অথবা ধনঞ্জয়, ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে সংহার কর। হে সূতনন্দন! তোমার জয় ও মঙ্গল লাভ হউক, তুমি যুদ্ধে গমন পূর্ব্বক পাণ্ডব সেনাগণকে ভস্মীভূত কর।

হে মহারাজ! অনন্তর মেঘনিস্বনের ন্যায় সহস্র সহস্র তূর্য্য ও অযুত অযুত ভেরীর ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। রথারূঢ় মহারথ কর্ণ দুর্য্যোধন বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া যুদ্ধবিশারদ শল্যকে কহিলেন, হে মহাবাহো! এ ক্ষণে অশ্ব চালন কর। আমি অচিরাৎ ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিব। আমি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইতেছি; ধনঞ্জয় আমার বাহুবল দর্শন করুক। অদ্য আমি পাণ্ডব বিনাশ ও দুর্য্যোধনের জয় লাভের নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিব।

শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র! সাক্ষাৎ শতক্রতুও যাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পাণ্ডবগণকে কি সাহসে অবজ্ঞা করিতেছ? সেই মহাবীরগণ কদাপি সমরে প্রতিনিবৃত্ত বা পরাজিত হইবেন না। যখন শুনিবে, সংগ্রামস্থলে ধনঞ্জয়ের অশনির্নির্ঘোষ সদৃশ ভীষণ গাণ্ডীব নিস্বন হইতেছে এবং যখন দেখিবে, ভীমসেন কৌরব পক্ষীয় কুঞ্জরগণকে বিশীর্ণদন্ত ও নিহত করিতেছেন; ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব সমভিব্যাহারে নিশিত শরনিকরে নভোমণ্ডলকে ঘনঘটা সমাচ্ছন্নের ন্যায় করিয়াছেন ও অন্যান্য লঘুহস্ত দুরাসদ পার্থিবগণ শক্রগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতেছেন, তখন আর এরূপ কথা মুখে আনিবে না। হে মহারাজ! তখন কর্ণ মদ্ররাজের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত অবলোকন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে চারি দিক্ হইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন। দুন্দুভি, ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি, নানা প্রকার বাণ শব্দ এবং অশ্ব হস্তী প্রভৃতির ভীষণ গর্জ্জন হইতে আরম্ভ হইল। কৌরব সৈন্যগণ জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে গমন করিল। মহাবীর কর্ণ সংগ্রামে যাত্রা করিলে যোধগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া বিকৃত শব্দ করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতে সাত মহাগ্রহকে নির্গত হইতে লক্ষিত হইল। উল্কাপাত, দিগ্দাহ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ও প্রচণ্ড বেগে বায়ু বহন হইতে লাগিল। দুর্নিমিত্তদ্যোতক অসংখ্য মৃগ ও পক্ষিগণ সৈন্যগণের বাম ভাগে অবস্থান করিল। কর্ণের অশ্বগণ গমন কালে বারংবার স্খলিতপদ হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে ভয়ানক অস্থি বর্ষণ আরম্ভ হইল। অস্ত্র সকল প্রজ্বলিত, ধ্বজনিচয় কম্পিত এবং বাহনগণের অশ্রুধারা অনবরত বিগলিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কৌরব সৈন্যগণের বিনাশের নিমিত্ত এবম্বিধ ও অন্যান্য নানা প্রকার ভয়াবহ উৎপাত সকল উপস্থিত হইল। তৎকালে দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ মুগ্ধ হইয়া কেহই সেই দুর্নিমিত্ত সকল লক্ষ্য করিল

না। নরপতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্থিত সূতপুত্রকে জয় হউক বলিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণ মনে মনে পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর প্রদীপ্ত পাবক তুল্য সূর্য্য সদৃশ শত্রুতাপন কর্ণ মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে বিগতবীর্য্য সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের কার্য্যাতিশয় চিন্তা করত একবারে অভিমান, দর্প ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি রথারোহণ ও আয়ুধ ধারণ করিলে ক্রোধাবিষ্ট বজ্রপাণি পুরন্দরকে নিরীক্ষণ করিয়াও ভীত হই না। এ ক্ষণে ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণকে রণশয্যায় শয়ান দেখিয়া আমি কিছু মাত্র অস্থির হইতেছি না। মহেন্দ্র ও বিষ্ণুর সদৃশ অমিত পরাক্রম, অনিন্দিত, রথ, অশ্ব ও করিগণের নিহন্তা, অবধ্যকল্প, মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণকে অরাতিশরে নিহত দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইতেছে না। দিব্যাস্ত্রবেত্তা দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য অসাধারণ বলবীর্য্য সম্পন্ন অসংখ্য মহীপাল এবং সারথি, রথী ও কুঞ্জরদিগকে অরাতিগণ কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি নিমিত্ত তাহাদিগকে সংহার করিলেন না? হে কৌরবগণ আমি অর্জ্জুনকে সংগ্রামে দ্রোণেরও সম্মানভাজন অবগত হইয়া সত্য কহিতেছি যে, আমা ভিন্ন অন্যকোন বীরই করাল কৃতান্তের ন্যায় সমাগত ধনঞ্জয়ের ভুজবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। মহাবীর দ্রোণ অস্ত্রাভ্যাস, অবধানতা, বাহুবল, ধৈর্য্য ও নীতি সম্পন্ন ছিলেন, যখন সেই মহাত্মা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, তখন আজি আমি সকলকেই আসন্নমৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কর্ম্ম সমুদায় দৈবায়ত্ত; তন্নিবন্ধন আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই পৃথিবীর কোন বস্তুরই স্থিরতা দেখিতেছি না। যখন আচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন অদ্য সূর্য্যোদয়ে আমি যে জীবিত থাকিব, এ কথা নিঃসন্দেহরূপে কে বলিতে পারে। হে শল্য! অরাতিহস্তে আচার্য্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নীতি, দিব্য আয়ুধ, বলবীর্য্য ও কার্য্যকলাপ এই সমস্ত মনুষ্যের সুখোৎপাদনে সমর্থ নহে। দেখ, যিনি বিক্রমে ত্রিবিক্রম ও ইন্দ্রের তুল্য, নীতি বিষয়ে বৃহস্পতি ও শুক্রের সদৃশ এবং তেজে হুতাশন ও আদিত্যের সদৃশ; সেই নিতান্ত দুঃসহবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র প্রভৃতি কোন উপায় দ্বারা রক্ষা পাইলেন না। হে মদ্ররাজ! এ ক্ষণে আমাদিগের স্ত্রী পুত্রেরা মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতেছে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পৌরুষও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; এ সময় যুদ্ধ করা কেবল আমারই কার্য্য; অতএব তুমি অবিলম্বে বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে আমারে লইয়া যাও। আমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি এবং সৃঞ্জয়গণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। অতএব হে মদ্ররাজ! যে স্থানে পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছে, তুমি অবিলম্বে তথায় রথ লইয়া গমন কর। আজি আমি হয় তাহাদিগকে সংহার, না হয় স্বয়ংই দ্রোণ প্রদর্শিত পদবী অবলম্বন পূর্ব্বক যমলোকে প্রস্থান করিব। হে শল্য! আমারেও সেই ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে; তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু আমি রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া কোন ক্রমেই মিত্রদ্রোহ করিতে সমর্থ হইব না। দেখ, বিদ্বানই হউক বা মূর্খই হউক, আয়ুক্ষয় হইলে মৃত্যুর হস্তে কাহারই পরি-

ত্রাণ নাই; আর অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আমি অবশ্যই সংগ্রামার্থ পাণ্ডবগণ সন্নিধানে গমন করিব। ধৃত-রাষ্ট্রতনয় মহারাজ দুর্য্যোধন নিরন্তর আমার শুভ চিন্তা করিয়া থাকেন, তন্নি-বন্ধন তাঁহার কার্য্য সংসাধনার্থ প্রীতি-কর ভোগ ও দুস্ত্যজ জীবন বিসর্জ্জন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে শল্য! ভগবান রাম আমারে এই ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবৃত, শব্দ হীন চক্রযুক্ত, সুবর্ণময় আসন সম্পন্ন, রজ-তময় ত্রিবেণু সমলঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট তুরগ সংযোজিত রথ প্রদান করিয়াছেন। আর এই আমার বিচিত্র শরাসন, ধ্বজ, গদা, ভয়ঙ্কর সায়কনিকর, সমুজ্জ্বল অসি এবং ভীষণ নিস্বন সম্পন্ন শুভ্র শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি এই বিচিত্র পতাকা অল-ঙ্কৃত অশনি সমনিস্বন শ্বেতাশ্ব যুক্ত তূণীর পরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বল প্রকাশ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার করিব। যদি সর্ব্বক্ষয়কর মৃত্যু স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হয় তাহারে সংহার, না হয় স্বয়ংই ভীষ্মের ন্যায় যমলোকে গমন করিব। অধিক কি যদি অদ্য যম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রও স্বগণ সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তথাচ আমি তাঁহাদিগের সহিত তাহারে পরাজয় করিব।

হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামার্থ একান্ত হৃষ্ট সূতপুত্রের এইরূপ আত্মশ্লাঘা শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহার বাক্যে উপহাস ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রতিষেধ করত কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি আর আত্মশ্লাঘা করিও না। তুমি যথার্থ মহাবল পরাক্রান্ত বটে; কিন্তু এ ক্ষণে স্বীয় সামর্থ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় করিতেছ। ধনঞ্জয় পুরুষ প্রধান, আর তুমি পুরুষাধম। তাঁহার সহিত তোমার কোন রূপেই তুলনা হইতে পারে না। দেখ, দেবরাজের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি সুররাজ রক্ষিত দেবলোকের ন্যায় বাসুদেব প্রতিপালিত দ্বারকাপুরী আলো-ড়িত করিয়া কৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভ-দ্রারে হরণ এবং ত্রিভুবন বিভু ভূতভাবন ভগবান্ ভূতনাথকে মৃগবধ কলহ যুদ্ধে আহ্বান করিতে পারে? ঐ মহাবীর অগ্নির প্রতি বহু মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সুর, অসুর, উরগ, নর, গরুড়, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষস-গণকে পরাজয় করিয়া তাঁহারে অভিলষিত হবি প্রদান করিয়াছিল। হে কর্ণ! গন্ধর্ব্ব-গণ কৌরবগণ সমক্ষে কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে হরণ ও তুমি সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিলে মহাবীর অর্জ্জুন যে সূর্য্যের করজাল সদৃশ শরজাল দ্বারা গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরবর্গকে মোচন করিয়াছিল, ইহা কি এ ক্ষণে তোমার স্মৃতিপথে উদয় হয়? ঐ মহাবীর গোগ্রহ যুদ্ধে বল-বাহন সম্পন্ন দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণকে পরাজয় করিয়াছিল; তৎকালে তুমি কি তাহারে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? হে সূতপুত্র! এ ক্ষণে তোমার বধ সাধনের নিমিত্ত এই একটি যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি অদ্য শত্রুভয়ে পলায়ন না করিয়া সমরে গমন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইবে।

মদ্ররাজ শল্য একাগ্রচিত্তে কর্ণের প্রতি অর্জ্জুনের স্তুতিবাদ সহকৃত অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে কৌরব সেনাপতি সূতপুত্র সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে শল্য! তুমি কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের শ্লাঘা করিতেছ। অদ্য অর্জ্জুনের সহিত আমার

যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে ; যদি সে আমারে পরাজয় করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার এই শ্লাঘা সফল হইবে। মহাত্মা শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হউক বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থ শল্যকে অশ্ব চালন করিতে কহিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণের সেই শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথ শল্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দিবাকর যেমন অন্ধকার বিনাশ করত সমুদিত হন, তদ্রূপ শত্রু সংহার করত ধাবমান হইল।

একোন চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ পরম প্রীত হইয়া সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথে আরোহণ ও পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে গমন করত আপনার সৈন্যগণকে আহ্লাদিত করিয়া পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণকে একাদিক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! আজি তোমাদিগের মধ্যে যিনি আমারে মহাত্মা ধনঞ্জয়কে দেখাইয়া দিবেন, তিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহারে তাহাই প্রদান করিব। যদি তিনি প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহারে শকটপূর্ণ রত্ন প্রদান করিব। যদি তিনি তাহাতেও আহ্লাদিত না হন, তাহা হইলে কাংস্য নির্ম্মিত দোহন পাত্র সমবেত এক শত দুগ্ধবতী গাভী, এক শত গ্রাম এবং অশ্বতরী যুক্ত সুকেশী যুবতিগণ সমবেত শ্বেতবর্ণ রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহারে ছয় মাতঙ্গ সংযোজিত সুবর্ণ নির্ম্মিত রথ ও নিষ্ককণ্ঠ গীতবাদ্যাদিনিপুণ অজাতপুত্র এক শত কামিনী প্রদান করিব। যদি তাহাও তাঁহার সন্তোষকর না হয়, তাহা হইলে এক শত কুঞ্জর, এক শত গ্রাম, এক শত সুবর্ণরথ, গুণবৃদ্ধ সুশিক্ষিত দশ সহস্র অশ্ব এবং সুবর্ণ শৃঙ্গযুক্ত চারি শত সবৎসা ধেনু প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার প্রীতি না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহারে সুবর্ণ মণ্ডিত, মণিময় ভূষণধারী শ্বেতবর্ণ সুদন্তযুক্ত অষ্টাদশবিধ পঞ্চশত অশ্ব এবং কাম্বোজ দেশীয় অশ্বযুক্ত ও সুন্দর ভূষণ বিভূষিত কনকময় রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহারে সুবর্ণ ভূষণ বিভূষিত, পশ্চিম দেশ সম্ভূত সুশিক্ষিত ছয় শত হস্তী প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে মগধদেশ সম্ভূত এক শত নব যৌবন সম্পন্না নিষ্ককণ্ঠী দাসী ও প্রভূত ধনশালী, ভয়শূন্য, নদী ও বনের সমীপবর্ত্তী, রাজভোগ্য চতুর্দ্দশ বৈশ্য গ্রাম প্রদান করিব। যদি ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তিনি আমার পুত্র, কলত্র ও বিহার সামগ্রী সমুদায়ের মধ্যে যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহারে তাহাই অর্পণ করিব এবং পরিশেষে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের যে সমস্ত অর্থ থাকিবে, তৎ সমুদায়ই তাঁহারে প্রদান করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বারংবার এই রূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া সাগর সম্ভূত সুস্বর শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সূতপুত্রের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন আপনার সৈন্য মধ্যে সিংহনাদ মিশ্রিত বৃংহিত ধ্বনি এবং দুন্দুভি ও মৃদঙ্গের নিস্বন সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার সৈন্যগণ একান্ত আহ্লাদিত হইলে মদ্ররাজ শল্য রণচারী আত্মশ্লাঘানিরত মহারথ সূতপুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক হাস্য করত কহিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে সূতপুত্র! তোমারে ছয় হস্তিসং-

যোজিত সুবর্ণময় রথ প্রভৃতি কিছুই প্রদান করিতে হইবে না। তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত কুবেরের ন্যায় ধন দানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অদ্য অনায়াসেই ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইবে। তুমি অতি অজ্ঞানের ন্যায় প্রভূত ধন দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ কিন্তু অপাত্রে দান করিলে যে সমস্ত দোষ জন্মে, মোহ বশত তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি যে সমস্ত ধন বৃথা ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্দ্বারা বিবিধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পার। আর তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে বাসনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব। শৃগাল সংগ্রামে সিংহ দ্বয়কে নিপাতিত করিয়াছে, ইহা কদাপি আমাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির যাহা অভিলাষ করিবার নহে, তুমি তাহাই অভিলাষ করিতেছ। তোমার কি এমন কোন বন্ধু নাই যে, এ সময়ে তোমারে হুতাশনে পতনোন্মুখ দেখিয়া নিবারণ করে? তুমি কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছ না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। কোন্ জিজীবিষু ব্যক্তি অসম্বদ্ধ অশ্রোতব্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তুমি যাহা বাসনা করিতেছ, উহা কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধন পূর্ব্বক বাহু দ্বয় দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ ও গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনের ন্যায় নিতান্ত অনর্থকর। এ ক্ষণে যদি তুমি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে ব্যূহিত যোদ্ধা ও সেনাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার প্রতি দ্বেষ করিতেছি না, দুর্য্যোধনের হিত সাধনার্থই এই রূপ কহিতেছি। এ ক্ষণে যদি তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন কর।

কর্ণ কহিলেন, হে শল্য! আমি স্বীয় বাহুবল প্রভাবে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। তুমি মিত্রতা পূর্ব্বক শত্রুতাচরণ করিয়া আমারে ভীত করিতে অভিলাষী হইয়াছ। যাহা হউক, এ ক্ষণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অদ্য ইন্দ্রও আমারে এই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

অনন্তর মহাবীর মদ্রেশ্বর শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহারে পুনর্ব্বার প্রকোপিত করিবার নিমিত্ত কহিলেন, হে সূতপুত্র! যখন অর্জ্জুনের জ্যানিঃসৃত বেগবান্ নিশিতাগ্র শরজাল তোমার অনুগমন করিবে, যখন সব্যসাচী দিব্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কৌরব সেনা তাপিত করত নিশিত শরনিকরে তোমারে নিপীড়িত করিবে, সেই সময় তোমারে অনুতাপ করিতে হইবে। বালক যেমন জননীর ক্রোড়ে শয়ান হইয়া চন্দ্র গ্রহণ করিতে বাসনা করে, তদ্রূপ তুমি মোহ বশত অদ্য দেদীপ্যমান রথস্থ অর্জ্জুনকে জয় করিতে প্রার্থনা করিতেছ। হে মূঢ়! অদ্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করাতে তীক্ষ্ণধার ত্রিশূলে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষিত করা হইতেছে। ক্ষীণজীবী ক্ষুদ্র মৃগশাবক যেমন রোষাবিষ্ট বৃহৎ সিংহকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তদ্রূপ তুমি অদ্য অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতেছ। অরণ্যে মাংসতৃপ্ত শৃগাল যেমন সিংহের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বিনষ্ট হইও না। হে কর্ণ! তুমি শশক হইয়া প্রভিন্নগণ্ড বিশাল দশনশালী মহাগজ স্বরূপ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছ। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কামনা করাতে তোমার কাষ্ঠ দ্বারা বিলস্থ মহাবিষ ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ সর্পকে বিদ্ধ করা হইতেছে। শৃগাল যেমন

কেশরান্বিত ক্রুদ্ধ সিংহকে ও ভুজঙ্গ যেমন আত্মবিনাশার্থ বলবান্ পতগশ্রেষ্ঠ সুপর্ণকে আহ্বান করে, তুমি সেই রূপ ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতেছ এবং প্লববিহীন হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্দ্ধিত অসংখ্য মীন সমাকীর্ণ ভীষণ জলনিধি উত্তীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছ। বৎস যেমন সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গশালী, প্রহার-সমর্থ বৃষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে এবং ভেক যেমন বারিপ্রদ নিবিড় মহামেঘের উদ্দেশে ও আত্মগৃহস্থিত কুক্কুর যেমন অরণ্যচারী ব্যাঘ্রের উদ্দেশে ঘোরতর গর্জ্জন করে, তদ্রূপ তুমি নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের উদ্দেশে গর্জ্জন ও তাঁহারে সমরে আহ্বান করিতেছ। হে কর্ণ! অরণ্যমধ্যে শশক পরিবেষ্টিত শৃগাল যে পর্য্যন্ত সিংহ সন্দর্শন না করে,তাবৎকাল আপনারে সিংহের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে। তুমিও তদ্রূপ শত্রুসূদন নরসিংহ ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আপনারে সিংহ বলিয়া বোধ করিতেছ। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রমার ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন এক রথাধিষ্ঠিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে না দেখিতেছ, তাবৎ কাল তোমার আপনারে ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। যে পর্য্যন্ত ঘোর সংগ্রামে গাণ্ডীব নির্ঘোষ তোমার কর্ণগোচর না হইবে, তাবৎ কাল তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই কহিতে পারিবে; কিন্তু অর্জ্জুনের রথ ও শরাসনের গম্ভীর নিস্বনে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইলে তোমারে নর্দ্দমান শার্দ্দূলদর্শী শৃগালের ন্যায় বিমূঢ় হইতে হইবে। হে মূঢ়! মহাবীর ধনঞ্জয় সিংহের সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন; আর তুমি বীর জনের বিদ্বেষ করিয়া শৃগালের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। হে সূতপুত্র! মূষিক ও বিড়ালের, কুক্কুর ও ব্যাঘ্রের, শৃগাল ও সিংহের, শশক ও কুঞ্জরের,মিথ্যা ও সত্যের এবং বিষ ও অমৃতের যেরূপ প্রভেদ, তোমার এবং ধনঞ্জয়েরও তদ্রূপ বিভিন্নতা, সন্দেহ নাই।

এক চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত শল্য সূতপুত্রকে এই রূপ তিরস্কার করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার বাক্-শল্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে মদ্ররাজ! গুণগ্রাহী ভিন্ন গুণবান্ ব্যক্তির গুণাবধারণে সমর্থ হয় না। তুমি গুণ বিহীন; কি রূপে গুণাগুণ পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবে। মহাবীর অর্জ্জুনের মহাস্ত্রনিচয়, শরাসন, ক্রোধ ও বল বিক্রম এবং মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম্য আমার যে রূপ বিদিত আছে, তোমার তদ্রূপ নহে। আমি আপনার ও অর্জ্জুনের বীর্য্যের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াই গাণ্ডীবধারীরে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছি। হে শল্য! আমার নিকট এক এক তূণীরশায়ী সুন্দর পুঙ্খযুক্ত শোণিতলোলুপ স্বর্ণময় শর বর্ত্তমান আছে। আমি বহু কাল উহারে পূজা করত চন্দনচূর্ণ মধ্যে রাখিতেছি। সেই বিষযুক্ত ভীষণ শর নর, হস্তী ও অশ্ব সমূহের বিনাশ সম্পাদন ও একেবারে বর্ম্ম ও অস্থি বিদারণ করিতে সমর্থ হয়। আমি তদ্দ্বারা সুমেরু পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিতে পারি। আমি সত্য বলিতেছি, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন অন্যের প্রতি কদাচ সেই বাণ নিক্ষেপ করিব না। হে মদ্ররাজ! আমি এই শর প্রভাবে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে অবতীর্ণ হইয়া আপনার বিক্রমানুরূপ কার্য্য করিব। সমস্ত বৃষ্ণিবীর মধ্যে কৃষ্ণে লক্ষ্মী ও পাণ্ডুতনয়গণ মধ্যে অর্জ্জুনের উপর জয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ উভয়ের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না; কিন্তু আজি সেই রথস্থিত মহাপুরুষ দ্বয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি অদ্য আমার আভিজাত্য

সন্দর্শন কর। আজি আমি সেই পিতৃস্বস্রেয় ও মাতুলজ ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাশ করিয়া সূত্র-গ্রথিত মণিদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিব। হে মদ্ররাজ! অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও কপিধ্বজ এবং কৃষ্ণের চক্র ও গরুড়ধ্বজ ভীরু জনের ভয়ঙ্কর বটে; কিন্তু আমার হর্ষোৎপাদন করে। তুমি নিতান্ত মূঢ় ও মহাযুদ্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ; সুতরাং ভয়প্রযুক্ত বহুবিধ অসম্বদ্ধ প্রলাপ এবং কোন কারণ বশত তাহাদিগের স্তব করিতেছ। আমি আজি সমরে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তোমারেও বন্ধুবান্ধবের সহিত নিপাতিত করিব। রে দুর্ব্বুদ্ধে! ক্ষুদ্রাশয়! ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার! তুই সুহৃৎ হইয়াও শত্রুর ন্যায় কি নিমিত্ত আমারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন হইতে ভীত করিতেছিস্? যাহা হউক, আজি তাহারাই আমারে বিনাশ করুক, আর আমিই বা তাহাদিগকে বিনাশ করি; কিন্তু স্বীয় সামর্থ্য অবগত হইয়া কখনই তাহাদিগের নিকট ভীত হইব না। সহস্র বাসুদেব ও শত শত অর্জ্জুন সমরে আগমন করিলেও আমি একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিব। তোর কোন কথা কহিবার আবশ্যক নাই।

রে মূঢ়! স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও স্বেচ্ছাগত ব্যক্তিরা দুরাত্মা মদ্রকদিগের যে বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করে এবং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ রাজসভায় যাহা কীর্ত্তন করিতেন, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া, হয় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন, না হয় উত্তর প্রদান কর। মদ্রকেরা মিত্রদ্রোহী, নিয়ত পরবিদ্বেষী। তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য নাই। তাহারা নীচাশয়, মরাধম, দুরাত্মা, মিথ্যাবাদী ও উদ্ধতস্বভাব, তাহাদের সহিত প্রণয় করা অকর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়াছি, মদ্রকেরা জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মদ্রদেশে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, নপ্তা, অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, অভ্যাগত ও দাস দাসী সকলে একত্র মিলিত এবং কামিনীগণ স্বেচ্ছাক্রমে পুরুষদিগের সহিত সুরতে প্রবৃত্ত হইয়া মদ্য পান পূর্ব্বক শক্তু, মৎস্য ও গোমাংস প্রভৃতি ভোজন করত কখন রোদন কখন হাস্য কখন গান ও কখন কখন অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে। মদ্রকেরা বিরুদ্ধকর্ম্মা ও অহঙ্কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? মদ্রকদিগের সহিত বৈর বা সৌহার্দ্দ করা কর্ত্তব্য নহে। কেহই উহাদিগের সহিত মিলিত হয় না। উহারা মল স্বরূপ। গান্ধারকদিগের শৌচ ও মদ্রকদিগের সঙ্গতি নাই।

হে মদ্রেশ্বর! প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এই মাত্র বলিয়া বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া থাকেন "যে, রাজা যেমন যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইলে হবি নষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অধ্যয়ন করাইলে যেমন অবমানিত হন এবং ব্রাহ্মণ দ্বেষী যেমন সকলের অবজ্ঞাভাজন হয়, তদ্রূপ লোকে মদ্রকদিগের সহিত সৌহার্দ্দ করিলে পতিত হইয়া থাকে; অতএব মদ্রকদিগের সহিত প্রণয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; হে বৃশ্চিক! তোমার বিষক্ষয় হইল; আমি অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সমুদায় শান্তি করিলাম।" হে শল্য! আমি এই রূপে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অতএব তুমি ইহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর।

হে মদ্ররাজ! যে কামিনীগণ মদমত্ত হওয়াতে পরিধান বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৃত্য, যাহারা ব্যভিচার দোষ দূষিত হইয়া অভিমত পুরুষের সংসর্গ এবং যাহারা উদ্ধতস্বভাব হইয়া উষ্ট্র ও গর্দ্দভের ন্যায়

মূত্র পরিত্যাগ করে; তুমি সেই ধর্ম্মভ্রষ্ট নির্লজ্জ স্ত্রীগণের অন্যতরের তনয় হইয়া কিরূপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে অভিলাষ করিতেছ? মদ্রদেশীয় কামিনীগণের নিকট কাঞ্জিক প্রার্থনা করিলে তাহারা তাহা প্রদানে অসম্মত হইয়া নিতম্ব দ্বয়ে করাঘাত করত কহিয়া থাকে যে, কাঞ্জিক আমাদিগের অতিশয় প্রিয়, উহা কেহ যাজ্ঞা করিও না। আমরা পতি বা পুত্রকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কাঞ্জিক প্রদান করিতে পারি না। হে মদ্ররাজ! আমরা আরও শুনিয়া থাকি যে, মদ্রদেশীয় গৌরীরা নির্লজ্জ, কম্বলাবৃত, উদর পরায়ণ ও অশুচি। আমি হই অথবা অন্য ব্যক্তি যে কেহই হউক না কেন, সকলেই অতীব নিন্দনীয় কুকর্ম্মশালী মদ্রকদিগের এই রূপ দোষ কীর্ত্তন করিতে পারে। মদ্রক, সৈন্ধব ও সৌবীরগণ পাপদেশ সম্ভূত, ম্লেচ্ছ ও নিতান্ত অধর্ম্ম পরায়ণ। তাহারা কিরূপে ধর্ম্ম কীর্ত্তনে সমর্থ হইবে। যুদ্ধে নিহত ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রণ শয্যায় শয়ন করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। হে শল্য! অস্ত্রযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষত আমি দুর্য্যোধনের প্রিয় সখা; অতএব তাঁহার নিমিত্ত আমার প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পাপদেশজ ও ম্লেচ্ছ; এ ক্ষণে তুমি আমাদিগের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ ভেদের নিমিত্ত তোমারে প্রেরণ করিয়াছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে নাস্তিকেরা যেমন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার সদৃশ এক শত ব্যক্তিও আমারে সমর পরাঙ্মুখ বা ভীত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ঘর্ম্মার্ত্ত মৃগের ন্যায় বিলাপ কর বা শুষ্কহৃদয় হও, আমি অস্ত্রগুরু পরশুরামের বাক্যানুসারে রণে অপরাঙ্মুখ স্বর্গগত নরপালগণের গতি স্মরণ এবং প্রধানতম পুরূরবার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া কৌরবগণের উদ্ধার ও শত্রুগণের বিনাশে উদ্যত হইয়াছি; কখনই নিবৃত্ত হইব না। এ ক্ষণে বোধ হয়, আমারে এই অভিপ্রায় হইতে বিরত করে, এরূপ লোক ত্রিলোক মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই। অতএব তুমি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর; ভীত হইয়া কেন বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছ। হে মদ্রকাধম! আমি তোমারে বিনাশ করিয়া ক্রব্যাদগণকে উপহার প্রদান করিব না। মিত্রকার্য্য সংসাধন, দুর্য্যোধনের অনুরোধ ও তিতিক্ষা এই তিন কারণে তুমি এ যাত্রা আমার নিকট পরিত্রাণ পাইলে। কিন্তু পুনরায় এ রূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে বজ্রকল্প গদা দ্বারা তোমার মস্তক অধঃপাতিত করিব। হে কুদেশজ শল্য! অদ্য বীরগণ আমারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হস্তে বিনষ্ট অথবা তাহাদিগকে আমার হস্তে নিহত দর্শন ও শ্রবণ করিবে। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই রূপ কহিয়া নির্ভীক চিত্তে পুনরায় বারংবার মদ্ররাজকে অশ্ব সঞ্চালনে আদেশ করিতে লাগিলেন্।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধাভিলাষী কর্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করত পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি ধর্ম্মপরায়ণ এবং সমরে অপরাঙ্মুখ যাগ যজ্ঞনিরত মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এ ক্ষণে তোমারে মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; অতএব আমি বন্ধুতা নিবন্ধন তোমার চিকিৎসা করিব। হে কর্ণ! আমি যে এ ক্ষণে একটি কাকের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ

করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। হে কুলপাংশন! আমার অণুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি কিনিমিত্ত বিনাপরাধে আমারে সংহার করিতে অভিলাষ করিতেছ। আমি সারথ্যে নিযুক্ত, বিশেষত দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠান পরতন্ত্র; সুতরাং তোমারে হিত ও অহিত এই দুইটি বিষয় অবশ্যই জ্ঞাত করিব। তোমার তৎসমুদায় বুঝিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমি এই রথের সারথি হইয়াছি, সুতরাং সম বিষম ভূভাগ, রথীর বলাবল, রথ ও অশ্বদিগের শ্রম ও খেদ, মৃগধ্বনি, পক্ষীর বিরুত, ভার, অতিভার, শল্যের প্রতিকার, অস্ত্রযোগ, যুদ্ধ ও নিমিত্ত সমুদায় আমার পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এ ক্ষণে আমি যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

সমুদ্র পারে কোন ধর্ম্মপরায়ণ রাজার রাজ্যে এক প্রভূত ধনধান্য সম্পন্ন, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, স্বধর্ম্ম নিরত, পবিত্রচিত্ত, সর্ব্বভূতানুকম্পী বৈশ্য নির্ভয়ে বাস করিত। ঐ বৈশ্যের অনেক গুলি পুত্র ছিল। বৈশ্য পুত্রেরা আপনাদের উচ্ছিষ্ট মাংস, অন্ন, দধি, ক্ষীর, পায়স, মধু ও ঘৃত দ্বারা একটি কাককে ভরণ পোষণ করিত। ঐ কাক বৈশ্যপুত্রগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিল এবং আপনার সদৃশ ও আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল।

একদা গরুড়ের ন্যায় বেগগামী হৃষ্টচিত্ত কতগুলি হংস সেই সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইল। বৈশ্যকুমারগণ সেই হংস সমুদায়কে নিরীক্ষণ করিয়া কাককে কহিল, অহে কাক! তুমি সকল পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উচ্ছিষ্ট ভোজনপুষ্ট বায়স অল্পবুদ্ধি বৈশ্যকুমারগণের সেই প্রতারণা বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া মূর্খতা ও গর্ব্ব নিবন্ধন তাহাদিগের বাক্য সত্যই বলিয়া বিবেচনা করিল। তখন সে সেই হংসগণের মধ্যে কে প্রধান, ইহা জানিবার নিমিত্ত তাহাদের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে একটী হংসকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাহারে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, হে হংসবর! আইস, আমরা উভয়ে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হই। তখন সেই সমাগত হংসগণ বহুভাষী কাকের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিল, রে দুর্ম্মতি পরতন্ত্র কাক! আমরা মানস সরোবরবাসী হংস। অনায়াসে এই সমুদায় ভূমণ্ডলে সঞ্চরণ করিয়া থাকি। অন্যান্য বিহঙ্গমগণ আমাদিগকে দূরগামিত্ব নিবন্ধন প্রতিনিয়ত সৎকার করিয়া থাকে; সুতরাং তুই কাক হইয়া কোন সাহসে মহাবল হংসকে উড্ডীন হইতে আহ্বান করিতেছিস্। যাহা হউক, বল দেখি, তুই কিরূপে আমাদের সহিত উড্ডীন হইবি।

তখন জাতিসুলভ লাঘবতা নিবন্ধন আত্মশ্লাঘা পরবশ বায়স হংসের বাক্যে বারংবার অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, হে হংসগণ! আমি শত প্রকার বিচিত্র উড্ডয়ন প্রদর্শন করিতে পারি। আমি প্রত্যেক উড্ডয়নে শত যোজন করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইব এবং তোমাদিগের সমক্ষে উড্ডীন, অবডীন, প্রডীন, ডীন, নিডীন, সংডীন, তির্য্যক্‌ডীন, বিডীন, পরিডীন, পরাডীন, সুডীন, অতিডীন, মহাডীন, খডীন, ডীনডীন, সম্পাত, সমুদীর্ণ ও অন্যান্য নানা প্রকার গতাগতি এবং কাকের সমুচিত বিবিধ গতি প্রদর্শন করিব। তোমরা এ ক্ষণে আমার বল অবলোকন কর। এ ক্ষণে আমি ঐ সমুদয় গতির মধ্যে কোন্ প্রকার গতি অবলম্বন পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইব, তোমরা তাহা

আদেশ কর। আমি যে গতি দ্বারা উড্ডীন হইব, তোমাদিগকেও সেই গতি অবলম্বন করিয়া আমার সহিত এই আশ্রয়হীন নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইতে হইবে ; অতএব উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া বল, আমি কোন্ প্রকার গতি অবলম্বন পূর্ব্বক উড্ডীন হইব।

তখন সেই হংসদিগের মধ্যে একটী হংস কাকের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, হে কাক! তুমি শত প্রকার গতাগতি অবগত আছ ; কিন্তু আমরা সমুদায় পক্ষিজাতির বিদিত একমাত্র গতি ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাত নহি। আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া তোমার সহিত গমন করিব ; এ ক্ষণে তুমি স্বীয় অভিলাষানুরূপ গতি অবলম্বন পূর্ব্বক গমন কর।

হে কর্ণ! ঐ সময় ঐ স্থানে আরও কএকটি কাকের সমাগম হইয়াছিল। তাহারা হংসের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, এই হংস এক প্রকার গতি দ্বারা কিরূপে শত প্রকার গতি পরাজয় করিবে।

অনন্তর কাক ও হংস পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইল এবং স্ব স্ব কার্য্যের শ্লাঘা করিয়া পরস্পরকে বিস্মিত করত গমন করিতে লাগিল। তখন বায়সেরা সেই কাকের বিবিধ বিচিত্র উড্ডয়ন নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্ট মনে মুক্তকণ্ঠে কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। হংসেরাও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কাকদিগকে উপহাস করত কখন বৃক্ষাগ্র কখন বা ভূতল হইতে উৎপতিত ও নিপতিত হইতে লাগিল এবং অনবরত কোলাহল করিয়া আপনাদিগের জয় ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় হংস একমাত্র মৃদু গতি অবলম্বন পূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইবার উপক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকাল কাক অপেক্ষা হীনগতি লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন বায়সগণ হংসদিগকে অবজ্ঞা করিয়া কহিল, হে হংসগণ! তোমাদের মধ্যে যে হংসটি অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়াছে, ঐ দেখ, এ ক্ষণে তাহারে হীনগতি লক্ষিত হইতেছে। তখন সেই অন্তরীক্ষস্থিত হংস বায়সগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরের উপরিভাগে পশ্চিম দিকে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর কাক একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সেই অগাধ সমুদ্র মধ্যে দ্বীপ ও বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ না করিয়া ভীত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইল এবং কোথায় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিবে, বারংবার ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। হে কর্ণ! মহাসাগর জলজন্তুগণের আকর ও দুঃসহ বেগসম্পন্ন ; উহা অসংখ্য মহাসত্ত্বে সমুদ্ভাসিত হইয়া আকাশকেও পরাভূত করিয়াছে। গাম্ভীর্য্যে কেহই উহারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার জলরাশি আকাশের ন্যায় সুদূর বিস্তৃত। সুতরাং সামান্য কাক কি রূপে সেই বহু বিস্তীর্ণ অর্ণব পার হইতে সমর্থ হইবে। অনন্তর হংস বহু দূর অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকাল সেই কাককে নিরীক্ষণ করত তাহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার আগমনকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন কাক অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া হংস সন্নিধানে আগমন করিল। হংস কাককে হীনগতি ও নিমজ্জনোন্মুখ দেখিয়া সৎ পুরুষোচিত ব্রত স্মরণ পূর্ব্বক তাহারে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কহিল, হে কাক! তুমি শত প্রকার উড্ডয়নের বিষয় বারংবার উল্লেখ করিয়া গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছ। তুমি এ ক্ষণে যেরূপ গতি অবলম্বন পূর্ব্বক উড্ডীন হইতেছ, ইহার নাম কি? তুমি চঞ্চুপুট ও দুই পক্ষ দ্বারা বারংবার সলিল স্পর্শ করিতেছ ; অতএব বল, এ ক্ষণে কোন্ গতি

আশ্রয় করিয়াছ? হে কাক! আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।

হে কর্ণ! তখন সেই দুষ্টস্বভাব বায়স সাগরের পার নিরীক্ষণ না করিয়া একান্ত শ্রান্ত, বায়ুবেগ প্রমথিত ও নিমজ্জনোন্মুখ হইয়া আর্ত্ত স্বরে হংসকে কহিল, হে হংস! আমরা কাক; কাকা শব্দ করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করি। এ ক্ষণে আমি জীবন সমর্পণ পূর্ব্বক তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমারে সমুদ্র পারে লইয়া যাও। বায়স এই বলিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত কাতর হইয়া দুই পক্ষ ও চঞ্চুপুট দ্বারা সাগর সলিল স্পর্শ করত নীর মধ্যে নিপতিত হইল। তখন হংস বায়সকে সাগরসলিলে নিপতিত, দীনমনা ও ম্রিয়মান দেখিয়া কহিল, হে কাক! তুমি আত্মশ্লাঘা করিয়া কহিয়াছিলে যে, আমি শত প্রকার উড্ডয়ন প্রদর্শন করিব; এক্ষণে সেই বাক্যটি স্মরণ কর। তুমি শত প্রকার উড্ডয়নাভিজ্ঞ ও আমা অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতা সম্পন্ন; তবে এ ক্ষণে এই রূপ পরিশ্রান্ত হইয়া কি নিমিত্ত সাগরে নিপতিত হইলে?

তখন কাক একান্ত অবসন্ন হইয়া উপরিভাগে হংসকে অবলোকন পূর্ব্বক প্রসন্ন করত কহিল, হে হংস! আমি উচ্ছিষ্ট ভোজনে দর্পিত হইয়া আপনারে সুপর্ণের ন্যায় জ্ঞান এবং অন্যান্য কাক ও অপরাপর পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। এ ক্ষণে প্রাণ রক্ষার্থ তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমারে দ্বীপে লইয়া চল। যদি আমি জীবিতাবস্থায় স্বদেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কাহারেও অপমানিত করিব না। তুমি আমারে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। তখন বেগবান্ হংস মহার্ণবে নিপতিত বিচেতন বায়সের কাতরোক্তি শ্রবণে করুণার্দ্র হইয়া পদ দ্বারা তাহারে বেগে উৎক্ষেপণ ও আপনার পৃষ্ঠে সংস্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বে যে দ্বীপ হইতে স্পর্দ্ধা সহকারে উড্ডীন হইয়াছিল, তথায় পুনরায় উত্তীর্ণ হইল এবং কাককে আশ্বাসিত করিয়া স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল।

হে কর্ণ! এই রূপে সেই উচ্ছিষ্টান্ন পরিপোষিত বায়স হংস কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিল। তুমিও সেই উচ্ছিষ্টভোজী কাকের ন্যায় নিঃসন্দেহ দুর্য্যোধনাদির উচ্ছিষ্টান্নে প্রতিপালিত হইয়া কি প্রধান কি তুল্য সকলকেই অবজ্ঞা করিতেছ। হে সূতপুত্র! বিরাট নগরে সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, সিংহ যেমন অনায়াসে শৃগালদিগকে পরাজয় করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন তোমাদিগকে পরাজয় করিয়াছিল। সে সময় তুমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও কি নিমিত্ত তাহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই; তৎকালে তোমার বল বিক্রম কোথায় ছিল। সব্যসাচী তোমার ভ্রাতারে নিহত করিলে তুমি সমস্ত কৌরবগণের সমক্ষে সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। দ্বৈতবনে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগকে আক্রমণ করিলে তুমিই সমস্ত কৌরবগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে পলায়ন কর। সেই সময় অর্জ্জুন সংগ্রামে চিত্রসেনপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া ভার্য্যা সমবেত দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়াছিল। পরশুরাম রাজ সভায় অর্জ্জুন ও বাসুদেবের পূর্ব্ব প্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভীষ্মদেব এবং দ্রোণাচার্য্যও সর্ব্বদাই ভূপতিগণ সমক্ষে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। হে সূতপুত্র! ব্রাহ্মণ যেমন সকল প্রাণী

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় তোমা অপেক্ষা প্রধান। এ ক্ষণে তুমি অবিলম্বে সেই একরথারূঢ় বসুদেবাত্মজ কৃষ্ণ ও কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইবে। অতএব সেই বায়স যেমন বুদ্ধি পূর্ব্বক হংসকে আশ্রয় করিয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও সেই বীরদ্বয়কে আশ্রয় করিও। হে কর্ণ! যখন তুমি মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে এক রথে অবলোকন করিবে, তখন আর এরূপ কথা কহিবে না। যখন পার্থ শত শত বার তোমার দর্প চূর্ণ করিবেন, তখন তুমি তাঁহার ও তোমার যে কি বৈলক্ষণ্য, তাহা অবগত হইবে; তুমি অজ্ঞতা প্রযুক্তই দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নরোত্তম বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অশ্রদ্ধা করিতেছ। হে মূঢ়! এ ক্ষণে তুমি আপনারে খদ্যোত স্বরূপ এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সূর্য্য ও চন্দ্র স্বরূপ বিবেচনা করিয়া নিরস্ত হও। আর তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা বা আত্মশ্লাঘা করিও না।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সম্যক্ অবগত হইয়াছি। আমি বাসুদেবের রথ চালন ও অর্জ্জুনের অস্ত্রবল যেরূপ জ্ঞাত আছি, তুমি তদ্রূপ নও; অতএব আমি নির্ভীক চিত্তে সেই অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাত্মা বীরদ্বয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু দ্বিজোত্তম পরশুরামের শাপের নিমিত্ত আমার অতিশয় সন্তাপ হইতেছে। পূর্ব্বে আমি দিব্যাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে পরশুরামের সমীপে অবস্থান করিয়াছিলাম। একদা গুরু আমার উরুদেশে মস্তক অর্পণ করিয়া নিদ্রিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিতাভিলাষে আমার বিঘ্ন বিধানার্থ কীটরূপ ধারণ করিয়া আমার উরুদেশ বিদীর্ণ করিলেন। উরুদেশ বিদারিত হইলে তাহা হইতে অতিমাত্র শোণিত বিনির্গত হইতে লাগিল; তথাপি আমি গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে স্থির হইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে মহাত্মা জমদগ্নিতনয় বিনিদ্র হইয়া সেই শোণিত দর্শনে আমার দৃঢ়তর ধৈর্য্যগুণ পর্য্যালোচনা করত কহিলেন, বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ নহ; অতএব যথার্থরূপে আত্মপরিচয় প্রদান কর। তখন আমি সূতপুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। মহাতপা ভার্গব আমার বাক্য শ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া আমারে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, হে দুষ্টাত্মন! তুমি শঠতাচরণ পূর্ব্বক আমার নিকট হইতে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহা আর স্মৃতিপথারূঢ় হইবে না। রে মূঢ়! অব্রাহ্মণ কি কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে? হে মদ্ররাজ! আজি এই ভীষণ তুমুল সংগ্রামে আমি সেই অস্ত্র বিস্মৃত হইলে ভরতকুলতিলক ভীমপরাক্রম অর্জ্জুন সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে সন্তপ্ত করিবে; এই নিমিত্তই আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, আমার সর্পময় শর আছে, তদ্দ্বারা আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া অসহ্যপরাক্রম, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ক্রূরকর্ম্মা মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব। মহাসমুদ্র অসংখ্য জনগণকে জলনিমগ্ন করিবার মানসে ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইলে তীরভূমি যেমন তাহারে নিবারণ করে, তদ্রূপ মহাস্ত্রবল সম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন মর্ম্মভেদী অরাতি ঘাতন শরনিকরে নরপালগণকে উন্মলিত করিতে উদ্যত হইলে আমি বাণপাতে তাহারে নিবারণ করিব। হে শল্য! যে মহাবীর অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর এবং যে সমরাঙ্গনে সুরাসুরগণকেও পরাজিত

করিতে সমর্থ, আজি সেই বীরের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন কর। প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড সদৃশ মহাবীর অর্জ্জুন অলৌকিক মহাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে আমি মেঘের ন্যায় শরজালে তাহারে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় উত্তমাস্ত্রে তাহার অস্ত্র সকল ছেদন পূর্ব্বক তাহারে ভূতলে নিপাতিত করিব। জলধর যেমন বারি বর্ষণে সর্ব্বলোক দহনোন্মুখ প্রজ্বলিত হুতাশনকে প্রশমিত করে, তদ্রূপ আজি শরনিকর নিপাতে তাহারে প্রশমিত করিব। সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র আশীবিষ সদৃশ ক্রোধপ্রদীপ্ত কুন্তীনন্দন আজি আমার নিশিত ভল্ল প্রহারে সমরে নিরস্ত হইবে। হিমাচল যেমন অনায়াসে অত্যুগ্র বায়ুবেগ সহ্য করে, তদ্রূপ আমি রথমার্গবিশারদ সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সহ্য করিব। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিল, যাহার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই নাই, অদ্য আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। যে বীরপুরুষ খাণ্ডব দাহ কালে দেবগণের সহিত অসংখ্য জীব জন্তু পরাজিত করিয়াছেন, আমি ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি জীবিত নিরপেক্ষ না হইয়া সেই সব্যসাচীর সহিত সংগ্রামে সমুদ্যত হইতে সমর্থ হয়। হে শল্য! আজি আমি নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই অভিমান সম্পন্ন শিক্ষিতাস্ত্র দিব্যাস্ত্রবেত্তা ক্ষিপ্রহস্ত মহাবীর ধনঞ্জয়ের শিরশ্ছেদন করিব। অন্য কোন মনুষ্যই অসহায় হইয়া যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না; আমার মৃত্যুই হউক, বা জয় লাভই হউক, অদ্য সেই ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। হে মূর্খ! তুমি কি নিমিত্ত আমার নিকট অর্জ্জুনের পৌরুষ প্রকাশ করিতেছ; আমি স্বয়ংই হৃষ্ট মনে ভূপালগণ সমক্ষে তাহার পুরুষকার কীর্ত্তন করিব। তুমি অপ্রিয়কারী, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রাশয় ও একান্ত অসহিষ্ণু; আমি তোমার সদৃশ শত ব্যক্তিকে বিনাশ করিতে পারি; কিন্তু এ ক্ষণে অসময় বলিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। তুমি নিতান্ত মূর্খের ন্যায় আমার অবমাননা করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। দেখ, আমার সহিত সরল ব্যবহার করাই তোমার কর্ত্তব্য; কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া আমার প্রতি কুটিলতা প্রদর্শন করিতেছ, সুতরাং তুমি অতি মিত্রদ্রোহী ও পাষণ্ড। হে মূঢ়! এ ক্ষণে রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিয়াছেন, ইহা অতি ভয়ঙ্কর কাল। আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য সংসাধনার্থ যত্ন করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহাদের সহিত কিছুমাত্র মিত্রতা নাই, তাহাদেরই হিতানুষ্ঠানের অভিলাষ করিতেছ। হে শল্য! যিনি স্নেহ প্রদর্শন, হর্ষ বর্দ্ধন, প্রীতি সম্পাদন, রক্ষা বিধান ও হিতাভিলাষ করেন, তিনিই মিত্র। আমার এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা রাজা দুর্য্যোধনেরও অবিদিত নাই। আর যে ব্যক্তি বিনাশ সাধন, হিংসা, শাসন, হীনতা ও অবসাদ সম্পাদন এবং বল প্রকাশ করে, সেই শত্রু। তোমাতে এই উক্ত দোষ সমুদায়ের প্রায় সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি তৎ সমুদায় আমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছ। যাহা হউক, হে শল্য! অদ্য আমি রাজা দুর্য্যোধনের হিত সাধন, তোমার প্রীতি সম্পাদন এবং আপনার জয় লাভ, যশোলাভ ও ধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুন ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। তুমি এ ক্ষণে আমার অদ্ভুত কার্য্য, ব্রাহ্ম অস্ত্র, ঐন্দ্র, বারুণ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র ও মানুষ অস্ত্র সমুদায় নিরীক্ষণ কর। যদি অদ্য আমার রথচক্র বিষম প্রদেশে নিপতিত না হয়, তাহা হইলে আমি মত্ত

মাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করে, তদ্রূপ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভার্থ তাহার প্রতি দুর্নিবার ব্রাহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। ঐ অস্ত্র হইতে কেহই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আমি দণ্ডধারী যম, পাশহস্ত বরুণ, গদাধারী ধনপতি ও সবজ্র বাসব প্রভৃতি কোন আততায়ী শত্রু হইতেই ভীত হই না; এই নিমিত্ত জনার্দ্দন ও ধনঞ্জয় হইতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইতেছে না। অতএব অদ্য আমি অবশ্যই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে মদ্ররাজ! একদা আমি অস্ত্রাভ্যাসের নিমিত্ত প্রমত্তের ন্যায় অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অটবীতে পর্য্যটন করত অজ্ঞানতা নিবন্ধন কোন এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু সম্ভূত বৎসকে সংহার করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে আমারে কহিলেন, তুমি প্রমত্ত হইয়া আমার এই হোমধেনুর বৎসকে বিনাশ করিয়াছ; অতএব তুমি যুদ্ধ করিতে যে সময় একান্ত ভীত হইবে, তৎকালে তোমার রথচক্র বিল মধ্যে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। হে শল্য! আমি কেবল সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপ ভয়ে ভীত হইতেছি। তিনি এই রূপে অভিশাপ প্রদান করিলে এই সমস্ত সুখ দুঃখের ঈশ্বর সোমবংশীয় ভূপালেরা তাঁহারে সহস্র ধেনু ও ছয় শত বলীবর্দ্দ প্রদান করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। পরে আমিও সাত শত দীর্ঘদন্ত হস্তী ও অসংখ্য দাস দাসী প্রদান করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎপরে আমি তাঁহারে শ্বেতবর্ণ বৎস সম্পন্ন কৃষ্ণকায় চতুর্দ্দশ সহস্র ধেনু প্রদান করিলাম; ব্রাহ্মণ তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। পরে আমি তাঁহারে সৎকার করিয়া সর্ব্বোপকরণ সম্পন্ন গৃহ ও সমস্ত ধন প্রদান করিলাম, কিন্তু তিনি তাহাও প্রতিগ্রহ করিলেন না। অনন্তর তিনি আমারে প্রযত্ন সহকারে অপরাধ মার্জ্জনা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে সূত! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবে না। মিথ্যা বাক্য কথিত হইলে প্রজা বিনষ্ট এবং তদ্দ্বারা আমারেও পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব আমি ধর্ম্ম রক্ষার্থ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিব না। হে সূত! তুমি আমার সত্যের প্রতি হিংসা করিও না, মৎপ্রদত্ত শাপ তোমার গোবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইবে। কেহই আমার বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি মদ্দত্ত অভিশাপের ফল ভোগ কর। হে শল্য! আমি তোমা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও বন্ধুতা নিবন্ধন তোমারে এই কথা কহিলাম। এ ক্ষণে তুমি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক আরও যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অরাতি ঘাতন কর্ণ মদ্ররাজকে এই রূপে নিবারণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে শল্য! তুমি নিদর্শন প্রদর্শনের নিমিত্ত আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, আমি তাহাতে কখনই সমরে ভীত হইব না। বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের কথা দূরে থাকুক, যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও আমার সহিত যুদ্ধ করেন, তথাপি আমার মনে ভয় সঞ্চার হয় না। তুমি বাক্য দ্বারা আমারে কদাচ শঙ্কিত করিতে পারিবে না। তুমি আমার প্রতি বারংবার কটূক্তি করিতেছ, কিন্তু নীচেরাই পরুষ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বল প্রকাশ করিয়া থাকে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আমার গুণ বর্ণনে অশক্ত হইয়া

কেবল বিবিধ কুবাক্য প্রয়োগ করিতেছ; কিন্তু স্পষ্ট জানিও যে, কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, আপনার বিক্রম প্রকাশ ও যশোলাভের নিমিত্তই সমুদ্ভূত হইয়াছেন। হে শল্য! এক্ষণে তুমি কেবল আমার সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ্দ ও মিত্রের ইষ্ট সাধন এই তিন কারণ বশত জীবিত রহিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধনের গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি সেই কার্য্যভার আমার উপর নিহিত করিয়াছেন; আর আমিও পূর্ব্বে তোমার কটূক্তি ক্ষমা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; বিশেষত মিত্রদ্রোহ নিতান্ত পাপজনক; এই সমস্ত কারণ বশতই তুমি এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছ। হে মদ্ররাজ! আমি সহস্র শল্য সদৃশ; অতএব আমি সহায় না থাকিলেও অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারি।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

শল্য কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি অরাতিগণকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কহিলে, উহা প্রলাপমাত্র। তোমার ন্যায় সহস্র কর্ণও তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে।

মদ্ররাজ সূতপুত্রের প্রতি এই রূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে কর্ণ যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দ্বিগুণতর নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করত কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ব্রাহ্মণ মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ ধৃতরাষ্ট্র মন্দিরে বিবিধ বিচিত্র দেশ ও পূর্ব্বতন ভূপতিগণের বৃত্তান্ত কহিতেন। তথায় একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহীক ও মদ্রদেশোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করত কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং যাহারা সিন্ধুনদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে দূর প্রদেশে অবস্থিত, সেই সমস্ত ধর্ম্মবর্জ্জিত অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গোবর্দ্ধন বট ও সুভদ্র নামে চত্বর বাল্যাবধি আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। আমি নিতান্ত নিগূঢ় কার্য্যানুরোধ বশত বাহীকগণের সহিত বাস করিয়াছিলাম। তন্নিবন্ধন তাহাদের ব্যবহার বিদিত হইয়াছি। শাকল নামে নগর, আপগা নামে নদী ও জর্ত্তিকাভিধেয় বাহীকগণের ব্যবহার যাহার পর নাই নিন্দনীয়। তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিরা গৌড়ীসুরা পান এবং লশুনের সহিত ভৃষ্ট যব, অপূপ ও গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মাল্যচন্দন রহিত হইয়া নগরের গৃহ প্রাচীর সমীপে নৃত্য এবং গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চীৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা স্বপরপুরুষ বিবেক বিহীন হইয়া স্বেচ্ছা ক্রমে বিহার করত উচ্চৈঃস্বরে পুরুষগণের প্রতি আহ্লাদজনক বাক্য প্রয়োগ করে। একদা এক জন বাহীক কুরুজাঙ্গলে অবস্থান পূর্ব্বক অপ্রফুল্ল মনে কহিয়াছিল, আহা! সেই সূক্ষ্মকম্বল বাসিনী গৌরী আমারে স্মরণ করিয়া শয়ন করিতেছে। হায়! আমি কত দিনে রম্য শতদ্রু ও ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে গমন পূর্ব্বক সেই কম্বলাজিন সংবীত স্থূল ললাটাস্থি সম্পন্ন গৌরীগণের মনঃশিলার ন্যায় উজ্জ্বল অপাঙ্গদেশ, ললাট, কপোল ও চিকুরে অঞ্জনচিহ্ন এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরের শব্দতুল্য মৃদঙ্গ, আনক, শঙ্খ ও মর্দ্দলের নিস্বন সহকারে কেলিপ্রসঙ্গ অবলোকন করিব। হায়! কত দিনে শমী, পীলু ও করীরের অরণ্যে চক্রসমবেত অপূপ ও শক্তুপিণ্ড ভোজন করত সুখী হইব এবং মহাবেগে গমন

পূর্ব্বক পথি মধ্যে পথিকদিগের বস্ত্রাপহরণ করিয়া বারংবার তাহাদিগকে তাড়ন করিব। হে মহারাজ! দুরাত্মা বাহীকদিগের এই রূপ দুশ্চরিত্র। তাহাদের দেশে কোন সহৃদয় ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে।

হে শল্য! তুমি যে বাহীকগণের পুণ্যপাপের ষষ্ঠাংশ ভোগ করিয়া থাক, সেই ব্রাহ্মণ তাহাদিগের এই রূপ ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার যাহা কহিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। বাহীক দেশে শাকল নামে এক নগর আছে। তথায় এক রাক্ষসী প্রতি কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রজনীতে দুন্দুভিধ্বনি করত এই রূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে যে, আহা! আমি কত দিনে পুনরায় এই শাকল নগরে সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গৌড়ী সুরা পান এবং গোমাংস ও পলাণ্ডুযুক্ত মেষমাংস ভোজন করিয়া বাহেয়িক সঙ্গীত করিব। যাহারা বরাহ, কুক্কুট, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মেষের মাংস ভোজন না করে, তাহাদের জন্ম নিরর্থক। হে শল্য! শাকল দেশের আবাল বৃদ্ধ সকলেই সুরা পানে মত্ত হইয়া এই রূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?

হে মদ্ররাজ! আর এক ব্রাহ্মণ কুরুসভায় যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। হিমাচলের বহির্ভাগে, যে স্থানে পীলু বন বিদ্যমান আছে এবং সিন্ধু ও তাহার শাখা শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই অরট্টদেশ নিতান্ত ধর্ম্মহীন; তথায় গমন করা অবিধেয়। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃলোক ধর্ম্মভ্রষ্ট সংস্কারহীন অরট্টদেশীয় বাহীকদিগের পূজা গ্রহণ করেন না। সেই ঘৃণাশূন্য মূর্খেরা শক্তু ও মদ্যকলিপ্ত কুক্কুরাবলীঢ় কাষ্ঠময় ও মৃণ্ময় পাত্রে উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও মেষের দুগ্ধ ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই দুরাচারগণ কোন প্রকার অন্ন ভক্ষণে বা ক্ষীর পানে পরাঙ্মুখ নহে। তাহাদের কাহারই পিতার নির্ণয় নাই। পণ্ডিতগণ কদাচ তাহাদের সংসর্গ করেন না।

হে শল্য! কুরুসভায় বিপ্র আরও যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। যে ব্যক্তি যুগন্ধরে উষ্ট্রাদির দুগ্ধ পান, অচ্যুত স্থলে বাস ও ভূতিলয়ে স্নান করে, তাহার কিরূপে স্বর্গ লাভ হইবে? পঞ্চ নদী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া যে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানের নাম আরট্ট; সাধু লোক তথায় কদাচ দুই দিন অবস্থান করিবেন না। বিপাশা নদীতে বাহ ও বহীক নামে দুইটি পিশাচ আছে। বাহীকেরা তাহাদেরই অপত্য। উহারা প্রজাপতির সৃষ্ট নহে; সুতরাং হীনযোনি হইয়া কিরূপে শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবে। ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত কারস্কর, মাহিষক, কালিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক ও বীরকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে মদ্ররাজ! সেই ব্রাহ্মণ তীর্থগমনানুরোধে সেই আরট্ট দেশে এক রাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ রজনীতে এক উলূখলমেখলা রাক্ষসী তাঁহারে এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিল। সেই আরট্টদেশ বাহীকগণের বাসস্থান, তথায় যে সকল হতভাগ্য ব্রাহ্মণ বাস করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুই নাই। দেবগণ সেই ব্রতবিহীন দুরাচারদিগের অন্ন ভোজন করেন না। আরট্টদেশের ন্যায় প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, খস, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর দেশে এই রূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত আছে।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে শল্য! আমি পুনরায় তোমারে এক উপাখ্যান কহিতেছি, তুমি একাগ্র-

চিত্তে তাহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর। কিছু দিন হইল, এক ব্রাহ্মণ আমাদের ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তথায় সদাচার দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি বহু কাল একাকী হিমালয় শৃঙ্গে বাস ও নানা ধর্ম্ম সঙ্কুল বহুতর দেশ দর্শন করিয়াছি; কিন্তু কুত্রাপি সমুদায় প্রজারে ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখি নাই। সকলেই বেদোক্ত ধর্ম্মকে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। পরিশেষে আমি নানা জনপদ ভ্রমণ করত বাহীক দেশে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তত্রস্থ লোক সকল অগ্রে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বাহীক ও নাপিত হয়। অনন্তর পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া তৎপরে দাস হয়। গান্ধার, মদ্রক ও বাহীকেরা সকলেই কামচারী, লঘুচেতা ও সংকীর্ণ। আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বাহীকদেশে এই রূপ ধর্ম্মসঙ্করকারক আচার বিপর্য্যয় শ্রবণ করিলাম।

হে মদ্রাধিপ! আমি আর এক জনের নিকট বাহীকদিগের যে কুৎসিত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আরট্ট দেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা সীমন্তিনীরে অপহরণ পূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে তিনি এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে নরাধমগণ! তোমরা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে; অতএব তোমাদিগের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। হে শল্য! এই নিমিত্তই আরট্টদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশপৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ এবং চেদিদেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, বাহীক, মদ্রক ও কুটিলহৃদয় পাঞ্চনদ ভিন্ন আর সকল দেশের অসাধু ব্যক্তিদিগেরও ধর্ম্ম বিষয় বিদিত আছে।

হে মদ্ররাজ! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। তুমি সেই সকল লোকদিগের রক্ষাকর্ত্তা এবং তাহাদিগের পুণ্যপাপের ষড়্ভাগ হর্ত্তা অথবা রাজা প্রজা রক্ষা করিলেই তাহাদিগের পুণ্যভাগী হন, তোমার ত তাহাদিগের রক্ষার্থ যত্ন নাই; অতএব তুমি তাহাদের পুণ্য ভাগের অধিকারী নহ, কেবল তাহাদিগের দুষ্কৃতেরই অংশ সংগ্রহ করিয়া থাক। পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য সমুদায় দেশে সনাতন ধর্ম্ম পূজিত ও সকল বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থিত অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু পঞ্চনদ দেশীয় ধর্ম্ম নিতান্ত কুৎসিত দেখিয়া ধিক্কার প্রদান করেন। হে শল্য! ব্রহ্মা যখন বাহীকদিগকে সত্যযুগেও কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাদের ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়াছেন, তখন তোমার জনসমাজে বাক্য ব্যয় করা নিতান্ত অনুচিত।

হে মদ্ররাজ! আমি পুনরায় তোমারে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কল্মাষপাদ নিশাচর "ক্ষত্রিয়গণের ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণদিগের অব্রত মলস্বরূপ; বাহীকগণ পৃথিবীর মলস্বরূপ ও মদ্রদেশীয় কামিনীগণ অন্যান্য স্ত্রীদিগের মলস্বরূপ" এই কথা বলিতে বলিতে সরোবরে নিমগ্ন হইতেছিল। ইত্যবসরে এক ভূপতি তাহারে সেই সরোবর হইতে উদ্ধার করিয়া রাক্ষস বিদ্রাবক মন্ত্র জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, হে মহারাজ! কোন ব্যক্তি রাক্ষস কর্ত্তৃক উপক্রান্ত হইলে

এই মন্ত্র বলিয়া তাহার চিৎকিসা করিতে হয় যে "ম্লেচ্ছগণ মনুষ্যদিগের, তৈলিকগণ ম্লেচ্ছদিগের, ষণ্ডগণ তৈলিকদিগের ও ঋত্বিক্ ভূপতিগণ ষণ্ডদিগের মলস্বরূপ। এ ক্ষণে তুমি যদি আমারে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে ঋত্বিক্ ভূপতি ও মদ্রকদিগের ন্যায় পাপভাজন হইবে।" পাঞ্চালেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম, কৌরবেরা সত্যধর্ম্ম এবং মৎস্য ও শূরসেনদেশবাসীরা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদেশীয়েরা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী; দাক্ষিণাত্যগণ ধর্ম্মদ্রোহী, বাহীকেরা তস্কর এবং সৌরাষ্ট্রীয়েরা সঙ্কর। কৃতঘ্নতা, পরবিত্তাপহরণ, মদ্যপান, গুরুপত্নী গমন, বাক্পারুষ্য, গোবধ, পারদারিকতা ও পরবস্তু উপভোগ যাহাদিগের ধর্ম্ম, সেই আরট্টদিগের আর কি অধর্ম্ম হইতে পারে? অতএব পঞ্চনদ দেশকে ধিক্। হে মদ্ররাজ! পাঞ্চাল, কুরু, নৈমিষ ও মৎস্যদেশীয়েরা ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন, আর উত্তর দিক্ স্থিত অঙ্গ ও মগধদেশীয় বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত না হইয়াও শিষ্ট জনের আচারের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

দেখ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয় করিয়াছেন। পিতৃগণ পুণ্যকর্ম্মা যমরাজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতেছেন। বরুণ পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া সুরগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ভগবান্ কুবের ও ঈশান ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তর দিক্ রক্ষা করিতেছেন। হিমাচল পিশাচ ও রাক্ষসগণকে ও গন্ধমাদন পর্ব্বত গুহ্যকগণকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বাহীকদিগের প্রতি কোন বিশেষ দেবতার অনুগ্রহ নাই। সর্ব্বভূতরক্ষক বিষ্ণুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন; আরে দেখ, মাগধগণ ঈঙ্গিতজ্ঞ ও কোশল দেশবাসীরা প্রেক্ষিতজ্ঞ। কৌরব ও পাঞ্চালগণ বাক্য অর্দ্ধ উচ্চরিত না হইলে ও শাল্বেরা সমগ্র বাক্য অভিহিত না হইলে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। পার্ব্বতীয়গণ শিবিদিগের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বোধ। ম্লেচ্ছ ও যবনেরা সর্ব্বজ্ঞ ও মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও মনঃকল্পিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং অন্যান্য জাতিরা হিত বাক্য উপদিষ্ট হইলে উহা স্বয়ং অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বাহীকগণ তাড়িত হইলে হিত বাক্য বুঝিতে পারে; কিন্তু মদ্রদেশীয়েরা কোন ক্রমেই হিতাবধারণে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি সেই মদ্রদেশীয়, অতএব আর আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করিও না। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় দেশ আছে, মদ্রদেশ সেই সকলের মলস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। দেখ, মদ্যপান, গুরুতল্পগমন, ভ্রূণহত্যা ও পরবিত্তাপহরণ যাহাদের পরম ধর্ম্ম, তাহাদের ত কোন কার্য্যই অধর্ম্ম্য নহে; অতএব আরট্টজ ও পাঞ্চনদদিগকে ধিক্। হে শল্য! আমি যাহা কহিলাম, তুমি ইহা অবগত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। আমার প্রতিকূলাচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। দেখিও যেন পূর্ব্বে তোমারে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ কেশব ও অর্জ্জুনকে সংহার করিতে না হয়।

অনন্তর মহাবীর শল্য কর্ণের সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র! আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুত্র কলত্রদিগকে বিক্রয় করা অঙ্গদেশে সবিশেষ প্রচলিত আছে; তুমি সেই অঙ্গদেশের অধিপতি। মহাবীর ভীষ্ম রথাতিরথ সংখ্যাকালে তোমার যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমি এ ক্ষণে তৎসমুদায় অবগত হইয়া ক্রোধ সম্বরণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং পতিপরায়ণা রমণীগণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। সর্ব্ব

স্থলেই পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে পরিহাস করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরাও সর্ব্বত্র অবস্থান করে। হে কর্ণ! সকলেই পরদোষ কীর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু আত্মদোষে কাহারই দৃষ্টি নাই। লোকে আপনার দোষ জানিতে পারিয়াও বিস্মৃত হয়। স্বধর্ম্মপরায়ণ ভূপালগণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া দুষ্ট দল দমন করিতেছেন; ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদেশেই বাস করিয়া থাকেন। এক দেশের সকল লোকেই যে অধর্ম্মাচরণ করে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অনেক স্থানে অনেকে স্ব স্ব চরিত্র দ্বারা দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজ ও সূতপুত্রকে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিত্রভাবে কর্ণকে ও কৃতাঞ্জলিপুটে শল্যকে নিবারণ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আর প্রত্যুত্তর করিলেন না এবং শল্যও শক্র সংহারে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ হাস্য করিয়া পুনরায় শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! এ ক্ষণে তুমি রথ সঞ্চালন কর।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সমরনিপুণ শক্রসূদন মহাতেজা কর্ণ পাণ্ডবগণের ধৃষ্টদ্যুম্নাভিরক্ষিত অরাতিপরাক্রম সহনক্ষম অপ্রতিম ব্যূহ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধ কম্পিত কলেবরে আপনার সৈন্যগণকে যথাবিধি ব্যূহিত করিয়া রথনির্ঘোষ, সিংহনাদ ও বাদিত্রের নিস্বনে মেদিনী কম্পিত করত অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার বাম ভাগে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর সূতপুত্র কিরূপে সেই ভীমসেন সংরক্ষিত দেবগণেরও অপরাজেয় ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণের বিপক্ষে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিল। কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের ব্যূহের পক্ষ ও কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা প্রপক্ষ হইয়াছিল? বীরগণ কিরূপে ন্যায়ানুগত বিভাগ করত অবস্থান করিতে লাগিল? পাণ্ডুপুত্রগণ কিরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিল? আর কিরূপে সেই সুদারুণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? যখন কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করে, তৎকালে ধনঞ্জয় কোথায় ছিল? মহাবীর অর্জ্জুনের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করা কাহার সাধ্য। পূর্ব্বে যে অর্জ্জুন খাণ্ডবে একাকী সকল প্রাণীরে পরাজিত করিয়াছিল, কর্ণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি জীবিতাশা পরিত্যাগ না করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যেরূপে ব্যূহ রচনা হইল, মহাবীর অর্জ্জুন তৎকালে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে যে বীর স্বস্ব পক্ষীয় ভূপতিরে পরিবেষ্টন করিয়া যেরূপে যুদ্ধ করিলেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করুন। মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও বলবান্ মাগধগণ দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। মহারথ শকুনি ও উলূক বিমল পাশধারী সাদিগণ, শলভ সমূহের ন্যায় ও বিকটাকার পিশাচগণের ন্যায় অসম্ভ্রান্ত গান্ধার সৈন্যগণ ও দুর্জ্জয় পার্ব্বতীয়দিগের সহিত সমবেত হইয়া সেই বীরগণের প্রপক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক কৌরব সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমর মদমত্ত সংশপ্তকগণও চতুর্ব্বিংশতি সহস্র রথ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিনাশ সংসাধনার্থ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সমবেত হইয়া ঐ ব্যূহের বাম পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিল। শক, কাম্বোজ ও যবনগণ অসংখ্য রথ, অশ্ব ও

পদাতিদিগের সহিত সূতপুত্রের আদেশানুসারে ধনঞ্জয় ও মহাবল বাসুদেবকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত উহাদিগের প্রপক্ষে অবস্থান করিল। বিচিত্র বর্ম্মধারী অঙ্গদ ভূষিত মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট স্বীয় পুত্রগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেনামুখের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূর্য্যহুতাশনসঙ্কাশ, পিঙ্গললোচন, প্রিয়দর্শন দুঃশাসন মাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন দেবগণ পরিরক্ষিত দেবরাজের ন্যায় বিচিত্র অস্ত্র ও কবচধারী সহোদর এবং মহাবীর্য্য মদ্রক, কেকয় ও দ্রোণপুত্র প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া দুঃশাসনের অনুগমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ম্লেচ্ছগণ সমারূঢ় মত্ত মাতঙ্গ সকল জলবর্ষী জলধরের ন্যায় অনবরত মদধারা বর্ষণ পূর্ব্বক রথীদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। উহারা ধ্বজ, পতাকা ও উৎকৃষ্ট আয়ুধধারী মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক অধিরূঢ় হইয়া মহীরুহ পরিশোভিত মহীধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পট্টিশ ও অসিধারী সমরে অপরাঙ্মুখ অসংখ্য বীরগণ ঐ সমস্ত মাতঙ্গের পাদরক্ষক হইল। এই রূপে সেই কর্ণের প্রযত্নে মহাব্যূহ অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথি সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া সুরাসুর ব্যূহের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক অরাতিগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করতই যেন নৃত্য করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে লাগিল।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেনামুখে কর্ণকে অবলোকন করিয়া অমিত্রঘ্ন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ সংগ্রামার্থ পক্ষপ্রপক্ষযুক্ত মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। অতএব এ ক্ষণে শত্রুগণ যাহাতে আমাদিগকে পরাভূত করিতে না পারে, তুমি এই রূপ উপায় স্থির কর। মহাবীর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,-হে মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, সন্দেহ নাই। যাহাতে শত্রুপক্ষের বিনাশ হয়, আমি তাহাই করিতেছি। উহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদিগকে সংহার করিলেই সকলের বিনাশ সাধন হইবে। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ কর। আমি কৃপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি। আর ভীমসেন দুর্য্যোধনের, নকুল বৃষসেনের, সহদেব শকুনির, শতানীক দুঃশাসনের, সাত্যকি কৃতবর্ম্মার, পাণ্ড্য অশ্বত্থামার ও দ্রৌপদীতনয়গণ শিখণ্ডি সমভিব্যাহারে অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করুন।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে যে আজ্ঞা মহাশয় বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং চমূমুখে অবস্থান করত অরাতির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখসম্ভূত বিশ্বাম্বরের নেতা অগ্নি যে রথের অশ্ব হইয়াছিলেন, প্রথমে অনল হইতে যাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, দেবগণ যাহা ব্রহ্মারে প্রদান করেন এবং পূর্ব্বে যাহা ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে যথা ক্রমে বহন করিয়াছিল, এ ক্ষণে বাসুদেব ও অর্জ্জুন সেই আদ্য রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ শল্য সেই অদ্ভুতদর্শন রথ অবলোকন করিয়া সমরদুর্ম্মদ কর্ণকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি যাহারে অন্বেষণ করিতেছিলে, ঐ সেই মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্ব সম্পন্ন, বাসুদেব পরিচালিত কর্ম্মবিপাকের ন্যায় নিতান্ত

দুর্নিবার্য্য মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রু সৈন্য নিপীড়িত করত আগমন করিতেছেন। হে কর্ণ! যখন মেঘনিস্বনের ন্যায় ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, তখন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, পার্থিব ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। মেদিনীমণ্ডল চক্রনেমি দ্বারা আহত হইয়াই যেন কম্পিত হইতেছে। তোমার সৈন্যের দুই দিকে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্রব্যাদগণ ঘোরতর চীৎকার ও কুরঙ্গগণ ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, মেঘাকার ঘোরদর্শন কেতু গ্রহ সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিবিধ মৃগযূথ ও বলবান্ শার্দ্দূলগণ দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতেছে। সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর কঙ্ক ও গৃধ্রপক্ষী সকল একত্র সমবেত ও পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সম্ভাষণ করিতেছে। তোমার মহারথের রঞ্জিত চামর সকল প্রজ্বলিত এবং ধ্বজ ও গগনস্থ গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ মহাকায় তুরঙ্গমগণ কম্পিত হইতেছে। হে রাধেয়! যখন এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সহস্র সহস্র ভূপাল নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিবেন। ঐ চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শঙ্খ, আনক ও মৃদঙ্গের লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ, মনুষ্য, অশ্ব ও গজ সমুদায়ের ঘোরতর নিনাদ এবং মহাত্মা অর্জ্জুনের বাণ শব্দ, জ্যানিস্বন ও তলত্রধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথে সুবর্ণময় চন্দ্র সূর্য্য ও তারকাগণে সুশোভিত স্বর্ণরজত খচিত শিল্পিনির্ম্মিত কিঙ্কিনীমুখরিত নানা বর্ণের পতাকা সকল বায়ু বিকম্পিত হইয়া মেঘমালা বিন্যস্ত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। মহাত্মা পাঞ্চালগণের পতাকাশালী রথ সমুদায়ের ধ্বজ সকল বায়ুবেগে কণ রণ ধ্বনি করত বিমানস্থ দেবতাগণের শোভা ধারণ করিতেছে। ঐ দেখ, অপরাজিত কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বিপক্ষ বিনাশের নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। তাঁহার ধ্বজাগ্রে অরাতিভীষণ ভীমদর্শন বানর লক্ষিত হইতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত বাসুদেব অর্জ্জুনের পবন তুল্য বেগবান্ পাণ্ডুর অশ্বগণকে পরিচালন করিতেছেন। তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও কৌস্তুভ মণি যাহার পর নাই শোভা পাইতেছে। ধনঞ্জয়ের শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আকৃষ্ট হইয়া ঘোরতর নিস্বন ও নিশিত শরনিকর নিক্ষিপ্ত হইয়া অরাতিগণের প্রাণ সংহার করিতেছে। এই বিশাল সমরভূমি অপলায়িত ভূপালগণের তাম্রাক্ষ সম্পন্ন মস্তক দ্বারা সমাকীর্ণ হইতেছে। বীরগণের পবিত্র গন্ধানুলিপ্ত উদ্যতায়ুধ পরিঘাকার ভুজ সমুদায় অনবরত নিপতিত হইতেছে। অশ্বগণ আরোহীদিগের সহিত নিপাতিত হইয়া নিস্পন্দ নয়নে ধরাশয্যায় শয়ন করিতেছে। পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। সমর নিহত নৃপগণের গন্ধর্ব্ব নগরাকার রথ সমুদায় ক্ষীণপুণ্য স্বর্গবাসীদিগের বিমানের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সেনাগণকে সিংহ নিপীড়িত মৃগযূথের ন্যায় ব্যাকুলিত করিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সমরাঙ্গনে ধাবমান হইয়া কৌরব পক্ষীয় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিদিগকে নিপীড়িত ও ভূপতিগণকে নিহত করিতেছেন। হে কর্ণ! তুমি যাহারে অন্বেষণ করিতেছ, সেই শত্রুসূদন শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণসারথি ধনঞ্জয় মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছেন। এ ক্ষণে কেবল তাঁহার ধ্বজাগ্র লক্ষিত ও জ্যাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। তুমি

অচিরাৎ কৃষ্ণের সহিত এক রথে সমাসীন সেই অরাতিনিপাতন মহাবীরকে অবলোকন করিবে। হে সূতপুত্র! বাসুদেব যাঁহার সারথি এবং গাণ্ডীব যাঁহার শরাসন, তুমি যদি সেই অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তুমিই আমাদিগের রাজা হইবে। মহাবল ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতেছেন।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষ নয়নে কহিলেন, হে শল্য! ঐ দেখ, সংশপ্তকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হওয়াতে অর্জ্জুন মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় আর লক্ষিত হইতেছে না। অতঃপর তাহারে ঐ যোধসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিহত হইতে হইবে। শল্য কহিলেন, হে কর্ণ! বায়ু অবরোধ, সমুদ্র পান, জল দ্বারা বরুণকে বিনাশ ও ইন্ধন দ্বারা অগ্নি প্রশমন করা যেরূপ অসাধ্য, মহাবীর ধনঞ্জয়কে সমরে নিপীড়িত করাও তদ্রূপ, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রাদিদেব ও অসুরগণও ঐ মহাবীরকে সংগ্রামে জয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, তুমি অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব, মুখে এই কথা বলিয়া পরিতুষ্ট ও সুমনা হও; কিন্তু বস্তুত কখনই তাহারে জয় করিতে পারিবে না। অতএব অর্জ্জুন পরাজয় ব্যতীত অন্য কোন মনোরথ করাই তোমার কর্ত্তব্য। যিনি বাহু দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল উদ্ধৃত, ক্রুদ্ধ হইয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে দগ্ধ ও দেবগণকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিতে পারেন, তিনিই অর্জ্জুনকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই।

হে কর্ণ! ঐ দেখ, অক্লিষ্টকর্ম্মা ক্রোধপরায়ণ মহাবাহু ভীমসেন চিরবৈর স্মরণ পূর্ব্বক বিজয় লাভ বাসনায় সমরাঙ্গনে অপর সুমেরুর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। অরাতিকুল ঘাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, পুরুষব্যাঘ্র দুর্জ্জয় নকুল ও সহদেব সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। অর্জ্জুন তুল্য সংগ্রাম নিপুণ দ্রৌপদীতনয়গণ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া পাঁচ পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রুপদতনয়গণ সংগ্রামে অভিমুখীন হইয়াছে এবং ইন্দ্রতুল্য অসহ্য পরাক্রমশালী সাত্বতশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সংগ্রামার্থী হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় কৌরব সেনার প্রতি গমন করিতেছে। হে মহারাজ! সেই বীর দ্বয়ের এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় পরস্পর মিলিত হইল।

অষ্ট চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই রূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত ও পরস্পর মিলিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকদিগের প্রতি ও সূতপুত্র পাণ্ডবগণের প্রতি কি রূপে যুদ্ধার্থ গমন করিল? তুমি সমরবৃত্তান্ত বর্ণনে সুনিপুণ; অতএব এ ক্ষণে উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। আমি বীরগণের পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষ সৈন্যগণের ব্যূহ অবলোকন করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিলেন। চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ কান্তিসম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে সমারূঢ় হইয়া সেই সাদি, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথ সমুদায় সঙ্কুল মহাব্যূহের মুখে অবস্থান পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শার্দ্দূলের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র

দিব্য আয়ুধ ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তারাগণ যেমন চন্দ্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই রূপে সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হতাশ্বরথ ভূয়িষ্ঠ সংশপ্তকগণও বিজয়লাভার্থী ও অর্জ্জুন বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া প্রাণপণে তাঁহার অভিমুখে গমন করত তাঁহারে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ঐ সময় ধনঞ্জয়ের সহিত নিবাত কবচগণের ন্যায় সেই সংশপ্তকগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষগণের রথ, অশ্ব, হস্তী, ধ্বজ, পদাতি, শর, শরাসন, খড়্গ, চক্র, পরশু এবং আয়ুধযুক্ত উদ্যত বাহু, বিবিধ অস্ত্র ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই সৈন্যরূপ মহাবর্ত্ত মধ্যে ধনঞ্জয়ের রথ নিমগ্ন জ্ঞান করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পশু সংহারে প্রবৃত্ত রুদ্রদেবের ন্যায় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সম্মুখীন বীরগণকে সংহার পূর্ব্বক উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত অরাতিগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় পাঞ্চাল, চেদি ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবদিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি ইঁহারা সমরমত্ত হইয়া কৌশল্য, কাশি, মৎস্য, কারূষ, কৈকয় ও শূরসেনদিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কুলসম্ভূত বীরগণের বিনাশকর, যশস্কর ও পাপনাশক এবং স্বর্গ ও ধর্ম্মলাভের হেতুভূত।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন মদ্রক ও কৌরব বীরগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহারথ কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও নিশিত শরনিকরে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য বিনষ্ট ও মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অসংখ্য শত্রুগণের বস্ত্র ছেদন, রথ উন্মূলন ও প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তাহাদিগকে যশস্বী স্বর্গভাজন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের ক্ষয়কর দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর কর্ণ পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট ও যুধিষ্ঠির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কিরূপে লোকক্ষয় করিল। পাণ্ডব মধ্যে কোন্ কোন্ বীর কর্ণকে নিবারণ করিল এবং সূতপুত্র কোন্ কোন্ বীরকে প্রমথিত করিয়া ধর্ম্মরাজকে নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইল? তুমি এ ক্ষণে আমার সমক্ষে তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া সত্বরে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হংসেরা যেমন মহাসাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিল। অনন্তর উভয় পক্ষে অসংখ্য শঙ্খধ্বনি ও ভয়ঙ্কর ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং অনবরত শর নিপাত শব্দ, করি বৃংহিত, অশ্বহ্রেষিত, রথের ঘর্ঘর রব ও বীরগণের

সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। যাবতীয় জীব জন্তুগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে অদ্রিদ্রুম পরিপূর্ণ অবনীমণ্ডল, সমীরণ সমীরিত অম্বুদ পরিশোভিত আকাশ এবং চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র পরিব্যাপ্ত স্বর্গ বিকম্পিত হইতেছে বিবেচনা করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। অল্পসত্ত্ব প্রাণিগণ প্রায় সকলেই কলেবর পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বরে শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তসপ্ততি প্রভদ্রককে শরানলে দগ্ধ করিলেন এবং সুনিশিত পঞ্চবিংশতি শরে পঞ্চবিংশতি পাঞ্চালকে বিনাশ করিয়া অরাতিদেহ বিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ নিকরে সহস্র সহস্র চেদি দেশীয় বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল দেশীয় মহারথগণ সূতপুত্রকে সংগ্রামে অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কর্ণও সত্বরে শরাসনে পাঁচ শর সন্ধান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেনকে বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে পাঞ্চালগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন পাঞ্চাল দেশীয় আর দশ জন মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহাদিগকেও অবিলম্বে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার পুত্র ও চক্ররক্ষক সুষেণ ও সত্যসেন প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পৃষ্ঠরক্ষক বৃষসেন যত্ন সহকারে তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, বৃকোদর, জনমেজয়, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং প্রবীর, প্রভদ্রক, চেদি, কৈকেয়, পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ সূতপুত্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া বর্ষাকালে জলদজাল যেমন মহীধরের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার উপর বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের পুত্রগণ ও তাঁহার পক্ষ অন্যান্য বীর সকল তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সুষেণ ভল্লাস্ত্রে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সাত নারাচে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সত্বরে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক সুষেণের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ক্রোধভরে দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত ত্রিসপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। তিনি তৎপরে দশ শরে কর্ণের পুত্র ভানুসেনকে বিদ্ধ করিয়া সুহৃদ্গণ সমক্ষে ক্ষুর দ্বারা অশ্ব, সারথি, আয়ুধ ও ধ্বজ সমভিব্যাহারে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভানুসেনের সেই শশধর সদৃশ রমণীয় মস্তক ভীমসেনের ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া মৃণালভ্রষ্ট কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন কৃপ ও কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য বীরগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তিন শরে দুঃশাসনকে ও ছয় শরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া উলূক ও তাঁহার ভ্রাতা পতত্রিরে রথহীন করিলেন। তৎপরে তিনি সুষেণকে লক্ষ্য করিয়া হা সুষেণ! তুমি এই বারে নিহত হইলে এই বলিয়া এক সায়ক

গ্রহণ করিলে মহাবীর কর্ণ উহা সত্বরে ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে তাঁহারে তাড়িত করিলেন। তখন মহাবীর ভীম আর একটি সুতীক্ষ্ণ শর গ্রহণ করিয়া কর্ণপুত্র সুষেণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ কর্ণ তৎক্ষণাৎ উহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি সুষেণকে রক্ষা ও ভীমসেনকে বিনাশ করিবার বাসনায় ত্রিসপ্ততি শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সুষেণ ভারসহ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বাণে নকুলের বাহু ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে মহাবীর মাদ্রীতনয় বিংশতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া কর্ণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সুষেণ দশ শরে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বরে অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নয় শরে সুষেণকে নিবারণ করিলেন এবং তৎপরে অসংখ্য শরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক সুষেণের সারথিরে আহত ও তিন শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া তিন ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সুষেণ রোষভরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি ও সহদেবকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা পরস্পর বিনাশ মানসে সায়কনিকরে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই যুদ্ধ সুরাসুর সংগ্রামের ন্যায় ঘোরতর হইয়া উঠিল।

তখন মহাবীর সাত্যকি তিন শরে বৃষসেনের সারথিরে বিনাশ, এক ভল্লে শরাসন ছেদন, সাত শরে অশ্ব সংহার ও এক বাণে ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া নিশিত তিন শরে তাঁহার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। বৃষসেন সাত্যকির শরাঘাতে প্রথমত একান্ত অবসন্ন হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং সাত্যকিরে সংহার করিবার মানসে খড্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি বৃষসেনকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে দশ বরাহকর্ণ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার খড্গ চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দুঃশাসন বৃষসেনকে রথ শূন্য ও আয়ুধহীন নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করত অবিলম্বে অন্য এক খানি রথ আনয়ন করাইলেন। মহারথ বৃষসেন সেই রথে আরোহণ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে ত্রিসপ্ততি, সাত্যকিরে পাঁচ, ভীমসেনকে চতুঃষষ্টি, সহদেবকে পাঁচ, নকুলকে ত্রিংশৎ, শতানীককে সাত, শিখণ্ডীরে দশ, ধর্ম্মরাজকে এক শত ও অন্যান্য বীরগণকে বহুসংখ্য শরে নিপীড়িত করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসনকে নয় শরে বিদ্ধ এবং তাঁহার রথ ও সারথিরে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ললাটদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় অন্য সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সূতপুত্রের সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ, দ্রৌপদীতনয়গণ ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সাত, ভীমসেন চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত, শিখণ্ডী দশ, ধর্ম্মরাজ এক শত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে সূতপুত্রকে বিমর্দ্দিত করিলেন। মহাবীর কর্ণও ঐ সমস্ত বীরের প্রত্যেককে দশ দশ শরে বিদ্ধ করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের অস্ত্রবল ও হস্তলাঘব দর্শনে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তিনি

যে ক্রোধভরে কখন অস্ত্র গ্রহণ কখন সন্ধান আর কখনই বা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎকালে সকলে কেবল তাঁহার বিপক্ষগণকে নিহত ও সমরাঙ্গনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিল। ঐ সময় কর্ণের নিশিত শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং অম্বরতল রক্তবর্ণ অভ্রখণ্ডে সম্বৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর সূতপুত্র শরাসন হস্তে নৃত্য করতই যেন, শত্রুগণ তাঁহারে যাবৎ সংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়াছিল, তদপেক্ষা তিন গুণ শরে তাহাদের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র শরে নিপীড়িত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কর্ণের শরে অশ্ব রথ সমভিব্যাহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ অবকাশ প্রদান পূর্ব্বক অপসৃত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণের করিসৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক চেদিদেশীয় ত্রিংশৎ রথীরে বিনাশ করিয়া নিশিত শরনিকরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং শিখণ্ডী ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কৌরবগণও দুর্নিবার কর্ণকে পরম যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনে নানাবিধ বাদ্য ধ্বনি ও বীরগণের সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ নির্ভীক চিত্তে পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব সৈন্য ভেদ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিলেন এবং শত্রু নিক্ষিপ্ত বিবিধ শরনিকর ছেদন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মস্তক, বাহু ও উরুদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্রের ভীষণ শরাঘাতে অরাতি পক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং কতগুলি বিকলাঙ্গ হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। ঐ সময়ে দ্রাবিড় ও নিষাদ দেশীয় পদাতিগণ সাত্যকি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ণের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও তাহাদিগকে ছিন্নবাহু, ছিন্ন উষ্ণীষ ও বিগতাসু করিয়া ছিন্নমূল শালবনের ন্যায় যুগপৎ ভূতলে নিপাতিত করিলেন। বীরগণ এই রূপে অকুতোভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করাতে তাহাদের যশোঘোষণায় দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় কর্ণকে রণস্থলে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া মন্ত্র ও ঔষধ যেমন ব্যাধিরে অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহারে অবরোধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও মন্ত্রৌষধ প্রমাথী উল্বণ ব্যাধির ন্যায় তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির হিতার্থী পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবেত্তাও যেমন মৃত্যুরে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষারুণিত লোচনে অদূরস্থিত অরাতিনিপাতন সূতপুত্রকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

তুমি সতত বলবান্ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং দুর্য্যোধনের মতানুসারে নিয়ত আমাদিগকেও পীড়ন করিতেছ। এ ক্ষণে তোমার যত দূর বলবীর্য্য ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি থাকে, পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ কর। আমি আজি তোমার রণবাসনা নিঃশেষিত করিব। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্রকে এই কথা বলিয়া সুবর্ণপুঙ্খ লৌহময় দশ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর শক্রতাপন কর্ণ হাস্য করত দশ বৎসদন্ত শরে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক হূত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার কলেবর কল্পান্তকালীন, বিশ্বদহন প্রবৃত্ত, জ্বালাসমাকীর্ণ সম্বর্ত্তাগ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই প্রদীপ্তায়ুধধারী সৈন্যগণ মাল্যাম্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে ধাবমান হইল।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় অতি সত্বরে সুবর্ণভূষিত মহাকোদণ্ড বিস্ফারিত করিয়া তাহাতে পর্ব্বতবিদারণক্ষম সুশাণিত যমদণ্ড সদৃশ শর সংযোগ ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রনিস্বন শর মহারথ সূতপুত্রের বামপার্শ্বে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি সাতিশয় কাতর ও বিকলাঙ্গ হইয়া স্যন্দনোপরি শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর কর্ণকে তদবস্থ ও তাঁহার মুখবর্ণ বিবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন ভীষণপরাক্রম কর্ণ অনতি বিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিধনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং কনকময় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের উপর নিশিত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক পাঞ্চাল বংশীয় চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার শশধর পার্শ্ববর্ত্তী পুনর্ব্বসুর ন্যায় ধর্ম্মরাজের উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান ছিলেন। মহাবীর সূতপুত্র দুই ক্ষুর দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিশিত শরনিকরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া সুষেণের উপর তিন, সত্যসেনের উপর তিন, শল্যের উপর নবতি এবং সূতপুত্রের উপর পুনরায় ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষকগণকে তিন তিন বক্র বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে কার্ম্মুক বিকম্পিত করত এক ভল্লে ধর্ম্মরাজের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহারে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অমর্ষিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরের পরিরক্ষণার্থ সূতপুত্রের উপর শর পরিত্যাগ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ড্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীতনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, শিশুপাল পুত্র এবং কারূষ, মৎস্য, কেকয়, কাশি ও কোশল দেশোদ্ভব বীরগণ সত্বরে বসুষেণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেম এবং পাঞ্চাল বংশোদ্ভব জনমেজয় শরনিকর নিপাতে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অসংখ্য রথী, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বরাহকর্ণ নারাচ, নিশিত নালীক, বৎসদন্ত, বিপাঠ, ক্ষুরপ্র ও চটকামুখ প্রভৃতি নানা প্রকার

শর নিক্ষেপ করত সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই রূপে পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের আবির্ভাব করিয়া শরবর্ষণে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিলেন এবং শররূপ অগ্নিশিখা দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যরূপ বন দগ্ধ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি মহাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া ধর্ম্মরাজের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিমেষমধ্যে নতপর্ব্ব নবতি বাণ সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার কনকমণ্ডিত কবচ ভেদ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই সুবর্ণচিত্রিত কবচ কর্ণশরে ছিন্ন হইয়া সূর্য্যকিরণ সংশ্লিষ্ট চপলা বিরাজিত বাতাহত জলধরের ন্যায়, নিশাকালীন বিগতাভ্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করত ভূতলে নিপতিত হইল। ধর্ম্মতনয় এই রূপে বর্ম্ম বিহীন ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ক্রোধভরে সূতপুত্রের প্রতি এক লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সাত শরে আকাশপথেই সেই প্রজ্বলিত শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বল পূর্ব্বক সূতপুত্রের বক্ষস্থলে চারি তোমর নিক্ষেপ করিয়া পরমাহ্লাদে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সূতনন্দন সেই তোমরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধির ক্ষরণ ও রোষাবিষ্ট সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত এক ভল্লে ধর্ম্মতনয়ের ধ্বজ ছেদন ও তিন ভল্লে তাঁহার দেহ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহার তূণীর দ্বয় ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন অসিতপুচ্ছ শ্বেতাশ্বসংযুক্ত অন্য রথে আরোহণ করিয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কোন ক্রমেই কর্ণের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর রাধেয় বেগে গমন পূর্ব্বক বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মৎস্য, ধ্বজ, কূর্ম্ম ও শঙ্খ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত পাণ্ডুরবর্ণ কর দ্বারা পাণ্ডুনন্দনের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করত স্বয়ং পবিত্র হইয়া তাঁহারে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে মানস করিলেন। তৎকালে কুন্তীর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে যুধিষ্ঠির গ্রহণে সমুদ্যত দেখিয়া নিষেধ করত কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি এই প্রধানতম নরপতিরে গ্রহণ করিও না। উহাঁরে গ্রহণ করিলেই উনি তোমারে বিনাশ করিয়া আমারে ভস্মসাৎ করিবেন। তখন সূতপুত্র হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করত কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ ও ক্ষাত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিরূপে প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ। আমার বোধ হয়, তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম অবগত নহ। তুমি নিয়ত বেদ পাঠ ও যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাক; অতএব যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এ ক্ষণে সংগ্রামেচ্ছা পরিত্যাগ কর, আর বীর পুরুষদিগের নিকটে গমন করিও না এবং তাহাদিগকে অপ্রিয় কথাও বলিও না। মহাবীর কর্ণ ধর্ম্মরাজকে এই রূপ কহিয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্রহস্ত পুরন্দরের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নরনাথ যুধিষ্ঠিরও লজ্জিত ভাবে পলায়ন করিতে লাগিলেন। চেদি, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং মহারথ সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণ যুধিষ্ঠিরকে অপসৃত দেখিয়া সকলেই তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া

হৃষ্ট চিত্তে কৌরবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যমধ্যে ভীষণ কার্ম্মুক নিস্বন, সিংহনাদ এবং ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ পূর্ব্বক কর্ণের বিক্রম অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৌরবগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে স্বপক্ষীয় যোধগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, সত্বরে বিপক্ষদিগকে বিনাশ কর। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ, ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে আপনার পুত্রগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য যোদ্ধা, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও অস্ত্র সমূহের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। যোধগণ গাত্রোত্থান কর, প্রহার কর, অভিমুখীন হও, এই রূপ বলিতে বলিতে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। আকাশমণ্ডল জলদজালের ন্যায় শরজালে আচ্ছাদিত হইল। শরসমাচ্ছন্ন নরবীরগণ পরস্পর প্রহার করত বিকলাঙ্গ এবং পতাকা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও আয়ুধ বিহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। আরোহিসমবেত মাতঙ্গগণ প্রভূত বনশালী বজ্রভিন্ন শৈল শিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বর্ম্মধারী দিব্য ভূষণভূষিত পদাতিগণ প্রতিপক্ষ বীরগণের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ঐ সময় সমররসপরায়ণ বীরগণের বিশাল লোহিত নেত্রযুক্ত, পূর্ণেন্দু সদৃশ মুখপদ্মে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অপ্সরোগণ অভিমুখাগত সমর নিহত অসংখ্য বীরগণকে গীত বাদ্যাদিযুক্ত বিমানে আরোপিত করিয়া গমন করাতে ভূমণ্ডলের ন্যায় নভোমণ্ডলেও তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বীরগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়া স্বর্গবাস বাসনায় সত্বরে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। রথিগণ রথীদিগের, পদাতিগণ পদাতিদিগের, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের এবং অশ্বগণ অশ্বদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

হে মহারাজ! এই রূপ সেই অসংখ্য গজবাজী ও মনুষ্যের ক্ষয়জনক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সেনাগণের পদাঘাত সমুত্থিত ধূলিপটলে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন বীরগণ কি স্বপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় যাহারে সম্মুখে দেখিলেন, তাহারেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ কেশাকেশি, দন্তাদন্তি, মুষ্টামুষ্টি, নখানখী ও বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদিগের দেহ, বিনির্গত শোণিতে সমরাঙ্গনে ভীরুজনভীষণ ঘোরতর নদী সমুৎপন্ন হইল। উহার স্রোতে অসংখ্য গজ, অশ্ব, নরদেহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বীরগণ মধ্যে কেহ কেহ সেই নদীপারে, কেহ কেহ বা তাহার মধ্যে গমন করিলেন এবং কেহ কেহ সন্তরণ করত সেই শোণিত মধ্যে এক বার নিমগ্ন ও এক বার উন্মগ্ন হওয়াতে বর্ম্ম, অস্ত্র ও বস্ত্রের সহিত রুধিরাক্ত হইয়া সেই শোণিতে স্নান, সেই শোণিত পান করিয়া তাহাতে অবসন্ন হইতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, আয়ুধ, আভরণ, বসন, বর্ম্ম, হত ও আহত বীরগণ এবং ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রায় সমুদায়ই লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। রুধিরের গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গমন শব্দে সৈন্যগণের মহাবিষাদ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীর সকল সেই নিহত প্রায় সৈন্যগণের প্রতি বারংবার ধাবমান হইতে লাগিলেন। তখন আপ-

নার পুত্রগণের চতুরঙ্গ বল সেই ধাবমান বীরদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া চর্ম্ম, কবচ ও আয়ুধ বিহীন হইয়া সিংহার্দ্দিত হস্তিযূথের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত দেখিয়া প্রযত্ন সহকারে চীৎকার করত তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কিছুতেই প্রতি নিবৃত্ত হইল না। অনন্তর ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ এবং শকুনি ও কৌরবগণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণও কৌরবগণকে দুর্য্যোধনের সহিত ভীমাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি এ ক্ষণে আমারে ভীমের রথ সান্নিধানে উপনীত কর। তখন মদ্ররাজ কর্ণের বাক্যানুসারে হংসধবল অশ্বগণকে ভীমের অভিমুখে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা অবিলম্বে বৃকোদরের সমক্ষে সমুপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সমাগত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে সংহার করিবার অভিলাষে সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে বীর দ্বয়! তোমরা এ ক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর। দুরাত্মা সূতপুত্র দুর্য্যোধনের প্রীতি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত আমার সমক্ষে উহাঁর পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ভাগ্যে আমি দেখিয়াছিলাম, এই নিমিত্তই উনি তৎকালে সেই বিষম সঙ্কট হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আজি আমারে এককালে এই দুঃখের শেষ করিতে হইবে। অদ্য হয় আমি কর্ণকে বিনাশ করিব, না হয় সেই আমারে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরগণ! আজি আমি ধর্ম্মরাজকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তোমরা অনলস হইয়া সতত সাবধানে ইহাঁরে রক্ষা করিও। মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া সিংহনাদ শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মদ্ররাজ ভীমসেনকে সম্মুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন। হে সূতপুত্র! ঐ দেখ, ভীমসেন ক্রোধভরে তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। ইনি অদ্য নিঃসন্দেহ তোমার উপর চির সঞ্চিত ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিবেন। এ ক্ষণে ইহাঁর রূপ যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে। মহাবীর অভিমন্যু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও ইহাঁর ঈদৃশ রূপ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ মহাবীর রোষাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিবারণ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে এই রূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তথায় আগমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র সমরলোলুপ ভীমকে সমাগত দেখিয়া হাস্য মুখে শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি আমার সমক্ষে ভীমসেনের উদ্দেশে যে সমস্ত কথা কহিলে, সমুদায়ই সত্য। ভীম মহাবল পরাক্রান্ত, ক্রোধনস্বভাব ও দেহ রক্ষায় একান্ত নিরপেক্ষ। ঐ মহাবীর বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাসকালে দ্রৌপদীর হিতাভিলাষ পরবশ হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে কীচককে স্বগণ সমভিব্যাহারে সংহার করিয়াছিল। অদ্য সে উদ্যতদণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছে। হে শল্য! হয় অর্জ্জুন আমারে সংহার করিবে, না হয়

আমিই তাহারে বিনাশ করিব। ইহা আমার চিরপ্রার্থনীয়। অদ্য কি ভীমের সহিত সমাগম লাভে আমার সেই মনোরথ সফল হইবে। ভীম নিহত বা বিরথ হইলে যদি ধনঞ্জয় আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করে, তাহা হইলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এ ক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শীঘ্র অবধারণ কর।

মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি এ ক্ষণে ভীমপরাক্রম ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অগ্রে ভীমকে পরাজয় করিলে পশ্চাৎ অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইবে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, তুমি চির কাল যেরূপ অভিলাষ করিতেছ, অদ্য তাহা পূর্ণ হইবে। তখন সূতপুত্র পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! অদ্য হয় আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব, না হয় অর্জ্জুন আমারে বিনাশ করিবে। এ ক্ষণে তুমি যুদ্ধে মনঃসমাধান পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি অশ্ব সঞ্চালন কর।

হে মহারাজ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যেস্থানে ভীমসেন কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, তথায় অবিলম্বে রথ সমানীত করিলেন। এই রূপে ভীমসেন ও কর্ণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে সংগ্রামস্থলে তূর্য্যনিনাদ ও ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া সুনিশিত নারাচনিকরে নিতান্ত দুরাসদ কৌরব সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের সংগ্রাম নিতান্ত ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সূতপুত্রের সম্মুখীন হইলেন। সূতপুত্রও তাঁহারে সমাগত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে নারাচ দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থল আহত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত সায়কে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সুনিশিত নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সূতপুত্র শরাঘাতে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সর্ব্বাবরণভেদী সুতীক্ষ্ণ নারাচে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃকোদরও সত্বরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিত শরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া রোদসী বিকম্পিত করত ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল কর্ণ অরণ্য মধ্যে মদোৎকট গর্ব্বিত কুঞ্জরকে যেমন উল্কা দ্বারা আহত করে, তদ্রূপ পঞ্চবিংশতি নারাচে ভীমসেনক সমাহত করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের নারাচে ভিন্ন কলেবর হইয়া রোষকষায়িত লোচনে সূতপুত্রের সংহার বাসনায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি এক পর্ব্বতবিদারণক্ষম ভারসাধন সায়ক সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। তখন বজ্রবেগ যেমন পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই অশনি নিস্বন ভীষণ বাণ সূতপুত্রকে বিদীর্ণ করিল। মহারথ সূতপুত্র সেই ভীম নিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ হইলেন। মদ্রাধিপতি শল্য তাঁহারে সংজ্ঞাহীন নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে কর্ণকে পরাজিত করিয়া মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুরগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন

মহাবাহু কর্ণকে রথোপরি পাতিত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। দুর্য্যোধন বারংবার আমারে কহিয়াছিল যে, কর্ণ একাকী সংগ্রামে সমুদায় সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে। এ ক্ষণে সে বৃকোদর কর্ত্তৃক রাধেয়কে পরাজিত অবলোকন করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন সূতনন্দনকে সমরবিমুখ দেখিয়া সহোদরদিগকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া অগাধ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন রাধেয়কে রক্ষা কর। আপনার পুত্রগণ জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক এই রূপ অনুজ্ঞাত হইয়া পতঙ্গগণ যেমন পাবকের অভিমুখে আগমন করে, তদ্রূপ বৃকোদরের বিনাশ বাসনায় সরোষ নয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পাশ তূণীর কবচধারী শ্রুতবান্, দুর্দ্ধর, ক্রাথ, বিবিৎসু, বিকট, সম, নন্দ, উপনন্দক, দুষ্প্রধর্ষ সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, ধনুগ্রাহ, দুর্ম্মদ, জলসন্ধ, শল ও সহ, ইহাঁরা অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করত তাঁহার উপর বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক এই রূপে নিপীড়িত হইয়া সত্বরে তাঁহাদের পক্ষীয় পঞ্চদশ রথী ও পঞ্চাশৎ রথ বিনষ্ট করিয়া ভল্ল দ্বারা বিবিৎসুর কুণ্ডলমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ সম্বলিত পূর্ণচন্দ্র সন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আপনার অন্যান্য পুত্রগণ মহাবীর বিবিৎসুরে নিহত দেখিয়া ভীমপরাক্রম ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন অরাতি নিপাতন বৃকোদর অন্য দুই ভল্ল দ্বারা বিকট ও সম নামক আপনার আর দুই পুত্রের প্রাণ সংহার করিলেন। সেই দেবপুত্র সদৃশ বীর দ্বয় বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সত্বরে সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ক্রাথকে নিহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্রগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর পুনরায় নন্দ ও উপনন্দকে নিপাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার তনয়গণ রথস্থ ভীমসেনকে কালান্তক যমের ন্যায় জ্ঞান করিয়া নিতান্ত ভীত ও বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ আপনার পুত্রগণকে নিহত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন। মদ্ররাজ কর্ণের আদেশানুসারে হংসবর্ণ অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা মহাবেগে ধাবমান হইয়া অবিলম্বে ভীমসেনের রথ সমীপে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেনের অতি ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! আমি তৎকালে মহারথ কর্ণ ও ভীমসেনকে সংগ্রামে সমবেত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি, অদ্য এই বীর দ্বয়ের কিরূপ সংগ্রাম হইবে। অনন্তর সমরনিপুণ ভীমসেন আপনার পুত্রগণের সমক্ষে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্রজ্ঞ কর্ণও কোপাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব নয় ভল্ল দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্রের শরে তাড়িত হইয়া আকর্ণপূর্ণ সাত বাণে তাঁহারে সমাহত করিলেন। কর্ণও ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত শরবর্ষণে তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল বৃকোদর কৌরবগণের সমক্ষে মহারথ রাধেয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া

সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণ ভীমের শরাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসন দৃঢ়রূপে গ্রহণ ও বৃকোদরের প্রতি শিলানিশিত দশ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিশিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন কর্ণের নিধন বাসনায় এক হেমপট্ট বিভূষিত দ্বিতীয় যমদণ্ড সদৃশ ঘোরতর পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সূতনন্দনও তৎক্ষণাৎ অসংখ্য আশীবিষোপম শরনিকরে সেই অশনির ন্যায় শব্দায়মান সমাগত পরিঘ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দৃঢ়তর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুনিসূদন কর্ণকে বিশিখজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর পরস্পর বধৈষী সিংহ দ্বয়ের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর বলবান্ বৃকোদর কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া এক দেহবিদারণ বিষম বিশিখ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে উহা সূতপুত্রের বর্ম্ম ছেদন ও শরীর ভেদ করিয়া বল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণ ভীমের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি একান্ত রোষপরতন্ত্র হইয়া ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি নারাচে বিদ্ধ ও অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন ও ভল্ল দ্বারা সারথিরে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অবলীলাক্রমে তাঁহার শরাসন ছিন্ন ও রথ ভগ্ন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বৃকোদর গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ভগ্ন স্যন্দন হইতে মহাবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বায়ু যেমন শরৎকালীন মেঘ সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ গদা প্রহারে কৌরব সেনাগণকে বিদ্রাবিত করিলেন এবং ঈষাদন্ত সপ্ত শত মাতঙ্গগণকে সহসা বিদ্রাবিত করিয়া তাহাদের দন্তবেষ্টন, নেত্র, কুম্ভ, গণ্ড ও মর্ম্মে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন। তাহারা ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে ভীত হইয়া প্রথমত ইতস্তত ধাবমান হইল; কিন্তু মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক মেঘমণ্ডল যেমন দিবাকরকে পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ তাঁহারে বেষ্টন করিল। তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা অচল সংচূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদাঘাতে সেই সপ্ত শত মাতঙ্গ নিহত করিলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার শকুনির মহাবল পরাক্রান্ত দ্বিপঞ্চাশৎ হস্তী বিপোথিত করিয়া কৌরব পক্ষীয় এক শত রথ ও শত শত পদাতিরে সংহার পূর্ব্বক সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ এই রূপে মহাত্মা ভীমসেনের প্রভাবে ও সূর্য্যের প্রতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত ও অনলার্পিত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া ভীমভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন অন্যান্য চর্ম্মবর্ম্মধারী পঞ্চ শত রথী শরনিকর নিক্ষেপ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদরও অসুর বিনাশন বিষ্ণুর ন্যায় গদাঘাতে সেই ধ্বজপতাকাযুগ সম্বলিত বীরগণকে বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত ত্রিসহস্র অশ্বারোহী শকুনির আদেশানুসারে শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস গ্রহণ পূর্ব্বক বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অরাতিনিপাতন ভীমসেনও মহাবেগে তা-

হাদের অভিমুখীন হইয়া বিবিধ মার্গে বিচরণ পূর্ব্বক গদা প্রহারে তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিলেন। তখন প্রস্তরনিপীড়িত গজযূথের ন্যায় তাহাদিগের সুমহান্ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কোপাবিষ্ট পাণ্ডব এই রূপে সুবলপুত্রের ত্রিসহস্র অশ্বারোহী বিনষ্ট করিয়া অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ অরাতিঘাতন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিলেন। মহারথ যুধিষ্ঠির কর্ণের রথ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্রও শরনিকরে ধর্ম্মরাজের প্রতি অবক্র শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক রোদসী সমাবৃত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পবননন্দন ভীমসেন কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের অনুধাবন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে সূতপুত্রকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। শত্রুকর্ষণ কর্ণও তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শাণিত শরজালে ভীমসেনকে সমাবৃত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ভীমের পার্ষ্ণি গ্রহণ নিমিত্ত তাঁহার রথসমীপস্থ কর্ণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কর্ণ শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ বীর দ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ক্রৌঞ্চপৃষ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ ভীষণ শরনিকর সমন্তাৎ বিকীর্ণ হওয়াতে সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর আকাশমণ্ডলের মধ্যগত হইলেও তাঁহার প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ শকুনি, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপকে পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত দেখিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবৃষ্টি সমুদ্ধূত সাগরের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পরকে দর্শন ও গ্রহণ পূর্ব্বক আহ্লাদিত চিত্তে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই মধ্যাহ্ন সময়ে উভয় পক্ষে যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ কখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণ গোচর হয় নাই। বেগবান্ জলরাশি যেমন সাগরের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ কৌরব সেনাগণ পাণ্ডব সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। এই রূপে সেই উভয় পক্ষীয় সেনানদী দ্বয় একত্র সমবেত হইলে তাহাদের পরস্পর নিক্ষিপ্ত শরজালের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

অনন্তর যশোলোলুপ কৌরব ও পাণ্ডবগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অবিশ্রান্তে বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। যে ব্যক্তির পিতৃগত, মাতৃগত, কর্ম্মগত বা স্বভাবগত যে কিছু দোষ ছিল, প্রতিপক্ষেরা তাহারে তৎসমুদায় শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আমি ঐ সময়ে সমরাঙ্গনে বীরগণকে পরস্পর তর্জ্জন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে হতজীবিত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম এবং সেই অমিততেজা ক্রোধান্বিত বীরগণের শরীর সন্দর্শন পূর্ব্বক ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি, আজি কি কাণ্ড উপস্থিত হইবে। অনন্তর মহারথ পাণ্ডব ও কৌরবগণ নিশিত শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত ও ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন সেই পরস্পর

জয়াভিলাষী কৃতবৈর ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও নরগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পরস্পর বিক্ষিপ্ত গদা, পরিঘ, কুণপ, প্রাস, ভিন্দিপাল ও ভুশুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্র সকল পতঙ্গকুলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগকে, অশ্বগণ অশ্বদিগকে, রথিগণ রথীদিগকে, পদাতিগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিদিগকে, রথিগণ হস্তী ও অশ্বগণকে এবং দ্রুতগামী কুঞ্জরগণ হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়কে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ চীৎকার করত পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলে সংগ্রামস্থল পশুবিনাশ স্থলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ রুধিরাক্ত হইলে বসুন্ধরা কুসুম্ভরাগ রঞ্জিত বসনধারিণী যুবতী কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন উহা সুবর্ণময় বা বর্ষাকালীন ইন্দ্রগোপ সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীরগণের মস্তক, বাহু, উরু, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি ভূষণ, চর্ম্ম এবং দেহ সমুদায় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ পরস্পর দন্তাঘাতে বিদীর্ণ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারাস্রাবী গৈরিক পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ তোমর সমুদায়ের উপর শুণ্ড নিক্ষেপ এবং কোন কোনটা তোমর সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী নারাচাস্ত্রে ছিন্ন বর্ম্ম হইয়া হিমাগমে মেঘনির্ম্মুক্ত মহীধরের ন্যায় এবং সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে চিত্রিত হইয়া উল্কা-প্রদীপ্ত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া পক্ষযুক্ত অচলের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, কোন কোনটা শল্য দ্বারা নিপীড়িত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ধাবমান এবং কোন কোনটা দন্ত ও কুম্ভ দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া নিপতিত হইল। অন্যান্য মাতঙ্গগণ সিংহের ন্যায় ভীষণ শব্দ ও ভ্রমণ করিতে লাগিল। সুবর্ণভূষণ বিভূষিত অশ্বগণও শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অবসন্ন, ম্লান ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। কতগুলি অশ্ব শর ও তোমরের আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইয়া নানাপ্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করিতে লাগিল। মানবগণ ভূতলে নিপতিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, পিতামহ ও বন্ধুগণকে এবং কেহ কেহ ধাবমান অরাতিগণকে অবলোকন করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিখ্যাত নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সুবর্ণভূষণালঙ্কৃত ছিন্ন বাহু সমুদায় কখন উদ্ভ্রান্ত কখন বিচেষ্টিত কখন পতিত কখন উত্থিত ও কখন কম্পিত হইতে লাগিল এবং কতগুলি পঞ্চমুখ পন্নগের ন্যায় বেগে বিলুণ্ঠিত হইল। সেই চন্দনদিগ্ধ ভুজঙ্গাকার ভুজ সমুদায় রুধিরাক্ত হওয়াতে সুবর্ণধ্বজের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে চারি দিকে সেই ঘোরতর সঙ্কুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সৈন্যগণ পরস্পর পরিজ্ঞাত না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমুত্থিত ধূলিপটল ও শরনিকরে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইলে কাহারও আর আত্মপর বিবেচনা রহিল না। সেই ঘোরতর ভীষণ সংগ্রাম সময়ে বারংবার সুদীর্ঘ শোণিতনদী সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। মস্তক সকল উহাদের পাষাণ, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল, অস্থি মীন, শর শরাসন ও গদা সকল ভেলা এবং মাংস উহার পঙ্ক স্বরূপ হইল। অনেকেই সেই ভীরু জন বিত্রাসক ও শূরজন হর্ষবর্দ্ধন ভীষণ নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল।

ঐ সময় ক্রব্যাদগণ চতুর্দ্দিকে ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থল যমালয়ের ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। ভূতগণ মাংস, শোণিত ও বসা পানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কাক, গৃধ্র ও বক সমুদায় মেদ, মজ্জা, বসা ও মাংস ভক্ষণে মত্ত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। শূরগণ সেই ভীষণ সময়েও যোদ্ধার সমুচিত ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দুষ্পরিহার্য্য ভয় পরিত্যাগ করিয়া সেই শরশক্তি সমাকুল ক্রব্যাদগণ সঙ্কীর্ণ সমরাঙ্গনে স্বীয় স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ করত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য যোধ চতুর্দ্দিক্ হইতে পরস্পরকে পিতৃনাম, গোত্র নাম ও স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়া শক্তি, তোমর ও পট্টিশ দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কৌরব সেনা সকল সমুদ্রস্থ ভগ্ন তরীর ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সেই ক্ষত্রিয়গণক্ষয়কারক ভীষণ যুদ্ধ সময়ে যে স্থানে মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তক, কোশল ও নারায়ণী সেনা সমুদায়কে বিনাশ করিতেছিলেন, সেই স্থানে গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইল। সংশপ্তকগণ রোষাবিষ্ট ও জয়াভিলাষী হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে অর্জ্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় অনায়াসে সেই শরধারা নিবারণ পূর্ব্বক মহারথগণকে নিপাতিত করত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন এবং শিলানিশিত কঙ্কপত্র ভূষিত শরনিকরে সেই সমস্ত সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করত উত্তম আয়ুধধারী মহাবীর সুশর্ম্মারে আক্রমণ করিলেন। তখন মহারথ সুশর্ম্মা ও সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া জনার্দ্দনের দক্ষিণ ভুজে তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত বানরবর সুশর্ম্মার শরে আহত হইয়া সৈন্যগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাগর্জ্জন করিতে লাগিল। আপনার সৈন্যগণ সেই বানরের ভীষণ রব শ্রবণে ভয়বিহ্বলিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বিবিধ পুষ্প সমাকীর্ণ চৈত্ররথ বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর যোধগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া জলদাবলি যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহারথ ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত শর বর্ষণ করত তাঁহার সেই বিপুল রথ পরিবেষ্টন করিল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক শাণিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহারে আক্রমণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা রোষাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ধনঞ্জয়ের অশ্ব, রথচক্র, রথেষা ও রথ আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ঐ সময় অনেকে কেশবের ভুজদ্বয় এবং কেহ কেহ মহা আহ্লাদে রথস্থিত অর্জ্জুনকে ধারণ করিল। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ মহাবেগে বাহু বিকম্পিত করিয়া দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপকদিগকে অধঃপাতিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক আপনারে পরিবৃত, রথ নিগৃহীত ও কেশবকে উপদ্রুত অবলোকন করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার রথে সমারূঢ় বহুসংখ্য পদাতিরে অধঃপাতিত ও সমীপবর্ত্তী যোধগণকে আসন্ন যুদ্ধোপযোগী শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন

করত কৃষ্ণকে কহিলেন, হে যদুপুঙ্গব! ঐ দেখ, দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত অসংখ্য সংশপ্তক বিনষ্ট হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে আমা ভিন্ন এরূপ ঘোরতর রথবন্ধ সহ্য করা আর কাহারই সাধ্য নহে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপ কহিয়া দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কেশবও রোদসী পরিপূরিত করিয়া পাঞ্চজন্য নিস্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন তদ্দর্শনে বারংবার নাগাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক সংশপ্তকগণের গতিরোধ করিলেন। তাহারাও অচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন পূর্ব্বে তারকাসুর বিনাশ সময়ে পুরন্দর যেমন দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই নিশ্চেষ্ট যোধগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন ও সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয়ের নাগাস্ত্র প্রভাবে নিশ্চেষ্ট হওয়াতে কিছুই করিতে পারিল না। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন অনায়াসে তাহাদিকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ফলত তিনি ঐ সময় যাহাদিগের উদ্দেশে নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই সর্প সমুদায়ে পরিবেষ্টিত হইল।

অনন্তর মহারথ সুশর্ম্মা সেই সৈন্য সমুদায়কে নিগৃহীত নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গরুড়াস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। তাঁহার অস্ত্র প্রভাবে অসংখ্য সুপর্ণ সমুৎপন্ন হইয়া ভুজঙ্গগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হতাবশিষ্ট সর্প সমুদায় গরুড় দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সৈন্যগণ মেঘ নির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় সেই নাগাস্ত্র হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথোপরি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই মহাস্ত্র বৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া যোধগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমত এক আনতপর্ব্ব শরে অর্জ্জুনের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহারে তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই আঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় যোধগণ অর্জ্জুন নিহত হইয়াছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও ভেরী প্রভৃতি নানা প্রকার বাদিত্রের নিস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুত্থিত হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া সত্বরে ঐন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে সহস্র সহস্র শর সমুৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ ও অন্যান্য সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সংশপ্তক ও গোপালগণ নিতান্ত ভীত হইয়া কেহই ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন শূরগণ সমক্ষেই সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরগণ অস্পন্দ হইয়া তাহাদিগের মৃত্যু অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর পাণ্ডুতনয় সেই যুদ্ধে অযুত রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য ও তিন সহস্র কুঞ্জরকে নিহত করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণ হয় প্রাণ ত্যাগ না হয় শাশ্বত জয় লাভ করিব এই স্থির করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনের

সহিত তাহাদের পুনরায় মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, উলূক, সৌবল ও ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন সমুদ্রমধ্যস্থ ভগ্ন নৌকার ন্যায় স্বপক্ষীয় সেনাগণকে পাণ্ডবের ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ভীরু জনের ভয়জনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কৃপনির্মুক্ত শরনিকর শলভ সমূহের ন্যায় সৃঞ্জয়গণকে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন শিখণ্ডী রোষাবিষ্ট চিত্তে সত্বরে কৃপের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাস্ত্রবিদ্ কৃপাচার্য্যও সেই শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া সরোষ নয়নে শিখণ্ডীরে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শিখণ্ডী রোষপরতন্ত্র হইয়া অজিহ্মগামী সাত বাণে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃপ শিখণ্ডীর শরে বিদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ শিখণ্ডী সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া সত্বরে কৃপাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃপাচার্য্যও নতপর্ব্ব শরনিকরে সহসা সমাগত শিখণ্ডীরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তত্রত্য জনগণকে চমৎকৃত করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে আমরা শিখণ্ডীরে নিশ্চেষ্ট হইয়া সমরে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উহা শিলাপ্লবনের ন্যায় নিতান্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীরে কৃপের শরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অবিলম্বে গোতমনন্দনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপের রথাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া সত্বরে তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও পুত্র ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ত্বরান্বিত মহারথ নকুল ও সহদেবকে শরবর্ষণ দ্বারা নিবারণ করত আক্রমণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমসেন এবং করূষ, কৈকয় ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীরে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন তাহার প্রতি সত্বরে শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী বারংবার তলবারণ বিঘূর্ণন পূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অনতিবিলম্বে শরনিকর দ্বারা দ্রুপদপুত্রের শতচন্দ্র যুক্ত চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মহাবীর শিখণ্ডী এই রূপে চর্ম্ম বিহীন হইয়া করে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক মৃত্যুর বশীভূত আতুরের ন্যায় কৃপের বশীভূত হইলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত চিত্রকেতুসুত সুকেতু শিখণ্ডীরে কৃপের শরে পরিবৃত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট দেখিয়া সত্বরে বিবিধ শরনিকরে কৃপাচার্য্যকে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার রথাভিমুখে আগমন করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী দ্বিজবর কৃপাচার্য্যকে সুকেতুর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর সুকেতু প্রথমত নয়, তৎপরে সপ্ততি ও পুনরায় তিন বাণে কৃপকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক এক বাণে সারথির মর্ম্ম ভেদ করিলেন। কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিংশৎ

শরে সুকেতুর সমুদায় মর্ম্ম আহত করিলেন। মহাবীর সুকেতু কৃপাচার্য্যের শরাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া ভূমিকম্প কালীন পাদপের ন্যায় রথোপরি কম্পিত হইতে লাগিলেন। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য সেই অবসরে ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার উজ্জ্বল কুণ্ডল, উষ্ণীষ ও শিরস্ত্রাণ সম্বলিত মস্তক ছেদন করিয়া শ্যেনাহৃত আমিষের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে সুকেতুর কলেবরও রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইল। এই রূপে মহাবীর সুকেতু নিহত হইলে তাঁহার সৈন্যগণ কৃপকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

এ দিকে মহারথ কৃতবর্ম্মা সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিয়া আনন্দিত চিত্তে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আমিষের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ শ্যেন পক্ষিদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হয়, বৃষ্ণিপ্রবর কৃতবর্ম্মা ও পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া হার্দ্দিক্যকে নিপীড়িত করত নয় বাণে তাঁহার বক্ষস্থল আহত করিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মাও দ্রুপদতনয়ের শরে নিপীড়িত হইয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে রথ ও অশ্বের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন রথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার শরে পরিবৃত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদজালে সমাবৃত সূর্য্যের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে কনকভূষণ বিশিখজালে সেই বাণ সকল দূরীকৃত করিয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সমর নিপুণ হার্দ্দিক্যও বহু সহস্র শরে সেই সহসা সমাগত দুরাসদ শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন। তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরজাল নিবারিত দেখিয়া কৃতবর্ম্মারে নিবারণ পূর্ব্বক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত অরাতিরে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণও সিংহনাদ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরকে সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শরনিকর বর্ষণ ও বিবিধ শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজকে দিব্য মন্ত্রপূত অস্ত্রজালে পরিবৃত করত নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আর কোন বস্তুই অনুভূত হইল না। সেই অতি বিস্তীর্ণ রণস্থল কেবল শরময় হইল। স্বর্ণজাল জড়িত শরনিকর গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরনিকরে পরিবৃত হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল। তখন অন্তরীক্ষচারী কোন প্রাণী আর উড্ডীন হইতে সমর্থ হইল না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। ঐ সময় সমরলালস শিনিপ্রবীর সাত্যকি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সৈনিকগণ দ্রোণপুত্রের হস্তলাঘব সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কোন ক্রমেই পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারথ ভূপালগণও সেই প্রখর দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্রোণাত্মজকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, পাঞ্চাল ও দ্রৌপদীর তনয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে

স্বীয় সৈন্যদিগকে বধ্যমান দেখিয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সপ্তবিংশতি শরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সুবর্ণ খচিত সাত নারাচে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ ত্রিসপ্ততি, প্রতিবিন্ধ্য সাত, শ্রুতকর্ম্মা তিন, শ্রুতকীর্ত্তি সাত, সুতসোম নয়, শতানীক সাত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে চতুর্দ্দিক্ হইতে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র তাঁহাদের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সাত্যকিরে পঞ্চবিংশতি, শ্রুতকীর্ত্তিরে নয়, সুতসোমকে পাঁচ, শ্রুতবর্ম্মারে আট, প্রতিবিন্ধ্যকে তিন, শতানীককে নয়, ধর্ম্মপুত্রকে পাঁচ ও অন্যান্য বীরগণকে দুই দুই শরে নিপীড়ন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে শ্রুতকীর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শ্রুতকীর্ত্তি অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামারে প্রথমত তিন শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় শর বর্ষণ পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে ধর্ম্মরাজের কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্ততি শরে অশ্বত্থামার বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে অশ্বত্থামার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ সত্বরে শক্তি দ্বারা সাত্যকির সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অনতিবিলম্বেই অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে যুযুধানকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকির অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন যুধিষ্ঠির প্রমুখ বীরগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাত্মজের উপর মহাবেগে অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামাও সেই মহাবেগে সমাগত শর সমুদায় হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎপরে হুতাশন যেমন তৃণরাশি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তিনি শরানলে পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তিমি যেমন নদীমুখ ক্ষুভিত করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডব সৈন্যগণকে আলোড়িত করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য সকলেই দ্রোণপুত্রের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বলিয়া অবধারণ করিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দ্রোণাত্মজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরুপুত্র! আজি তুমি যখন আমারে সংহার করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তখন বোধ হইতেছে, তোমার অন্তঃকরণে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার লেশ মাত্র নাই। দেখ, তপোনুষ্ঠান, দান ও অধ্যয়নই ব্রাহ্মণের কার্য্য, আর ধনুর্দ্ধারণ করা ক্ষত্রিয়েরই কর্ত্তব্য; অতএব তুমি যখন ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করিতেছ, তখন তুমি নাম মাত্র ব্রাহ্মণ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, হে ব্রাহ্মণাধম! অদ্য আমি তোমার সমক্ষেই কৌরবদিগকে পরাজয় করিব, তুমি এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে হাস্যমুখে প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন পূর্ব্বক কিছু মাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া প্রজা সংহারে প্রবৃত্ত অন্তকের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহারে অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগি-

লেন। তখন ধর্ম্মরাজ দ্রোণপুত্রনির্ম্মুক্ত শরজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া সেই বহুল বল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে তথা হইতে কৌরব সৈন্য সংহারার্থ প্রস্থান করিলেন। দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামাও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ কর্ণ চেদি ও কৈকেয় পরিবৃত ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বয়ং অবরোধ করিয়া শরনিকরে নিবারণ করিলেন। তৎপরে তিনি মহাবীর ভীমেরই সমক্ষে চেদি, কারূষ ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৃণদহন প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় রোষে প্রজ্বলিত হইয়া কৌরব সৈন্যাভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল, কেকয় ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে ক্ষত্রিয়গণ সেই অনল সঙ্কাশ তিন মহারথ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত ও বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নয় বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে তাঁহার চারিটি অশ্বকে নিপীড়িত করিলেন এবং খরধার ক্ষুর দ্বারা সহদেবের কাঞ্চনধ্বজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল সাত ও সহদেব পাঁচ শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও পাঁচ পাঁচ শরে তাঁহাদের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া দুই ভল্লে শরাসন ও শর ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদিগকে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন দেবকুমার তুল্য মহাবীর নকুল ও সহদেব অবিলম্বে ইন্দ্রচাপ সদৃশ অন্য দুই কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক মহামেঘ যেমন পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলীকৃত ও শরনিকর অনবরত নিপতিত হইতেছে, ইহাই নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি দিবাকরের করজালের ন্যায় শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে রণস্থল শরময় ও নভস্থল শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলে নকুল ও সহদেবের রূপ কালান্তক যমের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া যমজ নকুল ও সহদেবকে যমরাজের সন্নিহিত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব সেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল ও সহদেবকে অতিক্রম পূর্ব্বক দুর্য্যোধন সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া শরনিকরে তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রোধনস্বভাব দুর্য্যোধনও ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রথমতঃ পঞ্চবিংশতি ও তৎপরে পঞ্চষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সশর শরাসন ও হস্তাবাপ ছেদন পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন রোষকাষায়িত লোচন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্ববীর্য্য প্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভার সহনক্ষম অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের সংহার বাসনায় বিনিঃসৃত পন্নগের ন্যায় পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শিলা শিশিত নারাচনিকর পরিত্যক্ত হইবামাত্র দুর্য্যোধনের

সুবর্ণ খচিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া মহাবেগে বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ, ছিন্নবর্ম্মা ও জর্জ্জরীকৃত কলেবর হইয়া বসন্ত কালে কুসুম সমূহ সুশোভিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক সত্বরে দশ সায়কে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। সেই কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচ নিকর দ্রুপদ-তনয়ের আননে সংলগ্ন হইয়া প্রফুল্ল কমল মধ্যস্থ মধুলোলুপ ভ্রমরপংক্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে অন্য এক ধনু ও ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিলেন এবং পাঁচ ভল্লে দুর্য্যোধনের অশ্ব ও সারথিরে সংহার করিয়া এক ভল্লে শরাসন ছেদন পূর্ব্বক দশ ভল্লে তাঁহার সুসজ্জিত রথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা ও ধ্বজ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পার্থিবগণ দুর্য্যোধনের হেমাঙ্গদ সমলঙ্কৃত বিচিত্র মণিময় নাগধ্বজ খণ্ড খণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। ঐ সময় কুরুরাজের ভ্রাতৃগণ তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজা দণ্ডধার ধৃষ্টদ্যুম্ন সমক্ষে অসম্ভ্রান্ত মনে দুর্য্যোধনকে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

এ দিকে মহাবীর কর্ণ সাত্যকিরে পরাজয় করিয়া দুর্য্যোধনের হিতার্থে দ্রোণঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকিও কুঞ্জর যেমন প্রতিপক্ষ কুঞ্জরের জঘনদেশে দশনাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের পশ্চাদ্ভাগে শরনিকর নিক্ষেপ করত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যস্থলে বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় কোন বীরই তৎকালে সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

অনন্তর মহারথ কর্ণ সত্বরে পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে উভয় পক্ষে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন পাঞ্চালগণ, বিহঙ্গেরা যেরূপ আবাস বৃক্ষে ধাবমান হয়, তদ্রূপ কর্ণকে পরাজয় করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্ম্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়, শুক্র, রোচমান ও সিংহসেন এই কয়েকটি পাঞ্চাল দেশীয় প্রধান বীরকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ সমুদায় বীরেরা রথ সমূহ দ্বারা মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। সূতপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত সেই আট জন মহাবীরকে সুনিশিত আট শরে আহত করিয়া সমরবিশারদ অন্যান্য অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি জিষ্ণু, জিষ্ণুকর্ম্মা, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্রায়ুধ, চিত্র, হরি, সিংহকেতু, রোচমান ও শলভ এবং চেদি দেশীয় বহুসংখ্য মহারথকে বিনাশ করিলেন। ঐ বীরগণের বধসাধন সময়ে কর্ণের কলেবর রুধিরলিপ্ত হইয়া রুদ্রদেবের দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় করিনিকর কর্ণশরে তাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া রণস্থল একান্ত আকুলিত করত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি কর্ণশরে নিহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্র বিদলিত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। নিহত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের

দেহে সূতপুত্রের গমন পথ সমাকীর্ণ হইল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ তৎকালে যেরূপ কার্য্য করিলেন, আপনার পক্ষীয় ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কোন যোদ্ধাই রণস্থলে সেরূপ অদ্ভুত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই। ঐ মহাবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণকে বিনষ্ট করিলেন এবং সিংহ যেমন মৃগযূথ মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ তিনি পাঞ্চালগণের মধ্যে নিঃশঙ্ক চিত্তে সঞ্চরণ করত তাহাদিগকে দ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহারথ সিংহের মুখ কুহরে প্রবিষ্ট মৃগগণের ন্যায় সূতপুত্রের সমক্ষে সমাগত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যগণ যেমন অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ সৃঞ্জয়গণ কর্ণের রোষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে চেদি, কৈকেয় ও পাঞ্চালগণ মধ্যে অনেকেই কর্ণের শর সমাহত হইয়া স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক নিহত হইল। তৎকালে মহাবীর কর্ণের পরাক্রম দর্শনে আমার বোধ হইয়াছিল যে, পাঞ্চালগণ মধ্যে কোন বীরই জীবিতাবস্থায় কর্ণের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণশরে পাঞ্চালগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, জনমেজয়, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও প্রভদ্রকগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য বীর অগ্রসর হইয়া কর্ণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র, গরুড় যেমন পন্নগগণকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ একাকী সেই সমস্ত চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় তাহাদিগের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দিবাকর যেমন অন্ধকার নিরাস করেন, তদ্রূপ মহাবীর সূতপুত্র একাকীই অনাকুলিত চিত্তে সেই একত্র সমবেত শরনিকরবর্ষী বীরদিগকে পরাভূত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে পাণ্ডবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে যমদণ্ড সদৃশ শরজাল দ্বারা চতুর্দ্দিকে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী বাহ্লীক, কৈকেয়, মৎস্য, বাসাত্য, মদ্র ও সৈন্ধবদিগের সহিত ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া অলৌকিক শোভা ধারণ করিলেন। করিনিকর তাঁহার নারাচে মর্ম্মদেশে সাতিশয় তাড়িত হইয়া মেদিনীমণ্ডল বিকম্পিত করত আরোহীর সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। আরোহি বিহীন অশ্ব সমুদায় ও পদাতিগণ ভীম শরে নির্ভিন্ন কলেবর হইয়া অনবরত রুধির বমন পূর্ব্বক সমর শয্যায় শয়ন করিল। অসংখ্য রথী ভীম ভয়ে নিতান্ত ভীত ও পতিতাস্থুধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রণস্থল অশ্বারোহী, সারথি, পদাতি, অশ্ব, গজ ও ভীমের সায়ক সমুদায়ে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীম ভয়ে ভীত, প্রভাহীন, উৎসাহ শূন্য ও দীনভাবাপন্ন হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থান করত শরৎকালীন নিশ্চেষ্ট মহাসাগরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া রুধিরধারায় সমাচ্ছন্ন হইল। এই রূপে মহাবীর সূতপুত্র পাণ্ডব সৈন্যদিগকে ও ভীমসেন কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর অদ্ভুত সংগ্রাম সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন বহু সংখ্যক

সংশপ্তককে নিহত করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! এ ক্ষণে এই বল সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। মহারথ সংশপ্তকগণ আমার বাণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া সিংহশব্দার্ত্ত মৃগযূথের ন্যায় অনুগামীদিগের সহিত পলায়ন করিতেছে। এ দিকে সৃঞ্জয় সৈন্যগণ কর্ণশরে বিদলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধীমান্ কর্ণের হস্তিকক্ষা ধ্বজ সৈন্যমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ মহাবীর মহাআহ্লাদে যুধিষ্ঠিরের বলমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অন্য কোন মহারথই উঁহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমিও সূতপুত্রের বল পরাক্রম অবগত আছ। অতএব আমার মতে অন্যান্য বীরগণকে পরিত্যাগ করিয়া সূতপুত্র যে স্থানে আমাদিগের সৈন্য বিদ্রাবিত করিতেছে, সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য। অথবা তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই অনুষ্ঠান কর।

মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে পাণ্ডব! অবিলম্বে কৌরবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! তখন ধনঞ্জয়ের হংসবর্ণ সুবর্ণ ভূষণালঙ্কৃত অশ্বগণ কেশব কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রবেশ কালে আপনার সৈন্যগণ চারি দিকে ধাবমান হইল। ধনঞ্জয়ের সেই কম্পিত পতাকা বিরাজিত মেঘ গম্ভীরগর্জ্জন বানরধ্বজ মহারথও বিমান যেমন স্বর্গে গমন করে, তদ্রূপ অনায়াসে কৌরব সৈন্যমধ্যে গমন করিল। এই রূপে সেই সমরনিপুণ রোষারুণনেত্র মহাবীর কেশব ও অর্জ্জুন তলশব্দে সংক্রুদ্ধ মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় ক্রোধান্বিত চিত্তে সেই বিপুল সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক সমাহূত, যজ্ঞস্থলে সমাগত অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন রথ ও অশ্ব সমুদায়কে মর্দ্দিত করত পাশধারী অন্তকের ন্যায় বাহিনীমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সৈন্যমধ্যে ধনঞ্জয়কে বিক্রম প্রকাশ করিতে অবলোকন করিয়া পুনরায় সংশপ্তকগণকে অভিমুখীন হইতে আদেশ করিলেন। বীরগণ তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র সহস্র রথ, তিন শত হস্তী, চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্ব ও দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধারী যুদ্ধকোবিদ পদাতি সমভিব্যাহারে একবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন অরাতি নিপাতন ধনঞ্জয় সংসপ্তকগণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বীয় উগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার মূর্ত্তি সকলেরই প্রেক্ষণীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার সৌদামিনী সমপ্রভ সুবর্ণ ভূষিত অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুনন্দন চতুর্দ্দিকে সরলাগ্র সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন সমুদায় প্রদেশ সর্পে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার তলশব্দে সমুদ্র, পর্ব্বত, ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিকম্পিত হইতেছে।

হে মহারাজ! এই রূপে মহারথ পাণ্ডুনন্দন দশ সহস্র নরপালকে নিপাতিত করিয়া সত্বরে সংশপ্তক সৈন্যের প্রপক্ষে গমন করিলেন। সংশপ্তকদিগের প্রপক্ষ কাম্বোজগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তথায় সমুপস্থিত হইয়া পুরন্দর যেমন দানবদিগকে বিদলিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সৈন্যগণকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্ল দ্বারা আততায়ী অরাতিগণের শস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহারা অর্জ্জুনশরে অঙ্গ প্রত্য-

ঙ্গবিহীন ও আয়ুধ শূন্য হইয়া বহু শাখা সঙ্কুল বাতাহত বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তীনন্দন দুই অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার পরিঘাকার ভুজদ্বয় ও ক্ষুর দ্বারা পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মস্তক ছেদন করিলেন। কমললোচন প্রিয়দর্শন সুদক্ষিণানুজ অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া শোণিতার্দ্র কলেবরে বজ্রবিদারিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায়, কাঞ্চনস্তম্ভের ন্যায়, ভগ্ন সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায়, বাহন হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর পুনরায় অতি অদ্ভুত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধে যোধগণের নানাপ্রকার অবস্থা ঘটিতে লাগিল। অর্জ্জুনের এক এক বাণে কাম্বোজ, যবন ও শকদেশ সমুদ্ভূত অনেকানেক অশ্ব নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবর হওয়াতে সমুদায়ই লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ সময় অশ্ব সারথি বিহীন রথী, আরোহি শূন্য অশ্ব, মহামাত্রহীন হস্তী ও হস্তিবিহীন মহামাত্রগণ পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে ঘোরতর জনক্ষয় হইয়া উঠিল।

এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের পক্ষ ও প্রপক্ষ বিনষ্ট করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা সুবর্ণ ভূষিত কোদণ্ড বিধূনিত করত সূর্য্যের করজাল সদৃশ ঘোরতর শরজাল গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় সত্বরে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ সেই মহাবীরের অনবরত নিক্ষিপ্ত উগ্রতর শরনিকরে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা হৃষীকেশকে রথোপরি অবস্থিত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় প্রচণ্ড শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন রথস্থিত কেশব ও ধনঞ্জয় উভয়েই সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। ঐ সময় প্রবলপ্রতাপ দ্রোণতনয় তীক্ষ্ণ শরনিকরে জগতের রক্ষক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নিশ্চেষ্ট করিলে কি স্থাবর কি জঙ্গম সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। সিদ্ধ ও চারণগণ জগতের হিত চিন্তা করত চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত হইলেন। হে মহারাজ! সেই যুদ্ধে অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া যে রূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কখনই আমার সে রূপ পরাক্রম নয়নগোচর হয় নাই। ঐ সময় সিংহগর্জ্জনের ন্যায় দ্রোণপুত্রের অরাতিবিত্রাসক কার্ম্মুকশব্দ বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তাঁহার শরাসনজ্যা মেঘমধ্যস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন তাদৃশ দৃঢ়হস্ত ও ক্ষিপ্রকারী হইয়াও তৎকালে অশ্বত্থামারে অবলোকন পূর্ব্বক নিতান্ত মুগ্ধের ন্যায় আপনার পরাক্রম নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামার মুখমণ্ডল ও কলেবর অতি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ও আচার্য্যপুত্রের এই রূপ ভীষণ সংগ্রামে অশ্বত্থামা অধিকবল ও ধনঞ্জয় ন্যূনবল হইলে মহাত্মা হৃষীকেশ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে দগ্ধ করতই যেন বারংবার অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং প্রণয় বাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাত! আজি দ্রোণপুত্র তোমারে অতিক্রম করাতে আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আজি কি তোমার বলবীর্য্য অবসন্ন হইয়াছে?

তোমার হস্তে বা রথে কি গাণ্ডীব শরাসন বিদ্যমান নাই? তোমার মুষ্টি ও বাহুদ্বয়ের কি কোন আঘাত হইয়াছে? আজি কি নিমিত্ত দ্রোণতনয়কে উদ্দৃপ্ত দেখিতেছি? হে ধনঞ্জয়! গুরুপুত্র বোধে উহাঁরে উপেক্ষা করিও না। ইহা উপেক্ষার সময় নহে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এই রূপ কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় চতুর্দ্দশ ভল্ল গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে দ্রোণতনয়ের ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, রথ, শক্তি, গদা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সত্বরে তাঁহার জক্রদেশে দৃঢ়রূপে বৎসদন্ত শরনিকর প্রহার করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র সেই আঘাতেই মূর্চ্ছিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার সারথি তাঁহারে শরপীড়িত ও বিসংজ্ঞ অবলোকন করিয়া পরিত্রাণার্থ রথ লইয়া অপসৃত হইল। ঐ অবসরে শত্রুতাপন ধনঞ্জয় মহাবীর দুর্য্যোধনের সমক্ষেই আপনার অসংখ্য সৈন্যগণকে বিনাশ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে এই রূপ কৌরব সৈন্যগণের ঘোরতর বিনাশ উপস্থিত হইল। ঐ সময় ক্ষণকাল মধ্যেই মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে, বৃকোদর কৌরবগণকে এবং কর্ণ পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিলেন। এই রূপে বীরজনক্ষয় কারক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সমরাঙ্গনে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির সমরবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া সমরস্থল হইতে এক ক্রোশ দূরে গমন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া মদ্ররাজ শল্য ও অন্যান্য মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া সূতপুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কর্ণ! আত্মসদৃশ বলবিক্রমশালী ব্যক্তিদিগের সহিত সংগ্রাম ক্ষত্রিয়দিগের প্রার্থনীয়; এ ক্ষণে তাহা উপস্থিত হইয়াছে। এই রূপ সমর ক্ষত্রিয়দিগের সুখজনক, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে উহাদিগের স্বর্গদ্বার স্বেচ্ছাক্রমে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অতএব এ ক্ষণে শূরগণ হয় সমরে পাণ্ডবগণকে নিপাতিত করিয়া বিশাল পৃথিবী প্রাপ্ত হউন অথবা অরাতিহস্তে নিহত হইয়া বীরলোকে গমন করুন।

হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাদিত্র নিস্বন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করত কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! আমার পিতা সমুদায় সৈন্যগণের ও তোমাদিগের সমক্ষে শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি সেই ক্রোধে ও মিত্রের হিত সাধনার্থ তোমাদিগের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ বর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। যদি আমার এ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমার স্বর্গলাভ হইবে না। অদ্য কি অর্জ্জুন, কি ভীমসেন, যে ব্যক্তি সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিবে, আমি শরনিকরে তাহারেই নিহত করিব।

মহাবীর অশ্বত্থামা এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিলে সমুদায় কৌরব সেনা মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ও পাণ্ডবগণ কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর উভয় পক্ষীয় রথীদিগের মহাপ্রলয় কল্প অতিভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন দেবগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ জনস-

রাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই নর-বীরগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। অপ্সরারা আহ্লাদিত চিত্তে বিবিধ দিব্য মাল্য গন্ধ ও রত্ন দ্বারা স্বকর্ম্মনিরত নরবীরগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধবহ সেই সুগন্ধ লইয়া সমস্ত যোধগণকে আমোদিত করিতে লাগিল। যোধগণ সুগন্ধি সমীরণ সংস্পর্শে সমাহ্লাদিত হইয়া পরস্পর আঘাত করত ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভূমণ্ডল, দিব্য মাল্য, সুবর্ণপুঙ্খ বিচিত্র নিশিত শরনিকর ও যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া তারকাচ্ছন্ন বিচিত্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন দেবগন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অন্তরীক্ষচারিগণ সাধুবাদ দ্বারা সেই জ্যানির্ঘোষ, নেমিনিস্বন ও সিংহনাদ সমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলকে অধিকতর সমাকুল করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন, কর্ণ ও ভীমসেন রোষান্বিত হইলে মহীপালগণের এই রূপ মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্য মহারথগণকে পরাজয় করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, পাণ্ডব সেনা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণও আমাদের পক্ষীয় মহারথগণকে নিপীড়িত করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা তাঁহার ধ্বজদণ্ড আমার নেত্রগোচর হইতেছে না। দিবসের দুই ভাগ গত হইয়াছে, এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট আছে। বিশেষত এ ক্ষণে কৌরব পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছে না। অতএব তুমি এই সময় আমার প্রিয় সাধনের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে যাত্রা কর। আমি ধর্ম্মরাজকে কুশলী দেখিয়া পুনরায় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। বাসুদেব ধনঞ্জয় বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজ সমীপে রথ চালন করিলেন।

ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মহারথ সৃঞ্জয়গণ প্রাণপণে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সেই সংগ্রাম ভূমিতে অসংখ্য বীরকে নিহত অবলোকন করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের দুর্নীতি নিবন্ধন পৃথিবীস্থ অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছেন। হতজীবিত বীরগণের সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন, মহামূল্য তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত পন্নগ সদৃশ তৈলধৌত নারাচ, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টিযুক্ত হেম খচিত খড়্গ, হেমভূষিত চর্ম্ম, সুবর্ণ বিকৃত প্রাস, কনক ভূষণ শক্তি, স্বর্ণপট্টে বদ্ধ বিপুল গদা, কাঞ্চনময়ী যষ্টি, হেমভূষিত পট্টিশ, কনকদণ্ডযুক্ত পরশু, লৌহময় কুন্ত, ভীষণ মুষল, বিচিত্র শতঘ্নী, বিপুল পরিঘ এবং চক্র ও তোমর ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে। বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোধ গদা প্রহারে চূর্ণ কলেবর, মুষলাঘাতে ভিন্ন মস্তক, এবং হস্তী অশ্ব ও রথ দ্বারা মথিত হইয়াছেন। রণভূমি বিবিধ শর, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, কুন্ত, পরশু ও অশ্বগণের খুরের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন শোণিতাক্ত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের শরীর এবং বীরগণের হেমভূষিত কেয়ুরান্বিত সতলত্র চন্দন চর্চ্চিত ছিন্ন বাহু, অঙ্গুলিত্র সম্বলিত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, করিশুণ্ডোপম উরু ও চূড়ামণি বিভূষিত কুণ্ডলান্বিত মস্তক সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ শোণিতদিগ্ধ কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত হওয়াতে সমর ভূমি শান্তজ্বাল

হুতাশনে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, কিঙ্কিণীজালজড়িত বহুধা ভগ্ন অসংখ্য রথ, শরাহত বিনির্গতান্ত্র অশ্ব, অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, বিবিধ ধ্বজ, রথিগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুবর্ণ চামর, পর্ব্বতাকার নিষ্কাশিতজিহ্ব মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা শোভিত নিহত অশ্ব, গজবাজিগণের পৃষ্ঠস্থ বিচিত্র চিত্রকম্বল, সুবর্ণমণ্ডিত রথাঙ্কুশ, পতিত মাতঙ্গগণের শরীরাঘাতে বহুধা ভগ্ন ঘণ্টা, বৈদুর্য্যদণ্ড, অঙ্কুশ, অশ্বারোহিগণের ভুজাগ্রবদ্ধ সুবর্ণ বিকৃত কশা, বিচিত্র মণিখচিত সুবর্ণ সমলঙ্কৃত রঙ্কু চর্ম্ম নির্ম্মিত অশ্বাস্তরণ, নরেন্দ্রগণের চূড়ামণি, বিচিত্র কাঞ্চনমালা, ছত্র ও ব্যজন সকল চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বীরগণের চন্দ্রনক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল চারু কুণ্ডলমণ্ডিত শ্মশ্রুযুক্ত বদনমণ্ডল দ্বারা বসুধা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে দৃঢ়তর সমাহত ও নিপতিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতেছে এবং উহাদের জ্ঞাতিবর্গ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করত উহাদিগের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ক্রোধপরতন্ত্র বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ জীবিত হীন যোধগণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অন্যান্য বীরগণের সহিত সংগ্রামার্থ গমন করিতেছে। সমর সমাহত শয়ান জ্ঞাতিগণ জল প্রার্থনা করাতে অনেকে সলিলানয়নার্থে সত্বরে গমন করিতেছে। অনেকে বান্ধবদিগের নিমিত্ত জল আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বিচেতন দেখিয়া জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক চীৎকার করত ধাবমান হইতেছে। কেহ কেহ জল পান করিয়া ও কেহ কেহ জলপান করিতে করিতেই প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। বান্ধবপ্রিয় বীরগণ সেই প্রিয় বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ ধাবমান হইতেছে এবং অন্যান্য যোধগণ অধরোষ্ঠ দংশন ও ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিতেছে। হে মহারাজ! বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই রূপ কহিতে কহিতে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও ধর্ম্মরাজের দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া কৃষ্ণকে বারংবার ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পাণ্ডব! ঐ দেখ, কৌরব পক্ষীয় পার্থিবগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইতেছে। রণস্থলে কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন সমরে ধাবমান হইতেছেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছে। পাণ্ডব সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে নিপীড়িত করাতে তাহারা পলায়নে প্রবৃত্ত হইতেছে। মহাবীর কর্ণ পলায়ন পরায়ণ কৌরব সৈন্যগণকে অবরোধ করিতেছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামে গমন করিতেছেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে এবং সৃঞ্জয়গণ সংগ্রামে নিহত হইতেছে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এই রূপে অর্জ্জুনকে সমুদায় সংগ্রাম বিবরণ কহিলেন। অনন্তর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় সৈনিকগণ প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। হে রাজন্! কেবল আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে উভয় পক্ষের এই রূপ ক্ষয় উপস্থিত হইল।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব ও সূতপুত্র প্রমুখ কৌরবগণ নির্ভয়ে পুনরায় সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত হই-

লেন। তখন পাণ্ডবগণের সহিত কর্ণের যমরাজ্য বিবর্দ্ধন অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। সেই তুমুল যুদ্ধে শোণিতস্রোত প্রবাহিত ও সংশপ্তকগণ অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ পাণ্ডবগণ অন্যান্য ভূপালবর্গ সমভিব্যাহারে সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কর্ণ সেই সমস্ত বিজয়াভিলাষী প্রহৃষ্টচিত্ত বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া পর্ব্বত যেমন জল প্রবাহকে অবরোধ করে, তদ্রূপ একাকীই তাঁহাদিগের গতি রোধ করিলেন। তখন জলস্রোত যেমন অচলে সংলগ্ন হইয়া ইতস্তত প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ সেই মহারথগণ সূতপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আনতপর্ব্ব শর দ্বারা কর্ণকে প্রহার করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণও বিজয় নামক উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক কম্পিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের আশীবিষোপম শর ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক নয় শরে তাঁহারে তাড়িত করিলেন। সূতপুত্র নির্ম্মুক্ত শরনিকর ধৃষ্টদ্যুম্নের স্বুবর্ণ মণ্ডিত বর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত হইয়া ইন্দ্রগোপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারথ দ্রুপদতনয় সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক শরাসন ও শরনিকর গ্রহণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব সপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সূতপুত্র ও আশীবিষ সদৃশ শরনিকর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরজালে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথ সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদনন্দনের প্রতি এক যমদণ্ড সদৃশ ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত ঘোররূপ শর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুধানকে শরনিকরে নিবারণ করত সাত নারাচে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকিও হেমমণ্ডিত সুনিশিত শরজালে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ আশ্চর্য্য যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করিলেও অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ ও সাত্যকির সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে সকলেরই কলেবর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

এই অবসরে মহাবীর অশ্বত্থামা শত্রুদমন ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে ব্রহ্মঘাতক! তুই ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান কর, আজি জীবিতাবস্থায় কদাচ আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবি না। মহাবীর দ্রোণতনয় এই বলিয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রযত্ন সহকারে ক্ষিপ্রহস্তে সুনিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে সন্দর্শন পূর্ব্বক উঁহারে যেমন আপনার মৃত্যু স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এ ক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামারে স্বীয় মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালান্তক যম সদৃশ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনারে সংগ্রামে শস্ত্রের অবধ্য বিবেচনা করিয়া মহাবেগে অন্তকপ্রতিম অশ্বত্থামার অভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ অশ্বত্থামাও ক্রোধভরে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীর দ্বয় পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর প্রবল প্রতাপ-

শালী মহাবীর অশ্বত্থামা সন্নিহিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পাঞ্চালাপসদ! আজি আমি তোমারে নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিব। পূর্ব্বে তুমি আমার পিতারে সংহার করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ, অদ্য সেই পাপ তোমারে সাতিশয় সন্তপ্ত করিবে। রে মূঢ়! যদি তুমি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া রণস্থলে অবস্থান কর, অথবা সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ না হও, তাহা হইলে অবশ্যই তোমারে সংহার করিব। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ! আমার যে অসিদণ্ড তোমার সমরলালস পিতার বাক্যে উত্তর প্রদান করিয়াছিল, এ ক্ষণে সেই খড়্গই তোমারও এই বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। আমি যখন ব্রাহ্মণাধম দ্রোণকে বিনাশ করিয়াছি, তখন কি নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তোমারে নিহত না করিব? পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামারে সুনিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও যোধগণ সেই দ্রোণপুত্র নির্ম্মুক্ত শরনিকর প্রভাবে এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও সূতপুত্রের সমক্ষে অশ্বত্থামারে শরনিকরে তিরোহিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ একাকীই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, যুধামন্যু ও সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরদ্বারা অশ্বত্থামার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অবিলম্বে সেই ছিন্নকার্ম্মুক পরিত্যাগ ও অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আশীবিষোপম শরনিকর বর্ষণ করত নিমেষ মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের শক্তি, শরাসন, গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও রথ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপে ছিন্নকার্ম্মুক, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয় সেই ভগ্নরথ হইতে অবতীর্ণ না হইতে হইতেই ভল্ল দ্বারা তাঁহার অসিদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; তদ্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে দ্রুপদনন্দনের রথ ভগ্ন, অশ্ব নিহত, শরাসন ও খড়্গ ছিন্ন এবং শরাঘাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইলেও অশ্বত্থামা কোন ক্রমেই সায়ক দ্বারা তাঁহারে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন না। দ্রোণপুত্র যখন দেখিলেন যে, অস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তখন তিনি কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভুজগ গ্রহণলোলুপ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে দ্রুপদতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! ঐ দেখ, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। অতএব এ ক্ষণে তুমি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে মোচন কর। নচেৎ অশ্বত্থামা অবশ্যই উহাঁরে সংহার করিবে। মহাত্মা বাসুদেব এই বলিয়া অশ্বত্থামার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রসন্নিভ অশ্বগণ গগনতল পান করতই যেন দ্রোণপুত্রের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামারে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব

নির্মুক্ত সেই সমুদায় শর বল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় অশ্বত্থামার দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণাত্মজ সেই অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথে আরোহণ ও কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়কে সায়ক সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে মহাবীর সহদেব অরাতি তাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাহু যুগল ও বক্ষস্থলে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় রোষ পরবশ হইয়া দ্রোণপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অশ্বত্থামার আস্যদেশে নিপতিত হইল। মহারথ দ্রোণনন্দন সেই শরাঘাতে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহারে তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে অপবাহিত করিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিজয় শরাসন আকর্ষণ ও ধনঞ্জয়কে বারংবার নিরীক্ষণ করত তাঁহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার বাসনা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোচিত ও দ্রোণাত্মজকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বিবিধ বাদিত্র সমুদায় বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! এ ক্ষণে তুমি সংশপ্তকগণের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। উহাদিগকে বিনাশ করাই আমার প্রধান কার্য্য। তখন বাসুদেব সেই মনোমারুতগামী পতাকা পরিশোভিত রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়ের রথ চালন করত তাঁহারে কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, কৌরব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধরগণ তোমার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় দ্রুত বেগে উহাঁর অনুগমন করিতেছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ অপরিমিত বলশালী পাঞ্চালগণ ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ ক্রোধভরে উহাঁর পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। কবচধারী রাজা দুর্য্যোধনও রথারোহণ পূর্ব্বক আশীবিষ সদৃশ যুদ্ধ বিশারদ ভ্রাতৃগণের সহিত সর্ব্বলোকাধিপতি যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতেছে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণও ধর্ম্মরাজের নিধন কামনায় রত্ন গ্রহণে ধাবমান অর্থলোলুপের ন্যায় উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অনল ও পুরন্দর যেমন অমৃত হরণোদ্যত দৈত্যগণকে রোধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেন ধর্ম্মরাজের অভিমুখে গমনোদ্যত কৌরব সৈন্যগণের গতি রোধ করিতেছেন; কিন্তু মহারথগণের সংখ্যা অধিক হওয়াতে উহারা শঙ্খ বাদন, শরাসন বিঘূর্ণন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করত ঐ বীর দ্বয়কে অতিক্রম করিয়া সমুদ্র গমনোদ্যত বর্ষাকালীন জলরাশির ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতেছে। এ ক্ষণে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের আয়ত্ত হওয়াতে উহাঁরে কালগ্রাসে পতিত ও হুতাশনে আহুত বলিয়া বোধ হইতেছে। এ ক্ষণে দুর্য্যোধনের যেরূপ কৌরব সৈন্য অবলোকন করিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার

নিকট হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ নহেন। হে পার্থ! ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় তেজস্বী শরধারাবর্ষী ক্ষিপ্রহস্ত মহাবীর দুর্য্যোধনের শরবেগ সহ্য করা কাহার সাধ্য? মহাবীর দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ ইহঁাদিগের এক এক জনের বাণবেগে পর্ব্বতও বিশীর্ণ হইয়া যায়। হে ধনঞ্জয়! যুদ্ধবিশারদ শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির অদ্য এক বার কর্ণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। ফলত সূতপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকে পীড়ন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য মহারথেরাও তাঁহারে প্রহার করিয়াছে। উপবাসব্রতধারী ভরতসত্তম ধর্ম্মরাজ নিয়ত ক্ষমাগুণে ভূষিত; ক্ষত্রিয় জনোচিত নিষ্ঠুরাচরণে সমর্থ নহেন। উনি কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়াতে উহাঁর জীবন নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! যখন অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন বারংবার কৌরবগণের সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ সহ্য করিতেছেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অবশ্যই অমঙ্গল ঘটনা হইয়াছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিহত কর বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতেছে। মহারথগণ স্থূণাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, পাশুপতাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রজালে রাজারে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ জলনিমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধার বাসনায় ধাবমান বলবান্ ব্যক্তিদিগের ন্যায় সত্বরে ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি অরাতিশরে নিতান্ত ব্যথিত ও অবসন্ন হইয়াছেন। উহাঁর রথকেতু আর নয়নগোচর হয় না; উহা নিঃসন্দেহ কর্ণের শরে ছিন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, মাতঙ্গ যেমন নলিনীবনকে বিদলিত করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক এবং পাঞ্চাল ও চেদিগণের সমক্ষেই পাণ্ডব সেনা বিনাশ করিতেছে। হে পাণ্ডুনন্দন! ঐ দেখ, তোমাদিগের মহারথগণ রথ লইয়া কিরূপে ধাবমান হইয়াছে। মাতঙ্গগণ কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করত দশ দিকে পলায়ন করিতেছে এবং সূতপুত্রের হস্তিকক্ষা কেতু ইতস্তত সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ শত শত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাণ্ডব সেনাগণকে বিনাশ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। পাঞ্চালগণ কর্ণশরে বিদ্রাবিত হইয়া পুরন্দর বিদলিত দৈত্যগণের ন্যায় চারি দিকে পলায়ন করিতেছে। এ ক্ষণে মহাবীর কর্ণ পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে পরাজিত করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে, ঐ বীর তোমারে অন্বেষণ করিতেছে। মহাবীর সূতনন্দন এ ক্ষণে কার্ম্মুক বিস্ফারিত করত শত্রুজয়ে পরমাহ্লাদিত সুরগণ পরিবেষ্টিত পুরন্দরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, কৌরবগণ রাধেয়ের বিক্রম দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিত্রাসিত করিতেছে। মহাবীর কর্ণ আমাদিগের সৈন্যগণের মনে ভয় সঞ্চারিত করিয়া কৌরব সৈন্যদিগকে কহিতেছে, হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও; তোমাদিগের মঙ্গল হউক; যেন সৃঞ্জয়গণ জীবিত সত্ত্বে তোমাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারে; আমরাও তোমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি। হে পার্থ! সূতপুত্র এই বলিয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। ঐ দেখ, চন্দ্রোদয়ে উদয়াচল যেরূপ শোভিত হয়, আজি মহাবীর কর্ণ শত শলাকা যুক্ত শ্বেত ছত্র দ্বারা তদ্রূপ শোভমান হইয়াছে। ঐ বীর

শরাসন বিকম্পিত করিয়া আশীবিষ সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করত তোমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, এ ক্ষণে নিশ্চয়ই এই দিকে আগমন করিবে। হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, সূতপুত্র তোমার বানরধ্বজ অবলোকনে তোমার সহিত সংগ্রামে অভিলাষী হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ শলভের ন্যায় তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন কর্ণকে একাকী দেখিয়া উহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় রথসৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে। এ ক্ষণে তুমি রাজ্য, যশ ও সুখ লাভার্থী হইয়া যত্ন পূর্ব্বক উহাদিগের সহিত দুরাত্মা সূত-পুত্রকে বিনাশ কর। হে অর্জ্জুন! তুমি ও কর্ণ দেবদানবের ন্যায় অকাতরে সমরে প্রবৃত্ত হইলে ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন তো-মাদের দুই জনকে ক্রুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি এই সময়ে আপনার পবিত্রতা ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি সূতপুত্রের ক্রোধ অনুধাবন করিয়া এক্ষণকার সমুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহারথ কর্ণের প্রতি গমন কর। ঐ দেখ, পাঁচ শত মহাবল পরাক্রান্ত রথী, পাঁচ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব এবং প্রযুত পদাতি একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে রক্ষা করত তোমার প্রতি ধাব-মান হইতেছে। অতএব তুমি স্বয়ং মহা-বেগে মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্রের সমীপে সমুপ-স্থিত হও। ঐ দেখ, কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। উহার রথকেতু ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে লক্ষিত হইতেছে।

হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে তোমারে এক মঙ্গল সংবাদ প্রদান করিতেছি। ঐ দেখ, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিরাপদে অব-স্থিতি করিতেছেন। মহাবীর ভীমসেনও সাত্যকি ও সৃঞ্জয়সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেনামুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীমসেন ও মহাত্মা পাঞ্চালগণ নিশিত শরনিকরে কৌরবগণকে বিনাশ করিতেছেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীম শরে নিপীড়িত ও রুধিরোক্ষিত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে। শস্য-হীন বসুন্ধরার ন্যায় উহাদের আকার এ ক্ষণে নিতান্ত বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রে ভূষিত পতাকা ও ছত্র সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইতেছে। সুবর্ণ, রজত নির্ম্মিত তেজঃসম্পন্ন অসংখ্য কেতু এবং হস্তী ও অশ্ব সমুদায় চারি দিকে নিপ-তিত রহিয়াছে। রথিগণ পাঞ্চালদিগের বিবিধ বাণে নিহত হইয়া রথ হইতে নিপ-তিত হইতেছে। পাঞ্চালগণ কৌরব পক্ষীয় আরোহি বিহীন হস্তী, অশ্ব ও রথ সমু-দায়ের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হই-তেছে এবং ভীমসেনের সাহায্যে প্রাণপণে শত্রুবল বিমর্দ্দিত করিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে পাঞ্চালদিগের ক্ষমতা অবলোকন কর; উহারা নিরায়ুধ হইয়াও শত্রুপক্ষের অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সেই অস্ত্র দ্বারাই উহাদিগকে বিনাশ করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণের মস্তক ও বাহু সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চাল পক্ষীয় গজারোহী, অশ্বা-রোহী ও রথারোহী বীরগণ সকলেই প্রশং-সনীয়। হংসাবলি যেমন মানস সরোবর হইতে ভাগীরথীতে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ মহাবেগে ধৃতরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষভগণ যে-মন বৃষভদিগের নিবারণার্থে পরাক্রম প্র-কাশ করে, তদ্রূপ কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ পাঞ্চালদিগের নিবারণের নিমিত্ত বিক্রম প্রদর্শন করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ ভীমাস্ত্রে মর্দ্দিত কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র

মহারথ নিহত করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণ পাঞ্চালদিগকে অভিভূত করাতে মহাবীর বৃকোদর নির্ভীক চিত্তে শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৌরব সৈন্যগণের অধিকাংশই অবসন্ন হইয়াছে। রথিগণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ, কতগুলি হস্তী ভীমের নারাচে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় ভূতলে নিপতিত এবং কোন কোনটা সন্নত পর্ব্ব শরে বিদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত ধাবমান হইতেছে। ঐ মহাবীর ভীমসেন অরাতি পরাজয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন। ঐ দেখ, এক জন গজারোহী গর্জ্জন করত দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় তোমর হস্তে করিয়া ভীমের বিনাশ বাসনায় আগমন করিতেছিল; মহাবীর ভীমসেন সূর্য্য ও অগ্নি সদৃশ সুতীক্ষ্ণ দশ নারাচে উহার ভুজদ্বয় ছেদন পূর্ব্বক উহারে বিনাশ করিয়া শক্তি ও তোমর সমূহ দ্বারা মহামাত্র সমধিষ্ঠিত নীলাম্বুদ সন্নিভ অন্যান্য হস্তিগণের বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ দেখ, তিনি নিশিত শরনিকরে একবারে সাত সাত মাতঙ্গ নিহত করত ধ্বজ পতাকা সকল ছিন্ন করিয়া দশ দশ বাণে এক এক হস্তী নিপাতিত করিতেছেন। হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে পুরন্দর সদৃশ মহাবীর বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে কৌরব সৈন্যের সিংহনাদ আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। দুর্য্যোধনের তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য ভীমসেনের সম্মুখে সমাগত হইয়াছিল; বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদের সকলকেই নিবারণ করিয়াছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের সেই সুদুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া নিশিত শরনিকরে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের শরে নিহন্যমান হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া শোকশূন্য হইল। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে কৌরবগণের বলনিহত করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন ও যুধিষ্ঠির সমরে প্রবৃত্ত এবং আমাদের সৈন্যগণ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক বারংবার নিপীড়িত হইয়া নিরানন্দ ও পলায়ন পরায়ণ হইলে কৌরবগণ কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপান্বিত সূতনন্দন মহাবাহু বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়া রোষকষায়িত নয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের শরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া যথোচিত যত্ন সহকারে তাহাদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ স্ব স্ব শরাসন বিকম্পন ও বিশিখজাল বর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও প্রভদ্রকগণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিজয় লাভার্থ চতুর্দ্দিক হইতে কৌরব সেনাগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় মহারথগণও জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া সত্বরে পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই অসংখ্য ধ্বজসমাকীর্ণ চতুরঙ্গ বল অদ্ভুত রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী কর্ণের, ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যপরিবৃত দুঃশাসনের, নকুল বৃষ-

সেনের, যুধিষ্ঠির চিত্রসেনের, সহদেব উলূকের, সাত্যকি শকুনির, মহারথ দ্রোণপুত্র অর্জ্জুনের, কৃপাচার্য্য মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যুর, কৃতবর্ম্মা উত্তমৌজার এবং দ্রৌপদীতনয়গণ অন্যান্য কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন একাকীই অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত আপনার পুত্রগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীষ্মহন্তা মহাবীর শিখণ্ডী সমরচারী নির্ভয়চিত্ত কর্ণকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র শিখণ্ডীর শরে সমাহত ও ক্রোধপ্রস্ফুরিতাধর হইয়া তিন বাণে তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী সেই বাণ ললাটদেশে ধারণ পূর্ব্বক ত্রিশৃঙ্গ রজত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ক্রোধভরে নিশিত নবতি শরে কর্ণকে নিপীড়িত করিলে. মহারথ সূতপুত্র তাঁহার অশ্ব বিনাশ ও তিন বাণে সারথিরে সংহার পূর্ব্বক ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন মহারথ শিখণ্ডী সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ শরনিকরে সেই শক্তি ছেদন করিয়া নিশিত নয় বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী কর্ণ শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার শরপতনপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়বিহ্বল চিত্তে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ, বলবান বায়ু যেমন তূলরাশি পাতিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া তিন বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে দুঃশাসন সুবর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক ঘোরতর শর পরিত্যাগ করিলেন। দুঃশাসন সেই ভীষণ শর মহাবেগে সমাগত হইতেছে দেখিয়া তিন বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি কনকভূষণ সপ্তদশ ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহু দ্বয় ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে দ্রুপদনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন হাস্যমুখে সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন যাবতীয় বীর পুরুষ এবং অপ্সরা ও সিদ্ধগণ আপনার পুত্র মহাত্মা দুঃশাসনের পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এই রূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহসংরুদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় দুঃশাসন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে আমরা আর তাঁহারে দেখিতে পাইলাম না। পাঞ্চালগণ আপনাদিগের সেনাপতিরে অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়ে সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে অবরোধ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে সর্ব্বজন ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

এ দিকে বৃষসেন পিতৃ সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক নকুলকে প্রথমত লৌহনির্ম্মিত পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুলও হাস্যমুখে সুতীক্ষ্ণ নারাচে বৃষসেনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। শত্রুনিসূদন বৃষসেন এই রূপে নকুল শরে সমাহত হইয়া তাঁহারে বিংশতি বাণে পীড়িত করিলে মাদ্রীতনয়ও তাঁহারে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই বীর দ্বয় সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অন্যান্য সৈন্যগণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর

কর্ণ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করত বল পূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল কৌরবগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বৃষসেনও নকুলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণের চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় প্রতাপশালী সহদেব রোষাবিষ্ট উলূককে নিবারণ করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিরে নিপাতিত করিলেন। তখন উলূক অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ত্রিগর্ত্তগণের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

মহাবীর সাত্যকি নিশিত বিংশতি শরে শকুনিরে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সুবলনন্দনও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাত্যকির কবচ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুধান তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকরে শকুনিরে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিরে নিপীড়িত ও শরনিকরে অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন শকুনি সহসা রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক মহাত্মা উলূকের রথে আরোহণ করিয়া সাত্যকির সমীপ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন সাত্যকি মহাবেগে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈনিকগণ যুযুধান শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়িত ও নির্জীবের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সমরে ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃকোদর ক্রোধান্বিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিরে ধ্বংস করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব সৈন্যগণ পরম পরিতুষ্ট হইল। কুরুরাজও ভীত হইয়া ভীমসেনের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনের বিনাশ কামনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে মহাবীর যুধামন্যু কৃপকে বিদ্ধ করত তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য কৃপাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুধামন্যুর ধ্বজ, ছত্র ও সারথিরে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহারথ যুধামন্যু তদ্দর্শনে ভীত হইয়া স্বয়ং রথ চালন পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর উত্তমৌজা জলধর যেমন জলধারায় ভূধরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ভীমপরাক্রম কৃতবর্ম্মারে সহসা শরনিকরে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন সেই বীর দ্বয়ের অতি ভীষণ অপূর্ব্ব তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনন্তর কৃতবর্ম্মা সহসা উত্তমৌজার হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথে উপবেশন করিলেন। সারথি তদ্দর্শনে রথ লইয়া পলায়ন করিল।

অনন্তর সমুদায় কৌরব সৈন্য ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। দুঃশাসন ও শকুনি গজসৈন্য দ্বারা বৃকোদরকে পরিবেষ্টিত করিয়া ক্ষুদ্রক অস্ত্র দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন শরনিকরে রোষান্বিত দুর্য্যোধনকে বিমুখ করিয়া মহাবেগে গজসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাহাদিগকে সহসা সমাগত সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্য অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই করিসৈন্য নিপীড়িত করিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল

শলভসমাচ্ছন্ন পাবকের ন্যায় ভীম শরে পরিবৃত হইল। অনিল যেরূপ জলদজাল সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন একত্র সমবেত সহস্র সহস্র মাতঙ্গযূথ বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। সুবর্ণজালজড়িত মণি-মণ্ডিত সৌদামিনী সম্বলিত অম্বুদ সদৃশ মাতঙ্গগণ ভীমসেনের শরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোনটা বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবীমণ্ডল বিশীর্ণ পর্ব্বত সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রত্ন খচিত গজারোহিগণ ইতস্তত নিপতিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন ক্ষীণপুণ্য গ্রহ সমুদায় ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! এই রূপে নাগগণ ভীম-সেনের শরনিকরে গণ্ড, শুণ্ড ও কুম্ভ সকল বিদীর্ণ হওয়াতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোনটা শরবিদ্ধ ও ভয়ার্ত্ত হইয়া রুধির বমন পূর্ব্বক পলায়ন করত ধাতুধারার্দ্র ধরাধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, মহাবীর ভীমসেন ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ অগুরু চন্দনাক্ত ভুজদ্বয় দ্বারা শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন এবং মাতঙ্গগণ তাঁহার অশনি নিস্বন সদৃশ জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে মল মূত্র পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতেছে। হে মহারাজ! তৎকালে ভীম-সেন একাকী সেই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বভূতনিহন্তা রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্ব সংযুক্ত নারায়ণ সঞ্চালিত রথে অবস্থান পূর্ব্বক সমীরণ যেমন মহাসাগরকে ক্ষুভিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই অশ্ব বহুল কৌরব সৈন্যগণকে আলোড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় অনবহিত দেখিয়া ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্যগ-ণের অর্দ্ধাংশ লইয়া সমাগত ধর্ম্মরাজের সমীপে সহসা গমন পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারণ করত ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্রাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দুর্য্যোধনের প্রতি ত্রিংশৎ ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। ঐ সময় কৌরব-গণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষগণের দুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার অভিলাষে অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে মহাবেগে তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমও কৌরব পক্ষীয় মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া শত্রুবর্গ পরিবৃত ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই সর্ব্বাস্ত্রপারগ পাণ্ডব পক্ষীয় বীর-গণকে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও অনবরত শরজাল বিসর্জ্জন ও তোমর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব সত্বরে তথায় আগমন করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক বিংশতি শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন সহদেব নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও রুধির-ধারায় পরিপ্লুত হইয়া প্রভিন্নগণ্ড অচল সন্নিভ মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি-লেন। তদ্দর্শনে সূতপুত্র একান্ত ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডব সৈন্য-

গণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই অসংখ্য সৈন্য সূত-পুত্রের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সহসা ধাবমান হইল। ঐ সময় সূতপুত্রের পূর্ব্ব নিক্ষিপ্ত শরের পুঙ্খ পশ্চাৎ নিক্ষিপ্ত শরের ফল দ্বারা আহত হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে শরনিকর সঙ্ঘর্ষণে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল এবং দশ দিক্ সঞ্চালিত শলভ সমূহের ন্যায় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মহাবীর সূতপুত্র রক্তচন্দন চর্চ্চিত মণি হেম সমলঙ্কৃত বাহুযুগল বিক্ষেপ করত মহাস্ত্র প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সূত-পুত্র সায়ক সমূহে সকলকে বিমোহিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজও রোষপরবশ হইয়া কর্ণের প্রতি সুশাণিত পঞ্চাশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর রণস্থল শরান্ধকারে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ ধর্ম্মরাজ নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ কঙ্কপত্র সমলঙ্কৃত সায়ক, ভল্ল এবং বিবিধ শক্তি, ঋষ্টি ও মুষল দ্বারা সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। ফলত তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে স্থানে ক্রূর দৃষ্টি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধে প্রস্ফুরিতানন হইয়া নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্র, বৎসদন্ত প্রভৃতি সায়ক সমুদায় বর্ষণ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠিরও সূতপুত্রের প্রতি সুবর্ণ পুঙ্খ সম্পন্ন নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে নিশিত তিন ভল্লে যুধিষ্ঠিরের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত ভল্লের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথে উপবেশন পূর্ব্বক সারথিরে অবিলম্বে রথ অপসারিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ অন্যান্য ভূপালবর্গ সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ কর বলিয়া বারংবার চীৎকার করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর এক সহস্র সাত শত কৈকয় পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই লোকক্ষয়কর তুমুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও দুর্য্যোধন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণ সমরাগ্রবর্ত্তী মহারথ কৈকয়গণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তাহারা তাঁহার নিবারণে যত্নবান্ হইলে তাঁহাদের পঞ্চদশ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন। যোধগণ কর্ণের শরনিকরে পীড়িত হইয়া তাঁহার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ বোধ করত আত্মরক্ষার্থে ভীমসেনের সমীপে আগমন করিতে লাগিল। এই রূপে সূতপুত্র একাকী শরনিকরে সেই বিপুল রথসৈন্য ভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে শিবিরে গমন করিতেছিলেন, সূতপুত্র দুর্য্যোধনের হিত কামনায় সুতীক্ষ্ণ তিন বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরও কর্ণের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথির ও চারি বাণে অশ্ব চতুষ্টয়কে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর তাঁহার চক্ররক্ষক শত্রুতাপন মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব তাঁহারে অভয় প্রদান পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি

ধাবমান হইয়া যথোচিত যত্ন সহকারে তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী সূতনন্দনও দুই শিতধার ভল্ল দ্বারা শত্রুঘাতন মহাত্মা নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া অম্লান মুখে যুধিষ্ঠিরের মনোমারুতগামী কৃষ্ণপুচ্ছ শ্বেত অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার শিরস্ত্রাণ পাতিত করিলেন এবং অবিলম্বে নকুলের অশ্ব সমুদায় সংহার পূর্ব্বক রথেষা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে যুধিষ্ঠির ও নকুল রথাশ্ববিহীন ও শরনিপীড়িত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

পাণ্ডবগণের মাতুল শত্রুসূদন মদ্ররাজ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয়! অদ্য তোমারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তবে কি নিমিত্ত একান্তক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতেছ। ধর্ম্মরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার অস্ত্র শস্ত্র অল্পমাত্রাবশিষ্ট, কবচ ছিন্ন ভিন্ন এবং সারথি ও বাহনগণ পরিশ্রান্ত হইলে তুমি শত্রু শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া যদি অর্জ্জুন সমীপে গমন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইবে।

হে মহারাজ! কর্ণ মদ্ররাজ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়াও সুতীক্ষ্ণ শরানকরে ধর্ম্মরাজ ও মাদ্রীনন্দন দ্বয়কে বিদ্ধ করত হাস্যমুখে যুধিষ্ঠিরকে সমরবিমুখ করিলেন। তখন শল্য সূতপুত্রকে যুধিষ্ঠিরের সংহারে একান্ত সমুৎসুক অবলোকন করিয়া হাস্যমুখে পুনরায় কহিলেন, হে কর্ণ! যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া তোমার কি ফল হইবে। দুর্য্যোধন যাহার বধের নিমিত্ত তোমার সম্মান করিয়া থাকে, তুমি সেই অর্জ্জুনকে অগ্রে বিনাশ কর। ঐ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের শঙ্খ নিস্বন এবং বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, অর্জ্জুন শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক মহারথগণকে নিপীড়িত করত আমাদিগের সমস্ত সেনা সংহার করিতেছে। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা তাহার পৃষ্ঠদেশ, মহাবীর সাত্যকি উত্তর দিকের চক্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দক্ষিণ দিকের চক্র রক্ষা করিতেছেন। ঐ দেখ, ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। অতএব যাহাতে বৃকোদর আজি আমাদিগের সমক্ষে তাঁহারে বিনাশ করিতে না পারে, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। ঐ দেখ, সমরনিপুণ দুর্য্যোধন ভীমসেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। অদ্য তুমি তাঁহারে মুক্ত করিতে পারিলে সকলেই চমৎকৃত হইবে। অতএব সত্বরে গমন করিয়া সংশয়াপন্ন রাজারে পরিত্রাণ কর। যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয় দ্বয়কে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে?

হে মহারাজ! বীর্য্যবান্ কর্ণ মদ্ররাজের বাক্য শ্রবণানন্তর দুর্য্যোধনকে ভীম হস্তে নিপতিত দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুরুরাজের পরিত্রাণার্থ ধাবমান হইলেন। তাঁহার অশ্বগণ মদ্ররাজ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আকাশগামীর ন্যায় গমন করিতে লাগিল। এই রূপে সূতপুত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলে শরাবক্ষত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরও সহদেবের বেগবান্ অশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট ও নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ভ্রাতৃ দ্বয়ের সহিত শিবিরে প্রতিগমন পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া অবিলম্বেই শয়ন করিলেন। অনন্তর তাঁহার সমরবেদনা অপনীত হইলে তিনি মহারথ মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃদ্বয়! মহাবীর বৃকোদর মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তোমরা শীঘ্র তাহার সৈন্যমধ্যে গমন কর। মহা-

রথ নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে পবনতুল্য বেগশালী অশ্ব সংযোজিত অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথায় বিবিধ যোধগণকে নিপাতিত দর্শন করিয়া সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা অতি বৃহৎ অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া সহসা পার্থ সমীপে ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে সহসা সমাগত অবলোকন করিয়া তীরভূমি যেমন সমুদ্রের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহারে অবরুদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ কৌরবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্য করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলে অশ্বত্থামা তৎক্ষণাৎ তাহা নিরাকৃত করিলেন। ফলত তৎকালে ধনঞ্জয় আচার্য্যতনয়ের নিধন বাসনায় যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ভীষণ অস্ত্রযুদ্ধ সময়ে দ্রোণতনয়কে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি সরল শরনিকরে দিগ্বিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া তিন বাণে বাসুদেবের দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্যতনয়ের বাহনগণকে নিহত করিয়া সমরাঙ্গনে এক ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণতনয়ের অসংখ্য রথ সমবেত রথী অর্জ্জুনের শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকরে বিনষ্ট হইল। ঐ সময় অশ্বত্থামাও অর্জ্জুনের ন্যায় ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে বীর দ্বয়ের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে যোধগণ মর্য্যাদাশূন্য হইয়া যুদ্ধ করত ইতস্তত ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্ব ও সারথি বিহীন রথ, সাদীশূন্য অশ্ব এবং আরোহী ও মহামাত্র বিহীন মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অসংখ্য সেনার প্রাণ সংহার করিলেন। রথিগণ অর্জ্জুনের শরনিকরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং অশ্বগণ যোক্ত্র বিহীন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে অতি সত্বরে তাঁহার অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক সুবর্ণ বিভূষিত শরাসন বিধূনিত করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে শাণিত শরজালে সমাচ্ছন্ন করত অতি নির্দ্দয় ভাবে তাঁহার বক্ষস্থল নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক সহসা দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দ্রোণতনয় বজ্র সদৃশ পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে গাণ্ডীবধারী পাণ্ডব হাস্য করত সহসা সেই কনকমণ্ডিত পরিঘ ছেদন করিলেন। পরিঘ অর্জ্জুনের শরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহারথ দ্রোণতনয় রোষাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজাল প্রভাবে ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত ভীষণ অস্ত্র সমুদায় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ইন্দ্রজাল দর্শনে সত্বরে গাণ্ডীব শরাসনে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র সংযোজিত করিয়া উহা নিবারণ পূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যে অশ্বত্থামার রথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণতনয় ধন-

ঞ্জয়ের শরে অভিভূত হইয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক শরনিকর সহ্য করত শত শরে কৃষ্ণকে ও তিন শত ক্ষুদ্রক শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শত শরে গুরুপুত্রের মর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণ সমক্ষেই তাঁহার অশ্ব, সারথি ও শরাসনজ্যার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিরে রথ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অশ্বগণকে সংযত করিয়া ধনঞ্জয়কে শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করাতে আমরা তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম দর্শনে চমৎকৃত হইলাম এবং যোধগণ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর জয়শীল অর্জ্জুন হাস্য মুখে ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্বরশ্মি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তুরঙ্গমগণ ধনঞ্জয়ের শরবেগে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন কৌরব সৈন্যমধ্যে ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল। মহাবীর পাণ্ডবগণ জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে নিশিত শর বর্ষণ পূর্ব্বক কৌরব সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ জয়লাভপ্রহৃষ্ট পাণ্ডবগণের শরে বারংবার নিপীড়িত হইয়া শকুনি, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই ব্যাকুল চিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তাহাদিগকে বারংবার পলায়নে নিষেধ ও কর্ণ তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ কৌরব সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রফুল্ল চিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন বিনয় বচনে কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয়! ঐ দেখ, তুমি বর্ত্তমান থাকিতে সৈন্যগণ পাঞ্চালগণের শরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র যোদ্ধা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া তোমারেই আহ্বান করিতেছে। হে মহারাজ! তখন মহাবীর সূতপুত্র দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে মদ্ররাজকে কহিলেন, হে শল্য! তুমি অশ্ব সকল পরিচালন কর। অদ্য আমি সমুদায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার করিয়া তোমারে স্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব। প্রতাপান্বিত কর্ণ এই বলিয়া বিজয় নামা পুরাতন শরাসনে জ্যারোপণ ও বারংবার আকর্ষণ করত সত্য শপথ দ্বারা স্বীয় যোধগণকে নিবারণ পূর্ব্বক ভার্গবপ্রদত্ত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, কোটি কোটি, কঙ্কপত্রান্বিত প্রজ্বলিত নিশিত শর নির্গত হইয়া পাণ্ডব সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তৎকালে আর কিছু মাত্র বোধগম্য হইল না। পাঞ্চালগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী বিকম্পিত হইল। সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় যোধগণাগ্রগণ্য কর্ণ একাকী শরানলে শত্রু দাহন করত বিধূম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও চেদিগণ কর্ণশরাঘাতে বনদহন দগ্ধ মাতঙ্গ যূথের ন্যায় বিমোহিত প্রায় হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। মৃত ব্যক্তির কুটুম্বগণ মিলিত হইয়া যেরূপ রোদন করিয়া থাকে, সমরাঙ্গনে সংগ্রামভীত চতুর্দ্দিকে ধাবমান বীরগণের তদ্রূপ আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইতে

লাগিল। তৎকালে তির্য্যগ্‌যোনিগত জীবগণও পাণ্ডবগণকে কর্ণশরে নিপীড়িত দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইল। সৃঞ্জয়গণ সমরে সূতপুত্র কর্ত্তৃক সমাহত ও বিচেতন প্রায় হইয়া মৃত ব্যক্তিরা যেমন যমপুরে প্রেতরাজকে আহ্বান করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তখন কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই কর্ণসায়ক নিপীড়িত বীরগণের আর্ত্তরব শ্রবণ ও ভীষণ ভার্গবাস্ত্র দর্শন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ ভার্গবাস্ত্রের পরাক্রম অবলোকন কর। উহা নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। ঐ দেখ, সূতনন্দন কালান্তক যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে নিদারুণ কার্য্য সম্পাদন করত বারংবার আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। অতএব তুমি এ ক্ষণে উহার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর এ ক্ষণে কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। লোকে জীবিত থাকিলে সমরে জয় বা পরাজয় লাভ করিতে পারে; মৃত ব্যক্তির জয় লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

হে মহারাজ! বাসুদেব ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছেন। তুমি অগ্রে তাঁহারে দর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে নিপীড়িত করিবে। হে মহারাজ! তৎকালে মহামতি বাসুদেব মনে মনে এই স্থির করিয়াছিলেন যে, কর্ণ অন্যান্য বীরগণের সহিত বহু ক্ষণ সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে অর্জ্জুন অনায়াসে তাঁহারে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা কৃষ্ণ উক্ত প্রকার বিবেচনা করিয়াই অর্জ্জুনকে, অগ্রে যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করত অবিলম্বে ধনঞ্জয় সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের দর্শনার্থ গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও বাসুদেবের আজ্ঞায় সম্মত হইয়া কর্ণ নিপীড়িত যুধিষ্ঠিরকে সত্বরে দেখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে বারংবার শীঘ্র গমনে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামার সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি অবিলম্বে ইন্দ্রেরও অজেয় গুরুপুত্রকে পরাজয় পূর্ব্বক সৈন্যগণ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত দ্রোণনন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত সেনামুখে অবস্থিত সমরবিরত বীরগণকে একান্ত পুলকিত করিলেন এবং যে যে বীর পূর্ব্বে প্রহারবেগে বিমর্দ্দিত হইয়াও রথারোহণে সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ না করিয়া মহাবেগে ভীমসেন সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন্! এ ক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায়? ভীম কহিলেন, ভ্রাত! ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের শরনিকরে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া এ স্থান হইতে গমন করিয়াছেন। এ ক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাত্মন্! তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এ স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর। আমার বোধ হইতেছে, তিনি সূতপুত্রের শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিশিত শরে অতি-

শর বিদ্ধ হইয়াও যে পর্য্যন্ত দ্রোণ নিহত না হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত বিজয়লাভ প্রত্যাশায় সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করেন। আজি যখন তাঁহারে সংগ্রাম স্থলে অবলোকন করিতেছি না, তখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে তাঁহার প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত অবিলম্বে গমন কর। আমি বিপক্ষগণকে অবরোধ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত গমন করা তোমারই কর্ত্তব্য। আমি এ ক্ষণে এ স্থান হইতে গমন করিলে শক্রপক্ষীয়েরা আমারে ভীত বলিবে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাত্মন্! সংশপ্তকগণ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অবস্থান করিতেছে। এ ক্ষণে ইহাদিগকে বিনাশ না করিয়া বিপক্ষ সমীপ হইতে প্রতিগমন করা আমার অকর্ত্তব্য। ভীম কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি একাকী স্বীয় বলবীর্য্য প্রভাবে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত গমন কর।

হে মহারাজ মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমপরাক্রম ভীমের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবার বাসনায় অপ্রমেয় নারায়ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, অতএব তুমি অবিলম্বে এই সৈন্যসাগর অতিক্রম করিয়া গমন কর। তখন বাসুদেব গরুড়ের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করত ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভীম! সংশপ্তকগণকে সংহার করা তোমার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; অতএব তুমি এ ক্ষণে উহাদিগকে বিনাশ কর, আমরা চলিলাম।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ভীমকে এই রূপে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া অবিলম্বে অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং উভয়ে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া একাকী শয়ান ধর্ম্মনন্দনের পাদবন্দন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রকৃতিস্থ অবলোকন করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্র সন্নিধানে সমুপস্থিত অশ্বিনীকুমার যুগলের ন্যায় সেই বীর দ্বয়কে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, জম্ভাসুর নিহত হইলে সুরগুরু বৃহস্পতি যেমন দেবরাজ ও বিষ্ণুকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন এবং সূতপুত্র অর্জ্জুনশরে নিহত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া প্রীত মনে হর্ষগদ্গদ বচনে সেই বিশাল লোহিতলোচন ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরলিপ্ত কলেবর মহাসত্ত্ব কেশব ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন করত সান্ত্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক হাস্য মুখে কহিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

হে দেবকীপুত্র! হে ধনঞ্জয়! তোমাদের মঙ্গল ত? আজি আমি তোমাদিগের দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলাম। তোমরা অক্ষত শরীরে নিরুপদ্রবে মহারথ কর্ণকে নিহত করিয়াছ। প্রধান মহারথ লোকবিখ্যাত মহাবীর সূতপুত্র সমরাঙ্গনে আশীবিষ সদৃশ ও সমস্ত শস্ত্র পারদর্শী কৌরবগণের অগ্রগামী ও বর্ম্মের ন্যায় উহাদিগের রক্ষক ছিল। বৃষসেন ও সুষেন তাহারে রক্ষা করিতেছিল। ঐ মহাবীর পরশুরামের নিকট দুর্জ্জয় অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সৈন্যমুখে

গমন করিয়া কৌরবগণকে রক্ষা ও শত্রুদিগকে মর্দ্দন করিত এবং সতত দুর্য্যোধনের হিত সাধনে তৎপর থাকিয়া আমাদের নিতান্ত ক্লেশকর হইয়াছিল। পুরন্দরের সহিত দেবগণও উহারে পরাভূত করিতে পারিতেন না। তোমরা ভাগ্যক্রমে আজি সেই অনলের ন্যায় তেজস্বী, অনিলের ন্যায় বেগশালী, পাতাল সদৃশ গম্ভীর, সুহৃদ্গণের আহ্লাদবর্দ্ধন ও আমার মিত্রগণের অন্তক স্বরূপ মহাবীরকে বিনাশ করিয়া অসুরনিহন্তা অমর দ্বয়ের ন্যায় আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। অদ্য সেই সর্ব্বলোক জিঘাংসু কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর সূতপুত্রের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চালগণকে পরাজয় পূর্ব্বক তাঁহাদের সমক্ষেই আমার রথধ্বজ ছিন্ন, পার্ষ্ণি সারথি দ্বয় ও অশ্বগণকে নিহত এবং আমারে পরাজিত করিয়া সমরাঙ্গনে আমার অনুসরণ করত আমার প্রতি অনেক পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। অধিক কি বলিব, আমি কেবল ভীমসেনের প্রভাবেই অদ্য জীবিত আছি। কর্ণকৃত অপমান আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। আমি যাহার ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর দিবা রাত্রি মধ্যে কখনই নিদ্রিত বা সুখী হই নাই; এ ক্ষণে তাহার প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি হওয়াতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি। আমি বাধ্রীনস বিহঙ্গমের ন্যায় আপনার মরণ সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া কর্ণের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছি। কি রূপে কর্ণকে বিনাশ করিব, এই চিন্তাতেই আমার বহু কাল অতিবাহিত হইয়াছে। আমি বিনিদ্রাবস্থায় সতত কর্ণকে স্বপ্ন দেখিতাম। আমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া যে স্থানে গমন করিতাম, সেই স্থানেই তাহাকে অগ্রবর্ত্তী অবলোকন করিতাম। সেই সময়ে অপরাঙ্মুখ মহাবীর আজি আমার অশ্ব ও রথ ধ্বংস করিয়া আমারে পরাজয় পূর্ব্বক জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছে। আজি কর্ণ যখন আমারে পরাভূত করিল, তখন আমার জীবনে বা রাজ্যে প্রয়োজন কি! পূর্ব্বে ভীষ্ম, কৃপ বা দ্রোণাচার্য্য হইতে আমার যে অবস্থা হয় নাই, আজি মহারথ সূতপুত্র হইতেই তাহা হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমি বিশেষ রূপে তাহার মৃত্যু বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি।

হে কৌন্তেয়! মহারথ সূতপুত্র যুদ্ধে ইন্দ্র তুল্য, পরাক্রমে যম তুল্য ও অস্ত্র প্রয়োগে পরশুরাম তুল্য। ঐ মহারথ সর্ব্বযুদ্ধ বিশারদ ও ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য; ধৃতরাষ্ট্র তোমার নিধনার্থেই পুত্রগণের সহিত কর্ণের অভিবাদন করিতেন এবং সমস্ত যোধগণ মধ্যে কর্ণকেই তোমার মৃত্যু বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। হে পুরুষপ্রবীর! তুমি কি রূপে সুহৃদ্গণ সমক্ষে রুরুমস্তকচ্ছেদী সিংহের ন্যায় সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূতনন্দনের মস্তক ছেদন করিলে, তাহা এ ক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে মহাত্মন্! যে দুরাত্মা তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে চতুর্দ্দিকে তোমার অনুসন্ধান করত কহিয়াছিল যে, যে ব্যক্তি আমারে অর্জ্জুনকে দেখাইয়া দিবে, আমি তাহারে ছয় হস্তিযুক্ত রথ প্রদান করিব; সেই সূতপুত্র কি তোমার কঙ্কপত্র সমলঙ্কৃত সুনিশিত শরনিকরে সমাহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে? দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রশ্রয়ে নিতান্ত গর্ব্বিত সূতপুত্র তোমার অন্বেষণ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিল, তুমি তাহারে সংহার করিয়া আমার অতিশয় প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যে বীরাভিমানী দুরাত্মা তোমার দর্শন লাভার্থে প্রদর্শক ব্যক্তিরে

হস্তী, গো, অশ্ব ও সুবর্ণময় রথ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল; যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সততই স্পর্দ্ধা করিত, যে কৌরব সভায় আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল এবং যে দুর্য্যোধনের অতিশয় প্রিয় পাত্র ছিল; অদ্য তুমি কি সেই বলমদমত্ত সূতপুত্রকে সংহার করিয়াছ? সে কি তোমার সহিত সমরে সমাগত ও তোমার শরাসন চ্যুত রুধিরপায়ী শরে বিদীর্ণকলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে; দুর্য্যোধনের ভুজযুগল কি ভগ্ন হইয়াছে? যে দুরাত্মা সভামধ্যে দুর্য্যোধনকে পুলকিত করত আমি ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব এই দর্পপূর্ণ বাক্যে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল, তাহার সেই বাক্য ত সত্য হইল না? যে নির্ব্বোধ অর্জ্জুন জীবিত থাকিতে আমি কখনই পদ ক্ষালন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজি তুমি কি সেই কর্ণকে সংহার করিয়াছ? যে দুষ্ট সভামধ্যে কৌরবগণ সমক্ষে কৃষ্ণারে কহিয়াছিল, হে কৃষ্ণে! তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল পতিত পাণ্ডবগণকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ না, অর্জ্জুন! তুমি কি তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছ? যে হতভাগ্য আমি বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়কে সংহার না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই পাপাত্মা কি তোমার শরনিকরে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে? হে ধনঞ্জয়! সঞ্জয় ও কৌরবগণের সমাগম কালে যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, তোমার অবিদিত নাই। ঐ যুদ্ধে দুরাত্মা কর্ণ আমারে এই রূপ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছে; তুমি কি গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত প্রজ্বলিত বিশিখ সমূহ দ্বারা সেই মন্দবুদ্ধির কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়াছ? আমি কর্ণের শরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তুমি অদ্য নিঃসন্দেহ সূতপুত্রকে সংহার করিবে, আমার সেই চিন্তা ত নিষ্ফল হয় নাই? দুর্য্যোধন যে সূতপুত্রের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত, তুমি কি অদ্য পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের আশ্রয় স্বরূপ সেই কর্ণকে বিনষ্ট করিয়াছ? যে দুরাত্মা পূর্ব্বে সভামধ্যে কৌরবগণ সমক্ষে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়াছিল; যে হাস্যমুখে দুঃশাসনকে দ্যূত নির্জ্জিত দ্রৌপদীরে বল পূর্ব্বক আনয়ন করিতে কহিয়াছিল এবং যে ক্ষুদ্রাশয় রথাতিরথ সংখ্যা কালে অর্দ্ধরথ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া শস্ত্রধরাগ্রগণ্য পিতামহকে তিরস্কার করিয়াছিল, সেই দুর্ম্মতি পরতন্ত্র সূতপুত্র কি তোমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে? হে ধনঞ্জয়! আমার হৃদয়ে অপমান সমীরণ সন্ধুক্ষিত রোষানল নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে, আজি তুমি কর্ণকে আমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে এই কথা বলিয়া উহা নির্ব্বাণ কর। সূতপুত্রের বিনাশ সংবাদ আমার প্রার্থনীয়; অতএব তুমি বল কি রূপে তাহারে সংহার করিলে। হে বীর! বৃত্রাসুর নিহত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু যেমন পুরন্দরের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও এতাবৎ কাল তোমার আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছিলাম।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তবীর্য্য সম্পন্ন অর্জ্জুন ধর্ম্মপরায়ণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! অদ্য আমি সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে কৌরব সৈন্যগণের অগ্রসর মহাবীর অশ্বত্থামা আশীবিষ সদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করত সহসা আমার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার

সৈন্যগণ আমার মেঘগম্ভীর নিস্বন রথ নিরীক্ষণ করিয়াই পরিবেষ্টন করিতে লাগিল। আমিও সেই সমস্ত সৈন্য মধ্যে পাঁচ শত ব্যক্তিরে বিনাশ করিয়া অশ্বত্থামার সম্মুখীন হইলাম। তিনি আমারে অবলোকন করিয়া গজেন্দ্র যেমন সিংহের অভিমুখে আগমন করে, তদ্রূপ আমার অভিমুখে আগমন করিলেন এবং নিহন্যমান কৌরবগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া পরম প্রযত্ন সহকারে বিষাগ্নি সদৃশ সুনিশিত শরনিকরে আমারে ও বাসুদেবকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে গুরুপুত্রের আট আট টি গো সংযোজিত আট খানি শকট পরিপূর্ণ যে অসংখ্য শর ছিল, তিনি আমারে লক্ষ্য করিয়া তৎ সমুদায়ই পরিত্যাগ করিলেন। আমিও বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তাঁহার শরনিকর খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া শিক্ষা, অস্ত্রবল ও প্রযত্ন প্রদর্শন পূর্ব্বক বর্ষাকালে কৃষ্ণ মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি যে আমার কোন পার্শ্বে অবস্থান করিলেন এবং কখন শর সন্ধান আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন তাহা কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলাকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণাত্মজ আমারে ও বাসুদেবকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। আমিও নিমেষ মধ্যে বজ্রকল্প ত্রিংশৎ শরে তাঁহারে নিতান্ত নিপীড়িত করিলাম। তখন তিনি ক্ষণকাল মধ্যে আমার শরনিকরে একান্ত বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। অনন্তর আচার্য্যপুত্র স্বীয় সৈন্যগণকে আমার শরজালে একান্ত অভিভূত ও রুধিরলিপ্ত দেহ নিরীক্ষণ করিয়া সূতপুত্রের রথ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হস্তী ও অশ্বগণকে ধাবমান এবং যোদ্ধাদিগকে সাতিশয় শঙ্কিত অবলোকন করিয়া পঞ্চাশৎ মহারথ সমভিব্যাহারে সত্বরে আমার অভিমুখে সমুপস্থিত হইল। আমি সেই মহারথগণের বধ সাধন পূর্ব্বক কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি। এ ক্ষণে গো সমূহ যেমন কেশরীরে অবলোকন করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত হইতেছে। প্রভদ্রকগণ সূতপুত্রের সম্মুখীন হইয়া যেন মৃত্যুর ব্যাদিত বদনে নিপতিত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণ প্রভদ্রকদিগের সাত শত রথীকে নিহত করিয়াছে; ফলত ঐ মহাবীর যে পর্য্যন্ত না আমাদিগকে দর্শন করিয়াছিল, তদবধি কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা আপনারে পূর্ব্বে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে এবং তৎপরে কর্ণের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম যে, আপনি কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবিরে আগমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের এই রূপ অদ্ভুত অস্ত্র প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়াছি। অদ্য তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারে, সৃঞ্জয়গণ মধ্যে এমন আর কেহই নাই। অতএব মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্র রক্ষক হউন এবং মহাবল পরাক্রান্ত যুধামন্যু ও উত্তমৌজা আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। আজি আমি যদি সূতপুত্রকে সংগ্রামস্থলে দেখিতে পাই, তাহা হইলে বৃত্রাসুরের সহিত সমাগত সুররাজের ন্যায় সেই নিতান্ত

দুর্দ্ধর্ষ মহাবীরের সহিত সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! এ ক্ষণে আপনি আসিয়া আমাদের উভয়েরই যুদ্ধ সন্দর্শন করুন। ঐ দেখুন, প্রভদ্রকগণ সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইতেছে এবং রাজপুত্রগণ স্বর্গ লাভার্থে নিহত হইতেছেন। আজি যদি আমি বল পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবগণের সহিত কর্ণকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে অঙ্গীকৃত প্রতিপালন পরাঙ্মুখ ব্যক্তির যে গতি, আমারও যেন সেই কৃচ্ছ্র গতি লাভ হয়। হে মহারাজ! এ ক্ষণে আপনি যুদ্ধে আমার জয় প্রার্থনা করুন। ঐ দেখুন, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতেছে; অতএব আমারে অবিলম্বে সংগ্রামস্থলে গমন করিতে হইবে। আজি আমি সমুদায় সৈন্য ও শত্রুগণ এবং সূতপুত্রকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্রের শরজালে একান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, এ ক্ষণে তাঁহারে জীবিত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার সৈন্যগণ নিপীড়িত ও পলায়িত হইয়াছে এবং তুমিও কর্ণকে সংহার করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া ভীত মনে ভীমকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছ। এখন বুঝিলাম, আর্য্যা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। তুমি দ্বৈতবনে আমার নিকট সত্য করিয়াছিলে যে, আমি একাকীই কর্ণকে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। এখন তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আজি তুমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিরূপে আগমন করিলে? তুমি যদি পূর্ব্বে দ্বৈতবনে আমারে কহিতে, যে, আমি সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না, তাহা হইলে আমি ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতাম। হে ধনঞ্জয়! তুমি তৎকালে আমার নিকট সূতপুত্রের বধসাধন বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া এ ক্ষণে কি নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে? কি নিমিত্ত আমাদিগকে শত্রু মধ্যে আনয়ন করিয়া কঠিন ভূভাগে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চূর্ণ করিলে? হে অর্জ্জুন! আমরা সততই তোমারে বহুতর আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি ফললাভার্থী ব্যক্তিদিগের বহু কুসুম সুশোভিত নিষ্ফল পাদপের ন্যায় আমাদিগের তৎসমুদায়ই বিফল করিলে। আমি রাজ্য লাভে একান্ত লোলুপ; কিন্তু এ ক্ষণে তোমা হইতে আমার আমিষখণ্ড সমাচ্ছাদিত বড়িশের ন্যায়, ভক্ষ্য দ্রব্য সমাচ্ছন্ন গরলের ন্যায় রাজ্য ব্যপদেশে বিনাশ লাভ হইল। হে ধনঞ্জয়! যোগ্য অবসরে প্রত্যুপ্ত বীজ যেমন মেঘের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ আমরা কেবল রাজ্য লাভের আশয়ে এই ত্রয়োদশ বৎসর তোমার উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, কিন্তু এ ক্ষণে তুমি আমাদিগকে ঘোরতর দুঃখে নিপাতিত করিলে। হে নির্ব্বোধ! তোমার বয়ঃক্রম সাতদিন হইলে আর্য্যা কুন্তীর প্রতি এই দৈব বাণী হইয়াছিল যে, এই দেবরাজ সদৃশ বিক্রমশালী পুত্র রণস্থলে সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজয় করিবে। ইহার বাহুবলেই খাণ্ডবপ্রস্থে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ পরাজিত হইবেন। এই বীর মদ্র, কলিঙ্গ, কেকয় ও কৌরবগণকে নিহত করিবে। ইহার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর প্রাদুর্ভূত হইবে না। ইহারে কেহই কখন পরাজয় করিতে পারিবে না। এই বীর সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইবে এবং ইচ্ছা করিলেই যাবতীয় প্রাণিগণকে বশীভূত করিতে পারিবে। হে কুন্তি! সুরজননী

অদিতির পুত্র অরিনিসূদন মধুসূদনের ন্যায় এই পুত্র তোমার গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই মহাবীর সৌন্দর্য্যে শশাঙ্ক, বেগে বায়ু, ধীরতায় সুমেরু, ক্ষমাগুণে পৃথিবী, তেজে দিবাকর, ঐশ্বর্য্যে কুবের, শৌর্য্যে শক্র ও বলবীর্য্যে বিষ্ণুর অনুরূপ হইবে। ইহা হইতেই কৌরবদিগের বংশ রক্ষা হইবে। এইবীর আপনাদিগের জয় ও শক্রগণের পরাজয়ের নিমিত্ত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে।

হে ধনঞ্জয়! তৎকালে অন্তরীক্ষে এই রূপ দৈববাণী হইয়াছিল। শতশৃঙ্গ পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত মহর্ষিগণও ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ ক্ষণে সেই দৈববাণী নিষ্ফল হইল। অতএব বোধ হইতেছে, দেবগণও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হে বীর! আমি মহর্ষিগণের মুখে নিরন্তর তোমার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনের উন্নতি বিষয়ে অণুমাত্র প্রত্যাশা করিতাম না এবং তুমি যে সূতপুত্র হইতে ভীত হইবে, আমার মনেও কখন এরূপ বিশ্বাস হয় নাই। দেখ, তুমি বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত অশব্দ চক্র সম্পন্ন কপিধ্বজ রথে আরোহণ এবং হেমপট্ট সমলঙ্কৃত খড়্গ ও তালপ্রমাণ গাণ্ডীব ধারণ করিতেছ; বিশেষত বাসুদেব তোমার সারথি হইয়াছেন; তথাচ তুমি সূতপুত্র হইতে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিলে! এ ক্ষণে তুমি বাসুদেবকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর। তুমি যদি কৃষ্ণের সারথি হইতে তাহা হইলে উনি পুরন্দর যেমন বজ্র গ্রহণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রবলপরাক্রম সূতপুত্রকে বিনাশ করিতেন, সন্দেহ নাই। হে অর্জ্জুন! যদি অদ্য তুমি সমরচারী সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে সমর্থ না হও; তাহা হইলে তোমা অপেক্ষা অস্ত্র শস্ত্রে সুনিপুণ অন্য এক ভূপালকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর। তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে পাপ পুরুষ পরিসেবিত অগাধ নরকে নিপতিত পুত্র কলত্র বিহীন এবং সুখ ও রাজ্যপরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিবে না। তোমার সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা অপেক্ষা পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাবে বিনষ্ট হওয়া বা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ না করাই শ্রেয়ঃকল্প ছিল। হে দুরাত্মন্! এ ক্ষণে তোমার গাণ্ডীবে ধিক্, বাহুবীর্য্য ও অসংখ্য শরনিকরে ধিক্ এবং বানরধ্বজ ও পাবকপ্রদত্ত দিব্য রথেও ধিক্।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় সত্বরে অসি গ্রহণ করিলেন। অন্তর্যামী হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি কি নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণ করিলে? এ ক্ষণে ত তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত নাই। ধীমান্ ভীমসেন কৌরবগণকে আক্রমণ করিয়াছেন। তুমি মহারাজের দর্শনার্থ রণভূমি হইতে সমাগত হইয়াছ। এ ক্ষণে সেই সিংহবিক্রান্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কুশলী দেখিয়া এই আহ্লাদ সময়ে কেন বিমোহিতের ন্যায় কার্য্য করিতেছ? এখন ত তোমার বধার্হ কেহ উপস্থিত নাই; তবে কি নিমিত্ত প্রহারে উদ্যত হইতেছ? অথবা বোধ হয়, তোমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকিবে; নচেৎ তুমি কি নিমিত্ত সত্বরে করে করবারি গ্রহণ করিলে?

হে মহারাজ! মহাত্মা হৃষীকেশ এই রূপ কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কেশবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তুমি অন্যকে গাণ্ডীব শরাসন

সমর্পণ কর এই কথা যিনি আমারে কহি-বেন আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিব ; এই আমার উপাংশুব্রত। এ ক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে সেই কথা কহি-য়াছেন। অতএব আমি এই ধর্ম্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতি-পালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভ করত নিশ্চিন্ত হইব। আমার খড়্গ গ্রহণ করিবার এই কারণ। তোমার মতে এ ক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। তুমি এই জগতের সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত আছ। এ সময়ে বিবেচনা পূর্ব্বক যেরূপ কহিবে, আমি তাহাই করিব।

হে মহারাজ ! মহাত্মা কেশব অর্জ্জু-নের বাক্য শ্রবণে তাঁহারে বারংবার ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! এ ক্ষণে তোমারে রোষপরবশ দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম যে, তুমি যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই। তুমি ধর্ম্মভীরু ; কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন ঈদৃশ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না। আজি তোমারে এরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যে ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, সে নরাধম। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি তাহা অবগত নহ। অনিশ্চয়জ্ঞ ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য অব-ধারণ সময়ে তোমার মত নিতান্ত অবশ ও মুগ্ধ হইয়া থাকে, কার্য্যাকার্য্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করা অনায়াসসাধ্য নহে। শাস্ত্র দ্বারাই সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তুমি যখন মোহ বশত ধর্ম্ম রক্ষার মানসে প্রাণিবধ রূপ মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই। আমার মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। বরং মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি কি রূপে প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় পুরুষপ্রধান, ধর্ম্মকোবিদ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইলে। সজ্জনেরা সমরে অপ্রবৃত্ত, শরণাগত, বিপদ্-গ্রস্ত, প্রমত্ত ও রণপরাঙ্মুখ শত্রুরেও বিনাশ করা নিন্দনীয় কহিয়া থাকেন ; কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুর প্রাণ সংহারে সমুদ্যত হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি বাল-কত্ব প্রযুক্ত এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ এবং এ ক্ষণে মূর্খতা বশত অধর্ম্ম্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অতিদু-র্জ্ঞেয় সূক্ষ্মতর ধর্ম্মপথ অবগত না হইয়াই গুরুর বিনাশে অভিলাষ করিতেছ। হে ধনঞ্জয় ! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্ম্ম-রহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি ; শ্রবণ কর।

সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্য স্বরূপ ও সত্য মিথ্যা স্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণ বিয়োগ ও সর্ব্বস্বাপহরণ কালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না। যে, সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদ্যত হয়, সে নিতান্ত বালক। আর যে ব্যক্তি সত্য ও অসত্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। কৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধবধকারী বলাক ব্যাধের ন্যায় দারুণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও বিপুল পুণ্য লাভ করিতে পারেন। আর অকৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় মহা-পাপে নিমগ্ন হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমি বলাক ও কৌশিকের যথাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বকালে বলাক নামে এক সত্যবাদী অসূয়াশূন্য ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা মাতা ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত মৃগ বিনাশ করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন করিয়া কুত্রাপি মৃগ প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্ব্ব নেত্র বিহীন শ্বাপদ তাহার নয়নগোচর হইল। ঐ শ্বাপদ ঘ্রাণ দ্বারা দূরস্থ বস্তুও অবগত হইতে পারিত। ব্যাধ উহারে একাগ্রচিত্তে জল পান করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ শ্বাপদ নিহত হইবা মাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। অপ্সরাদিগের অতি মনোরম গীত বাদ্য আরম্ভ হইল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল। হে অর্জ্জুন! সেই শ্বাপদ তপঃপ্রভাবে বর লাভ করিয়া প্রাণিগণের বিনাশহেতু হওয়াতে বিধাতা উহারে অন্ধ করিয়াছিলেন। বলাক সেই ভূতগণ নাশক মৃগকে বিনাশ করিয়া অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিল। অতএব ধর্ম্মের মর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয়।

আর দেখ, কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতি দূরে নদীগণের সঙ্গম স্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিলে দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করত সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! কতগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণ কর্ত্তৃক এই রূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য পালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম পরিবেষ্টিত অটবী মধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্য বাক্য জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।

হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মনির্ণয়ানভিজ্ঞ অল্পবিদ্য ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধদিগের নিকট সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া ধর্ম্মনামে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে পরদারাপহরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহার নিকট

তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। ঐ রূপ স্থলে মিথ্যাও সত্য স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার মানসে ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা সেই কার্য্যে পরিণত না করে, সে কখনই তাহার ফল লাভে সমর্থ হয় না। প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতি নিধন এবং উপহাস, এই কয়েক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ হয় না। ধর্ম্মতত্ত্ব দর্শীরাও উহাতে অধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন না। যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্য স্বরূপ হয়। সমর্থ হইলেও চৌরাদিরে ধন দান করা কদাপি বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন দাতারেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়। হে অর্জ্জুন! আমি তোমার হিতার্থ শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে আপনার বুদ্ধি সাধ্যানুরূপ ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। ধর্ম্মার্থে মিথ্যা কহিলেও যে অনৃত নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই। এ ক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার বধার্হ কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া বল।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন; তুমি আমাদের হিতার্থে যাহা কহিলে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। তুমি আমাদের পিতা মাতার সদৃশ এবং তুমিই আমাদের গতি ও আশ্রয়। এই ত্রিলোক মধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব সত্য ধর্ম্ম যে তোমার বিশেষ বিদিত আছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মরাজ যে আমার অবধ্য, তাহা আমার বোধগম্য হইয়াছে। এ ক্ষণে তুমি আমার মনোগত অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উপায় নির্দ্দেশ কর। হে কৃষ্ণ! যদি কোন মনুষ্য আমারে কহে যে, হে পার্থ! তুমি তোমা অপেক্ষা সমধিক অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তিকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহারে সংহার করিব। আমার এই ব্রত তোমার অবিদিত নাই। মহাত্মা ভীমসেনেরও এই প্রতিজ্ঞা যে, যদি কেহ তাঁহারে তুবরক বলে, তাহা হইলে তিনি তাহারে বিনাশ করিবেন। এ ক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার সমক্ষেই আমারে বারংবার অন্যকে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিলেন। এ ক্ষণে আমি যদি ইহাঁরে সংহার করি, তাহা হইলে ক্ষণকালও এই জীবলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব না। হে কেশব! আমি বিমোহিত হইয়া ধর্ম্মরাজের বধ চিন্তা করিয়াও পাপাসক্ত হইয়াছি, সন্দেহ নাই। এ ক্ষণে যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয় এবং আমার ও ধর্ম্মরাজের জীবন রক্ষা হয়, তাহার উপায় অবধারণ কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে সখে! ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের নিরন্তর নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় তাড়িত ও ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও দুঃখিত হইয়াছেন, এই নিমিত্তই ইনি রোষভরে তোমার প্রতি এই রূপ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তুমি উহাঁর বাক্যে কুপিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ করিবে, এই উহাঁর অভিপ্রায়। পাপাত্মা সূতপুত্র একান্ত দুর্দ্ধর্ষ; আজি কৌরবগণ তাহারে পণ স্বরূপ করিয়া যুদ্ধরূপ দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং এ ক্ষণে সেই দুর্দ্ধর্ষ কর্ণের বিনাশ সাধন করিতে পারিলেই কৌরবেরা অক্লেশে পরাজিত হইবে। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই বিবেচনা করিয়াই কটুবাক্য দ্বারা তোমারে

কোপিত করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইহাঁরে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাও তোমার অতি কর্ত্তব্য। অতএব এ ক্ষণে ইনি জীবন সত্ত্বেও যাহাতে মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, এই রূপ এক উপায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে পার্থ! এই জীবলোকে মাননীয় ব্যক্তি যত দিন সম্মান লাভ করেন, তত দিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন। তিনি অপমানিত হইলেই তাঁহারে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেখ, বৃদ্ধবর্গ ও অন্যান্য বীরগণ তুমি, ভীম, নকুল ও সহদেব, তোমরা সকলেই ধর্ম্মরাজকে সম্মান করিয়া থাক, আজি তুমি তাঁহারে অণুমাত্র অপমানিত কর। হে অর্জ্জুন! গুরুরে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেই তাঁহারে বধ করা হয়; অতএব তুমি পূজ্যতম ধর্ম্মরাজকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ কর। এ ক্ষণে আমি যে প্রকার কহিলাম, অথর্ব্ব বেদে এই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং মহর্ষি অঙ্গিরাও এইরূপই কহিয়া গিয়াছেন। ফলত গুরুলোককে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাঁহারে এক প্রকার বধ করা হয়; অতএব মঙ্গল লাভার্থী ব্যক্তি অবিচারিত চিত্তে আবশ্যক সময়ে ইহার অনুষ্ঠান করিবে। হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে ধর্ম্মনন্দনকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেই ইনি অপমানিত হইয়া আপনারে তোমার হস্তে নিহত জ্ঞান করিবেন। তৎপরে তুমি ইহাঁর চরণে প্রণত হইয়া সান্ত্বনা করিবে। তুমি এই রূপ করিলে এই ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া কখনই রোষাবিষ্ট হইবেন না। অতএব তুমি এ ক্ষণে এই রূপে স্বীয় সত্য প্রতিপালন ও ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা করিয়া সূতপুত্রকে বিনাশ কর।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করত পরুষ বাক্যে ধর্ম্মরাজকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! তুমি রণস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতেছ; অতএব আমারে তিরস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুসূদন ভীমসেন কৌরব পক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তিনিই আমারে তিরস্কার করিতে পারেন। ঐ মহাবীর অসংখ্য রথী, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী মহীপালগণকে নিপীড়িত ও নিপাতিত করিয়া মৃগনিহন্তা সিংহের ন্যায় বহু সহস্র কুঞ্জর এবং অযুত কাম্বোজ ও পার্ব্বতীয়কে সংহার পূর্ব্বক তোমার অসাধ্য অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন। উনি ইন্দ্র, যম ও কুবেরের ন্যায় প্রভাবশালী। ঐ মহাবীর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদা ও খড়্গের আঘাতে চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিয়া হস্ত পদের আঘাতে অসংখ্য অরাতির প্রাণ সংহার করিতেছেন এবং রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকরে শত্রুগণকে সহসা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর একাকী দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গ বল প্রমথিত করত নীল মেঘ সদৃশ কলিঙ্গ, বঙ্গ, অঙ্গ, নিষাদ, মাগধ ও অন্যান্য শত্রুগণের প্রাণ সংহার এবং যথা সময়ে রথে আরোহণ পূর্ব্বক জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর বর্ষণ করিতেছেন। অদ্য তাঁহার নিশিত শরে অষ্টশত গজ নিপাতিত হইয়াছে। অতএব সেই বীরই আমারে তিরস্কার করিতে পারেন। কিন্তু তুমি সতত সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাক; সুতরাং আমার নিন্দাকরা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য

নহে। হে রাজন্! পণ্ডিতেরা দ্বিজগণের বাক্যবল ও ক্ষত্রিয়গণের বাহুবল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়াও বাক্যপ্রকাশ করত নিতান্ত নির্ষ্ঠুরের ন্যায় আমারে বলহীন কহিতেছ। সত্যসন্ধ পিতামহ তোমার প্রিয় কামনায় স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করাতে দ্রুপদনন্দন মহাবীর শিখণ্ডী সেই মহাত্মারে নিপাতিত করিয়াছেন। শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তাঁহারে রক্ষা করিয়াছিলাম; নচেৎ দ্রুপদতনয় কদাপি পিতামহকে সংহার করিতে পারিতেন না। ফলত আমি স্ত্রী, পুত্র, শরীর ও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া তোমার হিতার্থে যত্নবান্ রহিয়াছি, তথাপি তুমি আমারে বাক্যবাণে নিপীড়িত করিতেছ? আমি তোমার নিমিত্ত মহারথগণকে নিহত করিতেছি কিন্তু তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে দ্রৌপদীর শয্যায় শয়ন করিয়া আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি নিতান্ত নির্ষ্ঠুর। তোমার নিকট থাকিয়া কোন মতেই সুখী হইতে পারি না। হে রাজন্! তুমি অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া স্বয়ং অসাধু ব্যবহৃত ঘোরতর অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এ ক্ষণে আমাদিগের প্রভাবে অরাতিগণকে পরাজয় করিতে অভিলাষ করিতেছ। অতএব আমি তোমার রাজ্য লাভে সন্তুষ্ট নহি। সহদেব অক্ষক্রীড়াতে বহুতর দোষ ও অধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিল। তথাপি তুমি তাহা পরিত্যাগ কর নাই; সেই নিমিত্তই আমরা এই পাপগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইয়া স্বয়ং দুঃখোৎপাদন পূর্ব্বক অদ্য আমার প্রতি নির্ষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ; অতএব জানিলাম তোমা হইতে আমাদিগের কিছুমাত্র সুখ লাভের প্রত্যাশা নাই। তোমার অপরাধেই শত্রুপক্ষীয় সৈনিকগণ আমাদিগের শরে নিহত হইয়া চীৎকার করত ছিন্ন গাত্রে ভূমিতলে পতিত হইতেছে। তোমা হইতেই কৌরবগণের বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে। তোমার দোষেই উদীচ্য, প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ নিহত হইয়াছে এবং উভয় পক্ষীয় যোধগণ সমরে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করত পরস্পরকে সংহার করিতেছে। হে রাজন্! তুমিই দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে; তোমার নিমিত্তই আমাদের রাজ্যনাশ ও যাহার পর নাই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি পুনরায় ক্রূর বাক্য দ্বারা আমারে ব্যথিত করিও না।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মভীরু স্থিরপ্রজ্ঞ সব্যসাচী ধর্ম্মরাজকে এই রূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করাইয়া অল্পমাত্র পাপের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিতান্ত বিমনা হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিলেন। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত পুনরায় এই আকাশ সদৃশ শ্যামল অসি নিষ্কাশিত করিলে? তুমি অবিলম্বে তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর, আমি তোমার প্রয়োজন সিদ্ধির সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব এ ক্ষণে আত্মবিনাশ করিব। তখন পরম ধার্ম্মিক বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি রাজারে এই রূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া আপনারে মহাপাপে লিপ্ত জ্ঞান করত আত্মবিনাশে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু আত্মহত্যা সাধুজনের সর্ব্বতোভাবে নিষ্-

নীয়। দেখ, যদি আজি তুমি খড়্গাঘাতে ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মভীরুতা কোথায় রহিত এবং তুমি পরিশেষেই বা কি করিতে? সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অতিশয় দুরবগাহ। অজ্ঞ ব্যক্তি উহা কখনই সহসা বুঝিতে পারে না। হে অর্জ্জুন! তুমি আত্মঘাতী হইলে ভ্রাতৃবধ অপেক্ষা ঘোরতর নরকে নিপতিত হইবে। অতএব এ ক্ষণে স্বয়ং আপনার গুণ কীর্ত্তন কর; তাহা হইলে তোমার আত্মবিনাশ করা হইবে।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্যে অনুমোদন করিয়া শরাসন অবনত করত ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে রাজন্! পিনাকপাণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। আমি তাঁহার অনুগৃহীত ও মহাত্মা। আমি ক্ষণকাল মধ্যে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ নষ্ট করিতে পারি। আমিই ভূপতিগণের সহিত সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বশীভূত করিয়াছি। আমার পরামেই আপনার দিব্য সভা নির্ম্মিত ও সমাপ্তদক্ষিণ রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। আমার করে নিশিত শরনিকর ও জ্যাযুক্ত সশর শরাসন এবং পদদ্বয়ে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে; মাদৃশ ব্যক্তিরে সমরে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি কৌরব পক্ষীয় উদীচ্য, প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছি। সংশপ্তকগণের কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; বস্তুত আমি কৌরব পক্ষের অর্দ্ধাংশ সৈন্য ধ্বংস করিয়াছি। দেবসেনা সদৃশ বিক্রম সম্পন্ন কৌরব সৈন্যগণ আমার শরে নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আমি অস্ত্রজ্ঞদিগকেই অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি, এই নিমিত্তই সমুদায় লোককে ভস্মসাৎ করিতেছি না। এ ক্ষণে কৃষ্ণ ও আমি আমরা উভয়ে জয়শীল ভীষণ রথে আরোহণ করিয়া কর্ণ বিনাশার্থ গমন করিতেছি। আপনি সুস্থির হউন। আমি অবশ্যই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিব। অদ্য হয় কর্ণের মাতা পুত্রহীনা হইবে, না হয় আমার মৃত্যু নিবন্ধন জননী কুন্তী নিতান্ত বিষণ্ণ হইবেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য কর্ণকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ কবচ পরিত্যাগ করিব না।

হে কুরুরাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই রূপ কহিয়া শরাসন ও শস্ত্র পরিত্যাগ এবং অসি কোষ মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনারে নমস্কার করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমারে ক্ষমা করুন। আমি কি নিমিত্ত আপনারে এরূপ কহিলাম, তাহা আপনি পরিণামে বুঝিতে পারিবেন। হে মহারাজ! সূতপুত্র আমার সহিত সংগ্রামার্থে আগমন করিতেছে। আমি অচিরাৎ তাহারে সংহার করিব। আমি কেবল আপনার হিত সাধনার্থে জীবন ধারণ করিয়াছি। এ ক্ষণে ভীমসেনকে সমর হইতে মুক্ত ও সূতপুত্রকে বিনষ্ট করিতে চলিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় এই রূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাদ বন্দনানন্তর সমরে গমন করিবার মানসে সমুত্থিত হইলেন।

হে কুরুরাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতার পূর্ব্বোক্ত পরুষ বাক্যে নিতান্ত অবমানিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি অতি অসৎ কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই তোমরা বিষম দুঃখে পতিত হইয়াছ। আমি নিতান্ত ব্যসনাসক্ত, মূঢ়, অলস, ভীরু ও পরুষ, আমা হইতেই আমাদের কুল বিনষ্ট হইল। অতএব তুমি

অচিরাৎ আমার মস্তক ছেদন কর। কি সুখে আর আমার অধীন থাকিবে। অথবা আমি অচিরাৎ বনে গমন করিতেছি; তুমি সুখী হও। মহাত্মা ভীমসেন রাজ্য লাভের উপযুক্ত। আমি অকর্ম্মণ্য, আমার রাজকার্য্যে প্রয়োজন কি! আমি আর তোমার পরুষ বাক্য সহ্য করিতে পারিব না। এ ক্ষণে ভীমসেনই রাজা হউক। অপমানিত হইয়া আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বন গমনে উদ্যত হইলেন।

তখন মহামতি বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে প্রণতি পুরঃসর কহিলেন, হে মহারাজ! সত্যসন্ধ গাণ্ডীবধন্বা গাণ্ডীব বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা ত আপনার অবিদিত নাই। যে ব্যক্তি উহাঁরে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিবে, উনি তাহারে বিনাশ করিবেন। আপনি ধনঞ্জয়কে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব সমর্পণ করিতে কহিয়াছেন, সেই নিমিত্তই উনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থে আমার প্রবর্ত্তনায় আপনার অপমান করিয়াছেন। গুরুলোকের অপমানই মৃত্যু স্বরূপ। হে মহারাজ! এ ক্ষণে আমরা উভয়ে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য পৃথিবী কর্ণের শোণিত পান করিবে। এ ক্ষণে আপনি সূতপুত্রকে নিহত বোধ করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণে সসম্ভ্রমে তাঁহারে উত্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যাহা কহিলে, সকলই যথার্থ। আমি অর্জ্জুনকে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে বলিয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি। এ ক্ষণে তোমার বাক্যে প্রবোধিত হইলাম। অদ্য তুমি আমাদিগকে ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্ত করিলে। আজি অর্জ্জুন ও আমি আমরা উভয়েই অজ্ঞান প্রভাবে মোহিত হইয়াছিলাম। এ ক্ষণে তোমার প্রভাবে এই ভীষণ বিপদ্ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। তোমার বুদ্ধি প্লবস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দুঃখ শোকার্ণব হইতে উদ্ধার করিল।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ বাসুদেব ধর্ম্মরাজের প্রীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিতে ধনঞ্জয়কে অনুরোধ করিলেন এবং মহাত্মা অর্জ্জুনকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ নিবন্ধন নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, হে পার্থ! যদি তুমি তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার কি অবস্থা হইত, তুমি রাজারে দুর্ব্বাক্য বলিয়া এই রূপ দুর্ম্মনায়মান হইয়াছ, আর তাঁহারে বিনাশ করিলে না জানি কি করিতে! যথার্থ ধর্ম্ম স্বভাবতই নিতান্ত দুর্ব্বোধ। বিশেষত অজ্ঞানেরা উহা কখনই সহজে বুঝিতে পারে না। তুমি ধর্ম্মভয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহার করিলে নিশ্চয়ই ঘোর নরকে নিপতিত হইতে। যাহা হউক, এ ক্ষণে আমার বাক্যানুসারে পরম ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন কর। যুধিষ্ঠির প্রীত হইলে আমরা উভয়ে সত্বরে কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইব। আজি তুমি নিশ্চয়ই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্মরাজের বিপুল প্রীতি সম্পাদন করিবে। এ ক্ষণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে প্রসন্ন করিয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে গমন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব উহা করিলেই তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত ভাবে ধর্ম্মরাজের চরণে নিপতিত হইয়া বারংবার কহিলেন, হে মহারাজ! আমি ধর্ম্ম রক্ষার্থে আপনারে যে সমস্ত দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তৎসমুদায় ক্ষমা করুন। তখন ধর্ম্মরাজ ধনঞ্জয়কে পদতলে নিপতিত ও রোরুদ্যমান অবলোকন করিয়া তাঁহারে উত্থাপন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত সস্নেহ নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় বহু ক্ষণ রোদন করিয়া পরিশেষে পরম প্রীতিযুক্ত হইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রীত মনে অর্জ্জুনের মস্তকাঘ্রাণ ও তাঁহারে আলিঙ্গন করত কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কর্ণ সংগ্রামনিপুণ সমুদায় সৈন্যের সমক্ষে শরজাল দ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ, শরাসন, শক্তি, অশ্ব ও শরনিকর ছেদন করিয়াছে। আমি তাহার প্রভাব জানিয়া ও কার্য্য দেখিয়া বিষাদে নিতান্ত অবসন্ন হইতেছি। আমার জীবনে আর আস্থা নাই। যদি তুমি অদ্য তাহারে নিপাতিত করিতে না পার, তবে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

মহাত্মা ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আমি সত্য, মহাশয়ের স্বাস্থ্য, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের শপথ করিয়া কহিতেছি যে, অদ্য হয় সমরে কর্ণকে নিপাতিত করিব, নচেৎ স্বয়ং তাহার হস্তে নিহত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইব। এ ক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলাম। মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে এই রূপ কহিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! অদ্য তোমার বুদ্ধিবলে নিশ্চয়ই সূতপুত্রকে সংহার করিব। বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি মহাবল কর্ণকে বিনাশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তুমি পরাক্রান্ত সূতপুত্রকে নিহত করিবে। ইহা আমি সতত অভিলাষ করিয়া থাকি। অনন্তর মহামতি বাসুদেব পুনরায় ধর্ম্মনন্দনকে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া দুরাত্মা কর্ণের বিনাশে অনুজ্ঞা করুন। আমরা আপনারে কর্ণশরপীড়িত শ্রবণ করিয়া আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। ভাগ্য ক্রমে আজি আপনি নিহত বা ধৃত হন নাই। এ ক্ষণে অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া বিজয় লাভার্থে আশীর্ব্বাদ করুন।

তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি আমারে অবশ্য কর্ত্তব্য হিতকর কথা কহিয়াছ, অতএব উহা পরুষ হইলে আমি ক্ষমা করিলাম। এ ক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি কর্ণকে জয় কর। আমি তোমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইও না। হে মহারাজ! মহাত্মা ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাক্য শ্রবণানন্তর প্রণত হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে উত্তোলন ও আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, ভ্রাত! তুমি আমারে বিশেষ রূপে সম্মানিত করিয়াছ, অতএব আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অচিরাৎ জয় ও মাহাত্ম্য লাভ কর। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহারাজ! অদ্য শরনিকরে বলগর্ব্বিত পাপাত্মা কর্ণকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র শরাসন আনত করিয়া শরজালে আপনারে যে নিপীড়িত করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এ ক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ঘোর সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আপনারে দর্শন ও আপনার সম্মান করিব। হে মহারাজ!

আমি আপনার পদ স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি যে, অদ্য সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাচ সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগত হইব না। তখন মহাত্মা ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমার শোকক্ষয়, অরাতিবিনাশ, আয়ুর্বৃদ্ধি ও জয় লাভ হউক। দেবগণ তোমার মঙ্গল বৃদ্ধি করুন এবং তোমার নিমিত্ত যাহা ইচ্ছা করি, তুমি তৎসমুদায় লাভ কর। এ ক্ষণে পুরন্দর যেমন পূর্ব্বে আপনার বৃদ্ধির নিমিত্ত বৃত্রাসুরের প্রতি গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হও।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই রূপে প্রহৃষ্ট মনে ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন করিয়া সূতপুত্রের বধাভিলাষে বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! তুমি পুনরায় আমার রথ সুসজ্জিত এবং উহাতে অশ্ব সকল সংযোজিত ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র সন্নিবেশিত কর। সুশিক্ষিত অশ্ব সকল শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত ভূপৃষ্ঠে বারংবার বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। এ ক্ষণে উহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর এবং সূতপুত্রকে সংহার করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে আমারে রণস্থলে লইয়া চল।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই রূপ কহিলে মহামতি বাসুদেব স্বীয় সারথি দারুককে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহারে অর্জ্জুনের বাক্য অবিকল বলিয়া অবিলম্বে রথানয়নে আদেশ করিলেন। দারুক বাসুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ রথে অশ্ব সংযোজন পূর্ব্বক মহাত্মা অর্জ্জুনকে সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রথ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্তিবাচন ও রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের রথাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহারে মহাবেগে ধাবমান দেখিয়া সূতপুত্রকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় সমুদায় দিক্ বিদিক্ নির্ম্মল হইল। চাস, শতপত্র ও ক্রৌঞ্চ পক্ষিগণ অর্জ্জুনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। পুংনামক মঙ্গলজনক বিহঙ্গমগণ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে ত্বরা প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিতান্ত ভীষণদর্শন গৃধ্র, বক, শ্যেন ও বায়সগণ মাংসলোলুপ হইয়া অর্জ্জুনের অগ্রে অগ্রে গমন করত অর্জ্জুনের অরিসৈন্য বিনাশ ও সূতপুত্র সংহাররূপ শুভ নিমিত্ত সূচিত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামস্থলে গমন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত স্বেদজল নির্গত হইল এবং তিনি কি রূপে এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিবেন, মনে মনে তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তখন মধুসূদন ধনঞ্জয়কে চিন্তায় আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, সখে! গাণ্ডীব প্রভাবে তুমি যাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ, তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে। দেবরাজ সদৃশ বলবীর্য্য সম্পন্ন বহুসংখ্য বীরগণ তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন; তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ এবং অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জোয়োলাভে সমর্থ হয়? তোমার দিব্য অস্ত্র, হস্তলাঘব, বাহুবল, যুদ্ধে অসংমোহ, বিজ্ঞান, দৃঢ়তে-

দিতা, লক্ষ্যে অস্খলন ও প্রহার বিষয়ে সবিশেষ নিপুণতা আছে। তুমি দেব গন্ধর্ব্ব সমবেত সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভুত বিনাশ করিতে পার। এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর নাই। অধিক কি, সমর দুর্ম্মদ ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়গণের কথা দূরে থাকুক, দেবতাদিগের মধ্যেও তোমার তুল্য বীর কখন শ্রবণ বা দর্শনগোচর হয় নাই। সর্ব্বলোক স্রষ্টা পিতামহ গাণ্ডীব শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি সেই গাণ্ডীব লইয়া যুদ্ধ করিতেছ; অতএব তোমার অনুরূপ বীর আর কেহই নাই। যাহা হউক, তোমার যাহা হিতকর, তাহা নির্দ্দেশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাবাহো! তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা করিও না। মহারথ সূতপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত, নিতান্ত গর্ব্বিত, সুশিক্ষিত, কার্য্যকুশল, বিচিত্র যোদ্ধা ও দেশকালকোবিদ। আমি এ ক্ষণে সংক্ষেপে তাহার গুণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ বীর আমার মতে তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব পরম যত্ন সহকারে তাহারে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তেজে হুতাশন সঙ্কাশ, বেগে বায়ু সদৃশ ও ক্রোধে অন্তক তুল্য; ঐ বিশাল বাহুশালী বীরবরের দৈর্ঘ্য আট অরত্নি পরিমিত, বক্ষস্থল অতি বিস্তৃত এবং সে নিতান্ত দুর্জ্জয়, অভিমানী, প্রিয়দর্শন, যোধগুণে সমলঙ্কৃত, মিত্রগণের অভয়প্রদ, পাণ্ডবগণের বিদ্বেষী ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের হিতানুষ্ঠান নিরত। আমার বোধ হইতেছে, এ ক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে অদ্য কেহই ঐ মহাবীরকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন; অতএব তুমি অদ্য তাহারে বিনাশ কর। ইন্দ্রাদি সমুদায় দেবতা মিলিত হইয়াও পরম যত্ন সহকারে ঐ মহারথকে বিনাশ করিতে পারিবেন না। হে ধনঞ্জয়! সূতপুত্র অতিশয় দুরাত্মা, পাপস্বভাব, ক্রূর ও তোমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি সম্পন্ন; সে এ ক্ষণে অকারণ তোমাদিগের সহিত এই রূপ বিরোধ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে তাহারে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য্য হও। ঐ দুরাত্মারে পরাজয় করে, এমন আর কেহই নাই; অতএব তুমি তাহারে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর। দুরাত্মা সূতপুত্র বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া সতত পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া থাকে। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধনও উহার বীর্য্য প্রভাবে আপনারে মহাবীর বলিয়া বিবেচনা করে। অতএব আজি তুমি সেই শরশরাসন খড়্গধারী গর্ব্বিতস্বভাব পাপকার্য্যের মূলস্বরূপ সূতপুত্রকে বিনাশ করিয়া আমার প্রীতিভাজন হও। আমি তোমার বল বীর্য্য সম্যক্ অবগত আছি; এ ক্ষণে দুর্য্যোধন যাহার ভুজ বীর্য্য আশ্রয় করিয়া তোমার বল বীর্য্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, তুমি সেই সূতপুত্রকে কেশরী যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ অচিরাৎ সংহার কর।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর উদারস্বভাব বাসুদেব কর্ণ বিনাশে কৃতসঙ্কল্প অর্জ্জুনকে পুনরায় কহিলেন, হে সখে! অদ্য সপ্তদশ দিন হইল, অনবরত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য বিনষ্ট হইতেছে। পাণ্ডব পক্ষীয় বিপুল সৈন্য কৌরবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছে। কৌরবগণ প্রভূত গজবাজি সম্পন্ন হইয়াও তোমার প্রভাবে শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। যাবতীয় পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সমাগত অন্যান্য ভূপালগণ তোমারে আশ্রয় করিয়াই সমরে অবস্থান করিতেছেন। পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য,

কারূষ ও চেদিগণ তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই শত্রুক্ষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া কৌরবগণকে জয় করিতে পারে? আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, কৌরব সৈন্যের কথা দূরে থাকুক, তুমি সুরাসুরনর সমবেত ত্রিলোক পরাজয় করিতে পার। তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি দেবরাজ সদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও রাজা ভগদত্তকে পরাজয় করিতে পারে? ভূপতিগণ তোমার বাহুবলে রক্ষিত সৈন্যগণকে দর্শন করিতেও সমর্থ নহেন। শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমা কর্ত্তৃক নিয়ত রক্ষিত হইয়াই ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিপাতিত করিয়াছে, নচেৎ সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয়কে পরাজয় করা কাহার সাধ্য! তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি অনেক অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর যুদ্ধদুর্ম্মদ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সৌমদত্তি, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিতে পারে? তোমার শরে নানা জনপদবাসী অসংখ্য ক্ষত্রিয় বিনষ্ট এবং রথ ও হস্তি সমুদায় বিদীর্ণ হইতেছে। প্রভূত গজবাজি সম্পন্ন গোবাস, দাশমীয়, বশাতি, প্রাচ্য, বাটধান ও অভিমানী ভোজ সৈন্যগণ তোমার ও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তুমি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তিই দুর্য্যোধনের কার্য্যে নিযুক্ত কৌরবগণ পরিবৃত অতি ভীষণ উগ্রস্বভাব দণ্ডপাণি যুদ্ধবিশারদ তুষার, জবন, খশ, দার্ব্বাভিসার, দরদ, শক, রামঠ, কৌঙ্কণ, অন্ধক, পুলিন্দ, কিরাত, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় ও সাগরকূলবর্ত্তী শূরগণকে জয় করিতে পারে নাই। যদি তুমি দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ব্যূহিত ও উগ্র দেখিয়া স্বপক্ষ রক্ষণে তৎপর না হইতে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতিগমনে সমর্থ হইত? কোপাবিষ্ট পাণ্ডবগণ তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই সাগরের ন্যায় সমুদ্ধূত ধূলিপটল সংবৃত কৌরব সৈন্যগণকে বিদারণ পূর্ব্বক নিহত করিয়াছেন। আজি সাত দিন হইল, মগধাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত জয়ৎসেন অভিমন্যুর শরে নিপাতিত হইয়াছেন এবং ভীমসেন গদাপ্রহারে তাঁহার অনুগামী দশ সহস্র হস্তীর প্রাণ সংহার পূর্ব্বক অন্যান্য শত শত নাগ ও রথ বিনষ্ট করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! কৌরবগণ এই রূপে মহাবীর ভীমসেনের ও তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণের সহিত নিহত হইয়াছে।

পাণ্ডবগণ এই রূপে কৌরবদিগের সেনামুখ নিপাতিত করিলে পরমাস্ত্রবিদ্ ভীষ্মদেব শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক চেদি, কাশী, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও কৈকয়গণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া নিহত করিয়াছেন। তাঁহার শরাসনচ্যুত পরদেহ বিদারণ স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকরে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি এক এক বার শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহস্র সহস্র রথ বিনষ্ট করিয়া এক লক্ষ মনুষ্য ও হস্তী নিহত করিয়াছেন। তাহারা বিনষ্ট হইয়া পতন সময়ে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও রথ সংহার করিয়াছে। মহাবীর ভীষ্মদেব ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দশ দিন অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক রথ সকল রথিশূন্য ও গজবাজিগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ন্যায় অদ্ভুত রূপ প্রদর্শন পুরঃসর চেদি, পাঞ্চাল ও কেকয় দেশীয় নরপতিদিগকে নিপীড়িত করত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়াছেন। তিনি সমরসাগরে নিমগ্ন মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের উদ্ধারার্থ সমরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে সৃঞ্জয়দিগের সহস্র কোটি পদাতি ও অন্যান্য

মহীপালগণ তাঁহারে দর্শন করিতেও সমর্থ হন নাই। তিনি তৎকালে একাকী সমরে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক অদ্বিতীয় বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শিখণ্ডী কেবল তোমার প্রভাবে রক্ষিত হইয়া শতপর্ব্ব শরনিকরে পুরুষপ্রধান কুরুপিতামহকে নিপাতিত করিয়াছে। ফলতঃ মহাত্মা ভীষ্ম তোমার প্রভাবেই শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।

প্রতাপান্বিত দ্রোণাচার্য্যও পাঁচ দিন শত্রুসৈন্য নিপীড়িত করিয়াছিলেন। তিনি অভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণকে সংহার ও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন। ঐ অন্তক সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরের শরানলে রাত্রিযুদ্ধে অসংখ্য যোধ দগ্ধ হইয়াছিল। মহাবল পরাক্রান্ত আচার্য্য এই রূপে অরাতি সংহার করিয়া পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহা স্থির হইবে যে, তোমার প্রভাবেই দ্রোণের মৃত্যু হইয়াছে। যদি তুমি সমরে কর্ণপ্রমুখ রথিগণকে নিবারণ না করিতে, তাহা হইলে ঐ বীর কখনই নিহত হইতেন না। তুমি দুর্য্যোধনের সমুদায় বল নিবারণ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে নিপাতিত করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি জয়দ্রথ বিনাশ সময়ে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আর কোন ক্ষত্রিয় তদ্রূপ করিতে পারে। তুমি সমুদায় কৌরব সৈন্য নিবারণ ও মহাবীর ভূপতিগণকে সংহার করিয়া অস্ত্রবলে সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছ। ভূপালগণ সিন্ধুরাজের বধ আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন কিন্তু তুমি ঐরূপ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাহারে নিহত করিয়াছ বলিয়া আমার উহা আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তুমি যদি সম্পূর্ণ এক দিন যুদ্ধ করিয়া এই সমুদায় ক্ষত্রিয়কে বিনষ্ট কর, তাহা হইলেও আমি উহাদিগকে বলবান্ বলিয়া স্বীকার করি। তুমি মুহূর্ত্ত মধ্যেই সকলকে বিনষ্ট করিতে পার, সন্দেহ নাই। যখন ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন, তখন ভয়ঙ্কর কৌরব সেনা বীরশূন্য হইয়াছে। যোধগণ নিপতিত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় বিনষ্ট হওয়াতে অদ্য কৌরব সৈন্য চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাবিহীন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বকালে অসুর সেনাগণ যেমন ইন্দ্রের পরাক্রমে ধ্বংস হইয়াছিল, এ ক্ষণে কৌরব সেনারাও তদ্রূপ তোমার প্রভাবে বিনষ্ট হইতেছে। এ ক্ষণে কৌরবপক্ষে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ, মদ্ররাজ ও কৃপাচার্য্য এই পাঁচ জনমাত্র মহারথ অবশিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য ঐ পাঁচ মহারথকে নিপাতিত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গিরিকানন সমন্বিত পৃথিবী প্রদান কর। পূর্ব্বে দানবগণ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইলে দেবতারা যেমন হৃষ্ট হইয়াছিলেন, অদ্য অরাতিগণ তোমার হস্তে বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালগণ সেই রূপ পরিতুষ্ট হইবেন। যদি তুমি তোমার গুরু দ্বিজাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের সম্মান রক্ষার্থে অশ্বত্থামার প্রতি ও আচার্য্যগৌরব প্রযুক্ত কৃপাচার্য্যের প্রতি দয়া কর; এবং যদি মাতৃবান্ধব বলিয়া কৃতবর্ম্মারে ও মাতার ভ্রাতা বলিয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে বিনাশ না কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু পাপাত্মা নীচাশয় সূতপুত্রকে অবিলম্বে নিশিত শরে নিহত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি কহিতেছি, এ বিষয়ে তোমার অণু মাত্রও দোষ নাই। দুর্য্যোধন রজনীযোগে যে তোমাদিগকে মাতার সহিত দগ্ধ করিতে উদ্যত

এবং সভামধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাপপরায়ণ সূতপুত্রই তৎসমুদায়ের মূল। দুরাত্মা দুর্য্যোধন প্রতিনিয়ত কর্ণ হইতেই পরিত্রাণ বাসনা করিয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা আমারে নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা স্থির নিশ্চয়ই করিয়াছে যে, কর্ণই পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার বলবীর্য্য অবগত হইয়াও একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুরাত্মা সূতপুত্রও আমি পাণ্ডবগণকে এবং মহারথ বাসুদেবকে পরাজয় করিব বলিয়া প্রতিনিয়ত দুরাশয় দুর্য্যোধনকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে গর্জ্জন করিয়া থাকে। ফলত দুরাত্মা দুর্য্যোধন তোমাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছে, পাপাত্মা কর্ণ সেই সমুদায়েরই মূলীভূত। অতএব আজি তুমি তাহারে বিনাশ কর।

হে ধনঞ্জয়! বৃষভস্কন্ধ মহাযশস্বী অভিমন্যু দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত এবং মাতঙ্গগণকে আরোহি শূন্য, মহারথদিগকে রথ শূন্য, তুরগগণকে আরোহিহীন এবং পদাতিগণকে আয়ুধ ও জীবিত বিহীন করিয়া সমস্ত সৈন্য ও মহারথগণকে বিদলিত করত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক সমরে অগ্রসর হইতেছিল, ক্রূরকর্ম্মকারী ছয় মহারথ একত্র হইয়া সেই মহাবীরকে নিহত করিয়াছে। আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, তদ্দর্শনাবধি ক্রোধানলে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। দুরাত্মা কর্ণ অভিমন্যুর সংগ্রাম সময়ে তাহারও দ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে ঐ দুরাত্মা সুভদ্রাতনয়ের প্রহারে জর্জ্জরীভূত, উৎসাহ শূন্য ও জীবনে নিরাশ হইয়া ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্ষণকাল অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থান করিয়াছিল। পরিশেষে ঐ মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের তৎকাল সদৃশ ক্রূরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে ছলপরায়ণ অবশিষ্ট পাঁচ মহারথ সেই আয়ুধশূন্য বালককে শরনিকরে বিনষ্ট করিল। তদ্দর্শনে কর্ণ ও দুর্য্যোধন ব্যতীত আর সকলেই নাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল।

হে ধনঞ্জয়! পাপাত্মা সূতপুত্র সভা মধ্যে কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমক্ষে দ্রৌপদীরে কহিয়াছিল, হে বিপুলনিতম্বে! মৃদুভাষিণি কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর। তোমার পূর্ব্ব পতিগণ বর্ত্তমান নাই, অতএব এ ক্ষণে দাসীভাবে কুরুরাজ সদনে প্রবেশ করা তোমার কর্ত্তব্য। হে পার্থ! পাপপরায়ণ সূতনন্দন তোমার সমক্ষেই দ্রৌপদীর প্রতি এই রূপ কুবাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিল। আজি তুমি জীবিতনাশক শিলাশিত সুবর্ণময় শরনিকরে সেই দুরাত্মারে নিহত করিয়া তাহার দুর্ব্বাক্যের এবং সে তোমার প্রতি যে সকল পাপাচরণ করিয়াছে, তৎসমুদায়ের শাস্তি বিধান কর। আজি কর্ণ গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত ঘোরতর শরনিকর স্পর্শ করিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বচন স্মরণ করুক। আজি তোমার ভুজনিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎসপ্রভ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ সমুদায় সূতপুত্রের বর্ম্ম ও মর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক শোণিত পান করত উহারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করুক। আজি ভূপালগণ তোমার শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া হাহাকার করত বিষণ্ণ মনে কর্ণকে রথ হইতে নিপতিত

এবং তাহার বান্ধবগণ দীনভাবে তাহারে শোণিতমগ্ন ও রণশয্যায় শয়ান অবলোকন করুক। ঐ দুরাত্মার হস্তিকক্ষ ধ্বজ তোমার ভল্লে উন্মথিত হইয়া কম্পিত হইতে হইতে ভূতলে নিপতিত হউক। মহাবীর শল্য তোমার শরনিকরে সংচূর্ণিত, যোধশূন্য, কনকমণ্ডিত রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করুক। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া রাজ্য-লাভ ও জীবনে নিরাশ হউক।

ঐ দেখ, পাঞ্চালগণ দুরাত্মা কর্ণের নিশিত শরে নিপীড়িত হইয়াও তোমাদিগের উদ্ধার বাসনায় ধাবমান হইতেছে। সূত-পুত্র পাঞ্চালগণ, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ধৃষ্ট-দ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয়গণ, নকুলপুত্র শতানীক, নকুল, সহদেব, দুর্ম্মুখ, জনমেজয়, সুধর্ম্মা ও সাত্যকিরে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ কর্ণশরনিপীড়িত পরমাত্মীয় পাঞ্চা-লগণের সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম একাকী শরজালে সমুদায় পাণ্ডব সৈন্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়া-ছিলেন; কিন্তু মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়াও সমর-পরাঙ্মুখ বা ভীত হয় নাই। উহারা ধনুর্দ্ধরগণের অস্ত্রগুরু, প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ, তেজস্বী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত নিয়ত সমুদ্যত হইত এবং কর্ণ হইতে ভীত হইয়া কখন রণপরাঙ্মুখ হয় নাই। আজি হুতাশন যেমন শলভ-দিগকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ দুরাত্মা সূত-পুত্র মিত্রার্থ প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত, মহা-বেগে সমাগত সেই পাঞ্চালগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি আজি প্লব স্বরূপ হইয়া সেই সমর সাগরে নিমগ্ন মহাধনুর্দ্ধরগণকে পরিত্রাণ কর। সূতপুত্র ঋষিসত্তম পরশু-রামের নিকট হইতে যে ভীষণ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজি সেই শত্রুসৈন্য তাপন তেজ প্রজ্বলিত অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়াছে। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য শর সমুৎ-পন্ন হইয়া ভ্রমর পংক্তির ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করত পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিতেছে। পাঞ্চালগণ কর্ণের অনিবার্য্য অস্ত্র প্রভাবে ব্যথিত হইয়া চারি দিকে ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন সৃঞ্জয়গণে পরিবৃত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করত তাহার নিশিত শর-নিকরে নিপীড়িত হইতেছেন। এ ক্ষণে যদি তুমি সূতপুত্রকে উপেক্ষা কর, তাহা হইলে ঐ মহাবীর শরীরস্থিত ব্যাধির ন্যায় প্রবল হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিবে। হে অর্জ্জুন! যুধিষ্ঠিরবল মধ্যে তোমাভিন্ন এমন কোন যোদ্ধাই নাই যে, সূতপুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া সুস্থ শরীরে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে। আমি সত্য বলিতেছি, তোমা ভিন্ন আর কেহই সমরাঙ্গনে কর্ণের সহিত কৌরবগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আজি তুমি নিশিত শরজালে মহারথ কর্ণের বিনাশরূপ মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপা-লন, কীর্ত্তি লাভ ও অস্ত্রশিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক সুখী হও।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসু-দেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণমধ্যে শোক শূন্য ও সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি কর্ণ বিনাশার্থ গাণ্ডীব গ্রহণ ও উহার জ্যা পরি-মার্জ্জন করিয়া কেশবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! তুমি ভূত ও ভবি-ষ্যতের প্রবর্ত্তয়িতা, তুমি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সহায় হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার জয় লাভ হইবে। হে কৃষ্ণ!

আমি তোমার সাহায্য লাভ করিয়া সূত-পুত্রের কথা দূরে থাকুক, একত্র মিলিত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই বিনাশ সাধন করিতে পারি। হে জনার্দ্দন! আমি এ ক্ষণে পাঞ্চাল সৈন্যগণকে ধাবমান হইতে এবং সূতপুত্রকে অশঙ্কিত চিত্তে সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিতেছি। দেব-রাজ নির্ম্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সূতপুত্র পরিত্যক্ত ভার্গবাস্ত্রও চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হই-তেছে। আজি এই ঘোরতর সংগ্রামে আমি সূতপুত্রকে সমরে নিহত করিলে যত দিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন আমার এই কীর্ত্তি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিবে। আজি আমার বিকর্ণ অস্ত্র সকল গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত হইয়া কর্ণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যলাভের অযোগ্য দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন বলিয়া আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিবেন। আজি তিনি রাজ্য-হীন, সুখহীন, শ্রীহীন ও পুত্র বিহীন হইবেন, সন্দেহ নাই। আজি কর্ণ নিহত হইলে দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই রাজ্যে ও জীবিতাশায় নিরাশ হইয়া তুমি সন্ধিস্থাপনোপলক্ষে যে সকল কথা কহিয়াছিলে, তৎ সমুদায় স্মরণ করিবে। আজি গান্ধাররাজ শকুনি আমার শরনিকর গ্লহ, গাণ্ডীব দুরোদর ও রথকে শারীস্থাপন মণ্ডল বলিয়া অবগত হইবে। আজি আমি নিশিত শরজালে সূতপুত্রকে সমরশায়ী করিয়া ধর্ম্মরাজের রজনী জাগরণ দুঃখ অপনীত করিব। আজি তিনি প্রীত ও প্রসন্ন মনে শাশ্বত সুখ ভোগে কৃতনিশ্চয় হইবেন। আজি আমি নিশ্চয়ই এক নিতান্ত দুঃসহ অপ্রতিম শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণকে সমরশায়ী করিব। হে কৃষ্ণ! দুরাত্মা সূতপুত্র পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ পদপ্রক্ষালন করিব না; আজি আমি সন্নতপর্ব্বশর দ্বারা তাহার দেহ রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই ব্রত নিতান্ত নিষ্ফল করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র রণস্থলে কোন মনুষ্যকেই লক্ষ্য করে না কিন্তু আজি আমার শর প্রভাবে অবনি তাহার শোণিত পান করি-বেন। পূর্ব্বে ঐ হতভাগ্য, দুর্য্যোধনের অভিলাষানুসারে আত্ম শ্লাঘা করিয়া দ্রৌপদীরে, হে কৃষ্ণে! তুমি এ ক্ষণে পতি-হীনা হইয়াছ বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিল; আজি আমার রোষোদ্ধত আশীবিষের ন্যায় ভীষণ দর্শন সুনিশিত শরজাল তাহার সেই বাক্যের অসত্যতা প্রতিপাদন করত তাহার শোণিত পান করিবে। আজি বিদ্যুতের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল নারাচনিকর মদীয় ভুজদণ্ডসমাকৃষ্ট গাণ্ডীব হইতে বিনি-র্গত হইয়া সূতনন্দনকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিবে। পূর্ব্বে কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডব-গণকে ভৎর্সনা করিয়া দ্রৌপদীর প্রতি যে সমস্ত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, আজি তন্নিমিত্ত নিশ্চয়ই অনুতাপ করিবে। যে পাণ্ডবেরা কৌরব সভায় ষণ্ডতিল হই-য়াছিলেন, আজি দুরাত্মা কর্ণ নিহত হইলে তাঁহারা তিল হইবেন। নির্ব্বোধ রাধানন্দন আপনার গুণগর্ব্ব প্রকাশ করিয়া পাণ্ডব-গণের হস্ত হইতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে পরি-ত্রাণ করিবে কহিয়াছিল, আজি আমার সুশাণিত শরজাল তাহার সেই বাক্য নিষ্ফল করিবে। যে দুরাত্মা পাণ্ডবগণকে পুত্রের সহিত বিনাশ করিবে বলিয়াছিল এবং দুর্য্যোধন যাহার ভুজবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়া থাকে, আজি আমি ধনু-র্দ্ধরদিগের সমক্ষে সেই সূতনন্দনের বিনাশ-সাধন করিব। আজি মহাবীর কর্ণ পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে আমার শরে নিহত হইলে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সিংহদর্শন-

ভীত মৃগযূথের ন্যায় ভয়াকুলিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে এবং দুরাত্মা দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত অনুতাপ ও আমারে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া গণনা করিবে। আজি আমি কর্ণকে নিহত করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্র, পৌত্র, অমাত্য ও ভৃত্যবর্গের সহিত নিরাশ্রয় করিব। আজি চক্রাঙ্গ ও বিবিধ ক্রব্যাদগণ আমার শরনিকরে ছিন্ন সূতপুত্রের দেহের উপর সঞ্চরণ করিবে। আজি আমি সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে তীক্ষ্ণ বিপাঠ ও ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা দুরাত্মা রাধাপুত্রের শরীর বিদারণ ও মস্তক ছেদন করিব। আজি রাজা যুধিষ্ঠির চিরসঞ্চিত মনস্তাপ ও মহাকষ্ট হইতে মুক্ত হইবেন। আজি আমি সূতপুত্রকে বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিয়া ধর্ম্মনন্দনকে আনন্দিত করিব। আজি আমার সর্পবিষ সদৃশ পাবক সন্নিভ গৃধ্রপত্র যুক্ত সায়কে কর্ণের অনুচরগণ নিহত হইবে। আজি আমি নরপালগণের দেহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন এবং নিশিত শরনিকরে অভিমন্যুর শত্রুগণের মস্তক ছিন্ন ও কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিব। আজি আমি হয় এই পৃথিবী ধৃতরাষ্ট্রতনয় শূন্য করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিব, না হয় তুমি অর্জ্জুন বিহীন হইয়া ইহাতে বিচরণ করিবে। আজি আমি সমুদায় ধনুর্দ্ধর সমক্ষে ক্রোধ, শর সমুদায় ও গাণ্ডীব শরাসনের ঋণ পরিশোধ করিব। হে কৃষ্ণ! পুরন্দর যেমন সম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি আমি কর্ণকে নিহত করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ সঞ্চিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইব। আজি সূতপুত্র বিনষ্ট হইলে মিত্রজয়লাভার্থী সোমবংশীয় মহারথগণ চরিতার্থ হইবেন। আজি আমি সমরে জয় লাভ করিলে সাত্যকির আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। আজি আমি কর্ণকে ও উহার মহারথ তনয়কে নিহত করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিরে পরম প্রীত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও অন্যান্য পাঞ্চালগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। আজি সকলে অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরাঙ্গনে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম ও সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সন্দর্শন করুক।

হে মাধব! আমি পুনরায় তোমার নিকট আত্মগুণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলে ধনুর্ব্বিদ্যা পরায়ণ পরাক্রমশালী ক্রোধপরায়ণ বা ক্ষমাগুণ সম্পন্ন আর কোন ব্যক্তিই নাই। আমি ধনুর্দ্ধারণ করিলে একাকী একত্র সমবেত সমুদায় সুর, অসুর ও অন্যান্য প্রাণিগণকে পরাভূত করিতে পারি। অতএব তুমি আমারে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক পুরুষকার সম্পন্ন বলিয়া অবগত হও। আমি গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন দহনের ন্যায় একাকীই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সমস্ত কৌরব ও বাহ্লিকগণকে দগ্ধ করিতে পারি। আমার হস্তে শরনিকর ও শরসমাযুক্ত দিব্য শরাসন এবং পদতলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব মাদৃশ ব্যক্তি যুদ্ধার্থে গমন করিলে কেহই তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না।

হে মহারাজ! লোহিতলোচন অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুন কেশবকে এই কথা বলিয়া ভীমসেনের পরিত্রাণ ও কর্ণের মস্তক ছেদন বাসনায় সমরে অগ্রসর হইলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় রণস্থলে গমন করিলে সূতপুত্রের সহিত তাহার কি রূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের ধ্বজদণ্ড সম্পন্ন সুসজ্জিত সৈন্যগণ রণস্থলে সমাগত হইয়া নিনাদ সহকারে বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই ভীষণ সংগ্রাম অসাময়িক অনিষ্টজনক বর্ষার ন্যায় নিতান্ত ক্রূর ও প্রজাবিনাশক হইয়া উঠিল। মহাকায় মাতঙ্গ সকল মেঘ; বাদ্য, নেমি ও তলধ্বনি গভীর নির্ঘোষ; সুবর্ণময় বিচিত্র আয়ুধ সমুদায় বিদ্যুৎ; শর, অসি ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র সকল জলধারার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ যুদ্ধে রুধিরপ্রবাহ অনবরত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অসংখ্য ক্ষত্রিয় কালকবলে নিপতিত হইলেন। তৎকালে বহুসংখ্য রথী সমবেত হইয়া একমাত্র রথীরে, একমাত্র রথী বহুসংখ্য রথীরে এবং এক জন রথী অন্য এক জন রথীরে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কোন রথী প্রতিপক্ষ রথীরে অশ্ব ও সারথির সহিত সংহার করিলেন এবং কোন কোন গজারোহী একমাত্র মাতঙ্গ দ্বারা বহুসংখ্য রথ ও অশ্ব সমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অরাতিপক্ষীয় অসংখ্য পদাতি, মহাকায় মাতঙ্গ, অশ্ব সারথি সমবেত রথ, সাদি সমবেত অশ্ব সমুদায়কে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাচার্য্য, শিখণ্ডীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; সাত্যকি দুর্য্যোধনের প্রতি গমন করিলেন এবং শ্রুতশ্রবা দ্রোণপুত্রের, যুধামন্যু চিত্রসেনের ও উত্তমৌজা কর্ণপুত্র সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সহদেব, ক্ষুধার্ত্ত সিংহ যেমন বৃষের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ গান্ধাররাজ শকুনির প্রতি দ্রুত বেগে ধাবমান হইলেন। নকুলনন্দন শতানীক কর্ণপুত্র বৃষসেনের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃষসেনও শতানীককে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল কৃতবর্ম্মারে এবং পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সসৈন্য কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ দুঃশাসনও সংশপ্তক সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভীমপরাক্রম ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর উত্তমৌজা শাণিত শর দ্বারা অবিলম্বে কর্ণাত্মজ সুষেণের মস্তক ছেদন করিলেন। কর্ণতনয়ের ছিন্ন মস্তক ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল।

মহাবীর কর্ণ সুষেণের মৃত্যু দর্শনে একান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে সুনিশিত শরনিকরে উত্তমৌজার অশ্ব, রথ ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন উত্তমৌজা শাণিত শরনিকরে ও ভাস্বর খড়্গ দ্বারা কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণিগ্রাহগণকে বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী কৃপাচার্য্যকে রথ শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর শর প্রহার করিতে অভিলাষী হইলেন না। অনন্তর মহাবীর দ্রোণপুত্র কৃপাচার্য্যকে পঙ্কে নিপতিত বৃষভের ন্যায় বিপন্ন দেখিয়া সত্বরে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন। ঐ সময় হিরণ্য বর্ম্মধারী ভীমসেন গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নগত দিবাকরের ন্যায় প্রখর তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক সুনিশিত শরনিকরে আপনার পুত্রগণের সৈন্য সমুদায়কে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভীমসেন

সেই তুমুল সংগ্রামস্থলে অসংখ্য অরাতি-সৈন্যে সমাবৃত হইয়া সারথিরে কহিলেন, হে সারথে! তুমি বেগে ধৃতরাষ্ট্রসৈন্য মধ্যে রথ সঞ্চালন কর। আমি অবিলম্বে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গনকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। মহাবীর ভীমসেন এই রূপ কহিলে তাঁহার সারথি বিশোক দ্রুত বেগে রথ সঞ্চালন করত বৃকোদর যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অবিলম্বে তাঁহারে সেই স্থলে উপনীত করিল। তখন অন্যান্য কৌরবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সমভিব্যাহারে বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার বেগগামী রথের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাত্মা ভীমসেনও সুবর্ণময় শরনিকরে সেই সমাগত শর সমুদায় দুই তিন খণ্ডে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি সমুদায় ভীমশরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। ভূপালগণ ভীমসেনের ভীষণ শরে নির্ভিন্ন কলেবর হইয়া পুষ্পলাভার্থী বিহঙ্গমগণ যেমন বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর কল্পান্তকালীন ভূত সংহারে প্রবৃত্ত দণ্ডধারী অন্তকের ন্যায় মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক মহাবেগে তাহাদের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ ও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভীত চিত্তে অনিলাহত মেঘমণ্ডলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

তখন প্রবল প্রতাপশালী ধীমান্ ভীমসেন পুনরায় অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সারথিরে কহিলেন, হে বিশোক! আমি এ ক্ষণে যুদ্ধে একান্ত আসক্ত হইয়াছি। সমাগত রথ সমূহ স্বকীয় বা পরকীয় বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি উহা বিশেষরূপে অবগত হও। আমি যেন সমরোদ্যত হইয়া শরনিকরে স্বীয় সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন না করি। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু, রথ ও ধ্বজাগ্র সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, বিশেষত মহারাজ অদ্য অতিশয় নিপীড়িত হইয়াছেন এবং অর্জ্জুনও একাল পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই, এই সমুদায় কারণ বশত আমার অধিকতর কষ্ট হইতেছে। হে বিশোক! আজি ধর্ম্মরাজ আমার নিকট হইতে শত্রুমণ্ডলী মধ্যে গমন করিয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয়কেও অবলোকন করিতেছি না। এ ক্ষণে উহাঁরা দুই জন জীবিত আছেন কি না জানিতে না পারিয়া আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। যাহা হউক, আজি আমি এই সমরাঙ্গনে সমবেত শত্রু সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার সহিত আনন্দানুভব করিব। এ ক্ষণে তুমি আমার রথস্থিত তূণীরে কোন্ কোন্ বাণ কি পরিমাণে অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমারে জ্ঞাপিত কর।

বিশোক কহিলেন, হে বৃকোদর! এ ক্ষণে আপনার তূণীরে অযুত সংখ্যক শর, অযুত সংখ্যক ক্ষুর, অযুত সংখ্যক ভল্ল, দুই সহস্র নারাচ, তিন সহস্র প্রদর এবং অসংখ্য গদা, অসি, প্রাস, মুদ্গর, শক্তি ও তোমর বিদ্যমান আছে। যে সকল অস্ত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, তৎসমুদায় শকটে নিহিত করিলে ছয় বলীবর্দ্দেও উহা বহন করিতে পারে না। অতএব তুমি স্বীয় বাহুবল প্রকাশ পূর্ব্বক নিঃশঙ্ক চিত্তে অসংখ্য অস্ত্র পরিত্যাগ কর। অস্ত্র নিঃশেষিত হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না।

ভীমসেন কহিলেন, হে বিশোক! আজি দেখ, আমার নৃপদেহ বিদারণ বেগ-

বান্ বাণপ্রভাবে সূর্য্য তিরোহিত হইলে সমর ভূমি মৃত্যুলোক সদৃশ দুর্দ্দর্শ হইয়া উঠিবে। আজি ভূপালগণ হয় ভীমসেনকে সমরে নিহত, না হয় একমাত্র তাঁহার প্রভাবে কৌরবগণকে পরাজিত জানিতে পারিবেন। আজি আমি সমস্ত কৌরবগণকে নিপাতিত করিলে লোকে আমার শৈশবাবধি সঞ্চিত গুণ কীর্ত্তন করিবে। আজি হয় আমি কৌরবগণকে নিহত করিব নচেৎ তাহারাই আমারে নিপাতিত করিবে। এ ক্ষণে মঙ্গলাভিলাষী দেবগণ আমার বিঘ্ন বিনাশ করুন। শত্রুঘাতক ধনঞ্জয় যজ্ঞস্থলে আহুত পুরন্দরের ন্যায় অবিলম্বে এই সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হউক।

হে সারথে! ঐ দেখ, ভারতী সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে এবং নরপালগণ পলায়ন করিতেছেন, ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয়, নরোত্তম ধীমান্ অর্জ্জুন শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, প্রভূতধ্বজ সম্পন্ন চতুরঙ্গ বল অসংখ্য শর ও শক্তির আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। অনেক সৈন্য ধনঞ্জয়ের অশনি তুল্য সুবর্ণপুঙ্খ সায়কে সমাহত হইয়া নিরন্তর, বিঘূর্ণিত হইতেছে। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। কৌরবগণ দাবাগ্নি দহন ভীত মাতঙ্গগণের ন্যায় বিমুগ্ধ হইয়া পলায়ন এবং অন্যান্য ভূপতিগণ হাহাকার করিতেছে।

বিশোক কহিলেন, হে মহাত্মন্! মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর গাণ্ডীব নিস্বন কি আপনার শ্রবণগোচর হয় নাই? মহাবল পরাক্রান্ত অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়ের ধনুষ্টঙ্কারে কি আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে? হে পাণ্ডব! আজি আপনার সমুদায় মনোরথ সফল হইল। ঐ দেখুন, গজসৈন্য মধ্যে ধনঞ্জয়ের ধ্বজাগ্রস্থিত বানররাজ শত্রুসৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিতেছে। উহারে দেখিয়া আমিও ভীত হইয়াছি। ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুনের শরাসনজ্যা নীল নীরদ বিরাজিত চপলার ন্যায় বিস্ফারিত হইতেছে। উহাঁর বিচিত্র কিরীট ও কিরীট মধ্যস্থিত দিবাকর সদৃশ দিব্য মণি অতিমাত্র শোভা ধারণ করিয়াছে এবং উহাঁর পার্শ্বে পাণ্ডুর মেঘসবর্ণ ভীষণ নিস্বন সম্পন্ন দেবদত্ত শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ দেখুন, রথরশ্মিধারী রণচারী জনার্দ্দনের পার্শ্বে মার্ত্তণ্ডপ্রভ যশোবর্দ্ধন ক্ষুরধার চক্র ও শশধরের ন্যায় শুভ্র পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং বক্ষঃস্থলে জাজ্বল্যমান কৌস্তুভ মণি ও বিজয়প্রদ মাল্য শোভা পাইতেছে। যদুবংশীয়েরা সর্ব্বদা উহাঁর চক্রের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুরাস্ত্রে করিগণের সরল বৃক্ষ সদৃশ কর সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক উহাদিগকে আরোহিগণের সহিত সংহার করাতে উহারা বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এ ক্ষণে মহারথাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় বাসুদেব সঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রু সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করত সমরাঙ্গনে আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখুন, অসংখ্য রথ, হস্তী ও পদাতি পুরন্দর সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিদ্রাবিত হইয়া গরুড়ের পক্ষবায়ুবিপাটিত মহাবনের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এ ক্ষণে অশ্ব ও সারথি সমবেত চারি শত রথ, সাত শত হস্তী এবং অসংখ্য সাদী ও পদাতি নিহত হইয়াছে। ঐ দেখুন, মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবগণকে সংহার করত আপনার সমীপে আগমন করিতেছেন। এ ক্ষণে হে ভীমসেন! আপনার

শত্রু সকল বিনষ্ট ও মনোরথ পরিপূর্ণ হইল। আপনার আয়ু ও বল বৃদ্ধি হউক। তখন ভীমসেন সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বিশোক! তুমি আমারে অর্জ্জুনের আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করাতে আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া এই প্রিয় সংবাদ প্রদান নিবন্ধন তোমারে চতুর্দ্দশ গ্রাম, এক শত দাসী এবং বিংশতি রথ প্রদান করিব।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন সংগ্রামস্থলে রথ নির্ঘোষ ও সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া বসুদেবকে কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি সত্বরে অশ্ব সঞ্চালন কর। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যে স্থানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছেন, অচিরাৎ তোমারে তথায় লইয়া যাইতেছি, এই বলিয়া তিনি তুষার শঙ্খ ধবল মণিমুক্তা ভূষিত সুবর্ণজালজড়িত অশ্ব সকলকে বায়ুবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন সেই কৌরবদিগের চতুরঙ্গিণী সেনা জম্ভাসুর সংহারার্থ প্রস্থিত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট বজ্রধারী সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনকে বিজয় লাভাভিলাষে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরের ভীষণনিস্বন রথচক্রের ঘর্ঘর রব ও অশ্বগণের খুর শব্দে রণস্থল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিলোক রক্ষার্থ অসুরগণের সহিত বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় একাকীই ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও নিশিত ভল্ল দ্বারা বিপক্ষগণের বিবিধ আয়ুধ, ছত্র, চামর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ, পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অরাতিগণের মস্তক ও ভুজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। বীরগণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বিকৃতরূপ হইয়া বায়ুবেগে উন্মূলিত অরণ্যানীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। যোধ ও ধ্বজপতাকা সম্পন্ন সুবর্ণজাল সমলঙ্কৃত বৃহদাকার করিনিকর সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রজ্বলিত অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই রূপে বজ্রসন্নিভ শরনিকরে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ বিদীর্ণ করিয়া বলাসুর সংহারার্থে প্রস্থিত সুররাজের ন্যায় সূতপুত্রের বিনাশ সাধনার্থে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় বীরগণ একান্ত হৃষ্ট চিত্তে প্রভূত রথ, পদাতি হস্তী ও অশ্ব সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গমন সময়ে ক্ষুভিত মহাসাগরের জলকল্লোলের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। এই রূপে সেই ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রম সম্পন্ন মহারথগণ প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর পাণ্ডুনন্দন প্রবল বায়ু যেমন জলদজালকে সমাহত করে, তদ্রূপ তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের শরে আহত হইয়া ক্রোধভরে বিশিখজালে সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্ব ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। মহারথগণ পার্থশরে নিপীড়িত ও ভীত হইয়া স্পন্দহীনের ন্যায় স্ব স্ব রথে অব-

স্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শরনিকরে সংগ্রামনিপুণ চারি শত মহারথের প্রাণ সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ ধনঞ্জয়ের নানাবিধ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পলায়ন সময়ে বাহিনীমুখে গিরিসঞ্জাড়িত জলধিজলের গভীর নিস্বনের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকরে সেই সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও বিদারিত করিয়া সূতপুত্রের সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে গরুড় নাগগণের প্রতি ধাবমান হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হইয়াছিল, মহাবীর ধনঞ্জয় অরাতি সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলে তদ্রূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় বায়ুর ন্যায় বেগবান্ মহাবল পরাক্রান্ত পবননন্দন ভীমসেন সেই গভীর শব্দ শ্রবণে পরম প্রীত ও অর্জ্জুনকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন এবং হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাণপণে সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে কৌরব সেনা সকলকে বিমর্দ্দিত করত বায়ুবেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ সেই যুগান্ত কালীন কৃতান্ত সদৃশ বৃকোদরের অলৌকিক পরাক্রম দর্শনে একান্ত ভীত ও শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত বিঘূর্ণিত ও ভগ্ন অর্ণবযানের ন্যায় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ভীমসেন সেই কৌরব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলে রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর সৈনিক পুরুষ ও যোধগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে ভীমসেনকে নিহত কর। ভীমসেন বিনষ্ট হইলেই পাণ্ডব সৈন্য নিঃশেষিত হইবে। দুর্য্যোধন এই রূপ কহিলে ভূপালগণ তাঁহার আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর নিক্ষেপ করত ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অসংখ্য হস্তী, রথী ও পদাতি বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিল। তখন তিনি নক্ষত্র পরিবেষ্টিত পরিবেষ মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া রোষারুণিত নেত্রে বৃকোদরের বিনাশ বাসনায় তাঁহার উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃতান্ত সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন মহাবীর ভীমসেন সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে সেই প্রভূত সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক মহাজাল বিনির্গত মৎস্যের ন্যায় তাঁহাদের মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং অবিলম্বে দশ সহস্র অনিবার্য্য হস্তী, দুই লক্ষ দুই শত মনুষ্য, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও এক শত রথ বিনাশ করিয়া সংগ্রামস্থলে বৈতরণী নদীর ন্যায় ভীরু জনের ভয়বর্দ্ধন শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। রথ সমুদায় ঐ নদীর আবর্ত্ত, হস্তী সকল গ্রাহ, মনুষ্যগণ মীন, অশ্ব সমুদায় নক্র, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল, মজ্জা পঙ্ক, মস্তক সমুদায় উপলখণ্ড, কার্ম্মুকনিচয় কাশকুসুম, শরনিকর নির্মোনত ভুমি, উষ্ণীষ ফেনা, হারাবলি পদ্ম, পার্থিবরজ তরঙ্গমালা এবং ছত্র ও ধ্বজ উহার হংস স্বরূপ শোভমান হইল। ঐ নদী ভীরু জনের নিতান্ত দুস্তর; কিন্তু বলবিক্রম সম্পন্ন নির্ভীকচিত্ত বীরগণ উহা অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। হে মহারাজ! ঐ সময় রথিসত্তম ভীমসেন যে যে স্থানে প্রবেশ করিলেন, সেই সেই স্থানেই অসংখ্য যোধ বিনষ্ট হইল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে শকুনিরে কহিলেন, হে

মাতুল! তুমি অবিলম্বে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকে পরাজয় কর। উহারে জয় করিতে পারিলেই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য পরাজিত হইবে।

হে কুরুরাজ! প্রবলপ্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন এবং তীরভূমি যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর শকুনির শরনিকরে নিবারিত হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন সুবলনন্দন বৃকোদরের বক্ষস্থলে সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত নারাচনিকর নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ সকল মহাত্মা ভীমসেনের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভীমসেন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রোষভরে শকুনির প্রতি এক সুবর্ণ বিভূষিত ঘোরতর সায়ক প্রয়োগ করিলেন। সুবলনন্দন সেই ভীষণ শর সমাগত সন্দর্শন করিয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সপ্তধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য করত এক ভল্লে শকুনির শরাসন ছেদন করিলেন। প্রবলপ্রতাপ শকুনিও অবিলম্বে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ এবং অন্য শরাসন ও সন্নতপর্ব্ব ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ পূর্ব্বক দুই ভল্লে ভীমের ছত্র ও এক ভল্লে ধ্বজ ছেদন করিয়া সাত ভল্লে তাঁহারে, দুই ভল্লে সারথিরে এবং চারি ভল্লে চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী ভীমসেন যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শকুনির প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমভুজ নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গজিহ্বার ন্যায় চঞ্চল ভীষণ শক্তি মহাবেগে শকুনির উপর নিপতিত হইল। শকুনি তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই কনকভূষিত ভীষণ শক্তি ভীমসেনের বাম বাহু বিদারণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কৌরবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কৌরব বীরগণের সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বরে জ্যাযুক্ত অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ইতস্তত বিচরণ করত প্রাণপণে মুহূর্ত্তমধ্যে শরজালে শকুনির সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং অবিলম্বে সুবলনন্দনের চারি অশ্ব ও সারথিরে বিনাশ পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি সেই অশ্বশূন্য রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শরাসন বিস্ফারিত করিয়া রোষারুণ নেত্রে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রবলপ্রতাপ ভীমসেন তদ্দর্শনে অবিলম্বে সুবলনন্দনের শরজাল নিরাকৃত করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরাতিকর্ষণ শকুনি বৃকোদরের প্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মৃতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শকুনিরে বিহ্বল অবলোকন করিয়া ভীমসেনের সমক্ষেই তাঁহারে রথে আরোপিত করিলেন। কৌরবগণ শকুনিরে তদবস্থ অবলোকন পূর্ব্বক সমরপরাঙ্মুখ হইয়া ভীত চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে কুরুরাজ! রাজা দুর্য্যোধনও শকুনিরে ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত দেখিয়া একান্ত

ভয়াবিষ্ট চিত্তে মাতুলের জীবিত রক্ষা প্রত্যাশায় তাঁহারে লইয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন।

কৌরব সৈন্যগণ নরপতিরে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তাহাদিগকে সমরপরাঙ্মুখ ও পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া অসংখ্য শর বর্ষণ করত মহাবেগে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই কৌরব সৈন্যগণ ভীমশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সূতপুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! ভগ্ন নৌকাসংস্থিত নাবিকেরা যেমন দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া আশ্বাস যুক্ত হয়, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণ তৎকালে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণকে আশ্রয় করিয়া আশ্বাসিত হইল এবং পরমাহ্লাদ সহকারে পুনরায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর বৃকোদরের প্রভাবে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ ভগ্ন হইলে দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন ও আমাদের পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ কি করিলেন? ভীমসেন একাকী সমুদায় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করাতে তাহার পরাক্রম অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। শত্রুসূদন কর্ণ সমস্ত কৌরবগণের মঙ্গল, বর্ম্ম, যশ ও জীবিতাশা স্বরূপ। সে কি ঐ সময় আপনার প্রতিজ্ঞানুরূপ যোধগণকে বিনাশ করিল? হে সঞ্জয়! ভীমসেনের প্রভাবে কৌরব সৈন্য ভগ্ন হইলে আমার দুর্দ্ধর্ষ পুত্রগণ, মহারথ ভূপতিগণ ও সূতপুত্র কর্ণ কি করিল? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই অপরাহ্ণ সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেনের সমক্ষে সমুদায় সোমকগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃকোদরও কৌরব সৈন্যগণকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তখন সূতপুত্র ভীমসেন কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য সমুদায় বিদ্রাবিত দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমারে অবিলম্বে পাঞ্চালগণের অভিমুখে লইয়া চল। মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ কর্ণের বাক্য শ্রবণে চেদি, পাঞ্চাল ও কারূষদিগের অভিমুখে সেই মনোমারুতগামী শ্বেতাশ্ব সকল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অরাতি সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সূতপুত্র যে যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, সেই সেই স্থানে রথ সমানীত করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ণের সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত মেঘ সদৃশ রথ সন্দর্শন করিয়া একান্ত ভীত হইলেন। তৎকালে বিদীর্ণ পর্ব্বত ও মেঘের ন্যায় সেই রথের ঘোরতর নির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইল। মহাবীর কর্ণও আকর্ণপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্য নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সমরে এই রূপ দারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথ শিখণ্ডী, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিপীড়িত করত, চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি বিংশতি ও ভীমসেন শত বাণে কর্ণের জত্রুদেশ আহত এবং শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত, দ্রৌপদীতনয়গণ চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত ও নকুল এক শত বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সূতনন্দন শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও নিশিত শরনিকর

পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যে-ককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করত নিমেষ মধ্যে সাত্যকির ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নয় বাণে তাঁহার বক্ষস্থল আহত ও ত্রিংশৎ শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা সহদেবের ধ্বজ ছেদন ও তিন বাণে তাঁহার সারথিরে নিপীড়ন পূর্ব্বক দ্রৌপদেয়গণকে রথ বিহীন করি-লেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

এই রূপে সূতপুত্র শরনিকরে মহা-রথগণকে বিমুখ করিয়া নিশিত সায়ক দ্বারা মহাবীর পাঞ্চাল ও মহারথ চেদি-গণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত চেদি ও পাঞ্চালগণ কর্ণের শরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মহারথ কর্ণও নিশিত শরনিকরে তাহাদিগকে নিপীড়িত ও নিবারিত করি-তে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে প্রতাপশালী সূতপুত্র একাকী সমরে শর বর্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রামে যত্নশীল পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য ধনুর্দ্ধরকে নিবারণ করিতেছেন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হই-লাম। মহাত্মা কর্ণের হস্তলাঘব দর্শনে দেব, সিদ্ধ ও চারণগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহাধনুর্দ্ধর কৌরবগণও সেই ধনুর্দ্ধরাগ্র-গণ্য মহারথ সূতপুত্রকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সূত-পুত্র গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন দহনের ন্যায় শরশিখায় অরাতি সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ কর্ণ-শরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে সন্দর্শন করত ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চাল-গণ সূতপুত্রের সায়কে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য পাণ্ডব সৈন্যেরা সেই শব্দ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া কর্ণকে অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। তখন শত্রু-নিসূদন রাধেয় পুনর্ব্বার এ রূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন যে, পাণ্ডব সৈন্য-গণ তাঁহারে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। তাহারা সূতপুত্রের সহিত মিলিত হই-য়া পর্ব্বতলগ্ন জলরাশির ন্যায় ইতস্তত বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্য-গণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরনিকরে বিপক্ষ বীরগণের মস্তক, কুণ্ডলান্বিত কর্ণ, বাহু এবং হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টি সম্পন্ন খড়্গ, ধ্বজ, শক্তি, অশ্ব, গজ, রথ, পতাকা, ব্যজন, অক্ষ, যুগযোক্ত্র ও চক্র সমুদায় অনবরত নিকৃত্ত হইতে লাগিল। তাঁহার সায়কে নিহত প্রভূত গজ-বাজি ও তাহাদের মাংসশোণিতসঞ্জাত কর্দ্দমে সমরাঙ্গন দুর্গম হইয়া উঠিল। চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত ও নিপাতিত হও-য়াতে সম কি বিষম কিছুই নির্দ্ধারিত হইল না। ঐ সময় কর্ণের অস্ত্রপ্রভাবে সমরভূমি অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হইলে যোধ-গণ কে আত্মীয় কে পর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর সূতনন্দন সুবর্ণ ভূষিত শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা বারংবার ভগ্ন হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যে রূপ অরণ্যে মৃগেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মৃগযূথকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ যশস্বী সূতপুত্র মহারথ পাঞ্চা-লগণকে বারংবার বিদ্রাবিত করত পশু-হন্তা বৃকের ন্যায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন! কৌরবপক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডব সেনাদিগকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া সিংহনাদ করত তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন

অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া নানাবিধ বাদিত্র নিস্বন করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ ভগ্নাস্ত্র হইয়াও বীর পুরুষের ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রুতাপন কর্ণও তাহাদিগকে বারংবার ভগ্ন করিয়া শরনিকরে বিংশতি জন পাঞ্চাল ও শতাধিক চেদির প্রাণ সংহার করিলেন। তাঁহার শরে বিপক্ষগণের রথোপস্থ, বাজিপৃষ্ঠ ও গজস্কন্ধ নির্ম্মনুষ্য এবং পদাতি সকল বিদ্রুত হইতে লাগিল। তখন তিনি মধ্যাহ্নকালীন দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্যের ন্যায়, কালান্তক যমের ন্যায় শোভমান হইলেন।

হে মহারাজ! অরাতিঘাতন মহাধনুর্দ্ধর রাধেয় এই রূপে পাণ্ডব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। বলবান কৃতান্ত যেমন প্রাণিগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ মহারথ কর্ণ একাকী সোমকগণকে নিহত করিয়া সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা পাঞ্চালদিগেরও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তাহারা সমরাঙ্গনে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! ঐ অবসরে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং শকুনি ইহাঁরাও অসংখ্য পাণ্ডব সেনা নিহত করিতে লাগিলেন। কর্ণের বলবিক্রমশালী পুত্রদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্তত পাণ্ডব সেনা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণও কোপাবিষ্ট হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে পাণ্ডব পক্ষীয় ও ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল।

অশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় অরাতিঘাতন অর্জ্জুন মহারণে কৌরব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। তাঁহার শরনিকরে অসংখ্য সৈন্য নিহত হওয়াতে সংগ্রামস্থানে বীর জনের সুপ্রতর, ভীরুগণের দুস্তর শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। মাংস, মজ্জা ও অস্থি সকল ঐ নদীর পঙ্ক; নর মস্তক সমুদায় উহার উপলখণ্ড; হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় তীর স্বরূপ; আতপত্র সকল হংস; হার সকল পদ্ম; উষ্ণীষ সমুদায় ফেনা; শরাসন সকল শরবন; রথ সমুদায় উড়ুপ এবং বর্ম্ম ও চর্ম্ম সকল উহার আবর্ত্ত স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। বীরগণ বৃক্ষ সমুদায়ের ন্যায় উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন এবং কাক ও গৃধ্রগণ উহার উভয় পার্শ্বে ভীষণ রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, সূতপুত্রের ধ্বজ লক্ষিত হইতেছে। ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ উহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাঞ্চালগণ কর্ণের প্রভাবে ভীত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন শ্বেতাতপত্রে পরিশোভিত হইয়া কর্ণসায়ক নির্ভিন্ন পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সূতপুত্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া দুর্য্যোধনের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা উহাঁদিগকে নিধন না করিলে উহারা নিশ্চয়ই সোমকগণকে সংহার করিবেন। ঐ দেখ, রশ্মিগ্রহণবিশারদ মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের রথ সঞ্চালন করিতেছেন; অত-

এব তুমি মহারথ কর্ণের অভিমুখে আমার রথ চালন কর। আমি সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাপি সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যদি আমি এ ক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন না হই, তাহা হইলে ঐ দুরাত্মা নিশ্চয়ই আমাদিগের সমক্ষে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে নিঃশেষিত করিবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার মানসে সূতপুত্রের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে আশ্বাসযুক্ত হইল। তখন পুরন্দরের বজ্রের ন্যায়, জলধির তরঙ্গের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথের ভীষণ নির্ঘোষ হইতে লাগিল। সত্যবিক্রম মহাত্মা অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যগণকে পরাজিত করত কর্ণ সমীপে ধাবমান হইলেন।

তখন মদ্রাধিপতি শল্য কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনের বানরধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলে, ঐ সেই কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করত আগমন করিতেছে। যদি আজি উঁহারে নিপাতিত করিতে পার, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গললাভ হইবে। অর্জ্জুন কৌরব পক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণকে নিপীড়িত করত আমারেই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উঁহার প্রতিগমন কর। ঐ কৌরব সেনাগণ শত্রুঘাতন অর্জ্জুনের ভয়ে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। ধনঞ্জয়ও উঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। এ ক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুন তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিবে না। ঐ মহাবীর ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত, ধর্ম্মরাজকে বিরথ ও ক্ষতবিক্ষত এবং শিখণ্ডী, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণকে পরাজিত অবলোকন করিয়া কৌরব পক্ষীয় সমুদায় পার্থিবগণের বিনাশ সাধনার্থ অন্যান্য সৈন্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষরক্ত নয়নে মহাবেগে আমাদিগেরই প্রতি ধাবমান হইতেছে; অতএব সত্বরে তুমি উঁহার প্রতিগমন কর। ইহ লোকে তুমি ভিন্ন আর কেহই ক্রোধপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। ঐ দেখ, মহাবীর কুন্তীনন্দন একাকী তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, কেহই উঁহার পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতেছে না। অতএব এ ক্ষণে তুমি আপনার কার্য্য সিদ্ধির উপায় দেখ। তুমিই সংগ্রামে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে পারিবে; ঐ ভার তোমার উপরেই অর্পিত হইয়াছে; অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি গমন কর। তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপের সদৃশ, অতএব এই মহাসংগ্রামে লেলিহান সর্পের ন্যায়, গর্জ্জনশীল ঋষভের ন্যায় ও বনস্থিত ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে নিবারণ পূর্ব্বক সংহার কর। ঐ দেখ, কৌরব পক্ষীয় মহারথ ভূপালগণ অর্জ্জুনের ভয়ে সমর নিরপেক্ষ হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এ সময়ে তুমি ভিন্ন আর কেহই তাঁহাদিগের ভয় নিবারণে সমর্থ নহেন। কৌরবগণ এই সমরসাগরে দ্বীপের ন্যায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্য সহকারে বৈদেহ, অম্বষ্ঠ, কাম্বোজ, নগ্নজিৎ ও গান্ধারগণকে পরাজয় করিয়াছ, সেই রূপ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করত অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রতিগমন কর।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শল্য কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি এ ক্ষণে প্রকৃতিস্থ ও আমার অভিমত হইয়াছ। ধনঞ্জয় হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আজি তুমি আমার ভুজবল ও অস্ত্রশিক্ষা অবলোকন কর। আমি একাকীই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিব। আজি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যুদ্ধে জয় লাভের কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব হয় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার নচেৎ তাহাদিগের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমর শয্যায় শয়ন করিয়া এককালে নিশ্চিন্ত হইব। তখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! মহারথগণ সেই অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্জ্জয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সে একাকী থাকিলেও তাহারে আক্রমণ করা সহজ নহে। এ ক্ষণে আবার সে বাসুদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। এখন তাহারে পরাজয় করা কাহার সাধ্য। কর্ণ কহিলেন, হে শল্য! আমিও শুনিয়াছি যে, ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর কেহই নাই; তথাপি আমি সেই মহাবীরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। এ ক্ষণে তুমি আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ কর। ঐ দেখ, পাণ্ডুতনয় মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতেছে। অদ্য হয় ত ঐ বীরই আমারে বিনাশ করিবে। আমি বিনষ্ট হইলে কৌরবপক্ষীয় কোন যোদ্ধাই জীবিত থাকিবে না। হে মদ্ররাজ! ধনঞ্জয়ের ভুজযুগল সুদীর্ঘ ব্রণাঙ্কিত; উহা হইতে স্বেদজল নির্গত বা উহা কদাচ বিকম্পিত হয় না। দৃঢ়ায়ুধ মহাবীর অর্জ্জুন অদ্বিতীয় কৃতী ও ক্ষিপ্রহস্ত। এই পৃথিবীতে উহার সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর এক শরের ন্যায় এককালে বহুসংখ্য শর গ্রহণ ও অবিলম্বে সন্ধান পূর্ব্বক এক ক্রোশ অন্তরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতুষ্ট করাতে তিনি বাসুদেবকে চক্র এবং উহারে গাণ্ডীব শরাসন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মেঘগম্ভীর নিস্বন রথ, অক্ষয় তূণীর ও দিব্য শস্ত্র সমুদায় প্রদান করেন। ঐ মহাবীর ইন্দ্রলোকে একত্র সমবেত লোকপালগণের নিকট পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্র ও দেবদত্ত শঙ্খ লাভ করিয়া অসংখ্য কালকেয় দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিল। অতএব এই পৃথিবীতে উহার তুল্য বলবীর্য্য সম্পন্ন আর কে আছে? ঐ মহাবীর ধর্ম্ম যুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের তুষ্টি সাধন করিয়া ত্রৈলোক্য সংহারকর একান্ত ভয়ঙ্কর পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকীই বিরাটনগরে সমবেত কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে পরাজয় করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ ও মহারথদিগের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষত সকল লোক সমবেত হইয়া অযুত বৎসরেও যে শঙ্খচক্রগদাপাণি জয়শীল মহাত্মা বাসুদেবের গুণ বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না; সেই অনন্তবীর্য্য অপ্রতিম প্রভাব সম্পন্ন দেবকীনন্দন ঐ মহাবীরকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন। এ ক্ষণে আমি সেই অশেষ গুণসম্পন্ন কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয়কে সংগ্রামে আহ্বান করিয়া আপনারে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী জ্ঞান করিতেছি। মহাবীর বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে এক রথে সমবেত দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারও হইতেছে। ধনঞ্জয় শরযুদ্ধে ও বাসুদেব চক্রযুদ্ধে অতিশয় সুনিপুণ। যদিও হিমাচল স্বস্থান হইতে বিচলিত হয়, কিন্তু ঐ দুই মহাবীর কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। বাল-

হউক, এ ক্ষণে আমা ব্যতিরেকে ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ দ্বয়ের নিকট যুদ্ধার্থ আর কে অগ্রসর হইবে? আজি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার যে অভিলাষ হইয়াছে, উহা অচিরাৎ পূর্ণ হইবে। আমি অবিলম্বেই অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর বিচিত্র সংগ্রাম করিব। ঐ যুদ্ধে হয় আমি ঐ বীর দ্বয়কে বিনষ্ট করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিব, না হয় উহারাই আমারে নিহত করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া জলধরের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দুর্য্যোধন সন্নিধানে সমুপস্থিত ও তৎ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তাঁহারে এবং কৃপ, ভোজ, অনুজ সমবেত গান্ধাররাজ শকুনি, অশ্বত্থামা, স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র এবং পদাতি, গজারোহী ও অশ্বারোহিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ ও পরিশ্রান্ত কর। তোমরা ঐ বীরদ্বয়কে শরনিকরে সাতিশয় ক্ষতবিক্ষত করিলে আমি অক্লেশে উহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইব। হে মহারাজ! তখন ঐ সমস্ত বীরেরা সূতপুত্রের আদেশানুসারে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সত্বরে ধাবমান হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে সমাহত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও মহাসাগর যেমন বহুল সলিল সম্পন্ন নদনদী সমুদায়ের বেগ ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে কৌরব পক্ষীয় বীরগণের শরনিকর সহ্য করিলেন। অনন্তর তিনি বিপক্ষগণের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন শর সন্ধান ও বর্ষণ করিতে লাগিলেন, শত্রুগণ তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য তাঁহার শরে বিদীর্ণকলেবর ও নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কুন্তীনন্দন যুগান্তকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার শরনিকর কিরণ ও গাণ্ডীব শরাসন পরিবেশের ন্যায় শোভমান হইল। চক্ষুরোগপীড়িত ব্যক্তি যেমন দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৌরবগণ তাঁহারে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত দিবাকর যেমন জলরাশি বিশোষিত করে, তদ্রূপ বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া স্বীয় তেজ প্রভাবে কৌরব সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, ভোজ, রাজা দুর্য্যোধন ও মহারথ অশ্বত্থামা, জলধর যেমন মহীধরের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত অর্জ্জুনের উপর শরনিকর বিসর্জ্জন করত তাঁহার প্রতি দ্রুত বেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় জীবনান্তকর শরনিকর দ্বারা সেই শর সমূহ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বক্ষঃস্থলে তিন তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন এবং গাণ্ডীব আকর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষগণকে শরানলে নিতান্ত সন্তপ্ত করত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত পরিবেশ সুশোভিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা দশ শরে ধনঞ্জয়কে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে ও তিন শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধ্বজাগ্রস্থিত বানরের উপর নারাচনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তিন শরে অশ্বত্থামার কার্ম্মুক, ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ও চারি শরে অশ্বগণকে

ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া হীরক মণি সমলঙ্কৃত, সুবর্ণজাল জড়িত, তক্ষক দেহের ন্যায় তেজ সম্পন্ন, অদ্রিতটস্থ অজগরের ন্যায় প্রকাণ্ড এক মহামূল্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন এবং উহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করত অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে নিপীড়িত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বারিধর যেমন দিবাকরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর কৃপ, ভোজ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথগণ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে অবরোধ করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ বলবীর্য্য সম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে শরনিকর দ্বারা কৃপাচার্য্যের সশর শরাসন, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে গাঙ্গেয় যেমন অর্জ্জুনের অসংখ্য শরে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, এ ক্ষণে কৃপাচার্য্যও তদ্রূপ একান্ত নিপীড়িত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে বিনষ্ট ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও শরাসনযুক্ত রথ সমুদায় এবং গজযূথকে বিপাটিত করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ জলবেগবিদীর্ণ সেতুর ন্যায় সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময় মহাত্মা কৃষ্ণ রণপীড়িত শত্রুগণকে অর্জ্জুনের দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য যোধগণ বৃত্রাসুর নিধনোদ্যত বাসবের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধাবমান অবলোকন করিয়া উন্নত ধ্বজযুক্ত সুকল্পিত রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ বাসনায় তাঁহার অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহারথ শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার অরাতিগণকে নিবারণ ও শাণিত শরনিকরে বিদারণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবক্রগামী সায়ক দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে অসুরগণ যেমন দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এ ক্ষণে কৌরবগণের সহিত সৃঞ্জয়গণের তদ্রূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথিগণ জয় ও স্বর্গলাভে সমুৎসুক হইয়া সমরে গমন ও পরস্পরকে প্রহার করত গর্জ্জন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যোধগণ পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করাতে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সমুদায় দিক্ বিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।

একাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় প্রধান প্রধান কৌরব সৈন্যগণকে ভীমসেনের আক্রমণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার উদ্ধার বাসনায় সূতপুত্রের সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরজাল বিহঙ্গমকুলের ন্যায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর কুন্তীনন্দন কৌরবগণের অন্তকস্বরূপ হইয়া ভল্ল, ক্ষুরপ্র ও বিমল নারাচ দ্বারা তাঁহাদের গাত্র ও মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরভূমি ছিন্নগাত্র, ছিন্নমস্তক, কবচশূন্য যোধগণের কলেবরে সমাবৃত এবং ছিন্ন ভিন্ন বিকলাঙ্গ হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহের নিপাতে ভীষণাকার বৈতরণী নদীর ন্যায় অতিশয় দুর্গম ও দুর্নিরীক্ষ্য

হইয়া উঠিল। অসংখ্য ঈষা, চক্র, অক্ষ ও ভল্ল ইতস্তত নিপতিত হইতে লাগিল; ঐ সময় কোন কোন রথ অশ্বসারথি বিহীন, কোন কোন রথ কেবল অশ্বযুক্ত ও কোন কোন রথ কেবল সারথিযুক্ত দৃষ্টিগোচর হইল। সুবর্ণবর্ণ বর্ম্মধারী, কনক ভূষণালঙ্কৃত, যোধগণ সমারূঢ়, ক্রূর মহামাত্রগণকর্ত্তৃক পার্ষ্ণি ওঅঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পরিচালিত, মদমত্ত, কবচভূষিত চারিশত মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরনিকরে সমাহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন মহাপর্ব্বতের সমৃদ্ধিশালী শৃঙ্গ সকল বিশীর্ণ ও ধরাতলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন সেই জলদ সন্নিভ মদবর্ষী বারণগণকে নিপাতিত করিয়া মেঘ বিনির্গত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এই রূপে অস্ত্র, যন্ত্র ও কবচশূন্য চতুরঙ্গ বল সমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে পথ সকল আচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ গাণ্ডীব শরাসনের ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সাগর মধ্যে নৌকা যেমন প্রবল সমীরণে সমাহত হইয়া বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরে সমাহত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল। অঙ্গার, উল্কা ও অশনির ন্যায় প্রাণবিনাশক গাণ্ডীবনিঃসৃত বিবিধ বাণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রজনীযোগে পর্ব্বতস্থিত প্রজ্বলিত বেণুবনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অটবী মধ্যে মৃগগণ যেমন দবদহন ভীত হইয়া ইতস্তত পর্য্যটন করে, তদ্রূপ কৌরবগণ অর্জ্জুনের শরানলে দগ্ধ ও ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় যাহারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাও ভীত চিত্তে তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণপরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে কৌরবগণ ছিন্ন ভিন্ন হইলে সমরবিজয়ী ধনঞ্জয় ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করত তাঁহারে যুধিষ্ঠিরের নিরাপদবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সমরস্থলে সমাগত হইলেন। ঐ সময় দুঃশাসনের অনুজ দশ জন মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন তাঁহারা জ্যারোপিত শরাসন আয়ত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে উল্কানিপীড়িত কুঞ্জরের ন্যায় আপনার পুত্রগণের শরে সমাহত দেখিয়া, অর্জ্জুন অচিরাৎ তাঁহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাদিগের বাম পার্শ্বে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনের রথ অন্য দিকে ধাবমান দেখিয়া সত্বরে তাঁহার অভিমুখীন হইলেম। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র শরে সেই বীরগণের রথকেতু, অশ্ব, চাপ ও সায়ক সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ দশ ভল্লে তাঁহাদিগের লোহিত নেত্রযুক্ত দষ্টাধর মস্তক সকল ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণের বদন সমুদায় ভূতলে নিপতিত হইয়া পঙ্কজের ন্যায় শোভিত হইল।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়ের সুবর্ণভূষণ বিভূষিত মুক্তাজাল জড়িত শ্বেতাশ্বগণকে কর্ণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত করিলেন। অনন্তর কৌরব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত নবতি সংখ্যক

সংশপ্তক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর পারলৌকিক শপথ করিয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শরজালে অবিলম্বে সেই সংগ্রামতৎপর নবতি বীরকে তাহাদের সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিলেন। পুণ্য ক্ষয় হইলে বিমানস্থ সিদ্ধগণ যেরূপ স্বর্গ হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ তাহারা অর্জ্জুনের নানারূপ শর নিকরে নিহত হইয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কৌরবগণ প্রভূত হস্তী, অশ্ব ও রথ লইয়া নির্ভয়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে অবরোধ করত অসংখ্য শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, গদা, তলবার ও শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও দিবাকর যেমন কিরণজালে তিমির নাশ করেন, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা অরাতি নিক্ষিপ্ত অন্তরীক্ষে বিস্তৃত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ত্রয়োদশ শত মত্ত গজসমারূঢ় ম্লেচ্ছ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কর্ণ, নালীক, নারাচ, তোমর, প্রাস, শক্তি, মুষল ও ভিন্দিপাল দ্বারা রথস্থ পার্থের পার্শ্বদেশে আঘাত করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন নিশিত ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা সেই ম্লেচ্ছগণ নিক্ষিপ্ত শস্ত্র বৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া নানাবর্ণ শরনিকরে ধ্বজ পতাকা বিশিষ্ট দ্বিরদগণকে আরোহিগণের সহিত নিহত করিলেন। সুবর্ণমালাবৃত মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাবৃত ও নিহত হইয়া বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায়, আগ্নেয় গিরির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সংগ্রামস্থলে মনুষ্য, গজ ও অশ্বগণের নিস্বন এবং গাণ্ডীবের গভীর নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অসংখ্য কুঞ্জর ও আরোহিবিহীন অশ্বগণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইল। অশ্বহীন রথিবিহীন গন্ধর্ব্ব নগরাকার সহস্র সহস্র রথ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং অশ্বারোহিগণ ইতস্তত ধাবমান হইয়া অর্জ্জুনের বাণে নিহত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের কি অদ্ভুত বাহুবল! তিনি তৎকালে একাকীই সেই হস্তী, অশ্বারোহী ও রথিগণকে পরাজয় করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন অর্জ্জুনকে ত্রিবিধ সৈন্য পরিবৃত দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট কতিপয় রথীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরবগণের অল্পমাত্রাবশিষ্ট ক্ষতবিক্ষত সৈন্যগণ ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। গদাপাণি বৃকোদরও অর্জ্জুনের সমীপে গমন করত ধনঞ্জয় হতাবশিষ্ট কৌরব পক্ষীয় মহাবল তুরঙ্গমগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রাকার, অট্টালিকা ও পুরদ্বার বিদারণে সমর্থ, কালরাত্রির ন্যায় ভীষণ গদা নর, নাগ ও অশ্বগণের উপর অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। লৌহবর্ম্মধারী অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ সেই প্রচণ্ড গদার আঘাতে ভগ্নমস্তক, ভগ্নাস্থি ও ভগ্নচরণ হইয়া শোণিতার্দ্র কলেবরে চীৎকার করত ধরাতলে নিপতিত ও দশন দ্বারা ভূতল দংশন করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ক্রব্যাদগণ আনন্দিত চিত্তে তাহাদের মাংস ভোজন করিতে লাগিল। তখন ভীমসেনের সেই ভীষণ গদা শোণিত, মাংস, বসা ও অস্থি দ্বারা পরম পরিতৃপ্ত হইয়া দুর্লক্ষ্য কালরাত্রির ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। এই রূপে ভীমসেন দশ সহস্র অশ্ব ও বহুসংখ্যক পদাতিরে নিপাতিত করিয়া গদা হস্তে সরোষ নয়নে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ তাঁহারে গদা হস্তে সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া

সাক্ষাৎ কালদণ্ডধর কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া গজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। বর্ম্মাচ্ছাদিত, পরিশোভিত, আরোহি সমবেত, মত্ত মাতঙ্গগণ পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

মহাবল ভীমসেন এই রূপে সেই গজ সৈন্য নিপাতিত করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কৌরব সৈন্যগণ শস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হইয়া সমরে নিরুৎসাহ ও পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ অবস্থান করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই সৈনিকগণকে তেজোহীন দেখিয়া প্রাণনাশক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা অর্জ্জুনের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া কেশর বিরাজিত কদম্ব কুসুমের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় অর্জ্জুনের শরে অসংখ্য নাগ, নর ও অশ্ব নিহত হওয়াতে কৌরব পক্ষে ভীষণ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সৈনিকগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হাহাকার করত অলাত চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় কোন রথ, অশ্ব, অশ্বারোহী বা মাতঙ্গ অক্ষত ছিল না। সৈন্যগণ ছিন্নকবচ ও শোণিতলিপ্ত হইয়া বিকসিত অশোক কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবগণ সব্যসাচীর পরাক্রম দর্শনে কর্ণের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং পার্থের শরসম্পাত অসহ্য বোধ করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করত সূতপুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও শত শত শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করিলেন।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ অর্জ্জুন শরে ব্যথিত হইয়া কর্ণের রথসমীপে প্রতিগমন করিলেন। ঐ সময় সূতপুত্র সেই বিপদ সাগরে নিমগ্নপ্রায় বীরগণের দ্বীপ স্বরূপ হইলেন। অন্যান্য কৌরবগণও অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া নির্ব্বিষ পন্নগের ন্যায় পলায়ন করত কর্ণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রিয়াবান্ প্রাণিগণ যেমন মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, তদ্রূপ আপনার তনয়গণ মহাত্মা অর্জ্জুনের ভয়ে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ সেই শরপীড়িত শোণিতক্লিন্ন বীরগণকে অভয় প্রদান করিলেন এবং সৈনিকগণকে অর্জ্জুন প্রভাবে ভগ্ন দেখিয়া শত্রু সংহার বাসনায় শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মনে মনে অর্জ্জুনের বধ চিন্তা করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারই সমক্ষে পুনরায় পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় ভূপালগণ তদ্দর্শনে আরক্তনয়ন হইয়া জলদজাল যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহারথ সূতপুত্র মহাবীর অর্জ্জুনের বীর্য্য প্রভাবে কৌরবগণকে পলায়ন পরায়ণ দেখিয়া বায়ু যেমন জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালতনয়গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অঞ্জলিকাস্ত্রে জনমেজয়ের অশ্ব সমু-

দায় ও সারথিরে নিপাতিত করিলেন এবং ভল্ল দ্বারা শতানীক ও সুতসোমকে বিদ্ধ করত তাঁহাদিগের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ছয় শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ ও শরনিকরে তাঁহার অশ্ব সকলকে নিহত করিয়া সাত্যকির অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক কৈকেয়পুত্র বিশোককে বিনষ্ট করিলেন। কৈকেয় সেনাপতি উগ্রকর্ম্মা রাজকুমারকে নিহত দেখিয়া কর্ণাত্মজ প্রসেনকে উগ্রবেগ সম্পন্ন শরনিকরে সমাহত ও বিচলিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্যমুখে তিন অর্দ্ধচন্দ্র শরে কৈকেয় সেনাপতির ভুজযুগল ও মস্তক ছেদন করিলে তিনি গতাসু হইয়া পরশুছিন্ন শাল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর কর্ণাত্মজ প্রসেন শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ ও নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ন করত যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত শরে তৎক্ষণাৎ প্রসেনের প্রাণ সংহার করিলেন। মহাবীর কর্ণ পুত্রের নিধন দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া সাত্যকিরে সংহার করিবার বাসনায়, অরে শৈনেয়! তুই নিহত হইলি, এই বলিয়া তাঁহার প্রতি এক ভীষণ শর বিসর্জন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদ্দর্শনে অবিলম্বে তিন বাণে সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া তাঁহারে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাতেজস্বী সূতপুত্র ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা শিখণ্ডীর শরাসন ও ধ্বজ ছিন্ন এবং ছয় শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তনয়ের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক সুশাণিত শর দ্বারা সুতসোমকে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র নিহত হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, কর্ণ প্রায় সমস্ত পাঞ্চালদিগকে বিনষ্ট করিল; এ ক্ষণে তুমি শীঘ্র গিয়া উহারে সংহার কর। নরপ্রবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া পাঞ্চালদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন এবং গাণ্ডীব বিস্ফারণ ও তলধ্বনি করিয়া সহসা শরান্ধকার বিস্তার পূর্ব্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার শরাসনের টঙ্কার শব্দ অন্তরীক্ষমণ্ডল ও ভয়ঙ্কর গিরিগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় ভীমসেন পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই বীরদ্বয় রথারোহণে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর সূতপুত্র সোমকদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে নিহত এবং শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন উত্তমৌজা, জনমেজয়, যুধামন্যু ও শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমবেত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিমর্দ্দিত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সমুদায় যেমন সংযমী ব্যক্তিকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই পাঞ্চাল দেশীয় পাঁচ মহাবীর একত্র হইয়াও সূতপুত্রকে রথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরনিকর দ্বারা ঐ মহাবীরগণের ধনু, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও পতাকা সকল অবিলম্বে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদিগকে আঘাত করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার

শরাসন নিস্বনে অদ্রিক্রম পরিশোভিত পৃথিবী বিদীর্ণ হইল অনুমান করিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। মহাবীর সূতপুত্র ইন্দ্রচাপ সদৃশ নিতান্ত আয়ত শরাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক করজাল বিরাজিত পরিবেশ সম্পন্ন প্রচণ্ড সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শিখণ্ডীরে দ্বাদশ, উত্তমৌজারে ছয় এবং যুধামন্যু, জনমেজয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে সেই পাঞ্চাল দেশীয় পাঁচ মহারথ ভোগ্য বস্তু সকল যেমন জিতেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বলবীর্য্যে পরাজিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন দ্রৌপদীর আত্মজগণ স্বীয় মাতুলগণকে সূতপুত্র বিহিত বিপদ সাগরে নিমগ্ন অবলোকন করিয়া নৌকাভঙ্গ নিবন্ধন সমুদ্রে নিমগ্ন বণিকগণকে যেমন অন্য নৌকা দ্বারা উদ্ধার করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত রথ দ্বারা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

অনন্তর মহারথ সাত্যকি নিশিত শরনিকরে সূতপুত্র প্রেরিত শর সমূহ খণ্ড খণ্ড ও তাঁহার কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া আট শরে মহারাজ দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ ও রাজা দুর্য্যোধন সুনিশিত শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক সাত্যকিরে প্রহার করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর যুযুধান সেই চারি মহাবীরের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দিক্‌পতিদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দানবরাজের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং অনবরত শরনিকরবর্ষী অতিমাত্র আয়ত মহাস্বন শরাসন প্রভাবে শরৎকালীন নভোমণ্ডল মধ্যস্থিত প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে পাঞ্চাল দেশীয় মহারথগণ সমবেত হইয়া দেবতারা যেমন দেবরাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার সৈনিকগণের সহিত বিপক্ষদিগের দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গ বিনাশন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সকল নানাবিধ শস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কতগুলি পরস্পর আহত ও স্খলিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং কতগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল।

এ দিকে মহাবীর দুঃশাসন শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমও সিংহ যেমন রুরুর অভিগমন করে, তদ্রূপ দ্রুত বেগে তাঁহার প্রতি গমন করিলেন। তখন শম্বর ও শক্রের ন্যায় সেই রোষাবিষ্ট বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনবরত মদধারাবর্ষী মন্মথাসক্তচিত্ত মাতঙ্গ দ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় জয়শ্রী লাভ করিবার অভিলাষে দেহ বিদারণক্ষম সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দুই ক্ষুর দ্বারা দুঃশাসনের কার্ম্মুক ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার ললাটদেশে এক শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজকুমার দুঃশাসন সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং অশ্বের রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ভীমের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীমকে লক্ষ্য করিয়া এক সূর্য্যমরীচিসপ্রভ, হীরক রত্ন সমলঙ্কৃত, সুবর্ণজাল জড়িত, অশনি তুল্য

নিতান্ত দুঃসহ, দেহবিদারণক্ষম, ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন সেই শরে নির্ভিন্ন কলেবর ও গতাসুর ন্যায় স্খলিতদেহ হইয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক রথ মধ্যে নিপতিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ভীষণ রবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পুত্র দুঃশাসন সেই সমরাঙ্গনে নিদারুণ যুদ্ধ করত এক শরে ভীমসেনের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ষষ্টি শরে তাঁহার সারথিরে ও নয় শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য উত্তম উত্তম সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অসামান্য পরাক্রমশালী মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুঃশাসনের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ শক্তি প্রয়োগ করিলেন। আপনার পুত্র প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সেই ভীষণ শক্তি সহসা সমাগত হইতেছে দেখিয়া আকর্ণ সমাকৃষ্ট দশ শরে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সেই মহৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় ভীমসেনকে অতিমাত্র বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন আপনার পুত্রের শরাঘাতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বীর! তুমি ত আমারে বিদ্ধ করিলে, এ ক্ষণে আমি গদা প্রহার করিতেছি, সহ্য কর। ভীমসেন এই বলিয়া ক্রোধভরে দুঃশাসনের বিনাশ বাসনায় সেই দারুণ গদা গ্রহণ করত পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, হে দুরাত্মন! আজি আমি রণস্থলে তোমার শোণিত পান করিব। মহাবীর দুঃশাসন্ ভীম কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যু স্বরূপ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভীমসেনও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় ভীষণ গদা পরিত্যাগ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত গদা দুঃশাসনের শক্তি ভগ্ন করত তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইয়া তাঁহারে রথ হইতে দশ ধনু অন্তরে নিপাতিত এবং তাঁহার রথ, অশ্ব ও সারথিরে চূর্ণিত করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই বেগবতী গদার প্রহারে কম্পিত কলেবর ও বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরবর বৃকোদরও দুঃশাসনকে পাতিত করিয়া মহা আহ্লাদে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকল তাঁহার সিংহনাদ শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া রণস্থলে নিপতিত হইল। তখন অচিন্ত্যকর্ম্মা মহাবীর ভীমসেন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবেগে দুঃশাসনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীর জনভূয়িষ্ঠ ঘোরতর সংগ্রামস্থলে দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র আপনার পুত্রগণ যে যে প্রকারে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এবং পতিপরায়ণা ঋতুমতী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রাপহরণও অন্যান্য দুঃখ সকল বৃকোদরের স্মৃতিপথে সমুপস্থিত হইল, পরে ক্রোধে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মারে কহিলেন, হে যোধগণ! আজি আমি পাপাত্মা দুঃশাসনকে যমালয়ে প্রেরণ করিব, তোমাদের সাধ্য থাকে ত উহারে রক্ষা কর।

বলবান্ বৃকোদর এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষেই

কেশরী যেমন মহামাতঙ্গকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ তাঁহারে আক্রমণ করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি সোৎসুক নয়নে ক্ষণকাল দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করত আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে শিতধার অসি সমুদ্যত করিয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহার উপর পদার্পণ পূর্ব্বক বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ শোণিত পান করিলেন এবং তাঁহারে অবিলম্বে ভূতলে নিপাতিত করিয়া সেই খড়্গে তাঁহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় বারংবার ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করত কহিলেন যে, মাতৃস্তন্য, ঘৃত, সুরা, উৎকৃষ্ট জল এবং দধি ও দুগ্ধ হইতে সমুৎপন্ন উত্তম তক্র প্রভৃতি যে সকল অমৃতরস তুল্য সুস্বাদু পানীয় আছে, আজি এই শক্রশোণিত সর্ব্বাপেক্ষা আমার সুস্বাদু বোধ হইল। ক্রূরকর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন এই কথা বলিয়া দুঃশাসনকে গতাসু নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দুঃশাসন! এ ক্ষণে মৃত্যু তোমারে রক্ষা করিয়াছেন, আর আমি তোমার কিছুই করিতে পারিব না। হে মহারাজ! ঐ সময়ে যে সকল বীরগণ শোণিতপায়ী হৃষ্টচিত্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন; কাহার কাহারও হস্ত হইতে অস্ত্র সকল পরিভ্রষ্ট হইল এবং কেহ কেহ অস্ফুট স্বরে চীৎকার করত সঙ্কুচিত নেত্রে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ভীমসেনকে দুঃশাসনের রক্ত পান করিতে অবলোকন করিয়া এ ব্যক্তি মনুষ্য নয়, অবশ্য রাক্ষস হইবে এই বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে নৃপতনয় যুধামন্যু সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়মান চিত্রসেনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া নির্ভয়ে নিশিত সাত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন যুধামন্যুর শরাঘাতে পাদস্পৃষ্ট লেলিহান ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধামন্যুরে তিন ও তাঁহার সারথিরে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণপূর্ণ সুন্দর পুঙ্খযুক্ত সুশাণিত শরে চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। চিত্রসেন নিহত হইলে মহাবীর কর্ণ স্বীয় পুরুষত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল অবিলম্বে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

এ দিকে মহাবীর ভীমসেন রোষপরায়ণ নিহত দুঃশাসনের রুধিরে অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া বীরগণের সমক্ষে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রে পুরুষাধম! এই আমি তোর কণ্ঠ হইতে রুধির পান করিতেছি, এ ক্ষণে পুনরায় হৃষ্ট চিত্তে গরু গরু বলিয়া উপহাস কর। সে সময়ে যাহারা আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিয়াছিল, এখন আমরা তাহাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিব। রে দুঃশাসন! আমরা দুর্য্যোধন, শকুনি ও সূতপুত্রের কুমন্ত্রণাতে যে প্রমাণকোটী নামক প্রাসাদে শয়ন, কালকূট ভোজন, কৃষ্ণসর্পের দংশন, দ্যূতে রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, জতুগৃহে দাহ, অরণ্যে নিবাস, সংগ্রামে অস্ত্রাঘাত এবং স্বগৃহে ও বিরাট ভবনে বিবিধ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছি, তুই সে সকলের মূল! আমরা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের দৌরাত্ম্যে চির কাল দুঃখ ভোগ করিতেছি, কখন সুখের লেশমাত্রও জানিতে পারি নাই।

হে মহারাজ! রক্তাক্ত কলেবর, লোহিতাস্য ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর জয় লাভের পর এই সকল কথা বলিয়া হাস্য করত কেশব ও অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি দুঃশাসন নিধনার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজি রণস্থলে তাহা সফল করিলাম। এ ক্ষণে অবিলম্বে এই সংগ্রামরূপ মহাযজ্ঞে দুর্য্যোধনরূপ দ্বিতীয় পশুরে সংহার করিব। আমি নিশ্চয়ই কৌরবগণের সমক্ষে পদাঘাতে ঐ দুরাত্মার মস্তক বিমর্দ্দন পূর্ব্বক উহারে বিনাশ করিয়া শান্তি লাভ করিব। হে মহারাজ! রুধিরাক্ত কলেবর মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া বৃত্রাসুর নিপাতন সুররাজ পুরন্দরের ন্যায় হৃষ্ট চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর দুঃশাসন নিহত হইলে নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুগ্রহ, অলুলোপ, সহ, ষণ্ড, বাতবেগ ও সুবর্চ্চা আপনার এই দশ পুত্র ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে শরনিকরে মহাবীর ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর সেই ক্রোধনস্বভাব সমরে অপরাঙ্মুখ মহারথগণের বিশিখজালে বিদ্ধ ও রোষে লোহিতনেত্র হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ বেগবান্ দশ ভল্লে তাঁহাদের দশ জনকে নিপাতিত করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে ভীমভয়ে একান্ত ভীত হইয়া সূতপুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ প্রজানাশক কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের ভীষণ পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। তখন মহামতি শল্য তাঁহার শরীর দর্শনে মনের বিকার বুঝিতে পারিয়া তাঁহারে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! ঐ দেখ, ভূপতিগণ ভীমসেনের ভয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতেছেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন দুঃশাসনের রুধির পান করাতে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও বিমোহিত হইয়াছেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট সহোদরগণ ও মহাত্মা কৃপ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিষণ্ণ হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতেছেন। ধনঞ্জয় প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ অন্যান্য বীরগণকে পরাজয় করিয়া তোমার অভিমুখেই সমাগত হইতেছে। অতএব এ সময় ব্যথিত বা বিষণ্ণ হওয়া তোমার উচিত নহে। তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি গমন কর। দুর্য্যোধন তোমার প্রতি সমুদায় ভার অর্পণ করিয়াছেন, তুমি আপনার সাধ্যানুসারে সেই ভার বহন কর। সংগ্রামে জয় লাভ করিলে বিপুল কীর্ত্তি এবং পরাজিত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গ লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, তুমি বিমোহিত হওয়াতে তোমার পুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইতেছে। হে মহারাজ! মহাতেজস্বী মদ্ররাজ এই কথা কহিলে মহাবীর কর্ণ মনে মনে যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। ঐ সময় কর্ণপুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া গৃহীতদণ্ড কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামনিরত গদাহস্ত বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণপুত্রের উপর শরনিকর বর্ষণ করত জম্ভাসুরাভিমুখে ধাবমান পুরন্দরের ন্যায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে ক্ষুর দ্বারা তাঁহার স্ফটিকবিন্দু শোভিত ধ্বজ ও ভল্ল দ্বারা সুবর্ণভূষিত বিচিত্র শরাসন ছেদন

করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণতনয় দুঃশাসনের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার মানসে অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দিব্য মহাস্ত্র দ্বারা নকুলকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা নকুল বৃষসেনের অস্ত্রাঘাতে কোপান্বিত হইয়া মহোল্কা সদৃশ শরনিকরে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিক্ষিতাস্ত্র বৃষসেনও নকুলের প্রতি দিব্যাস্ত্রনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণপুত্র শরাভিঘাতজনিত ক্রোধ এবং স্বীয় দীপ্তি ও অস্ত্র প্রভাবে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্র দ্বারা নকুলের সুবর্ণ জালজড়িত বনায়ুদেশীয় শুভ্রবর্ণ অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা নকুল সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সুবর্ণময় চন্দ্র পরিশোভিত চর্ম্ম ও আকাশসবর্ণ অসি ধারণ করিয়া বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে লম্ফ প্রদান করত বৃষসেনের হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় ছেদন করিতে লাগিলেন। কর্ণপুত্রের সেই ত্রিবিধ সৈন্য নকুলের খড়্গাঘাতে যাজ্ঞিক কর্ত্তৃক নিকৃত্ত পশুর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় সমরবিশারদ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, চন্দনচর্চ্চিত, নানা দেশসম্ভূত, দুই সহস্র বীর বিজয়াভিলাষী একমাত্র মহাবীর নকুলের অসি প্রহারে নিহত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন।

তখন মহাবীর বৃষসেন মহাবেগে নকুলের সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নকুলও তাঁহারে অনবরত শরজালে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃষসেন নকুলশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর নকুল আতা ভীমসেন প্রভাবে সেই তুমুল রণস্থলে রক্ষিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কর্ণের আত্মজ বৃষসেন মহারথ নকুলকে রথী, অশ্ব, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণকে শরনিকরে নিরন্তর বিদ্ধ করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে অষ্টাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর নকুল সেই কর্ণসুত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। বৃষসেন বিস্তীর্ণ পক্ষ আমিষলুব্ধ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নকুলকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর নকুল বৃষসেন নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কর্ণসুত বৃষসেন শরজাল দ্বারা নকুলের সহস্র তারকা সমলঙ্কৃত চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া নিশিত ছয় শরে তাঁহার গুরুভার সাধন শত্রুগণের প্রাণনাশক সর্পবিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র কোষনিষ্কাসিত সুতীক্ষ্ণ অসি ছেদন পূর্ব্বক শাণিত শরনিকরে তাঁহার বক্ষস্থল সাতিশয় বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে মহাবীর নকুল বৃষসেনের শরনিকরে বিরথ, খড়্গহীন ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের সমক্ষে সিংহ যেমন অচলশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন সেই দুই মহারথকে এক রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিবার অভিলাষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎপরে অন্যান্য কৌরবগণও সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন

রোষ প্রভাবে হুত হুতাশনের ন্যায় সাতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া বৃষসেনের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এই দেখ, নকুল কর্ণাত্মজ নিক্ষিপ্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছে। মহাবীর বৃষসেন আমাদিগের উপরও শর বর্ষণ করিতেছে। অতএব তুমি অবিলম্বে উহার প্রতি গমন কর। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার রথ সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মাদ্রীতনয় নকুল তাঁহারে তথায় সমাগত দেখিয়া কহিলেন, হে বীর! আপনি শীঘ্র বৃষসেনকে বিনাশ করুন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতা নকুলের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কেশবকে অবিলম্বে বৃষসেনের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে কহিলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় দ্রুপদরাজার পাঁচ পুত্র, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও মহাত্মা শিনিরনপ্তা সাত্যকি এই একাদশ বীর নকুলকে কর্ণপুত্রের শরনিকরে ছিন্ন শরাসন, খড়্গহীন, রথবিহীন ও নিতান্ত নিপীড়িত অবগত হইয়া পবনচালিত পতাকা যুক্ত, গভীর নিস্বন সম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া ভুজগগতি সদৃশ শরনিকরে আপনার হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপীড়িত করত সত্বরে মাদ্রীতনয়ের সাহায্যার্থ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, শকুনির পুত্র, বৃক, চক্রাথ এবং দেবাবৃধ, কৌরব পক্ষীয় এই কয়েক জন মহারথগণ জলদ গম্ভীর নিস্বন রথারোহণ পূর্ব্বক অনবরত জ্যানির্ঘোষ ও শরবর্ষণ করত সেই একাদশ বীরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কুলিন্দগণ তদ্দর্শনে নব জলধর সন্নিভ পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ বেগগামী মাতঙ্গে সমারূঢ় হইয়া সেই কৌরব পক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহাদের হিমালয় সম্ভূত সুবর্ণজাল সমাবৃত মদোৎকট মাতঙ্গগণ চপলাবিরাজিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর কুলিন্দরাজ লৌহময় দশ বাণে কৃপাচার্য্যকে অশ্ব ও সারথির সহিত সাতিশয় নিপীড়িত করিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাহার সায়কে সমাহত হইয়া অচিরাৎ সুতীক্ষ্ণ শরে তাহারে মাতঙ্গের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলিন্দরাজের অনুজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে নিহত দেখিয়া সূর্য্যরশ্মি সদৃশ লৌহময় তোমরে কৃপাচার্য্যের রথ আলোড়িত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহাবীর শকুনি তদ্দর্শনে সত্বরে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা শরনিকরে শতানীকের অসংখ্য মাতঙ্গ, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে নিহত ও নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় বহুতর আয়ুধ ও পতাকা যুক্ত অন্য তিন মহাগজ অশ্বত্থামার শরে আরোহীর সহিত নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর কুলিন্দরাজের তৃতীয় সহোদর উৎকৃষ্ট শরে দুর্য্যোধনকে তাড়িত করিলে তিনি নিশিত শরনিকরে তাহারে ক্ষত বিক্ষত করত তাহার মাতঙ্গকে নিহত করিলেন। গজরাজ দুর্য্যোধনের শরে নিহত হইয়া বর্ষাকালীন বজ্রাহত গৈরিক ধাতুধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোণিত ক্ষরণ করত ভূতলে নিপতিত হইল। কুলিন্দরাজের সহোদর হস্তী পতিত না হইতে হইতেই অবিলম্বে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ধরাতলে অবতরণ করিল এবং সত্বরে অন্য এক মহামাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক ক্রাথের অভিমুখে ধাবমান হইল।

মহাবীর ক্রাথ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকরে কুলিন্দরাজের সহোদরকে তাহার মাতঙ্গের সহিত নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই গজারূঢ় মহাবীর দুর্জ্জয় ক্রাথাধিপকে শরনিকরে নিহত করিল। মহাধনুর্দ্ধর ক্রাথ কুলিন্দরাজ সহোদরের শরে নিহত হইয়া বায়ুবিপাটিত বনস্পতির ন্যায় অশ্ব, সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃক সেই গজারূঢ় কুলিন্দরাজ সহোদরকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলে তাহার মাতঙ্গ পদাঘাতে অশ্ব ও রথের সহিত বৃককে বিপোথিত করিল। তখন বক্রুতনয় শরনিকর নিক্ষেপ করত কুলিন্দরাজ সহোদরকে তাহার মাতঙ্গের সহিত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মাগরাজ বক্রুতনয়ের শরে সমাহত হইয়া দ্রুত বেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। এই অবসরে মহাবীর সহদেবতনয় বক্রুনন্দনকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কুলিন্দরাজ সহোদর সেই যোধবিদারণক্ষম মহাগজ লইয়া শকুনির বিনাশ বাসনায় মহাবেগে গমন করত তাঁহারে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর শকুনি অচিরাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর অন্যান্য কুলিন্দগণ নিহত হইলে আপনার ধনুর্দ্ধারী পুত্রগণ মহা আহ্লাদে লবণ সমুদ্র সম্ভূত শঙ্খ সকল প্রধ্মাপিত করত কার্ম্মুক ধারণ করিয়া অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবদিগের পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে খড়্গ, বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, গদা ও পরশুর আঘাতে অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল পরস্পরের আঘাতে নিহত ও নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন বিদ্যুদ্বিরাজিত ও নির্হ্রাদযুক্ত মেঘ সকল মহামারুত বেগে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইতেছে। ঐ সময় আপনার হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ নকুলপুত্র শতানীকের শরে নিহত হইয়া সুপর্ণের পক্ষবায়ু বিদলিত ভুজঙ্গমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কৌরব পক্ষীয় এক জন কুলিন্দ অসংখ্য শরে শতানীককে সমাহত করিতে লাগিল। মহাবীর নকুলনন্দন কুলিন্দের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কর্ণের পুত্র মহাবীর বৃষসেন লৌহময় তিন শরে শতানীককে বিদ্ধ করিয়া ভীমকে তিন, অর্জ্জুনকে তিন, নকুলকে সাত ও জনার্দ্দনকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময়ে কৌরবগণ কর্ণপুত্রের লোকাতীত কার্য্য সন্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা অর্জ্জুনের পরাক্রম সবিশেষ অবগত ছিলেন, তাঁহারা কর্ণ পুত্রকে হুতাশনে আহুত বলিয়া বোধ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় মাদ্রীনন্দন নকুলকে হতাশ্ব ও বাসুদেবকে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া বৃষসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূতপুত্রের সম্মুখস্থিত মহাবীর বৃষসেন অসংখ্য বাণধারী নরবীর অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া পূর্ব্বে দানবরাজ নমুচি যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের প্রতি গমন করিয়াছিল, তদ্রূপ দ্রুত বেগে তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বহু সংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি অর্জ্জুনের দক্ষিণ ভুজমূলে শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃষ্ণকে নব বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে দশ বাণে বিদ্ধ

করিলেন। এই রূপে কর্ণতনয় অর্জ্জুনের উপর অগ্রে শরাঘাত করিলে মহাবীর পার্থ ঈষৎ রোষ পরবশ হইয়া তাঁহার বিনাশে মনোনিবেশ পূর্ব্বক ললাটে ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া নিরন্তর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রোষকষায়িত লোচনে গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক সূতপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! আজি আমি তোমার সমক্ষেই দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরগণ এবং দুর্য্যোধন ও বৃষসেনকে নিশিত শরনিকরে যমলোকে প্রেরণ করিব। সকলেই কহিয়া থাকে যে, আমার পুত্র অভিমন্যু যৎকালে রথ মধ্যে একাকী অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় তোমরা সকলে সমবেত হইয়া তাহারে সংহার করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগের সমক্ষেই বৃষসেনকে বিনাশ করিব; তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহারে রক্ষা কর। হে মূর্খ! তুমি আমাদের এই কলহের মূল; বিশেষত দুর্য্যোধনের আশ্রয় লাভে তোমার অন্তঃকরণে অহঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে। অতএব আমি অদ্য বৃষসেনের বিনাশের পর বল প্রকাশ পূর্ব্বক তোমারে বিনাশ করিব। আর যাহার নিমিত্ত এই লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে, মহাবীর ভীম সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া শরাসন পরিমার্জ্জিত করত বৃষসেনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারে সংহার করিবার বাসনায় শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক হাস্যমুখে অশঙ্কিত চিত্তে দশ শরে তাঁহার মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিলেন এবং খরধার চারি ক্ষুর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার শরাসন, বাহু যুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে কর্ণাত্মজ বৃষসেন অর্জ্জুনের ক্ষুরাস্ত্রে ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়া বায়ুবেগভগ্ন কুসুমোপশোভিত অতিবিশাল শাল বৃক্ষ যেমন শৈলশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার আত্মজকে অর্জ্জুনশরে নিহত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি কাতর ও রোষান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন পুরুষপ্রধান বাসুদেব দেবগণেরও দুর্নিবার্য্য মহাকায় সূতপুত্রকে উদ্বেল মহোদধির ন্যায় গর্জ্জন করত সমাগত হইতে দেখিয়া হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, সখে! যাহার সহিত তোমারে যুদ্ধ করিতে হইবে, ঐ সেই কর্ণ শল্যসঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে; অতএব তুমি এ ক্ষণে স্থির হও। ঐ দেখ, মহাত্মা কর্ণের কিঙ্কিনীজাল জড়িত নানা পতাকা পরিবৃত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ আকাশস্থিত বিমানের ন্যায় সমাগত হইতেছে। উহার শক্রচাপ সন্নিভ নাগকক্ষ ধ্বজ যেন আকাশমার্গ উল্লিখিত করিতেছে। ঐ দেখ, সূতনন্দন দুর্য্যোধনের হিত চিকীর্ষায় বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করত সমাগত হইতেছে। মদ্ররাজ শল্য উহার রথে অবস্থিত হইয়া অশ্ব সঞ্চালন করিতেছেন। ঐ চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি, শঙ্খনিস্বন ও বিবিধ সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। কর্ণের কোদণ্ডনিস্বন সমুদায় মহাশব্দ তিরোহিত করিয়াছে। মহারণ্যে মৃগগণ যেমন কোপাবিষ্ট সিংহকে দর্শন করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মহারথ পাঞ্চালগণ সূতপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ইতস্তত ধাবমান হইয়াছে। অতএব এ ক্ষণে তুমি সম্পূর্ণ যত্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত কর। তুমি ভিন্ন

আর কেহই কর্ণের বাণ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তুমি দেবাসুর গন্ধর্ব্ব সম্বলিত তিন লোক জয় করিতে পার। দেখ, জটাজূটধারী ভীষণাকার ত্রিনয়ন মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, কেহ তাঁহারে দর্শন করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তুমি সেই সর্ব্বভূতের মঙ্গলপ্রদ মূর্ত্তিমান্ দেবদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারে প্রীত করিয়াছ। অন্যান্য দেবগণও তোমারে বর প্রদান করিয়াছেন। এ ক্ষণে তুমি সেই শূলপানির প্রসাদে ইন্দ্র যেমন নমুচিরে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সূতপুত্রকে সংহার কর। তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল ও সংগ্রামে জয় লাভ হউক।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে! তুমি সর্ব্বলোকের গুরু। তুমি যখন আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছ, তখন অবশ্যই আমার জয় লাভ হইবে। অতএব এ ক্ষণে তুমি রথ সঞ্চালন কর। অর্জ্জুন কর্ণকে সমরে নিপাতিত না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। আজি তুমি হয় আমার বাণে কর্ণকে না হয় কর্ণের বাণে আমারে ক্ষত বিক্ষত ও নিহত নিরীক্ষণ করিবে। যত দিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন লোকে এই উপস্থিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিবে। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া মাতঙ্গের অনুগামী মাতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! সময় অতিবাহিত হইতেছে; অতএব অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন কর। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ কথিত হইয়া তাঁহারে জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে মহাবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ ক্ষণকাল মধ্যেই কর্ণরথের অগ্রে উপনীত হইল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ বৃষসেনের বিনাশ দর্শনে পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া বাস্পবারি পরিত্যাগ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তিনি অর্জ্জুনকে সমীপে অবলোকন করিয়া রোষতাম্র নেত্রে তাঁহারে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবৃত রথদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া উদিত সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই অরাতিনিসূদন বীরদ্বয় শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে অবস্থান পূর্ব্বক গগনমণ্ডলস্থ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সৈনিকগণ ত্রৈলোক্য জয়াকাঙ্ক্ষী ইন্দ্র ও বলি রাজার ন্যায় সমরে সমুদ্যত সেই বীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ভূপালগণ তাঁহাদিগকে রথ নির্ঘোষ, জ্যাতল শব্দ, শর নিস্বন ও সিংহনাদ করত দ্রুত বেগে পরস্পরের প্রতি ধাবমান এবং কর্ণের ধ্বজে হস্তিকক্ষ ও অর্জ্জুনের ধ্বজে ভীষণ বানর বিরাজমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সিংহনাদ সহকারে সেই রথিদ্বয়কে অনবরত সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র বীর পুরুষ দুই বীরকে দ্বৈরথ যুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া বাহ্বাস্ফোটন ও বস্ত্রকম্পন করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ কর্ণকে আমোদিত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বাদিত্রধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণও তূর্য্য ও শঙ্খের নিনাদে ধনঞ্জয়কে আনন্দিত করত দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে শূরগণের সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! তৎকালে মহাবীর

অর্জ্জুন ও কর্ণ শর, শরাসন, শক্তি, খড়্গ, তূণীর, শঙ্খ ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অতি প্রিয়-দর্শন। তাঁহাদের স্কন্ধ সিংহের ন্যায়, বাহুযুগল বিশাল, লোচন লোহিতবর্ণ, সুবিস্তীর্ণ বক্ষস্থল সুবর্ণ মাল্যদামে সমলঙ্কৃত, ও সর্ব্বাঙ্গ রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত। পরিচারকগণ মহাবৃষভের ন্যায় গর্ব্বিত, মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয়কে চামর ব্যজন ও তাঁহাদের মস্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ করিয়াছিল। ঐ বীরদ্বয়ের মধ্যে এক জনের রথে মহাবীর শল্য এবং অন্যের রথে মহাত্মা বাসুদেব সারথ্য করিতেছিলেন। সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ত তুল্য আশীবিষশিশু সন্নিভ বীরদ্বয় পরস্পরের বধ সাধন ও জয় লাভের অভিলাষ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে তাঁহাদিগকে গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, প্রভিন্নগণ্ড মাতঙ্গ যুগলের ন্যায়, রোষাবিষ্ট পর্ব্বত দ্বয়ের ন্যায়, ক্রোধোদ্ধত পুরন্দর ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, ক্রুদ্ধ মহাগ্রহদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই দেবাংশসম্ভূত, দেবতুল্য বলশালী ও রূপে দেবতার অনুরূপ। সেই নানা শস্ত্রধারী মহাবীরদ্বয় তৎকালে সমরাঙ্গনে যদৃচ্ছাক্রমে আগত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর অর্জ্জুন ও কর্ণকে শার্দ্দূল দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল। পৌরুষ ও বলপ্রভাবে বিশ্রুত, সম্বর ও অমররাজের সদৃশ ঐ মহাবীর দ্বয় সংগ্রামে মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য তুল্য, দশরথতনয় রামের অনুরূপ ও ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির তুল্য। তাঁহাদিগের বলবীর্য্য বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর সদৃশ। ঐ সময় তাঁহারা বাহ্বাস্ফোটন শব্দে নভস্তল অনুনাদিত করিতে লাগিলেন। তখন কেহই সেই একত্র সমবেত বীর দ্বয়ের মধ্যে যে কাহার জয় লাভ হইবে, তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর সিদ্ধচারণগণ সেই মহারথ দ্বয়কে সমরাঙ্গনে শোভমান দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন আপনার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরশোভী মহাত্মা কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও অদ্বিতীয় যোদ্ধা মহাত্মা ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সংগ্রামে মহাবীর কর্ণ কৌরবগণের ও অর্জ্জুন পাণ্ডবগণের পণস্বরূপ হইলেন। বীরগণ পক্ষ দ্বয়ের জয় পরাজয় দর্শনার্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সেই সমরশোভী ক্রোধাবিষ্টচিত্ত বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহার ও পরস্পরকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হওয়াতে তাঁহাদিগকে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, ভীষণমূর্ত্তি মহাধূমকেতু দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইল। অনন্তর কর্ণ ও অর্জ্জুনের নিমিত্ত অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণের পরস্পর মহাবিবাদ ও ভেদ উপস্থিত হইল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ সকলেই কেহ কর্ণের এবং কেহ বা অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আকাশমণ্ডল সূতপুত্রের এবং ভূমণ্ডল অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিল। পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, মেঘ, বৃক্ষ ও লতা সকল কেহ কর্ণ ও কেহ অর্জ্জুনের পক্ষ আশ্রয় করিল। মুনি, সিদ্ধ ও চারণ; গরুড় ও অন্যান্য পক্ষী; রত্ন ও নিধি; চতুর্ব্বেদ, আখ্যান, উপবেদ, উপনিষদ, রহস্য ও সংগ্রহ; বাসুকি, চিত্রসেন, তক্ষক, মণিক, ঐরাবত, সৌরভেয় ও বৈশালেয়; বৃক, শশ ও অন্যান্য মঙ্গলজনক পশুপক্ষী; আট বসু, বায়ু, সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র,

দশ দিক্, পন্নগগণ সমবেত দেবলোক ও পিতৃলোক; যম, কুবের, বরুণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যজ্ঞ, দক্ষিণা, সমুদায় রাজর্ষি এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ অর্জ্জুনের পক্ষ হইলেন। আদিত্য, অসুর, রাক্ষস, গুহ্যক, পক্ষী, বৈশ্য, শূদ্র, সূত, সঙ্করজাতি, প্রেত, পিশাচ, অন্যান্য ক্রব্যাদ, জলজন্তু, শৃগাল, কুক্কুর ও ক্ষুদ্র সর্পগণ কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রাধেয়, মৌনেয়, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রাম দর্শন বাসনায় বৃক, শশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, মেঘ ও বায়ু বাহনে আরোহণ করিয়া সমাগত হইলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পক্ষী, তপোনুষ্ঠাননিরত বেদজ্ঞ মহর্ষি, স্বধাভোগী পিতৃলোক এবং ওষধি সকল কোলাহল ধ্বনি করত নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাপতিগণের সহিত সমবেত হইয়া এবং মহাত্মা মহাদেব দিব্য যানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন।

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মহাত্মা কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত দেখিয়া কহিলেন, অদ্য আমার তনয় ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে বিনাশ করিবে। সূর্য্যদেব কহিলেন, আমার আত্মজ কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিয়া জয়শ্রী লাভে কৃতকার্য্য হইবে। এই রূপে তৎকালে সুররাজ ইন্দ্র ও সূর্য্যের বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে দেবর্ষি ও চারণগণ সমবেত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তি কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ মিলিত দেখিয়া বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অসুরগণ কর্ণের পক্ষে এবং অমরগণ ও অন্যান্য ভূত সমুদায় অর্জ্জুনের পক্ষে অবস্থান করিলেন। অনন্তর দেবগণ সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারে কহিলেন, ভগবন্! অর্জ্জুন ও কর্ণ এই দুই মহাবীরের মধ্যে কোন্ বীর বিজয় লাভ করিবে। আমাদের মতে ইহাদিগের উভয়েরই জয় লাভ হওয়া উচিত। অতএব ইহারা উভয়েই সমরে ক্ষান্ত হউক। হে দেব! এই দুই বীরের বিবাদে সমস্ত জগৎ সংশয়গ্রস্ত হইয়াছে। এ ক্ষণে ইহাদের মধ্যে কে বিজয় লাভে সম্যক্ অধিকারী, আপনি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। হে ব্রহ্মন্! ইহাদের উভয়েরই যে বিজয় লাভ হওয়া উচিত, ইহা আপনি স্বীকার করুন।

হে মহারাজ! তখন সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মারে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব কহিয়াছিলেন, বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিশ্চয়ই বিজয় লাভ হইবে। এ ক্ষণে আমি আপনারে বারংবার নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহেশ্বর যেরূপ কহিয়াছেন, তাহার যেন অন্যথা না হয়। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া মহাদেবের সমক্ষে তাঁহারে কহিলেন, হে সুররাজ! যে মহাবীর খাণ্ডবপ্রস্থে হুতাশনের তৃপ্তি সাধন ও দেবলোকে উপস্থিত হইয়া তোমারে যথোচিত সাহায্য দান করিয়াছে, তাহার অবশ্যই জয় লাভ হইবে। সূতপুত্র দানবদিগের পক্ষ; অতএব তাহার পরাজয় হওয়াই উচিত। অর্জ্জুন কর্ণকে পরাজয় করিলে দেবগণেরও দানবজয়রূপ কার্য্য সাধন হইবে, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই আমরা অর্জ্জুনের জয় প্রার্থনা করিতেছি। আত্মকার্য্য সংসাধন করাই সকলের গুরুতর কার্য্য। আর দেখ, মহাত্মা ধনঞ্জয় সতত সত্যধর্ম্মনিরত। ঐ বীর অস্ত্রবলে ভগবান্ বৃষভবাহনের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিল। অতএব সেই মহাবীরের অবশ্যই জয় লাভ হইবে। মহাবীর ধনঞ্জয়

মহাবল পরাক্রান্ত, শিক্ষিতাস্ত্র ও তপোবল সম্পন্ন ; ঐ মহাবীর ধনুর্ব্বেদে সম্যক্ অধিকারী হইয়াছে ; বিশেষত জগতের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তাহার সারথ্য করিতেছেন ; অতএব কি নিমিত্ত তাহার জয় লাভ হইবে না। এ ক্ষণে অর্জ্জুনের জয় লাভ হইলে একটি দেবকার্য্য সাধন এবং পাণ্ডবগণের বনবাস প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ নিবারণ হয়। অতএব তাহারই জয় লাভ হওয়া উচিত।

হে দেবেন্দ্র! মহাবীর অর্জ্জুন তপঃপ্রভাব সম্পন্ন ; তাঁহার দৈববল মহত্ত্ব নিবন্ধন পুরুষকারকে অতিক্রম করিয়াছে। অতএব উহাঁর অরাতিগণ সমূলে উন্মূলিত হইবে, সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয় ও বাসুদেব রোষপরবশ হইলে সমরাঙ্গনে মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইহাঁরা পুরাণ ঋষি নর ও নারায়ণ ; ইহাঁরাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহাঁরাই সকলকে শাসন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাঁদিগের নিয়ন্তা কেহই নাই। কি স্বর্গ কি মর্ত্ত্য কুত্রাপি ইহাঁদিগের তুল্য ব্যক্তি নাই। দেবর্ষি, চারণ, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ ইহাঁদিগের অনুগত হইয়া আছেন। ইহাঁদেরই প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব এ ক্ষণে ইহাঁরাই জয়শ্রী অধিকার করুন। আর এই সূতপুত্র দ্রোণের সহিত দেবলোক বা ভীষ্মের সহিত বসুলোক প্রাপ্ত হউক। হে মহারাজ! সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবাদিদেব মহাদেবও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

তখন দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মা ও রুদ্রদেবের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া তত্রত্য সমুদায় প্রাণীকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাত্মগণ! ভগবান্ ব্রহ্মা ও রুদ্র যে জগতের হিতকর কথা কহিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করিলেন। উহাঁদের কথা কদাচ অন্যথা হইবে না। অতএব এ ক্ষণে আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করুন। তখন তত্রত্য সমস্ত প্রাণী দেবরাজের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবগণ হর্ষভরে নানাপ্রকার সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ ও তূর্য্যধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সুর, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণ সেই বীর দ্বয়ের অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনস্থ মহাবীরগণ সেই বীরদ্বয়ের অধিষ্ঠিত দিব্য রথসমীপে সমাগত হইয়া শঙ্খনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও বাসুদেব এবং মহাবীর কর্ণ ও শল্য ইহাঁরাও হৃষ্ট চিত্তে শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের ভীরু জন ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণের আশীবিষ সদৃশ, রত্নময়, সুদৃঢ়, শক্রশরাসন তুল্য হস্তিকক্ষাধ্বজ এবং অর্জ্জুনের মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায়, ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য বিকটদশন বানরধ্বজ সকলের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাদিগের সেই দুইটি ধ্বজ প্রলয়কালে নভোমণ্ডলে সমুদিত রাহু ও কেতুগ্রহের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত কপিবর সংগ্রামার্থী হইয়া স্বস্থান হইতে মহাবেগে কর্ণের হস্তিকক্ষাধ্বজে উৎপতিত হইল এবং গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ নখ ও দন্ত দ্বারা উহা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্রের সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত কালপাশোপম হস্তিকক্ষা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কপিবরের

প্রতি ধাবমান হইল। এই রূপে সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর দ্বৈরথযুদ্ধে প্রথমত দুই ধ্বজের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় উভয়ের অশ্বগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক হেষারব পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বাসুদেব শল্যের প্রতি এবং অর্জ্জুন সূতপুত্রের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ ও কর্ণ বারংবার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অনন্তর মহাবীর সূতপুত্র হাস্যমুখে শল্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মদ্ররাজ! যদি ধনঞ্জয় আজি আমারে বিনাশ করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে, তাহা সত্য করিয়া বল। শল্য কহিলেন, হে সূতপুত্র! যদি আজি মহাবীর শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে তোমারে নিহত করে, তাহা হইলে আমি সত্য কহিতেছি যে, একাকীই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাসুদেব! যদি আজি কর্ণ আমারে নিহত করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যদি দিবাকর স্বস্থান হইতে নিপতিত হন, যদি মহোদধি পরিশুষ্ক হয় এবং যদি হুতাশন শৈত্যগুণ অবলম্বন করেন, তথাপি কর্ণ তোমারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। যদিও কথঞ্চিৎ এরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে। আমি কর্ণ ও শল্যকে ভুজ দ্বারা নিহত করিব।

হে মহারাজ! কপিকেতন অর্জ্জুন বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে জনার্দ্দন! সূতপুত্র ও শল্য উঁহারা উভয়ে সমবেত হইলেও আমি উঁহাদিগকে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করি না। আজি তুমি অচিরাৎ দেখিতে পাইবে যে, হস্তী যেমন বৃক্ষ বিমর্দ্দিত করিয়া চূর্ণ করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে রথ, অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র, কবচ, শর, শক্তি, শরাসন ও সারথি শল্যের সহিত শতধা ছিন্ন ভিন্ন ও বিচূর্ণিত করিব। হে মাধব! আজি কর্ণের পত্নীগণের বৈধব্য দশা উপস্থিত হইবে। তাহারা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছে। হে কৃষ্ণ! আজি তুমি কর্ণপত্নীদিগকে বিধবা দর্শন করিবে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে দুরাত্মা সূতপুত্র সভামধ্যে কৃষ্ণারে ও আমাদিগকে বারংবার উপহাস করাতে আমার মনোমধ্যে যে ক্রোধোদয় হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। অতএব মত্ত মাতঙ্গ যেমন পুষ্পিত বনস্পতিরে উন্মূলিত করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে উন্মথিত করিব। হে গোবিন্দ! আজি সূতপুত্র নিপাতিত হইলে তুমি জয় লাভে আহ্লাদিত হইয়া অভিমন্যুর জননী, স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তী, সজলনয়না দ্রৌপদী এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অমৃত তুল্য মধুর বচনে সান্ত্বনা করিবে।

একোন নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় নভোমণ্ডল দেব, নাগ, অসুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অপ্সরা, গরুড় ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণে সমাকীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। মানবগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে আকাশপথ গীত, বাদ্য, স্তুতি, নৃত্য, হাস্য ও সুমধুর শব্দে পরিপূর্ণ দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। তখন কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ আহ্লাদিত হইয়া বাদিত্র শব্দ, শঙ্খ নিস্বন ও সিংহনাদে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শত্রু পীড়ন করিতে লাগিল। বীরগণের শোণিতধারা অনবরত নিপতিত হওয়াতে সেই চতুরঙ্গিণী

সেনা পরিবৃত, মৃত দেহ পূর্ণ, শর শক্তি ঋষ্টি সঙ্কুল সমরাঙ্গন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের সরল শরনিকরে উভয় পক্ষীয় সৈন্য ও সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন আর কাহারও কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্যান্য বীরগণ ভয়াকুলিত চিত্তে মহারথ অর্জ্জুন ও কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয় অস্ত্র দ্বারা পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করিয়া কিরণজালবর্ষী অম্বরতলস্থ অন্ধকারাপহারী সমুদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে নিষেধ করিলে তাহারা দেবতা ও অসুরগণ যেমন ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময় সমরাঙ্গনে ইতস্তত মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও আনকের নিস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুত্থিত হইলে মহাবীর সূতপুত্র ও ধনঞ্জয় শব্দায়মান মেঘমণ্ডল পরিবৃত শশাঙ্ক ও সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেই অরাতি নিপাতন অজেয় বীরদ্বয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া অনবরত শর নিক্ষেপ করাতে তাঁহাদিগকে সচরাচর জগৎ দহনে প্রবৃত্ত পরিবেশ মধ্যস্থ ময়ূখ পরিশোভিত প্রলয়কালীন সূর্য্য দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্র ও জম্ভাসুরের ন্যায় অশঙ্কিত চিত্তে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনবরত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া পরস্পরকে নিপীড়িত ও উভয় পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা সেই বীরদ্বয় কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার নিপীড়িত হইয়া সিংহতাড়িত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন দুর্য্যোধন, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, কৃপ ও অশ্বত্থামা এই পাঁচ মহারথ শরীরবিদারণ শরনিকরে ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিশরে সমাহত হইয়া শরনিকরে তাহাদিগের শরাসন, তূণীর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ ও সারথিরে এককালে ধ্বংস করিয়া দ্বাদশ বাণে সূতপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর এক শত রথী, এক শত গজারোহী এবং অশ্বারোহী শক, জবন ও কাম্বোজগণ অর্জ্জুনের বধাভিলাষে সত্বরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সত্বরে শরনিকর ও ক্ষুর দ্বারা সেই অশ্ব, হস্তী ও রথারোহী বীরগণের অস্ত্র শস্ত্র ও মস্তক ছেদন করিয়া তাহাদিগকে বাহনগণের সহিত ভূতলসাৎ করিলেন। তখন অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ অর্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তূর্য্য নিস্বন, ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান ও তাঁহার মস্তকে সুগন্ধ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকল লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু একমতাবলম্বী দুর্য্যোধন ও সূতপুত্র কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিস্মিত হইলেন না।

অনন্তর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, হে মহারাজ! এ ক্ষণে ক্ষান্ত হও; আর পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধে প্রয়োজন নাই। যুদ্ধে ধিক্, এই সংগ্রামে আমার পিতা অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ব্রহ্ম সদৃশ দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণ নিহত হইয়াছেন। আমি ও আমার মাতুল কৃপাচার্য্য, আমরা উভয়ে অবধ্য, এই

নিমিত্ত অদ্যাপি জীবিত আছি। অতএব এ ক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক পরম সুখে চির কাল রাজ্য শাসন কর। আমি নিবারণ করিলে অর্জ্জুন সমরে ক্ষান্ত হইবে; জনার্দ্দনের বিরোধে বাসনা নাই; যুধিষ্ঠির নিয়ত প্রাণিগণের হিত সাধনে তৎপর; আর বৃকোদর এবং যমজ নকুল ও সহদেব ধর্ম্মরাজের বাধ্য, অতএব পাণ্ডবগণকে অনায়াসে শান্ত করা যাইবে। এ ক্ষণে তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলে প্রজা সকল ক্ষেমবান্ হয়। অতএব তুমি সমরে ক্ষান্ত হও। হতাবশিষ্ট বান্ধবগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন এবং সৈনিক পুরুষেরাও যুদ্ধে নিবৃত্ত হউক। হে কুরুরাজ! যদি তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতেছি যে, তুমি এই যুদ্ধে নিহত হইবে। এ ক্ষণে তুমি এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে যে, ইন্দ্র, যম, কুবের ও ভগবান্ বিধাতা যে কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হন, অর্জ্জুন একাকী সেই কার্য্য সাধন করিল। হে রাজন্! ধনঞ্জয় এতাদৃশ গুণশালী হইয়াও কদাচ আমার বচন লঙ্ঘন করিবে না। সে সর্ব্বদা তোমার অনুগত হইয়া কাল যাপন করিবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া শান্তি অবলম্বন কর। তুমি আমারে সম্মান করিয়া থাক এবং তোমার সহিত আমার অতিশয় সৌহার্দ্দ আছে বলিয়া আমি এরূপ কহিতেছি। এ ক্ষণে তুমি ক্ষান্ত হইলে আমি সূতপুত্রকেও নিবারণ করিব। হে রাজন্! বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের মতে বন্ধু চারি প্রকার। সাম, দান ও দণ্ড দ্বারা বশীভূত এবং স্বভাবসিদ্ধ। পাণ্ডবগণ তোমার স্বাভাবিক বন্ধু। এ ক্ষণে সন্ধি দ্বারা তাহাদিগের সহিত পুনরায় বন্ধুতা কর। এ ক্ষণে তুমি প্রসন্ন হইয়া যদি পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতা লাভে কৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে তোমা হইতে জগতের বিলক্ষণ হিত সাধন হইবে।

হে মহারাজ! পরমাত্মীয় অশ্বত্থামা এই রূপ হিত কথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমনায়মান হইয়া কহিলেন, সখে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। দুরাত্মা বৃকোদর শার্দ্দূলের ন্যায় সহসা দুঃশাসনকে নিহত করিয়া আপনার সাক্ষাতেই যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে; অতএব এ ক্ষণে কি রূপে সন্ধি স্থাপন করিব। আর দেখুন, আমরা পাণ্ডবগণের সহিত বারংবার বৈরাচরণ করিয়াছি। তাহারা তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া কখনই সহসা সন্ধি স্থাপনে সম্মত হইবে না। বিশেষত এ সময় কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রচণ্ড বায়ু যেমন উন্নত মেরু পর্ব্বতকে ভগ্ন করিতে পারে না, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনও কখনই কর্ণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। হে গুরুপুত্র! আজি অর্জ্জুন সাতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে; সূতপুত্র এখনই উহারে বিনাশ করিবে।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বিনয় পূর্ব্বক বারংবার আচার্য্যতনয়কে এই রূপ কহিয়া স্বীয় সৈনিকগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, শীঘ্র বাণ বর্ষণ করত শত্রুদিগের প্রতি ধাবমান হও।

নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতপুত্র ও অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ করত হিমালয় সম্ভূত উদ্ভিন্নদন্ত মত্ত মাতঙ্গ দ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত

পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হয়, তদ্রূপ সেই শঙ্খ ও ভেরী শব্দ সমাকুল সংগ্রামস্থলে মিলিত হইলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন সহসা মহামেঘে মেঘে ও পর্ব্বতে পর্ব্বতে সম্মিলিত হইতেছে; যেন নির্ঝর, বৃক্ষ, লতা ও ঔষধিযুক্ত উন্নতশৃঙ্গ অচলদ্বয় চলিত হইতেছে। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ও দানবরাজ বলির ন্যায় তাঁহাদের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয়ের শরে উভয়েরই অশ্ব ও সারথির অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে অনবরত শোণিতধারা নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে সেই বীরদ্বয় ধ্বজসমাযুক্ত রথদ্বয়ে একত্র সমাগত হওয়াতে বোধ হইল যেন পদ্ম, উৎপল, মৎস্য, কচ্ছপ ও পক্ষিগণে সমাবৃত, বায়ু সঞ্চালিত হ্রদদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী রহিয়াছে। অনন্তর সেই মহেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয় বজ্র সদৃশ সায়কে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। বিচিত্র বর্ম্ম, আভরণ ও অম্বরধারী উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবীর কর্ণ ও অর্জ্জুনকে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় ঘোর সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও কম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন মত্ত মাতঙ্গ বধার্থে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অধিরথীর বিনাশার্থে গমন করিলে দর্শনাভিলাষী বীরগণ মহা আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্গুলি সমুত্থিত ও বস্ত্র বিধূনিত করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুনের পুরোবর্ত্তী সোমকগণ চীৎকার করত তাঁহারে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে কর্ণের মস্তক ছেদন করিয়া দুর্য্যোধনের রাজ্যপিপাসা নিরাকৃত কর। হে মহারাজ! তখন আমাদিগেরও অসংখ্য যোদ্ধা কর্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে সূতপুত্র! তুমি শীঘ্র গিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর। পাণ্ডবগণ দীন ভাবাপন্ন হইয়া পুনরায় বন গমন করুক।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ দশ শরে অর্জ্জুনকে প্রথমে বিদ্ধ করিলে তিনিও হাস্য করত সূতপুত্রের বক্ষস্থলে শিতধার দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সেই বীর অসংখ্য সুপুঙ্খ সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করত পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় বাহ্বাস্ফোটন ও গাণ্ডীবের জ্যা পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক অনবরত নারাচ, নালীক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, অঞ্জলিক ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সায়ংকালে বিহঙ্গমগণ যেমন অবাঙ্মুখ হইয়া বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ সেই অর্জ্জুনের শরজাল কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া অবিলম্বে তৎসমুদায় ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বারংবার কর্ণের প্রতি বিবিধ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও তৎ সমুদায় নিরাকৃত করিলেন। এই রূপে অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন ভ্রুকুটী বন্ধন পূর্ব্বক তৎকালে যে যে শর পরিত্যাগ করিলেন, সূতপুত্র স্বীয় শরনিকর দ্বারা তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি শত্রুঘাতন ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অস্ত্র ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যোধগণ সেই অস্ত্রের প্রভাবে দগ্ধবসন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় বেণুবন দগ্ধ হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সমরাঙ্গনে তদ্রূপ ঘোরতর নিস্বন হইতে লাগিল। তখন প্রতাপান্বিত সূতপুত্র সেই প্রজ্বলিত

আগ্নেয়াস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া উহার নিবারণার্থে বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণের সেই মহাস্ত্রপ্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বারিধারা নিপতিত হইয়া সেই অর্জ্জুনবাণ সঞ্জাত অতি প্রচণ্ড অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। ঐ সময় মেঘমণ্ডলে সমুদায় দিক্ বিদিক্ ও আকাশমার্গ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে অন্ধতমসপ্রভাবে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অবিলম্বে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা কর্ণের বারুণাস্ত্র নিবারণ করিলেন।

অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব, জ্যা ও বিশিখজাল মন্ত্রপূত করিয়া এক বজ্রতুল্যপ্রভাব, দেবরাজের অতি প্রিয়তর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন তাঁহার গাণ্ডীব হইতে অসংখ্য সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র, অঞ্জলিক, অর্দ্ধচন্দ্র, নালীক, নারাচ ও বরাহকর্ণ অনবরত নির্গত হইয়া সূতপুত্রের দেহ, অশ্ব, শরাসন, যুগ, চক্র ও ধ্বজদণ্ড ভেদ করিয়া গরুড়ভীত ভুজঙ্গের ন্যায় অবিলম্বে ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা সূতপুত্র অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ক্রোধবিবৃত্ত নেত্রে সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর নির্ঘোষ সম্পন্ন শরাসন আনত করিয়া ভার্গবাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রভাবে ধনঞ্জয় বিনির্ম্মুক্ত অস্ত্রজাল বিনষ্ট এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য রথী, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পাঞ্চাল দেশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও সোমকদিগকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারাও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র হর্ষভরে শরনিকরে পাঞ্চাল দেশীয় রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে বলপূর্ব্বক নিহত, বিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারা কর্ণের শরজালে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া অরণ্যমধ্যে ক্রোধোদ্ধত ভীমপরাক্রম সিংহ কর্ত্তৃক নিহত গজযূথের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। এই রূপে মহাবীর সূতপুত্র বল প্রকাশ পূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনষ্ট করিয়া নভোমণ্ডলস্থ প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বীরগণ সূতপুত্রের জয় লাভ হইল এই বিবেচনা করিয়া প্রফুল্ল মনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অনুমান করিলেন যে, মহাবীর কর্ণ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে অতিশয় আঘাত করিয়াছেন।

ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহারথ সূতপুত্রের পরাক্রম নিতান্ত দুর্ব্বিষহ ও ধনঞ্জয় নিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া রোষারুণিত লোচনে করে কর নিষ্পেষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে বীর! আজি তোমার সমক্ষে এই অধর্ম্মপরায়ণ সূতনন্দন কি রূপে বল পূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনাশ করিল? পূর্ব্বে রুদ্রদেবের প্রভাবে কালকেয় অসুরগণও তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই; আজি সূতপুত্র দশ শরে কি রূপে তোমারে বিদ্ধ করিল? আজি সূতপুত্র স্বনিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করাতে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। হে অর্জ্জুন! ঐ দুরাত্মা সূতপুত্র দ্রৌপদীরে যে রূপ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং সভামধ্যে আমাদিগকে ষণ্ডতিল

বলিয়া অতি কঠোর বাক্যে যে উপহাস করিয়াছিল, তুমি এ ক্ষণে তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া অবিলম্বে উহারে সংহার কর। এ ক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত সূতপুত্রের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ। ইহা উপেক্ষার প্রকৃত অবসর নহে। পূর্ব্বে তুমি খাণ্ডবারণ্যে ভগবান্ পাবকের তৃপ্তি সাধনার্থে যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তত্রত্য প্রাণি সমুদায়কে বিনষ্ট করিয়ছিলে, এ ক্ষণেও সেই রূপ ধৈর্য্য দ্বারা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। ঐ দুরাত্মা তোমার শরে নিহত হইলে আমি উহারে গদাঘাতে বিপোথিত করিব।

ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেবও কর্ণশরে অর্জ্জুনের অস্ত্র সমুদায় প্রতিহত দেখিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! আজি সূতপুত্র যে অস্ত্র দ্বারা তোমার অস্ত্রজাল নিরাকৃত করিল, ইহার কারণ কি? হে বীর! তুমি কেন উহার বিনাশে মনোনিবেশ করিতেছ না এবং কেনই বা বিমোহিত হইতেছ। ঐ দেখ, কৌরবগণ তোমার অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া সূতপুত্রের পুরস্কার করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। অতএব তুমি যে রূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে তমোগুণপ্রধান ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও গর্ব্বিত অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং যে রূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে, আজি সেই রূপ ধৈর্য্য সহকারে সূতপুত্রকে অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সংহার কর। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা দানবরাজ নমুচিরে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এ ক্ষণে তুমিও মৎপ্রদত্ত এই ক্ষুরধার সুদর্শন দ্বারা উহার শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রাম নগর পরিপূর্ণা সাগরাম্বরা ধরণী প্রদান করিয়া স্বয়ং অসামান্য যশস্বী হও।

হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ভীমসেন ও বাসুদেবের এই রূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সূতপুত্রের সংহারে একান্ত অভিলাষী হইলেন এবং আপনার অসাধারণ বিক্রম স্মরণ ও ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিবার কারণ অনুধাবন করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি সূতপুত্রের বধ ও লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিতেছি; তুমি আমারে অনুমতি প্রদান কর, আর ভগবান্ ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সুরগণ ইহাঁরাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মারে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃসহ ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন মহারথ সূতপুত্র জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল পরাক্রান্ত ভীম একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! লোকে তোমারে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অতএব তুমি অন্য এক ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা কর।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমসেনের বাক্যানুসারে পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া দিবাকরের করজাল সদৃশ সুতীক্ষ্ণ ভুজগের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর অসংখ্য শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সেই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত যুগান্ত কালীন অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত শরনিকর ক্ষণকালমধ্যে দিঙ্মণ্ডল ও সূতপুত্রের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর অর্জ্জুনের শরাসন হইতে শূল, পরশু, চক্র ও নারাচ সমুদায় অনবরত নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। তখন কৌরব পক্ষীয় যোধ-

গণ চতুর্দ্দিকে নিহত হইতে লাগিল। ঐ সময় কোন কোন যোদ্ধা অর্জ্জুনের শরে অন্যের মস্তক ছিন্ন ও দেহ ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। কোন বীরের করিশুণ্ড সদৃশ দক্ষিণ ভুজদণ্ড অর্জ্জুন শরে ছিন্ন হইয়া শাণিত অসির সহিত এবং কোন বীরের বাম হস্ত ক্ষুরনিকৃত্ত হইয়া চর্ম্মের সহিত ধরণীতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন জীবনান্তকর ভয়ঙ্কর শরনিকর দ্বারা দুর্য্যোধনের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিনষ্ট করিলেন।

ঐ সময় মহারথ কর্ণও অর্জ্জুনের প্রতি পর্জ্জন্য নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃকোদরকে তিন তিন শরে আঘাত করিয়া ঘোর রবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্র শরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীম ও জনার্দ্দনকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে অষ্টাদশ শর সন্ধান করত তিন শরে সূতপুত্রকে, এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও চারি শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণবর্ম্ম সমলঙ্কৃত সভাপতির প্রতি দশ শর প্রয়োগ করিলেন। রাজকুমার সভাপতি অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরে ছিন্নমস্তক, ছিন্নবাহু এবং অশ্ব, সারথি, শরাসন ও কেতু বিহীন হইয়া পরশু নিকৃত্ত শাল বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় পুনরায় ক্রমে ক্রমে তিন, আট, দুই, চারি ও দশ শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া চারি শত দ্বিরদ, আয়ুধ সম্পন্ন আট শত রথী, আরোহি সমবেত সহস্র সহস্র অশ্ব ও আট সহস্র পদাতিরে নিহত করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে সূতপুত্রকে সারথি, রথ ও কেতুর সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর কৌরবগণ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া চীৎকার করত সূতপুত্রকে কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! তুমি অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অবিলম্বে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর, নচেৎ ঐ মহাবীর অল্প কাল মধ্যেই কৌরব পক্ষীয় সমুদায় বীরগণকে নিহত করিবে। মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া পরম যত্ন সহকারে অনবরত মর্ম্মচ্ছেদী শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় মহাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে ও পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিকিৎসকগণের সাহায্যে মন্ত্র ও ঔষধি দ্বারা বিশল্য হইয়া যুদ্ধ সন্দর্শনার্থ সত্বরে সংগ্রামস্থলে আগমন করিলেন। তখন সকলে তাঁহারে অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গবৈদ্যগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত অসুরশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সুররাজ পুরন্দরের ন্যায়, রাহুর করাল আস্যদেশ হইতে বিমুক্ত অখণ্ড চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তথায় সমাগত দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

হে মহারাজ! তৎকালে স্বর্গবাসী ও ভূতল নিবাসিগণ অনিমেষ নেত্রে সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সেই ঘোরতর সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত বীরদ্বয় অনবরত জ্যানিস্বন ও তলধ্বনি করত বিবিধ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরাসনজ্যা অতিমাত্র আকৃষ্ট হওয়াতে ঘোর রবে সহসা ছিন্ন হইয়া গেল।

এই অবসরে মহাবীর সূতপুত্র এক শত ক্ষুদ্রক ও নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় কঙ্কপত্র ভূষিত তৈলধৌত অপরাপর বাণে ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তৎপরে তিনি ষষ্টি শরে বাসুদেবকে ও আট বাণে পুনরায় অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য উৎকৃষ্ট শরে বৃকোদরের মর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ ও তাঁহার অনুগামী সোমকদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন সোমকগণ ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ সূতপুত্রও অসংখ্য শরে তাহাদিগকে নিস্তব্ধ করিয়া তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র নিরাকৃত, হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল নিপাতিত এবং প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। বীরগণ সূতপুত্রের শর প্রভাবে ক্রুদ্ধ সিংহসমুত্থিত কুক্কুরগণের ন্যায় আর্ত্তনাদ করত বিগতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার নিধন ও অর্জ্জুনের সাহায্যের নিমিত্ত মহাবেগে সমাগত পাঞ্চালগণকে সুনিশিত শরনিকরে নিপাতিত করিলেন। কৌরবগণ তদ্দর্শনে আপনাদিগকে সমরবিজয়ী জ্ঞান করিয়া তলধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সকলেই বোধ করিল যে, এই বার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কর্ণের বশবর্ত্তী হইতে হইবে।

তখন সূতপুত্রের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে শরাসনজ্যা অবনামিত করত কর্ণের শর সমুদায় নিরাকৃত করিয়া চাপজ্যা পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক কর্ণ, শল্য ও সমস্ত কৌরবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহাস্ত্র প্রভাবে অন্তরীক্ষ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হওয়াতে পক্ষিগণের গতিরোধ হইল। ঐ সময় আকাশস্থিত জীব সকল সুগন্ধি সমীরণ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শল্যের বর্ম্মোপরি দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া কর্ণকে প্রথমত দ্বাদশ বাণে ও পুনরায় সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র অর্জ্জুনের অশনি সদৃশ শরে সাতিশয় সমাহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবর হইলে তাঁহারে প্রলয় কালীন শ্মশান মধ্যস্থিত শোণিতদিগ্ধগাত্র রুদ্রদেবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সূতপুত্র সুররাজ সদৃশ ধনঞ্জয়কে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের বিনাশ বাসনায় তাঁহার প্রতি ভীষণ ভুজঙ্গম সদৃশ প্রজ্বলিত পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পাঁচ শর তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের পক্ষীয় পাঁচ মহাসর্প। উহারা সূতপুত্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া পুরুষোত্তম বাসুদেবের বর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক মহাবেগে পাতাল তলে প্রবেশ ও ভোগবতীজলে স্নান করিয়া পুনরায় কর্ণাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে দশ ভল্লে তাহাদের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি কৃষ্ণকে কর্ণবিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তৃণ দহন প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট দেহান্তকর শরনিকরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ক্লেশ নিবন্ধন অতিমাত্র বিচলিত হইলেন; কেবল ধৈর্য্যাতিশয় প্রযুক্ত রথ হইতে নিপতিত হইলেন না। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদায় দিক্, বিদিক্, সূর্য্যরশ্মি ও আধিরথির রথ এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং নভোমণ্ডল নীহার সমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তখন অরাতিপাতন পার্থ একাকীই ক্ষণকাল মধ্যে দুর্য্যোধন প্রেরিত দ্বিসহস্র চক্ররক্ষক, পাদরক্ষক ও পৃষ্ঠরক্ষককে অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরা ও হতাবশিষ্ট কৌরবগণ নিহত ও ক্ষত বিক্ষত আত্মীয়দিগকে এবং বিলপমান পিতা ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণ তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিয়াছে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, প্রত্যুত হৃষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

একনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ অস্ত্র প্রভাবে কৌরবগণ সসৈন্যে পলায়ন করিয়া দূরে অবস্থান করত চতুর্দ্দিক্ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল অর্জ্জুনাস্ত্র অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার বধার্থী অর্জ্জুনের শরে কৌরবগণকে নিপীড়িত, নিহত ও পলায়িত অবলোকন করিয়া দৃঢ় জ্যাযুক্ত স্বীয় শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পরশুরামের নিকট শিক্ষিত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করত ধনঞ্জয় নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্রজাল নিরাকৃত করিলেন। অনন্তর পরস্পর দন্তাঘাতে প্রবৃত্ত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহারা অনবরত শরনিকর বর্ষণ করত এককালে আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদের বাণবর্ষণে সংগ্রামভূমি তিমিরাবৃত হইলে কৌরব ও সোমকগণ শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই শরনিকরবর্ষী ধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় নিরন্তর শর সন্ধান করত সংগ্রামে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বল, বীর্য্য, পৌরুষ ও অস্ত্রমায়ার প্রভাবে কখন সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের অপেক্ষা এবং কখন বা ধনঞ্জয় সূতপুত্রের অপেক্ষা প্রবল হইতে লাগিলেন। অন্যান্য যোধগণ সেই পরস্পর ছিদ্রান্বেষী বীরদ্বয়ের দুর্ব্বিষহ ঘোর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণ কেহ কেহ সাধু কর্ণ ও কেহ কেহ বা সাধু অর্জ্জুন বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অসংখ্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের গতায়াতে সমরাঙ্গন বিদলিত হইয়া গেল।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে অশ্বসেন নামে যে সর্প খাণ্ডবদাহ হইতে মুক্ত হইয়া রোষভরে পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছিল, ঐ সময় সেই নাগরাজ অর্জ্জুনকৃত মাতৃবধ জনিত পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া বেগে পাতালতল হইতে উত্থিত হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম সন্দর্শন করত বৈর নির্য্যাতনের এই প্রকৃত অবসর ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ণের সেই একতূণীরশায়ী শরমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর সেই বীরদ্বয়ের কিরণজালময় অস্ত্রজালে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। কৌরব ও সোমকগণ সেই ভীষণ বাণান্ধকার দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইলেন। তৎকালে ভয়ানক শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ঐ সময় সেই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর মহাপুরুষদ্বয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অপ্সরাগণ তাঁহাদিগকে দিব্য চামর বীজন ও চন্দন সলিলে সেচন করিতে লাগিল এবং দেবরাজ পুরন্দর ও দিবাকর করতল দ্বারা তাঁহাদিগের মুখকমল মার্জ্জিত করিয়া দিলেন।

তৎকালে সূতপুত্র যখন বলবীর্য্যে অর্জ্জু-

নকে কোন ক্রমেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রত্যুত তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় ক্ষত বিক্ষত ও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। তখন সেই একতূণীরশায়ী শর তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। ঐ শর ঐরাবত নাগবংশ সম্ভূত। সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের নিধনার্থে অতি যত্ন সহকারে উহা বহুদিন স্থবর্ণ তূণীর মধ্যে চন্দন চূর্ণোপরি রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদনার্থে সেই জ্বালাকরাল সর্পমুখ শর শরাসনে সন্ধান ও আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে সেই সর্পবাণ শরাসনে সংহিত হইলে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শত শত ভীষণ উল্কা নিপতিত হইতে লাগিল এবং ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে যে ঐ ভীষণ শরমধ্যে মহানাগ অশ্বসেন যোগবলে প্রবেশ করিয়াছিল, সূতপুত্র তাহার কিছুই বিদিত হয় নাই। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র কর্ণের শরমধ্যে নাগরাজকে প্রবিষ্ট অবগত হইয়া এই বারেই আমার আত্মজ অর্জ্জুন বিনষ্ট হইল মনে করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ভগবান্ কমলযোনি সুররাজকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ইন্দ্র! তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না। মহাবীর ধনঞ্জয়েরই জয়শ্রী লাভ হইবে। ঐ সময় মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রকে সর্প শর সন্ধান করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! এই শরটি অর্জ্জুনের গ্রীবা ছেদনে সমর্থ হইবে না; অতএব যদ্দ্বারা অর্জ্জুনের মস্তক ছেদন করা যাইতে পারে, এমন একটি শর সন্ধান কর। তখন মহাবীর সূতপুত্র মদ্ররাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষারুণিত লোচনে কহিলেন, হে শল্য! কর্ণ কখনই এক শর সন্ধান পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ না করিয়া অন্য শর সন্ধান করেন না এবং আমার সদৃশ ব্যক্তিরা কদাচ কূট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। সূতপুত্র শল্যকে এই কথা বলিয়া বিজয় লাভার্থ উদ্যত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বহুবর্ষ পরিপূজিত প্রযত্ন সহকারে সংরক্ষিত ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি এই বারেই বিনষ্ট হইলে। তখন সেই কর্ণশরাসনচ্যুত হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত অতি ভীষণ সায়ক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব সেই সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত শর অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত দেখিয়া সত্বরে পদ দ্বারা রথ আক্রমণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে ভূতল মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশিত করিলেন। অর্জ্জুনের সুবর্ণ জালজড়িত চন্দ্রমরীচির ন্যায় ধবলবর্ণ অশ্বগণও জানু আকুঞ্চিত করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন নভোমণ্ডলে তুমুল কোলাহল সহকারে বাসুদেবের প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইল এবং অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

এই রূপে মহাত্মা মধুসূদনের প্রযত্নে অর্জ্জুনের রথ ভূতলে নিমগ্ন হওয়াতে কর্ণের সেই নাগাস্ত্র ধনঞ্জয়ের ইন্দ্রদত্ত সুদৃঢ় কিরীটে নিপতিত হইয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ের ঐ ত্রিলোকবিশ্রুত, সুবর্ণ খচিত, মণিহীরক সমলঙ্কৃত, সূর্য্য, চন্দ্র ও জ্বলনের দীপ্তিশীল মহামূল্য কিরীট ভগবান্ স্বয়ম্ভু স্বয়ং তপোবলে প্রযত্ন সহকারে দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিপক্ষেরা উহা নিরীক্ষণ করিতে ভীত হইত। পূর্ব্বে পুরন্দর অসুর সংহারকালে অর্জ্জুনকে ঐ কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন। উহা রুদ্রের পিনাক, বরুণেরপাশ, ইন্দ্রের বজ্র ও কুবেরের সায়ক দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। এ ক্ষণে দুষ্টস্বভাব অশ্বসেন সূতপুত্রের

শরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের সেই কিরীট বিমর্দ্দিত করিল।

হে মহারাজ! অর্জ্জুনের সেই সুবর্ণ জাল পরিবৃত অতি ভাস্বর কিরীট বিষাগ্নি দ্বারা বিমথিত ও ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া অস্তগিরিশিখর হইতে নিপতিত সন্ধ্যারাগ রঞ্জিত দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বজ্র যেমন ফলপুষ্পোপশোভিত পাদপ পরিপূর্ণ গিরিশিখরকে বিচূর্ণিত এবং প্রবল বায়ু যেমন ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সলিলরাশি বিঘট্টিত করে, তদ্রূপ সেই নাগাস্ত্র অর্জ্জুনের দিব্য কিরীট মহাবেগে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন ত্রিভুবন মধ্যে একটি ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণে সকলেই একান্ত ব্যথিত ও স্খলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কিরীট ব্যতিরেকে নীলবর্ণ উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন তিনি অনাকুলিত চিত্তে শ্বেতবর্ণ বসন দ্বারা কেশকলাপ বন্ধন করিয়া শিখরগত সূর্য্যমরীচি দ্বারা একান্ত উদ্ভাসিত উদয় পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই রূপে সেই অর্জ্জুনের সহিত বদ্ধবৈর সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত নাগ ধনঞ্জয়কে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল তাঁহার কিরীট চূর্ণ করত পুনরায় স্বস্থানে গমন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ সেই মহোরগকে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন সেই ভুজঙ্গ কর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে কর্ণ! তুমি আমারে না দেখিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদন করিতে পারিলাম না; অতএব এ ক্ষণে তুমি আমারে দেখিয়া পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার ও আমার শত্রুকে সংহার করিব। তখন মহাবীর কর্ণ ভুজঙ্গের এই রূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে ভদ্র! তোমার আকার অতি ভয়ঙ্কর দেখিতেছি। এ ক্ষণে তুমি কে, তাহা সবিশেষ করিয়া বল। নাগ কহিল, হে কর্ণ! পূর্ব্বে অর্জ্জুন আমার মাতৃবধ করিয়াছিল, তদবধি উহার সহিত আমার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; অতএব যদি স্বয়ং দেবরাজও উহার রক্ষক হন, তথাপি আমি উহারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।

তখন সূতপুত্র কহিলেন, হে নাগ! কর্ণ কখন অন্যের বলবীর্য্য অবলম্বন করিয়া সমরবিজয়ী হয় না এবং এক শত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে হইলেও কখন এক শর দুই বার সন্ধান করে না। অতএব আমি রোষ ও যত্ন সহকারে বিবিধ উৎকৃষ্ট শরে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতেছি, তুমি নিরাপদে গমন কর। হে মহারাজ! সূতপুত্র এই রূপ কহিলে নাগরাজ তাঁহার সেই বাক্য অসহ্য জ্ঞান করিয়া অস্ত্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক রোষভরে অর্জ্জুনের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি শীঘ্র ঐ কৃতবৈর উরগপতিরে বিনাশ কর। তখন গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় মধুসূদনকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যে মহানাগ গরুড়মুখগমনোদ্যতের ন্যায় ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বয়ং আমার সমীপে আগমন করিতেছে, ও কে? কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি যৎকালে খাণ্ডব দাহন পূর্ব্বক হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলে, সেই সময় ঐ ভুজঙ্গমের মাতা আপনার ক্রোড়ে উহারে লুক্কায়িত করিয়া আকাশমার্গে অবস্থান করিতেছিল। তুমি তৎকালে উহার মাতারে বিনাশ করিয়াছিলে, কিন্তু উহারে দেখিতে পাও নাই। এ ক্ষণে ঐ দুরাত্মা সেই মাতৃবধজনিত পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া তোমার বিনাশ

বাসনায় আকাশচ্যুত প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সমাগত হইতেছে।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধে মুখ পরিবর্ত্তন করিয়া নভোমণ্ডলে পক্ষীর ন্যায় সমাগত সেই নাগরাজকে ছয় নিশিত শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভুজঙ্গরাজ নিহত হইলে পুরুষোত্তম হৃষীকেশ স্বয়ং বাহু যুগল দ্বারা পৃথিবী হইতে অর্জ্জুনের রথ উত্তোলন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে দৃষ্টিপাত করত বিচিত্র ময়ূর পুচ্ছযুক্ত নিশিত দশ শরে পুরুষ প্রধান ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন অর্জ্জুনও কর্ণের প্রতি সুশাণিত দ্বাদশ বরাহকর্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক এক আশীবিষ সদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই উৎকৃষ্ট শর কর্ণের প্রাণ সংহারার্থই যেন তাঁহার বর্ম্ম বিদারণ ও রুধির পান করিয়া শোণিতলিপ্ত গাত্রে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র সেই শরপাতে দণ্ড বিঘট্টিত সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিষাক্ত সর্প যেমন বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উত্তম উত্তম শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথমত দ্বাদশ শরে জনার্দ্দনকে ও নবতি শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘোরতর শরে ধনঞ্জয়ের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ ও হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন পুরন্দর তুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের আহ্লাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সুররাজ ইন্দ্র যেমন বলাসুরের মর্ম্ম বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য শরে সূতপুত্রের মর্ম্ম ভেদ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি যমদণ্ড সদৃশ নবতি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার স্বর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদিখচিত শিরোভূষণ এবং কুণ্ডল দ্বয় অর্জ্জুনের শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। উত্তম উত্তম শিল্পীরা বহু যত্ন সহকারে দীর্ঘ কালে কর্ণের যে মহামূল্য ভাস্বর বর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছিল, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষণকাল মধ্যে তাহাও বহুধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধভরে সেই বর্ম্ম বিরহিত কর্ণকে নিশিত চারি শরে অতিমাত্র বিদ্ধ করিলে সূতপুত্র সান্নিপাতিক জ্বরাক্রান্ত আতুরের ন্যায় সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন অর্জ্জুন শরাসন নির্গত নিশিত শরনিকরে তাঁহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের বিবিধ শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শোণিত ক্ষরণ করত গৈরিকধাতু ধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন ক্রৌঞ্চবিদারণ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় যমদণ্ড ও অগ্নিদণ্ড সদৃশ লৌহময় সুদৃঢ় শরনিকরে পুনরায় কর্ণের বক্ষস্থল ভেদ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও শিথিলমুষ্টি হইয়া ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ শরাসন ও তূণীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন পরম ধার্ম্মিক ধনঞ্জয় আতুর ব্যক্তিরে নিপাতিত করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সূতপুত্রকে সেই ব্যসনকালে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিলেন না। তখন ইন্দ্রাবরজ বাসুদেব সসম্ভ্রমে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ। পণ্ডিতেরা দুর্ব্বল অরাতিদিগকেও নিধন করিতে কাল প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহারা ব্যসননিমগ্ন শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি প্রবল শত্রু বীরপ্রধান কর্ণকে সহসা নিহত করিতে সচেষ্ট হও। তুমি নমুচিনিসূদন

পুরন্দরের ন্যায় সত্বরে উহারে শরবিদ্ধ কর, নচেৎ ঐ বীর অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার অভিমুখীন হইবে। হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবরাজ বলিরে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ বৎসদন্ত বাণ দ্বারা সুতপুত্রকে অশ্ব ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিলেন। স্থূলবক্ষা সূতনন্দন অর্জ্জুনের বৎসদন্ত বাণে সমাচ্ছন্ন হইয়া কুসুমিত অশোক, পলাশ ও শাল্মলি বৃক্ষ এবং চন্দন কাননে সমাকীর্ণ অচলের ন্যায়, বৃক্ষশ্রেণী পরিপূর্ণ বিকসিত কর্ণিকার পরিশোভিত হিমালয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অস্তাচলগামী দিনকরের করজাল সদৃশ অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনও নিশিতাগ্র শরনিকর দ্বারা সেই ভুজঙ্গমের ন্যায় দেদীপ্যমান কর্ণ নির্ম্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক রোষিত সর্পের ন্যায় বিশিখজাল বর্ষণ পূর্ব্বক দশ বাণে অর্জ্জুন ও ছয় বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহামতি ধনঞ্জয় সেই মহাযুদ্ধে কর্ণের উপর সর্পবিষ অনলের ন্যায় ভীষণ উগ্রনিস্বন রৌদ্র শর ক্ষেপণ করিতে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের বিনাশ কাল উপস্থিত হওয়াতে কাল অদৃশ্য ভাবে তাঁহারে ব্রাহ্মণের শাপ বৃত্তান্ত জ্ঞাপিত করত কহিলেন, সূতপুত্র! বসুন্ধরা তোমার রথচক্র গ্রাস করিতেছেন। কাল এই কথা কহিবামাত্র কর্ণ পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইলেন এবং পৃথিবী তাঁহার রথের বাম চক্র গ্রাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ সন্তানের শাপে সূতপুত্রের রথ বিঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ হইল। রথও বেদিবন্ধ বিশিষ্ট পুষ্পিত চৈত্য বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিমগ্ন হইয়া গেল।

হে মহারাজ! এই রূপে সূতপুত্রের সর্পমুখ বাণ বিনষ্ট, রথ ঘূর্ণিত ও পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় বিষণ্ণ ও বিহ্বল হইলেন। অনন্তর তিনি সেই ক্লেশ সকল সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত বিধূনন পূর্ব্বক আক্ষেপ প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা সতত কহিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে সতত রক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্র ও শক্তি অনুসারে ধর্ম্ম রক্ষণে যত্ন ও ধর্ম্মে দৃঢ় ভক্তি করিয়া থাকি। ধর্ম্ম তথাপি আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। অতএব বোধ হয়, ধর্ম্ম আর নিয়ত ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করেন না। মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এই রূপ কহিতে কহিতে অর্জ্জুন শরে বিচলিত হইলেন। তাঁহার অশ্ব ও সারথি স্খলিত হইল। তিনিও স্বীয় কার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া বারংবার ধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীষণ তিন বাণে বাসুদেবের হস্ত ও সাত বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহার উপর দেবরাজের বজ্র সদৃশ অনলোপম ভীমবেগ সপ্তদশ শর পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরজাল প্রবল বেগে কর্ণশরীর ভেদ করিয়া পৃথিবীতলে নিপতিত হইল। তখন সূতনন্দন কম্পিতাত্মা হইয়া পরাক্রম প্রদর্শন করত বল পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। শত্রুসূদন অর্জ্জুনও তদ্দর্শনে ঐন্দ্র অস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন এবং গাণ্ডীবজ্যা ও অন্যান্য শরনিকর মন্ত্রপূত করিয়া বারিবর্ষী পুরন্দরের

ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পার্থরথ নিঃসৃত তেজোময় শরজাল সূতপুত্রের রথ সমীপে প্রাদুর্ভূত হইল। মহারথ কর্ণও সেই সম্মুখাগত শরজাল ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনের অস্ত্র বিনষ্ট হইলে বৃষ্ণিবীর বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কর্ণ তোমার শরনিকর বিনষ্ট করিতেছে; অতএব তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্র পরিত্যাগ কর। তখন ধনঞ্জয় অতি ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত ও শরাসনে সংযোজিত করিয়া শরজালে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূতপুত্র সুনিশিত শরনিকরে ক্রমে ক্রমে একাদশ বার অর্জ্জুনের মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন কিন্তু অর্জ্জুনের যে এক শত জ্যা আছে, তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। তখন অর্জ্জুন গাণ্ডীবে জ্যা সংযোজিত ও মন্ত্রপূত করিয়া সর্পের ন্যায় দেদীপ্যমান শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন জ্যা ছিন্ন হইবামাত্র অবিলম্বে অন্য জ্যা সংযোজন করাতে কর্ণ তাঁহার জ্যাযোজন-বৃত্তান্ত বুঝিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর সূতপুত্র অস্ত্রজালে সব্যসাচীর অস্ত্র ছেদন করত অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহা অপেক্ষাও প্রবল হইয়া উঠিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কর্ণাস্ত্রে নিপীড়িত দেখিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! প্রধান অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের সমীপবর্ত্তী হও। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর সর্পবিষ ও অনলের ন্যায় ভয়ঙ্কর দিব্য রৌদ্রাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া ক্ষেপণ করিতে বাসনা করিলেন। ঐ সময়ে বসুমতী সূতপুত্রের রথচক্র দৃঢ়রূপে গ্রাস করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভুজদ্বয় দ্বারা চক্রের উদ্ধার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন গিরিকানন সমন্বিতা সপ্তদ্বীপা মেদিনী কর্ণের বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া চার অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু সূতপুত্রের চক্র কোন ক্রমেই উদ্ধৃত হইল না। তখন তিনি ক্রোধে অশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোপাবিষ্ট অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। আমি মহীতল হইতে রথচক্র উদ্ধার করিতেছি। দৈব বশত আমার দক্ষিণ চক্র পৃথিবীতে পোথিত হইয়াছে। এ সময় তুমি কাপুরুষোচিত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। তুমি রণপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত আছ; এ ক্ষণে অভদ্রের ন্যায় কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে অর্জ্জুন! সাধুব্রতাবলম্বী শূরগণ মুক্তকেশ, বিমুখ, বদ্ধাঞ্জলি, শরণাগত, যাচমান, ন্যস্তশস্ত্র, বাণ বিহীন, কবচহীন ও ভগ্নায়ুধ ব্যক্তির এবং ব্রাহ্মণের প্রতি শর পরিত্যাগ করেন না। ইহলোকে তুমি শূরতম, ধার্ম্মিক, যুদ্ধধর্ম্মাভিজ্ঞ, দিব্যাস্ত্রবেত্তা, মহাত্মা, বেদপারগ ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় পরাক্রান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। বিশেষত আমি এ ক্ষণে ভূতলগত ও বিকলাঙ্গ হইয়াছি। তুমি রথোপরি অবস্থান করিতেছ; অতএব যে পর্য্যন্ত রথচক্র উদ্ধার করিতে না পারি, তাবৎ আমারে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি বাসুদেব বা তোমা হইতে কিছুমাত্র ভীত হই নাই। তুমি ক্ষত্রিয়দিগের মহাকুলে সমুৎপন্ন হইয়াছ বলিয়াই তোমারে কহিতেছি যে, তুমি মুহূর্ত্তকাল আমারে ক্ষমা কর।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় বাসুদেব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এ ক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে;

আপনাদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টি-পাত করে না। দেখ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধি পরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে যে বিষান্ন ভোজন করাইয়া-ছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রৌপদীরে হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এ ক্ষণে তুমি অন্য পতিরে বরণ কর এই কথা বলিয়া উপ-হাস করিয়াছিলে এবং অনার্য্য ব্যক্তিরা তাঁহারে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্য লোভে শকুনিকে আশ্রয় পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূত-ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণ সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ; তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে। তুমি যে এ ক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও জীবন সত্ত্বে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্ব্বে নিষধ দেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরা-য়ণ পাণ্ডবগণও ভুজবলে সোমকদিগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করত রাজ্য লাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্ম-সংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর সূতনন্দন বাসু-দেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর তিনি ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া শরাসন উদ্যত করত অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিনাশ কর। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সূতপুত্রের দুর্ম্মন্ত্রণাজনিত ক্লেশপরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার লোমকূপ হইতে তেজোরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়া-বিষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র ব্রহ্মাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর অসংখ্য শর বর্ষণ করত পুনরায় তাঁহার রথ নিমগ্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয়ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে সূতপুত্রের প্রতি শরবৃষ্টি বিসর্জ্জন করত তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া তাঁহারে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে উহা স্বীয় তেজ প্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন কর্ণ বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া সেই প্রজ্বলিত পাবক নির্ব্বাণ করিলেন। তৎকালে সূতপুত্রের সায়ক প্রভাবে জলদ-জালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও গাঢ়তর তিমিরে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসংভ্রান্ত চিত্তে বায়ব্যাস্ত্র

দ্বারা সূতপুত্রের সমক্ষেই সেই অস্ত্রজাল অপসারিত করিলেন।

অনন্তর সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে সংহার করিবার বাসনায় এক প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ ও শরাসনে সংযোজন করিলেন। ঐ শর সংযোজিত হইবামাত্র শৈল কানন সম্পন্না অবনি বিচলিত হইল। সমীরণ কর্কররাশি প্রবাহিত করিতে লাগিল; দিঙ্মণ্ডল ধূলিপটলে পরিবৃত হইয়া গেল। দেবগণ দেবলোকে হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই কর্ণবিসৃষ্ট অশনি সদৃশ শিতধার সায়ক ভুজগরাজ যেমন বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুনের বক্ষস্থলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সূতপুত্রের সায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার হস্তস্থিত গাণ্ডীব কোদণ্ড শিথিল হইয়া পড়িল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় কম্পিত হইলেন। ঐ অবসরে মহাবীর কর্ণ ভূতলগত স্বীয় রথের উদ্ধারাভিলাষে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুগল দ্বারা রথচক্র গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈব প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অর্জ্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া অঞ্জলিক নামে এক যমদণ্ড সদৃশ বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! কর্ণ রথে আরোহণ না করিতে করিতেই উহার মস্তক ছেদন কর। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের আদেশানুসারে প্রজ্বলিত ক্ষুরাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সূতপুত্রের রথধ্বজস্থিত বিমলার্ক সদৃশ হস্তিকক্ষা ছেদন করিলেন। মহাবীর কর্ণের ঐ সুবর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদি খচিত হস্তিকক্ষা কেতু বহুতর জ্ঞানবৃদ্ধ শিল্পিগণের প্রযত্নে সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ কক্ষা দর্শনে আপনার সৈন্যগণের মনে বিজয় বাসনা এবং অরাতিগণের মনে ভয় সঞ্চার হইত। উহার প্রভা চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অগ্নি সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ ক্ষুরপ্র দ্বারা অধিরথির ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণের দর্প, যশ, প্রিয় কার্য্য ও মনোরথ সকল ভগ্ন এবং হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। সূতপুত্রের বিজয়াশা তাহাদের মনোমন্দির হইতে এককালে তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণের বিনাশ বাসনায় তূণীর হইতে ইন্দ্রের বজ্র, হুতাশনের দণ্ড ও দিবাকরের তীক্ষ্ণ রশ্মি সদৃশ অঞ্জলিক নামে এক বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ মর্ম্মভেদী বাণ মাংস ও শোণিতলিপ্ত এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণ নাশক। উহার পরিমাণ তিন রত্নি ও ছয় পাদ। উহা ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায়, মহাদেবের পিনাকের ন্যায় ও নারায়ণের চক্রের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ এবং দেবতা ও অসুরগণের বিজয়ে সমর্থ এবং মহাত্মা অর্জ্জুন সতত উহার পূজা করিতেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষ্ট চিত্তে ঐ অস্ত্র গ্রহণ করাতে চরাচর বিশ্ব বিচলিত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ জগতের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সেই অনুপম মহাস্ত্র শরাসনে সংযোজিত করিয়া গাণ্ডীব আকর্ষণ করত হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন যে, যদি আমি তপোনুষ্ঠান, গুরুজনের সন্তোষ সাধন ও সুহৃদ্গণের হিত কথা শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই অরাতিঘাতন মহাস্ত্র অবিলম্বে প্রবল শত্রু সূতপুত্রের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আমারে জয়শ্রী প্রদান করুক। মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া সেই অন্তকেরও অনতিক্রমণীয়, সাক্ষাৎ আথ-

র্ব্বণ ও আঙ্গিরস কার্য্যের ন্যায় অতি ভীষণ, চন্দ্র সূর্য্যসমপ্রভ অঞ্জলিক শর সূতপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত সায়ক সেই অপরাহ্নকালে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া পুরন্দর নিক্ষিপ্ত বজ্রাস্ত্র যেমন বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদন করিয়াছিল, তদ্রূপ সূতপুত্রের মস্তক ছেদন করিল। তখন কর্ণের সেই ছিন্ন মস্তক গৃহস্থ যেমন অতিক্লেশে ধনরত্ন পরিপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাঁহার সাতিশয় সুরূপ সতত সুখোপভোগ পরিবর্দ্ধিত দেহ অতি কষ্টে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরৎকালীন নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর সূতপুত্রের ধনঞ্জয় শরনির্ভিন্ন উন্নত কলেবরও কুলিশ বিদলিত গৈরিক ধারাস্রাবী গিরিশিখরের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর সূতপুত্র সমরে নিপতিত হইলে তাঁহার দেহ হইতে একটি তেজ বিনির্গত হইয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে যোধগণ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া রহিল। ঐ সময় বাসুদেব সমবেত ধনঞ্জয় ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের নিধনে যাহারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া অতি গম্ভীর স্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমকগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সিংহনাদ, তূর্য্যধ্বনি এবং বস্ত্র ও হস্ত বিধূনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ প্রফুল্ল মনে অর্জ্জুন সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কতকগুলি বীর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক নৃত্য ও সিংহনাদ করত কহিতে লাগিলেন, আজি ভাগ্যবলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! এই রূপে সূতপুত্র শরনিকরে পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া দিবাবসান সময়ে অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্য প্রভাবে বিনষ্ট হইলেন। তাহার সমরাঙ্গনে নিপতিত ছিন্ন মস্তক যজ্ঞাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায়, অস্তগত সূর্য্যবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার শরনিকর সমাচিত শোণিত পরিপ্লুত কলেবর কিরণজাল পরিব্যাপ্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন অস্তগমনকালে স্বীয় প্রভাজাল লইয়া গমন করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শর কর্ণের প্রাণ লইয়া গমন করিল। কৌরবগণও শত্রুশরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও ভয়বিহ্বল হইয়া অর্জ্জুনের প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত ধ্বজ বারংবার নিরীক্ষণ করত দশ দিকে ধাবমান হইলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন সূতপুত্রকে নিহত করিলে মহারথ শল্য সৈন্যগণকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ ছিন্নপরিচ্ছদ রথ লইয়া ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত নিহত অবলোকন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীন ভাবে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য বীরগণ শর সমাচিত ও শোণিতলিপ্ত গাত্রে সহসা অধঃস্খলিত দিবাকরের সদৃশ সূতপুত্রকে দর্শন করিবার মানসে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময়ে স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় যোধগণ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ আহ্লাদিত, কেহ ভীত, কেহ শোকার্ত্ত ও কেহ কেহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন বর্ম্ম, আভরণ, অম্বর ও আয়ুধ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, শ্রবণ

করিয়া কৌরবগণ নির্জ্জন বনে গোযূথ যেমন বৃষভ নিহত হইলে পলায়ন করে, তদ্রূপ পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ভীষণ সিংহনাদে ও বাহ্বাস্ফোটশব্দে রোদসী পরিপূরিত করত আপনার পুত্রগণকে বিত্রাসিত করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমক ও সৃঞ্জয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ মহা আহ্লাদে শঙ্খধ্বনি ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কেশরী যেমন হস্তীকে বিনাশ করে, তদ্রূপ কর্ণকে বিনাশ করিয়া বৈরভাব ও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মদ্ররাজ একান্ত বিমোহিত চিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক বাষ্পগদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! তোমার গিরিশিখর সদৃশ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ শত্রুসৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। কর্ণার্জ্জুন সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর কখনই উপস্থিত হয় নাই। মহাবীর কর্ণ প্রথমত বাসুদেব ও অর্জ্জুন প্রভৃতি আপনার শত্রুগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব পাণ্ডবগণের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। এই নিমিত্তই তাহারা জীবিত রহিয়াছে আর আমরা বিনষ্ট হইতেছি। হে মহারাজ! কুবের, যম ও বাসবের ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন শৌর্য্যশালী বিবিধ গুণভূষিত অবধ্য ভূপালগণ তোমার কার্য্য সংসাধনে উদ্যত হইয়া পাণ্ডবগণের বাহুবলে নিহত হইয়াছেন। অতএব এ ক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা অতিশয় সুকঠিন। এ ক্ষণে আশ্বাসযুক্ত হও। সকল সময়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজের বাক্য শ্রবণে স্বীয় দুর্নীতি পর্য্যালোচনা করত বিচেতন প্রায় হইয়া দীন মনে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

চতুর্ণবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কর্ণার্জ্জুনের সেই ভীষণ সংগ্রাম দিবসে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের শরবিক্ষত সৈন্যগণ কিরূপে পলায়ন করিয়াছিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ দিন যেরূপ লোকক্ষয় হইয়াছিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাবীর কর্ণ নিপাতিত ও ধনঞ্জয় সিংহনাদে প্রবৃত্ত হইলে আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। তখন কৌরব পক্ষীয় কোন যোদ্ধাই সৈন্য সংস্থাপন ও পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ হইলেন না। শঙ্কিত, শস্ত্রবিক্ষত ও নাথ বিহীন কৌরব সেনাগণ সমুদ্রমগ্ন প্লবহীন বণিকদিগের ন্যায় কি রূপে সমরসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা অর্জ্জুনের শরজালে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষগণের ন্যায় ও ভগ্নদংষ্ট্র ভুজঙ্গমকুলের ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ যন্ত্র কবচ বিহীন, ভয়ার্দ্দিত ও বিচেতন প্রায় হইয়া পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিয়া পলায়ন করত, অর্জ্জুন ও বৃকোদর আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে, এই মনে করিয়া নিপতিত ও ম্লান হইতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারথগণ কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া পদাতিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে দশ দিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পলায়মান কুঞ্জরগণ দ্বারা রথ সমুদায়, রথ সমূহ দ্বারা অশ্বারোহিগণ ও অশ্ব সমুদায় দ্বারা পদাতি সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল।

ব্যাল তস্কর সমাকীর্ণ অরণ্যে নিঃসহায় ব্যক্তিদিগের যে রূপ অবস্থা হয়, সেই সংগ্রাম স্থলে আপনার পক্ষীয় যোধগণেরও তদ্রূপ দুরবস্থা হইল। তাহারা সূতপুত্রের নিধনে আরোহি বিহীন গজযূথের ন্যায়, ছিন্নহস্ত মনুষ্যগণের ন্যায় নিতান্ত বিপন্ন হইল এবং সমুদায় জগৎ পাণ্ডবময় অবলোকন করত মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত দেখিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সূত! তুমি সৈন্যগণ মধ্যে শনৈঃ শনৈ অশ্ব সঞ্চালন কর। আজি আমি সমরে অর্জ্জুনকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। মহাসাগর যেমন বেলা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমারে অতিক্রম করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। আজি আমি অর্জ্জুন, বাসুদেব, মহামানী বৃকোদর ও অন্যান্য শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণের ঋণ পরিশোধ করিব। হে মহারাজ! তখন কুরুরাজের সারথি তাঁহার শূর ও আর্য্য লোকের ন্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদু ভাবে তাঁহার স্বর্ণালঙ্কৃত অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন আপনার পক্ষীয় গজাশ্ব রথ বিহীন পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারাও তাঁহাদের উভয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ ভীম ও দ্রুপদনন্দনের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। তখন বৃকোদর ক্রোধান্বিত হইয়া সেই ভূতলস্থ যোধগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিবার মানসে গদা হস্তে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পদাতিগণও জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাবকে পতনোন্মুখ পতঙ্গকুলের ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ভীমসেনও সমরাঙ্গনে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করত জীবসংহর্ত্তা অন্তকের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। এই রূপে মহাবল পাণ্ডুনন্দন আপনার পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র বীর পুরুষকে বিনাশ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় কৌরব পক্ষীয় রথিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি হৃষ্ট চিত্তে দুর্য্যোধনের সৈন্য নিপীড়িত করত শকুনির প্রতি বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার অশ্বারোহীদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোক বিশ্রুত গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ মহাবীর অর্জ্জুনকে শ্বেতাশ্ব যুক্ত কৃষ্ণ সঞ্চালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমাগত হইতে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এ দিকে পুরুষপ্রধান মহারথ পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া কৌরব পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ সংগ্রামে কোবিদার নির্ম্মিত ধ্বজযুক্ত পারাবতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে সমারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব লঘুহস্ত গান্ধাররাজের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার অশ্বগণ-

কে সংহার পূর্ব্বক অন্যান্য সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদেয়গণও গান্ধাররাজের অসংখ্য সৈন্য নিপাতিত করিয়া শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই বীরগণ বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগকে পরাজিত ও পরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে পরাজিত ও সমরপরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন।

তখন পরাক্রান্ত সব্যসাচী অর্জ্জুন হতাবশিষ্ট কৌরব সৈন্যগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব বিস্ফারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় সমুদায় সংগ্রামস্থল ধূলিপটল সমাবৃত ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন কৌরব পক্ষীয় যোধগণ ও ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! এই রূপে সৈনিকগণ পলায়ন পরায়ণ হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমাগত শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পূর্ব্বে দানবরাজ বলি যেমন যুদ্ধার্থে দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সমবেত হইয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বারংবার দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বিপক্ষগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করত তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি একাকী একত্র সমবেত অসংখ্য বিপক্ষের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সৈনিকগণকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত ও সন্নিবেশিত করিবার মানসে কহিলেন, হে বীরগণ! এ ক্ষণে এমন কোন স্থানই নাই, যেখানে তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিলে পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। অতএব তোমাদের পলায়ন করা নিতান্ত নিষ্ফল। আর দেখ, পাণ্ডবদিগের সৈন্য অতিঅল্প এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; অতএব আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়া জয় লাভ করিব। হে যোধগণ! যদি তোমরা এ ক্ষণে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগমন পূর্ব্বক তোমাদিগকে নিপাতিত করিবে; অতএব তাহা না করিয়া সমরে প্রাণ ত্যাগ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী যোধগণের সংগ্রামে মৃত্যু সুখজনক। সমরে প্রাণ ত্যাগ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভূত হয় না এবং পরলোকে অনন্ত সুখ ভোগ হয়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! যখন কালান্তক কৃতান্তের নিকটে কি বীর, কি ভীরু পুরুষ, কাহারও পরিত্রাণ নাই, তখন মাদৃশ ক্ষত্রিয়ব্রতধারী কোন্ ব্যক্তি বিমূঢ় হইয়া সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইবে। তোমরা কি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া কোপাবিষ্ট বৃকোদরের বশীভূত হইতে উদ্যত হইয়াছ? পিতৃপিতামহাচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়দিগের সমর হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। হে কৌরবগণ! যুদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত স্বর্গের উত্তম পথ আর নাই। তোমরা অবিলম্বেই নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ কর। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এই রূপে সৈনিকগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা অরাতি-

শরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া নানাদিকে ধাবমান হইল।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মদ্রদেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে সৈন্যদিগকে বিনিবর্ত্তিত করিতে উদ্যত দেখিয়া ভীত ও বিমোহিত চিত্তে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! ঐ দেখ, নিহত হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে মাতঙ্গগণ একবারে শরভিন্ন কলেবর, বিহ্বল ও গতাসু হইয়া বিদীর্ণ পাষাণ, বৃক্ষ ওষধি সম্পন্ন, বজ্র বিদলিত অচলের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছে এবং উহাদিগের বর্ম্ম, চর্ম্ম, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, তোমর ও ধ্বজ সকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। কোন স্থানে সুবর্ণজাল পরিবেষ্টিত শোণিতলিপ্ত তুরঙ্গমগণ শরনির্ভিন্নদেহ, নিতান্ত নিপীড়িত ও নিপতিত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ ও অনবরত রুধির বমন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কতিপয় বীর আর্ত্ত স্বরে চীৎকার করিতেছে; কতগুলি নেত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া রহিয়াছে এবং কতকগুলি ভূতল দংশন করিতেছে। রণস্থল বিশীর্ণদন্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ হইয়া বৈতরণী নদীর ন্যায় এবং সুবর্ণজাল জড়িত যোধহীন অসংখ্য রথে সমাবৃত হইয়া জলদজাল পরিবৃত শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ সমস্ত রথের তূণীর, পতাকা, কেতু, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, যোক্ত্র, চক্র, অক্ষ, ঈষু ও যুগ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। উহাদের নীড় সমুদায় ভগ্ন ও বন্ধন সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মহাবেগগামী তুরঙ্গমগণ ঐ সকল রথ বহন করিত। কোন স্থানে স্খলিতবর্ম্ম, স্খলিতাভরণ, বস্ত্রহীন আয়ুধ বিহীন উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ও অর্জ্জুনের শরনিকরে ভিন্ন কলেবর ও বিচেতন হইয়া রহিয়াছে, বীরগণ রজনীযোগে বিমল প্রভাশালী নভোমণ্ডল পরিচ্যুত অতি প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইয়া মুহুর্মুহু উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত পাবকের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ, কর্ণ ও অর্জ্জুনের বাহুনির্ম্মুক্ত শরনিকর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ ভেদ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া উরগগণ যেমন আবাসগর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নম্র মুখে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এ ক্ষণে কর্ণ ও অর্জ্জুনের শরনিকর এবং নিহত শরসমাচিত অশ্ব, গজ ও মনুষ্য দ্বারা রণস্থল নিতান্ত দুরভিগম্য হইয়াছে। ঐ দেখ, হেমপট্টমণ্ডিত পরিঘ, পরশু, শাণিত শূল, মুষল ও মুদ্গর সকল চতুরঙ্গ বলের গতায়াতে চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বিমল কোশ নিষ্কাসিত অসি, সুবর্ণপট্ট সংযত গদা, স্বর্ণপুঙ্খ শর, হেমবিভূষিত শরাসন, নিশিত ঋষ্টি, কনকদণ্ড সমলঙ্কৃত বিকোষ প্রাস, ছত্র, চামর, ছিন্ন পুঙ্খ, বিচিত্র মাল্য, চিত্রকম্বল, পতাকা, বস্ত্র, ভূষণ, কিরীট, মুকুট, প্রবাল মুক্তা সমলঙ্কৃত হার, পীতবর্ণ কেয়ূর, সুবর্ণসূত্র সমবেত নিষ্ক, নানাবিধ রত্ন এবং নরেন্দ্রগণের সুখোপভোগ পরিবর্দ্ধিত দেহ ও ইন্দুপ্রতিম মস্তক সকল নিপতিত রহিয়াছে। ভূপতিগণ বিবিধ ভোগ, মনোজ্ঞ সুখ ও পরিচ্ছদ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোক মধ্যে যশোবিস্তার ও ধর্ম্ম লাভ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! এ ক্ষণে সৈন্যগণ স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক। তুমিও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বশিবিরে প্রবেশ কর। ঐ দেখ, ভগবান্ কমলিনী নায়ক অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন।

হে মহারাজ! শোকাকুলিতচিত্ত মদ্র দেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ প্রভৃতি নৃপতিগণ কুরুরাজকে দুঃখিত মনে অবিরল বাষ্পাকুললোচনে হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া পরিতাপ করিতে দেখিয়া তাঁহারে বারংবার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মহাবীর অর্জ্জুনের যশঃ প্রভাবে সমুজ্জ্বল অতি প্রকাণ্ড ধ্বজদণ্ড বারংবার নিরীক্ষণ করত গমন করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর কালে স্বর্গগমনে কৃতনিশ্চয় কৌরবগণ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ হইতে নিঃসৃত রুধির প্রবাহে সমাচ্ছন্ন সমরভূমিরে রক্তাম্বরধারিণী বারবিলাসিনীর ন্যায় বিবিধ মাল্য বিভূষিত, সুবর্ণালঙ্কার সম্পন্ন ও সর্ব্বলোকগম্য অবলোকন পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং কর্ণ বধে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বারংবার হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করত দিবাকরকে সন্ধ্যারাগ লোহিত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সত্বরে শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুনের শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ সম্পন্ন শরনিকরে সমাচিত মহাবীর সূতপুত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও অংশুমান মার্ত্তণ্ড মণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তানুকম্পী ভগবান ভাস্কর করজালে কর্ণের রুধিরসিক্ত দেহ স্পর্শে আরক্ত কলেবর হইয়া স্নান করিবার নিমিত্তই যেন অপর সমুদ্রে গমন করিলেন। তখন সুরর্ষিগণও স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ মহাবীর সূতপুত্র ও অর্জ্জুনের সেই ভীষণ যুদ্ধ দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করত স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ রুধিরাক্ত বস্ত্র, নিকৃত্ত কবচ ও গতাসু হইয়াও কিছুমাত্র শোভাবিহীন হন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত সূর্য্য সমপ্রভ ও তপ্তকাঞ্চনাভ মূর্ত্তি দর্শনে সকলেরই বোধ হইল যেন তিনি জীবিত রহিয়াছেন। সিংহ নিহত হইলেও যেমন অন্যান্য মৃগগণ তাহার দর্শনে শঙ্কিত হয়, তদ্রূপ সূতপুত্র নিহত হইলেও যোধগণ তাঁহারে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। তাঁহার মনোহর গ্রীবা সম্পন্ন সুন্দর মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই বিবিধ ভূষণ বিভূষিত কনককেয়ূরধারী মহাবীর রণশয্যায় শয়ন করাতে বোধ হইল যেন শাখা প্রশাখা পরিশোভিত বনস্পতি বিপাটিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর সূতপুত্র সুযুদ্ধে স্বীয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করত দিবাকর যেমন স্বীয় কিরণজালে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করেন, তদ্রূপ শরজালে দশ দিক্, সমুদায় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন যেরূপ সলিলস্পর্শে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ পুত্র ও বাহনগণের সহিত অর্জ্জুন শরে নিহত হইলেন। তিনি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ছিলেন। তিনি যাচকদিগকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সাধু ব্যক্তিরা যাঁহারে সর্ব্বদা সৎপুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন; যাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ হইয়াছিল; যিনি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত জীবনদানেও উদ্যত হইতেন, যিনি কামিনীগণের সতত প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং আপনার পুত্রগণ যাঁহারে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এ ক্ষণে কৌরবকুলের বর্ম্ম স্বরূপ সেই মহারথ কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের জয়াশা ও মঙ্গলের সহিত নিহত ও পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ এই রূপে নিহত হইলে নদী সমুদায়ের বেগ রুদ্ধ হইল; দিবাকর অস্তগমন করিলেন; দিগ্বিদিক্ সকল ধূমাকীর্ণ ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড সদৃশ বুধগ্রহ তির্য্যগ্ভাবে অভ্যুদিত হইলেন; নভোমণ্ডল যেন ভূতলে নিপতিত হইল; বসুন্ধরা গভীর ধ্বনি করত কম্পিত হইয়া উঠিল; বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহার্ণব সকল সংক্ষুব্ধ ও শব্দায়মান হইল; কাননের সহিত ভূধর সকল কম্পিত হইতে লাগিল; জীব সকল নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। বৃহস্পতি রোহিণীরে নিপীড়িত করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্য সদৃশ শোভা ধারণ করিলেন; নভোমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; অনল সদৃশ উল্কা সকল নিপতিত হইতে লাগিল এবং নিশাচরগণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

হে মহারাজ! যৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুর দ্বারা আধিরথির মস্তক ছেদন করেন, ঐ সময় সহসা অন্তরীক্ষে সুরগণ হাহাকার শব্দ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে পুরন্দর বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া যেমন প্রভাবশালী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এ ক্ষণে মহাত্মা অর্জ্জুনও মনুষ্য, দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সম্মানিত সূতপুত্রকে নিপাতিত করিয়া মহাপ্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পুরন্দরপরাক্রম, অগ্নি ও দিবাকরের সদৃশ তেজস্বী, সুবর্ণ হীরক মণি মুক্তা ও প্রবালে বিভূষিত পুরুষোত্তম কেশব ও অর্জ্জুন মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ, তুষার চন্দ্র শঙ্খ ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, ঐরাবত সদৃশ, পতাকা পরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় নির্ভয়ে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হুঙ্কারশিষ্ট কৌরবকাল মহাবীর ধনঞ্জয়ের জ্যানিস্বন ও তলশব্দে হতপ্রভ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন।

তখন মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন আরাতিগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করত মহা আহ্লাদে সুবর্ণজালজড়িত তুষারসবর্ণ মহাস্বন শঙ্খ গ্রহণ পূর্ব্বক এককালে প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের ভীষণ শব্দে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত এবং নদী, ভূধর ও বন সমুদায় পরিপূরিত হইল। সেই গভীর নির্ঘোষ শ্রবণে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ বিত্রাসিত ও যুধিষ্ঠির যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কৌরবগণ সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি শ্রবণে মদ্ররাজ শল্য ও দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুত বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় জীবগণ সমবেত হইয়া সমরশোভী ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দনের অভিনন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ কর্ণশরসমাচিত বীরদ্বয়কে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন চন্দ্র ও সূর্য্য গাঢ়ান্ধকার নাশ করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় সুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা, মহর্ষি, চারণ ও মহোরগগণ তাঁহাদিগকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা যথানিয়মে পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া বলির নিধনানন্তর বিষ্ণু ও বাসব যেরূপ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সবান্ধবে যাহার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহারথ সূতপুত্র নিহত হইলে কৌরবগণ বিপক্ষগণের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত ভীত হইয়া দশ দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় যোধগণ দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন মনে

অবহার করিতে বাসনা করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শল্যের অনুমত্যনুসারে সেনাগণের অবহারে আদেশ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা কৌরব পক্ষীয় রথিগণ ও অবশিষ্ট নারায়ণী সেনার সহিত, শকুনি অসংখ্য গান্ধার সৈন্যগণের সহিত, কৃপাচার্য্য মহামেঘ সন্নিভ মাতঙ্গ বলের সহিত ও মহাবীর সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট সংসপ্তকগণের সহিত দ্রুত বেগে শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের জয় লাভ দর্শনে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন হতসর্ব্বস্ব ও হতবান্ধব হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ শল্য কর্ণের সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দশ দিক অবলোকন করত শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণ কম্পিত কলেবরে ভীত ও উদ্বিগ্ন মনে অনবরত রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক দশ দিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্জ্জুনের ও কেহ কেহ বা কর্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অসংখ্য যোধগণ মধ্যে কাহারই আর যুদ্ধ করিবার বাসনা রহিল না। কর্ণ নিহত হওয়াতে কৌরবগণ, আপনাদের জীবন, রাজ্য, ধন ও কলত্রের আশা এককালে পরিত্যাগ করিলেন।

তখন রাজা দুর্য্যোধন শোক দুঃখে একান্ত সমাকুল হইয়া যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করত শিবিরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহারাও কুরুরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া স্নান বদনে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমি শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিলে। অতঃপর মানবগণ কর্ণ ও বৃত্রাসুর এই উভয়েরই বধোপাখ্যান কীর্ত্তন করিবে। এ ক্ষণে যশস্কর কর্ণবধ বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি বহু দিবসাবধি কর্ণবধে সচেষ্ট ছিলে, এ ক্ষণে এই ব্যাপার ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর। পূর্ব্বে পুরুষপ্রধান যুধিষ্ঠির তোমাদিগের যুদ্ধ দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত শর বিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সমরাঙ্গন হইতে স্বশিবিরে প্রস্থান করিয়াছেন।

হে মহারাজ! যদুপুঙ্গব বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির সমীপে গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন দেবকীতনয় অর্জ্জুনের রথ পরিবর্ত্তিত করত সৈনিকদিগকে কহিলেন, হে যোধগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা সজ্জীভূত হইয়া শত্রুগণের অভিমুখে অবস্থান কর। মহামতি বাসুদেব সৈন্যগণকে এই রূপ আদেশ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, বৃকোদর, সাত্যকি ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে কহিলেন, হে বীরগণ! আমরা এ ক্ষণে ধর্ম্মরাজের নিকট অর্জ্জুন হস্তে কর্ণের নিধনবার্ত্তা প্রদান করিতে চলিলাম; যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগত না হই, তাবৎকাল তোমরা সকলে সুরক্ষিত হইয়া যত্ন সহকারে এই স্থানে অবস্থান কর। হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ এই কথা কহিলে শূরগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে গমনে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন তিনি পার্থ সমভিব্যাহারে শিবিরে গমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সুবর্ণময় উত্তম শয্যায় শয়ান সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। মহারাজ অজাতশত্রু মহাবাহু

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হর্ষচিহ্ন দর্শনে কর্ণকে নিহত বোধ করিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ ও গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করত কর্ণের নিধন-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ও অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের সমীপে কর্ণের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন ঈষৎ হাস্য করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আজি সৌভাগ্য বশত মহাবীর অর্জ্জুন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব ও আপনি আপনারা সকলে এই লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কুশলী হইয়াছেন। অতঃপর সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আজি ভাগ্যক্রমে মহারথ কর্ণ নিপাতিত, আপনি বিজয় প্রাপ্ত ও আপনার সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যে নরাধম দ্রৌপদীরে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজি পৃথিবী সেই সূতপুত্রের শোণিত পান করিতেছে। আপনার সেই শত্রু শরজালে নির্ভিন্ন কলেবর হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আপনি সমরাঙ্গনে গমন পূর্ব্বক তাঁহার দুর্দ্দশা সন্দর্শন করুন। আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে আপনি আমাদিগের সহিত যত্ন সহকারে এই অরাতিশূন্য পৃথিবী শাসন ও বিপুল সুখ ভোগ করুন।”

হে মহারাজ! তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির হৃষীকেশের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, হে দেবকী-নন্দন! আজি আমার পরম সৌভাগ্য! তুমি সারথি হওয়াতেই ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে। তোমার বুদ্ধি কৌশলেই সূতপুত্র নিহত হইয়াছে। অতএব উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কেশবকে এই কথা বলিয়া তাঁহার অঙ্গদ-যুক্ত দক্ষিণ বাহু ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহারে ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি নারদের নিকট শুনিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বারংবার বলিয়াছেন যে, তোমরা পুরাতন ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ। হে কৃষ্ণ! কেবল তোমার অনুগ্রহেই ধনঞ্জয় শত্রুগণের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে; কখনই সমরে বিমুখ হয় নাই। যখন তুমি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগের জয় লাভ হইবে, কখনই পরাজয় হইবে না। হে গোবিন্দ! তোমার বুদ্ধি কৌশলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়াতে মহাবীর কৃপ ও কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও নিহত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া কৃষ্ণপুচ্ছ মনোবেগগামী শ্বেতাশ্ব সমুদায়ে সংযোজিত কনকমণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রিয় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত সমরভূমি সন্দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পরে অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরে সমাচিত হইয়া কেশর পরিবৃত কদম্ব কুসুমের ন্যায় রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সুগন্ধ তৈলযুক্ত সহস্র সহস্র কাঞ্চনময় দীপ তাঁহাকে উদ্ভাসিত করিতেছে। অর্জ্জুনের শরপাতে তাঁহার কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পুত্রগণও সংগ্রামস্থলে নিহত ও নিপতিত রহিয়াছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বারংবার কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বারংবার প্রশংসা করত বাসুদেবকে কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি সহায় ও রক্ষক হওয়াতেই আজি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রের নিধন নিবন্ধন রাজ্য ও জীবিতে

নিরাশ হইবে। আজি কেবল তোমার অনুগ্রহেই আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। আজি ভাগ্যক্রমে শত্রু নিপাতিত হইল এবং ধনঞ্জয় ও তুমি তোমরা উভয়ে বিজয়ী হইলে। আমাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছে; এক দিনও নিদ্রা হয় নাই। আজি তোমার অনুগ্রহে নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপে জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনকে ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুন শরে সূতপুত্রকে পুত্রগণের সহিত নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আপনারে পুনর্জাত বলিয়া বোধ করিলেন। অনন্তর মহারথ নকুল, সহদেব, বৃকোদর, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ স্তবার্হ বাক্যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রশংসা ও ধর্ম্মরাজের সম্বর্দ্ধনা করিয়া মহা আহ্লাদে স্ব স্ব শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা বশতই এরূপ লোমহর্ষকর মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর কেন বৃথা অনুতাপ করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এই রূপ অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করিবা মাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। দূরদর্শিনী গান্ধারীও ভূতলে নিপতিত হইয়া কর্ণের উদ্দেশে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় উভয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ধারণ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরব-পত্নীগণও গান্ধারীরে উত্থাপিত করিলেন। চিন্তাকুলচিত্ত শোকসন্তপ্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও সঞ্জয় কর্ত্তৃক সমাশ্বাসিত হইয়া দৈব ও ভবিতব্য সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বিবেচনা করিয়া বিচেতনের ন্যায় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

হে ভূপাল! যে ব্যক্তি মহাত্মা ধনঞ্জয় ও সূতপুত্রের সমরযজ্ঞের বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার বিধিবিহিত যজ্ঞের অখণ্ড ফল লাভ হয়। পণ্ডিতগণ অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, দিবাকর ও ভগবান্ বিষ্ণুরে যজ্ঞ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া এই সমরযজ্ঞ বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সুখী ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। মানবগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর এই পবিত্র উৎকৃষ্ট সংহিতা পাঠ করিলে ধন ধান্য সম্পন্ন, যশস্বী ও সমস্ত সুখ লাভে অধিকারী হয় এবং ভগবান্ স্বয়ম্ভু, শম্ভু ও বিষ্ণু সতত তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদ লাভ, ক্ষত্রিয়ের বল ও যুদ্ধে জয় লাভ হইয়া থাকে। বৈশ্যের প্রভূত ধন লাভ এবং শূদ্রের আরোগ্য লাভ হয়। এই পর্ব্বে সনাতন ভগবান নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবের এই কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, এই কর্ণ পর্ব্ব শ্রবণেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

কর্ণ পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক সোসাইটি তথা শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্ত লিখিত মূল পুস্তক দৃষ্টে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল।

পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত।

শল্য পর্ব্ব।

একাদশ খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

"যেখানে কৃষ্ণ, সেই খানেই ধর্ম্ম; যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়।" মহাভারত।

সারস্বতাশ্রম।

পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮৫।

ভূমিকা।

পুরাণ সংগ্রহের একাদশ খণ্ডে বীররসসার শল্য পর্ব্বের অবিকল অনুবাদ প্রচারিত হইল। অঙ্গরাজ কর্ণ সমরশায়ী হইলে কুরুপতি, মদ্রক দেশের অধিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজ শল্য পাণ্ডবগণের মাতুল, কিন্তু কুরুক্ষেত্র সমর সঙ্ঘটনের পূর্ব্বে তিনি দুর্য্যোধনকে সাহায্য দানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; সুতরাং ভাগিনেয়দিগের স্নেহ ও আত্মীয়তায় উপেক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ কৌরব পক্ষই অবলম্বন করেন। মদ্ররাজ কৌরবদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নৈসর্গিক স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি পক্ষপাতে পরাঙ্মুখ হইতে পারেন নাই। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি কর্ণের তেজোহ্রাস করিব বলিয়া ধর্ম্মরাজের সমক্ষে অঙ্গীকার করেন। মহারাজ শল্য মদ্ররাজ্যের রাজা ছিলেন। অদ্যাপিও ঐ দেশ ঐ নামে প্রখ্যাত আছে। *

মহর্ষি বেদব্যাস এই শল্য পর্ব্বে শল্যবধ, দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ, বলদেবের তীর্থযাত্রা বৃত্তান্ত, ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ এবং দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যে ক্ষত্রিয়ান্তক মহাসমর ভারতভূমিরে উচ্ছিন্ন প্রায় করে, যাহাতেই হিন্দুকুলের প্রতাপসূর্য্য অস্ত গমনোন্মুখ হয় এবং যাহা হইতেই ধরিত্রী বীর শূন্য হইয়া যায়, এই শল্য পর্ব্বেই সেই অষ্টাদশ দিবসব্যাপী সমরের উপসংহার হইয়াছে। সেই ঘোরতর সমরানল অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভস্মীভূত করিয়া নির্ব্বাপিত হইলে বসুন্ধরা নরশোণিতলোলুপ নিশাচরীর উগ্র বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

মহাভারতের ভূতপূর্ব্ব পদ্যানুবাদক মৃত কাশীরাম দাস গদাপর্ব্ব নামে স্বতন্ত্র একটি পর্ব্ব কল্পনা করিয়াছেন। ঐ পর্ব্বে তিনি দুর্য্যোধনের ঊরু ভঙ্গ ও বলদেবের তীর্থযাত্রা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বস্তুত উহা তাঁহার ভ্রম মাত্র। গদাপর্ব্ব নামে স্বতন্ত্র একটি পর্ব্ব মূল মহাভারতে দৃষ্ট হয় না। শল্য পর্ব্বের শেষে গদাযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়েই গদাযুদ্ধ, কুরুপতির ঊরু ভঙ্গ ও বলদেবের তীর্থ যাত্রা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধির সহিত উহার বিশৃঙ্খলতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তাঁহারে বঙ্গদেশের হিতচিকীর্ষু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দুরন্ত যবন রাজাদিগের অধিকার সময়ে হিন্দুশাস্ত্রানুশীলন উচ্ছিন্ন প্রায় হইলে তিনি ছন্দোবন্ধে মহাভারতের মর্ম্মার্থ প্রচার করিয়া হিন্দুসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে সহস্র সহস্র অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কথঞ্চিৎ ভারতের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন; এমন কি, কাশিদাসের অনুবাদ না থাকিলে এত দিনে মহাভারতও অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণের ন্যায় হিন্দুসমাজে একান্ত বিরল প্রচার হইত।

সারস্বতাশ্রম,
১৭৮৫ শক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

---

* মাদরাস্ Madras.

মহাভারতীয় শল্য পর্ব্বের সূচিপত্র।

শল্য পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

শল্য পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! এই রূপে মহাবীর সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হইলে অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরবগণ কি করিলেন? আর মহারাজ দুর্য্যোধনই বা পাণ্ডবগণের প্রভাবে আপনার প্রভূত সৈন্য বিনষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন? হে ব্রহ্মন্! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি ইহা কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্ব পুরুষগণের বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তি লাভ হইতেছে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মহারথ সূতপুত্রের নিধন দর্শনে শোকসাগরে একান্ত নিমগ্ন ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করত হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অতি কষ্টে স্বশিবিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় ভূমিপতিগণ শাস্ত্রবিহিত..যুক্তি অনুসারে কুরুরাজকে নিরন্তর আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি কর্ণের নিধন চিন্তা করিয়া কিছুতেই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি দৈব ও ভবিতব্যকেই বলবান্ বিবেচনা করত সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবীর শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করত হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অবিলম্বে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তখন কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণের সুরাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে মহাবীর শল্য ভয়ঙ্কর সমরকার্য্য সমাধান ও অসংখ্য শত্রুসৈন্য ক্ষয় করত পরিশেষে হতসৈন্য হইয়া মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্মরাজের হস্তে নিহত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন বন্ধুবান্ধবের নিধন দর্শনে শত্রুভয়ে নিতান্ত ভীত ও সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইয়া এক ভয়ঙ্কর হ্রদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ঐ দিন অপরাহ্ন সময়ে মহারথগণের সহিত সমবেত হইয়া দুর্য্যোধনকে আহ্বান পূর্ব্বক হ্রদ হইতে উত্থাপিত ও বল প্রকাশ পূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট কৌরব পক্ষীয় তিন জন মহারথ ঐ দিন রজনীযোগে রোষভরে পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপাতিত করিলেন। পর দিন পূর্ব্বাহ্নে

মহামতি সঞ্জয় শিবির হইতে আগমন করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে দুঃখিত মনে পুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি পুর-প্রবেশ পূর্ব্বক বাহুযুগল উদ্যত করিয়া দীন ভাবে কম্পিত কলেবরে ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশ করত হা মহারাজ! হা মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধনের নিধনে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম, বলবান্ কালের কি বিষম গতি! হায়! আমাদের পক্ষ বীরগণ দেবরাজ তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন, এই বলিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই পুর মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকল লোকই সঞ্জয়কে ক্লেশে নিতান্ত অভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া উদ্বিগ্ন মনে হা মহারাজ! হা মহারাজ! বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহারাজ দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তত্রত্য যাবতীয় স্ত্রী পুরুষ শোকে একান্ত নিপীড়িত ও নষ্টচিত্ত হইয়া উন্মত্তপ্রায় ধাবমান হইতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর সঞ্জয় শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহারে গান্ধারী, বিদুর এবং অন্যান্য সুহৃদ্বর্গ, হিতানুষ্ঠান নিরত জ্ঞাতি সমুদায় ও পুত্রবধূগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত এবং কর্ণের বধানুধ্যানে নিতান্ত বিষণ্ণ নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি বাষ্পাকুল লোচনে অনতি হৃষ্ট মনে গদ্গদ বচনে বৃদ্ধ ভূপতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনারে নমস্কার করিতেছি। মদ্ররাজ শল্য, সুবলনন্দন শকুনি, উলূক ও কৈতব্য, ইহাঁরা সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছেন। সংশপ্তক, শক, কাম্বোজ, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় যবন, প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য, উদীচ্য ও প্রতীচ্যগণ নিহত হইয়াছে। সমুদায় রাজা ও রাজপুত্রগণ শমনসদনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে রাজা দুর্য্যোধনের বধ সাধন করিয়াছেন। কুরুরাজ এ ক্ষণে ভগ্নোরু ও শোণিতরাগরঞ্জিত হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও নিতান্ত দুর্জ্জয় শিখণ্ডী, উত্তমৌজা ও যুধামন্যু এবং প্রভদ্রক, পাঞ্চাল ও চেদিগণ নিহত হইয়াছেন। আপনার পুত্রেরা, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও কর্ণাত্মজ বৃষসেন শমনসদনে গমন করিয়াছেন। উভয় পক্ষীয় প্রায় সমুদায় বীর এবং যাবতীয় হস্তী, রথী ও অশ্ব সকল সমরে নিহত ও নিপতিত হইয়াছে। এ ক্ষণে আপনাদিগের শিবির মধ্যে অতি অল্পমাত্র বীর অবশিষ্ট আছে। হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমস্ত জগৎ কালবশে বিমোহিত হইয়া প্রায় স্ত্রীলোক মাত্রাবশিষ্ট হইল। এ ক্ষণে আপনাদের উভয় পক্ষীয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাত জন এবং কৌরবপক্ষে কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন। অন্যান্য সকলেই কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কাল দুর্য্যোধনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত করত এই সমুদায় জগৎ বিনষ্ট করিলেন।

হে মহারাজ জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র বিচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। যশস্বী বিদুর এবং রাজমহিষী গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরব মহিলাগণ সেই কঠোর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সমগ্র রাজমণ্ডল

চিত্রার্পিতের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন এবং সকলেই হা হতোস্মি! বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রবিনাশ দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতি কষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দীন মনে কম্পিত কলেবরে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক বিদুরকে কহিলেন, হে বিদুর! আমি পুত্রহীন ও অনাথ; এ ক্ষণে তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহারে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া সুশীতল সলিল সেচন ও তালবৃন্ত সঞ্চালন দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র বহু বিলম্বে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কুম্ভ মধ্যে নিক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় এবং যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য নারীগণ মহীপালকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর নিরীক্ষণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র মুহু র্মুহু মোহে অভিভূত হইয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিদুর! আমার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অতএব এ ক্ষণে গান্ধারী ও অন্যান্য রমণী এবং বন্ধুবান্ধবগণ এস্থান হইতে প্রস্থান করুন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর রাজার আদেশানুসারে সেই সকল মহিলাদিগকে গমনে আদেশ করিলেন। কামিনীগণ এবং বন্ধুবান্ধব সমুদায় মহীপালকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিত কলেবরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর সঞ্জয় দীন নয়নে লব্ধসংজ্ঞ নৃপতিকে শোকাবেগে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন ও ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কামিনীগণ প্রস্থান করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও বারংবার বাহুযুগল বিধূনন করত ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে সূত! তোমার নিকট পাণ্ডবগণকে সমরাঙ্গনে নিরাপদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, আমার হৃদয় বজ্র নির্ম্মিত; নতুবা পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইত। হে সঞ্জয়! আজি পুত্রগণের বয়ঃক্রম ও বাল্যক্রীড়া স্মরণ হওয়াতে আমার চিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে। যদিও আমি জন্মান্ধ প্রযুক্ত তাহাদের রূপ সন্দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম, তথাপি তাহাদিগের প্রতি আমার অপত্য স্নেহ নিতান্ত বলবান্ ছিল। তাহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থা ও যৌবনানন্তর প্রৌঢ়াবস্থায় অধিরূঢ় হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আজি তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্য বিহীন ও নিহত শ্রবণ করিয়া শোকে নিতান্ত অধীর হইতেছি, কিছুতেই শান্তি লাভ হইতেছে না। হা পুত্র দুর্য্যোধন! এ ক্ষণে আমি অনাথ হইয়াছি, এক বার আমারে দর্শন প্রদান কর। তোমার অভাবে আমার কি দশা ঘটিবে। হে বৎস! তুমি সমাগত নরপালগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত প্রাকৃত ভূপতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছ! তুমি জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের অনন্য অবলম্বন ছিলে, এ ক্ষণে এই বৃদ্ধ অন্ধ পিতারে পরিত্যাগ

করিয়া কোথায় গমন করিলে! হে রাজেন্দ্র! তোমার সে ভক্তি,সে স্নেহ ও সম্মান কোথায় গেল! তুমি ত সমরে অপরাজিত ছিলে, তবে পাণ্ডবগণ কিরূপে তোমারে নিহত করিল! হে বৎস! আমি যথা সময়ে গাত্রোত্থান করিলে কে আর হে তাত! হে মহারাজ! হে লোকনাথ! বলিয়া বারংবার সম্বোধন পূর্ব্বক স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে। হে বৎস! এ ক্ষণে এক বার সেই মধুর বাক্য প্রয়োগ কর। আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি যে, এই সমুদায় পৃথিবীতে পাণ্ডুতনয়ের ন্যায় আমারও অধিকার আছে। তুমি বলিয়াছিলে, ভগদত্ত, কৃপাচার্য্য, অবন্তীনাথ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, সোমদত্ত, বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, ভোজ, মাগধ, বৃহদ্বল, কাশীশ্বর, শকুনি, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, শতায়ু, জলসন্ধ, সুবাহু, ঋষ্যশৃঙ্গ তনয়, রাক্ষস অলায়ুধ ও অলম্বুষ, অন্যান্য নরপালগণ এবং শক, যবন ও মেচ্ছগণ সকলেই আমার নিমিত্ত প্রাণপণে সমরে সমুদ্যত হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত বীরগণ মধ্যে ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকি, ভোজ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব। তুমি বলিয়াছিলে, আমি ক্রুদ্ধ হইলে একাকীই পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত বীরগণকে নিবারণ করিতে পারি, তাহাতে আবার অন্যান্য অসংখ্য বীর একত্র সমবেত ও পাণ্ডবদিগের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণের প্রধান অবলম্বন বাসুদেব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না। অতএব নিশ্চয়ই অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন; আর মহাবীর কর্ণ একাকীই আমার সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিবে। তাহা হইলে সমস্ত নরপালগণই আমার বশবর্ত্তী হইবেন।

হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন বারংবার আমার নিকট এই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করাতে আমি বোধ করিয়াছিলাম, পাণ্ডবগণ আমাদিগের বলপ্রভাবে সমরে নিহত হইবে। এ ক্ষণে যখন আমার পুত্রগণ সেই সমস্ত বীরমণ্ডলে অবস্থিত হইয়াও বিনষ্ট হইল, তখন আমার দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি হইতে পারে। শৃগাল হস্তে সিংহ যেমন নিহত হয়, তদ্রূপ প্রবলপরাক্রম ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বাহ্লীক, গজযুদ্ধবিশারদ ভগদত্ত, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ, জলসন্ধ, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, মহাবলপরাক্রম পাণ্ড্য, বৃহদ্বল, মগধরাজ, উগ্রায়ুধ, বিন্দ, অনুবিন্দ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, অসংখ্য সংশপ্তক, রাক্ষসরাজ অলম্বুষ ও অলায়ুধ, ঋষ্যশৃঙ্গতনয়, নারায়ণী সেনাগণ, যুদ্ধদুর্ম্মদ গোপালগণ, অসংখ্য ম্লেচ্ছ, সসৈন্য সুবলনন্দন শকুনি, মহাবল কৈতব্য, সর্ব্ব অস্ত্রবিশারদ নানাদেশ সমাগত মহেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়গণ এবং আমার পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও বয়স্যগণ, ইঁহারা সকলেই কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন! অতএব এ বিষয়ে দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি সম্ভব হইতে পারে। মানবগণ নিশ্চয়ই ভাগ্য সহযোগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে; যাহার সৌভাগ্য থাকে, সে শুভফল প্রাপ্ত হয়। আমি নিতান্ত হতভাগ্য বলিয়াই পুত্র বিহীন হইলাম। হায়! আমি কিরূপে অরাতির বশবর্ত্তী হইয়া কাল যাপন করিব! এ ক্ষণে বনবাস ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। এরূপ সহায়হীন ও বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া লোকালয়ে অবস্থান করা

কদাপি কর্ত্তব্য নহে ; বনগমনই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। হায়! দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শল্য ও বিকর্ণ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ নিহত হইল! ভীমসেন একাকীই আমার একশত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। সে দুর্য্যোধনের বিনাশ জন্য বারংবার আত্মশ্লাঘা করিলে আমি কিরূপে তাহার সেই কঠোর শব্দ শ্রবণ করিব। আমি দুঃখ শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আর বৃকোদরের পরুষ বাক্য শ্রবণে সমর্থ হইব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এই রূপে পুত্রশোকাভিভূত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বহু ক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া শত্রুকৃত পরাভব স্মরণে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পক্ষীয় বীরগণ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে নিহত শ্রবণ করিয়া কাহারে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহারা যাহারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করে, সেই বীরই অচিরকাল মধ্যে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হয়। দেখ, তোমাদের এবং অন্যান্য ভূপালগণের সমক্ষে মহাবীর ধনঞ্জয় ভীষ্ম ও সূতপুত্রকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে সমরে নিপাতিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সর্ব্ব ধর্ম্মবেত্তা বিদুর আমারে কহিয়াছিল যে, দুর্য্যোধনের অপরাধেই সমস্ত প্রজা ক্ষয় হইবে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই মোহাবেশ প্রভাবে উঁহার সেই বাক্য পর্য্যালোচনা করে নাই ; কিন্তু ঐ মহাত্মা যাহা কহিয়াছিল, এ ক্ষণে তাহা সত্যই হইল। যাহা হউক, এ ক্ষণে আমার দুর্দ্দৈব নিবন্ধন যে দুর্নীতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফল পুনরায় কীর্ত্তন কর। মহাবীর কর্ণ নিপাতিত হইলে কোন্ বীর সেনাপতি হইয়াছিল? কোন্ রথী অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইল? মহাবীর মদ্ররাজ সমরোদ্যত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার দক্ষিণ চক্র, বাম চক্র ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল? মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ ও আমার আত্মজ দুর্য্যোধন তোমাদের সমক্ষে কিরূপে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন? অনুচরবর্গ সমবেত পাঞ্চালগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ইহারাই বা কিরূপে সমরশয্যায় শয়ন করিল? আর পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এবং কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা, ইহাঁরাই বা কিপ্রকারে মৃত্যুমুখ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন? হে সঞ্জয়! তুমি সমরবৃত্তান্ত বর্ণনে সুনিপুণ, এ ক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের যে রূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর মিলিত হইলে যে রূপে জনক্ষয় হইয়াছিল, আপনি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর সূতপুত্র নিহত, হস্তী ও মনুষ্য সমুদায় বিনষ্ট এবং সৈন্যগণ বারংবার পলায়িত ও পুনঃপুন সমানীত হইলে মহাত্মা ধনঞ্জয় সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ফলত কর্ণের নিধনানন্তর কৌরব পক্ষীয় কোন বীরই সৈন্য সন্ধান বা বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। আপনার আত্মজগণ নিতান্ত ভীত ও শস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়া অগাধ সমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন ভেলা লাভের অভিলাষ করে, তদ্রূপ সেই অপার বিপদ সাগরে আশ্রয়লাভ প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনের ভুজবলে পরাজিত হইয়া সায়াহ্নকালে ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদংষ্ট্র উরগের ন্যায়, সিংহার্দ্দিত

মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন ও শস্ত্র সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তৎকালে তাঁহারা মোহে এমনই অভিভূত হইলেন যে, কোন দিকে গমন করিবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অন্যান্য বীরগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ অর্জ্জুন আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে এবং কেহ কেহ বা বৃকোদর আমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, এই রূপ বোধ করিয়া ম্লান মুখে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কোন মহারথ অশ্বে, কেহ কেহ মাতঙ্গে এবং কোন কোন বীর রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীত মনে পদাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কুঞ্জর দ্বারা রথ ভগ্ন, রথ দ্বারা সাদী নিহত ও অশ্ব সমূহ দ্বারা পদাতিগণ সাতিশয় সমাহত হইল। এই রূপে তৎকালে আপনার পক্ষীয় বীরগণ ব্যালতস্কর সমাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে সার্থহীন বণিকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কতগুলি নাগ আরোহিবিহীন ও কতগুলি ছিন্নশুণ্ড হইয়া ভীত চিত্তে চতুর্দ্দিক্ অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সৈন্যগণকে ভীমভয়ে ভীত ও পলায়ন পরায়ণ অবলোকন করিয়া স্বীয় সারথিরে কহিলেন, হে সূত! আমি ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎভাগে অবস্থান করিতেছি। সাগর যেমন তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ অর্জ্জুন আমারে কদাচ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন কর। আজি আমি অর্জ্জুন, বাসুদেব, অভিমানী বৃকোদর এবং অবশিষ্ট শত্রুদিগকে নিহত করিয়া সূতপুত্রের ঋণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইব। সারথি রাজা দুর্য্যোধনের সেই শূর জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুবর্ণজালজড়িত অশ্বগণকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথহীন বীর এবং পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি মৃদু ভাবে ধাবমান হইল। মহাবীর ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গ বল সাহায্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া শরনিকরে আহত করিতে লাগিলেন। তাহারাও ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং বারংবার তাঁহাদিগের নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গদা হস্তে সত্বরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তিনি অধর্ম্মভয়ে রথস্থ হইয়া সেই ভূমিস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। তিনি স্বীয় ভুজবল অবলম্বন করিয়া যমদণ্ড সদৃশ সুবর্ণমণ্ডিত বিপুল গদা দ্বারা কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন পদাতিগণ হতবান্ধব হইয়া বহ্নিমুখে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় প্রাণপণে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল এবং ভূত সমুদায় যেমন কৃতান্তকে নিরীক্ষণ করিয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ভীমের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল। এই রূপে মহাবীর বৃকোদর কখন খড়্গ কখন বা গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করত দুর্য্যোধনের সেই পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

মহাবলপরাক্রম ধনঞ্জয় রথিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি শকুনির নিধন

বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া নিশিত শরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলে তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় বীরগণ কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনকে ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসন ধারণ পূর্ব্বক রথসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন রথাশ্বশূন্য শরনিকর নিবারিত পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইল। পাঞ্চাল বংশীয় মহারথগণ তদ্দর্শনে ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। অরাতিনিপাতন, মহাযশস্বী ও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ হয়সংযোজিত রথারোহণে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিলে কৌরব পক্ষীয় বীরগণ তাঁহারে অবলোকন করিয়া ভয়ে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সাত্যকি সমভিব্যাহারে লঘুহস্ত গান্ধাররাজ শকুনির অনুসরণ ক্রমে অচিরাৎ আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সেনা বিনাশ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া বৃষগণ যেমন বৃষকে পরাজয় করিয়া তাহার অনুগমন করে, তদ্রূপ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় অবশিষ্ট সৈন্যগণকে রণস্থলে অবস্থিত অবলোকন করিয়া রোষভরে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রজোরাশি উত্থিত হওয়াতে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় ও ধরাতল শরসমাচ্ছন্ন হইলে কৌরব সৈন্যগণ ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইলে রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে ধাবমান হইয়া দানবরাজ বলি যেমন দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণও সমবেত হইয়া ক্রোধভরে নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগ ও বারংবার দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সত্বরে সেই শত্রুগণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আমরা আপনার পুত্রের অতি আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়াও তাঁহারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অনতিদূরস্থিত স্বীয় সৈন্যগণকে ক্ষত বিক্ষত ও পলায়নে কৃতনিশ্চয় অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রণস্থলে অবস্থাপন ও তাহাদিগের হর্ষোৎপাদন করত কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা লোকালয় বা পর্ব্বত মধ্যে যে কোন প্রদেশে পলায়ন করিবে, পাণ্ডবগণ সেই স্থানে গিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে। তবে তোমাদিগের পলায়নের প্রয়োজন কি? দেখ, এ ক্ষণে উহাদিগের বল অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। অতএব এ ক্ষণে যদি আমরা একত্র হইয়া এই সমরাঙ্গনে অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয় লাভ হইবে। তোমরা সমর পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিলে পাপাত্মা পাণ্ডবগণ অবশ্যই তোমাদের অনুগমন করিয়া তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। অতএব সেরূপে প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা সমরস্থলে বিনষ্ট হওয়াই তোমা-

দের শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সাংগ্রামিক মৃত্যুই অতীব সুখকর। সংগ্রামে মৃত্যু হইলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, পরলোকেও অনন্ত সুখ সম্ভোগের অধিকারী হওয়া যায়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট দুরাত্মা ভীমসেনের বশবর্ত্তী হওয়াও তোমাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু কুলাচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয়ের রণস্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা পাপ কর্ম্ম আর কিছুই নাই এবং যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গ গমনেরও অন্য সদুপায় নাই। অন্যান্য লোকে বহু দিনে যে সমুদায় দুর্লভ লোক লাভ করে, যোধগণ অনায়াসে অতি অল্প ক্ষণে তৎসমুদায় লাভ করিতে পারে।

হে মহারাজ! মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার প্রশংসা করিয়া শত্রুকৃত পরাজয় দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বিক্রম প্রকাশে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের প্রতি পুনরায় যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তখন উভয় পক্ষে দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণের সহিত যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় সচ্চরিত্র কৃপাচার্য্য সেই রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমি সদৃশ সংগ্রামস্থলে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করত দেখিলেন, কোন স্থানে রথ ও রথনীড় সমুদায় নিপতিত রহিয়াছে, কোন স্থলে হস্তী ও পদাতি সকল নিহত হইয়াছে এবং কোন স্থলে লোকান্তরিত ভূপতিগণের বিক্ষত অভিজ্ঞান সকল শোভা পাইতেছে। রাজা দুর্য্যোধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন; সৈন্যগণ পার্থের বিক্রম দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন, ধ্যানপরায়ণ ও একান্ত দুঃখিত হইয়াছে এবং মথ্যমান বল সমুদায় আর্ত্ত স্বরে চীৎকার করিতেছে। মহাত্মা কৃপাচার্য্য কৌরব সৈন্যের সেই রূপ দুর্দ্দশা দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি এ ক্ষণে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক যদি অভিপ্রেত হয়, তবে তাহার অনুষ্ঠান কর। দেখ, যুদ্ধধর্ম্ম ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়গণের শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই। তাহারা ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পুত্র, মাতা, পিতা, স্বস্রীয়, মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে পরম ধর্ম্ম ও যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলে যাহার পর নাই অধর্ম্ম হয়। অতএব ক্ষত্রিয়গণের জীবিতার্থে পলায়ন করা নিতান্ত দোষাবহ, সন্দেহ নাই। এ ক্ষণে আমি তোমারে যে কিছু হিত কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও তোমার ভ্রাতৃগণ এবং তোমার আত্মজ লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছেন, সুতরাং এ ক্ষণে আমরা আর কি করিব। আমরা যে সমস্ত বীরের হস্তে যুদ্ধভার অর্পণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলাম, তাঁহারা কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্‌গণের গতি লাভ করিয়াছেন। আমরাই ঐ সমুদায় ভূপতির নিধনের হেতু। এ ক্ষণে আমরা সেই সমস্ত গুণবান্ মহারথের বিরহে অতি দীন ভাবে অবস্থান করিতেছি। দেখুন, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ জীবিত থাকিতেও মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত হয় নাই। বাসুদেব অর্জ্জুনের চক্ষুঃস্বরূপ, সুতরাং দেবগণও তাঁহারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। তাঁহার শক্রচাপ ও বজ্রের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন ইন্দ্র ধ্বজ সদৃশ

উন্নত বানর ধ্বজ অবলোকন করিয়া আমাদিগের বল সমুদায় বিচলিত হইয়াছে। এ ক্ষণে তাহার পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি ও গাণ্ডীব নির্ঘোষ এবং ভীমসেনের ভীষণ সিংহনাদে আমাদিগের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইবে। ঐ দেখ, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব শরাসন বারংবার কম্পিত হইয়া অলাতচক্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে এবং জলধর মধ্যস্থিত চপলার ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিরাজিত হইয়া সকলের নয়নজ্যোতি অপহরণ করিতেছে। উহার শশি কাশ সম প্রভ তুরঙ্গমগণ বায়ুসঞ্চালিত জলধরপটলের ন্যায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া উহারে বহন করত আকাশকে পান করিয়াই যেন মহাবেগে গমন করিতেছে। হুতাশন যেমন অরণ্যমধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শরানলে আপনার সৈন্যগণকে নিতান্ত সন্তপ্ত করিতেছে। ঐ মহেন্দ্র সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন মহাবীর দংষ্ট্রাচতুষ্টয় পরিশোভিত দ্বিপেন্দ্রের ন্যায় আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত ও মহীপালগণকে বিত্রস্ত করত কমলবনপ্রমাথী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার গাণ্ডীব নির্ঘোষে আমাদিগের বল সমুদায় সিংহগর্জ্জনভীত মৃগযূথের ন্যায় বারংবার বিত্রাসিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক লোকমধ্যে বিরাজিত হইতেছেন। অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, এই ভয়ঙ্কর সমর সমুপস্থিত হওয়াতে অসংখ্য লোকক্ষয় হইতেছে। তোমার সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের প্রভাবে বায়ুসঞ্চালিত শারদীয় জলধরপটলের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে মহার্ণব মধ্যে বায়ু বিধূনিত নৌকার ন্যায় নিরন্তর কম্পিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! যখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বাণগোচরে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন তোমার সূতপুত্র, অনুচরবর্গ সমবেত দ্রোণ, হৃদিকাত্মজ এবং ভ্রাতৃগণ পরিবৃত দুঃশাসনই বা কোথায় ছিলেন? আমি কোথায় ছিলাম? আর তুমি স্বয়ংই বা কোথায় ছিলে? মহাবীর ধনঞ্জয় তোমার সম্বন্ধি, ভ্রাতা, সহায় ও মাতুলগণের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলের মস্তক আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সমক্ষেই সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছে। এ ক্ষণে আর আমরা কি করিব? অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারে, এমন আর কেহই নাই। ঐ মহাবীরের নিকট বিবিধ দিব্য অস্ত্র বিদ্যমান আছে। তাহার গাণ্ডীব নির্ঘোষ আমাদিগের বলবীর্য্য বিনষ্ট করিয়া থাকে। এ ক্ষণে আমাদিগের সেনাপতি বিনষ্ট হওয়াতে অনিকিনী নিশানাথ বিরহিত নিশীথিনীর ন্যায় হতপ্রভ ও ভগ্নপাদপা শুষ্ক-তোয়া তটিনীর ন্যায় আকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব হুতাশন যেমন তৃণরাশি মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া বিচরণ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় আমাদের এই সেনাপতিশূন্য সৈন্যমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে সঞ্চরণ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেনের ভীষণ বেগ পর্ব্বত বিদারণ ও সমুদ্র শোষণ করিতে পারে। মহাবীর বৃকোদর সভামধ্যে যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তৎ সমুদায় প্রায় সফল করিয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও অচিরাৎ সফল করিবে। আর দেখ, ইতিপূর্ব্বে মহাবীর সূতপুত্র সম্মুখে অবস্থান করিলেও ধনঞ্জয় নিতান্ত দুর্ভেদ্য স্বীয় সৈন্য সমুদায় অনায়াসে রক্ষা করিয়াছে। হে দুর্য্যোধন! যাহা সাধু লোকের অবশ্য পরিহার্য্য, তোমরা অকারণে তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছ। এ ক্ষণে সেই সমস্ত

দুষ্কর্ম্মের ফল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আত্মকার্য্য সংসাধনার্থ যত্ন সহকারে এই সমুদায় লোক আহরণ করিয়া এ ক্ষণে ইহাদের সহিত প্রাণসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছ। অতএব তুমি আত্মরক্ষায় যত্ন কর। আত্মাই সকলের মূল। আত্মা না থাকিলে কেহই আর বশীভূত থাকিবে না। হে মহারাজ! সুরগুরু বৃহস্পতি এই রূপ নীতি বিধান করিয়াছেন যে, লোকে শত্রু অপেক্ষা হীন বা তাহার সমান হইলে সন্ধি স্থাপন করিবে, আর শত্রু অপেক্ষা প্রবল হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এ ক্ষণে আমরা পাণ্ডবগণ অপেক্ষা বলবিক্রমে ন্যূন হইতেছি; অতএব তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শ্রেয় অবগত নহে এবং যে শ্রেয়স্কর কার্য্যে অনাদর প্রদর্শন করে, সে অবিলম্বেই রাজ্যভ্রষ্ট হয় এবং তাহার কদাচ মঙ্গল লাভ হয় না। এ ক্ষণে আমরা যদি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বিনত হইয়া রাজ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে। মূঢ়তা বশত পাণ্ডবগণের নিকট সমরে পরাভূত হওয়া আমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য হইতেছে না। হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় দয়ালু, তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বাসুদেবের বাক্যে তোমারে অবশ্যই রাজপদে নিয়োগ করিবেন। দেখ, বাসুদেব যাহা কহিবেন, ধর্ম্মরাজ, অর্জ্জুন ও ভীমসেন কখন তাহা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। হে মহারাজ! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবেন না এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিবেন না। অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই তোমার কর্ত্তব্য, যুদ্ধ করা কদাপি শ্রেয়স্কর নহে। হে মহারাজ! আমি দীনতা বা প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত এ কথা কহিতেছি না, ইহা হিতকর বলিয়াই তোমারে কহিলাম। আমি যাহা কহিলাম, ইহা তোমার পক্ষে শ্রেয় কি না, তাহা তুমি গতাসু হইয়া স্মরণ করিবে। হে অম্বিকানন্দন! বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য দুর্য্যোধনকে এই রূপ কহিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমোহিত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য এই রূপ কহিলে রাজা দুর্য্যোধন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্ষণকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি অমিতপরাক্রম পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন এবং এক্ষণেও বন্ধুজনোচিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আপনি যে সকল কথা কহিলেন, সে সমস্তই হেতুগর্ভ, উৎকৃষ্ট ও হিতকর; কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তির যেমন ঔষধে অভিরুচি হয় না, তদ্রূপ আপনার ঐ সকল বাক্যে আমার অভিরুচি হইতেছে না। দেখুন, যে মহাবল নরপতিরে আমি রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিয়াছি, যে ব্যক্তি আমার নিকট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়াছে, সে কি রূপে আমাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে। আর মহামতি বাসুদেব যৎকালে পাণ্ডবগণের হিত সাধনে তৎপর হইয়া তাহাদিগের দৌত্য কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তৎকালে আমরা তাঁহারে প্রতারণা করিয়া নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য করিয়াছি। এ ক্ষণে তিনি কি রূপে আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য করিবেন। বিশেষত সভাস্থলে দ্রৌপদীর রোদন এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্য হরণ তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অভিন্নাত্মা এবং পরস্পর নিতান্ত অনুরক্ত

ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, আজি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। মহাত্মা বাসুদেব অভিমন্যুর বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণাবধি নিতান্ত দুঃখে কাল যাপন করিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট অপরাধী হইয়াছি। তিনি কি রূপে আমাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন? মহাবীর অর্জ্জুনও অভিমন্যুর বিনাশে নিতান্ত অসুখী হইয়া আছে, প্রার্থনা করিলে কি রূপে সে আমাদিগের হিত সাধনে যত্নবান্ হইবে? মহাবল পরাক্রান্ত মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন অতি উগ্রস্বভাব। বিশেষত সে ঘোরতর প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এ ক্ষণে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইবে, তথাপি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিবে না। সন্নদ্ধকবচ, বদ্ধপরিকর, কালান্তক যমোপম যমজ নকুল সহদেব এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমাদিগের সহিত বৈরাচরণ করিয়াছে, তাহারা কি রূপে আমাদিগের হিত সাধনে যত্ন করিবে? দুঃশাসন সভামধ্যে সর্ব্বলোক সমক্ষে একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীরে বিবস্ত্রা করিয়া যে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, পাণ্ডবগণ অদ্যাপি তাহা বিস্মৃত হয় নাই। অতএব আপনি কখনই তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবেন না। দ্রৌপদী আমাদিগের নিকট অপমানিত হইয়া অবধি আমাদিগের বিনাশ ও ভর্ত্তৃগণের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত নিত্য স্থণ্ডিলে শয়ন করত অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছে। কৃষ্ণসহোদরা সুভদ্রা স্বীয় মান মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক দাসীর ন্যায় নিয়ত তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। হে প্রভো! এই রূপে দ্রৌপদীর অপমান ও অভিমন্যুর বিনাশ নিবন্ধন পাণ্ডব পক্ষীয় সকলেরই রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে, কখনই নির্ব্বাণ হইবে না। সুতরাং সন্ধিস্থাপন কখনই সুসাধ্য নহে। আর দেখুন, আমি এই সাগরাম্বরা ধরিত্রী উপভোগ করিয়া এ ক্ষণে কিরূপে পাণ্ডবগণের অনুগ্রহে রাজ্য ভোগ করিব। পূর্ব্বে আমি দিবাকরের ন্যায় সমস্ত নরপালগণের উপর তেজ প্রকাশ করিয়াছি, এ ক্ষণে কিরূপে দাসের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিব এবং কিরূপেই বা চিরকাল বিবিধ সুখ ভোগে কাল যাপন ও বিপুল ধন দান করিয়া এ ক্ষণে দীন জনের সহিত দীন ভাবে অবস্থান করিব।

হে আচার্য্য! এ ক্ষণে আপনি স্নেহ প্রযুক্ত যাহা কহিলেন, আমি সেই হিতকর বাক্যে অসূয়া প্রদর্শন করিতেছি না। কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করা এ ক্ষণে সমুচিত নহে, যুদ্ধ করাই শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। দেখুন, আমি বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত দক্ষিণা দান, বেদাধ্যয়ন ও বিপক্ষগণের মস্তকে অবস্থান করিয়াছি। আমার সমুদায় অভিলষিত দ্রব্যই লাভ হইয়াছে। আমার ভৃত্যবর্গেরা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইয়াছে। আমি দুঃখিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ দূর, পররাষ্ট্র পরাজয়, স্বরাজ্য প্রতিপালন, বিবিধ ভোগ্য দ্রব্য উপভোগ এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও পিতৃগণের ঋণজাল হইতে আমার মুক্তি লাভ হইয়াছে। অতএব পাণ্ডবগণের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। হে ব্রহ্মন্! এই পৃথিবীতে কিছুতেই সুখ নাই। এই ধরাতলে কেবল কীর্ত্তি স্থাপন করাই লোকের কর্ত্তব্য; কিন্তু উহা যুদ্ধ ব্যতিরেকে আর কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষত্রিয়দিগের গৃহে মৃত্যু নিতান্ত নিন্দনীয় ও অধর্ম্ম্য। যে ক্ষত্রিয় বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক অরণ্যে বা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই মহিমা লাভ করিয়া থাকেন। আর

যে ক্ষত্রিয় জরাজীর্ণ হইয়া রোদনপরায়ণ জ্ঞাতিগণ মধ্যে দীন ভাবে বিলাপ ও পরিতাপ পূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ করেন, তিনি কদাপি পুরুষমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না। অতএব আমি এ ক্ষণে বিবিধ বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ দ্বারা দেবলোক লাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। সমরে অপরাঙ্মুখ সত্যসন্ধ যজ্ঞানুষ্ঠায়ী শস্ত্রাবভৃতপূত আর্য্যবৃত্ত বীর পুরুষগণের স্বর্গে গতি লাভ হইয়া থাকে। অপ্সরোগণ যুদ্ধকালে পরম কুতূহল সহকারে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করে। পিতৃগণ সংগ্রামনিহত বীরবর্গকে সুরসমাজে পূজিত ও অপ্সরাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। এ ক্ষণে সমরে অপরাঙ্মুখ নিহত পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণের ও দেবগণের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। হে আচার্য্য! উত্তমাস্ত্রবেত্তা অবনিপালগণ আমার নিমিত্ত যুদ্ধে সমুদ্যত, শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও নিহত হইয়া শোণিতলিপ্ত কলেবরে সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। ঐ সমুদায় মহাবীর ইন্দ্রসভায় গমন করত দেবলোকে গমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সদ্গতি লাভার্থী মহাবেগে গমনোদ্যত বীরবর্গে পুনর্ব্বার উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিবে। এ ক্ষণে যে সকল বীরেরা আমার নিমিত্ত নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও তাঁহাদের ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; রাজ্যে কিছুতেই মনোনিবেশ হইতেছে না। যদি এ ক্ষণে আমি বয়স্য ও ভ্রাতৃগণ এবং পিতামহকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়া আপনার জীবিত রক্ষা করি, তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই আমার নিন্দা করিবে। হে আচার্য্য! এ ক্ষণে আমি বন্ধু বান্ধব বিহীন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক রাজ্য লাভ করিলে উহা কিরূপে আমার প্রীতিকর হইবে। দেখুন, আমা হইতে সমুদায় জগতের পরাভব হইয়াছে, অতএব এ ক্ষণে ধর্ম্মানুসারে সমরকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করাই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে। রাজ্য লাভে কোন ক্রমেই অভিরুচি হইতেছে না।

হে মহারাজ অম্বিকানন্দন! কুরুরাজ দুর্য্যোধন এই কথা কহিলে ক্ষত্রিয়গণ সাধু সাধু বলিয়া বারংবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎকালে পরাজয়ের নিমিত্ত তাঁহাদিগের মনোমধ্যে কিছুমাত্র অনুতাপ উপস্থিত হইল না। প্রত্যুত তাঁহারা বিক্রম প্রকাশে স্থিরনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ অশ্বগণের শ্রমাপনোদন করিয়া সংগ্রাম স্থলের ঈষদূন দ্বিযোজন অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিমাচলের প্রস্থদেশে অরুণবর্ণ স্রোতস্বতী সরস্বতী সন্দর্শন করিয়া উহার জলে অবগাহন ও উহার জল পান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ রাজা দুর্য্যোধনের বাক্যে উত্তেজিত ও কাল প্রেরিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ শল্য, চিত্রসেন, শকুনি, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, সুষেণ, অরিষ্টসেন, ধৃতসেন ও জয়ৎসেন প্রভৃতি যুদ্ধবিশারদ নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া হিমালয়প্রস্থে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। জয়শীল পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক মহাবীর কর্ণ নিহত হওয়াতে আপনার পুত্রগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হিমালয় পর্ব্বত ভিন্ন আর কুত্রাপি

শান্তি লাভে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া শল্যসমক্ষে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি এক জনকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। তাহা হইলে আমরা সেই সেনাপতি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমরে শত্রুগণকে পরাজিত করিব। তখন রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে অবতীর্ণ না হইয়াই সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ প্রচ্ছন্নমস্তক কম্বুগ্রীব মহারথ অশ্বত্থামার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্রের লোচনদ্বয় বিকসিত পদ্মপত্রের ন্যায়, আস্যদেশ ব্যাঘ্রের ন্যায়, গাত্র মেরুপর্ব্বতের ন্যায় এবং স্কন্ধ, নেত্র, গতি ও কণ্ঠস্বর মহাদেবের বৃষভের ন্যায়। তাঁহার বাহুযুগল পুষ্ট ও আয়ত এবং বক্ষঃস্থল দৃঢ় ও বিশাল। তিনি গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বল ও বেগশালী এবং তেজে দিবাকর, বুদ্ধিতে শুক্রাচার্য্য ও রূপে সুধাকর সদৃশ। তাঁহার উরুদেশ, কটিদেশ ও জঙ্ঘা অতি সুবৃত্ত। পাদ, অঙ্গুলি ও নখর অতি মনোহর। বোধ হয়, যেন বিধাতা গুণগ্রাম বারংবার স্মরণ করত অতি যত্ন সহকারে তাঁহারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার কিছুমাত্র অঙ্গবৈলক্ষণ্য নাই। তিনি সকল কার্য্যে দক্ষ এবং বিদ্যার সাগর। তিনি বল পূর্ব্বক অরাতিগণকে পরাজয় করিতে পারেন; কিন্তু শত্রুগণ কদাচ তাঁহারে জয় করিতে সমর্থ নহে। তিনি দশ অঙ্গ ও চতুষ্পাদযুক্ত অস্ত্রবিদ্যা এবং চারি বেদ, উপবেদ ও আখ্যান বিশেষরূপ অবগত আছেন। অযোনিজ মহাতপা দ্রোণাচার্য্য অতি কঠোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিয়া অযোনিজার গর্ভে তাঁহার উৎপত্তি সাধন করিয়াছেন। তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা ও অলৌকিক রূপ সম্পন্ন। রাজা দুর্য্যোধন সেই অরাতিনিপাতন দ্রোণপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে গুরুপুত্র! আজি আপনিই আমাদিগের অনন্যগতি; অতএব কাহারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিব, আদেশ করুন।

মহাবীর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য বলবীর্য্য, শ্রী ও যশ প্রভৃতি অশেষ গুণ সম্পন্ন এবং সৎকুল সম্ভূত; অতএব ঐ কার্ত্তিকেয় সদৃশ প্রভাবশালী মহাবীরই আমাদিগের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। ঐ কৃতজ্ঞ মহাত্মা স্বীয় ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া যেমন জয় লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও ইহাঁরে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া জয় লাভে সমর্থ হইব।

হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় এই কথা কহিলে সমুদায় মহারথ শল্যকে পরিবেষ্টন করিয়া জয়ধ্বনি করত যুদ্ধার্থে উৎসুক হইলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্ম দ্রোণ সদৃশ সমরপারদর্শী রথস্থিত মহাবীর শল্যকে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল! যে সময় বিদ্বান্ ব্যক্তিরা মিত্র ও অমিত্রের পরীক্ষা করিয়া থাকেন, এ ক্ষণে সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনি আমাদিগের বন্ধু; অতএব এ ক্ষণে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। আপনি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ অমাত্যগণের সহিত সমরে নিরুৎসাহ হইবে।

শল্য কহিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি আমারে যাহা অনুমতি করিতেছ, আমি তাহাই করিব। আমার রাজ্য, ধন, প্রাণ প্রভৃতি যা কিছু আছে, তৎসমুদায়ই তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ নিবেশিত হইবে। তখন

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! আমি আপনারে সেনাপতিপদে বরণ করিতেছি। কার্ত্তিকেয় যেমন সমরাঙ্গনে দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও আমাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হউন এবং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ শত্রুগণকে বিনাশ করুন।

সপ্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! প্রবল প্রতাপশালী মদ্ররাজ রাজা দুর্য্যোধনের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি যাহা কহিতেছি, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে রথিপ্রধান জ্ঞান কর, কিন্তু উঁহারা আমার তুল্য ভুজবীর্য্য সম্পন্ন নহে। পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুরাসুর মনুষ্য সমবেত সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেও আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনায়াসেই উঁহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারি। এ ক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইয়া বিপক্ষগণের নিতান্ত দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা এবং সমাগত সমস্ত সোমক ও পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট মনে শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে তাঁহারে সেনাপতিপদে অভিষেক করিলেন। তখন বীরগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সৈন্যগণ মধ্যে বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। মহারথ মদ্রকগণ ও অন্যান্য যোধ সমুদায় হৃষ্টান্তঃকরণে সেনাপতি শল্যের তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি চিরজীবী হউন। সমাগত শত্রুগণ আপনার নিকট পরাজয় হউক এবং মহাবল পরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার বাহুবলে শত্রুগণের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। মর্ত্ত্য ধর্ম্মাবলম্বী সোমক ও সৃঞ্জয়গণের কথা দূরে থাকুক, আপনি সুরাসুরদিগকেও সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ।

হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য এই রূপে সংস্তুত হইয়া দুর্ব্বলের নিতান্ত দুর্লভ হর্ষ লাভ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে কুরুরাজ! আজি আমি হয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে বিনাশ, না হয় স্বয়ং তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া দেবলোকে গমন করিব। আজি সকলে রণস্থলে আমারে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতে নিরীক্ষণ করুক। পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি, সিদ্ধ, চারণ ও প্রভদ্রকগণ এবং বাসুদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমার অতুল বিক্রম, ভুজবীর্য্য, হস্তলাঘব, অস্ত্র সম্পত্তি ও কার্ম্মুকবল অবলোকন করুন এবং পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ আমার বিক্রম নিরীক্ষণ পূর্ব্বক প্রতীকার করিবার আশয়ে নানা প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক। হে মহারাজ! আজি আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সংসাধনার্থ দ্রোণ, ভীষ্ম ও সূতপুত্র অপেক্ষা সমধিক বল বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিব।

হে মহারাজ! এই রূপে রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সকলেরই কর্ণবিনাশজনিত দুঃখ অপনীত হইল। সৈন্যগণ একান্ত পুলকিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে মদ্ররাজের বশীভূত ও নিহত বলিয়া স্থির করিল এবং পরম সুখে সচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করত সেই রজনী অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্ববৎ স্থিরচিত্ত হইল।

হে মহারাজ! এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণের সেই কোলা-

ছল শব্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মাধব! রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর মদ্রাধিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে। তুমিও আমাদিগের সেনাপতি ও রক্ষাকর্ত্তা। এ ক্ষণে বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির কর।

তখন মহামতি বাসুদেব কহিলেন, হে মহারাজ! আমি মহাত্মা মদ্ররাজকে বিশেষ রূপ অবগত আছি। ঐ বীর বিপুল বলশালী, মহাতেজস্বী, বিচিত্র যোদ্ধা ও ক্ষিপ্রহস্ত। আমার বোধ হয়, উনি মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের সদৃশ বা তাঁহাদের অপেক্ষা সমধিক রণবিশারদ। উহাঁর তুল্য যোদ্ধা আর কাহারেও লক্ষিত হয় না। উনি শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, ভীম, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অপেক্ষা অধিক বলশালী এবং হস্তী ও সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত। উনি যুদ্ধকালে নির্ভীক চিত্তে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিবেন। হে কুরুনন্দন! আজি এই ত্রিলোক মধ্যে আপনি ভিন্ন উহাঁর সহিত যুদ্ধ বা উহাঁরে বিনাশ করিতে পারে, এমন আর কাহারে ও দেখিতেছি না। হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি দিন দিন আপনার বল সমুদায় বিক্ষোভিত করিতেছেন; অতএব পুরন্দর যেমন শম্বরাসুর ও নমুচিরে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি উহাঁরে বিনাশ করুন। দুর্য্যোধন উহাঁরে অজেয় বিবেচনা করিয়া সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে। ঐ মহাবীর নিহত হইলে নিশ্চয়ই সমুদায় কৌরব সৈন্য বিনাশ ও আপনার জয় লাভ হইবে। হে মহাত্মন! মাতুল বলিয়া মদ্ররাজকে দয়া করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে উহাঁর প্রত্যুদ্গমন করিয়া উহাঁরে বিনাশ করুন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপ মহাসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া এ ক্ষণে শল্যরূপ গোষ্পদে নিমগ্ন হইবেন না। আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্র বীর্য্য আছে, এ ক্ষণে সমরাঙ্গনে তৎসমুদায় প্রদর্শন করুন।

হে মহারাজ! অরাতিপাতন বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের নিকট সম্মান লাভ পূর্ব্বক স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় ভ্রাতৃগণ এবং পাঞ্চাল ও সোমকদিগকে বিশ্রামার্থ বিদায় করিয়া অপেতশল্য কুঞ্জরের ন্যায় সুখে শয়ান হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের বিনাশে মহা আহ্লাদিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণও সূতপুত্রের নিধনে জয় লাভ করিয়া মহা আহ্লাদে সেই রজনী অতিবাহিত করিল।

অষ্টম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রজনী প্রভাত হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার সৈন্যগণকে বর্ম্ম ধারণ করিতে অনুমতি করিলেন। সৈন্যগণ রাজার আদেশ লাভ করিবামাত্র বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ অবিলম্বে রথে অশ্ব যোজনা করিল; কেহ কেহ দ্রুত বেগে ধাবমান হইল; কেহ কেহ মাতঙ্গ সকলকে সুসজ্জিত করিয়া দিল এবং সহস্র সহস্র লোক রথ সমুদায়ে আস্তরণ বিস্তীর্ণ করিতে লাগিল। ঐ সময় সৈন্য ও যোধগণের সমরোৎসাহ উদ্দীপনার্থ নানাবিধ বাদ্যধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল।

অনন্তর মহারথগণ সৈন্যগণকে সন্নদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে বিভক্ত ও পৃথক্ পৃথক্ অবস্থাপিত করিলেন। মহাবীর শল্য সেনাপতি হইলেন। তখন মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও অন্যান্য পার্থিবগণ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সমবেত হইয়া নিয়ম সংস্থা-

পন করিলেন যে, এক ব্যক্তি কদাচ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে না। যে একাকী পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং যে ব্যক্তি কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে, তাহারে পঞ্চ পাতক ও উপপাতকে লিপ্ত হইতে হইবে। আর আমরা সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের রক্ষা বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করত যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! কৌরব পক্ষীয় বীরগণ এই রূপ নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক মদ্ররাজকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সত্বরে বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবেরাও ব্যূহ রচনা করিয়া সেই ক্ষুভিত মহাসাগরের ন্যায় তুমুল কোলাহল সম্পন্ন রথকুঞ্জর বহুল সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে চারি দিক্ হইতে কৌরবগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল দ্রোণ, ভীষ্ম, সূতপুত্র, ইহাদিগের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, এ ক্ষণে মদ্ররাজ শল্য ও আমার আত্মজ দুর্য্যোধনের নিধন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমের হস্তে কিরূপে নিহত হইল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি মনুষ্য, অশ্ব ও করিনিকরক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রামবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! দ্রোণ, ভীষ্ম ও সূতপুত্র নিপাতিত হইলেও ঐ সময় আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে এই বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, মদ্ররাজ শল্য অনায়াসে পাণ্ডবদিগকে সমরে পরাজিত করিবেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ঐ আশায় আশ্বাসিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে আশ্রয় করত আপনারে সনাথ বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

হে মহারাজ! সূতপুত্র নিহত হওয়াতে পাণ্ডবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে উহা শ্রবণে আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল; এ ক্ষণে মদ্ররাজ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অতি সমৃদ্ধ সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং স্বয়ং এক সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভারসহ বেগশালী শরাসনে অনবরত টঙ্কার প্রদান করত পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথি রথারূঢ় হইয়া রথের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। প্রবল প্রতাপশালী বর্ম্মধারী মদ্ররাজ আপনার আত্মজগণের ভয় অপনোদন পূর্ব্বক মদ্রদেশীয় বীরবর্গ ও নিতান্ত দুর্জ্জয় কর্ণাত্মজগণের সহিত ব্যূহের মুখে অবস্থান করিলেন। কৌরবগণ পরিরক্ষিত মহারাজ দুর্য্যোধন ব্যূহের মধ্যভাগে, ত্রিগর্ত্তগণ পরিবৃত কৃতবর্ম্মা উহার বাম পার্শ্বে, শক ও যবন পরিবেষ্টিত কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্বে এবং কাম্বোজগণ সমবেত মহাবীর অশ্বত্থামা উহার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হইলেন। মহাবীর শকুনি ও কৈতব্য অশ্বসৈন্য পরিবৃত হইয়া বহুল বল সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

হে মহারাজ! তখন পাণ্ডবগণও ব্যূহ রচনা করত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি মহারথ শল্যের সৈন্যগণের প্রতি দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জিঘাংসা পরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণের সহিত মহাবীর শল্যের প্রতি, প্রবল প্রতাপশালী অর্জ্জুন মহাবেগে কৃতবর্ম্মা ও সংশপ্তকগণের প্রতি, মহাবীর বৃকোদর ও সোমকগণ শত্রুগণের বিনাশ সাধন বাসনায় কৃপাচার্য্যের প্রতি এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সসৈন্যে মহারথ শকুনি ও উলূকের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই রূপে

পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে আক্রমণ করিতে সমুদ্যত হইলে কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য মহারথ বিবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্রুত বেগে তাঁহাদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনানন্তর অল্পাবশিষ্ট কৌরব ও ক্রোধাবিষ্টচিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণের কি পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যেরূপে আমাদিগের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ হইল এবং যে পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমস্তই নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কৌরব সৈন্যমধ্যে একাদশ সহস্র রথ, দশ সহস্র সাত শত হস্তী, দুই লক্ষ অশ্ব ও তিন কোটি পদাতি এবং পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে ছয় সহস্র রথ, ছয় সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব ও এক কোটি পদাতিমাত্র অবশিষ্ট ছিল। আপনার সেই সমুদায় সৈন্য মদ্রাধিপতির আদেশানুসারে রীতিমত বিভক্ত হইয়া জয় লাভার্থ ক্রোধভরে পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিল। তখন জয়োল্লাসিত যশস্বী মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণও কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই প্রভাত সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর বধার্থী হইয়া ধাবমান হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল।

নবম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে উভয় পক্ষে দেবাসুর সংগ্রাম তুল্য ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র পরাক্রান্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। ধাবমান ভীষণাকার মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি বর্ষাকালীন জলদপটলের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল। কোন কোন রথী ধাবমান মদোন্মত্ত কুঞ্জরগণের আঘাতে রথের সহিত ভূতলে নিপতিত হইয়া বেগে পালায়ন করিতে লাগিলেন। অশ্ব সকল ও পাদরক্ষকগণ সুশিক্ষিত রথিগণের শরাঘাতে পরলোক প্রস্থান করিল। সুশিক্ষিত অশ্বারোহিগণ মহারথগণকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টির আঘাত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধারী বীর সকল সমবেত হইয়া মহারথগণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এক এক জনকে শমনভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহারথগণ ধাবমান মাতঙ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া বিনাশ করিলেন। কুঞ্জরগণও ক্রোধাবিষ্ট অসংখ্য শরবর্ষী রথিবরকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিতে লাগিল। হস্ত্যারোহী হস্ত্যারোহীরে ও রথী রথীরে আক্রমণ পূর্ব্বক শক্তি, তোমর ও নারাচ দ্বারা নিহত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করাতে সমরস্থল অতি সমাকুল হইয়া উঠিল। চামর বিরাজিত অশ্বগণ হিমালয়-প্রস্থস্থিত হংস সমুদায়ের ন্যায় ধাবমান হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন উহারা বসুন্ধরা গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বসুমতী সেই সকল অশ্বগণের পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নখচিহ্নাঙ্কিত কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল এবং নির্ঘাত শব্দের ন্যায় অশ্বগণের খুরশব্দ, রথনেমির ঘর্ঘর নির্ঘোষ, পদাতিগণের কোলাহল, গজগণের বৃংহিত ধ্বনি, শঙ্খের নিস্বন ও বাদিত্র সমুদায়ের বিবিধ শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় শরাসনের ভীষণ টঙ্কার এবং দেদীপ্যমান খড়্গ ও কবচের প্রভাপ্রভাবে আর কিছুই বিদিত হইল না। করিশুণ্ডাকার ছিন্ন বাহু সকল মহা-

বেগে কখন উদ্বেষ্টন ও কখন বিচেষ্টন করিতে লাগিল। পরিপক্ক তালফল পতিত হইলে যে রূপ শব্দ হয়, বীরগণের মস্তক পতনেও সেই রূপ শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। উদ্বৃত্তনেত্র মস্তক সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি বিকশিত পুণ্ডরীক সমূহে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কেয়ূর সমলঙ্কৃত চন্দনচর্চ্চিত বাহু সকল শক্রধ্বজের ন্যায় বসুধাতলে শোভমান হইল। সমরাঙ্গন নরেন্দ্রগণের করিশুণ্ডোপম নিকৃত্ত উরুদণ্ড সমুদায়ে আকীর্ণ হইয়া গেল এবং শত শত কবন্ধে সঙ্কীর্ণ ও রাশি রাশি ছত্র চামরে সঙ্কুল হইয়া কুসুম সমূহ সুশোভিত কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যোধগণ শোণিতলিপ্ত কলেবরে ও নির্ভয়ে বিচরণ করত পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শর তোমর নিপীড়িত হইয়া বায়ু সঞ্চালিত জলদজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন ও বেগে প্রধাবিত এবং প্রলয়কালীন কুলিশবিদলিত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। সাদিগণের সহিত নিপতিত অশ্বগণের পর্ব্বতাকার স্তূপ সকল ইতস্তত দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সময় শূরগণের হর্ষজনন ও ভীরু জনের ভয়বর্দ্ধন শোণিততরঙ্গিণী সমরাঙ্গনে প্রবাহিত হইল। রুধির উহার সলিল; রথ সমুদায় আবর্ত্ত; ধ্বজ, পতাকা সকল বৃক্ষ ও অস্থিনিচয় কর্কর; বাহু সমূহ নক্র; শরাসন সকল স্রোত; হস্তী সমুদায় শৈল; অশ্ব সকল উপল; মেদ ও মজ্জা কর্দ্দম; ছত্র সমুদায় হংস; গদা সমূহ ভেলা ও চক্র সমুদায় চক্রবাকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উহা কবচ, উষ্ণীষ, ত্রিবেণু ও দণ্ড দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। পরিঘাকার ভুজদণ্ড সম্পন্ন বীরগণ বাহনরূপ নৌকা দ্বারা সেই যমলোকাভিমুখে প্রবহমান ভয়ঙ্কর শোণিতনদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই চতুরঙ্গ বল ক্ষয়কর দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইলে কোন কোন বীর ভয়ে বান্ধবগণকে আহ্বান করাতে বান্ধবেরা তাঁহাদিগকে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া চীৎকার করত নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও ভীমসেন স্বীয় বল বীর্য্যে বিপক্ষগণকে বিমোহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যোষিদ্গণ যেমন মদভরে জ্ঞান শূন্য হয়, তদ্রূপ সেই কৌরব পক্ষীয় সেনাগণ অর্জ্জুন ও ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া হতজ্ঞান হইতে লাগিল।

এই রূপে মহাবীর বৃকোদর ও অর্জ্জুন বিপক্ষ সৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিবামাত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমভিব্যাহারে লইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! বীরগণ শল্যের সম্মুখে সমাগত ও বিভক্ত হইয়া যে রূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। অনন্তর শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব জিগীষাপরবশ হইয়া সত্বরে আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সৈন্যগণ পাণ্ডবগণের শর প্রহারে ছিন্ন ভিন্ন ও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যোদ্ধারা সকলে হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবেরাও মুক্ত কণ্ঠে রণস্থলে অবস্থান কর বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়গণ বারংবার কৌরব সৈন্যগণকে স্থির করিবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাদের সমক্ষেই সমরে

পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অনেক যোদ্ধা প্রিয়তম পুত্র, ভ্রাতা, মাতুল, পিতামহ, ভাগিনেয়, সম্বন্ধী ও অন্যান্য বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত অশ্ব ও হস্তীদিগকে দ্রুত বেগে সঞ্চালন করত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দশম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় প্রবল প্রতাপশালী মদ্রাধিপতি শল্য কৌরব সৈন্যগণকে পলায়মান অবলোকন করিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সূত! যে স্থানে শ্বেত ছত্রধারী পাণ্ডবতনয় যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছে, আমার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক সত্বরে আমারে ঐ স্থানে লইয়া চল। আমি অচিরাৎ তোমারে স্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব। সমরাঙ্গনে পাণ্ডবগণ কখনই আমার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। তখন মদ্ররাজের সারথি তাঁহার আদেশানুসারে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট রথ সঞ্চালন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর শল্য বেলা যেমন উদ্ধৃত সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ একাকীই সেই সহসা সমাগত পাণ্ডব সৈন্যগণের বেগ নিবারণ করিলেন। তখন অচল সমাগমে সিন্ধুবেগ যেমন প্রতিহত হয়, তদ্রূপ শল্য সমাগমে পাণ্ডব সৈন্যগণের গতি রোধ হইল। কৌরবগণ মদ্ররাজকে সমরসাগরে অবতীর্ণ অবলোকন করিয়া যথাক্রমে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন উভয় পক্ষে শোণিতবর্ষী ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর নকুল কর্ণপুত্র চিত্রসেনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন সেই বিচিত্র কার্ম্মুকধারী বীরদ্বয় দক্ষিণ ও উত্তর দিক্‌স্থিত বারিবর্ষী মেঘদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের উভয়ের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না। দুই মহাবীরই অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও রথচর্য্যা বিশারদ। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী ও বধ সাধনে যত্নবান্ হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন সুনিশিত ভল্লে নকুলের শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে অশ্বগণকে নিহত এবং তিন তিন শরে ধ্বজ ও সারথিরে নিপাতিত করিয়া তাঁহার ললাটে সুবর্ণপুঙ্খ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর নকুল শত্রুনিক্ষিপ্ত শরত্রয়ে ললাটদেশে বিদ্ধ হইয়া ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে করে করবারি ধারণ পূর্ব্বক কেশরী যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর চিত্রসেনও নকুলকে পাদচারে সমাগত সন্দর্শন করিয়া অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা অদ্ভুত পরাক্রমশালী মহাবীর নকুল চর্ম্ম দ্বারা সেই শরনিকর নিবারণ করত সমস্ত সৈন্য সমক্ষে চিত্রসেনের রথোপরি আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার মুকুট কুণ্ডলভূষিত, বিস্তীর্ণ নয়নযুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দিবাকরপ্রভ মহাবীর চিত্রসেন নকুলের খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া রথোপরি নিপতিত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ চিত্রসেনকে গতাসু নিরীক্ষণ করিয়া নকুলকে সাধুবাদ প্রদান ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে কর্ণের পুত্র মহারথ সুষেণ ও সত্যসেন স্বীয় ভ্রাতারে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিবিধ শর পরি-

ত্যাগ করত নিবিড় অরণ্য মধ্যে ব্যাঘ্রদ্বয় যেমন কুঞ্জরের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হয়, তদ্রূপ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মেঘদ্বয় যেমন সলিলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ মাদ্রীতনয়ের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত নকুল সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়া হৃষ্ট চিত্তে রথারোহণ পূর্ব্বক পুনরায় শরাসন ধারণ করিয়া ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণপুত্রদ্বয় সন্নতপর্ব্ব সায়কনিকরে নকুলের রথ খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল ঈষৎ হাস্য করিয়া চারি নিশিত বাণে সত্যসেনের চারি অশ্ব নিপাতিত ও সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত নারাচে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন অন্য এক রথে আরোহণ ও অপর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সুষেণ সমভিব্যাহারে নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবল প্রতাপশালী মাদ্রীতনয় তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে দুই দুই শরে সেই বীরদ্বয়কে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুষেণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে ক্ষুরপ্রাস্ত্রে নকুলের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল মাদ্রীতনয় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ শরে সুষেণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং বল প্রকাশ পূর্ব্বক সত্যসেনের কার্ম্মুক ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সত্যসেন ভারসহ অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া শরনিকরে নকুলকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই সত্যসেন নিক্ষিপ্ত শর সমুদায় নিবারণ করিয়া দুই দুই বাণে তাঁহারে ও তাঁহার ভ্রাতা সুষেণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণতনয়দ্বয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সরলগামী শরজালে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শাণিত শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষিপ্রহস্ত প্রবল প্রতাপশালী সত্যসেন দুই শরে নকুলের রথেষা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল সুবর্ণদণ্ড সমলঙ্কৃত অকুণ্ঠিতাগ্র তৈলধৌত সুনির্ম্মল লেলিহান মহাবিষ নাগকন্যা সদৃশ অতিভীষণ এক রথশক্তি গ্রহণ ও পরামর্ষণ পূর্ব্বক সত্যসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভীষণ শক্তি মাদ্রীতনয়ের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সত্যসেনের হৃদয়দেশ শতধা বিভিন্ন করিয়া ফেলিল। মহাবীর কর্ণনন্দন সেই আঘাতেই গতসত্ত্ব ও অচেতন হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

মহাবল সুষেণ স্বীয় ভ্রাতা সত্যসেনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে নকুলের প্রতি অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব, পাঁচ শরে ধ্বজ ও তিন শরে সারথিরে ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদীতনয় সুতসোম স্বীয় পিতা নকুলকে রথহীন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারে রক্ষা করিবার মানসে দ্রুত বেগে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল সুতসোমের রথে আরোহণ পূর্ব্বক গিরিশিখরস্থ কেশরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই দুই মহারথ পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরের বধ সাধনে যত্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুষেণ ক্রোধাবিষ্ট

হইয়া তিন শরে নকুলকে এবং বিংশতি শরে সুতসোমের বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে সুষেণের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সত্বরে এক সুতীক্ষ্ণাগ্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যগণ সমক্ষে কর্ণপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণাত্মজ সুষেণ নকুলশরে নিহত হইয়া নদীবেগভগ্ন তীরস্থ জীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

তখন কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ কর্ণাত্মজ সুষেণের বধ ও নকুলের বিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া ভীত মনে দশ দিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সেনাপতি শল্য তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ মদ্রাধিপতি শল্যের প্রভাবে সুরক্ষিত হইয়া বারংবার সিংহনাদ ও শরাসনধ্বনি করত প্রফুল্ল মনে বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনেকে সেনাপতি শল্যকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন ও মাদ্রীকুমারদ্বয় লজ্জাশীল রাজা যুধিষ্ঠিরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বারংবার সিংহনাদ ও বাণশব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণের ভীরু জনভয়াবহ যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কপিকেতন ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়া কৌরব সৈন্যদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরাও ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করত বিপক্ষ সৈন্যগণের প্রতি দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব সৈন্যগণ পাণ্ডবদিগের শরে সমাহত হইয়া বিমোহিত হইল। তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। তখন মহারথ পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া বহুসংখ্য বীরগণকে নিহত করিলেন। এ দিকে আপনার আত্মজগণও বহুসংখ্য পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ নিহন্যমান ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া বর্ষাকালীন নদীদ্বয়ের ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল।

একাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই প্রাতঃকালে নানাস্ত্র সমাকীর্ণ চতুরঙ্গ বলসমাকুল যমরাজ্য বিবর্দ্ধন ভীরু জনের ভয়জনক বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন ঘোরতর সংগ্রামস্থলে উভয় পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের বধ সাধনে সমুদ্যত হইয়া নিশিত শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সৈন্যগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও ইতস্তত ধাবমান হইল; কুঞ্জর সকল চীৎকার করিতে লাগিল এবং কোলাহলপ্রবৃত্ত পদাতি সৈন্যমধ্যে অশ্বগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় লব্ধলক্ষ্য পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রবল পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণের প্রভাবে সেই অসংখ্য কৌরব সেনা অনলসমাকুল কুরঙ্গীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। মহাবীর শল্য তাহাদিগকে পঙ্কনিমগ্ন গাভীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগের উদ্ধারার্থ উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে পাণ্ডব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত

পাণ্ডবগণও নিশিত শরনিকরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথ শল্য বিপক্ষগণের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই শাণিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরাঙ্গনে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভুত হইল। বসুন্ধরা শব্দায়মান হইয়া ভূধরগণের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। দণ্ড ও শূল সমুদায়ের সহিত উল্কা সকল সূর্য্যমণ্ডল তিরোহিত করিয়া আকাশ হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। অসংখ্য মৃগ, মহিষ ও পক্ষিগণ কৌরব সেনার বাম পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল এবং শুক্র, মঙ্গল ও বুধগ্রহ পাণ্ডবগণের পশ্চাৎভাগে ও অন্যান্য নরপতিগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইলেন। অস্ত্র সমূহের অগ্রভাগ হইতে দৃষ্টিপ্রতিঘাতিনী প্রভা বিনির্গত হইতে লাগিল এবং কাক ও উলূক সকল বীরগণের মস্তকে ও রথধ্বজে উপবেশন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মদ্ররাজ শল্য সলিলবর্ষী সহস্রলোচনের ন্যায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সহস্র সহস্র সোমক ও প্রভদ্রক মদ্ররাজের শরজালে সমাহত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিল। মহাবীর শল্যের শরনিকর ভ্রমরাবলি, শলভশ্রেণী ও জলদনির্গত বজ্রের ন্যায় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি মদ্ররাজের শরাঘাতে ইতস্তত ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কালপ্রেরিত অন্তক সদৃশ মদ্ররাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুরুষকার প্রকাশ করিবার মানসে মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত শরজালে শত্রুগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

এই রূপে পাণ্ডব সৈন্য সমুদায় শল্য কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া আত্মরক্ষার্থে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন মহাবীর মদ্রাধিপতি ক্ষিপ্রহস্তে শরজাল বর্ষণ করত ধর্ম্মরাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজকে পদাতি ও অশ্বসৈন্যের সহিত ধাবমান দেখিয়া মাতঙ্গকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা নিবারণ করে, তদ্রূপ নিশিত শরনিকরে তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ তাঁহার প্রতি এক আশীবিষোপম নিতান্ত ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত সায়ক ধর্ম্মরাজের দেহ ভেদ করিয়া মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহাবীর বৃকোদর সাত, সহদেব পাঁচ ও নকুল দশ শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিলেন এবং দ্রৌপদীতনয়গণ জলদজাল যেমন মহীধরের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপ মদ্ররাজকে পাণ্ডবগণের শরজালে ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত উলূক, শকুনি, অশ্বত্থামা ও আপনার পুত্রগণ মদ্ররাজের সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা তিন শরে রোষোদ্ধত ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকর

বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর শকুনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের প্রতি এবং অশ্বত্থামা নকুল ও সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইয়া তাঁহাদের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে বিপক্ষগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ভীমসেনের ঋক্ষবর্ণ অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দণ্ডধারী কৃতান্তের ন্যায় গদা হস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহারাজ মদ্ররাজ সহদেবের অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন। মহাবীর সহদেবও ক্রুদ্ধ হইয়া অসি দ্বারা শল্যপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য অসম্ভ্রান্ত চিত্তে নির্ভীক ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা অম্লান মুখে দ্রৌপদীতনয়গণকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেনের রথে নূতন অশ্ব সমুদায় সংযোজিত হইয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা অবিলম্বে উহাদিগকেও নিপাতিত করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর পুনরায় হতাশ্ব হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় গদা গ্রহণ করিয়া কৃতবর্ম্মার রথ ও অশ্ব সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মা সত্বরে সেই ভগ্ন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পলায়ন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর শল্যও কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় নিশিত শরনিকরে সোমক ও পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অধর দংশন করত শল্যের বিনাশ বাসনায় স্বীয় সুবিখ্যাত লৌহময় গদা সমুদ্যত করিলেন। ঐ গদা অশ্ব, গজ ও মনুষ্যগণের প্রাণ সংহারকারী, সুবর্ণপট্টে সমলঙ্কৃত, গিরিশৃঙ্গ বিদারণক্ষম, শতঘণ্টাযুক্ত, বসা, মেদ ও রুধিরে চর্চ্চিত, রিপুসৈন্যের ভয়বর্দ্ধন, স্ব সৈন্যের হর্ষজনক, কামিনীর ন্যায় অগুরু ও চন্দন চর্চ্চিত এবং যমদণ্ডের ন্যায়, কালরাত্রির ন্যায়, প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায়, উগ্র ভুজঙ্গীর ন্যায়, ইন্দ্র নির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায়, যমের জিহ্বার ন্যায় নিতান্ত ভীষণ; মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ঐ গদা গ্রহণ করিয়া কৈলাস ভবনে মহেশ্বরের সখা ক্রুদ্ধ অলকাধিপ কুবেরকে আহ্বান এবং দ্রৌপদীর প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ সৌগন্ধিক গ্রহণাভিলাষে গন্ধমাদনে গর্ব্বিত গুহ্যকগণকে সংহার করিয়াছিলেন। এ ক্ষণে তিনি সেই বিবিধ মণিরত্নখচিত ভীষণ গদা উদ্যত করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখীন হইয়া অবিলম্বে তাঁহার বেগবান্ অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। মদ্রাধিপতি তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের বিশাল বক্ষস্থলে তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত তোমর ভীমসেনের বর্ম্ম ভেদ করিয়া বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইল। মহাবীর বৃকোদর তোমরাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া অশঙ্কিত চিত্তে স্বীয় দেহ হইতে সেই তোমর উত্তোলন পূর্ব্বক শল্যসারথির হৃদয় ভেদ করিলেন। সারথি তোমরাঘাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া রুধির বমন করত নিপতিত হইল। তখন মদ্ররাজ ভীমসেনের পরাক্রম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক গদা হস্তে বৃকোদরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ ভীমসেনের

ভয়ঙ্কর কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর শল্য সারথির বিনাশ দর্শনে সত্বরে লৌহময় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন তাঁহারে প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায়, পাশধারী কৃতান্তের ন্যায়, সশৃঙ্গ কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায়, বজ্রপাণি বাসবের ন্যায়, শূলহস্ত মহাদেবের ন্যায় এবং বনমধ্যস্থিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শল্যকে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া স্বীয় ভীষণ গদা সমুদ্যত করত মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে বীর জনের হর্ষবর্দ্ধন অসংখ্য শঙ্খনিস্বন, তূর্য্যধ্বনি ও সিংহনাদ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় যোধগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই বীরদ্বয়ের বিক্রম দর্শন করত তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মহাবীর মদ্রাধিপতি শল্য ও যদুনন্দন বলরাম ভিন্ন আর কেহই বৃকোদরের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নহেন। আর মহাবীর বৃকোদর ব্যতীতও অন্য কোন যোদ্ধাই মদ্রাধিপতির গদাবেগ নিবারণ করিতে পারেন না।

হে মহারাজ! অনন্তর সেই বীরদ্বয় গদাপাণি হইয়া বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করত মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপে মণ্ডলাকার গতি প্রদর্শন ও গদা সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্রাধিপতির অগ্নিজ্বালা সদৃশ বিচিত্র সুবর্ণপট্টপরিবেষ্টিত গদা দর্শনে সকলেরই মনে ভয় সঞ্চার হইল। মহাবীর ভীমসেনের গদাও জলদবিরাজিত চপলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মদ্ররাজ ভীমসেনের গদার উপরে গদাঘাত করিলে ভীমের গদা হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইল। ভীমের গদাঘাতেও শল্যের গদা হইতে অঙ্গারবৃষ্টি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তখন কুঞ্জরদ্বয় যেমন দন্তে দন্তে ও বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গে শৃঙ্গে যুদ্ধ করে, তদ্রূপ সেই মহাবীরদ্বয় ভীষণ গদাদ্বয় দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করত ক্ষণকাল মধ্যে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর শল্য ভীমসেনের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে গদা প্রহার করিলে বৃকোদর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। মদ্রাধিপতিও ভীমসেনের গদা প্রহারে বারংবার নিপীড়িত হইয়াও গজনির্ভিন্ন মহাগিরির ন্যায় কিছুমাত্র ক্লেশানুভব করিলেন না। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে বজ্রনিস্বনের ন্যায় অতি ভীষণ গদানিপাতশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবল পরাক্রান্ত অমানুষকর্ম্মা বীরদ্বয় ক্ষণকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় গদা উদ্যত করত মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে পরস্পরের বধ সাধনার্থ অষ্ট পদমাত্র অগ্রসর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করত স্ব স্ব শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভূমিকম্পকালে অচলদ্বয় যেমন শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তদ্রূপ সেই ঘোরতর গদা দ্বারা পরস্পরকে আঘাত আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর গদা প্রহারে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া এক কালে ইন্দ্রধ্বজদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য মদ্রা-

ধিপতিরে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন মত্তের ন্যায় নিমিষ মধ্যে পুনরায় উত্থিত হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মদ্রাধিপতিরে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিবিধ শস্ত্র উদ্যত ও নানা প্রকার বাদ্য বাদিত করিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ ভুজ-দণ্ড ও অস্ত্র শস্ত্র সমুচ্ছ্রিত করিয়া তুমুল কোলাহল সহকারে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবেরাও বিপক্ষ-গণকে নিরীক্ষণ করিয়া সিংহনাদ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রাস দ্বারা চেকিতানের হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চেকি-তান দুর্য্যোধন নিক্ষিপ্ত প্রাসের আঘাতে একান্ত তাড়িত ও রুধিরে অভিষিক্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথমধ্যে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ চেকিতানকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব সমক্ষে কৌরব সৈন্যগণমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগি-লেন।

অনন্তর মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও মহাবল পরাক্রান্ত সুবলনন্দন শকুনি, ইহাঁরা মদ্ররাজ শল্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন ভুজবীর্য্য সম্পন্ন দ্রোণ-নিহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তিন সহস্র রথী রাজা দুর্য্যো-ধনের আদেশানুসারে অশ্বত্থামারে অগ্র-বর্ত্তী করিয়া বিজয় লাভাভিলাষে প্রাণপণে ধনঞ্জয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই রূপে উভয় পক্ষে পরস্পর বধাভিলাষী বীরগণের প্রীতিবর্দ্ধন ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় বায়ু-সহযোগে ধূলিপটল উড্ডীন হইয়া সমরাঙ্গন সমাচ্ছাদিত করিল। তৎকালে আমরা বীরগণের নাম শ্রবণ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, যোদ্ধারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ধূলি-জাল রুধিরপ্রবাহে প্রশমিত হওয়াতে দিঙ্ম-ণ্ডল সুনির্ম্মল হইল।

এই রূপে সেই ভীরু জনভয়াবহ ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে উভয় পক্ষের কোন বীরই সমরপরাঙ্মুখ হইলেন না। তাঁহারা স্ব স্ব প্রভুর ঋণ পরিশোধ, জয় লাভ ও স্বর্গলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথগণ স্পর্দ্ধা সহকারে বিবিধ শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে উভয় পক্ষীয় বলমধ্যেই বিনাশ কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর ও ছেদন কর, কেবল এই সকল বাক্য শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

ঐ সময় মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজ যুধি-ষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় তাঁহারে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহা-রাজ ধর্ম্মরাজ শল্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অবলীলাক্রমে তাঁহার মর্ম্মস্থলে চতু-র্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাযশস্বী মদ্রাধিপতি যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় ক্রোধভরে তাঁহার উপর কঙ্কপত্র ভূষিত অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য সমক্ষে পুনরায় তাঁহার বক্ষস্থলে এক আনতপর্ব্ব শর প্রহার করিলেন। মহাযশস্বী ধর্ম্মরাজ শল্যের শরাঘাতে মহা-ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে কঙ্কপত্র ভূষিত শর-নিকরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিরে নয় এবং চক্ররক্ষক চন্দ্রসেনকে সপ্ততি ও

দ্রুমসেনকে চতুঃষষ্টি শরে বিনাশ করিলেন। এই রূপে চক্ররক্ষকদ্বয় নিহত হইলে মদ্রাধিপতি শল্য ক্রোধভরে চেদিদেশীয় পঞ্চবিংশতি বীরকে বিনাশ পূর্ব্বক সাত্যকিরে পঞ্চবিংশতি, ভীমসেনকে সাত এবং যমজ নকুল ও সহদেবকে এক শত শরে বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর যুধিষ্ঠির আশীবিষ সদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক ভল্লে মদ্রাধিপতির গিরিশৃঙ্গ সদৃশ ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মদ্রাধিপতি শল্য ধ্বজযষ্টি নিপতিত ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সম্মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে বারিধারাবর্ষী পর্জ্জন্যের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মদ্রাধিপতির জলদজাল সদৃশ শরজালে ধর্ম্মরাজের বক্ষস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরিশেষে মহাবীর শল্য একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে এককালে যুধিষ্ঠিরের দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধর্ম্মরাজ শল্যনির্মুক্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পুরন্দর বিদলিত জম্ভাসুরের ন্যায় হতপরাক্রম হইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের শরজালে নিপীড়িত হইলে মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব শল্যকে রথ সমুদায়ে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ একাকী অসংখ্য মহারথের শরনিকরে নিপীড়িত হইলে চতুর্দ্দিকে মহান্ সাধুবাদ সমুত্থিত হইল। সিদ্ধগণ আনন্দিত হইলেন ও মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া বিস্ময়সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন মহাবল পরাক্রান্ত শল্যকে প্রথমত এক বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে নিপীড়িত করিলেন। সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে মুক্ত করিবার অভিলাষে শল্যকে সাত বাণে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। নকুল মদ্ররাজকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং সহদেব তাঁহারে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিলেন।

সমরনিপুণ মহাবীর মদ্ররাজ এই রূপে সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া ভারসহ ভীষণ শরাসন আকর্ষণ করত পঞ্চবিংশতি শরে সাত্যকিরে, ত্রিসপ্ততি শরে ভীমসেনকে ও সাত বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা ধনুর্দ্ধর সহদেবের সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব সত্বরে অন্য শরাসন জ্যাযুক্ত করিয়া মহাতেজা মদ্ররাজের উপর প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় পাঁচ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক আনতপর্ব্ব এক বাণে তাঁহার সারথিরে ও তিন বাণে পুনরায় তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন সপ্ততি, সাত্যকি নয় ও ধর্ম্মরাজ ষষ্টি শরে শল্যের শরীর ভেদ করিলেন।

এই রূপে মহাবীর মদ্ররাজ সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া গৈরিক ধাতুধারাস্রাবী অচলের ন্যায় শোণিতধারা ক্ষরণ করিতে লাগিলেন এবং পাঁচ পাঁচ বাণে সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর মহারথ শল্য অন্য এক ভল্ল দ্বারা ধর্ম্মরাজের জ্যাসংযুক্ত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ

যুধিষ্ঠির সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে শল্যকে অশ্ব, সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরের শরজালে সমাকীর্ণ হইয়া অবিলম্বে সুশাণিত দশ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি একান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মদ্রাধিপতিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর শল্য ক্ষুরপ্র দ্বারা সত্বরে সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ভীমসেনপ্রমুখ বীরগণকে তিন তিন বাণে নিপীড়িত করিলেন। তখন সত্য-বিক্রম সাত্যকি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড ভীষণ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন এক প্রজ্বলিত পন্নগ সদৃশ নারাচ, নকুল ভীষণ শক্তি, সহদেব গদা ও ধর্ম্মরাজ শতঘ্নী প্রয়োগ করিয়া মদ্ররাজকে সংহার করিতে সচেষ্ট হইলেন। মহাবীর মদ্ররাজ তদ্দর্শনে অবিলম্বে ভল্ল সমুদায় দ্বারা সাত্যকির তোমর ও ভীমনিক্ষিপ্ত কনকভূষণ নারাচ ছেদন এবং শরনিকরে নকুলপরিত্যক্ত হেমদণ্ড ভূষিত ভীষণ শক্তি ও সহদেব প্রেরিত গদা নিবারণ পূর্ব্বক দুই বাণে যুধিষ্ঠিরের শতঘ্নী ছেদন করিয়া পাণ্ডবগণের সমক্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শত্রুনিসূদন সাত্যকি অরাতির জয়লাভ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দুই বাণে শল্যকে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মদ্ররাজও অঙ্কুশতাড়িত মহাগজের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশ বাণে সেই সাত্যকিপ্রমুখ পাঁচ মহাবীরকে বিদ্ধ করিলেন। শত্রুসূদন মহারথগণ শল্যশরে নিবারিত হইয়া কোন ক্রমেই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন শল্যের পরাক্রম অবলোকন করিয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে নিহত বোধ করিলেন।

অনন্তর মহাপ্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন প্রাণপণে পুনরায় শল্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব ও সাত্যকি ইঁহারাও মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রতাপান্বিত শল্য এই রূপে সেই চারি মহারথ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্য মনে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার চক্ররক্ষকের প্রাণ সংহার করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য স্বীয় চক্ররক্ষককে নিহত দেখিয়া ক্রোধভরে শরনিকরে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈনিকদিগকে শল্যশরে পরিবৃত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ ক্ষণে কি রূপে বাসুদেবের সেই মহাবাক্য সত্য হইবে, কি রূপে ক্রুদ্ধ মদ্ররাজের হস্ত হইতে আমার সৈন্যগণ পরিত্রাণ পাইবে।

হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অশ্ব, রথ ও নাগ সমূহে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে শল্যকে নিপীড়িত করত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তখন মহাবীর মদ্ররাজ পবন যেমন মহামেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ তাহাদের শস্ত্রজাল নিরাকৃত করিলেন। ঐ সময় আমরা আকাশপথে শলভশ্রেণীর ন্যায়, বিহগাবলির ন্যায় শল্যনিক্ষিপ্ত শরজাল অবলোকন করিতে লাগিলাম। শল্যচাপমুক্ত সুবর্ণভূষণ শরনিকরে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত ও সমরভূমি তিমিরাবৃত হইলে কি পাণ্ডব পক্ষীয়, কি কৌরব পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ মদ্ররাজের শরজালে পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিলোড়িত

দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এই রূপে মহাবীর শল্য শরনিকরে পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিয়া ধর্ম্মরাজকে সায়ক সমাচ্ছন্ন করত বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ শল্যের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু ধর্ম্মরাজের অগ্রবর্ত্তী ভীমসেনপ্রমুখ মহাবীরগণ সমরনিপুণ মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামা ও তাঁহার অনুচর ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথগণ কর্ত্তৃক শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া তিন বাণে দ্রোণপুত্রকে ও দুই দুই শরে অন্যান্য বীরগণকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের উপর অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অবিরত নিক্ষিপ্ত শরজালে কণ্টকিত কলেবর হইয়াও ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহারে রথ সমূহে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ সেই বীরগণের স্বুবর্ণজালজড়িত শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উল্কাপাত পরিশোভিত ভূতলস্থিত বিমানের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহারথগণ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত কলেবর দেখিয়া একান্ত হৃষ্ট হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুনের রথকুবর, রথচক্র, ঈষা, যোক্ত্র, যুগ ও অনুকর্ষ সমুদায়ই শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে আপনার পক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাদৃশ সংগ্রাম আমরা আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় জলধর যেমন মহীধরের উপর জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেনাগণ পার্থনামাঙ্কিত শর সমূহে সমাহত হইয়া সমস্তই অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর পার্থ হুতাশনের ন্যায় শরজালে আপনার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধনঞ্জয়ের রথমার্গে রাশি রাশি রথচক্র, যুগ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, ঈষা, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্ত্র, প্রতোদ এবং কুণ্ডল সমলঙ্কৃত উষ্ণীষধারী ছিন্ন মস্তক, হস্ত, স্কন্ধ, ছত্র, চামর ও মুকুট নিপতিত হইতে লাগিল। মাংসশোণিতজনিত কর্দ্দমে পার্থের গমনপথ নিতান্ত দুর্গম হইয়া রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমির ন্যায় অতি ভীষণ বেশ ধারণ করিল। এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক দুই সহস্র রথী সংহার করিয়া ক্রোধে চরাচর বিশ্বদহন ধূমশূন্য দহনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা রণস্থলে অর্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া বিচিত্র পতাকা পরিশোভিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় পরস্পরের সংহারে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া পরস্পরের প্রতি গমন করিলেন। তাঁহাদের শরাসন হইতে বর্ষাকালীন মেঘনির্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম বহু ক্ষণ সমভাবে হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ দ্বাদশ শরে

অর্জ্জুনকে ও দশ শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্যমুখে গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রথমত গুরুপুত্রের উপর শর নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিরে বিনষ্ট করিলেন এবং তৎপরে মৃদু ভাবে তাঁহারে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাত্মজ সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থান করিয়াই হাস্যমুখে অর্জ্জুনের প্রতি এক পরিঘাকার মুষল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর পার্থ সেই হেমপট্ট সমলঙ্কৃত মুষল তাঁহার প্রতি আগমন করিতেছে দেখিয়া অবিলম্বে উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরবিশারদ দ্রোণতনয় তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি এক গিরিশিখর সদৃশ ভয়ঙ্কর পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই ক্রোধপরতন্ত্র অন্তক সদৃশ পরিঘ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সত্বরে উহা পাঁচ শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণপুত্রনিক্ষিপ্ত পরিঘ অর্জ্জুনের শরে ছিন্ন হইয়া মহীপালগণের হৃদয় বিলোড়িত করিয়াই যেন ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় তিন ভল্লে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাত্মজ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করত অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্ষত্রিয়গণ সমক্ষে পাঞ্চাল দেশীয় সুরথের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ সুরথ মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ রথে অবস্থান পূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সুদৃঢ় ভারসহ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর আশীবিষ সদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সুরথকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া দণ্ডঘট্টিত উরগের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং ললাটে ত্রিশিখা ভ্রুকুটী বিস্তার পূর্ব্বক সৃক্কণী লেহন করত তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া এক যমদণ্ডোপম সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাত্মজনিক্ষিপ্ত নারাচ সুরথের হৃদয় ভেদ করিয়া বজ্রের ন্যায় মহাবেগে ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহারথ সুরথও সেই নারাচে সমাহত হইয়া কুলিশবিদলিত অচলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সত্বরে সুরথের রথে আরোহণ পূর্ব্বক সংশপ্তকগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন; তৎকালে আমরা মহাবীর অর্জ্জুনকে বহুসংখ্য বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্মিত হইলাম। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত দৈত্য সৈন্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এ ক্ষণে সেই একমাত্র অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের তদ্রূপ যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন অতি ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অসংখ্য শর ও শক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালীন জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে নিপীড়িত করিলেন। দৃঢ়বিক্রম ধৃষ্টদ্যুম্নও দুর্য্যোধনের উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে নিতান্ত ব্যথিত করিলেন। কুরুরাজের সহোদরগণ

তাঁহারে ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে নিপীড়িত দেখিয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্রুপদপুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াও পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অনায়াসে সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণ পরিবৃত মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ তিন মহাবীরের যুদ্ধ অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তাঁহারা তিন জনেই জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ চারি দিকে শর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিয়া বীর্য্য ও অস্ত্রবলে কৃতান্তের ন্যায় পরাক্রান্ত নকুল ও সহদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন বীরই সেই শল্যশরবিদ্ধ পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণের পরিত্রাণে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাত্মা ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে মাদ্রীনন্দন মহাবীর নকুল বেগে ধাবমান হইয়া মাতুল মদ্ররাজকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত সুবর্ণপুঙ্খ দশ বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য নকুলের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে নতপর্ব্ব শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি ও সহদেব মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। আগমন সময়ে তাঁহাদিগের রথনির্ঘোষে সমুদায় দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত ও মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন অরাতিনিপাতন সেনাপতি শল্য অনায়াসে সেই বীরগণের অভিমুখীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তিন, ভীমসেনকে পাঁচ, সাত্যকিরে শত ও সহদেবকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা নকুলের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ মাদ্রীতনয় সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে শল্যের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির দশ, ভীমসেন ষষ্টি ও সাত্যকি নয় বাণে মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিলেন। মদ্ররাজ অরাতিগণের শরাঘাতে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমত নয় ও পশ্চাৎ সপ্ততি শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার চারি অশ্বের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তাঁহারে শত বাণে বিদ্ধ করিয়া নকুল, সহদেব এবং ভীমসেন ও যুধিষ্ঠিরকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে আমরা সংগ্রামস্থলে মদ্ররাজের অতি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়াও তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

অনন্তর সত্যবিক্রম সাত্যকি পাণ্ডবগণকে শল্যের বশবর্ত্তী ও নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ শল্যও সাত্যকিরে আগমন করিতে দেখিয়া মত্ত মাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। পূর্ব্ব কালে শম্বরাসুর ও অমররাজের যেরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এ ক্ষণে মহাবীর শল্য ও সাত্যকির তদ্রূপ ঘোরদর্শন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি মদ্ররাজকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য মহাত্মা যুযুধানের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে

বিচিত্রপুঙ্খ নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ মদ্ররাজকে সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া মাতুলের নিধন বাসনায় সত্বরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আমিষ-লোলুপ সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করত মহাবেগে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শরজালে ধরণীতল সমাচ্ছন্ন ও দিঙ্মণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইল। আকাশমণ্ডল সেই নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ শরজালে নিরন্তর সমাবৃত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ সময় শত্রুসূদন মহাবীর শল্য একাকী সেই অসংখ্য বীরের সহিত সংগ্রাম করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন। তাঁহার ভুজনির্ম্মুক্ত ভীষণ শরজালে মেদিনী সমাকীর্ণ হইল এবং রথ অসুরঘাতন দেবরাজের রথের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় যুদ্ধদুর্ম্মদ অসংখ্য কৌরব সৈন্য মদ্ররাজকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগে পাণ্ডব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে একবারে তাহাদিগকে আলোড়িত ও বিদ্রাবিত করিল। মহাবীর বৃকোদর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা কৌরবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কোন ক্রমেই সমরস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও তাঁহাদের অনুগামীদিগের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সহদেব সৈন্যপরিবৃত শকুনির প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুল তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বহুসংখ্যক ভূপতির, পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী অশ্বত্থামার, গদাপাণি ভীমসেন দুর্য্যোধনের ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির সৈন্য সমবেত মদ্ররাজের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মদ্ররাজের অসাধারণ কার্য্য দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তিনি একাকীই সমস্ত পাণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরসমীপে শল্যকে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন শশধর সমীপে শনিগ্রহ বিরাজিত হইতেছে। তখন মহাবীর শল্য আশীবিষ সদৃশ শরনিকরে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় শর বর্ষণ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই মদ্ররাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যেরা শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির রোষভরে হয় জয় লাভ করিব, না হয় বিনষ্ট হইব, এই স্থির করিয়া পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যে সকল বীরগণ কৌরবদিগের নিমিত্ত সমরস্থলে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন। তোমরাও উৎসাহ সহকারে স্ব স্ব অংশানুসারে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছ। এ ক্ষণে আমার অংশে একমাত্র মহারথ মদ্রাধিপতি অবশিষ্ট আছেন। আজি আমি উহাঁরে পরাজিত করিতে উদ্যত হইয়াছি। এ ক্ষণে আমার

যাহা অভিপ্রায়, তাহা তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবীর মাদ্রীতনয়দ্বয় আমার চক্র রক্ষা করিতেছে। সুররাজ পুরন্দরও এই সত্যপ্রতিজ্ঞ বীরদ্বয়কে সমরে পরাভূত করিতে সমর্থ নহেন। অতএব ইহারা আমার হিতার্থে ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক। হে বীরগণ! আমি সত্য বলিতেছি, আজি জয় হউক, আর পরাজয়ই হউক, আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। তাঁহার ও আমার অস্ত্র শস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণ সকল সমানই আছে। এ ক্ষণে রথযোজকগণ শাস্ত্রানুসারে আমার রথে সমুদায় উপকরণ সংস্থাপিত করুক। সাত্যকি দক্ষিণ চক্র এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বাম চক্র রক্ষা করুন। ধনঞ্জয় আমার পৃষ্ঠ রক্ষায় নিযুক্ত হউক। আর মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন আমার অগ্রে অবস্থান করুক। তাহা হইলেই আমি মদ্ররাজ অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইব। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে তাঁহার হিতৈষী বীরগণ তাঁহার বাক্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্য সৈন্যগণ সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইল।

রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ শঙ্খ নিস্বন, ভেরী নিনাদ ও সিংহনাদ করত ক্রোধভরে মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইল। এ দিকে কৌরবগণ গজঘন্টাশব্দ, তূর্য্যধ্বনি, শঙ্খনাদ ও হর্ষজনিত কোলাহলে রণস্থল অনুনাদিত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন ও মদ্ররাজ শল্য উদয় ও অস্তাচল যেমন মহামেঘ সমূহকে প্রতিগ্রহ করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডবগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ইন্দ্রনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধনও রুচির শরাসন গ্রহণ ও বিবিধ অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে নিরন্তর শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেহই তাঁহার কোন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইল না। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠির ও মদ্ররাজ বিবিধ শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক আমিষলোলুপ শার্দ্দূল দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর সমরদক্ষ দুর্য্যোধনের সহিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ইঁহারা শকুনি প্রভৃতি বীরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন আনতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের সুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন। ভীমসেনের সেই কিঙ্কিণীজাল সমলঙ্কৃত রুচিরদর্শন ধ্বজ দুর্য্যোধনের শরে ছিন্ন হইয়া তাঁহার সমক্ষেই ভূতলে নিপতিত হইল। তৎপরে কুরুরাজ পুনরায় খরধার ক্ষুর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বৃকোদরের করিশুণ্ডোপম কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন শরাসন বিহীন হইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষস্থল ভেদ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমের সেই রথশক্তির আঘাতে তৎক্ষণাৎ বিমোহিত হইয়া রথোপরি নিষণ্ণ হইলেন। মহাবীর বৃকোদর কুরুরাজকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া সত্বরে ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দুর্য্যোধনের অশ্বগণ সারথিহীন হইয়া রথ লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ইতস্তত ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রাজারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ঐ

সময় দুর্য্যোধনের অনুচরগণ সৈন্যগণকে নিতান্ত বিশৃঙ্খল দেখিয়া যাহার পর নাই ভীত হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই অবসরে গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং মনোবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক ক্রোধভরে মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি মৃদুভাবাপন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও যে তৎকালে অতিশয় দারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম। তিনি রোষভরে বিস্ফারিতলোচন ও কম্পিত কলেবর হইয়া সুনিশিত ভল্ল দ্বারা অসংখ্য যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ফলত তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে সৈন্যের প্রতি গমন করিলেন, তাহারা সকলেই তাঁহার শরনিকরে বিদীর্ণ হইয়া কুলিশবিদলিত অচলের ন্যায় নিপতিত হইল। তিনি একাকী হইয়াও বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সম্পন্ন রথ ও রথীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং রুদ্রদেব যেমন পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এই রূপে ধর্ম্মরাজ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক রণস্থল শূন্যপ্রায় করিয়া মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহারে লক্ষ্য করত বারংবার থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৌরব পক্ষীয় বীরগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছিলেন।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য দ্রুত বেগে ধর্ম্মরাজের অভিমুখে গমন করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় ক্রোধভরে শঙ্খধ্বনি করিয়া পরস্পরকে আহ্বান ও ভর্ৎসনা করত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর শল্য শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও মদ্ররাজের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে শর সমূহে সমাচ্ছন্ন করিলে তাঁহাদিগের উভয়েরই কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহারা বসন্তকালে কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তৎকালে আজি ধর্ম্মরাজ শল্যকে সংহার করিয়া বসুন্ধরা উপভোগ করিবেন, কি মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে পৃথিবী প্রদান করিবেন, যোদ্ধারা ইহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজের প্রতি এক শর নিক্ষেপ করিয়া খরধার ক্ষুর দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজও সত্বরে অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও তিন শত শরে শল্যকে নিপীড়ন পূর্ব্বক ক্ষুর দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নতপর্ব্ব শরনিকরে তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া দুই শরে পার্ষ্ণি ও সারথির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক এক সুনিশিত সমুজ্জ্বল ভল্লে মদ্ররাজের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

ঐ সময় মহারথ অশ্বত্থামা মদ্ররাজকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং সত্বরে তাঁহারে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ দ্রোণপুত্রের রথারোহণে কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধর্ম্মরাজকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া রথবেগ নিবারণ পূর্ব্বক অবিলম্বে মেঘগম্ভীরনিস্বন যন্ত্রোপকরণ সম্পন্ন

সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ শল্য অতি সুদৃঢ় বেগবান্ অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সাত্যকিরে দশ, ভীমসেনকে তিন ও সহদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধরগণ হস্তিযূথ যেমন উল্কা দ্বারা আহত হয়, তদ্রূপ মদ্ররাজের শরনিকরে সমাহত হইতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী ও হস্ত্যারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথী তাঁহার শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শল্য অনেকের আয়ুধযুক্ত বাহু এবং অনেকের রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরভূমি নিপতিত যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ সেই অরাতি সৈন্য নিপাতন কৃতান্ততুল্য মদ্ররাজের পরাক্রম দেখিয়া রোষভরে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অসাধারণ বল সম্পন্ন মদ্রাধিপতিরে যুধিষ্ঠিরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহারে আহ্বান ও পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মহাবেগ সম্পন্ন শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া মদ্রাধিপতির বক্ষস্থলে অনবরত শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় মহারথগণ শল্যকে শরনিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য অতি সত্বরে সাত বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলে তিনিও তাঁহারে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে আকর্ণাকৃষ্ট তৈলধৌত শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছাদিত করিয়া পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ধনুষ্টঙ্কার ও তলনিনাদ অশনিনির্ঘোষের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল। তাঁহারা নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থিত আমিষগৃধ্নু ব্যাঘ্র শাবকদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করত বিষাণযুক্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা মদ্রাধিপতি সহসা মহাবল পরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের বক্ষস্থলে এক সূর্য্য ও অনল সদৃশ প্রভা সম্পন্ন শর নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার উপর শরাঘাত করত তাঁহারে মূর্চ্ছিত করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। দেবরাজপ্রতিম মহাত্মা মদ্ররাজও মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া রোষারুণ নেত্রে অতি সত্বরে এক শত শরে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে নয় বাণে মদ্ররাজের সুবর্ণময় কবচ ছেদন ও বক্ষস্থল ভেদ করিয়া ছয় শরে তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শল্য যুধিষ্ঠিরের শরে সমাহত হইয়া হৃষ্ট মনে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করত দুই ক্ষুরাস্ত্রে যুধিষ্ঠিরের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম্মতনয় অন্য এক নূতন শরাসন গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচিরে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে শল্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর শল্য নয় শরে ভীম ও রাজা যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণময় বর্ম্ম ছেদন করিয়া তাঁহাদিগের ভুজযুগল বিদ্ধ করিলেন। হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় তেজসম্পন্ন ক্ষুর দ্বারা পুনরায় ধর্ম্মরাজের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃপ ছয় শরে যুধিষ্ঠিরের সারথির শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন মদ্ররাজ চারি শরে ধর্ম্মরাজের চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া তাঁহার সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক শরে মদ্ররাজের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া দুই শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে অন্য এক শরে তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদন করিয়া সত্বরে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে মদ্ররাজ অশ্ব সারথি বিহীন হইলে ভীমসেন ও মাদ্রীতনয় সহদেব উভয়ে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমরচারী একমাত্র বীরকে শাণিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বৃকোদর মদ্ররাজকে শরজালে বিমোহিত দেখিয়া পুনরায় শর প্রয়োগ পূর্ব্বক মদ্ররাজের বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মদ্ররাজ সহস্র তারকা সম্পন্ন চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে নকুলের রথেষা ছেদন পূর্ব্বক দ্রুত বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র মদ্ররাজকে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। তখন মহাত্মা বৃকোদর নয় শরে মদ্ররাজের সেই অপ্রতিম চর্ম্ম ও সুনিশিত ভল্লে তাঁহার খড়্গের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া সৈন্যগণ মধ্যে প্রফুল্ল মনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ মহাবীর ভীমের সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে হাস্য বদনে সিংহনাদ পরিত্যাগ ও শশাঙ্কধবল শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সুরক্ষিত কৌরব সৈন্যগণ সেই ভীষণ শব্দে একান্ত ভীত ও বিসংজ্ঞপ্রায় হইয়া শোণিতসিক্ত কলেবরে ইতস্তত ধাবমান হইল।

ইত্যবসরে মদ্রাধিপতি শল্য ভীমপ্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ কর্ত্তৃক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও মৃগ বিনাশার্থী সিংহের ন্যায় মহাবেগে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজকে আগমন করিতে দেখিয়া রোষপ্রভাবে হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং বাসুদেবের বাক্য স্মরণ করিয়া তৎকালে তাঁহারে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন তিনি শল্যের অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করত সেই অশ্ব সারথি শূন্য রথে অবস্থান করিয়াই এক কনকসঙ্কাশ মণিখচিত সুবর্ণদণ্ড সম্পন্ন শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মদ্ররাজ সেই পবিত্রস্বভাব পাপহীন ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া যে ভস্মসাৎ হইলেন না, ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের প্রতি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত যে যমদণ্ডপ্রতিম শক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা পাশহস্তা কালরাত্রির ন্যায়, যমরাজের উগ্ররূপা ধাত্রীর ন্যায় নিতান্ত ভীষণ; পাণ্ডবগণ গন্ধ, মাল্য, পান ও ভোজন দ্বারা প্রযত্ন সহকারে নিরন্তর ঐ শক্তির অর্চ্চনা করিতেন; উহা সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত ও

অথর্ব্ববেদপ্রোক্ত কার্য্যের ন্যায় নিতান্ত উগ্র। পূর্ব্বে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ভগবান্ শঙ্করের নিমিত্ত ঐ শক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ভূচর, খেচর ও জলচর প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর বিনাশে সমর্থ। উহার দণ্ড ঘণ্টা, পতাকা, মণি ও হীরক সমলঙ্কৃত এবং সুবর্ণ ও বৈদূর্য্য খচিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজের বিনাশ সাধনার্থ সেই অসুরবিনাশক, অব্যর্থ, ব্রহ্মদণ্ড সন্নিভ শক্তি মন্ত্রপূত করিয়া প্রযত্ন সহকারে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বে রুদ্রদেব যেমন অন্ধকাসুরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ এক্ষণে মদ্ররাজের প্রতি সেই প্রাণান্তকর শক্তি প্রয়োগ করিয়া রে পাপ! তুই নিহত হইলি, এই বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করত সুদৃঢ় ভুজদণ্ড প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ হুতাশন যেমন বিধি পূর্ব্বক হুত ঘৃতধারা গ্রহণ করিতে উৎসুক হন, তদ্রূপ সেই যুধিষ্ঠিরপ্রেরিত দুর্নিবার শক্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সমুত্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই শক্তি মদ্ররাজের অতি বিশাল শুভ্র বক্ষস্থল ও সমুদায় মর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যশ বিস্তার করিয়া সলিলের ন্যায় অপ্রতিহত বেগে ভূমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন মদ্ররাজ নাসা, চক্ষু, কর্ণ ও আস্যদেশ হইতে বিনিঃসৃত রুধিরধারায় সংসিক্ত কলেবর হইয়া কার্ত্তিকেয়নিহত ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক কুলিশদলিত অচলশিখরের ন্যায়, সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। বোধ হইতে লাগিল যেন বসুন্ধরা প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় প্রণয় পূর্ব্বক তাঁহারে প্রত্যুদগমন ও আলিঙ্গন করিতেছে। তিনি যেন বসুন্ধরারে প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় বহু কাল উপভোগ করিয়া তাহারে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুষুপ্তি লাভ করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর শল্য ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মনন্দনের হস্তে নিহত হইয়া হোমাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শক্তি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ, আয়ুধ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও তিনি কিছুমাত্র শোভাবিহীন হন নাই। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনুপ্রতিম শরাসন গ্রহণ করিয়া খগরাজ যেমন পন্নগগণকে বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুনিশিত ভল্লে ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য কৌরবসেনা বিনষ্ট হইল। অনেকে তাঁহার শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিমীলিত লোচনে পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়ন পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে অস্ত্র শস্ত্র বিহীন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর মদ্ররাজের অনুজ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের নিধনে ক্রোধান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ মহাবীর মদ্ররাজের ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্ন। তিনি ভ্রাতৃঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অসংখ্য নারাচ দ্বারা ধর্ম্মনন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির অতি সত্বরে ছয় শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুরাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ও রথধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক এক দেদীপ্যমান সুদৃঢ় ভল্লে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক রথ হইতে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন কোন স্বর্গবাসী পুণ্যাবসানে স্বর্গ হইতে নিপতিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার সেই মস্তকশূন্য রুধিরাক্ত কলেবর ভূমিসাৎ হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে বিচিত্র কবচমণ্ডিত মহারথ শল্যানুজ নিহত হইলে

কৌরবগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধূলিধূসরিত কলেবরে হাহাকার করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই ভয়পলায়িত কৌরবগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ভীক চিত্তে সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাধনুর্দ্ধর যুযুধানকে আক্রমণ করিলেন। এই রূপে সেই মার্ত্তণ্ড সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর সিংহবিক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া নির্ম্মলপ্রভ শরনিকরে পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরাসনচ্যুত শরনিকর নভোমণ্ডলস্থিত পক্ষিগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর মহাবীর কৃতবর্ম্মা দশ বাণে সাত্যকিরে এবং তিন শরে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক নতপর্ব্ব শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ ও অবিলম্বে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দশ বাণে কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার রথ, যুগ ও ঈষা ছেদন এবং অশ্বগণ ও পার্ষ্ণি সারথিদ্বয়কে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মারে রথবিহীন দেখিয়া সত্বরে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মদ্ররাজের নিধনে পূর্ব্বেই নিতান্ত ভীত হইয়াছিল, এ ক্ষণে তাহারা কৃতবর্ম্মারে রথবিহীন দেখিয়া অধিকতর শঙ্কিত হইয়া পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় সমারঙ্গন রজোরাশিতে সমাচ্ছন্ন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আপনার সৈন্যগণের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সমুত্থিত রজোরাশি শোণিতনিস্রবে সিক্ত ও প্রশমিত হইল। তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ এবং পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথারোহণে বেগে সমাগত সন্দর্শন করিয়া একাকীই নিশিত শরনিকরে অরাতিগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মর্ত্ত্যেরা যেমন আসন্ন মৃত্যুরে নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ অরাতিগণ কোন ক্রমেই দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মাও অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহারথ রাজা যুধিষ্ঠির চারি বাণে কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া ছয় ভল্লে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মারে যুধিষ্ঠিরের শরে অশ্ব ও রথবিহীন দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করত যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে অপসৃত হইলেন। তখন মহাবীর কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে ছয় ও তাঁহার অশ্বগণকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে আপনার ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণায় অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইল। কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠির শল্যকে নিহত করাতে পাণ্ডবগণ মহাআহ্লাদে একত্র সমবেত হইয়া বৃত্রাসুর নিধনান্তে দেবগণ যেমন ইন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খ ও বিবিধ বাদিত্র বাদন পূর্ব্বক বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর মদ্ররাজ নিহত হইলে তাঁহার অনুচর সপ্তশত রথী সংগ্রামার্থে ধাবমান হইল। ছত্র ও চামর পরিশোভিত রাজা দুর্য্যোধন অচল

সন্নিভ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক মদ্রকদিগকে বারংবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্যে অনাস্থা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিবার মানসে পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পুর্ব্বক শরাসনে টঙ্কার প্রদান করত অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় মদ্ররাজ শল্য নিহত ও যুধিষ্ঠির নিপীড়িত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া গাণ্ডীবনিস্বন ও রথ নির্ঘোষে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত সংগ্রামে সমাগত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক মকর যেমন সাগরকে ও মহাবাত যেমন বৃক্ষ সকলকে কম্পিত করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারথ মদ্রকগণ পাণ্ডব সেনাগণকে পুনরায় আলোড়িত করিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কোথায়? এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চালগণ সেই মদ্ররাজের অনুচরদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মদ্রদেশীয় বীরগণ কেহ কেহ ছিন্নমহাধ্বজ ও কেহ কেহ চক্রের আঘাতে বিমথিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মদ্রকগণ পাণ্ডবগণকে অবলোকন পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সান্ত্বনা করত বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই তাঁহার শাসন রক্ষা করিল না।

অনন্তর গান্ধাররাজপুত্র শকুনি কুরুরাজকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি সংগ্রামে বর্ত্তমান থাকিতে এই মদ্রক সৈন্যগণ নিহত হইতেছে; ইহা কোন রূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। তুমি পূর্ব্বে নিয়ম করিয়াছিলে যে, সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবে, তবে এ ক্ষণে কি নিমিত্ত অরাতিগণকে সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়াও নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? দুর্য্যোধন শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মাতুল! আমি ইহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে বারংবার নিষেধ করিয়াছি; কিন্তু ইহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইহারা আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়াই নিহত হইতেছে, ইহাতে আমার অপরাধ কি? তখন শকুনি কহিলেন, কুরুরাজ! বীরগণ ক্রুদ্ধ হইলে প্রভুর শাসন রক্ষা করিতে পারে না। অতএব তুমি কোপ সম্বরণ কর; এ ক্ষণে উপেক্ষা করিবার সময় নহে। চল, আমরা সকলেই রথ, কুঞ্জর ও অশ্বগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া পরস্পরের রক্ষায় কৃতনিশ্চয় হইয়া মদ্রকগণের পরিত্রাণার্থে গমন করি।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপ অভিহিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করত গমন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বীরগণও মদ্রকদিগের রক্ষার্থে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরব সৈন্যমধ্যে নিহত কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর, ছেদন কর, ইত্যাকার তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় পাণ্ডবগণ মদ্ররাজের অনুচরগণকে দর্শন পূর্ব্বক মধ্যম ব্যূহে অবস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মদ্রকগণ মুহূর্ত্তকাল বাহুযুদ্ধ করিয়া নিহত হইল। এই রূপে পাণ্ডবগণ কৌরব পক্ষীয় বীরগণের সমক্ষেই মদ্রকদিগকে নিপাতিত করিয়া আনন্দিত চিত্তে কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিক্ হইতে কবন্ধ সমূহ সমু-

শ্বিত ও সূর্য্যমণ্ডল হইতে উল্কাজাল নিপতিত হইল। ভগ্ন রথ, যুগ, অক্ষ, নিহত মহারথ ও নিপতিত অশ্বগণে পৃথিবী সমাকীর্ণ হইল। বায়ুতুল্য বেগশালী তুরঙ্গমগণ সারথি বিহীন হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে যোধগণকে ইতস্তত সমানীত করিতে লাগিল এবং কোন কোনটা ভগ্নচক্র রথ বহন ও কোন কোনটা রথার্দ্ধ লইয়া দশ দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। রথিগণ ক্ষীণপুণ্য স্বর্গচ্যুত সিদ্ধগণের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মদ্ররাজের অনুচরগণ নিহত হইলে জয়গৃধ্নু মহারথ পাণ্ডবগণ শঙ্খনিস্বন ও শরশব্দ করত মহাবেগে সমাগত কৌরব সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া চাপ নির্ঘোষ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মহাবীর মদ্ররাজের সৈন্য সমুদায়কে নিহত দেখিয়া পুনরায় সমরে পরাঙ্মুখ ও জয়শীল পাণ্ডবগণের শরে দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারথ মদ্ররাজ নিপাতিত হওয়াতে আপনার পক্ষীয় বীরবর্গ ও আপনার পুত্রগণ প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। অগাধ সাগরে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন পার লাভের প্রত্যাশা করে, তদ্রূপ তাঁহারা মদ্ররাজের নিধনানন্তর আশ্রয় লাভের অভিলাষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমরা সকলেই সেই মধ্যাহ্নকালে শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত, নিতান্ত ভীত ও পরাজিত হইয়া সিংহনিপীড়িত মৃগযূথের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদন্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। তৎকালে কোন যোদ্ধাই সৈন্য সন্ধান ও বিক্রম প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্র নিহত হইলে যোদ্ধাদিগের যেরূপ দুঃখ ও ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, এ ক্ষণে মদ্ররাজ শল্য কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের তদ্রূপ ভয় ও শোক উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা জয় লাভে এককালে নিরাশ হইয়া ক্ষত বিক্ষত কলেবরে ভীত চিত্তে কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ গজে, কেহ কেহ রথে ও কেহ কেহ বা পাদচারে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনেকে শক্রশরে সমাহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিলেন। পর্ব্বতাকার দ্বি সহস্র মাতঙ্গ অঙ্কুশ প্রহার ও অঙ্গুষ্ঠের তাড়নে সঞ্চালিত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষের শরজালে সমাহত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরবগণকে পরাজিত, হতোৎসাহ ও ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া বিজয়াভিলাষে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ঘোরতর শরশব্দ, সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরব সৈন্যদিগকে ভয়বিহ্বল ও পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আজি সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির শক্রহীন হইলেন। আজি ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন রাজশ্রী বিহীন হইল। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত বিহ্বল ও বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবেন। আজি তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা এবং আপনারে মন্দবুদ্ধি বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন। আজি তাঁহারে বিদুরের বাক্য সত্য বলিয়া অবধারণ

করিতে হইবে। আজি অবধি তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবেরা যেরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ দুঃখপরম্পরা অনুভব করিবেন। আজি তিনি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এবং অর্জ্জুনের অতি ভীষণ গাণ্ডীবনিস্বন, অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য সম্যক্ অবগত হইবেন। আজি কৌরবগণ দেবরাজনিহত বলাসুরের ন্যায় দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমের ভয়ঙ্কর বাহুবলের পরিচয় পাইবে। মহাবীর বৃকোদর দুঃশাসন বধকালে যেরূপ ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আর কেহই তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। আজি কৌরবগণ দেবগণেরও নিতান্ত দুঃসহ মদ্ররাজকে নিহত শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম বিদিত হইবেন। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবল সুবলনন্দন ও অন্যান্য গান্ধারগণকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে নিতান্ত দুঃসহ বলিয়া স্থির করিবেন। দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয়, সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাঁহাদিগের যোদ্ধা, ত্রিলোকীনাথ বাসুদেব যাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয় এবং নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানই যাঁহাদিগের অভিপ্রেত, তাঁহাদিগের কি নিমিত্ত জয়লাভ হইবে না? মহাত্মা বাসুদেব যাঁহার নাথ, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্যতিরেকে আর কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মদ্ররাজ ও অন্যান্য অসংখ্য মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতিরে পরাজয় করিতে সমর্থ হন।

হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ আপনার যোদ্ধাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পরস্পর এই রূপ কহিতে কহিতে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় রথসৈন্যের এবং মহারথ নকুল, সহদেব ও সাত্যকি শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমভয়ে স্বীয় সৈন্যগণকে ধাবমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সারথিরে কহিলেন, হে সূত! ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় আমারে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে; অতএব তুমি এ ক্ষণে সৈন্যগণের পশ্চাৎভাগে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি পশ্চাৎভাগে যুদ্ধ করিলে মহাসাগর যেমন তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় কিছুতেই আমারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। সৈন্যগণের চরণ সমুত্থিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়াছে এবং বীরগণ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন; অতএব তুমি সৈন্যগণের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করিবার নিমিত্ত মন্দভাবে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি সমরে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমার সৈন্যগণ নিশ্চয়ই প্রতিনিবৃত্ত হইবে।

কুরুরাজ সারথি তাঁহার সেই বীরজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত অশ্বগণকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথবিহীন এক বিংশতি সহস্র পদাতি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং নানা দেশীয় অন্যান্য যোধগণ যশোলোলুপ হইয়া সংগ্রামে মনোনিবেশ করিলেন।

অনন্তর সেই হৃষ্টচিত্ত সৈন্যগণ অরাতিগণের সহিত সমবেত হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে সেই বিবিধ জনপদবাসী কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বীরলোক গমনাভিলাষী পদাতিগণও সিংহনাদ ও আস্ফোট শব্দ করিয়া পরমা-

হ্লাদে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। আপনার পুত্রগণ বৃকোদরকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সমরাঙ্গনে পদাতিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত এবং বারংবার সমাহত হইয়াও মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ রোষভরে অন্যান্য যোধগণকে প্রহার করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ক্রোধভরে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় এক সুবর্ণমণ্ডিত ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই একবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্যকে বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া তথা হইতে তিরোহিত হইলেন। পদাতিগণ নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে বায়ুবিপাটিত পুষ্পিত কর্ণিকারের ন্যায় সমরশয্যায় শয়ান রহিল।

হে মহারাজ! এই রূপে ঐ যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রধারী কুণ্ডলালঙ্কৃত নানা দেশীয় নানা জাতীয় লোক সকল নিহত হইল। ধ্বজ পতাকাসম্পন্ন পদাতি সৈন্য নিপতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণ কৌরব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া সসৈন্যে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় আমরা দুর্য্যোধনের অতি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও সেই একমাত্র বীরকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর কুরুরাজ ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া অনতিদূরপ্রস্থিত স্বীয় সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা পৃথিবী বা পর্ব্বতমধ্যে যে কোন প্রদেশে গমন কর, কোন স্থানেই পাণ্ডবদিগের হস্তে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইবে না; তবে বৃথা পলায়ন করিবার প্রয়োজন কি? দেখ, পাণ্ডবগণের অতি অল্পমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট আছে এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; অতএব যদি এ সময় আমরা সকলে সমরস্থলে অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয় লাভ হইবে। হে বীরগণ! তোমরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডবেরা নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগমন পূর্ব্বক তোমাদিগকে সংহার করিবে; অতএব তাহা অপেক্ষা রণস্থলে মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বান্তকারী কৃতান্ত, বীরই হউক আর ভীরুই হউক, সকলকে বিনাশ করেন; অতএব ক্ষত্রিয়ের সমরপরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এ ক্ষণে ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেনের সম্মুখে অবস্থান করাই আমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করা যাহার পর নাই সুখজনক। দেখ, মানবগণ গৃহে অবস্থান করিলেও কদাচ মৃত্যুরে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য। যুদ্ধে জয় লাভ হইলে ইহলোকে সুখ ভোগ এবং মৃত্যু হইলে পরলোকে স্বর্গ লাভ হয়। হে কৌরবগণ! যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গ লাভের আর কোন উৎকৃষ্ট উপায় নাই। যুদ্ধে নিহত হইলে অবিলম্বেই অতিদুর্ল্লভ লোকলাভে সমর্থ হয়।

হে মহারাজ! ভূপালগণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক উহার প্রশংসা করিয়া পুনরায় সেই বধোদ্যত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও ক্রোধভরে সমাগত

কৌরব পক্ষীর বীরগণকে আক্রমণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসনে টঙ্কার প্রদান করত সমরস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি মহাবেগে আপনার সৈন্যমধ্যে শকুনির প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে ম্লেচ্ছাধিপতি শাল্ব কোপাবিষ্ট হইয়া এক ঐরাবত সদৃশ অরাতিমর্দ্দন পর্ব্বতাকার মহাগজে আরোহণ পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। ম্লেচ্ছরাজের সেই মাতঙ্গ সদ্বংশপ্রসূত, গজবিজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত ও দুর্য্যোধনের সতত আদরণীয়। মহারাজ শাল্ব সেই মহাগজে সমারূঢ় হইয়া নিশাবসানে উদয়াচলস্থিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ইন্দ্রাশনি সদৃশ ভীষণ নিশিত শরনিকরে যোধগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কি আত্মপক্ষীয় কি পর পক্ষীয় কেহই সেই ঐরাবতস্থিত বাসব সদৃশ বীরবরের কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সেই একমাত্র মাতঙ্গকে সহস্র সহস্র বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজের প্রভাবে বিদ্রাবিত ও তাহার বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভীত চিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। আপনার পক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডব সৈন্যগণকে পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মহারাজ শাল্বকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক শশাঙ্ক সদৃশ শ্বেতবর্ণ শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন।

তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমোদিত কৌরবগণের সেই শঙ্খনিনাদ অসহ্য জ্ঞান করিয়া জম্ভাসুর যেমন ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় গজরাজ ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, তদ্রূপ অতি সত্বরে বিজয় লাভার্থ শাল্বরাজের গজের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ শাল্ব ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহসা সমাগত দেখিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় তাঁহার অভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাগজকে আগমন করিতে দেখিয়া অনল সদৃশ উগ্রবেগ তিন নারাচ দ্বারা তাহারে বিদ্ধ করিয়া তাহার কুম্ভদেশে পাঁচ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। শাল্বরাজের মহাগজ এই রূপে দ্রুপদপুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। মহারাজ শাল্ব অঙ্কুশ দ্বারা নাগরাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পুনরায় অতি সত্বরে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে সঞ্চালন করিলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয় মহাগজকে পুনর্ব্বার আগমন করিতে দেখিয়া ভীত চিত্তে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে স্বীয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। গজরাজ তৎক্ষণাৎ দ্রুপদতনয়ের সেই সুবর্ণভূষিত রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক চীৎকার করত ধরাতলে বিপোথিত করিল। তখন ভীমসেন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সেই নাগবর কর্ত্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত দেখিয়া মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক শরনিকরে মাতঙ্গের বেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। গজরাজ রথিগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত বিচলিত হইল। তখন মহারাজ শাল্ব চতুর্দ্দিকে দিবাকরের করজাল সদৃশ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রথিগণ তাঁহার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় যোধশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ শাল্ব-

রাজের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে হাহাকার করত মাতঙ্গের চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। তখন কৌরব সৈন্যনিসূদন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন অচলশৃঙ্গ সদৃশ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া জলদ সদৃশ পর্ব্বতাকার মদস্রাবী মাতঙ্গকে সমাহত করিতে লাগিলেন। গজরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের গদাঘাতে গভীর গর্জ্জন ও রুধির বমন করিয়া ভূকম্পচালিত ভূধরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন শিনিবংশাবতংস সাত্যকি নিশিত ভল্লে শাল্বরাজের শিরশ্ছেদন করিলেন। মহাবীর শাল্বও ছিন্নমস্তক হইয়া বজ্র বিদলিত বিপুল গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অচিরাৎ সেই নাগরাজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর শাল্ব নিহত হইলে আপনার পক্ষীয় সৈনিকগণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে বল পূর্ব্বক শত্রু সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ কৃতবর্ম্মারে সমরে সম্মুখীন দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা মহাবীর কৃতবর্ম্মার আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি একাকীই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণ হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ সেই গগনস্পর্শী সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন মহাবাহু সাত্যকি মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক নিশিত সাতবাণে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ক্ষেমকীর্ত্তিরে নিপাতিত করিলেন। মহামতি কৃতবর্ম্মা মহাবাহু যুযুধানকে সমাগত দেখিয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর সেই শরাসনধারী সাত্বতবংশাবতংস রথিদ্বয় পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাদিগের সমর দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা বৎসদন্ত ও নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহৃষ্ট কুঞ্জরদ্বয়ের ন্যায় নিপীড়িত করিয়া বিবিধ মার্গে বিচরণ করত পরস্পর পরস্পরের শরনিকরে বারংবার সমাচ্ছন্ন হইলেন। তাঁহাদিগের চাপবেগ সমুদ্ধৃত শরজাল বেগবান্ পতঙ্গগণের ন্যায় আকাশপথে লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমরনিপুণ কৃতবর্ম্মা নিশিত চারি বাণে মহাবীর সাত্যকির চারি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু সাত্যকিও অঙ্কুশতাড়িত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আট বাণে কৃতবর্ম্মারে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা শিলানিশিত তিন বাণে যুযুধানকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি শরাসন ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরাসনে শর সংযোজন পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার অভিমুখীন হইয়া নিশিত দশ বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন এবং অশ্ব ও সারথির প্রাণ সংহার করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা স্বীয় সুবর্ণমণ্ডিত রথ অশ্বসূত বিবর্জ্জিত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে শূল গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে বিমোহিত করিয়াই যেন নিশিত শরনিকরে সেই শূল শতধা ছেদন পূর্ব্বক ভল্ল দ্বারা তাঁহার হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা এই রূপে শিক্ষিতাস্ত্র যুযুধানের শরে হতাশ্ব ও হত-

সারথি হইয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন।

হে মহারাজ! সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রভাবে রথহীন হইলে কৌরব সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত ও রাজা দুর্য্যোধন যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মারে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সত্বরে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পাণ্ডব পক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষেই কৃতবর্ম্মারে স্বীয় রথোপরি আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। ঐ সময় কৌরব সৈন্যগণ কৃতবর্ম্মারে রথহীন ও সাত্যকিরে সমরাঙ্গনে অবস্থিত দেখিয়া পুনরায় সমরপরাঙ্মুখ হইল; কিন্তু অরাতিগণ সৈন্যগণের পদাঘাত সমুত্থিত ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া উহা অবগত হইতে পারিল না।

হে মহারাজ! ঐ সময় কেবল মহারাজ দুর্য্যোধন একাকী সমরভূমি পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি আপনার সমক্ষেই সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সরোষ নয়নে আগমন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, কৈকয়, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করত মন্ত্রপূত যজ্ঞীয় পাবকের ন্যায় সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ সেই সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ মহাবীরের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা অন্য রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সংগ্রামে আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন রথোপরি অবস্থান পূর্ব্বক প্রবল প্রতাপান্বিত রুদ্রদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকরে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। জলধর যেমন ভূধরগণের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনি অরাতিগণের উপর অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে কি হস্তী, কি অশ্ব, কি রথ, কি মনুষ্য, কেহই অক্ষত রহিল না। আমরা সকলকেই কুরুরাজের শরে সমাচিত দেখিলাম। সমুত্থিত রজোরাশি দ্বারা সৈন্য সকল যেমন সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, দুর্য্যোধনের শরনিকরে তদ্রূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন সমস্ত পৃথিবী শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে আমরা কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র সহস্র যোদ্ধার মধ্যে দুর্য্যোধনকেই অদ্বিতীয় বলিয়া বোধ করিলাম। ঐ সময় পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও তাঁহারে অতিক্রম করিতে পারিলেন না, ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

অনন্তর কুরুরাজ সেই সমরস্থলে যুধিষ্ঠিরকে এক শত, ভীমসেনকে সপ্ততি, সহদেবকে সাত, নকুলকে চতুঃষষ্টি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাত, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে সাত এবং সাত্যকিরে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে সহদেবের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুত বেগে দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহারে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুলও কুরুরাজকে অতিভীষণ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সপ্ততি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, ভীমসেন অশীতি ও সাত্যকি এক শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্যসমক্ষে এই রূপে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার হস্তলাঘব ও বীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ

হইতে লাগিল। পলায়মান কৌরব পক্ষীয় যোধগণ কিয়দ্দূরমাত্র গমন করিয়া পুনরায় দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে তরঙ্গমালা সঙ্কুল সমুদ্রের নিস্বনের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন সেই মহাধনুর্দ্ধরগণ অরাতিনাশন পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর দ্রোণতনয় ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের শরনিকরে সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোধগণ আর কিছুই অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অসহ্য পরাক্রমশালী মহাবীর অশ্বত্থামা ও বৃকোদর পরস্পর প্রতিকার পরায়ণ হইয়া দশ দিক্ বিত্রাসিত করত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এ দিকে মহাবীর শকুনি যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত, তাঁহার চারি অশ্বকে নিহত ও সৈন্যগণকে কম্পিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। প্রবল প্রতাপশালী সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে শকুনির শরে নিপীড়িত দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন সত্বরে অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক শকুনির সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে প্রথমে নয় ও তৎপরে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ বীরদ্বয়ের যুদ্ধ অতি বিচিত্র, ঘোরতর ও সিদ্ধ চারণ প্রভৃতি দর্শকগণের তৃপ্তিজনক হইয়াছিল।

ঐ সময় শকুনির পুত্র মহাবীর উলূক যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর নকুলের প্রতি শর বর্ষণ করত ধাবমান হইলেন। মহাবল মাদ্রীতনয়ও চতুর্দ্দিক্ হইতে শর বর্ষণ করত তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ মহারথদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত্রুসূদন সাত্যকি, দেবরাজ যেমন বলির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও মহাস্ত্র ধারণ করিয়া ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর প্রভিন্নগণ্ড বন্য মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর কৃপাচার্য্য কোপান্বিত হইয়া নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত দ্রৌপদীতনয়গণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণীর যেরূপ বিরোধ হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালীতনয়গণের সহিত কৃপাচার্য্যের অনিবার্য্য ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রিয় সকল মূর্খকে যেমন কষ্ট প্রদান করে, তদ্রূপ দ্রৌপদীনন্দনগণ তাঁহারে কষ্ট প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে দ্রৌপদীতনয়দিগের সহিত কৃপাচার্য্যের অতি বিচিত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় অতি ভীষণ ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পদাতিগণ পদাতিদিগকে, গজযূথ গজযূথকে, অশ্ব সকল অশ্ব সকলকে এবং রথিগণ রথীদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুসূদন বীরগণ পরস্পর সংগ্রামে মিলিত হইয়া পরস্পরকে বিদ্ধ ও আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের অস্ত্রবেগ, করিকুলের নিশ্বাস এবং রথ ও অশ্বারোহিগণের গমনাগমনজনিত বায়ুবেগে সমরাঙ্গন হইতে ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া ভূমণ্ডল ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন করিল। তখন নভোমণ্ডল সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দিবাকরের প্রভা তিরোহিত হইয়া

গেল ও বীরগণ এককালে অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর পরস্পর প্রহারপরায়ণ বীরগণের গাত্র হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হওয়াতে অতি অল্প ক্ষণমধ্যে সেই প্রভূত রজোরাশি প্রশমিত হইয়া গেল। যোদ্ধাদিগের বর্ম্মের উপর মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের করজাল নিপতিত হওয়াতে উহা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন আমরা পুনরায় বীরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের শরপতনশব্দ পর্ব্বতোপরি দহ্যমান বেণুবনের শব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে আপনার সৈন্যগণ সমরপরাঙ্মুখ ও ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন পরম প্রযত্ন সহকারে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যোদ্ধারা সকলেই প্রত্যাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের বিজয় লাভাভিলাষে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষে সুরাসুরসংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তৎকালে উভয় পক্ষে কোন সৈন্যই আর সমরপরাঙ্মুখ হইল না। সকলেই অনুমান ও পরস্পরের নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময় রণস্থলেও অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভূপালবর্গ সমভিব্যাহারে বিপক্ষগণকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুশাণিত তিন শরে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া চারি নারাচে কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মারে অশ্ববিহীন দেখিয়া তাঁহারে লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য আট শরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার অভিমুখে সাত শত রথী প্রেরণ করিলেন। রথিগণ মহাবেগে ধর্ম্মরাজের রথাভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং জলদজাল যেমন দিবাকরকে তিরোহিত করে, তদ্রূপ শরনিকরে ধর্ম্মরাজকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। শিখণ্ডিপ্রমুখ মহারথগণ যুধিষ্ঠিরের সেই রূপ অবস্থা দর্শনে উহা নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিঙ্কিণীজালজড়িত অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বরে গমন করিলেন।

অনন্তর উভয় পক্ষে যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ পাঞ্চালদিগের সহিত কৌরব পক্ষীয় সাত শত রথীরে বিনাশ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ রূপ যুদ্ধ আমরা কখন দর্শন বা শ্রবণও করি নাই। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে অব্যবস্থিত যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ও উভয় পক্ষীয় অসংখ্য বীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে সমরাঙ্গনে অনবরত শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। যোদ্ধারা শরনিকরে পরস্পরের মর্ম্ম ছেদন পূর্ব্বক জয় লাভাভিলাষে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই বহুসংখ্য মহিলাগণের কেশসংস্কার নিবারক শোকজনক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ভূতল ও নভোমণ্ডলে অতি ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইল। পর্ব্বতবনসমাকীর্ণ পৃথিবী ঘোরতর শব্দ করত বিকম্পিত হইয়া উঠিল। দণ্ড ও উল্মুকযুক্ত উল্কা সকল সূর্য্যমণ্ডল সমাহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। প্রবল বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্কররাশি বর্ষণ করিতে

আরম্ভ করিল এবং করিনিকর কম্পিত-কলেবর হইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া স্বর্গ লাভাভিলাষে সেই পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গান্ধাররাজতনয় শকুনি যোদ্ধাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা সম্মুখে যুদ্ধ কর, আমি পশ্চাৎভাগে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতেছি। মদ্রদেশীয় যোদ্ধা ও অন্যান্য বীরগণ সুবলনন্দনের বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বিপক্ষেরা শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মদ্ররাজের সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহারাজ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় সমরপরাঙ্মুখ হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শকুনি তাহাদিগকে কহিলেন, সৈন্যগণ! তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পলায়ন পূর্ব্বক অধর্ম্মানুষ্ঠান করা তোমাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! ঐ সময় গান্ধাররাজ শকুনির দশ সহস্র প্রাসধারী অশ্বারোহী ছিল; তিনি পশ্চাৎভাগে অবস্থান করত সেই সমস্ত সৈন্য লইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ বায়ু সঞ্চালিত অভ্রজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার সমক্ষে সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে মহাবল সহদেবকে কহিলেন, হে সহদেব! ঐ দেখ, দুর্ম্মতি সুবলনন্দন আমাদিগের পশ্চাৎভাগে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার সম্মুখীন হইয়া উহারে সংহার কর। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, তিন সহস্র পদাতি এবং হস্তী ও অশ্বগণ তোমার সমভিব্যাহারে গমন করুক। আমি পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে শরানলে রথীদিগকে দগ্ধ করিতেছি। মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এই রূপ আদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে আরোহি সমবেত সাত শত হস্তী, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও তিন সহস্র পদাতি এবং দ্রৌপদীর আত্মজগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমরদুর্ম্মদ শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শকুনিরে অতিক্রম করিয়া জয়াভিলাষে পশ্চাৎভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহিগণ ক্রোধভরে রথীদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক শকুনির সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সহদেবের সৈন্যগণের সহিত শকুনির সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী সকল শর বর্ষণে বিরত হইয়া তাহাদের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কে আত্মপক্ষ আর কেই বা পরপক্ষ, তাহা বোধগম্য হইল না। কৌরব ও পাণ্ডবগণ নক্ষত্রপাতের ন্যায় শূরগণবিসৃষ্ট শক্তিসম্পাত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নভোমণ্ডল নির্ম্মল ঋষ্টি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। প্রাস সমুদায় শলভশ্রেণীর ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইল। অসংখ্য অশ্ব শরবিদ্ধ ও রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং কতগুলি পরস্পর পরিপেষিত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর রণস্থল সৈন্যসমুত্থিত ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইলে ঘোরতর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল। তখন অসংখ্য অশ্ব ও মনুষ্য তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

কতগুলি সৈন্য ভূতলে নিপতিত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পরস্পরের কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল এবং কেহ কেহ পরস্পরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক মল্লের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইল। কোন কোন বীর অশ্বপৃষ্ঠে নিহত হইলে অশ্বেরা তাহাদিগকে লইয়া ধাবমান হইল এবং কেহ কেহ গতাসু হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় রুধিরোক্ষিত শস্ত্রখণ্ডিত ভুজদণ্ড, ছিন্ন কেশপাশ, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র, নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং শোণিতসিক্ত বর্ম্মধারী পরস্পর বধাভিলাষী উদ্যতায়ুধ সৈনিকগণে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইলে কেহই আর অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দূরে গমন করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সুবলনন্দন মুহূর্ত্ত কাল যুদ্ধ করিয়া হতাবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্বসৈন্যের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন শোণিতলিপ্ত কলেবর পাণ্ডব সেনাগণও অবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্ব লইয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিল। তখন জীবিত নিরপেক্ষ রক্তাক্তদেহ পাণ্ডব পক্ষীয় অশ্বারোহিগণ কহিল, হে বীরগণ! এখানে মহাগজের কথা দূরে থাকুক, রথ লইয়া যুদ্ধ করাও সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব রথিগণ রথীদিগের প্রতি এবং কুঞ্জর সকল কুঞ্জরগণের অভিমুখে গমন করুক। সুবলনন্দন শকুনি পলায়ন পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছে আর যুদ্ধ করিতে আগমন করিবে না।

অশ্বারোহিগণ এই কথা বলিলে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও করিসৈন্যগণ পাঞ্চাল বংশোদ্ভব মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিল। সহদেবও একাকী রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। এই রূপে সৈন্য সকল অপসৃত হইলে শকুনি পুনরায় সংগ্রামে আগমন পূর্ব্বক এক পার্শ্ব হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণ পুনরায় প্রাণপণে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যোধগণ পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মস্তক সকল খড়্গাঘাতে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন তালফল নিপতিত হইতেছে। ছিন্ন ভিন্ন কলেবর, ঊরু ও অস্ত্রযুক্ত বাহুনিচয় নিপতিত হওয়াতে ঘোরতর চটচটা শব্দ সমুত্থিত হইল। যোধগণ শাণিত শস্ত্র সমূহে ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণকে নিপীড়িত করত আমিষলোলুপ বিহঙ্গমকুলের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রোধাবিষ্ট বীরগণ আমি পূর্ব্বে প্রহার করিব, আমি পূর্ব্বে প্রহার করিব বলিয়া ধাবমান হইয়া সহস্র সহস্র যোদ্ধারে নিপাত করিলেন। গতাসু নিপতমান অশ্বারোহিগণের সজ্ঘর্ষণে শত শত বীর ভূতলে নিপতিত হইল। নিতান্ত পিষ্ট চঞ্চল অশ্বগণের হ্রেষারব এবং সন্নদ্ধগাত্র পরমর্ম্মবিদারণোদ্যত মনুষ্যগণের চীৎকার ও অস্ত্রশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ শ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিশিত শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। তাহাদের বাহনগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইল। বীরগণ রুধিরগন্ধে মত্ত ও বিচেতন প্রায় হইয়া কি স্বকীয় কি পরকীয় যোধগণকে প্রাপ্তিমাত্রই বিনাশ করিতে লাগিলেন। কতগুলি ক্ষত্রিয় জিগীষাপরবশ হইয়া বিপক্ষের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্রের সমক্ষেই এই রূপ ঘোরতর সৈন্যক্ষয় হইতে

লাগিল। তখন বৃক, গৃধ্র ও শৃগালগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সমরভূমি মনুষ্য ও অশ্বগণের দেহে সমাচ্ছন্ন ও রুধিরপ্রবাহে সমাকুল হইয়া ভীরুজনের নিতান্ত ভয়াবহ হইল। উভয় পক্ষীয় বীরগণ অসি, পট্টিশ ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রে বারংবার ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সমরে নিবৃত্ত হইলেন না; যত ক্ষণ জীবিত রহিলেন, স্ব স্ব শক্ত্যনুসারে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনেক যোদ্ধা অরাতিগণের অস্ত্রে আহত হইয়া রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক নিপতিত হইল। কবন্ধগণ সমুত্থিত হইয়া যোধগণের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত অসি সমুদ্যত করিতে লাগিল। অসংখ্য যোদ্ধা রুধিরগন্ধে মোহ প্রাপ্ত হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরশব্দ তিরোহিত প্রায় হইলে সুবলনন্দন শকুনি অল্পাবশিষ্ট অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও অতি সত্বরে শকুনির অভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় উদ্যতাস্ত্র হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ সমরসাগর সমুত্তীর্ণ হইবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে শকুনিরে পরিবেষ্টন করিয়া বিবিধ শরনিকরে তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণ পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। অস্ত্রহীন পদাতিগণ কেহ কেহ পদ দ্বারা ও কেহ কেহ মুষ্টি দ্বারা পরস্পরকে নিহত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিল। পুণ্যক্ষয় হইলে সিদ্ধগণ যেমন বিমান হইতে ভূতলে নিপতিত হন, তদ্রূপ রথিগণ রথ হইতে ও গজারোহিগণ গজ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এই রূপে সেই প্রাস, অসি ও শরসঙ্কুল ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যোধগণ পরস্পর মিলিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ বন্ধু, কেহ কেহ পুত্রগণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম অতি অব্যবস্থিত হইয়া পড়িল।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের শরে কৌরব সৈন্য নিহত ও সমরকোলাহল স্থগিত হইলে গান্ধাররাজতনয় শকুনি হতাবশিষ্ট সাত শত অশ্ব লইয়া সংগ্রামে আগমন পূর্ব্বক সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করত ক্ষত্রিয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বীরগণ! মহারাজ দুর্য্যোধন এ ক্ষণে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? তখন ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, হে সুবলনন্দন! ঐ যে স্থানে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন সুন্দর আতপত্র বিরাজিত রহিয়াছে; যে স্থানে বর্ম্মধারী রথিগণ অবস্থান করিতেছেন এবং যে স্থানে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তুমুল শব্দ হইতেছে; আপনি ঐ স্থানে গমন করুন, মহারাজ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইবেন। মহাবীর শকুনি যোধগণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া বিচিত্র যুদ্ধনিপুণ বীরগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে আত্মপক্ষীয় রথিগণে পরিবৃত দেখিয়া আপনারে কৃতকার্য্য বোধ করিয়া রথীদিগকে আনন্দিত করত তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদায় অশ্ব জয় করিয়াছি, তুমি রথীদিগকে পরাজয় কর। এ ক্ষণে পাণ্ডবগণের রথিগণ নিহত হইলে আমরা অনায়াসে পাণ্ডবগণের সমুদায় গজসৈন্য ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতে পারিব।

হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ সুসজ্জিত ও রথারূঢ়

হইয়া পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শরাসন বিধূনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও নির্ম্মুক্ত শরজালের সুদারুণ শব্দে রণস্থল পরিপূর্ণ হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কার্ম্মুকধারী বীরগণকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! তুমি অসম্ভ্রান্ত চিত্তে অশ্ব চালন পূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হও; আজি আমি নিশিত শরনিকরে শত্রুগণকে নিঃশেষিত করিব। আজি অষ্টাদশ দিবস হইল, আমাদিগের এই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কৌরবগণের সাগর সদৃশ সৈন্য আমাদিগের বিক্রমপ্রভাবে এ ক্ষণে গোষ্পদের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। দৈবের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! মহাবীর ভীষ্ম নিহত হইলে আমাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই দুর্য্যোধনের শ্রেয়স্কর ছিল; কিন্তু ঐ দুরাত্মা মোহাবেশপ্রভাবে তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হইল না। পিতামহ দুর্য্যোধনকে যে রূপ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ নির্ব্বোধ তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করে নাই। হে বাসুদেব! সেই ঘোরতর সংগ্রামে মহাবীর ভীষ্ম সমরশয্যায় শয়ান হইলে কৌরবগণ পুনরায় যে কি নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলেই মূর্খ, নচেৎ তাহারা ভীষ্মকে নিপতিত দেখিয়া পুনরায় কি নিমিত্ত আমাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যাহা হউক, পিতামহের মানবলীলা সম্বরণানন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কর্ণপুত্র, বিকর্ণ, শ্রুতায়ু, জলসন্ধ, শ্রুতায়ুধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব এবং জয়দ্রথ, রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লিক, সোমদত্ত, ভগদত্ত, সুদক্ষিণ ও দুঃশাসন এবং অবন্তি দেশীয় বীরগণ নিহত হইলেও এই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড উপশমিত হইল না। মহাবল পরাক্রান্ত অক্ষৌহিণীপতি ভূপালগণ ভীমশরে সমরশয্যায় শয়ন করিলেও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ লোভ মোহ প্রভাবে যুদ্ধে নিবৃত্ত হয় নাই। হায়! মূঢ়মতি দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে কৌরব কুলোৎপন্ন আর কোন্ রাজা এই নিরর্থক বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে? হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপক্ষকে গুণ ও বল বীর্য্যে সর্ব্বাধিক অবগত হইয়া কদাচ তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে তুমি আমাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধনকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হয় নাই। সে যখন তোমার বাক্য রক্ষা করে নাই, তখন অন্যের বাক্য কিছুতেই রক্ষা করিবে না। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর সন্ধি স্থাপনে অনুরোধ করিলে যে দুরাত্মা তাঁহাদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহার আর কিরূপে রক্ষা হইবে? যে পাপাত্মা মূঢ়তা নিবন্ধন হিতবাদী বৃদ্ধ পিতা ও মাতারে অসম্মান পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সে এ ক্ষণে কি নিমিত্ত অন্যের বাক্য শ্রবণ করিবে। হে জনার্দ্দন! দুর্য্যোধনের কার্য্য ও দুর্নীতি দর্শনে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঐ হতভাগ্যই কৌরবকুল সমূলে নির্ম্মূল করিবে। এ ক্ষণে সে কোন ক্রমেই সহজে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবে না। মহাত্মা বিদুর আমারে বারংবার কহিয়াছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন জীবনসত্ত্বে কদাচ তোমাদিগকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিবে না। সে যত দিন জীবিত থাকিবে, সততই তোমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিবে। অতএব তোমরা যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কোন রূপেই সেই দুরাত্মার নিকট হইতে রাজ্য গ্রহণে সমর্থ হইবে না।

হে মাধব! সত্যবাদী মহাত্মা বিদুর যে রূপ কহিয়াছিলেন, এ ক্ষণে দুরাত্মা দুর্য্যো-

ধনের সেই রূপ কার্য্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ দুরাত্মা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম হইতে আনুপূর্ব্বিক হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও তদ্বিষয়ে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছিল। এ ক্ষণে তাহার নিশ্চয়ই বিনাশ কাল উপস্থিত হইয়াছে। ঐ কুলাঙ্গার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সিদ্ধ পুরুষেরা বারংবার কহিয়াছিলেন যে, এই দুরাত্মার পাপেই সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইবে। এ ক্ষণে তাঁহাদের সেই বাক্য সত্যই হইল। অসংখ্য ভূপাল দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ সমুপস্থিত হইয়া বিনাশ লাভ করিয়াছেন। এ ক্ষণে যে সকল সৈন্য অবশিষ্ট আছে, আজি আমি তাঁহাদের সকলকেই বিনাশ করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট ও শিবির শূন্য দেখিয়া আমাদিগের হস্তে নিহত হইবার নিমিত্ত অবশ্যই স্বয়ং যুদ্ধার্থে আগমন করিবে। বোধ হয়, তাহা হইলেই এই বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে। হে মাধব! আমি ঐ দুরাত্মার কার্য্য দর্শন, বিদুরের বাক্য শ্রবণ ও আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া এই রূপই অনুমান করিতেছি। এ ক্ষণে তুমি কৌরব সৈন্যমধ্যে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি অদ্য নিশিত শরনিকরে দুর্য্যোধন ও তাহার দুর্ব্বল সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপ কহিলে মহাত্মা বাসুদেব রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া নির্ভীক চিত্তে বল পূর্ব্বক সেই শরশক্তিসঙ্কুল, গদা পরিঘ সমাকীর্ণ, চতুরঙ্গ বল সম্পন্ন কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকেই অর্জ্জুনের সেই বাসুদেব পরিচালিত শ্বেতাশ্বগণ নয়নগোচর হইল। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় এই রূপে সমরাঙ্গনে সমাগত হইয়া জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সুতীক্ষ্ণ শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নতপর্ব্ব শরনিকরের ঘোরতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। গাণ্ডীবপ্রেরিত অশনি সদৃশ শরজাল বীরগণের বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন ও হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিয়া শব্দায়মান পতঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ফলত তৎকালে সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে একবারে সমুদায় সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইল। তৎকালে কাহারও আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। বীরগণ দাবানলে দহ্যমান গজযূথের ন্যায় অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল না। তখন প্রবল প্রতাপশালী ধনঞ্জয় প্রজ্বলিত পাবক যেমন শুষ্ক লতা পরিপূর্ণ অসংখ্য পাদপ সম্পন্ন মহাবন দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে শরানলে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি কি হস্তী, কি অশ্ব, কি মনুষ্য, কাহারও প্রতি দুই বার শর প্রয়োগ করিলেন না। পূর্ব্বে বজ্রপাণি ইন্দ্রের প্রভাবে দৈত্যগণ যেমন বিনষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ এ ক্ষণে সেই এক বীর ধনঞ্জয়ের বিবিধ শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণ নিহত হইতে লাগিল।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় বীরগণ সংগ্রামে নিবৃত্ত না হইয়া ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবার মানসে তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবপ্রভাবে তাহাদিগের মনোরথ বিফল করিলেন। তাঁহার অশনি সদৃশ অসহ্য শরনিকর জলধর নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণ সেই শরনিকর সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও কেহ কেহ বয়স্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পুত্রের সমক্ষেই

তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অনেকের রথাশ্ব ও অনেকের সারথি নিহত হইল এবং অনেকের অক্ষ, যুগ, চক্র ও ঈষা ভগ্ন হইয়া গেল। কেহ কেহ অস্ত্রহীন ও কেহ কেহ নিতান্ত শরপীড়িত হইল। কেহ কেহ অক্ষতশরীর হইয়াও ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। বাহন শূন্য হইয়া কেহ কেহ পুত্র ও কেহ কেহ পিতাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। অনেকানেক মহারথ দৃঢ়তর আঘাতে মোহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারথগণ তাঁহাদিগকে স্বীয় রথে সমারোপিত করিয়া ক্ষণকাল আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় সমরস্থলে সমাগত হইলেন। কেহ কেহ দুর্য্যোধনের আদেশ রক্ষার্থে সমাহত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। কোন কোন বীর পানীয় পান, কেহ কেহ অশ্বগণের শ্রমাপনোদন, কেহ কেহ বর্ম্ম পরিধান, কেহ কেহ রথ সজ্জা এবং কেহ পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে আশ্বাস প্রদান ও স্বীয় শিবিরে সংস্থাপন করিয়া পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত বীরগণকে অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন দানবগণ ত্রৈলোক্য বিজয়ে সমুদ্যত হইয়াছে।

ঐ সময় অনেক মহাবীর সুবর্ণভূষিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সহসা সমাগত হইয়া পাঞ্চালরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও নকুলপুত্র শতানীক কৌরব পক্ষীয় বীরদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরব সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাদের বিনাশ বাসনায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন পাঞ্চালতনয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচ, অর্দ্ধ নারাচ ও বৎসদন্ত বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ ও তাঁহার বাহু ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনের পদাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিপাতে কুরুরাজের চারি অশ্বকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দুর্য্যোধন রথবিহীন হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণকে নিতান্ত নিস্তেজ দেখিয়া সুবলনন্দন শকুনির সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

এই রূপে কৌরব পক্ষীয় রথ সকল ভগ্ন হইলে দুই সহস্র গজারোহী সৈন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে পঞ্চ পাণ্ডবকে পরিবেষ্টন করিল। পাণ্ডবগণ করিসৈন্য পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছাদিত গ্রহগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন সুতীক্ষ্ণ বিবিধ নারাচে সেই পর্ব্বতাকার গজসৈন্য বিপোথিত করিতে আরম্ভ করিলে কুঞ্জরগণ অর্জ্জুনের এক এক শরে নিহত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে অসংখ্য সৈন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ঐ সময় মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীর ভীমসেন সেই গজসৈন্য সন্দর্শনে ক্রোধভরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পর্ব্বতাকার হস্তী সকল বৃকোদরের গদাঘাতে বিদীর্ণকুম্ভ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাজা

যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয় রোষাবিষ্ট হইয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত নিশিত শরনিকরে সেই গজারোহিগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে আপনার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে পরাজিত হইয়া অশ্বারোহণে তথা হইতে প্রস্থান করিলে মহাবীর পাঞ্চালনন্দনও পাণ্ডবগণকে গজসৈন্যে পরিবেষ্টিত অবলোকন করিয়া প্রভদ্রকগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ইহাঁরা রথিগণমধ্যে রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন না করিয়া বিবর্ণ বদনে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, রাজা দুর্য্যোধন কোথায় গমন করিয়াছেন? হে মহারাজ! সেই ঘোরতর লোকক্ষয়কালে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাহাদের মনে এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কুরুরাজ নিহত হইয়াছেন। তখন কোন কোন যোদ্ধা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দুর্য্যোধনের সারথি বিনষ্ট হওয়াতে তিনি শকুনির নিকট গমন করিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষত বিক্ষত ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, দুর্য্যোধনকে লইয়া আর আমাদিগের কি কার্য্য সাধন হইবে, তবে তিনি জীবিত আছেন কি না এক বার তাহার অনুসন্ধান কর। এ ক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিয়া এই দিকে আগমন করিতেছে; অতএব আমরা যে সমস্ত সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়াছি, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই। হে মহারাজ! তৎকালে শরনিকর নিপীড়িত ক্ষতবিক্ষত কলেবর হতবাহন ক্ষত্রিয়গণ অপরিস্ফুট রূপে এই প্রকার কহিতে লাগিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ক্ষত্রিয়দিগের মুখে ঐরূপ কথা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চাল সৈন্যগণের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত সুবলনন্দন শকুনির সন্নিধানে গমনে সমুদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কৌরব সৈন্যগণকে বিনাশ করত আগমন করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণকে প্রহৃষ্ট মনে আগমন করিতে দেখিয়া এককালে প্রাণ রক্ষায় নিরাশ হইল। উহাদিগের মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন আমরা পাঁচ জন সেই সমস্ত সৈন্যকে ক্ষীণায়ুধ ও অরাতিগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া বহুসংখ্যক অশ্ব ও হস্তী লইয়া কৃপাচার্য্যের সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণপণে পাঞ্চাল সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম এবং অল্প ক্ষণমধ্যেই অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিতে লাগিলাম। তথায় আমাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদিগকে পরাজয় করিলে আমরা রণস্থল হইতে অপসৃত হইলাম। অনন্তর মহারথ সাত্যকি চারি শত রথীর সহিত আমার প্রতি ধাবমান হইলেন। আমি শ্রান্তবাহন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিয়া নরকে নিপতিত পাপপরায়ণের ন্যায় সাত্যকির সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলাম। তখন মুহূর্ত্ত কাল ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পরিশেষে মহাবীর সাত্যকি আমার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আমাকে মুচ্ছি্ত ও ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া দৃঢ়তর রূপে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর গদা ও অর্জ্জুন নারাচ দ্বারা হস্তীদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই পর্ব্বতোপম মাতঙ্গগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে গাঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে

পাণ্ডবগণের রথমার্গ অবরুদ্ধ প্রায় হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সেই সমস্ত মৃত হস্তীদিগকে অপসারিত করিয়া রথগমনের পথ পরিষ্কৃত করিলেন। এ দিকে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রথিগণমধ্যে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন মনে শকুনির সন্নিধানে গমন করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন অদৃশ্য হইলে এবং পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর গজানীক নিহত ও কৌরব বল নিপীড়িত করিয়া প্রাণঘাতন দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্ব্বিষহ, অরিহা, দুর্ব্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ ও শ্রুতর্ব্বা আপনার এই কয়েকটী হতাবশিষ্ট যুদ্ধবিশারদ পুত্র ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। তখন মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব পুনর্ব্বার রথারূঢ় হইয়া আপনার পুত্রগণের মর্ম্মদেশে নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কুমারগণ ভীমশরে সমাকীর্ণ হইয়া তাঁহারে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর কোপাবিষ্ট হইয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা দুর্ম্মর্ষণের শিরশ্ছেদন ও সর্ব্বাবরণভেদী ভল্ল দ্বারা মহারথ শ্রুতান্তের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক অম্লান মুখে নারাচ দ্বারা জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর জয়ৎসেন ভূতলে নিপতিত হইয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহাবীর শ্রুতর্ব্বা তদ্দর্শনে কোপপূর্ণ হইয়া নতপর্ব্ব শত বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। বৃকোদর তৎকালে তাঁহার উপর শরনিক্ষেপ না করিয়া বিষাগ্নি সদৃশ তিন বাণে জৈত্র, ভূরিবল ও রবি এই তিন জনকে নিপাতিত করিলেন। বীরত্রয় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া বসন্তকালে ছিন্ন কিংশুক পাদপত্রয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন এক সুতীক্ষ্ণ ভল্লে দুর্ব্বিমোচনের জীবন নাশ করিলে তিনি রথ হইতে নিপতিত হইয়া বায়ুভগ্ন গিরিকূটজাত পাদপের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর দুই দুই বাণে দুষ্প্রধর্ষ ও সুজাতকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। তখন মহাবীর দুর্ব্বিষহ মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদর তাঁহারেও ধনুর্দ্ধরগণ সমক্ষে ভল্লের আঘাতে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর শ্রুতর্ব্বা ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে সুবর্ণ ভূষিত শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও বিষাগ্নি তুল্য বিবিধ শর বর্ষণ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রুতর্ব্বারে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত শরজালে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বকালে জম্ভাসুর ও বাসবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ এ ক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের অতি বিচিত্র ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগের যমদণ্ড সদৃশ নিশিত শরজালে ভূমণ্ডল দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর শ্রুতর্ব্বা কোপান্বিত হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের বাহুদ্বয় ও বক্ষস্থলে শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তাঁহার শরে অতিমাত্র

বিদ্ধ হইয়া পর্ব্বকালীন সাগরের ন্যায় নিতান্ত অস্থির হইলেন এবং রোষাবিষ্ট চিত্তে শ্রুতর্ব্বার চারি অশ্ব ও সারথির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তাঁহারে অবিরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শ্রুতর্ব্বা ভীমসেনের প্রভাবে বিরথ হইয়া খড়্গচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর ক্ষুরপ্র দ্বারা সেই খড়্গচর্ম্মধারী মহাবীরের শিরশ্ছেদন করিলেন। শ্রুতর্ব্বার মস্তক বিহীন কলেবর রথ হইতে নিপতিত হওয়াতে বসুধাতল শব্দায়মান হইল। তখন আপনার পক্ষীয় ভয়মোহিত যোধগণ যুদ্ধার্থে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রতাপান্বিত বৃকোদরও হতশেষ বলার্ণব হইতে সমাগত বর্ম্মধারী যোধগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন কৌরবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কৌরব পক্ষীয় যোধগণ কর্ত্তৃক সমন্তাৎ পরিবৃত হইয়া সুররাজ যেমন অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন এবং অবিলম্বে পাঁচ শত মহারথ, সাত শত কুঞ্জর, এক লক্ষ পদাতি ও আট শত অশ্ব নিপাতিত করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে আপনার পুত্রগণ নিহত হওয়াতে তিনি আপনারে কৃতার্থ ও অপনার জন্ম সার্থক বলিয়া বোধ করিলেন। ঐ সময় আপনার পক্ষীয় যোধগণ সেই কৌরবনিসূদন মহাবীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না। মহাবীর ভীমসেন এই রূপে কৌরবগণকে বিদ্রাবিত ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া বাহ্বাস্ফোটনে করিগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। তখন সেই অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরব সৈন্য নিতান্ত দীন ভাবাপন্ন হইয়া রহিল।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণের মধ্যে কেবল দুর্য্যোধন ও দুর্দ্ধর্ষ অশ্বগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবকীনন্দন জনার্দ্দন দুর্য্যোধনকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! অসংখ্য জ্ঞাতি শত্রু নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ, শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সঞ্জয়কে গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। নকুল ও সহদেব কৌরব পক্ষীয় যোধগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে। কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথ অশ্বত্থামা ইঁহারা তিন জন এ ক্ষণে দুর্য্যোধনের সমীপে বর্ত্তমান নহেন। ঐ দেখ, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে নিহত করিয়া প্রভদ্রকগণের সহিত অবস্থান করিতেছে। ঐ দেখ, শ্বেতছত্র পরিশোভিত দুর্য্যোধন আপনার সমুদায় সৈন্য ব্যূহিত করিয়া অশ্বমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বারংবার চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছে। তুমি অচিরাৎ নিশিত শরনিকরে উহারে নিপাতিত করিয়া কৃতকার্য্য হইবে। এই সমস্ত কৌরব সৈন্য গজানীক নিহত ও তোমারে সমরে সমাগত দেখিয়া যে পর্য্যন্ত পলায়ন না করে, তাবৎ তুমি দুর্য্যোধনের পরাজয় চেষ্টা কর। কোন ব্যক্তি ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিয়া তাঁহারে এই স্থানে আনয়ন করুক। পাপাত্মা দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায় শ্রান্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। ঐ নরাধম তোমার অসংখ্য সৈন্য সংহার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল বিবেচনা করিয়া ভীষণবেশে অবস্থান করিতেছে। এ ক্ষণে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া অবশ্যই সংগ্রামে আগমন করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে

কহিলেন, সখে! ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় সমুদায় পুত্রকে নিহত করিয়াছেন। যে দুই জন এ ক্ষণে বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহারাও আজি বিনষ্ট হইবে। কৌরব পক্ষের মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও মদ্ররাজ শল্য নিহত হইয়াছেন। এ ক্ষণে কেবল শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত মাতঙ্গ ও তিন সহস্র পদাতি এবং অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, উলূক, শকুনি ও কৃতবর্ম্মা এই কয়েক জন যোধ মাত্র অবশিষ্ট রহিবাছে। কৃতান্তের হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই। আজি নিশ্চয়ই মহারাজ যুধিষ্ঠির শক্রহীন হইবেন। শক্রপক্ষের কেহই পরিত্রাণ পাইবে না! আজি বিপক্ষ পক্ষের যে যে মদোদ্ধত বীর সমর পরিত্যাগ না করিবে, তাহারা মনুষ্য না হইলেও তাহাদিগকে নিপাতিত করিব। আজি নিশিত শরনিকরে শকুনিরে নিহত করিয়া ঐ দুরাত্মা দ্যূতক্রীড়ায় আমাদের যে সকল রত্ন হরণ করিয়াছিল, তৎসমুদায় প্রত্যাহরণ করিব। আজি রাজা যুধিষ্ঠির স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিবেন। আজি হস্তিনার অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণ স্ব স্ব পতি পুত্রদিগকে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে। আজি আমার সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। আজি দুর্য্যোধনস্বীয় রাজশ্রী ও জীবন পরিত্যাগ করিবে। ঐ দুরাত্মা আমার ভয়ে সংগ্রাম হইতে পলায়ন না করিলে নিঃসন্দেহই উহারে নিপাতিত করিব। ধার্ত্তরাষ্ট্র যে সমুদায় অশ্ব সৈন্যের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, উহারা আমার জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণেও সমর্থ নহে। এ ক্ষণে তুমি অশ্ব সঞ্চালন কর, আমি অচিরাৎ অরাতিগণকে নিহত করিতেছি।

হে মহারাজ! বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া দুর্য্যোধন সৈন্যের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ভীমসেন ও সহদেব ইহাঁরাও কৌরব বল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করত দুর্য্যোধনের বিনাশ বাসনায় অর্জ্জুনের সহিত ধাবমান হইলেন। ঐ সময় মহাবীর শকুনি উদ্যতকার্ম্মুক আততায়ী পাণ্ডবদিগকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্র সুদর্শন ভীমসেনের সহিত, সুশর্ম্মা ও শকুনি অর্জ্জুনের সহিত এবং অশ্বারূঢ় মহাবীর দুর্য্যোধন সহদেবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন প্রাস দ্বারা মাদ্রীপুত্রের মস্তকে আঘাত করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোহাভিভূত ও রথোপস্থে নিপতিত হইলেন এবং অল্প কাল মধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে নিশিত শরনিকরে কুরুরাজকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় সমরপরাক্রান্ত কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়ও শক্র পক্ষীয় অশ্বারোহী বীরগণের মস্তক ছেদন ও অশ্বসমুদায় সংহার করিয়া ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরগণ মিলিত হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় এক ক্ষুরপ্রে সত্যকর্ম্মার রথেষা ছেদন পূর্ব্বক আর এক শিলাশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা সহসা তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি বুভুক্ষিত সিংহ যেমন অরণ্যে মৃগ সংহার করে, তদ্রূপ সত্যেষুরে আক্রমণ পূর্ব্বক বিনাশ করিয়া তিন বাণে সুশর্ম্মারে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় সুশর্ম্মার সুবর্ণ ভূষিত রথ সমুদায় ধনঞ্জয়ের শরে বিনষ্ট হইল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুতনয় চিরসঞ্চিত তীক্ষ্ণ ক্রোধবিষ উদ্গার করত সুশ-

র্শ্মার অভিমুখীন হইয়া তাঁহারে শত বাণে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ড সদৃশ শর নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শর মহাবেগে গমন পূর্ব্বক সুশর্ম্মার হৃদয় ভেদ করিলে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আহ্লাদ ও কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। মহারথ ধনঞ্জয় এই রূপে সুশর্ম্মারে নিপাতিত করিয়া নিশিত শরনিকরে তাঁহার পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র ও সমুদায় সৈন্যগণ সংহার পূর্ব্বক হতাবশিষ্ট কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন মহাবীর ভীমসেন নিতান্ত কোপান্বিত হইয়া অম্লান মুখে শরনিকরে সুদর্শনকে অদৃশ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সুদর্শন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ বিবিধ শর বর্ষণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। মহাবীর বৃকোদর তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজের বজ্রতুল্য নিশিত শরজালে কৌরব সৈন্যগণের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। সৈন্যগণ নিহত হইলে সেনাধ্যক্ষ মহারথগণ ভীমসেনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ভীষণ শরজালে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারাও শরজাল নিক্ষেপ করত মহারথ পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণ এককালে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন এবং অনেকে পরস্পরের আঘাতে সমাহত হইয়া স্ব স্ব বান্ধবের নিমিত্ত শোক করত নিপতিত হইতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে সৈন্যক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবল প্রতাপশালী সহদেবও তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর উলূক ভীমের প্রতি দশ ও সহদেবের প্রতি নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। এই রূপে সেই মহাবীরগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আকর্ণ আকৃষ্ট সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জলধারা সদৃশ শরধারায় দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও সহদেব কৌরব সৈন্য বিনাশ করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই বীরদ্বয়ের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শরসমাচ্ছন্ন তুরঙ্গমগণ বহুতর নিহত সৈন্য আকর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হওয়াতে সমরাঙ্গনের পথ রোধ হইল। নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ এবং ছিন্ন প্রাস, ঋষ্টি, খড়্গ, চর্ম্ম, শক্তি ও পরশু সমুদায়ে রণভূমি সমাকীর্ণ হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন উহা নানাবিধ কুসুমে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ সময় বীরগণ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্বৃত্তনেত্র, দংশিতাধর, কুণ্ডলালঙ্কৃত-মুখপদ্ম এবং অঙ্গদ, বর্ম্ম, খড়্গ, প্রাস ও পরশুসমাযুক্ত গজশুণ্ডাকার বাহু দ্বারা সমরাঙ্গন আবৃত করিলেন। ক্রব্যাদগণ ইতস্তত বিচরণ ও কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য করাতে রণভূমি অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল।

মহারাজ! তৎকালে কৌরব সৈন্য অতি অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে তাহাদিগকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের মস্তকে প্রাস প্রহার করিলেন।

মাদ্রীনন্দন প্রাসের আঘাতে বিহ্বল হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সহদেবকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে সমস্ত কৌরব সৈন্য নিবারণ ও নারাচ দ্বারা অসংখ্য যোদ্ধার কলেবর ভেদ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী, গজারোহী ও শকুনির অনুচরগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া সহসা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সমরপরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা কেন পলায়ন করিতেছ? নিবৃত্ত হও। তোমাদের কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই। যে মহাবীর রণপরাঙ্মুখ না হইয়া সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপ কহিলে শকুনির অনুচরগণ প্রাণপণে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। গমনকালে তাহাদের সংক্ষুব্ধ সাগরশব্দ সদৃশ ভীষণ শব্দে চারি দিক্ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। তখন বিজয়োদ্যত পাণ্ডবগণ শকুনির অনুচরদিগকে পুরোবর্ত্তী নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সহদেব সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক শকুনিরে দশ এবং তাঁহার অশ্বগণকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে শরনিকরে সুবলনন্দনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনি সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি এবং ভীমসেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর উলূকও পিতার পরিত্রাণ বাসনায় ভীমসেনকে সাত ও সহদেবকে সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন উলূকের প্রতি সাত, শকুনির প্রতি চতুঃষষ্টি এবং তাঁহাদের পার্শ্বস্থ বীরগণের প্রতি তিন তিন শর প্রয়োগ করিলেন। বীরগণ সহদেবের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে বিদ্যুদ্বিরাজিত জলদাবলি যেমন পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সহদেবের উপর অনবরত শরধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাপ্রতাপশালী সহদেব উলূককে সমাগত সন্দর্শন করিয়া এক ভল্লে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর উলূক রুধিরাক্তকলেবর ও ছিন্নমস্তক হইয়া পাণ্ডবগণের আনন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন।

সুবলনন্দন শকুনি পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বাষ্পাকুল নয়নে ক্ষণকাল বিদুরের বাক্য স্মরণ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহদেবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি তিন শর প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর সহদেব অবিলম্বে সুবলনন্দনের শর সকল নিরাকৃত করিয়া স্বীয় শরনিকরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি অতি ভীষণ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মাদ্রীতনয়ও অবলীলাক্রমে সেই ঘোরতর খড়্গ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শকুনি ঘোরতর গদা গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে তাহাও মাদ্রীনন্দনের শরপ্রভাবে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সুবলনন্দন এক কালরাত্রির ন্যায় ভীষণ কনকভূষিত শক্তি সমুদ্যত করিয়া নকুলের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রীতনয় তাহাও অবলীলাক্রমে শরনিকরে ত্রিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ভীষণ শক্তি নিপতিত হইবার সময় বোধ হইতে লাগিল যেন গগনমণ্ডল হইতে দেদীপ্যমান বিদ্যুৎ বিশীর্ণ হইতেছে। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ শক্তি বিনিহত ও শকুনিরে

নিতান্ত ভীত দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর শকুনিও পলায়নপরায়ণ হইলেন। আপনার পুত্রদিগের আর সমরবাসনা রহিল না। জয়শীল পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে তদবস্থ দেখিয়া মহা আহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী মাদ্রীতনয় কৌরবদিগকে বিমনায়মান অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি অশ্বারোহী গান্ধার সৈন্যে পরিরক্ষিত শকুনিরে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহারে আপনার বধ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কার্ম্মুকে জ্যা আরোপিত করিয়া অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীরে যেমন আঘাত করে, তদ্রূপ ক্রোধভরে নিশিত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া কহিলেন, হে সুবলনন্দন! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে স্থির হইয়া যুদ্ধ কর; দ্যূতক্রীড়া সময়ে সভামধ্যে যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলে, আজি তাহার ফল ভোগ কর। পূর্ব্বে যে যে দুরাত্মা আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। কেবল কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন ও তুমি তোমরা দুই জন অবশিষ্ট আছ। লগুড় প্রহারে বৃক্ষ হইতে ফল যেমন নিপাতিত করে, তদ্রূপ আজি আমি ক্ষুর প্রহারে তোমার মস্তক উন্মথিত করিব।

হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব শকুনিরে এই রূপ কহিয়া ক্রোধভরে মহাবেগে তাঁহারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি রোষানলে দগ্ধ হইয়া ভীষণ শরাসন বিস্ফারণ পুরঃসর শকুনিরে দশ ও তাঁহার অশ্বগণকে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার ছত্র, ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্ব্বক তাঁহার মর্ম্মদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুবলতনয় মাদ্রীতনয়ের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এক সুবর্ণমণ্ডিত প্রাস ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার বিনাশার্থ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সহদেব তিন ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক শকুনির সেই সমুদ্যত প্রাস ও সুবৃত্ত ভুজদ্বয় যুগপৎ ছেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং সুবলনন্দনের মস্তক কৌরবগণের দুর্নীতি মূলীভূত বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে অন্য এক সর্ব্বাবরণভেদী সুবর্ণপুঙ্খ লৌহময় ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শকুনি সহদেবের সূর্য্যসন্নিভ সুবর্ণমণ্ডিত শরে ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশয্যায় শয়ান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় শস্ত্রধারী যোধগণ শকুনিরে ছিন্নমস্তক, শোণিতাক্ত কলেবর ও সমরাঙ্গনে শয়ান অবলোকন করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ ও তাঁহাদের চতুরঙ্গ বল গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণে ভীত, শুষ্কমুখ ও সংজ্ঞাহীন হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ শকুনিরে নিহত অবলোকন করিয়া মহাত্মা বাসুদেব ও যোধগণের সন্তোষ সাধনার্থ শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন এবং সহদেবকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে বীর! তুমি আজি ভাগ্যক্রমে দুরাত্মা শকুনি ও তাঁহার পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছ।

হ্রদপ্রবেশ পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে সুবলনন্দন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবগণের নিবারণে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও ক্রুদ্ধ

আশীবিষ সদৃশ তেজস্বী ভীমসেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। শকুনির অনুচরগণ সহদেবের বিনাশ বাসনায় শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবপ্রভাবে তাহাদের সেই সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন ভল্ল দ্বারা অভিমুখে সমাগত যোধগণের অস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাহাদের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। যোধগণ সব্যসাচীর শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হতাবশিষ্ট চতুরঙ্গ বল একত্র সমবেত করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে সুহৃদ্গণের সহিত পাণ্ডবদিগকে ও সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন কর। হে মহারাজ! তখন সৈন্যগণ আপনার পুত্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। পাণ্ডবগণ সেই হতাবশিষ্ট যোধগণকে অভিমুখে সমাগত দেখিয়া তাহাদের উপর আশীবিষ সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ কাহারেও রক্ষক না দেখিয়া শঙ্কাপ্রযুক্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ধূলিপটলপরিবৃত অশ্বগণ ইতস্তত ধাবমান হওয়াতে কাহারও আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। ঐ সময় পাণ্ডব সৈন্য হইতে যোধগণ বিনির্গত হইয়া কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইল। হে মহারাজ! এই রূপে পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণ আপনার পুত্রের সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিঃশেষিত প্রায় করিলেন। কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপালমধ্যে কেবল একমাত্র দুর্য্যোধন অবশিষ্ট রহিলেন। তিনি ঐ সময় দশ দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন এবং আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণের সিংহনাদ ও বাণশব্দ শ্রবণে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট ও শিবির শূন্য হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য কি পরিমাণে অবশিষ্ট রহিল? আর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনই বা ঐ সময় সেই বলক্ষয় দেখিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিল? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তৎকালে পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে দুই সহস্র রথী, সাত শত হস্ত্যারোহী, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং দশ সহস্র পদাতি অবশিষ্ট ছিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন রণস্থলে আর কাহারেও আপনার সহায় না দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং শত্রুগণের সিংহনাদ শ্রবণ ও আপনার সৈন্যক্ষয় অবলোকন করিয়া শঙ্কিত মনে নিহত স্বীয় অশ্বকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদাহস্তে পাদচারে পূর্ব্ব দিকে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ধীমান্ বিদুরের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, পূর্ব্বে বিদুর আমাদিগের ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের যে সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইবে, ইহা বিলক্ষণ অনুমান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে মনে মনে এই রূপ আন্দোলন করত হ্রদপ্রবেশাভিলাষে ধাবমান হইলেন।

এ দিকে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ক্রোধভরে দ্রুত বেগে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব প্রভাবে সেই সমস্ত শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসধারী কৌরব সৈন্যগণের সমুদায় সঙ্কল্প

নিষ্ফল করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সংহার পূর্ব্বক রথোপরি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় সুবলনন্দন হস্তী ও অশ্বগণের সহিত নিহত হওয়াতে আপনার সৈন্য ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে আপনার সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে আর কেহই জীবিত রহিলেন না।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আমারে সাত্যকির নিকট অবলোকন করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বীর! সঞ্জয়কে জীবিত রাখিবার প্রয়োজন কি? ইহারে অচিরাৎ সংহার কর। মহারথ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্য শ্রবণমাত্র নিশিত অসি দ্বারা আমারে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তথায় আগমন করিয়া সাত্যকিরে কহিলেন, যুযুধান! তুমি সঞ্জয়কে পরিত্যাগ কর; ইহারে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি ব্যাসের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আমারে কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর। এই রূপে আমি সেই অপরাহ্নে সাত্যকির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বর্ম্ম ও আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত কলেবরে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। গমন কালে রণস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত ক্ষতবিক্ষতদেহ গদাধারী একমাত্র রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করিলাম। তাঁহার লোচনদ্বয় বাষ্পবারিতে সমাকুল হওয়াতে তিনি আমারে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কুরুরাজকে শোকাকুল ও অসহায় সন্দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ আমারও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। পরিশেষে আমি যে রূপে অরাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রসাদে মুক্ত হইয়াছিলাম, তাহাই আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। তখন রাজা দুর্য্যোধন চৈতন্য লাভ ও মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া আমারে স্বীয় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কহিলাম, মহারাজ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপনার সমুদায় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণ বিনষ্ট হইয়াছেন। আমার রণস্থল হইতে আগমন সময়ে ব্যাসদেব কহিলেন, এক্ষণে কৌরব পক্ষীয় তিন জন মাত্র মহারথ জীবিত আছেন।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন আমার বাক্য শ্রবণানন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারে বারংবার নিরীক্ষণ ও আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন, সঞ্জয়! এক্ষণে আমি তোমা ব্যতিরেকে আমাদের পক্ষীয় আর কোন ব্যক্তিকেই জীবিত দেখিতেছি না। কিন্তু পাণ্ডবেরা সকলেই সহায় সম্পন্ন আছে। যাহা হউক, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ক্ষতবিক্ষত শরীরে সমর হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত হইয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছেন। হায়! মাদৃশ ব্যক্তি বিপক্ষশরে পুত্রহীন, ভ্রাতৃহীন, বন্ধুবান্ধব বিহীন ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কি রূপে জীবন ধারণ করিবে! হে মহারাজ! কুরুরাজ এই বলিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মায়াপ্রভাবে উহার সলিল স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন।

এই রূপে দুর্য্যোধন সেই হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিন মহাবীর ক্ষতবিক্ষতকলেবর ও শ্রান্তবাহন হইয়া সেই প্রদেশের অনতিদূরে সমুপস্থিত হইলেন এবং আমারে দেখিবামাত্র সত্বরে অশ্ব চালন পূর্ব্বক আমার সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, সঞ্জয়! আজি সৌভাগ্য বশত তোমারে

জীবিত দেখিলাম। আমাদিগের রাজা দুর্য্যোধন ত জীবিত আছেন? তখন আমি সেই বীরত্রয়ের নিকট দুর্য্যোধনের পরিত্রাণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কুরুরাজ হ্রদ-প্রবেশ কালে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদায় নিবেদন করিলাম এবং কুরু-রাজ যে হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখাইয়া দিলাম। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আমার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই বিস্তীর্ণ হ্রদ দর্শন পূর্ব্বক এই বলিয়া করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! কি কষ্ট! রাজা আমাদিগকে কি জীবিত বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন না। আমরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অনা-য়াসেই অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতাম।

এই রূপে সেই তিন মহারথ সেই স্থানে বহু ক্ষণ বিলাপ করিলেন। পরিশেষে তাঁ-হারা পাণ্ডবগণকে সমরক্ষেত্রে অবলোকন পূর্ব্বক আমারে কৃপাচার্য্যের রথে আরো-পিত করিয়া শিবিরে উপনীত হইলেন। ঐ সময় দিনকর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। শিবিরস্থ যাবতীয় লোক কুমার-গণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন অন্তঃপুররক্ষক বৃদ্ধগণ রাজবনিতাদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবকুলরমণীগণ বীরগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে কুররীগণের ন্যায় বারংবার উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করত মহীতল প্রতিধ্বনিত করিয়া মস্তকে করাঘাত, নখর প্রহার ও কেশোৎপাটন পূর্ব্বক হাহাকার করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ ভয়াতুর হইয়া অশ্রুকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে রাজ-বনিতাগণকে লইয়া নগরে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরের বেত্রধারী দ্বারপাল-গণ বহুমূল্য আস্তরণে মণ্ডিত শুভ্র শয্যা সমু-দায় গ্রহণ পূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইল এবং অনেকে স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে অশ্বতরীযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক নগরে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! পূর্ব্বে দিবাকরও যে কুলকামিনীগণকে অবলোকন করিতে সমর্থ হন নাই, এক্ষণে সামান্য লোকেরাও অবাধে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। ঐ সময় গোপাল মেষপালক প্রভৃতি প্রাকৃত মনুষ্যগণও ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করত নগরাভিমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে সমস্ত লোক পলায়নপরায়ণ হইলে আপনার পুত্র যুযুৎসু নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজিত এবং আমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণকে নিহত করিয়াছেন। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে কেবল আমি একাকী জীবিত রহিয়াছি। শিবিরস্থ সমস্ত লোকেই পলায়ন করি-তেছে। অদৃষ্টপূর্ব্বা রমণীগণ অনাথা ও শোকসন্তপ্তা হইয়া হরিণীগণের ন্যায় ভয়-ব্যাকুল লোচনে দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত ধাবমান হইতেছেন। দুর্য্যোধনের হতাব-শিষ্ট সচিবগণ রাজবনিতাদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন। এই সম-য়ে আমারও তাঁহাদিগের সহিত নগরে গমন করা কর্ত্তব্য। মহাবাহু যুযুৎসু এই রূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলে দয়াপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্ন চিত্তে তাঁহারে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তখন বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু রথারো-হণ করিয়া হস্তিনাভিমুখী রমণীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক সচিব-

গণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সন্ধ্যা সময়ে বাষ্পাকুল লোচনে হস্তিনায় প্রবেশ পূর্ব্বক মহাত্মা বিদুরকে অবলোকন করিয়া প্রণতি পুরঃসর তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিজ্ঞতম মহাত্মা বিদুর যুযুৎসুরে অবলোকন করিয়া অশ্রুগদগদ স্বরে কহিলেন, বৎস! কৌরবগণের এই ভয়াবহ সংগ্রামে যে তুমি জীবিত রহিয়াছ, ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে তুমি রাজা দুর্য্যোধনকে না লইয়া কি নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিলে, ইহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

যুযুৎসু কহিলেন, হে মহাত্মন্! মহাবীর শকুনি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত হইলে রাজা দুর্য্যোধনের সমস্ত পরিবার নিঃশেষিত হইল। তখন তিনি স্বীয় অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা পলায়ন করিলে অন্যান্য সকলেই ভয়ব্যাকুলিত হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। অন্তঃপুররক্ষকগণ দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের কলত্রদিগকে বাহনে সমারোপিত করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় আমি কেশবের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই পলায়নপরায়ণ ব্যক্তিগণকে রক্ষা করত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলাম।

হে মহারাজ! সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও স্বীয় কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ। প্রজাগণ যেমন দিবাকরের পুনরাগমন সন্দর্শন করে, তদ্রূপ আজি আমি ভাগ্যক্রমে সেই বীরক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমার প্রত্যাগমন সন্দর্শন করিলাম। তুমি অদূরদর্শী অব্যবস্থিতচিত্ত রাজ্যলোলুপ হতভাগ্য অন্ধ নৃপতির একমাত্র যষ্টিস্বরূপ হইয়া রহিলে। আজি তুমি এই স্থানেই বিশ্রাম কর, কল্য যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বিদুর এই মাত্র বলিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে যুযুৎসুর সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় যাবতীয় পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ হাহাকার করিতে লাগিল। রাজভবন নিরানন্দময় ও শোভাবিহীন হইল। কাহারও আর কিছুতেই সুখ রহিল না। তখন সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে আবাসে প্রবেশ করিলেন। মহামতি যুযুৎসুও সেই রজনী আপনার গৃহে অতিবাহিত করিলেন। বন্দিগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিল, কিন্তু পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত ভরত বংশীয়দিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়মন্দিরে জাগরূক হওয়াতে তিনি কোন ক্রমেই সুস্থ হইতে পারিলেন না।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিলে হতাবশিষ্ট অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং আমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তৎকালে কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় ক্ষত্রিয়রমণীগণ ধাবমান ও শিবির শূন্য হইলে আমাদিগের পক্ষীয় সেই তিন জন মহারথ পাণ্ডবগণের জয়কোলাহল শ্রবণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরও দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবার বাসনায় হৃষ্ট মনে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে পর্য্যটন করত পরম যত্ন সহকারে কুরুরাজের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন

ক্রমেই তাঁহারে দেখিতে পাইলেন না। কুরুরাজ ইতিপূর্ব্বেই গদা হস্তে রণস্থল হইতে দ্রুত বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় মায়াপ্রভাবে সলিল স্তম্ভিত করিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধনের অন্বেষণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণের বাহন সকল একান্ত পরিশ্রান্ত হইল। তখন তাঁহারা সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে শিবিরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা মৃদু পদসঞ্চারে সেই হ্রদ সন্নিধানে গমন করিয়া সলিলমধ্যে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তুমি হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া আমাদের নিকট আগমন কর এবং আমাদিগের সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় পাণ্ডুনন্দনকে বিনাশ পূর্ব্বক পৃথিবী ভোগ কর, না হয় তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া সুরলোক প্রাপ্ত হও। হে দুর্য্যোধন! তুমি পাণ্ডবগণের সৈন্য সমুদায়কে প্রায় বিনাশ করিয়াছ। যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও তোমার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। এক্ষণে আবার আমরা তোমারে রক্ষা করিতেছি, সুতরাং পাণ্ডবগণ কিছুতেই তোমার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।

তখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারথগণ! আমি ভাগ্যবলে এই রূপ ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমাদিগকে বিমুক্ত দেখিলাম। অতঃপর শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক সকলে একত্র হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিব। এক্ষণে তোমরা সকলেই সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ এবং আমিও শরনিকরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি, বিশেষত পাণ্ডবগণের সৈন্য এখনও অধিক পরিমাণে আছে, সুতরাং এ সময় যুদ্ধ করিতে আমার কোন মতেই অভিরুচি হইতেছে না। তোমরা বীরগণের অগ্রগণ্য; অতএব আমার প্রতি গাঢ়তর অনুরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধে এই রূপ উৎসাহ প্রদান করা তোমাদের নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। আমার মতে এ সময় পরাক্রম প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি এই রাত্রিটি বিশ্রাম করিয়া কল্য তোমাদিগের সমভিব্যাহারে বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি এক্ষণে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত হও। তোমার মঙ্গল হউক, আমরাই তোমার বিপক্ষগণকে বিনাশ করিব। হে বীর! আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, সত্য ও জয় দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, অদ্য নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিব। যদি আমি রজনী প্রভাত না হইতে তোমার শত্রুগণকে বিনাশ করিতে না পারি, তাহা হইলে যেন আমার সজ্জনোচিত যুদ্ধকৃত প্রীতি কদাচ অনুভূত না হয়। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি যে, পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাপি কবচ পরিত্যাগ করিব না।

হে মহারাজ! তাঁহারা এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে কতগুলি ব্যাধ মাংসভার বহন ক্লেশে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া জলোপসেবনের নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে সেই হ্রদ সন্নিধানে আগমন করিল। ঐ ব্যাধগণ ভীমের আহারার্থ প্রতিদিন পরম ভক্তি সহকারে মাংস আহরণ করিত। তাহারা সেই হ্রদের কূলে উপবেশন পূর্ব্বক নির্জ্জনে রাজা দুর্য্যোধন ও সেই সমস্ত মহারথগণের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল। ঐ সময় কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণও সমরস্পৃহাশূন্য সলিলে

নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ব্যাধগণ তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন যে হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির ঐ ব্যাধগণকে দুর্য্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া অপরিস্ফুট রূপে পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ, রাজা দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই এই হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছেন; অতএব চল, আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করি, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার নিকট বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইব। মহাবীর ভীমসেনও আমাদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আমাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিবেন। উহাঁদের দুই জনের নিকট বিপুল ধন প্রাপ্ত হইলে আর প্রতি দিন এই রূপ শুষ্ক মাংস বহন করিতে হইবে না। অর্থলোলুপ ব্যাধেরা এই রূপ পরামর্শ করিয়া প্রফুল্ল মনে মাংসভার গ্রহণ পূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

এ দিকে পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনকে দেখিতে না পাইয়া কলহের মূলোচ্ছেদ করিবার মানসে তাঁহার অনুসন্ধানার্থে রণস্থলের চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা বহু ক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কোন অনুসন্ধান পাইলাম না; সে পলায়ন করিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্যাধগণ হৃষ্ট চিত্তে অতি সত্বরে দীনভাবাপন্ন পাণ্ডবগণের শিবিরে সমুপস্থিত হইল এবং নিবারিত হইয়াও শিবিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সমীপে গমন করিয়া তাঁহারে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন মহাবীর বৃকোদর তাহাদিগকে প্রভূত ধন দান পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন, আমি লুব্ধকগণের মুখে সেই দুরাত্মার বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। সে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই প্রিয় বাক্য শ্রবণে সোদরগণের সহিত যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং জনার্দ্দনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হৃষ্টচিত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের ভীষণ সিংহনাদ ও কিল কিলা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। ক্ষত্রিয়গণ সকলেই অতি সত্বরে দ্বৈপায়ন হ্রদ সমীপে ধাবমান হইলেন। সোমকগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া দুর্য্যোধনকে দেখিয়াছি ও তাহার বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। বেগগামী রথিগণের ঘোরতর শব্দ আকাশমার্গে সমুত্থিত হইল। শ্রান্তবাহন বীরগণ অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, পাঞ্চালবংশোদ্ভব ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চালগণ চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে দ্বৈপায়ন হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রবল প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই দুর্য্যোধন সমাশ্রিত দ্বৈপায়ন হ্রদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ হ্রদ দ্বিতীয় সাগরের ন্যায়, উহার জল অতি নির্ম্মল ও সুশীতল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন গদা-

পানি হইয়া মায়াপ্রভাবে সেই জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অলক্ষিত রূপে তাহার মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব সৈন্যের সেই মেঘগম্ভীর তুমুল শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রের বিনাশ বাসনায় শঙ্খশব্দ ও রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই হ্রদের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। তখন মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা পাণ্ডব সৈন্যের সেই তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! ঐ সমরবিজয়ী পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে আগমন করিতেছে; অতএব তুমি অনুমতি প্রদান করিলে আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া মায়াপ্রভাবে জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃপ প্রভৃতি মহারথগণও শোকার্ত্ত চিত্তে বহু দূরে গমন পূর্ব্বক সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া শয়ান রহিয়াছেন, পাণ্ডবগণও যুদ্ধার্থ হ্রদসমীপে সমুপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে কিরূপে যুদ্ধ হইবে, পাণ্ডবেরা কিরূপেই বা তাঁহার অনুসন্ধান পাইবে, আর অনুসন্ধান পাইলেই বা রাজা দুর্য্যোধন কি রূপে পরিত্রাণ পাইবেন, এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই কৃপ প্রভৃতি তিন জন রথী প্রস্থান করিলে পাণ্ডবগণ সেই হ্রদের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ দুর্য্যোধনের মায়াপ্রভাবে স্তম্ভিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, কৃষ্ণ! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন মায়াবলে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্য হইতে উহার কিছুমাত্র ভয় নাই। যাহা হউক, আমি ঐ মায়াবীরে কদাচ জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিব না। যদি দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং উহার সহায়তা করেন, তথাপি লোকে ইহারে সংগ্রামে নিহত দর্শন করিবে।

বাসুদেব কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি মায়াবলে ঐ মায়াবীর মায়া বিনষ্ট করুন। মায়াপ্রভাবে মায়ারে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। অতএব আপনি উপায় দ্বারা ঐ দুরাত্মারে বিনষ্ট করুন। দেবরাজ উপায়বলেই অসংখ্য দানবকে নিহত করিয়াছেন! কৌশল প্রভাবেই বলি রাজা বদ্ধ এবং হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু ও বৃত্রাসুরের বধ সাধন হইয়াছে। শ্রীরাম উপায় প্রভাবেই রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছেন। আমার উপায় প্রভাবেই মহাবল পরাক্রান্ত বিপ্রচিত্তি ও তারকাসুর নিপাতিত হইয়াছে। উপায়প্রভাবেই বাতাপি, হিল্লল, ত্রিশিরা, সুন্দ ও উপসুন্দ নিহত হইয়াছে এবং দেবরাজ ইন্দ্র উপায়বলেই স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন। হে মহারাজ! উপায় সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। উপায় প্রভাবেই দানব, রাক্ষস ও ভূপালগণ নিহত হইয়াছে। অতএব আপনি উপায় অবলম্বন করিয়া বিক্রম প্রকাশ করুন।

হে মহারাজ! মহামতি বাসুদেব এই রূপ কহিলে কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া জলমধ্যস্থিত মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কুরুরাজ! তুমি সমস্ত ক্ষত্রিয় ও আপনার বংশ বিনষ্ট করিয়া কি নিমিত্ত আজি আপনার জীবন রক্ষার্থে জলাশয়ে প্রবেশ করিয়াছ। অচিরাৎ জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান

করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে পুরুষোত্তম! আজি তোমার সে দর্প ও অভিমান কোথায়? সভামধ্যে সকলেই তোমারে বীর পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করে; কিন্তু আজি তুমি প্রাণভয়ে সলিলমধ্যে প্রবেশ করাতে উহা বৃথা বোধ হইতেছে। তুমি ক্ষত্রিয়বংশে বিশেষত কৌরবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; যুদ্ধে ভীত হইয়া সলিলমধ্যে অবস্থান করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সমরপরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থান করা ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম নহে। অসাধু লোকেরাই সমরাঙ্গন হইতে পলায়ণ করিয়া থাকে। তুমি সমরসাগর সমুত্তীর্ণ না হইয়া কি নিমিত্ত জীবন রক্ষার বাসনা করিতেছ? এক্ষণে ভ্রাতা, পুত্র, বয়স্য, গুরুজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে নিপাতিত করিয়া কি এই হ্রদমধ্যে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে? হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি সর্ব্বলোক সমক্ষে আপনারে বীর বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করিতে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। বীর পুরুষেরা প্রাণান্তে শত্রু সন্দর্শনে পলায়ন করেন না। তুমি কি মনে করিয়া সমর পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা প্রকাশ কর এবং শঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হও। সমস্ত সৈন্য ও ভ্রাতৃগণকে নিপাতিত করিয়া এক্ষণে জীবন রক্ষার বাসনা করা ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইতেছে। তুমি মোহ বশত কর্ণ ও শকুনিরে আশ্রয় পূর্ব্বক আপনারে অমর জ্ঞান করিয়া যে পাপাচরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর। তোমার ন্যায় বীর পুরুষেরা কখনই সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন না। এক্ষণে তোমার সে পৌরুষ, সে ক্ষত্রিয়াভিমান, সে বিক্রম, সে তর্জ্জন গর্জ্জন ও সে অস্ত্রশিক্ষা কোথায় রহিল। তুমি কি নিমিত্ত জলাশয়ে শয়ান রহিলে? অচিরাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী ভোগ কর, না হয় আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হও। বিধাতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই পরম ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তুমি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া রাজত্ব লাভ কর।

হে মহারাজ! ধীমান্ ধর্ম্মনন্দন এই রূপ কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জলমধ্য হইতে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রাণীদিগের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করি নাই। সংগ্রামস্থলে আমার রথ ও তূণীর বিনষ্ট এবং সমুদায় সৈন্য সামন্ত ও পৃষ্ঠরক্ষক নিহত হওয়াতে আমি একাকী নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ সলিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি; প্রাণভয়ে বা বিষাদ প্রযুক্ত এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই। হে কুন্তীনন্দন! এক্ষণে অনুচরগণের সহিত তুমি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর। আমি অবিলম্বেই সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমরা শ্রমাপনোদন করিয়াছি; এক্ষণে বহু ক্ষণের পর তোমার অনুসন্ধান পাইলাম; অতএব তুমি অবিলম্বে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত ও আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় রণস্থলে আমাদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক অতি সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর, না হয় আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি যাহাদিগের নিমিত্ত রাজ্য লাভের অভিলাষ করিতেছিলাম, আমার সেই সমস্ত ভ্রাতারা পরলোকে গমন করিয়াছে এবং পৃথিবীও রত্ন-

হীন ও ক্ষত্রিয় শূন্য হইয়াছে। সুতরাং বিধবা রমণীর ন্যায় এই অবনীরে উপভোগ করিতে আমার আর স্পৃহা নাই। হে যুধিষ্ঠির! আমি এখনও পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে ভগ্নোৎসাহ করিয়া তোমারে পরাজয় করিতে পারি; কিন্তু মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্ম নিহত হওয়াতে আমার আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাই। অতএব এক্ষণে তুমিই এই হস্ত্যশ্বশূন্য, বন্ধুবান্ধব বিহীন পৃথিবী ভোগ কর। আমার সদৃশ কোন্ রাজা সহায়হীন হইয়া রাজ্য শাসন করিতে বাসনা করে? বিশেষত তাদৃশ সুহৃৎ, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত এবং শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য অপহৃত হওয়াতে আমার জীবন ধারণ করিতেও অভিলাষ নাই। আমি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক বনে গমন করিব। রাজ্যভোগে আমার আর কিছুতেই স্পৃহা হইতেছে না।

হে মহারাজ! মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির রাজা দুর্য্যোধনের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক আর এই রূপ পরিতাপ করিও না। শকুনির ন্যায় তোমার ঐ সকল আর্ত্ত প্রলাপে আমার মনে কিছুমাত্র দয়া সঞ্চার হইতেছে না। তুমি কথঞ্চিৎ রাজ্য দানে সম্মত হইতে পার; কিন্তু আমি কিছুতেই তোমার প্রদত্ত রাজ্য শাসন করিতে সম্মত নহি। প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব তুমি সমগ্র পৃথিবী দান করিলেও আমি অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক কদাচ তাহা প্রতিগ্রহ করিব না। আমি তোমারে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী ভোগ করিব। হে দুর্য্যোধন! পূর্ব্বে আমরা কুল রক্ষার্থ ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত উহা আমাদিগকে প্রদান কর নাই? তুমি প্রথমে মহাবল পরাক্রান্ত বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক্ষণেই বা কি নিমিত্ত রাজ্য দানে অভিলাষী হইয়াছ? হা! তোমার কি ভ্রান্তি! কোন্ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজ্য দানে ইচ্ছা করিয়া থাকে? আর এক্ষণে তোমার এই রাজ্য বল পূর্ব্বক গ্রহণ বা দান করিবার ক্ষমতা নহে; সুতরাং তুমি কি রূপে উহা আমারে দান করিবে। হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে তুমি আমারে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী প্রতিপালন কর। পূর্ব্বে তুমি আমারে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমি প্রদান করিতে অভিলাষী হও নাই; এক্ষণে কি রূপে সমগ্র পৃথিবী প্রদান করিবে। কোন মূর্খ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ও রাজ্য শাসন করিয়া শত্রুকে বসুন্ধরা দানে অধ্যবসায় করিয়া থাকে। তুমি কেবল মোহ প্রভাবেই উহা অবগত হইতে সমর্থ হইতেছ না। হে কুরুরাজ! তুমি রাজ্যদানে অভিলাষী হইলেও আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিব না। অতএব এক্ষণে হয় তুমি আমাদিগকে জয় করিয়া রাজ্য শাসন কর নতুবা আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও। তুমি ও আমি আমরা দুই জনেই জীবিত থাকিলে লোকে আমাদের জয় পরাজয়ে সন্দেহ করিবে। হে দুর্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে তোমার জীবন আমার অধীন হইয়াছে, আমি মনে করিলে তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি; কিন্তু তুমি স্বয়ং কখনই আত্মপরিত্রাণে সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বে তুমি গৃহদাহ ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে এবং রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বারংবার আমাদিগকে কষ্ট প্রদান করিয়াছ। সেই সমুদায় কারণ বশত তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

এক্ষণে জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধই তোমার পক্ষে শ্রেয়। হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার সেই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

হ্রদপ্রবেশ পর্ব্ব সমাপ্ত।

গদাযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন স্বভাবতই ক্রোধপরায়ণ। সে তৎকালে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক ঐ রূপ তিরস্কৃত হইয়া কি করিল? পূর্ব্বে এরূপ তিরস্কার বাক্য কখনই তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। সে রাজত্ব নিবন্ধন সর্ব্বদা সকল লোকের মান্য হইয়া কাল যাপন করিয়াছে। হায়! পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আতপত্রচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া আমি পরের ছায়া আশ্রয় করিলাম বলিয়া খেদ করিত; সূর্য্যের প্রভাও যাহার অসহ্য হইত; সে কি রূপে অরাতিগণের কটু বাক্য সহ্য করিল? হে সঞ্জয়! ম্লেচ্ছ আটবিক সমবেত সমুদায় পৃথিবী যাহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই দুর্য্যোধন এক্ষণে স্বজন বিহীন হইয়া নির্জ্জনে সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বারংবার পাণ্ডবগণের তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন হ্রদমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সেই তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও বাহুদ্বয় কম্পন করত সলিলমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! তোমাদিগের বন্ধুবান্ধব, রথ ও বাহন সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু আমি একাকী, বিরথ, হতবাহন ও পরিশ্রান্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছি। তোমরা অনেকে রথারূঢ় হইয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আমার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলে আমি পদাতি ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া কি রূপে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। অতএব তোমরা একে একে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এক ব্যক্তির বিশেষত বর্ম্মহীন, পরিশ্রান্ত, বিপন্ন, ক্ষতবিক্ষত ও শ্রান্তবাহন ব্যক্তির সহিত এককালে বহু বীরের যুদ্ধ করা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে কি তুমি, কি ভীমসেন, কি অর্জ্জুন, কি নকুল, কি সহদেব, কি সাত্যকি, কি বাসুদেব, কি পাঞ্চালগণ, কি অন্যান্য সৈনিকগণ, তোমাদের কাহারেও দেখিয়া আমার ভয়সঞ্চার হইতেছে না। আমি একাকী তোমাদের সকলকেই নিবারণ করিব। হে মহারাজ! সাধুদিগের কীর্ত্তি ধর্ম্মমূলক। আমি সেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া কহিতেছি যে, সম্বৎসর যেমন ক্রমে ক্রমে সমুদায় ঋতুতে মিলিত হয়, তদ্রূপ আমি তোমাদের সকলের সহিত মিলিত হইব। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা কিয়ৎক্ষণ সুস্থির হও। আমি বিরথ ও শস্ত্রবিহীন হইয়াও প্রভাত সময়ে সূর্য্য যেমন কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক নক্ষত্রগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ তোমাদের সকলকেই সংহার করিব। হে যুধিষ্ঠির! আজি তোমারে তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত নিপাতিত করিয়া বাহ্লীক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, ভূরিশ্রবা, শকুনি এবং আমার পুত্রগণ, বন্ধু বান্ধবগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের ঋণ পরিশোধ করিব। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠি-

রকে এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির কুরুরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি ভাগ্যবলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবগত হইয়াছ এবং ভাগ্য-বলেই তোমার যুদ্ধে বাসনা হইয়াছে। তুমি ভাগ্যবলে বীরপদবী প্রাপ্ত এবং সমর-ব্যাপার সম্যক্ অবগত হইয়া একাকীই আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ করিতেছ। অতএব অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহি-তেছি, তুমি আমাদের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করিতে পারিলে সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! যদি আমারে এক জনের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি তোমা-দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিব। আর তুমি আমারে যে কোন আয়ুধ মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিতে কহিয়াছ, আমি তদনুসারে এই গদা মনোনীত করিলাম। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যিনি আমার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন, সেই বীর পাদ-চারে আমার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। ইতিপূর্ব্বে বারংবার অত্যাশ্চর্য্য রথযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই অদ্ভুত গদাযুদ্ধ আরম্ভ হউক। লোকে অস্ত্রের পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে, আজি তোমার সম্মতিক্রমে যুদ্ধেরও পরিবর্ত্ত উপস্থিত হউক। হে যুধি-ষ্ঠির! আমি গদাপ্রভাবে তোমারে, তো-মার অনুজদিগকে এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য সৈন্যগণকেও পরাজয় করিব। সম-রাঙ্গনে দেবরাজ ইন্দ্রকে অবলোকন করি-য়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হয় না। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহি-লেন, হে গান্ধারীতনয়! তুমি এক্ষণে হ্রদ-মধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া আমার বা আমার পক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তির সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং অবহিত হইয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর। আজি যদি ইন্দ্রও তোমারে আশ্রয় প্রদান করেন, তথাপি তুমি বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলমধ্যে লীন ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য কোন ক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হই-লেন না। তখন তিনি পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় ভীষণ লৌহময় গদা স্কন্ধে লইয়া সলিলরাশি বিক্ষোভিত করত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়, শূলপাণি রোষোদ্ধত রুদ্রের ন্যায় হ্রদ হইতে সমুত্থিত হইলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহারে হ্রদমধ্য হই-তে উত্থিত দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের কর স্পর্শ করত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগি-লেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন উহা উপহাস বিবেচনা করিয়া নয়নদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন, ললাটে ত্রিশিখা ভ্রুকুটী বন্ধন ও বারংবার দশনচ্ছদ দংশন পূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াই যেন কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা অবিলম্বে এই উপহাসের ফল লাভ করিবে। আমি অচিরাৎ তোমাদিগকে পাঞ্চালগণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিব।

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন এই বলিয়া গদাহস্তে সলিলসিক্ত কলেবরে হ্রদের কূলে দণ্ডায়মান হইয়া নি-র্ঝর জলস্রাবী মহীধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তৎকালে পাণ্ডবগণ তাঁহারে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া ঊর্দ্ধবাহু নিতান্ত

ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন হর্ষভরে বৃষভের ন্যায় চীৎকার করত মেঘগম্ভীর নির্ঘোষে পাণ্ডবগণকে গদাযুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তোমরা একে একে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এক ব্যক্তির সহিত এককালে বহু লোকের যুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অন্যায় হইতেছে। বিশেষত আমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত, সলিলসিক্ত, বর্ম্মহীন ও ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়াছি এবং আমার বাহন ও সৈন্য সকল বিনষ্ট হইয়াছে; আমি ক্রমে ক্রমে সকলেরই সহিত যুদ্ধ করিব। তুমি ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিতে পার, এক্ষণে ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! যখন বহুসংখ্যক মহারথ একত্র হইয়া অভিমন্যুরে বিনাশ করিয়াছিল, তখন তোমার এরূপ প্রজ্ঞা কোথায় ছিল? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিতান্ত ক্রূর ও নিরপেক্ষ, ইহাতে দয়ার লেশমাত্রও নাই। নচেৎ তোমরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ ও বীর পুরুষ হইয়া তৎকালে কিরূপে অভিমন্যুরে বিনাশ করিলে? ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। অনেকে একত্র হইয়া এক জনকে বিনাশ করিলে যদি অধর্ম্ম হয় তবে কিরূপে তোমার মতানুসারে বীরগণ সমবেত হইয়া অভিমন্যুরে বিনাশ করিল। বিপদ্ কালে সকলেই ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কবচ পরিধান, কেশকলাপ বন্ধন ও যে কোন দ্রব্যের অভাব থাকে, তাহা গ্রহণ কর। আমি এখনও কহিতেছি যে, তুমি পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে যাহার সহিত অভিরুচি হয়, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং হয় তাহারে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর, না হয় তাহার হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গসুখ অনুভব কর। হে বীর! এক্ষণে তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত আর কি হিত সাধন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ কর।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে আপনার পুত্র সুবর্ণময় বর্ম্ম ও কনকমণ্ডিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং গদা সমুদ্যত করিয়া পাণ্ডবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে সহদেব, ভীমসেন, নকুল, অর্জ্জুন অথবা যুধিষ্ঠির এক জন আসিয়া আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। আমি নিশ্চয়ই তাঁহারে পরাজয় করিয়া কৃতকার্য্য হইব। আমি ক্রমে ক্রমে তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। বোধ হয়, ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে তোমরা কেহই আমার সমকক্ষ হইবে না। সম্মুখে এরূপ উদ্ধত বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, আমি অচিরাৎ তোমাদিগের সমক্ষেই আপনার বাক্য সফল করিব। এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে যাঁহার অভিরুচি হয়, তিনি গদা গ্রহণ করুন, আমার বাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা অবিলম্বে প্রকাশ পাইবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপে বারংবার তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে মহামতি বাসুদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি কোন্ সাহসে দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, তুমি আমাদিগের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর। ঐ দুরাত্মা যদি আপনারে অথবা অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেবকে

যুদ্ধার্থ বরণ করে, তাহা হইলে আপনার কি দুর্দ্দশা হইবে! বোধ হয়, আপনারা কেহই উহার সহিত গদাযুদ্ধে সমর্থ নহেন। দুর্য্যোধন ভীমসেনের নিধন বাসনায় ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত লৌহময় পুরুষের সহিত ব্যায়াম করিয়াছে। অতএব এক্ষণে কি রূপে আমাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইবে? আপনি কৃপাপরবশ হইয়া নিতান্ত সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে ভীমসেন ব্যতীত দুর্য্যোধনের সমকক্ষ আর কেহই নহে। তিনিও দুর্য্যোধনের ন্যায় গদাযুদ্ধ অধিক অভ্যাস করেন নাই। অতএব বোধ হয়, পূর্ব্বে শকুনির সহিত আপনার যে রূপ দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল, এক্ষণে পুনরায় তদ্রূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। ভীমসেন বলবান্ ও পরাক্রমশালী; কিন্তু দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে কৃতী। বলবান্ ও কৃতী এই উভয়ের মধ্যে কৃতী ব্যক্তিই সমধিক ক্ষমতাপন্ন। আপনি সেই ক্ষমতাপন্ন শত্রুকে আমাদিগের মঙ্গলপথে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইলেন এবং আমাদিগকেও বিপদসাগরে নিপাতিত করিলেন। কোন্ ব্যক্তি সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া একমাত্র অরাতিরে বহু কষ্টে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার হস্তে প্রাপ্ত রাজ্য সমর্পণ করিয়া থাকে? দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অমরগণের মধ্যেও কেহ উহারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। ঐ বীর গদাযুদ্ধে অতিশয় দক্ষ; অতএব ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে কি আপনি, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি অর্জ্জুন কেহই উহারে পরাজয় করিতে পারিবেন না। যখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও আমাদের জয়লাভে সংশয় উপস্থিত হয়, তখন আপনি কি রূপে উহারে যে কোন পাণ্ডবের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন? এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পাণ্ডুতনয়গণের কখনই রাজ্যভোগ হইবে না। বিধাতা উহাদিগকে চির কাল বনে বাস বা ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হে মহারাজ! তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মধুসূদনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যদুনন্দন! আর বিষাদ করিও না, আজি আমি নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। ধর্ম্মরাজের জয় লাভ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, দুর্য্যোধনের গদা অপেক্ষা আমার গদা সার্দ্ধেক গুণে গুরুতর, আমি সেই গদা অবলম্বন করিয়া অবিলম্বেই উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, তোমরা দর্শকভাবে অবস্থান কর। ক্ষুদ্র শত্রু দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, অমর প্রভৃতি তিন লোক নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমি অনায়াসে তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিতে পারি।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব ভীমের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহারে প্রশংসা করত কহিলেন, হে বীর! ধর্ম্মরাজ তোমার বাহুবলেই অরাতি বিহীন হইয়া স্বীয় রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের সমুদায় পুত্র এবং কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য রাজা, রাজকুমার ও নাগগণকে নিপাতিত করিয়াছ, তোমার প্রভাবেই কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি দুর্য্যোধনকেও নিপাতিত করিয়া বিষ্ণু যেমন দেবরাজকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজকে সসাগরা পৃথিবী প্রদান কর। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন তোমার হস্তেই বিনষ্ট হইবে,

তুমি অচিরাৎ তাহার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া আত্মপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবে ; কিন্তু ঐ দুরাত্মা অতিশয় বলবান্ ও যুদ্ধবিশারদ। সর্ব্বদা যত্ন সহকারে উহার সহিত যুদ্ধ করিও। মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর সাত্যকি এবং ধর্ম্মরাজপ্রমুখ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভীমসেনকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী সৃঞ্জয়গণ পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আমি দুর্য্যোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হই। ঐ পুরুষাধম কখনই আমারে পরাজয় করিতে পারিবে না। অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি আজি দুর্য্যোধনের প্রতি হৃদয়নিহিত ক্রোধানল নিক্ষেপ করিব। আজি গদার আঘাতে ঐ পাপাত্মার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আপনার হৃদয়স্থিত শল্য উদ্ধার করিয়া ফেলিব। আজি আপনি সুস্থশরীর হইবেন। আজি আমি আপনার শত্রুহৃত কীর্ত্তিময়ী মালা প্রত্যাহরণ করিব। আজি দুর্য্যোধন প্রাণ, শ্রী ও রাজ্য পরিত্যাগ করিবে এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে আমার হস্তে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া শকুনির দুর্ব্বুদ্ধিজনিত দুষ্ক্রিয়া সমুদায় স্মরণ করিবেন।

মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর এই বলিয়া বাসব যেমন বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত গদা উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আপনার পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনের আহ্বান সহ্য করিতে না পারিয়া মত্ত মাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ ভীমসেনের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ শিখরপরিশোভিত কৈলাশ পর্ব্বত সদৃশ মহাবীর দুর্য্যোধনকে যূথবিহীন মাতঙ্গের ন্যায় সমরে সমুপস্থিত দেখিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। মহাবাহু দুর্য্যোধনও সিংহের ন্যায় নির্ভয় শরীরে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে সমরক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তুমি তোমরা হস্তিনায় আমাদিগের প্রতি যে সমস্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা স্মরণ কর। তুমি শকুনির বুদ্ধিপ্রভাবে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজয়, সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীরে অপমান এবং নিরপরাধ পাণ্ডবগণকে কষ্ট প্রদান করিয়া যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। হে কুলনাশক নরাধম! তোমার নিমিত্তই আমাদিগের পিতামহ মহাযশা ভীষ্মদেব নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য নিহত হইয়াছেন। তোমার পাপেই তোমার সহোদরগণ, পুত্রগণ ও সমরনিপুণ বহুসংখ্যক ভূপতি, অসংখ্য সৈন্য এবং আমাদের এই বিবাদের মূলীভূত কারণ দুরাত্মা শকুনি ও দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রাতিকামী শমনসদনে গমন করিয়াছে। এক্ষণে কেবল তুমি একাকী অবশিষ্ট রহিয়াছ। আজি গদা প্রহারে নিশ্চয়ই তোমারে নিপাতিত করিব। আজি পাণ্ডবগণের ক্লেশ এবং তোমার দর্প ও বিপুল রাজ্যলালসা দূরীভূত হইবে।

কুরুরাজ ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বৃকোদর! অধিক বাগাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। অবিলম্বে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আজিই তোমার যুদ্ধপ্রবৃত্তি উচ্ছিন্ন করিব। আমি হিমালয়শিখরের ন্যায় গদা ধারণ করিয়া

সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছি। ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে সুররাজ পুরন্দরও আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। তুমি সলিলবিহীন শরৎকালীন মেঘের ন্যায় আর বৃথা গর্জ্জন করিও না। যত দূর পরাক্রম থাকে, সংগ্রাম করিয়া প্রকাশ কর। হে মহারাজ! কুরুরাজ এই কথা কহিলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তলশব্দ দ্বারা উন্মত্ত মাতঙ্গকে যেমন আমোদিত করে, তদ্রূপ তাঁহার বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহারে আমোদিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় কুঞ্জরগণ অনবরত বৃংহিতধ্বনি ও অশ্বগণ বারংবার হেষারব করিতে আরম্ভ করিল এবং বিজয়াকাঙ্ক্ষী পাণ্ডবগণের অস্ত্র সমুদায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই বীরদ্বয়ের ভীষণ গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ সকলেই উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় তালধ্বজ বলদেব শিষ্যদ্বয়ের সংগ্রাম বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার সন্দর্শনে অতিমাত্র প্রীত হইয়া কেশব সমভিব্যাহারে তাঁহারে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন; মহাশয়! শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধকৌশল অবলোকন করুন। তখন বলদেব কৃষ্ণসমবেত পাণ্ডবগণকে ও গদাধারী রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! আজি দ্বিচত্বারিংশ দিবস হইল, আমি তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়াছিলাম। আমি পুষ্যা নক্ষত্রে আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রবণায় প্রত্যাগমন করিয়াছি। এক্ষণে শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ সংবাদ অবগত হইয়া উহা দর্শন করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইলাম। তখন গদাযুদ্ধে সমুদ্যত মহাবীর দুর্য্যোধন ও বৃকোদর বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র প্রীতিপ্রফুল্ল মনে অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলদেবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্বাগত ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব প্রীত মনে তাঁহারে আলিঙ্গন ও অভিবাদন, মাদ্রীতনয়দ্বয় ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র তাঁহারে নমস্কার এবং রাজা দুর্য্যোধন ও ভীমসেন তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন, মহাবাহো! এক্ষণে আপনি এই গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অন্যান্য পার্থিবদিগকে যথাক্রমে সৎকার ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও তাঁহারে পূজা ও অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বলদেব প্রীতিপ্রফুল্ল মনে জনার্দ্দন ও সাত্যকিরে আলিঙ্গন ও তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা, ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মারে পূজা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হৃষ্ট মনে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার সৎকার করিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোহিণীনন্দনকে কহিলেন, হে রাম! আপনি এক্ষণে আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন। নীলাম্বরধারী ধবলকায় বলদেব যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত মনে সেই ভূপালগণ মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণ পরিবৃত নিশাকরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধন ও বৃকোদরের ঘোরতর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে

কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে বলরাম কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক আমি দুর্য্যোধনের বা পাণ্ডুতনয়দিগের সহায়তা করিব না বলিয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি কি নিমিত্ত সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং কিরূপেই বা যুদ্ধ দর্শন করিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ বিরাট ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক মধুসূদনকে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে প্রেরণ করিলে মহামতি বাসুদেব প্রাণী সকলের হিত সাধনার্থ সন্ধির উদ্দেশে অম্বিকানন্দনকে বিশেষরূপে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ সন্ধি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য না হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বিরাট নগরে প্রত্যাগমন করিয়া পাণ্ডবগণকে কহিলেন, কৌরবগণ কাল প্রভাবে আমার বচন রক্ষা করিল না; অতএব চল, আমরা এই পুষ্যানক্ষত্রে যুদ্ধার্থ যাত্রা করি।

অনন্তর উভয় পক্ষের সৈন্য নির্দ্ধারিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত রোহিণীতনয় কৃষ্ণকে কৌরবগণের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে সময় বাসুদেব তাঁহার বাক্য রক্ষা করিলেন না। তখন যদুনন্দন বলদেব রোষপরবশ হইয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে সরস্বতী তীর্থে প্রস্থান করিলেন। বলদেব তীর্থযাত্রা করিলে অরাতিনিপাতন ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বাসুদেব সাত্যকির সহিত পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক পুষ্যানক্ষত্রযোগে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

এ দিকে বলদেব গমন কালে পথিমধ্যে ভৃত্যবর্গকে কহিলেন, তোমরা অবিলম্বে অগ্নি, যাজক, সুবর্ণ, রজত, ধেনু, বস্ত্র, অশ্ব, হস্তী, রথ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং তীর্থযাত্রার উপযোগী পরিচ্ছদ ও নানাবিধ দ্রব্যজাত আনয়ন করিয়া সারস্বত তীর্থাভিমুখে যাত্রা কর। মহাবল বলদেব ভৃত্যগণকে এই রূপ আদেশ করিয়া ঋত্বিক্, অন্যান্য ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ, রথ, গজ, অশ্ব, কিঙ্কর এবং গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রযোজিত বিবিধ যানে পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে সারস্বত তীর্থ সমুদায় পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পরিচারকগণ দেশে দেশে বৃদ্ধ, শিশু ও পরিশ্রান্ত অর্থিগণকে প্রদান করিবার উদ্দেশে বিবিধ দানোপযোগী দ্রব্যের আয়োজন করিতে লাগিল। যে স্থানে যে ব্রাহ্মণ যে ভোজ্য বস্তু প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করা হইল। মহাবল বলরামের আদেশানুসারে ভৃত্যগণ স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া রাশি রাশি ভক্ষ্য ও পানীয় আহরণ করিতে লাগিল। সুখাভিলাষী ব্রাহ্মণগণকে মহার্হ বস্ত্র, পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ প্রদান করা হইল। গমনাভিলাষীর নিমিত্ত যান, তৃষ্ণার্ত্তের নিমিত্ত পানীয়, বুভুক্ষিতের নিমিত্ত সুস্বাদু অন্ন এবং রাশি রাশি বস্ত্র ও আভরণ সমুদায় প্রস্তুত রহিল। বিপ্র বা ক্ষত্রিয়মধ্যে যিনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইলেন। কাহারও কুত্রাপি গমনে বা অবস্থানে কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। এই রূপে সেই তীর্থগমন পথ সকলেরই পক্ষে স্বর্গসদৃশ সুখাবহ হইয়া উঠিল। উহা বিপণী, আপণ, পণ্য দ্রব্য এবং বিবিধ লতা, বৃক্ষ ও নানাবিধ রত্নে ভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সংযমী মহাত্মা বলদেব মহা আহ্লাদে সেই পুণ্য তীর্থ সমুদায়ে ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞদক্ষিণা, কাঞ্চনময় শৃঙ্গশোভিত মহার্হ বস্ত্র সমাযুক্ত সহস্র সহস্র পয়স্বিনী গাভী, নানা দেশ-

জাত অশ্ব, মণি মুক্তা প্রবালাদি রত্ন, বিশুদ্ধ স্বর্ণ, রৌপ্য, যান, দাস এবং লৌহ ও তাম্রময় ভাণ্ড সকল দান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অপ্রতিমপ্রভাব রোহিণীনন্দন এই রূপে সারস্বত তীর্থ সমুদায়ে ভূরি ভূরি অর্থ দান করিয়া ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সারস্বত তীর্থ সমুদায়ের গুণ, উৎপত্তি, কর্ম্ম ও ফল সমুদায় অনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতুহল জন্মিয়াছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি বহুতর তীর্থ এবং তৎসমুদায়ের উৎপত্তি ও গুণ শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ভগবান্ তারাপতি চন্দ্র যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া যে তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক শাপ হইতে মুক্তি লাভ ও পুনর্ব্বার স্বীয় তেজ অধিকার করিয়া সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত করিতেছেন, যদুপ্রবীর বলদেব সুহৃৎ ও ঋত্বিক্‌গণের সহিত সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পবিত্র প্রভাস তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থ চন্দ্রকে প্রভাসিত করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম প্রভাস হইয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ভগবান্ শশাঙ্ক কি রূপে যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং কি রূপেই বা প্রভাস তীর্থে অবগাহন করিয়া শাপবিমুক্ত হইলেন, আপনি সবিস্তরে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব কালে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে দান করেন। উহাঁরা নক্ষত্র; উহাঁদের দ্বারা লোকে কাল নিরূপণ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত অলোকসামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্না বিশাললোচনা কন্যার মধ্যে রোহিণী সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ছিলেন। ভগবান্ চন্দ্র তাঁহারই প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাঁহারই সহিত সুখ সম্ভোগ করিতেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য দক্ষতনয়ারা নিতান্ত কুপিত হইয়া অবিলম্বে দক্ষ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমাদিগের প্রতি চন্দ্রের আর কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। তিনি নিরন্তর রোহিণীর সহিত সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিয়া থাকেন, অতএব আমরা আপনার সমক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক মিতাহারী হইয়া তপোনুষ্ঠান করিব। প্রজাপতি দক্ষ কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্যরূপে প্রীতি প্রদর্শন কর নতুবা তোমার ঘোরতর অধর্ম্ম হইবে। পরে তিনি কন্যাগণের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, তোমরা এক্ষণে চন্দ্র সন্নিধানে গমন কর, তিনি আমার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে তোমাদিগের প্রতি তুল্যরূপ অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন।

তখন দক্ষকন্যারা পিতার অনুমতি ক্রমে পুনরায় চন্দ্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু চন্দ্র তাঁহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া প্রীত মনে রোহিণীরই সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তখন কন্যাগণ পুনরায় দক্ষ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! চন্দ্র আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন। আমাদিগের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র প্রীতি নাই। অতএব এক্ষণে আমরা আপনার শুশ্রূষায় নিরত হইয়া আপনারই সন্নিধানে কাল যাপন করিব। প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণে চন্দ্রের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই তোমারে শাপ প্রদান করিব। হে মহারাজ! প্রজাপতি দক্ষ ঐ কথা কহিলেও ভগবান্ চন্দ্র তাঁহার বাক্যে

অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক রোহিণীর সহিত কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

তখন দক্ষকন্যারা নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনরায় পিতৃসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করিয়া কহিলেন, পিত! চন্দ্র আমাদিগের সহবাসে এককালে বিমুখ হইয়াছেন। আমাদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহ নাই। আপনি বারংবার তাঁহারে উপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু তিনি আপনার বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া রোহিণীর সহিত কাল হরণ করিতেছেন। অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং যাহাতে চন্দ্র আমাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহারও উপায় করিয়া দিন।

তখন প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চন্দ্রের নিমিত্ত যক্ষ্মার সৃষ্টি করিলেন। যক্ষ্মা দক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। ভগবান্ চন্দ্র সেই যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়া দীন দীন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তিনি উহা হইতে মুক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত যত্ন সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমে রোগমুক্ত হইতে পারিলেন না। হে মহারাজ! চন্দ্র এই রূপে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইলে ওষধি সকল নিস্তেজ, আস্বাদ শূন্য ও উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তন্নিবন্ধন লোক সকল নিতান্ত কৃশ ও সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল।

তখন দেবগণ চন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, হে শশলাঞ্ছন! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ ক্ষীণ ও শোভাহীন হইয়াছ, তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর। আমরা অবশ্যই উহার প্রতিবিধান করিব। তখন ভগবান্ শশাঙ্ক যে নিমিত্ত শাপগ্রস্ত ও যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহা আদ্যোপান্ত সুরগণের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। সুরগণ শশাঙ্কের মুখে তাঁহার ক্ষয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি দক্ষের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া চন্দ্রকে শাপ হইতে মুক্ত করুন। শশধর অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছেন; উহাঁর কলেবর এক্ষণে অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। উনি ক্ষীণ হওয়াতে ওষধি, লতা ও বিবিধ বীজ বিনষ্ট হইতেছে। তন্নিবন্ধন আমাদিগেরও ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিনষ্ট হইলে এই জগৎ নিতান্ত ব্যর্থ হইবে। অতএব আপনি এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া চন্দ্রের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন।

তখন প্রজাপতি দক্ষ দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। কিন্তু আমি এক্ষণে একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেছি, তদ্দ্বারা চন্দ্রের শাপ শান্তি হইতে পারিবে। নিশাকর সারস্বত তীর্থে অবগাহন করিয়া পত্নীগণের প্রতি প্রতিনিয়ত তুল্যরূপ স্নেহ প্রদর্শন করুন, তাহা হইলে উনি পুনরায় পরিবর্দ্ধিত হইবেন, সন্দেহ নাই। হে দেবগণ! আমার বাক্যানুসারে মাসমধ্যে পঞ্চদশ দিন চন্দ্রের নিত্য নিত্য ক্ষয় ও পঞ্চদশ দিন নিত্য নিত্য বৃদ্ধি হইবে। উনি এক্ষণে পশ্চিম সমুদ্রে গমন পূর্ব্বক সরস্বতী ও সাগরসঙ্গমে দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করুন, তাহা হইলেই পুনরায় পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইবেন।

হে মহারাজ! তখন ভগবান্ চন্দ্র মহর্ষি দক্ষের নিদেশানুসারে অমাবস্যায় সরস্বতীতে গমন করিয়া প্রভাসাখ্য তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় লোক উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ প্রভাসে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রকে লইয়া দক্ষের নিকট আগমন করিলেন। মহর্ষি দক্ষ তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় দিয়া প্রীত

মনে চন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! তুমি স্বীয় পত্নীগণ ও ব্রাহ্মণদিগকে কদাচ অবজ্ঞা করিও না, এক্ষণে দেবগণ সমভিব্যাহারে স্ব গৃহে গমন করিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। তখন নিশানাথ দক্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার আলয়ে আগমন করিলেন। প্রজারাও হৃষ্টান্তঃকরণে পূর্ব্ববৎ কাল যাপন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! ভগবান্ শশাঙ্ক যেরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রভাস তীর্থ যেরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। ঐ তীর্থে ভগবান্ শশাঙ্ক প্রতি অমাবস্যায় স্নান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হন। উহা চন্দ্রকে প্রভাসিত করে বলিয়া লোকমধ্যে প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

অনন্তর মহাবল বলদেব চমষোদ্ভেদ তীর্থে গমন করিলেন। তথায় তিনি প্রভূত দান, বিধি পূর্ব্বক স্নান ও এক রজনী যাপন করিয়া সত্বরে উদপান তীর্থে গমন করিলেন। হে মহারাজ! সরস্বতী ঐ স্থানে অন্তঃসলিলা হইলেও সিদ্ধগণ মহান্ শ্রেয়োলাভ এবং ওষধি ও ভূমির স্নিগ্ধতা অবলোকন করিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে, ইহা অনায়াসে বিদিত হইয়া থাকেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! হলায়ুধ বলদেব মহাযশা মহর্ষি ত্রিতের উদপান তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া তথায় স্নান, বিবিধ ধন দান ও দ্বিজগণের পূজা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহাতপা ত্রিত ঐ তীর্থে অবস্থান করিতেন। তিনি ঐ কূপে অবস্থান পূর্ব্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহারে ঐ কূপে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের আবাসে প্রস্থান করিলে মুনিবর ত্রিত তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! উদপান তীর্থ কি রূপে উৎপন্ন হইল? মহাতপা ত্রিত কি নিমিত্ত কূপমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন? কি নিমিত্ত তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহারে কূপমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন? আর কিরূপেই বা মহর্ষি ত্রিত যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন? যদি এই সমস্ত কথা শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব যুগে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহাতপা একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের তিন জনকেই প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইত। তাঁহারা কেহই প্রজাবিহীন ছিলেন না। তাঁহারা বেদাধ্যয়ন ও তপোবলে ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পিতা ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ গৌতম পুত্রগণের তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণে পরম প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ কাল সুপুত্রদিগের সৎকার্য্যজনিত আনন্দ অনুভব করিয়া সুরপুরে প্রস্থান করেন।

ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহার যজমানগণ তাঁহার পুত্রগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। গৌতমের পুত্রত্রয়ের মধ্যে মহাত্মা ত্রিত কর্ম্ম ও অধ্যয়নের গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহাভাগ মহর্ষিগণ ত্রিতের গুণগ্রাম দর্শনে মহাত্মা গৌতমের ন্যায় তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন।

এক দিন একত ও দ্বিত উভয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধন লাভের নিমিত্ত চিন্তাকুল হইয়া পরামর্শ করিলেন, আমরা ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজমানদিগের নিকট বিবিধ পশু প্রতিগ্রহ করিয়া মহাফল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক পরমানন্দে সোমরস পান করিব। তাঁহারা এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিধানানুসারে তাঁহা-

দিগের যজ্ঞ সমাধান পূর্ব্বক অসংখ্য পশু প্রতিগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিলেন। ত্রিত আনন্দিত চিত্তে সকলের অগ্রসর হইলেন এবং একত ও দ্বিত পশুগণকে সঞ্চালন করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন একত ও দ্বিত সেই প্রভূত পশু দর্শনে লোভপরবশ হইয়া কি রূপে এই সমস্ত গাভী আমরা উভয়ে প্রাপ্ত হইব, ইহাই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সেই পাপপরায়ণ ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর যুক্তি স্থির করিয়া কহিলেন, দেখ, ত্রিত যজ্ঞকুশল ও বেদপারগ। সে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক গাভী লাভ করিতে পারিবে; অতএব চল, আমরা গো সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রস্থান করি। ত্রিত যথাইচ্ছা গমন করুক।

হে মহারাজ! এই রূপে তাঁহারা তিন জন গমন করিতেছেন, এমন সময় একটা বৃক তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইল। গৌতমতনয়গণ যে পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উহার অনতিদূরে সরস্বতীর তটে একটা বৃহৎ কূপ ছিল। মহাত্মা ত্রিত পথিমধ্যে বৃক দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করত সেই সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর ঘোরতর কূপে নিপতিত হইলেন। তিনি সেই কূপমধ্যে আর্ত্তনাদ করিলে উহা তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ত্রিতকে কূপে নিপতিত জানিতে পারিয়াও বৃকভয় ও পশু লোভে তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহাতপস্বী ত্রিত এই রূপে ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনারে নরকে নিপতিত দুষ্কৃতীর ন্যায় সেই তৃণলতা পরিবেষ্টিত ধূলিসমাচ্ছন্ন নির্জ্জল কূপে নিপতিত অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি এই কূপে থাকিয়া কি রূপে সোমরস পান করি। মহাত্মা ত্রিত এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, এক লতা সেই কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে। তখন তিনি ক্ষণকাল ধ্যান করত সেই ধূলিসমাবৃত কূপ খনন পূর্ব্বক জল উত্তোলন ও বহ্নি স্থাপন করিলেন এবং আপনারে হোতা, সেই লম্বমান লতাকে সোমলতা, প্রস্তরখণ্ডকে শর্করা এবং জলকে আজ্য কল্পনা করিয়া ঋক্, যজু ও সামবেদ চিন্তা করত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তিনি দেবগণের নিমিত্ত সোমরসের ভাগ কল্পনা করিয়া তুমুল শব্দে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন মহামুনি ত্রিতের সেই শব্দ স্বর্গমধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহাতে দেবগণের মনেও ভয়সঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা উহার কিছুমাত্র কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তখন দেবপুরোহিত বৃহস্পতি সেই তুমুল শব্দ শ্রবণে সমস্ত দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! মহাতপস্বী ত্রিত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে অন্যান্য দেবগণের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব আমাদিগকে তথায় গমন করিতে হইবে। দেবগণ বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণে পরস্পর সমবেত হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা ত্রিতের যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে সেই কূপমধ্যে যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত দেখিয়া কহিলেন, মহাভাগ! আমরা যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ উপস্থিত হইয়াছি। তখন মহর্ষি ত্রিত দেবগণকে, এই দেখুন, আমি অতি ভীষণ কূপে নিপতিত হইয়াছি, এই বলিয়া যথাবিধি মন্ত্রপূত ভাগ প্রদান করিলেন। দেবগণও প্রীত মনে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া ত্রিতকে অভিলাষানুরূপ বর প্রদানে উদ্যত হইলেন। তখন মহাত্মা ত্রিত কহিলেন, হে দেবগণ! আমারে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন। আর যিনি এই কূপোদক স্পর্শ করিবেন, তিনি যেন আপনাদের

বরে সোমরসপায়ীর সদ্গতি লাভে সমর্থ হন। দেবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। দেবগণ বর প্রদান করিবামাত্র কূপমধ্যে তরঙ্গমালাসঙ্কুল সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইল। মহর্ষি ত্রিত ঐ নদীপ্রভাবে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেবগণকে অভিবাদন করিলে দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি ত্রিতও মহা আহ্লাদে গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি গৃহে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক রোষাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন যে, তোমরা পশুলোভে আমারে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে; অতএব আমার শাপ প্রভাবে দংষ্ট্রায়ুধ ভীষণ বৃকরূপ ধারণ করিয়া ইতস্তত বিচরণ কর। তোমাদিগের সন্তান সন্ততিও গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও বানর হইবে। মহর্ষি ত্রিত এই বলিবামাত্র তাঁহার সত্যবাদিতা প্রভাবে সেই তাপসদ্বয় তৎক্ষণাৎ বৃকরূপী হইলেন।

হে মহারাজ! অমিতপরাক্রম বলরাম সেই পুণ্য তীর্থে কূপ দর্শন পূর্ব্বক তাহার সলিল স্পর্শ ও বারংবার প্রশংসা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন দান করিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা বলদেব বিনশন তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় সরস্বতী শূদ্র ও আভীরদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি নিবন্ধন অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই নিমিত্তই মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে বিনশন নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সুভূমিক তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণ সতত অবস্থান ও প্রসন্নবদন অপ্সরোগণ নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন এবং গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ প্রতিমাসে সে স্থানে উপস্থিত হন। দেবতা ও পিতৃগণ তথায় সমবেত ও পবিত্র দিব্য কুসুম সমুদায়ে সমাকীর্ণ হইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। ঐ তীর্থ অপ্সরাদিগের আক্রীড় ভূমি বলিয়া সুভূমিক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণগণকে ধন দান, বিবিধ গীত বাদ্য শ্রবণ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের ছায়া দর্শন করিয়া গন্ধর্ব্বতীর্থে গমন করিলেন। তথায় বিশ্বাবসু প্রভৃতি তপঃপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণ মনোহর নৃত্য গীত করিয়া থাকেন। মহাত্মা রোহিণীনন্দন তথায় ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ, ছাগ, মেষ, গো, খর, উষ্ট্র, সুবর্ণ ও রৌপ্য প্রদান পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি গর্গস্রোত তীর্থে গমন করিলেন। তথায় আত্মতত্ত্বজ্ঞ বৃদ্ধ গর্গ জ্ঞান ও কালের গতি, জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়ের ব্যতিক্রম এবং শুভ ও দারুণ নিমিত্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার নামানুসারেই উহার নাম গর্গস্রোত হইয়াছে, ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ কালজ্ঞানের নিমিত্ত ঐ তীর্থে প্রতিনিয়ত মহর্ষি গর্গের উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্বেত চন্দনচর্চ্চিতকলেবর বলদেব তথায় মুনিগণকে ধন দান ও বিপ্রদিগকে নানাবিধ ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক শঙ্খ তীর্থে গমন করিলেন। তথায় তিনি সরস্বতীর তীরে মহর্ষিগণনিষেবিত মহাশঙ্খ নামে এক বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ বৃক্ষ শ্বেতপর্ব্বত সন্নিভ ও সুমেরুর ন্যায় সমুন্নত; বিদ্যাধর, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ অন্য প্রকার আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহার ফল ভক্ষণ ও ঐ স্থানে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। মহাত্মা

বলদেব সেই শঙ্খ তীর্থে গাভী, বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র এবং তাম্র ও লৌহময় ভাণ্ড সকল প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা ও তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিয়া পবিত্র দ্বৈতবনে উপনীত হইলেন। তিনি ঐ তীর্থে নানা বেশধারী মুনিগণকে নিরীক্ষণ করিয়া উহার সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা ও প্রচুর ভোগ্য দ্রব্য দান করিয়া সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে গমন করিতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া নাগবর্ত্ম নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে পন্নগরাজ বাসুকির বাসস্থান আছে। উহা অসংখ্য সর্পে সমাকীর্ণ, কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র সর্পভয় নাই। ঐ তীর্থে চতুর্দ্দশ সহস্র মহর্ষি নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন। দেবগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া নাগরাজ বাসুকিরে বিধানানুসারে অভিষেক করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন প্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্ব দিকে গমন করিলেন। তথায় শত সহস্র সংখ্যক সুবিখ্যাত তীর্থে স্নান, ঋষিগণের আদেশানুসারে উপবাস, সংযম ও প্রভূত ধন দান করিলেন এবং তীর্থবাসী মুনিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ স্থান হইতে বাতাহত বৃষ্টির ন্যায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। মহাত্মা বলদেব সরস্বতীরে তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! সরস্বতী নদী কি নিমিত্ত তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছেন এবং কি কারণেই বা বলদেব তথায় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে তত্রত্য অসংখ্য মহর্ষি সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত হইলেন এবং দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞস্থলে অবস্থান করিয়া যজ্ঞ সমাপনান্তে তীর্থ দর্শনার্থ সরস্বতীর দক্ষিণ কূলে আগমন করিলেন। ঋষিগণের সংখ্যা বাহুল্য প্রযুক্ত সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত তীর্থ সকল নগর সদৃশ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ তীর্থবাসাভিলাষে স্যমন্ত পঞ্চকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আশ্রয় করিলেন। তাঁহাদিগের আহুতি দান ও বেদাধ্যয়ন শব্দে দিক্ সকল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হুত হুতাশন সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান হওয়াতে সরস্বতীর অতি চমৎকার শোভা হইল। বালিখিল্য, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখল, প্রসংখ্যান এবং বায়ু ভক্ষণ, জলাহার, পর্ণ ভোজন ও স্থণ্ডিলে শয়ন প্রভৃতি বিবিধ নিয়মধারী অন্যান্য তাপসগণ, দেবগণ যেমন মন্দাকিনীর শোভা সম্পাদন করেন, তদ্রূপ সরস্বতীর শোভা সম্পাদন করিলেন। তৎপরে যজ্ঞনিরত ব্রতধারী অন্যান্য অসংখ্য ঋষি তথায় সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু বিন্দুমাত্র স্থান পাইলেন না। তখন তাঁহারা তীর্থের শেষ সীমা হইতে যজ্ঞোপবীত প্রমাণ ভূমি লইয়া তীর্থ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক হোমাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি রূপে এই অল্পপ্রমাণ স্থানে আমাদের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। হে মহারাজ! ঐ সময় সরস্বতী মুনিগণকে চিন্তাকুলিতচিত্ত দেখিয়া তাঁহাদের কার্য্য সাধনার্থ তথায় গমন ও দর্শন প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সরস্বতী ঋষিগণের আগমন চরিতার্থ করিয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে নির্গত হইলেন। সরস্বতীর আগমনে ঐ স্থানে অসংখ্য জলস্থান হইল। তৎকালে মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ-

গণের হিতার্থে ঐ রূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করাতে সেই জলস্থান সকল নৈমিষীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

হে মহারাজ! সেই স্থানে বহুতর জলস্থান এবং সরস্বতীর পূর্ব্বাভিমুখে গমন অবলোকন করিয়া বলরামের বিস্ময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি সেই তীর্থে যথাবিধি অবগাহন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষ্য, ভোজ্য ও সুবর্ণাদি বিবিধ ধন দান করিয়া তথা হইতে সপ্তসারস্বত তীর্থে যাত্রা করিলেন। ঐ তীর্থ বদর, ইঙ্গুদ, কাশ্মর্য্য, অশ্বত্থ, বট, বিভীতক, কঙ্কোল, পলাশ, করীর, পীলু, করূষক, বিল্ব, আম্রাতক ও কষণ্ড প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে এবং কদলী, পারিজাত ও মাধবী লতাবনে সুশোভিত আছে। জলপায়ী, বায়ুভক্ষক, ফলাহারী, পর্ণাশী, দন্তোলূখল ও অশ্মকুট্ট প্রভৃতি বহুতর মুনিগণ নিরন্তর উহাতে বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন হইয়া থাকে। উহা হিংসাধর্ম্ম শূন্য অসংখ্য লোকের আবাস ভূমি। মঙ্কণক নামে এক জন সিদ্ধ ঐ বহু মৃগসমাকীর্ণ তীর্থে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

একোন চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সপ্ত সারস্বত তীর্থ কি রূপে উৎপন্ন হইল? মঙ্কণক মুনি কে? কি রূপে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন? তাঁহার কি রূপ নিয়ম ছিল এবং তিনি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ ও কি কি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? আমি তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সরস্বতীর সাত শাখায় এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তেজস্বিগণ সরস্বতীরে যে যে স্থানে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই স্থানেই আবির্ভূত হন। তন্নিবন্ধন তাঁহার সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু ও বিমলোদকা নামে সাত শাখা বিখ্যাত হইয়াছে। পুষ্কর তীর্থে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইলে সেই বিস্তৃত যজ্ঞস্থলে দ্বিজগণ পবিত্র বেদপাঠে নিযুক্ত ও দেবগণ নানা কার্য্যে ব্যগ্র হইলেন। ঐ যজ্ঞে ধর্ম্মার্থকুশল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিবামাত্র ব্রাহ্মণগণের নিকট বিবিধ দ্রব্যজাত উপস্থিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বেরা গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সুমধুর বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও সেই সর্ব্বকামসম্পন্ন যজ্ঞ দেখিয়া পরিতুষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে মহারাজ! পিতামহ এই রূপে সেই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত ও পরম পরিতুষ্ট হইলে মহর্ষিগণ কহিলেন যে, এই যজ্ঞে সরিদ্বরা সরস্বতীর আবির্ভাব নাই, অতএব ইহা মহাগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে সরস্বতীরে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী যজ্ঞদীক্ষিত পিতামহ কর্ত্তৃক পুষ্কর তীর্থে আহূত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। মহর্ষিগণ তথায় সরস্বতীরে দর্শন করিয়া পুলকিত চিত্তে পিতামহকে ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার যজ্ঞের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সরিদ্বরা সরস্বতী পিতামহ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মুনিগণের সন্তোষার্থ পুষ্কর তীর্থে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে তিনি সুপ্রভা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

নৈমিষারণ্যে অনেক স্বাধ্যায়নিরত তপস্বীর বাসস্থান ছিল। তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া বেদবিষয়ক নানাবিধ বিচিত্র কথার আন্দোলন করিতেন। সেই মহর্ষিগণ যজ্ঞকালে সরস্বতীরে স্মরণ করাতে তিনি তাঁহাদের সাহায্যার্থ নৈমিষারণ্যে আগমন

করেন। ঐ স্থানে সরস্বতীর নাম কাঞ্চনাক্ষী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। গয় নামে ভূপতি গয় তীর্থে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সরস্বতীরে আহ্বান করাতে তিনি তথায় আগমন করেন। গয়ের যজ্ঞ কার্য্যে দীক্ষিত মুনিগণ সরস্বতীরে তথায় সমাগত দেখিয়া বিশালা নামে প্রথিত করিয়াছেন। মহর্ষি উদ্দালকি কোশলার উত্তর ভাগে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বহুসংখ্যক মহর্ষি আগমন করেন। উদ্দালকি যজ্ঞকালে সরস্বতীরে স্মরণ করাতে তিনি তাঁহার অভিলাষ সার্থক করিবার উদ্দেশে হিমালয়ের পার্শ্ব হইতে তথায় সমাগত হন। বল্কলাজিনবাসী ঋষিগণ তাঁহারে ঐ স্থানে মনোরমা নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। কুরুরাজ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া সেই পবিত্র স্থানে আগমন পূর্ব্বক ওঘবতী নাম ধারণ করিয়াছেন। উনি যজ্ঞনিরত দক্ষ কর্ত্তৃক গঙ্গাদ্বারে সমানীত হইয়া সুরেণু নামে এবং হিমালয়ে বিরিঞ্চির কার্য্য সাধনার্থ সমাগত হইয়া বিমলোদা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে মহারাজ! যে স্থানে ঐ সাত নদী একত্র মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম সপ্ত সারস্বত তীর্থ। আমি সেই সরস্বতীর সাত শাখার নাম ও পবিত্র সপ্ত সারস্বত তীর্থের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

হে মহারাজ! এক্ষণে কৌমার ব্রহ্মচারী মহর্ষি মঙ্কণকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। একদা ঐ মহর্ষি সরস্বতীজলে অবগাহন করিয়া তথায় এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারীরে অবলোকন করিলেন। তৎকালে ঐ নারী দিগম্বরী হইয়া সরস্বতীর নির্ম্মল সলিলে স্নান করিতেছিল। তাহারে দর্শন করিবামাত্র সেই সরস্বতীজলে মহর্ষির রেত স্খলিত হইল। তখন তিনি এক কুম্ভমধ্যে সেই রেত অবস্থাপন করিলেন। মঙ্কণকের রেত কলসমধ্যে অবস্থাপিত হইবামাত্র সপ্তধা বিভক্ত হইল। বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা ও বায়ুচক্র নামক সাত জন মহর্ষি সেই রেতঃপ্রভাবে ঐ কলসে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ সাত জন মহর্ষি হইতেই বায়ু সকল উৎপন্ন হইয়াছেন।

হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি মহর্ষি মঙ্কণকের আরও একটি ত্রিলোকবিশ্রুত অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করুন। এই রূপ এক কিম্বদন্তী আছে যে, একদা কুশাগ্র দ্বারা ঐ মহর্ষির হস্ত ক্ষত হইয়াছিল। মহর্ষি সেই ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতে দেখিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্যপ্রভাবে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় বস্তু বিমোহিত ও একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তপোধনগণ সমভিব্যাহারে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! মহর্ষি মঙ্কণক যাহাতে আর নৃত্য না করেন, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

ভগবান্ রুদ্র দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্য সাধনার্থ ব্রাহ্মণবেশে মহর্ষি মঙ্কণকের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে একান্ত হৃষ্ট দেখিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণ তপোধন! তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছ? তোমার এ রূপ হর্ষের কারণ কি? মহর্ষি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই দেখুন, আমার হস্ত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতেছে। আমি এই নিমিত্তই প্রফুল্ল মনে নৃত্য করিতেছি। তখন মহাদেব হাস্য করিয়া সেই একান্ত পুলকিত তপোধনকে কহিলেন, হে বিপ্র! ঐ রূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে আমি কদাচ বিস্মিত হই না; বরং তুমি তাহা স্ব চক্ষে প্রত্যক্ষ কর। ভগবান্ শূলপাণি এই বলিয়া

নখাগ্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র উহা হইতে তুষারধবল ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল। মহর্ষি মঙ্কণক তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহারে দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞান করিয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি রুদ্র অপেক্ষা অন্য কোন দেবতারেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি না। আপনিই এই সচরাচর বিশ্বের একমাত্র গতি। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আপনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রলয়কালে সমস্ত বস্তু আপনাতেই প্রবেশ করিবে। হে ভগবন্! আমার কথা দূরে থাকুক, দেবগণও আপনারে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। জগতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদায় আপনাতে নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। আপনি বরদাতা; ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনারই আরাধনা করেন। আপনি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা; তাঁহারা আপনারই আদেশে কার্য্যানুষ্ঠান এবং আপনারই অনুগ্রহে অকুতোভয়ে আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিয়া থাকেন। মহর্ষি মঙ্কণক এই রূপে মহাদেবকে স্তব করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে দেব! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমি ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত দেখিয়া যে গর্ব্ব ও চপলতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই দোষে যেন আমার তপঃক্ষয় না হয়।

হে মহারাজ! তখন রুদ্রদেব ঋষির বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্র গুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে, আমি এক্ষণে তোমার সহিত নিরন্তর এই আশ্রমে অবস্থান করিব। যে মনুষ্য এই সপ্ত সারস্বত তীর্থে আমার অর্চ্চনা করিবে, তাহার উভয় লোকে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকিবে না এবং সে সারস্বত লোক লাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! পবনের ঔরসে সুকন্যার গর্ভে সমুৎপন্ন মহর্ষি মঙ্কণকের চরিত্র আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব সেই সপ্ত সারস্বত তীর্থে মহর্ষি মঙ্কণকের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক আশ্রমবাসীদিগকে পূজা ও ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাতকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তপোধনদত্ত পূজা গ্রহণ ও সলিল স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগের আদেশানুসারে তীর্থ পর্য্যটনার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর তিনি ঔশনস তীর্থে আগমন করিলেন। ঐ তীর্থ কপালমোচন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দাশরথি রাম এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে সেই ছিন্ন মস্তক মহর্ষি মহোদরের জঙ্ঘায় সংলগ্ন হইয়াছিল। মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে আগমন করিয়া সেই ছিন্ন মস্তক হইতে মুক্ত হন। ঐ তীর্থে দৈত্যগুরু শুক্র তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেই দানবগণের সংগ্রাম বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানেই তাঁহার সমগ্র নীতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মহাবল বলদেব সেই ঔশনস তীর্থে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিধি পূর্ব্বক ধন দান করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি নিমিত্ত উহার নাম কপালমোচন হইল? কি রূপে মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে জঙ্ঘালগ্ন ছিন্ন মস্তক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন আর কি নিমিত্তই বা ছিন্ন মস্তক তাঁহার জঙ্ঘায় লগ্ন হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে রঘুবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্র রাক্ষস বিনাশ বাসনায় দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া-

ছিলেন। তিনি একদা জনস্থানে খরধার ক্ষুর দ্বারা এক দুরাত্মা নিশাচরের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে ঐ মস্তক সহসা মহোদর নামক বনচারী ব্রাহ্মণের উরুদেশে নিপতিত হইয়া অস্থি ভেদ পূর্ব্বক সংলগ্ন হইল। মস্তক উরুদেশে লগ্ন হওয়াতে বিজ্ঞবর মহোদরের দেবালয় বা তীর্থ পর্য্যটনে আর তাদৃশ ক্ষমতা রহিল না। তাঁহার উরুদেশ হইতে অবিরত পূয় নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি নিতান্ত বেদনার্ত্ত হইয়াও পাদচারে পৃথিবীস্থিত যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ঋষিদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ঐ মহাতপস্বী প্রায় সকল তীর্থেই অবগাহন করিয়াছিলেন; কিন্তু কুত্রাপি মুক্তি লাভে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে তিনি মুনিগণের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, সরস্বতীতে ঔশনস নামে এক অতি উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে সমস্ত পাপের শান্তি এবং সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। হে মহারাজ! দ্বিজবর মহোদর তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে ঔশনস তীর্থে গমন করিয়া অবগাহন করিবামাত্র সেই জজ্ঞালগ্ন মস্তক স্খলিত হইয়া সলিলমধ্যে নিপতিত ও অদৃশ্য হইল। তখন মহাত্মা মহোদর নিষ্পাপ, কৃতার্থ ও পরম সুখী হইয়া প্রীত মনে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় তিনি ঋষিদিগের নিকট সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া সেই ঔশনস তীর্থের কপালমোচন নাম প্রদান করিলেন। তৎপরে মহর্ষি মহোদর পুনরায় সেই কপালমোচন তীর্থে গমন পূর্ব্বক তাহার জল পান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপ্রবর বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও বিবিধ ধন দান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত রুষঙ্গু তপোধনের সুসমৃদ্ধ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঐ আশ্রমে আর্ষ্টিষেণ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রম মুনি ও ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি। একদা তপোনুষ্ঠাননিরত বৃদ্ধ দ্বিজবর রুষঙ্গু কলেবর পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া তনয়গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা আমারে প্রভূত সলিলসম্পন্ন তীর্থে লইয়া চল। তপোধনপুত্রেরা বৃদ্ধ পিতার বাক্য শ্রবণে তাঁহারে তীর্থশত সমবেত ব্রাহ্মণসেবিত সরস্বতীতীরে উপনীত করিলে মহর্ষি সেই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক তাহার গুণরাশি চিন্তা করিয়া প্রীত মনে পুত্রগণকে কহিলেন, হে তনয়গণ! যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তর ভাগে অগাধ জলে জপকার্য্যে নিরত হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারে পুনরায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা বলরাম সেই তীর্থে স্নান ও আচমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান পূর্ব্বক যে স্থানে ভগবান্ ব্রহ্মা লোকালোক পর্ব্বত নির্ম্মাণ, উগ্রতপা মহাযশা আর্ষ্টিষেণ সিদ্ধি লাভ এবং সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ কি রূপে কঠোর তপোনুষ্ঠান এবং সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র কি রূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যযুগে আর্ষ্টিষেণ নামে এক ব্রাহ্মণ গুরুকুলে অবস্থান পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তিনি

সর্ব্বদা অধ্যয়নে অনুরক্ত থাকিয়াও বিদ্যা ও বেদে পারদর্শী হইতে পারিলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই সরস্বতীতীরে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তপোবলে অচিরাৎ বিদ্বান, বেদজ্ঞ ও সিদ্ধ হইয়া সেই তীর্থে এই তিন বর প্রদান করিলেন যে, অদ্যাবধি যে পুরুষ এই তীর্থে অবগাহন করিবেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবে; আজি হইতে এই তীর্থে হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিবে না এবং আজি অবধি এই স্থানে লোকে অল্প কালমধ্যে সমধিক ফল লাভে অধিকারী হইবে। তেজঃপুঞ্জকলেবর আর্ষ্টিষেণ ইহা বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ তথায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

ঐ তীর্থে প্রতাপশালী সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ইঁহারা তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গাধি নামে এক ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব ভুবনবিখ্যাত মহাযোগী নরপতি ছিলেন। প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র তাঁহারই ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ গাধি দেহ ত্যাগ বাসনায় স্বীয় পুত্রের প্রতি সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিতে সমুদ্যত হইলে তাঁহার প্রজাগণ তাঁহারে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আপনি পরলোকযাত্রা করিবেন না, ইহলোকে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। রাজর্ষি প্রজাগণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমার পুত্র সমুদায় পৃথিবী রক্ষা করিবে। মহাত্মা গাধি এই বলিয়া বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। বিশ্বামিত্র পিতার পরলোক গমনানন্তর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন কিন্তু বহু যত্ন সহকারেও সুচারুরূপে পৃথিবী রক্ষায় সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি রাক্ষসভয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইয়া বহু দূর অতিক্রম পূর্ব্বক মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার সৈন্যগণ বিবিধ গৃহ নির্ম্মাণ করাতে সেই মহাবন ভগ্ন হইতে লাগিল। ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে স্বীয় হোমধেনুরে অসংখ্য ঘোর দর্শন শবরের সৃষ্টি করিতে কহিলেন। ধেনু বশিষ্ঠের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ভীষণাকার শবর সমুদায়ের সৃষ্টি করিলেন। শবরগণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে তাহারা দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তদ্দর্শনে তপস্যাই পরম ধন বিবেচনা করিয়া তপোনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সরস্বতীর তীরে সমাহিত হইয়া উপবাস, জলপান, পর্ণাহার, বায়ুভক্ষণ ও স্থণ্ডিলে শয়ন প্রভৃতি কঠোর নিয়ম সমুদায় দ্বারা কলেবর ক্ষীণ করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার সমাধি ভঙ্গের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বুদ্ধি বিচলিত হইল না। গাধিনন্দন বহু যত্নে কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমারে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করুন। ভগবান্ কমলযোনি গাধিনন্দনের প্রার্থনা শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। মহাত্মা বিশ্বামিত্র এই রূপে অপ্রতিহত দৈবশক্তি প্রভাবে সরস্বতীর সেই তীর্থে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব সেই

তীর্থে দ্বিজগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে অসংখ্য দুগ্ধবতী ধেনু, যান, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য ও পানীয় প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষি বকের আশ্রমে গমন করিলেন। মহাত্মা দল্‌ভতনয় ঐ স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবল বলদেব বেদধ্বনি নিনাদিত মহর্ষি বকের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বক একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনার দেহ ক্ষীণ করিয়া হুতাশনে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান কালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞাবসানে মুনিগণ পাঞ্চালরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্ট পুষ্ট বলবান্ একবিংশতি গোবৎস দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি বক তাঁহাদিগের পশুর অভাব দেখিয়া কহিলেন, মহর্ষিগণ! তোমরা আমার এই সমস্ত পশু গ্রহণ পূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লও। আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পশু প্রার্থনা করিব। মহর্ষি বক এই বলিয়া মুনিগণকে পশু প্রদান পূর্ব্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিয়া পশু প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষির প্রার্থনা শ্রবণে একান্ত রোষাবিষ্ট হইলেন এবং কতগুলি গাভী যদৃচ্ছাক্রমে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহর্ষিরে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণাধম! তুমি ত্বরায় এই সমস্ত পশু লইয়া প্রস্থান কর। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বক ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণে চিন্তা করিলেন, হায়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভামধ্যে আমার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিল, মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে বিচিত্রবীর্য্যতনয়ের বিনাশ সাধনার্থ সমুদ্যত হইলেন এবং সরস্বতী তীর্থে নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত ও সেই সমস্ত মৃত পশুর মাংস গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় করিবার নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন।

এই রূপে মহর্ষি বক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় হইতে লাগিল। তখন মহারাজ অম্বিকানন্দন স্বীয় রাজ্য পরশুছিন্ন নিবিড় কাননের ন্যায় ক্ষীণ হইতে দেখিয়া একান্ত চিন্তাকুল হইলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ঐ দুর্নিমিত্ত শান্তি করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার রাজ্য প্রতিনিয়তই ক্ষীণ হইতে লাগিল। তখন রাজা ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই অতিশয় বিষণ্ন হইলেন। পরিশেষে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া সভাসদ্‌গণকে আহ্বান পূর্ব্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহর্ষি বককে মৃত পশু প্রদান পূর্ব্বক প্রতারণা করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার রাজ্য ক্ষয়ের নিমিত্ত সেই মৃত পশুর মাংস দ্বারা হোম করিতেছেন। তাঁহার তপঃ প্রভাবেই আপনার এই রূপ রাজ্যক্ষয় হইতেছে; অতএব আপনি সত্বরে সরস্বতী তীর্থে গমন করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করুন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভাসদ্‌গণের বাক্যানুসারে সরস্বতী তীর্থে গমন পূর্ব্বক মহর্ষি বকের চরণে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি অতিশয় দীন, লুব্ধ ও মোহান্ধ; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এক্ষণে আপনিই আমার গতি। তখন মহর্ষি বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শোকাকুলিত চিত্তে সেই রূপ

বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া একান্ত দয়াপরবশ হইলেন এবং ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার রাজ্যের উৎপাত শান্তির নিমিত্ত পুনরায় হুতাশনে আহুত প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের বিঘ্ন শান্তি করিয়া তাঁহার নিকট বিবিধ পশু গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও প্রসন্ন মনে স্ব নগরে সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ তীর্থে উদার বুদ্ধিসম্পন্ন সুরগুরু বৃহস্পতি অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের মঙ্গল সম্পাদনার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক মাংস দ্বারা হোম করিয়াছিলেন। অসুরগণ সেই যজ্ঞের প্রভাবে সংগ্রামে দেবগণের নিকট পরাজিত ও বিনষ্ট হইয়াছে। মহাবল বলদেব ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে হস্তী, অশ্ব, অশ্বতরীযুক্ত রথ, মহামূল্য রত্ন ও প্রভুত ধান্য প্রদান পূর্ব্বক যায়াত তীর্থে গমন করিলেন। ঐ স্থানে সরিদ্বরা সরস্বতী নহুষতনয় রাজা যযাতির যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিলাষানুরূপ দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে ঘৃত ও দুগ্ধের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজা যযাতি ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া হৃষ্ট মনে ঊর্দ্ধে গমন ও সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। উদারপ্রকৃতি যযাতিরাজ আর এক বার পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঐ স্থানে যজ্ঞ আহরণ করেন। স্রোতস্বতী সরস্বতী সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের যে যে দ্রব্যের অভিলাষ হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই প্রদান করিয়াছিলেন। আহূত ব্যক্তিগণ যিনি যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানেই সরস্বতীর কৃপায় ষড়্‌রস সম্পন্ন সুস্বাদু পান, ভোজন ও বিবিধ ধন প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমুদায় রাজারই দান অনুমান করিয়া প্রীত মনে তাঁহারে স্তব ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মনুষ্যগণ যযাতির সেই যজ্ঞব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর দাননিরত মহাবীর বলদেব তথা হইতে তীব্রবেগ সম্পন্ন বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থে গমন করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত বশিষ্ঠাপবাহের প্রবাহ অতি ভীষণ হইয়াছিল? কি কারণে মহানদী সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রবাহিত করিলেন? আর কি নিমিত্তই বা বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠদেবের বৈরভাব ঘটিয়াছিল? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই উভয়ের তপঃস্পর্দ্ধাবশতই সাতিশয় বৈরভাব উপস্থিত হয়। স্থানু তীর্থের পূর্ব্বস্থান মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ছিল। ঐ তীর্থের পশ্চিম কূলে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অবস্থান করিতেন। ভুতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সরস্বতীরে পূজা করিয়া ঐ তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উহার নাম স্থানুতীর্থ। দেবগণ ঐ তীর্থে কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিপদে অভিষেক করেন। ঐ তীর্থে মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয় উগ্র তপঃপ্রভাবে যেরূপে বশিষ্ঠদেবকে আপনার আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে নিরন্তর তপঃস্পর্দ্ধা করিতেন। একদা মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাব সন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করি-

লেন যে, আমি সরিদ্বরা সরস্বতীরে জপনিরত দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠ তপোধনকে আমার সমীপে উপনীত করিতে আদেশ করি। সরস্বতী স্বীয় বেগপ্রভাবে বশিষ্ঠকে এ স্থানে আনয়ন করিলে আমি উহারে বিনাশ করিব। গাধিনন্দন এই রূপ স্থির করিয়া রোষকষায়িত লোচনে সরস্বতীরে স্মরণ করিলেন। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রোধনস্বভাব ও তেজস্বী বলিয়া অবগত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার স্মরণে পতিপুত্র বিহীনা কামিনীর ন্যায় একান্ত দুঃখিত ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনিসত্তম! এক্ষণে আমারে কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন। তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র ক্রোধভরে তাঁহারে কহিলেন, সরস্বতি! তুমি অবিলম্বে বশিষ্ঠকে এই স্থানে আনয়ন কর। আমি আজি তাহারে বিনাশ করিব। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত ও ব্যথিত হইয়া বাতাহত লতার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহারে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সত্বরে বশিষ্ঠকে আমার নিকটে উপনীত কর। তখন সরিদ্বরা সরস্বতী বিশ্বামিত্রের পাপচিকীর্ষা ও বশিষ্ঠদেবের অপ্রতিম প্রভাব চিন্তা করিয়া উভয়ের শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া বশিষ্ঠের নিকট আগমন পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে বিশ্বামিত্রের আদেশ নিবেদন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ মহানদী সরস্বতীরে একান্ত কৃশ, বিবর্ণ ও চিন্তান্বিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, সরস্বতি! তুমি আর চিন্তা করিও না, অবিলম্বে আমারে বিশ্বামিত্রের নিকট উপনীত কর। নচেৎ গাধিনন্দন তোমারে শাপ প্রদান করিবেন। তখন সরস্বতী কৃপাপরতন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি, মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রতিনিয়ত আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব উহাঁর হিত সাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সরিৎপ্রধানা সরস্বতী এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় কূলে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জপকার্য্যে নিরত দেখিয়া এই উত্তম অবসর বিবেচনা করিয়া স্বীয় বেগপ্রভাবে কূল বিপাটন পূর্ব্বক বশিষ্ঠকে তাঁহার সমীপে লইয়া চলিলেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ সরস্বতীর বেগে প্রবাহিত হইয়া তাঁহারে স্তব করিতে লাগিলেন, হে সরস্বতি! তুমি মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ। তোমার সলিলে চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমিই আকাশমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক মেঘমণ্ডলে জল প্রদান করিয়া থাক; সেই জল পুনরায় তোমাতেই আগমন করে। তুমিই পুষ্টি, তুমিই দ্যুতি, তুমিই কীর্ত্তি, তুমিই সিদ্ধি, তুমিই বুদ্ধি, তুমিই উমা, তুমিই বাণী এবং তুমিই স্বাহা। এই জগৎ তোমারই অধীনে অবস্থান করিতেছে। তুমি সূক্ষ্মা, মধ্যমা, বৈখরী ও পশ্যন্তী এই চারি রূপে বিভক্ত হইয়া সমস্ত ভূতে বিদ্যমান রহিয়াছ।

হে মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই রূপ স্তব করিলে নদীপ্রধানা সরস্বতী মহাবেগে তাঁহারে বিশ্বামিত্র সমীপে উপনীত করিয়া গাধিতনয়কে বারংবার বশিষ্ঠের আগমন বার্ত্তা নির্দ্দেশ করিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে সমানীত সন্দর্শন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন সরস্বতী গাধিপুত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন, এক্ষণে বিশ্বামিত্রের বাক্য রক্ষা করা হইয়াছে; অতএব বশিষ্ঠকে লইয়া প্রস্থান করি। মহানদী মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠকে পুনরায়

পূর্ব্ব কূলে উপনীত করিলেন। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে অপবাহিত ও আপনারে বঞ্চিত দেখিয়া ক্রোধভরে সরস্বতীরে কহিলেন, সরস্বতি! তুমি আমারে বঞ্চনা করিলে, অতএব আজি হইতে রাক্ষসগণের আহ্লাদকর শোণিতপ্রবাহ বহন কর। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক এই রূপ অভিশপ্ত হইয়া শোণিতমিশ্রিত সলিল বহন করিতে লাগিলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সরস্বতীর তদ্রূপ দশা সন্দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এক বৎসর পরে সরস্বতী পুনরায় আত্মরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে ঐ তীর্থে মহাত্মা বশিষ্ঠ সরস্বতীর প্রবাহে প্রবাহিত হওয়াতে উহা ভূমণ্ডলে বশিষ্ঠাপবাহ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সরিদ্বরা সরস্বতী রোষাবিষ্ট মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক ঐ রূপ অভিশপ্ত হইয়া সেই তীর্থে শোণিতধারা প্রবাহিত করিলে রাক্ষসগণ তথায় আগমন পূর্ব্বক পরম সুখে সেই রুধির পান করত পরিতৃপ্ত হইয়া কখন হাস্য ও কখন নৃত্য করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে কতগুলি তাপস তীর্থ পর্য্যটনক্রমে সরস্বতীতে আগমন করিলেন এবং সরস্বতীর অন্যান্য সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিয়া পরিশেষে সেই শোণিতধারাপ্রবাহী তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা সরস্বতীর জল শোণিতপরিপ্লুত ও বহুসংখ্য রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর পীয়মান নিরীক্ষণ করিয়া মহানদীর পরিত্রাণ বাসনায় তাঁহারে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমার এই তীর্থ কি নিমিত্ত এই রূপ শোণিতময় হইয়াছে, আমরা তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। সরস্বতী মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহাদের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন তাপসগণ সরস্বতীরে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমরা তোমার অভিশাপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে সকলেই তোমার শাপ শান্তি করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিব।

হে মহারাজ! তাপসেরা সরস্বতীরে এই রূপ কহিয়া পরস্পর তাঁহারে শাপ বিমুক্ত করিবার পরামর্শ করিলেন এবং অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিবিধ নিয়ম ও উপবাস দ্বারা অচিরাৎ জগৎপতি পশুপতিরে প্রসন্ন করিয়া পবিত্র নদীর শাপ শান্তি করিয়া দিলেন। তখন রাক্ষসেরা সরস্বতীরে তপোধনগণের তপোবলে পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ ও প্রসন্ন সলিলসম্পন্ন দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইল এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সমস্ত কৃপাপরায়ণ মুনিগণকে বারংবার কহিতে লাগিল, হে তাপসগণ! আমরা শাশ্বত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি; কিন্তু আমরা স্বেচ্ছানুসারে পাপানুষ্ঠান করি না। আপনাদিগের অপ্রসন্নতা নিবন্ধনই আমাদের পাপ বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি। কামিনীগণ যেমন স্বভাবসিদ্ধ কামপরতন্ত্র হইয়া যোনিদোষকৃত পাপে লিপ্ত হয়, তদ্রূপ আমরা নৈসর্গিক ক্ষুধায় কাতর হইয়া বিবিধ পাপে জড়িত হই। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রমধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণগণের প্রতি দ্বেষ এবং ঋত্বিক্‌, গুরু ও বৃদ্ধ লোকদিগকে অপমান করে, তাহারাও রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ! আপনারা লোকদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, অতএব আমাদিগকেও পরিত্রাণ করুন।

হে মহারাজ! তাপসেরা রাক্ষসগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত সরস্বতীরে স্তব করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন যে, এ স্থানে যে অন্ন কীটযুক্ত, উচ্ছিষ্ট, হিক্কা ও কেশদূষিত, অস্পৃশ্য জাতিস্পৃষ্ট, পূতিগন্ধোপহত ও অশ্রুজল মিশ্রিত হইবে, রাক্ষসেরা তাহা অধিকার করিবে; অতএব বিবেচক ব্যক্তিগণ অতি যত্ন সহকারে উক্ত প্রকার অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। যে ব্যক্তি ঐ রূপ দূষিত অন্ন ভোজন করিবেন, তাঁহার রাক্ষসান্ন আহার করা হইবে। তাপসেরা এই রূপে রাক্ষসগণের আহার নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উপস্থিত নিশাচরগণকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত সরস্বতীরে অনুরোধ করিলেন। তখন সরিৎপ্রধানা সরস্বতী তাপসগণের বাক্যানুসারে আপনার শাখা ব্রহ্মহত্যা পাপনাশিনী অরুণা নদীরে তথায় প্রবাহিত করিলেন। রাক্ষসেরা সেই অরুণায় স্নান ও দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। কিয়ৎকাল পরে দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সুররাজ ইন্দ্র কি নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং কি রূপেই বা এই তীর্থে অবগাহন করিয়া সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র দানবরাজ নমুচির সহিত নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক উহা লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। আপনি সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। একদা দানবরাজ নমুচি ইন্দ্রভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সূর্য্যরশ্মিমধ্যে প্রবেশ করিল। ইন্দ্র তদ্দর্শনে তাহার সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! আমি সত্যই কহিতেছি, দিবসে বা রজনীতে তোমারে বিনাশ করিব না এবং আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তু দ্বারা তোমার প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইব না।

হে মহারাজ! অনন্তর একদা নীহারজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইলে দেবরাজ সলিলফেন দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন সেই ছিন্ন মস্তক রে পাপাত্মন্! তুই মিত্রকে বিনাশ করিলি, এই বলিয়া দেবরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। দেবরাজ সেই ছিন্ন মস্তক হইতে বারংবার এই রূপ শব্দ নির্গত হইতেছে শ্রবণ করিয়া সন্তপ্ত মনে পিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন ত্রিলোকগুরু কমলযোনি তাঁহারে কহিলেন, হে পুরন্দর! তুমি অরুণা তীর্থে বিধানানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্নান কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইবে। মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে অতিশয় পবিত্র করিয়াছেন। উহার ঐ স্থানে আবির্ভাব অতিশয় নিগূঢ় ছিল; কিন্তু সরিদ্বরা সরস্বতী স্বীয় সলিল দ্বারা উহারে প্লাবিত করেন। হে দেবরাজ! ঐ অরুণাসরস্বতীসঙ্গম তীর্থ অতি পবিত্র। তুমি ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক বিবিধ ধন দান ও স্নান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র পিতামহ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া অরুণা তীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বিধানানুসারে স্নান করিয়া সেই দানব বিনাশ নিবন্ধন ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় দেবলোকে গমন করিলেন। তৎপরে দানবরাজ নমুচির সেই ছিন্ন মস্তকও ঐ তীর্থে স্নান করিয়া অক্ষয় লোক লাভ করিল।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে

বিবিধ ধন দান পূর্ব্বক ধর্ম্ম লাভ করিয়া সোমতীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে ঐ তীর্থে ভগবান্ চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিপ্রবরাগ্রগণ্য অত্রি তাঁহার যজ্ঞে হোতা হইয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞের অবসানে দেবগণের সহিত রাক্ষস ও অসুরদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কার্ত্তিকেয় দেবগণের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করেন। ঐ তীর্থে যে স্থানে বটবৃক্ষ বিরাজিত আছে, তথায় সেনাপতি কার্ত্তিকেয় নিরন্তর অবস্থান করিতেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সরস্বতীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় কোন্ স্থানে কি রূপে কাহাদের কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তুমি কৌরবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অতএব এই আনন্দজনক বৃত্তান্তে অবশ্যই তোমার কৌতূহল হইতে পারে। এক্ষণে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের মাহাত্ম্য ও অভিষেক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্ব কালে অগ্নিমধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের রেতঃপাত হইয়াছিল। হব্যবাহন তাহার প্রভাবেই দীপ্তিশালী ও তেজস্বী হইয়াছেন। তিনি তৎকালে সেই অক্ষয় বীর্য্য বহন ও ধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে উহা গঙ্গাজলে পরিত্যাগ করিলেন। ভগবতী ভাগীরথীও সেই তেজোময় বীর্য্য ধারণে অসমর্থা হইয়া উহা সুরপূজিত সুরম্য হিমালয়ের শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। তথায় সেই রেতঃপ্রভাবে কুমার সমুৎপন্ন হইলেন। কুমারের তেজঃপুঞ্জে ত্রিলোক সমাবৃত হইল। তখন পুত্রাভিলাষিণী ছয় জন কৃত্তিকা শরবনে সেই অপূর্ব্ব কুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার পুত্র বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কুমার তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া ষড়ানন হইয়া এককালে তাঁহাদিগের ছয় জনের স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। দিব্যরূপা কৃত্তিকাগণ বালকের সেই অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাগীরথী হিমালয়ের যে শিখরে ভগবান্ কুমারকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই শিখর সুবর্ণময় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঐ নিমিত্ত পর্ব্বতগণ কাঞ্চনের আকর হইয়াছে। হে মহারাজ! ঐ কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়। উনি ক্রমে ক্রমে শান্তপ্রকৃতি, তপোনিষ্ঠ, বলবীর্য্য সম্পন্ন ও চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সতত সেই সুবর্ণময় শরস্তম্বে শয়ান থাকিতেন। তথায় গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ তাঁহার স্তুতিপাঠ এবং নৃত্যবাদিত্রনিপুণা চারুদর্শনা দেবকন্যাগণ নৃত্য করিতেন। ঐ সময় নদীপ্রধানা গঙ্গা কুমারের উপাসনা ও বসুন্ধরা দিব্য রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে ধারণ করিতে লাগিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি তাঁহার জাতকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিলেন। চারি বেদ, চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ, সমুদায় অস্ত্র এবং সরস্বতী ইঁহারা মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! একদা মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় দেখিলেন যে, দেবাদিদেব মহাদেব অদ্ভুতদর্শন বিকৃত বেশধারী ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শৈলপুত্রীর সহিত একাসনে আসীন রহিয়াছেন। ঐ ভূতগণের বদন ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লূক, বিড়াল, মকর, বৃষ, হস্তী, উষ্ট্র, উলূক, গৃধ্র, গোমায়ু, ক্রৌঞ্চ, রুরু ও পারাবতের ন্যায় এবং অনেকের

শরীর শল্য, গোধা, গো ও মেষের ন্যায়, কেহ কেহ মেঘ সদৃশ, কেহ কেহ অঞ্জন পর্ব্বত সন্নিভ, কেহ কেহ ধবল পর্ব্বতাকার ও কেহ কেহ গদা ও চক্রধারী। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় মহাদেবকে এই রূপে সমাসীন দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমনে সমুদ্যত হইলেন। তখন সপ্ত মাতা, পুত্রসমবেত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সাধ্য, সিদ্ধ, বিশ্বদেব, বসু, রুদ্র, আদিত্য, ভুজগ, দানব, খগ, যাম, ধাম, নারদাদি দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ কুমারের দর্শন লালসায় তথায় সমাগত হইলেন।

অনন্তর সেই যোগসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত কুমার দেবাদিদেব পিণাকপাণির নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ত্রিলোচন, পার্ব্বতী, গঙ্গা ও হুতাশন তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া সকলেই মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই বালক গৌরব প্রযুক্ত অগ্রে আমারই নিকট আগমন করিবে। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যোগবলে আপনার মূর্ত্তি চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিলেন। তখন তাঁহার কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, শাখ ও নৈগমেয় নামে চারিটি মূর্ত্তি হইল। উহাঁদের চারি জনেরই রূপ সমান। অনন্তর কার্ত্তিকেয় রুদ্রের নিকট, বিশাখ পার্ব্বতীর নিকট, বায়ুমূর্ত্ত ভগবান্ শাখ অগ্নির নিকট ও নৈগমেয় গঙ্গার নিকট গমন করিলেন। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আনন্দকর লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে দেব, দানব ও রাক্ষসগণের মহাকোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন ভগবান্ মহাদেব, পার্ব্বতী, ভাগীরথী ও অনল পুত্রের প্রিয় কামনায় ব্রহ্মারে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমাদিগের প্রিয় কার্য্য সাধনের নিমিত্ত এই বালককে উপযুক্ত আধিপত্য প্রদান করুন। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি পূর্ব্বে দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ভূত, যক্ষ, বিহঙ্গ ও পন্নগগণকে সমুদায় ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছি। এই বালকও সেই সমুদায় ঐশ্বর্য্য ভোগের উপযুক্ত। এক্ষণে ইহারে কোন্ ঐশ্বর্য্য প্রদান করি। ভগবান্ কমলযোনি মুহূর্ত্তকাল এই রূপ চিন্তা করিয়া দেবগণের হিত সাধনার্থ কার্ত্তিকেয়কে সর্ব্ব ভূতের সৈনাপত্য প্রদান পূর্ব্বক প্রধান প্রধান দেবগণ মধ্যে তাঁহার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কার্ত্তিকেয়কে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিষেকার্থ হিমালয়ের যে স্থানে ত্রিলোকবিশ্রুত, পরম পবিত্র সরস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর সুরগুরু বৃহস্পতি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত অভিষেক দ্রব্য আহরণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্র, ধাতা, বিধাতা, অনিল, অনল এবং পূষা, ভগ, অর্য্যমা, অংশ, বিবস্বান্, মিত্র, বরুণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ ও অশ্বিনীতনয়দ্বয়পরিবৃত ভগবান্ মহাদেব, যাবতীয় বিশ্বদেব, মরুৎ, সাধ্য, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, বৈখানস, বালিখিল্য, বায়ুভক্ষ, মরীচিপায়ী, ভার্গব, আঙ্গিরস, যতি, সর্প, বিদ্যাধরগণ সমবেত সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা এবং পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ছয় ঋতু, গ্রহ ও জ্যোতিঃ পদার্থ সমুদায়, মূর্ত্তিমতী নদী সকল, সনাতন চারি বেদ, সমুদ্র সকল, হ্রদ সমুদায়, বিবিধ তীর্থ, ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল, পাদপ

সমূহ, দেবমাতা অদিতি, হ্রী, শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, বুদ্ধি, অন্যান্য দেবপত্নী-গণ, হিমালয়, বিন্ধ্য, বহু শৃঙ্গ সম্পন্ন সুমেরু, সানুচর ঐরাবত, চতুঃষষ্টি কলা, দশ দিক্, মাসার্দ্ধ, মাস, দিবস, রজনী, হয়শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাসুকি, অরুণ, গরুড়, ওষধি সমবেত বৃক্ষ সমুদায়, ধর্ম্ম, কাল, যম, মৃত্যু, যমের অনুচরগণ ও অন্যান্য দেবতারা কার্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। হে মহারাজ! বাহুল্য প্রযুক্ত সমুদায় দেবের নামোল্লেখ করিলাম না। ঐ দেবগণ হিমাচলপ্রদত্ত মণিরত্নখচিত অতি পবিত্র আসনে আসীন সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রত্নকলস ও অভিষেকের অন্যান্য দ্রব্যজাত গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে অতি পবিত্র সরস্বতীসলিলে পূর্ব্বে যেমন বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা নিতান্ত প্রীত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে বায়ুবেগগামী অমিতবীর্য্য নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুমুদমালী এই চারি পারিষদ প্রদান করিলেন এবং মহাতেজা মহেশ্বর এক জন কামবীর্য্য সম্পন্ন দৈত্যঘাতন শতমায়াধারী মহাপারিষদকে তাঁহার অনুচর করিয়া দিলেন। ঐ মহাপারিষদ দেবাসুর সংগ্রামে কোপাবিষ্ট হইয়া বাহুবলে চতুর্দ্দশ প্রযুত মহাভীষণ দৈত্যকে নিপাতিত করিয়াছিল। অনন্তর দেবগণ অসুরনিসূদন অজেয় বিষ্ণুরূপী সৈন্যগণকে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাত্মা কুমার বহুসংখ্যক অনুচর প্রাপ্ত হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মুনি ও পিতৃগণ মহা আহ্লাদে জয়শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন যম উন্মাথ ও প্রমাথ নামে মহাবল পরাক্রান্ত কালোপম অনুচরদ্বয়কে, ভগবান্ সূর্য্য প্রীত মনে সুভ্রাজ ও ভাস্বর নামে দুই অনুচরকে, চন্দ্র কৈলাসশৃঙ্গ সদৃশ শ্বেত মাল্য সুশোভিত শ্বেতচন্দন ভূষিত মণি ও সুমণি নামে দুই অনুচরকে এবং হুতাশন জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতি নামে শত্রুসৈন্যসূদন অনুচরদ্বয়কে, মহাত্মা অংশ মহাবল পরাক্রান্ত পরিঘ, বট, ভীম, দহতি ও দহন নামে পাঁচ অনুচরকে এবং শত্রুসূদন দেবরাজ বজ্রদণ্ডধারী উৎক্রোশ ও পঞ্চক নামে দুই অনুচরকে কার্ত্তিকেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহাবীর উৎক্রোশ ও পঞ্চক সংগ্রামস্থলে বাসবের অসংখ্য শত্রু সংহার করিয়াছিল। অনন্তর মহাত্মা বিষ্ণু বলবান্ চক্র, বিক্রমক ও সংক্রমককে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীত মনে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বর্দ্ধন ও নন্দনকে, ধাতা কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বরকে, বিশ্বকর্ম্মা মহাবল পরাক্রান্ত চক্র ও অনুচক্রকে, মিত্র তপোবল সম্পন্ন বিদ্যাবিশারদ মহাত্মা সুব্রত ও সত্যসন্ধকে, বিধাতা সুব্রত ও শুভকর্ম্মারে, পূষা মায়াবী লোকবিশ্রুত পাণিতক ও পাণিককে, বায়ু বল ও অতিবলকে, বরুণ তিমিমুখ যম ও অতিযমকে, হিমালয় মহাত্মা সুবর্চ্চা ও অতিবর্চ্চারে, মহাত্মা মেরু কাঞ্চন, মেঘমালী, স্থির ও অতিস্থিরকে, বিন্ধ্যগিরি পাষাণযুদ্ধবিশারদ উচ্ছ্রিত ও অতিশৃঙ্গকে, সমুদ্র সংগ্রহ ও বিগ্রহকে, পার্ব্বতী উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণকে এবং পন্নগেশ্বর বাসুকি জয় ও মহাজয় নামে দুই নাগকে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের পারিষদ করিয়া দিলেন।

অনন্তর সাধ্য, রুদ্র, বসু ও পিতৃগণ এবং সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদায় মহাত্মা কার্ত্তিকেয়কে শূল, পট্টিশ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্রধারী বিবিধ বেশভূষিত

অসংখ্য সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিলেন। এক্ষণে সেই সকল সেনাধ্যক্ষের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শঙ্কুকর্ণ, নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, ঘ্রাণশ্রবা, প্রতিস্কন্ধ, কাঞ্চনাক্ষ, জলন্ধম, অক্ষ, সন্তর্জ্জন, কুনদীক, তমোন্তকৃৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, সহস্রবাহু, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, সুনামা, সুচক্র, প্রিয়দর্শন, গজোদর, গজশিরা, স্কন্ধাক্ষ, শতলোচন, জ্বালাজিহ্ব, করালাক্ষ, ক্ষিতিকেশ, জটী, হরি, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দ্দংষ্ট্র; উষ্ট্রজিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুশ্রব, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্ব্বক্ত্র, জাঠর, মারুতাশন, উদরাক্ষ, রথাক্ষ, বজ্রনাম, বসুপ্রদ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, বৃষ, মেষপ্রবাহ, নন্দ, উপনন্দ, ধূম্র, শ্বেত কলিন্দ, সিদ্ধার্থ, বরদ, প্রিয়ক, নন্দ, গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, স্বস্তিক, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুবাহ, সিদ্ধপাত্র; গোব্রজ, কনকাপীড়, গায়ন, হসন, বাণ, খড়্গ, বৈতালী, গতিতালী, কথক, বাতিক, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, হংসজ, সমুদ্রোন্মাদন, রণোৎকট, প্রহাস, শ্বেতসিদ্ধ, নন্দক, কালকণ্ঠ, প্রভাস, কুম্ভাণ্ডক, কালকাক্ষ, সিত, যজ্ঞবাহ, প্রবাহ, দেবযাজী, সোমপ, মজ্জল, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, চিত্রদেব, মধুর, সুপ্রসাদ, কিরিটী, বৎসল, মধুবর্ণ, কলসোদর, ধর্ম্মদ, মন্মথকর, সূচীবক্ত্র, শ্বেতবক্ত্র, সুবক্ত্র, চারুবক্ত্র, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজ, কোকিলক, অচল, বালকরক্ষক, কনকাক্ষ, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধপত্র, জম্বুক, লোহাজবক্ত্র, জবন, কুম্ভবক্ত্র, কুম্ভক, স্বর্ণগ্রীব, কৃষ্ণৌজা, হংসবক্ত্র, চন্দ্রভ, পাণিকূর্চ্চা, শম্বুক, পঞ্চবক্ত্র, শিক্ষক, চাসবক্ত্র, শাকবক্ত্র, কুণ্ডল।

এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মার প্রদত্ত ব্রাহ্মণপ্রিয় যোগাসক্ত অন্যান্য বালক, বৃদ্ধ ও যুবা পারিষদগণ কুমারের সমীপে সমুপস্থিত হইল। উহাদের মুখ কূর্ম্ম, কুক্কুট, শশ, উলূক, খর, উষ্ট্র, বরাহ, মার্জ্জার, নকুল, কাক, মূষিক, ময়ূর, মৎস্য, ছাগ, মেষ, মহিষ, ভল্লূক, শার্দ্দূল, দ্বীপী, সিংহ, হস্তী, নক্র, গরুড়, কঙ্ক, বৃক, বৃষ, দংশ, পারাবত, কোকিল, শ্যেন, তিত্তিরি, কৃকলাশ, সর্প ও শূলের ন্যায়; ভূষণ সর্প এবং পরিধান গজচর্ম্ম ও কৃষ্ণাজিন। উহাদের মধ্যে কাহারও উদর স্থূল, অঙ্গ কৃশ; কাহারও বা অঙ্গ স্থূল, উদর কৃশ; কাহারও গ্রীবা ক্ষুদ্র; কাহারও কর্ণ বৃহৎ এবং কাহারও মুখ স্কন্ধদেশে, কাহারও উদরে, কাহারও পৃষ্ঠে, কাহারও হনুদেশে, কাহারও কোটিদেশে, কাহারও জঙ্ঘাদেশে এবং কাহারও বা পার্শ্বে নিহিত। কাহারও কাহারও মুখ কীট পতঙ্গের ন্যায়; কাহারও কাহারও বাহু, মস্তক ও উদর অসংখ্য; কাহারও কাহারও বাহু বৃক্ষের ন্যায়; কাহারও কাহারও বাস কনকমণ্ডিত; কেহ কেহ চীরবাসা এবং কেহ কেহ বিবিধ গন্ধ মাল্যে বিভূষিত। কেহ কেহ উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ মুকুটধারী ও কেহ কেহ কিরীটধারী কাহারও কাহারও দুই শিখা, কাহারও কাহারও তিন শিখা, কাহারও কাহারও পাঁচ শিখা এবং কাহারও কাহারও সাত শিখা এবং কাহারও কাহারও কেশপাশ সুবর্ণবর্ণ ও ময়ূরপুচ্ছে শোভিত। কেহ কেহ মুণ্ড, কেহ কেহ জটিল ও কাহারও কাহারও মুখ রোমশ, কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ কেহ শীর্ণবক্ত্র, কেহ কেহ স্থূলপৃষ্ঠ, কেহ কেহ ক্ষীণপৃষ্ঠ, কেহ কেহ দীর্ঘবাহু, কেহ কেহ হ্রস্ববাহু, কেহ কেহ বিস্তীর্ণজঙ্ঘ, কেহ কেহ হ্রস্বজঙ্ঘ, কেহ কেহ দীর্ঘদন্ত, কেহ কেহ হ্রস্বদন্ত ও কেহ কেহ বা চতুর্দ্দন্ত, কেহ শীর্ণগাত্র, কেহ বামন, কেহ কুব্জ এবং কাহারও কাহারও নাসিকা হস্তী, কূর্ম্ম ও বৃকের ন্যায়। কেহ কেহ অধোমুখ, কেহ কেহ সুন্দর, দ্যুতিমান্

ও মনোহর অলঙ্কারে বিভূষিত এবং কেহ কেহ বা দিগ্গজাকার ও অতি ভীষণ, কাহারও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ ও নাসিকা রক্তবর্ণ। কেহ বা শঙ্কুকর্ণ, কাহারও ওষ্ঠ স্থূল, কাহারও মেঢ্র লম্বিত। উহাদিগের পাদ, ওষ্ঠ, দশন, হস্ত, মস্তক, পরিধিত চর্ম্ম এবং ভাষা নানাপ্রকার। উহারা সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। দেবগণও উহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। উহারা সকলেই দেশভাষায় কথোপকথন করিতে করিতে অতি হৃষ্ট ভাবে তথায় উপস্থিত হইল। উহাদিগের মধ্যে অনেকের গ্রীবা, নখ, পাদ, মস্তক, বাহু ও কর্ণ সুদীর্ঘ এবং উদর বৃকের ন্যায় আয়ত, কাহারও কাহারও কণ্ঠ নীলবর্ণ, শরীর অঞ্জনবর্ণ, চক্ষু শ্বেতবর্ণ, গ্রীবা লোহিতবর্ণ।

ঐ সকল নানাবর্ণ সুশোভিত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবেগ সম্পন্ন ঘণ্টাজালজড়িত রণপ্রিয় পারিষদগণ পাশ, শতঘ্নী, চক্র, মুষল, মুদ্গর, অসিদণ্ড, গদা, ভুষুণ্ডি ও তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া কুমারের অভিষেক দর্শন পূর্ব্বক মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক পারিষদও তৎকালে কার্ত্তিকেয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীস্থিত সহস্র সহস্র বীর দেবতাদিগের আদেশানুসারে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের অনুচর হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন করিল।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণে এই চরাচর ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এক্ষণে তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোস্তনী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা, গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করা, বসুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শত্রুঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী, মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থসেনী, গীতপ্রিয়া, কল্যাণী, রুদ্ররোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রূ, কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বীর্য্যবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, কন্দরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, মহাবলা, কমলা, সুদামা, বহুদামা, যশস্বিনী, সুপ্রভা, উদূখলমেখলাধারিণী, নৃত্যপ্রিয়া, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুষ্মতী, চন্দ্রশিলা, ভদ্রকালী, ঋক্ষা, অম্বিকা, নিষ্কুটিকা, চত্বরবাসিনী, বামা, সুমঙ্গলা, স্বস্তিমতী, বুদ্ধিকামা, জয়প্রিয়া, ঘনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, এড়া, ভেড়া, সমেড়ী, বেতালজননী, কণ্ডূতি, কালিকা, দেবমিত্রা, বসুশ্রী, কোটরা, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কুটিকা, শঙ্খলিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কোকুলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রাথিনী, জলেলা, মহাবেগা কঙ্কনা, মহাজবা কণ্টকিনা, প্রঘসা, পূতনা, কেশযন্ত্রী, ক্রটি, ক্রোশনা, তাড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, মুণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহনা, সুভগা, লম্বিনা, লম্বা, তাম্রচূড়া, বিকাশিনা, ঊর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষা, লোহমেখলা, পৃথুবক্ত্রা, মধুলিকা, মধুকুম্ভা, পক্ষালিকা, মৎকুণিকা, জরায়ু, জর্জ্জরাননা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পূষণা, মণিকুট্টিকা, অমোঘা, লম্বপয়োধরা, বেণুবীণাধরা, শশোলূকমুখী, কৃষ্ণা, খরজঙ্ঘা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একত্বচা, কৃষ্ণবর্ণা, সুকুসুমা,

ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুষ্পথনিকেতা, গোকর্ণা, মহিষাননা, খরকর্ণী, মহাকর্ণী, ভেরীস্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খকুম্ভশ্রবা, ভগদা, গণা, সুগণা, ভীণী, কামদা, চতুষ্পথরতা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরা, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোমহিষদা, সুবিশালা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণী, শিবকর্ণী, বসুদা, মন্থিনী, একবক্ত্রা, মেঘরবা, মেঘমালা ও বিরোচনা। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তিকেয়ের অনুযায়িনী আরও অসংখ্য মাতৃকা আছেন। উহাঁরা কামরূপী, মাহাত্ম্যযুক্ত, যৌবনসম্পন্ন, শুভ্রবস্ত্র ও বিবিধ অলঙ্কার বিভূষিত, দীর্ঘকেশ সুশোভিত ও কামচারী। উহাঁদের বাক্য কোকিলের ন্যায়, ধন কুবেরের ন্যায়, যুদ্ধনৈপুণ্য ইন্দ্রের ন্যায়, বেগ বায়ুর ন্যায় ও দীপ্তি হুতাশনের ন্যায়। উহাঁদের মধ্যে কাহার নখ, বদন ও দন্ত সুদীর্ঘ, কাহার গাত্র মাংসশূন্য, কাহার মেখলা লম্বিত। কেহ শ্বেতবর্ণা, কেহ কাঞ্চনবর্ণা, কেহ কৃষ্ণবর্ণা, কেহ ধূম্রবর্ণা, কেহ অরুণবর্ণা, কেহ ঊর্দ্ধবেণীধরা, কেহ পিঙ্গাক্ষী, কেহ তাম্রাক্ষী, কেহ লম্বোদরী, কেহ লম্বকর্ণা ও কেহ লম্বস্তনী। উহাঁরা কেহ কেহ যম হইতে, কেহ কেহ রুদ্র হইতে, কেহ কেহ সোম হইতে, কেহ কেহ কুবের হইতে, কেহ কেহ বরুণ হইতে, কেহ কেহ ইন্দ্র হইতে, কেহ কেহ অগ্নি হইতে, কেহ কেহ বায়ু হইতে, কেহ কেহ কুমার হইতে, কেহ কেহ ব্রহ্মা হইতে, কেহ কেহ বিষ্ণু হইতে, কেহ কেহ সূর্য্য হইতে ও কেহ কেহ বরাহদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। উহাঁদের মধ্যে অনেকেরই রূপ অপ্সরার ন্যায় মনোহর। বৃক্ষ, চত্বর, চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান ও শৈলপ্রস্রবণ উহাঁদের বাসস্থান। উহাঁরা যুদ্ধকালে শত্রুগণকে যাহার পর নাই ভীত করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! ঐ সকল বলবীর্য্যসম্পন্ন দিব্য মাল্যবিভূষিত মাতৃকা ইন্দ্রের আদেশানুসারে মহাত্মা কুমারের নিকট সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ পাকশাসন অসুরগণের বিনাশ সাধনার্থ কার্ত্তিকেয়কে দিব্য শক্তি, পশুপতি মহাঘণ্টাযুক্ত অরুণ সদৃশ দেদীপ্যমান পতাকা ও রুদ্রতুল্য পরাক্রান্ত তিন অযুত যোধে পরিবৃত সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ নানাস্ত্রধারী ধনঞ্জয় সেনা, বিষ্ণু বলবর্দ্ধিনী বৈজয়ন্তী মালা, পার্ব্বতী সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নির্ম্মল বস্ত্রদ্বয়, গঙ্গা অমৃতোদ্ভব দিব্য কমণ্ডলু, বৃহস্পতি দণ্ড, গরুড় বিচিত্র শিখণ্ডযুক্ত স্বীয় পুত্র ময়ূর, অরুণ চরণায়ুধ কুক্কুট, বরুণ বলবীর্য্যশালী নাগ এবং সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা কৃষ্ণাজিন ও বিজয় প্রদান করিলেন।

এই রূপে ভগবান্ কুমার দেবগণের নিকট সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক সুরগণকে আহ্লাদিত করিয়া পারিষদ্ ও মাতৃগণ সমভিব্যাহারে দৈত্য বিনাশার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহার সেনাগণ ধ্বজ ও বিবিধ আয়ুধ সমুচ্ছ্রিত করিয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডলমণ্ডিত সরৎকালীন রজনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর দেবসেনা ও ভূতগণ মহা আহ্লাদে ভেরী, শঙ্খ, পটহ, ঝর্ঝর, ক্রকচ, গোবিষাণিক, আড়ম্বর, গোমুখ ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র বাদন করিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ কুমারের স্তব পাঠ, গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় দেবগণের স্তবে প্রীত হইয়া আমি তোমাদের বধেসমুদ্যত দানবদিগকে বিনাশ করিব বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। দেবগণ কুমারের বর লাভ করিয়া শত্রু সমুদায় নিহত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে

লাগিলেন। ঐ সময় ভূতগণের হর্ষধ্বনিতে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইল। তখন মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সেনা সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণের পরিত্রাণ ও দৈত্যগণের নিধন নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। উদ্যোগ, জয়, ধর্ম্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি তাঁহারা সৈন্যের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইলেন। বিচিত্র ভূষণালঙ্কৃত ও কবচধারী সৈন্যগণ শূল, মুদ্গর, মুষল, গদা, নারাচ, শক্তি, তোমর ও জ্বলিত অলাত ধারণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। সমস্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ তদ্দর্শনে মহা উদ্বিগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। বিবিধ আয়ুধধারী দেবগণও তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার মানসে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হুত হুতাশন সদৃশ তেজস্বী মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় ক্রোধভরে বারংবার শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শক্তিপ্রভাবে অসংখ্য প্রজ্বলিত উল্কা ও নির্ঘাত বসুধাতল নিনাদিত করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর মহাসেন একমাত্র শক্তি নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই শক্তি হইতে কোটি কোটি শক্তি নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি প্রীত মনে মহাবল পরাক্রান্ত দশ অযুত দৈত্যপরিবৃত দৈত্যেন্দ্র তারককে, অষ্টপদ্ম দৈত্য পরিবেষ্টিত মহিষকে, কোটি দানবপরিবৃত ত্রিপাদকে এবং দশ নিখর্ব্ব দৈত্যপরিবেষ্টিত হ্রদোদরকে অনুচরগণের সহিত নিপাতিত করিলেন। এই রূপে দৈত্যক্ষয় আরম্ভ হইলে কার্ত্তিকেয়ের অনুচরগণ সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূরিত করিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। শক্তির প্রভাপ্রভাবে ত্রৈলোক্য বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় সহস্র সহস্র দৈত্য মহাসেনের সিংহনাদে ভীত, কেহ কেহ পতাকা বিধূননে নিহত, কেহ কেহ ঘণ্টানিস্বনে বিত্রস্ত এবং কেহ কেহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্নকলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় অসংখ্য আততায়ী অসুরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বলির পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বাণদৈত্য ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া দেবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাসেন তদ্দর্শনে অবিলম্বে বাণদৈত্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন বলিতনয় প্রাণভয়ে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে লুক্কায়িত হইল। ঐ পর্ব্বত ক্রৌঞ্চের ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। মহাবীর কার্ত্তিকেয় বাণদৈত্যকে পর্ব্বতমধ্যে লুক্কায়িত দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে অগ্নিদত্ত শক্তি দ্বারা উহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই পর্ব্বতস্থিত হস্তী ও বানরগণ নিতান্ত আকুল, পক্ষী সকল উড্ডীন এবং পন্নগ সমুদায় নির্গত হইতে লাগিল। সিংহ, শরভ, গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও হরিণ সকল ধাবমান হওয়াতে পর্ব্বতস্থ কানন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। শৃঙ্গনিবাসী বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ কুমারের শক্তিপাত শব্দে ভীত ও কাতর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই পর্ব্বত অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর বিচিত্র ভূষণধারী অসংখ্য দৈত্য সেই দেদীপ্যমান পর্ব্বত হইতে নির্গত হইল। কার্ত্তিকেয়ের অনুচরগণও তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক সংহার করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কার্ত্তিকেয় দেবরাজ যেমন বৃত্রকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বলিতনয়কে তাহার অনুজের সহিত শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা কুমার ঐ সময় যত বার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, উহা তত বারই তাঁহার হস্তে প্রত্যাগত হইল। হে মহারাজ! শৌর্য্যাদিগুণ সম্পন্ন

মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা কার্ত্তিকেয় পূর্ব্বে এই রূপে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতবিদীর্ণ ও শত শত দৈত্য নিপাতিত করেন।

এই রূপে দৈত্যগণ নিহত হইলে সুরগণ প্রীত মনে তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন আরম্ভ হইল। দেবমহিলাগণ কুমারের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও যাজ্ঞিক মহর্ষিগণ কার্ত্তিকেয়ের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ কুমারকে লোকপিতামহ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ কুমার ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়া স্থির করিলেন এবং কেহ কেহ তাঁহারে মহেশ্বরের, কেহ কেহ অনলের, কেহ কেহ পার্ব্বতীর, কেহ কেহ কৃত্তিকাগণের ও কেহ কেহ গঙ্গার পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট কুমারের অভিষেক বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সরস্বতীর যে তীর্থে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহার মাহাত্ম্য কহিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবল কার্ত্তিকেয় দৈত্যগণকে নিপাতিত করিলে ঐ তীর্থ দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিল। তখন ষড়ানন ঐ তীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য ও ত্রৈলোক্যাধিকার প্রদান করিলেন। ঐ তীর্থ তৈজস নামে প্রসিদ্ধ। সুরগণ ঐ তীর্থে জলাধিপতি বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ভগবান্ কুমারের অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ ও বিবিধ বস্ত্রাভরণ প্রদান করিলেন এবং সেই তীর্থের পূজা ও জল স্পর্শ করিয়া তথায় সেই রজনী অতিবাহন পূর্ব্বক পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখে কুমারের অভিষেক ও দৈত্যগণের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া আমার আত্মা পবিত্র, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইল। এক্ষণে বরুণ কি রূপে সুরগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে একান্ত কৌতূহল হইতেছে, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরাতন বিচিত্র কথা শ্রবণ করুন। সত্যযুগের প্রারম্ভে দেবগণ বরুণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! দেবরাজ যেমন আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, তদ্রূপ তুমি সমুদায় নদীর অধিপতি হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। তোমারে সতত সমুদ্রে বাস করিতে হইবে। সমুদ্র তোমার বশবর্ত্তী হইবেন এবং চন্দ্রমার হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় তোমারও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। বরুণদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন দেবগণ সেই তৈজস তীর্থে তাঁহার অভিষেক পূর্ব্বক তাঁহারে সমুদায় নদীর অধিপতি করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং সমুদ্র তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাত্মা বরুণ এই রূপে দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া সুরপালক শতক্রতুর ন্যায় নদ, নদী, সাগর ও সরোবরদিগকে বিধি পূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থ হইতে অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন। ভগবান্ হুতাশন ঐ তীর্থে শমীগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। অগ্নির অদর্শনে ত্রিলোকের আলোক বিনষ্ট হইলে দেবগণ সর্ব্ব লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রভো! অগ্নি যে কি নিমিত্ত কোথায় পলা-

য়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। এক্ষণে আপনি অচিরাৎ অনলের সৃষ্টি করুন। নচেৎ সমুদায় জগৎ বিনষ্ট হইবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান হুতাশন কি নিমিত্ত লুক্কায়িত হইয়াছিলেন? আর কি রূপেই বা দেবগণ তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভৃগু হুতাশনকে সর্ব্বভক্ষ্য হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিলে তিনি ভয়ে পলায়ন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহার অদর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ইতস্তত তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা সরস্বতীর সেই তীর্থে গমন করিয়া দেখিলেন যে, ভগবান্ হুতাশন শমীগর্ভমধ্যে সমাসীন রহিয়াছেন। বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণ হুতাশনের দর্শন লাভে সাতিশয় প্রীত হইয়া পুনরায় যথা স্থানে গমন করিলেন। অগ্নিও তদবধি ভৃগুর শাপপ্রভাবে সর্ব্বভক্ষ্য হইয়া রহিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত বলরাম সেই অগ্নিতীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মযোনি তীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ বিধাতা সুরগণের সহিত ঐ তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিবিধ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব তথায় স্নান ও বিবিধ ধন দান পূর্ব্বক কৌবের তীর্থে উপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে কুবেরের মনোহর কানন আছে। মহাত্মা যক্ষরাজ তথায় কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া নলকূবর নামে পুত্র এবং ধনাধিপত্য, অমরত্ব, লোকপালত্ব ও মহাদেবের সহিত সখ্যভাব লাভ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে নিধি সমুদায় স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইত। দেবগণ ঐ স্থানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিয়া তাঁহারে হংসসংযুক্ত মনোমারুতগামী পুষ্পক নামে দিব্য বিমান ও দেবোপযুক্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলরাম ঐ তীর্থে স্নান ও ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান করিয়া সর্ব্ব জন্তু সম্পন্ন বিবিধ ফলপুষ্পযুক্ত বদরপাচন তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে সর্ব্বদা ষড় ঋতুর ফল বিরাজমান থাকে।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সিদ্ধ তাপস সেবিত বদরপাচন তীর্থে মহর্ষি ভারদ্বাজের শ্রুবাবতী নামে অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কৌমার ব্রহ্মচারিণী কন্যা দেবরাজের পত্নী হইবার অভিলাষে স্ত্রীজনের দুষ্কর বিবিধ তীব্র নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রুবাবতী ঐ রূপে এক শত বৎসর তপস্যা করিলে ভগবান্ পাকশাসন তাঁহার চরিত্র, তপস্যা ও ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ভারদ্বাজতনয়া মহাতপা বশিষ্ঠকে অবলোকন পূর্ব্বক তাপসনির্দ্দিষ্ট আচার দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন, আমারে কি করিতে হইবে। আমি সাধ্যানুসারে আপনার সমুদায় আজ্ঞাই প্রতিপালন করিব; কেবল ইন্দ্রের প্রতি দৃঢ় ভক্তি নিবন্ধন পাণি প্রদান করিতে পারিব না। আমি তপস্যা ও সুকঠিন নিয়মে ত্রিভুবনেশ্বর বাসবকে প্রীত করিব, এই আমার উদ্দেশ্য। বশিষ্ঠরূপধারী দেবরাজ শ্রুবাবতীর বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, সুব্রতে! তোমার কঠোর তপস্যার বিষয় আমার অবিদিত নাই। তুমি যে অভিপ্রায়ে এই কঠিন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছ, তপোবলে অবিলম্বেই তাহা লাভ

করিবে। কল্যাণি! তপস্যাই মহৎ সুখের মূলকারণ। তপোবলেই সুরসেবিত দিব্য স্থান সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানবগণ ঘোরতর তপস্যা প্রভাবেই দেহান্তে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি এই পাঁচটি বদর পাক কর। ভগবান্ পাকশাসন এই বলিয়া সেই ঋষিকন্যারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সেই আশ্রমের সমীপে ইন্দ্রতীর্থ নামক প্রদেশে গমন পূর্ব্বক শ্রুবাবতীর ভক্তি পরীক্ষার্থ বদর পাকের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত জপ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ব্রহ্মচারিণী শ্রুবাবতী বাগ্যত ও পবিত্র হইয়া সেই পাঁচটী বদর পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিবা অবসান হইল, তথাপি বদর সকল সুপক্ক হইল না। এই রূপে শ্রুবাবতী সেই পাচটী বদর পাক করত বহু দিন অতিবাহিত করিলেন। তিনি যে সমুদায় কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহা সকলই ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন ঋষিকন্যা হুতাশন কাষ্ঠশূন্য অবলোকন করিয়া মহর্ষির প্রিয় সাধনার্থ অবিচলিত চিত্তে স্বীয় দেহ দাহনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমে হুতাশনে পাদদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ রূপ দুষ্কর কার্য্য করাতে তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিকৃত বা মুখ বিবর্ণ হইল না। লোকে জলে অবগাহন করিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, তিনি স্বীয় দেহ প্রজ্বালিত করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। তৎকালে বদর সকল পাক করিতেই হইবে, ইহা সতত তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। এই রূপে তিনি মহর্ষির বাক্য রক্ষার্থে বদর পাক করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎসমুদায় কোন ক্রমেই সুপক্ক হইল না। ভগবান্ হুতাশন স্বয়ং তাঁহার চরণদ্বয় দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অঙ্গ দগ্ধ হওয়াতে তাঁহার কিছুমাত্র দুঃখ হইল না। পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীর সেই অসাধারণ কার্য্য সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে স্বীয় রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মচারিণি! আমি তোমার ভক্তি, তপোনুষ্ঠান ও নিয়ম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। তুমি দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আমার সহিত একত্র বাস করিবে আর এই স্থান বদরপাচন তীর্থ বলিয়া চির কাল ত্রিলোকমধ্যে খ্যাত রহিবে।

হে মহাভাগে! সপ্তর্ষিগণ এই তীর্থে অরুন্ধতীরে পরিত্যাগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী ফলমূল আহরণার্থ হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি সমুৎপন্ন হওয়াতে তাপসগণ তথায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে অরুন্ধতীও তপোনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ ভূতভাবন অরুন্ধতীর কঠোর নিয়ম দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণবেশে তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমারে ভিক্ষা প্রদান কর। তখন প্রিয়দর্শনা অরুন্ধতী তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার সঞ্চিত অন্ন সমুদায় নিঃশেষিত হইয়াছে, অতএব আপনি বদর ভক্ষণ করুন। মহাদেব অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণে তাঁহারে সেই বদর ফল সকল পাক করিতে কহিলেন, তপস্বিনী অরুন্ধতীও ব্রাহ্মণের হিতার্থ প্রজ্বলিত হুতাশনে সেই ফল পাক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাদেব তাঁহার নিকট অতি মনোহর দিব্য পবিত্র উপাখ্যান সকল কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। অরুন্ধতী তাঁহার মুখে পবিত্র কথা সকল শ্রবণ ও বদর পাক করিতে করিতে সেই দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতিক্রম করিলেন। ঐ দ্বাদশ বৎসর তাঁহার এক দিনের ন্যায় বোধ হইয়াছিল।

উহার মধ্যে তিনি কিছুই আহার করেন নাই। অনন্তর সপ্তর্ষিগণ ফল পুষ্প আহরণ করিয়া হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হইলেন। তখন ভগবান্ ভূতভাবন প্রীত হইয়া অরুন্ধতীরে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় ঋষিদিগের নিকট গমন কর। আমি তোমার নিয়ম ও তপোনুষ্ঠান দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি। ভূতভাবন ত্রিলোচন এই বলিয়া আত্মরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক সপ্তর্ষিদিগকে কহিলেন, হে তাপসগণ! তোমরা হিমালয়ে যে তপোনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা অরুন্ধতীর তপস্যার তুল্য নহে। ইনি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন। অনাহারে পাককার্য্যে ইহাঁর দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! ভগবান্ ভূতনাথ মহর্ষিগণকে এই কথা বলিয়া অরুন্ধতীরে কহিলেন, কল্যাণি! তুমি এক্ষণে অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর। তখন অরুণলোচনা অরুন্ধতী সপ্তর্ষিসমক্ষে মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্ যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যেন, এই তীর্থ বদরপাচন নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের সেবনীয় হয়। আর যিনি পবিত্র হইয়া এই তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাস করিবেন, তিনি যেন দ্বাদশ বৎসর উপবাসের ফল লাভে সমর্থ হন। ভগবান্ ভবানীপতি অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণে তাঁহারে তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তখন ঋষিগণ ক্ষুৎপিপাসাযুক্ত অরুন্ধতীরে অবিশ্রান্ত ও পূর্ব্বের ন্যায় রূপলাবণ্য সম্পন্ন দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

হে ব্রহ্মচারিণি শ্রুবাবতি! পূর্ব্বে অরুন্ধতীও এই রূপে তোমার ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি তাঁহা অপেক্ষা তপস্যায় বিশেষরূপ যত্ন করিয়াছ। আমি তোমার নিয়ম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমারে আর এক বর প্রদান করিতেছি যে, যিনি এই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক সংযত হইয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তিনি দেহাবসানে স্বর্গলোকে বাস করিতে সমর্থ হইবেন।

হে মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীরে এই রূপ বর প্রদান করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত, পবিত্র গন্ধযুক্ত সমীরণ প্রবাহিত ও মহাশব্দে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। তপস্বিনী শ্রুবাবতীও কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজের সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! শ্রুবাবতী কোন্ স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন? আর তাঁহার মাতাই বা কে? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা আয়তাক্ষী ঘৃতাচী অপ্সরারে দর্শন করিয়া মহর্ষি ভারদ্বাজের রেতঃপাত হয়। মহর্ষি কর দ্বারা সেই রেত গ্রহণ পূর্ব্বক পত্রপুটে সংস্থাপন করেন। সেই পত্রপুটে শ্রুবাবতীর জন্ম হয়। তপোধন ভারদ্বাজ তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিয়া দেবর্ষিগণ সমক্ষে শ্রুবাবতী নাম রাখিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি তাঁহারে স্বীয় আশ্রমে রাখিয়া হিমালয়ে গমন করেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপ্রবর বলদেব সেই বদরপাচন তীর্থের সলিল স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান পূর্ব্বক ইন্দ্রতীর্থে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিবংশাবতংস বলদেব

ইন্দ্রতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া যথাবিধি অবগাহন পূর্ব্বক বিপ্রগণকে বিবিধ ধন রত্ন প্রদান করিলেন। ঐ তীর্থে ভগবান্ অমররাজ বেদবিধানানুসারে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক বৃহস্পতিরে বিপুল ধন প্রদান করিয়া শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। দেবরাজ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করাতে উহা সর্ব্বপাপবিনাশন পবিত্র ইন্দ্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে স্নান ও দ্বিজগণকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিয়া রামতীর্থে প্রস্থান করিলেন। মহাতপা ভগবান্ পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া স্বীয় উপাধ্যায় মুনিবর কশ্যপকে লইয়া ঐ তীর্থে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন এবং উপাধ্যায়কে বিবিধ ধনরত্ন সম্পন্ন সমুদায় ভূমণ্ডল দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব সেই দেবব্রহ্মর্ষিসেবিত পুণ্য তীর্থে মুনিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক যমুনা তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় অদিতিনন্দন মহাত্মা বরুণ দেবগণ ও মানবগণকে পরাজয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই যজ্ঞ আরব্ধ হইলে ত্রিভুবন ভয়াবহ দেবদানব সংগ্রাম এবং উহা সমাপ্ত হইলে ক্ষত্রিয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থেও মুনিগণের অর্চ্চনা করিয়া যাচকদিগকে অর্থ দান ও তাপসদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন। ঐ স্থানে ভগবান্ ভাস্কর যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমুদায় জ্যোতির আধিপত্য ও মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! ঐ তীর্থে ভগবান্ বেদব্যাস, শুকদেব, বাসুদেব এবং ইন্দ্রাদি দেবতা, বিশ্বদেব, মরুৎ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ব্ব কালে ভগবান্ বিষ্ণু মধুকৈটভ নামে অসুরদ্বয়কে নিপাতিত করিয়া ঐ তীর্থে অবগাহন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন এবং মহাতপা অসিতদেবল ঐ তীর্থে পরম যোগ লাভ করিয়াছেন।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পূর্ব্ব কালে অসিতদেবল নামে শুদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ঐ তীর্থে অবস্থান করিতেন। কি নিন্দা, কি স্তুতিবাদ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি লোষ্ট্র, সকলেতেই তাঁহার সম ভাব ছিল। তিনি প্রতিনিয়ত দেবারাধনা, অতিথিসেবা ও সকল প্রাণীরে তুল্য জ্ঞান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি ঐ তীর্থে আগমন পূর্ব্বক দেবলের আশ্রমে বাস করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলেন। মহাত্মা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে বহু কাল অতীত হইলে একদা মহামতি দেবল হোমাদি সময়ে জৈগিষব্যকে দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ভিক্ষার সময়ে জৈগীষব্য ভিক্ষুকরূপে দেবলের নিকট সমাগত হইলেন। দেবল তাঁহারে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম সমাদর পূর্ব্বক প্রীতি সহকারে যথাশক্তি পূজা করিতে লাগিলেন। এই রূপে বহু কাল অতীত হইলে একদা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি বহু বৎসর এই ভিক্ষুকের পূজা করিলাম; কিন্তু ইনি কি অলস! ইহার মধ্যে আমারে কোন কথাই কহিলেন না। ধীমান্ দেবল এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে কলস গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া সাগরে

গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন যে, জৈগীষব্য অগ্রেই ঐ স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তখন মহর্ষি দেবল একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই ভিক্ষুক কি রূপে এত শীঘ্র এই স্থানে আগমন ও স্নান করিলেন। মহর্ষি এই রূপ চিন্তা করত সমুদ্রে অবগাহন এবং জপ আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, মহাতপস্বী জৈগীষব্য কাষ্ঠের ন্যায় আশ্রমে সমাসীন রহিয়াছেন। কোন ক্রমেই কোন রূপ বাক্যালাপ করেন না। তখন অসিত দেবল জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই মাত্র ইহাঁরে সমুদ্রে স্নান করিতে দেখিয়াছি, ইনি ইতিমধ্যে কি রূপে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

মন্ত্রপারগ মহর্ষি দেবল মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া জৈগীষব্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, অন্তরীক্ষচারী যাবতীয় সিদ্ধ সমাহিত হইয়া জৈগীষব্যকে পূজা করিতেছেন। মহর্ষি দেবল তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং জৈগীষব্যকে তথা হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে যমলোকে, যমলোক হইতে সোমলোকে, সোমলোক হইতে অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, পশুযজ্ঞ, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিষ্টুভ, বাজপেয়, রাজসূয়, বহুসুবর্ণক, পুণ্ডরীক, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্ব্বমেধ, সৌত্রামণি ও দ্বাদশাহ প্রভৃতি বিবিধ সত্রযাজীদিগের লোক সমুদায় এবং তৎপরে মিত্রাবরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বসুস্থান, বৃহস্পতিস্থান, গোলোক, ব্রহ্মসত্রীদিগের লোক ও তদনন্তর অন্যান্য তিন লোক অতিক্রম করিয়া পতিব্রতানিসেবিত লোকে গমন করিতে দেখিলেন। পরিশেষে মহাত্মা জৈগীষব্য তথা হইতে যে কোন্ স্থানে অন্তর্হিত হইলেন, দেবল তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব ও অসামান্য যোগসিদ্ধি অবলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মসত্রযাজী লোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাপুরুষগণ! আমি কি নিমিত্ত আর জৈগীষব্যের সন্দর্শন পাইতেছি না, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতুহল হইতেছে। আপনারা ঐ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। সিদ্ধগণ কহিলেন, হে দেবল! মহর্ষি জৈগীষব্য সারস্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। হে মহারাজ! মহর্ষি দেবল সেই সিদ্ধগণের বাক্য শ্রবণানন্তর ব্রহ্মলোকস্থ জৈগীষব্যকে দর্শন করিবার মানসে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবামাত্র নিপতিত হইলেন। তখন সিদ্ধ পুরুষেরা পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, মহর্ষে! জৈগীষব্য ব্রহ্মার সদনে গমন করিয়াছেন, তুমি কোন ক্রমেই তথায় গমন করিতে পারিবে না। মহর্ষি দেবল সিদ্ধ পুরুষদিগের বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মলোক গমনে নিরস্ত হইয়া যথাক্রমে সেই সমুদায় লোক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পতঙ্গের ন্যায় দ্রুত বেগে স্বীয় পবিত্র আশ্রমে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহর্ষি জৈগীষব্য পূর্ব্বের ন্যায় তথায় অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি স্বীয় ধর্ম্মানুগত বুদ্ধিবৃত্তি প্রভাবে মহর্ষি জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব অবগত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, ভগবন্! আমি মোক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করি। মহর্ষি জৈগীষব্য দেবলের বাক্য শ্রবণে তাঁহারে মোক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণে কৃতনিশ্চয় অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে যোগবিধি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিলেন।

পিতৃগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ দেবলকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া, কে আমাদিগকে অন্ন দান করিবে বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দেবল চতুর্দ্দিকে প্রাণিগণের সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মোক্ষ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন পবিত্র ফল মূল ও ওষধি সমুদায় দেবলকে মোক্ষ ধর্ম্ম পরিত্যাগে সমুদ্যত দেখিয়া, "দুর্ব্বুদ্ধি দেবল পুনরায় আমাদিগকে ছেদন করিবে, মোক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যে, সমুদায় প্রাণীরে অভয় প্রদান করা হয়, ইহা উঁহার বোধগম্য হইতেছে না" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। মহর্ষি দেবল তাহাদিগের রোদনধ্বনি শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিলেন, এক্ষণে কি করি! গার্হস্থ্য ও মোক্ষ ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর? তিনি কিয়ৎক্ষণ এই রূপ বিচার করিয়া পরিশেষে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং স্বীয় চিত্তের একাগ্রতা প্রভাবে অচিরাৎ পরম যোগ ও সিদ্ধি লাভ করিলেন।

তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ দেবলের আশ্রমে সমাগত হইয়া মহর্ষি জৈগীষব্য ও তাঁহার তপস্যার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য গালব অমরগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! জৈগীষব্য দেবলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন; অতএব উহাঁর কিছুমাত্র তপোবল নাই। তখন দেবগণ গালবকে কহিলেন, হে মুনিবর! ওরূপ কথা কহিবেন না। মহাত্মা জৈগীষব্যের তুল্য কাহারও প্রভাব, তেজ, তপস্যা বা যোগবল নাই। হে মহারাজ! মহর্ষি জৈগীষব্য ও দেবল আদিত্যতীর্থে যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক এই রূপ প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহন ও দ্বিজগণকে প্রভূত ধন দান পূর্ব্বক পরম ধর্ম্ম লাভ করিয়া সোমতীর্থে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সোমতীর্থে ভগবান্ চন্দ্রমা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থেই তারকাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা বলদেব সেই সোমতীর্থের জল স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান পূর্ব্বক সারস্বত মুনির তীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে সারস্বত মুনি ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সারস্বত মুনি কি নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে ঋষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! পূর্ব্বে দধীচ নামে এক অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাতপা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাবে ভীত হইয়া তাঁহারে বহুবিধ বর প্রদান দ্বারা তপস্যা হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে তিনি মহর্ষির তপস্যার ব্যাঘাতার্থ অলম্বুষা নামে এক লোচনলোভনীয়া অপ্সরারে প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি দধীচ সরস্বতীজলে দেবগণের তর্পণ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই বিলাসিনী তথায় সমুপস্থিত হইল। অপ্সরার অলোকসামান্য রূপ দর্শনে মহর্ষির রেতঃপাত হইল। সরিদ্বরা সরস্বতী পুত্র প্রসব করিবার নিমিত্ত সেই বীর্য্য গ্রহণ করিয়া মহা আহ্লাদে আপনার উদরে ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি যথাযোগ্য সময়ে পুত্র প্রসব করিয়া তাহারে

গ্রহণ পূর্ব্বক মহর্ষি দধীচের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! পূর্ব্বে অলম্বুষা অপ্সরারে অবলোকন করিয়া আপনার রেতঃপাত হইলে আমি সেই বীর্য্য বৃথা নষ্ট হইবার নহে বিবেচনা করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক উদরে ধারণ করিয়াছিলাম। সেই রেতঃপ্রভাবে এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব এ আপনার পুত্র, আপনি ইহারে গ্রহণ করুন। সরিদ্বরা সরস্বতী এই রূপ কহিলে মহর্ষি পুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ ও তাহারে দীর্ঘ কাল আলিঙ্গন করিয়া মহা আহ্লাদে এই বর প্রদান করিলেন যে, হে সুভগে! বিশ্বেদেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তোমার সলিলে তর্পণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিবেন।' মহর্ষি দধীচ সরস্বতীরে এই রূপ বর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করত কহিলেন, হে মহাভাগে! তুমি ব্রহ্মার মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ; ব্রতধারী মুনিগণ সকলেই তোমার মহিমা অবগত আছেন। তুমি সতত আমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া থাক; অতএব এই পুত্র মহাতপা হইয়া তোমার নামানুসারে সারস্বত নামে বিখ্যাত হইবে। এই সারস্বত দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে ব্রহ্মর্ষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইবে। আর তুমি আমার প্রসাদে সমুদায় নদী অপেক্ষা পবিত্র হইবে। হে মহারাজ! সরিদ্বরা সরস্বতী মহর্ষি দধীচের নিকট এই রূপ বর প্রাপ্ত ও তৎ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া পুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মহা আহ্লাদে তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

কিয়দ্দিন পরে দানবদিগের সহিত দেবগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র অস্ত্র অন্বেষণ পূর্ব্বক ত্রৈলোক্য বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুত্রাপি দানব বধোপযোগী অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি সুরগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমি দধীচ মুনির অস্থি ব্যতীত দেবদ্বেষ্টাদিগের বিনাশে সমর্থ হইব না। অতএব তোমরা সকলে দধীচের নিকট গমন পূর্ব্বক শত্রু বিনাশার্থ তাঁহার অস্থি প্রার্থনা কর। অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রের আদেশানুসারে দধীচ মুনির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক অস্থি প্রার্থনা করিলে তিনি অবিচারিত চিত্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইলেন। সুররাজ পুরন্দরও মহা আহ্লাদে সেই অস্থি দ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও গুরুতর দণ্ড প্রভৃতি বিবিধ দিব্যাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। হে মহারাজ! মহাত্মা দধীচ প্রজাপতি-পুত্র মহর্ষি ভৃগুর তীব্র তপঃপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। উনি হিমালয়ের ন্যায় উন্নত ও মহা গৌরবান্বিত ছিলেন। ভগবান পাকশাসন উহাঁর তেজঃপ্রভাবে সতত উদ্বেজিত হইতেন। মহারাজ! এক্ষণে তিনি তাঁহার অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মতেজোদ্ভব অশনি মন্ত্রপূত করিয়া একোনশত দৈত্যের প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। তখন মহর্ষিগণ একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জীবিকা লাভার্থ চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সারস্বত মুনিও আহারান্বেষণে গমনোদ্যত হইলে সরস্বতী তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার এখান হইতে প্রস্থান করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। আমি তোমার আহারের নিমিত্ত সতত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য প্রদান করিব। সরস্বতী এই রূপ কহিলে মহাত্মা সারস্বত তথায় অবস্থান পূর্ব্বক মৎস্যাহারে প্রাণ ধারণ করিয়া দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই অনাবৃষ্টি অতীত হইলে মুনিগণ পুনরায় আপনাদিগের আশ্রমে মিলিত হইলেন। তাঁহারা ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া ইতস্তত পর্য্যটন করিয়া সকলেই বেদপাঠ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পরস্পর পরস্পরকে বেদ অধ্যয়ন করাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই বেদাধ্যাপনে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে এক জন মহর্ষি যদৃচ্ছাক্রমে ঋষিসত্তম সারস্বতের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি সারস্বত অনর্গল বেদ পাঠ করিতেছেন। তখন তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ঋষিগণকে কহিলেন যে, এক জন মহর্ষি নির্জ্জনে বেদ পাঠ করিতেছেন। ঋষিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে সকলে সমবেত হইয়া সারস্বতের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমাদিগকে বেদ অধ্যয়ন করাও। সারস্বত কহিলেন, হে তপোধনগণ! তোমরা যথানিয়মে আমার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার কর। তখন মুনিগণ কহিলেন, বৎস! তুমি নিতান্ত বালক; আমরা কি রূপে তোমার শিষ্য হইব। সারস্বত কহিলেন,হে তাপসগণ! ধর্ম্ম রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্মানুসারে অধ্যাপন ও অধ্যয়ন করিলে অধ্যাপাক ও ছাত্র উভয়েই পাপগ্রস্ত বা বৈরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষত বয়োবাহুল্য, পলিত, বিত্ত বা বান্ধব প্রভাবে ঋষিগণের মহত্ত্ব লাভ হয় না; আমাদের মধ্যে যিনি ষড়ঙ্গ বেদাধ্যাপনে সুনিপুণ, তিনিই মহান্ বলিয়া পরিগণিত।

তখন ষষ্টি সহস্র তাপস মহর্ষি সারস্বতের বাক্য শ্রবণে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পুনরায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রতিদিন সেই বালকের আসনের নিমিত্ত এক এক মুষ্টি কুশা আহরণ করিতেন। মহারাজ! বাসুদেবাগ্রজ মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব সেই সারস্বত মুনির তীর্থে বিপুল ধন দান করিয়া মহা আহ্লাদে সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধকন্যক তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে এক জন কুমারী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অনূঢ়াবস্থায় তপস্যা করিয়াছিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার মুখে অতি সুচমৎকার বিষয় শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সেই কুমারী কি কারণে কি রূপে তপস্যা ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎ সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব কালে কুণিগর্গ নামে এক তপোবল সম্পন্ন মহাযশা মহর্ষি ছিলেন। তিনি তপোবলে এক পরম রূপবতী মানসী কন্যার সৃষ্টি করেন। কিয়দ্দিন পরে মুনিবর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার দুহিতা তপোনুষ্ঠান নিরত হইয়া উপবাস করত বহু কাল দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার পিতা তাঁহার পরিণয়ের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আপনার অনুরূপ পতির অভাবে তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করেন। এক্ষণে তিনি নির্জ্জন বনে তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর শীর্ণ করিয়াও আপনারে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তপোনুষ্ঠান করিতে করিতে তাঁহার বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে ক্রমে তাঁহার আর পদ সঞ্চালনের সামর্থ্য রহিল না। তখন তিনি পরলোকে গমন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য নারদ তাঁহারে শরীর পরিত্যাগে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! দেবলোকে শ্রবণ করিয়াছি, অনূঢ়া কন্যার কোন লোকেই গমন করিতে অধি-

কার নাই। তুমি কেবল তপঃসঞ্চয়ই করিয়াছ ; কিন্তু তথাপি তোমার কোন লোকে গমন করিবার ক্ষমতা হয় নাই। অতএব কি রূপে পরলোকে যাত্রা করিবে।

তাপসী নারদের বাক্য শ্রবণে ঋষিসমাজে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি আমার পাণি গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহারে স্বীয় তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব। তখন গালবকুমার মহর্ষি শৃঙ্গবান্ কহিলেন, সুন্দরি! যদি তুমি আমার সহবাসে এক রাত্রি অতিবাহিত করিবে স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিতে পারি। বৃদ্ধ কন্যা শৃঙ্গবানের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন গালবপুত্র বিধি পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া তাপসীর পাণি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রজনী সমাগত হইলে ঐ বৃদ্ধা দিব্যাভরণভূষিতা দিব্যগন্ধানুলেপনা নবযৌবনা কামিনীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক ঋষিকুমারের সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। গালবনন্দন পত্নীর অসামান্য রূপমাধুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত পরম সুখে যামিনী অতিবাহিত করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে তাপসকুমারী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঋষিপুত্রকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তাহা প্রতিপালন করিলাম। এ ক্ষণে প্রস্থান করি, ঋষিকন্যা এই বলিয়া তথা হইতে বহির্গমন সময়ে পুনরায় কহিলেন, যে ব্যক্তি এই তীর্থে এক মনে দেবতাদিগের তর্পণ করিয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তাঁহার অষ্টপঞ্চাশৎ বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ফল লাভ হইবে। হে মহারাজ! তাপসদুহিতা এই কথা বলিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে গালবনন্দন তাঁহার সৌন্দর্য্য স্মরণে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং অতি কষ্টে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নীর অনুগমন করিলেন। মহারাজ! এই আমি বৃদ্ধ কন্যার চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা বলদেব সেই বৃদ্ধকন্যক তীর্থে দ্বিজগণকে বিবিধ ধন দান করেন। ঐ স্থানেই তিনি মদ্ররাজ শল্যের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হন। অবশেষে সমন্তপঞ্চকে সমুপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে কুরুক্ষেত্রের ফল জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা তাঁহারে আদ্যোপান্ত সমুদায় কহিতে লাগিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে হলায়ুধ! সমন্তপঞ্চক প্রজাপতির উত্তর বেদি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মহাবরপ্রদ দেবগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন অমিততেজা কুরুরাজ ঐ স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বলদেব কহিলেন, হে তপোধনগণ! কুরুরাজ কি নিমিত্ত এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে রোহিণীনন্দন! পূর্ব্বকালে কুরুরাজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ হইতে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! তুমি কি অভিপ্রায়ে পরম যত্ন সহকারে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছ? কুরুরাজ কহিলেন, হে পুরন্দর! যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা অতি সুনির্ম্মল স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে। আমার ভূমি কর্ষণের এই উদ্দেশ্য। সুররাজ কুরুরাজের বাক্য

শ্রবণে তাঁহারে উপহাস করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। মহীপতি কুরু ইন্দ্রের উপহাসে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া একান্তমনে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ রূপে বারংবার কুরুর সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য শ্রবণ ও উপহাস করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুরুরাজ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। পরিশেষে পাকশাসন ভূপতির দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণের নিকট রাজর্ষির বাসনা বিজ্ঞাপন করিলে তাঁহারা কহিলেন, হে সুররাজ! কুরুরাজকে কোন প্রকার বর প্রদান পূর্ব্বক নিরস্ত করাই শ্রেয়। দেখ, যদি মানবগণ এই স্থানে কলেবর পরিত্যাগ করিলেই স্বর্গ গমনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা কদাচ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে না; সুতরাং আমরা এককালে যজ্ঞভাগ লাভে বঞ্চিত হইব।

তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণের বাক্যানুসারে কুরুর নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, রাজর্ষে! আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বাক্য রক্ষা কর। আমি কহিতেছি, যাহারা এই স্থানে আলস্যশূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, অথবা যুদ্ধে বাণপথবর্ত্তী হইয়া নিহত হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে। কুরুরাজ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। সুররাজ ইন্দ্রও মহা আহ্লাদে পুনরায় স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

হে বলদেব! পূর্ব্বে কুরুরাজ এই রূপে সমন্তপঞ্চকের ভূমি কর্ষণ করিয়াছিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিয়াছেন যে, আর কোন স্থানই ইহা অপেক্ষা পবিত্র হইবে না। যাহারা এই স্থানে তপোনুষ্ঠান করিবে, তাহারা চরমে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। যাহারা এই পুণ্যক্ষেত্রে দান করিবে, তাহাদিগের অর্থ অচিরাৎ সহস্র গুণ অধিক হইবে। যাহারা শুভ ফল প্রত্যাশায় এই পুণ্য ভূমিতে বাস করিবে, কদাচ তাহাদিগের যমলোক দর্শন করিতে হইবে না এবং যাহারা ঐ স্থানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাদের চির কাল স্বর্গে বাস হইবে, আর সুররাজ ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এই কুরুক্ষেত্রের ধূলি পবনপরিচালিত হইয়া যাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবে, তাহারা দুষ্কৃতকারী হইলেও চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। অনেকানেক দেবতা, ব্রাহ্মণ ও নৃগ প্রভৃতি নরপতিগণ এই স্থানে যজ্ঞান্তে দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তরন্তুক, আরন্তুক, রামহ্রদ ও চমচক্র এই সমুদায় প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানই কুরুক্ষেত্র; সমন্তপঞ্চকও প্রজাপতির উত্তর বেদি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থান অতি পবিত্র, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও দেবগণের অভিমত। অতএব ভূপতিগণ এই স্থানে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া নিশ্চয়ই অক্ষয় পবিত্র লোক লাভে সমর্থ হইবেন। হে বলদেব! সুররাজ ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে এই কথা কহিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর বলদেব কুরুক্ষেত্র দর্শন ও প্রভূত ধন দান করিয়া দিব্যাশ্রমে গমন করিলেন। ঐ পবিত্র আশ্রম মধূক, আম্র, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, বিল্ব, পনস ও অর্জ্জুন বৃক্ষে সমাকীর্ণ। মহাত্মা বলদেব সেই আশ্রম দেখিয়া তাপসগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! এই আশ্রমে কোন্ মহাত্মা অবস্থান করিতেন? তখন তপস্বীরা কহিলেন, মহাত্মন্! পূর্ব্বে যে মহাত্মার এই আশ্রম ছিল, তাহা

সবিস্তরে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্ব কালে ভগবান্ বিষ্ণু এই আশ্রমে তপোনুষ্ঠান ও বিধি পূর্ব্বক সমুদায় সনাতন যজ্ঞ সমাধান করিয়াছেন। এই স্থানে কৌমার ব্রহ্মচারিণী শাণ্ডিল্যদুহিতা স্ত্রীজনের দুষ্কর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহাত্মা বলদেব ঋষিগণের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন ও সন্ধ্যাকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক হিমালয়ে আরোহণ করিলেন এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করত সরস্বতীর প্রভাব ও প্লক্ষপ্রস্রবণ তীর্থ দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কারবপন নামক পুণ্য তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে মহাত্মা বলদেব পবিত্র নির্ম্মল জলে অবগাহন, বিবিধ বস্ত্র দান এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ পূর্ব্বক যতি ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত তথায় এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে যমুনাকূলে মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে ঐ আশ্রমে ইন্দ্র, অগ্নি ও অর্য্যমা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বলদেব সেই আশ্রমে গমন করিয়া যমুনায় অবগাহন পূর্ব্বক আহ্লাদিত চিত্তে ঋষিসমাজে উপবিষ্ট হইয়া সিদ্ধগণ ও তাঁহাদের মুখে পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা রোহিণীতনয় এই রূপে ঋষিসমাজে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেবব্রাহ্মণপূজিত কলহপ্রিয় তপোধনাগ্রগণ্য নারদ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান স্বর্ণচীর এবং করে হেমদণ্ড, কমণ্ডলু ও অতিবিচিত্র কচ্ছপী বীণা। মহাত্মা বলদেব দেবর্ষিরে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া কৌরবদিগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে নারদ তাঁহার নিকট কুরুকুলের নিধনবার্ত্তা কীর্ত্তন করিলেন। তখন রোহিণীকুমার দুঃখিত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, পূর্ব্বে আমি তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার মুখে সবিস্তরে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

ঋষিগণাগ্রগণ্য নারদ বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে রৌহিণেয়! পূর্ব্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, ভূরিশ্রবা, মদ্ররাজ শল্য এবং অন্যান্য সমরনিপুণ অসংখ্য রাজা ও রাজপুত্রগণ দুর্য্যোধনের জয় লাভের নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে কৌরবপক্ষে কেবল কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন। তাঁহারাও পাণ্ডবগণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন মদ্ররাজকে নিহত ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয়কে পলায়িত দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন; এক্ষণে বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ তাঁহার প্রতি বিবিধ কটু বাক্য প্রয়োগ করাতে তৎসমুদায় অসহ্য বোধ করিয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া ভীষণ গদা ধারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছেন। মহাবীর ভীম ও দুর্য্যোধনের অতি ভীষণ সংগ্রাম হইবে। যদি আপনার শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শনে কৌতূহল থাকে, তবে অবিলম্বে তথায় গমন করুন।

হে মহারাজ! মহাবীর বলদেব নারদের বাক্য শ্রবণানন্তর দ্বিজগণকে পূজা করিয়া স্বীয় অনুযাত্রিকদিগকে দ্বারকা গমনে আদেশ করিলেন এবং হিমাচল হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সরস্বতীর তীর্থফল শ্রবণ

করিয়া ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে কহিলেন, কোন তীর্থই সরস্বতীর তুল্য তৃপ্তিজনক নহে। সরস্বতী তীর্থে যাহাদের বাস, তাহারাই পরম সুখী। মহাত্মারা সরস্বতীতে আগমন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদা সরস্বতী নদীরে স্মরণ করিবে। সরস্বতী সমুদায় নদী অপেক্ষা পবিত্রা ও শুভদায়িনী। সরস্বতীতে আগমন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে স্বীয় দুষ্কৃতির নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হয় না। হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব এই কথা বলিয়া প্রীত মনে বারংবার সরস্বতী দর্শন পূর্ব্বক অশ্বযুক্ত শ্বেত রথে আরোহণ করিয়া শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শনার্থ অবিলম্বে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীম ও দুর্য্যোধনের তুমুল যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, সূতনন্দন! মহাত্মা বলদেব সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত হইলে আমার পুত্র কি রূপে তাঁহার সমক্ষে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মহাবাহু দুর্য্যোধন বলদেবকে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বলদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীত মনে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহারে আসন প্রদান ও যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রোহিণীনন্দন ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আমি তাপসগণের নিকট শুনিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্র পরম পবিত্র ও স্বর্গতুল্য। দেবতা, ঋষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সতত ঐ স্থানে বাস করেন। বীরগণ তথায় যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলে অনায়াসে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গবাসে সমর্থ হয়। ঐ স্থান ব্রহ্মার উত্তর বেদি বলিয়া দেবলোকে প্রথিত। অতএব চল, আমরা এ স্থান হইতে সমন্তপঞ্চকে গমন করি।

হে মহারাজ! তখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বলদেবের বাক্যে স্বীকার করিয়া সমন্তপঞ্চকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও রোষপ্রযুক্ত সুদীর্ঘ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আকাশস্থিত দেবগণ বর্ম্মধারী মহাবীর দুর্য্যোধনকে গদাহস্তে গমন করিতে দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। বার্ত্তাবহ ও চরগণ কুরুরাজের যুদ্ধবেশ দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইল। কুরুরাজ পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রমত্ত বারণের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। বীরগণের সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও ভেরিনিস্বনে দশ দিক্ পরিপূরিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরগণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রথমত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের নির্দেশানুসারে পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ তথা হইতে সরস্বতীর দক্ষিণ পবিত্র তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া সেই অনুষর প্রদেশই যুদ্ধের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন।

অনন্তর বর্ম্মধারী ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহাকোটী গদা গ্রহণ করিয়া গরুড়ের ন্যায় এবং আপনার পুত্র উষ্ণীষ ও সুবর্ণবর্ম্ম ধারণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে সমরাঙ্গনে সমাগত হইয়া ক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, সমুদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধোদ্ধত বারণদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর বধার্থী হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন মহা আহ্লাদে সৃক্কণী লেহন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ

করিয়া রোষারুণ নয়নে ভীমের প্রতি বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করত হস্তী যেমন হস্তীরে আহ্বান করে, তদ্রূপ বৃকোদরকে আহ্বান করিলেন। মহাবীর ভীমসেনও প্রস্তরের ন্যায় সুদৃঢ় গদা গ্রহণ করিয়া সিংহ যেমন সিংহকে আহ্বান করে, তদ্রূপ কুরুরাজকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই যম, বাসব, বরুণ, কুবের, বাসুদেব, বলদেব, মধু, কৈটভ, সুন্দ, উপসুন্দ, রাম, রাবণ এবং বালি ও সুগ্রীবের ন্যায় ভীমপরাক্রম বীরদ্বয় ক্রোধভরে গদা উদ্যত করিয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শরদাগমে মদস্রাবী মত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহারা জিগীষা পরবশ হইয়া পরস্পরের প্রতি দ্রুত বেগে ধাবমান হইলেন এবং উরগের ন্যায় ক্রোধবিষ উদ্গার করত পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলদেবের শিষ্য, মহাবল পরাক্রান্ত, গদাযুদ্ধবিশারদ এবং সিংহের ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, নখদংষ্ট্রায়ুধ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় একান্ত দুঃসহ, লোক সংহারার্থ সমুচ্ছলিত সাগরদ্বয়ের ন্যায় দুস্তর, হুতাশনের ন্যায় ক্রোধপ্রজ্বলিত ও প্রলয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দুনিরীক্ষ্য। তৎকালে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মঙ্গল গ্রহদ্বয় রোষভরে ভূতলে ধাবমান হইতেছেন এবং ক্রোধোদ্ধত দৈত্যদ্বয় যেন পরস্পরের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহারা বায়ুসঞ্চালিত পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে সমুত্থিত অনবরত সলিলধারাবর্ষী বর্ষাকালীন মেঘদ্বয়ের ন্যায়, শঠাজালজড়িত সিংহযুগলের ন্যায় ও ক্রোধোদ্ধত বৃষদ্বয়ের ন্যায় বারংবার গর্জ্জন, অশ্বদ্বয়ের ন্যায় হ্রেষারব এবং মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃংহিত ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রোধভরে তাঁহাদিগের ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতৃবর্গ, মহাত্মা কৃষ্ণ, অমিতপরাক্রম বলদেব এবং কেকয়, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। কুরুরাজ বীরের ন্যায় তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; এক্ষণে তুমি সমুপস্থিত নৃপতিগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া আমাদের সংগ্রাম নিরীক্ষণ কর। রাজা দুর্য্যোধন এই রূপ কহিলে তত্রত্য সকলেই তথায় উপবেশন করিয়া নভোমণ্ডলে সমুদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা বলদেব তাঁহাদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া রজনীযোগে নক্ষত্রমণ্ডলপরিবৃত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও দুর্য্যোধন বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে দুর্য্যোধনের যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, সঞ্জয়! মনুষ্যজন্মে ধিক্। মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। দেখ, আমার পুত্র দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ও সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল। ভূপতিগণ প্রতিনিয়ত তাহার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিত। এক্ষণে সেই দুর্য্যোধনকে গদা ধারণ পূর্ব্বক পাদচারে সংগ্রামে গমন করিতে হইল। হায়! অদৃষ্টের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! আমার পুত্র সমুদায় জগতের নাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় কত কষ্টই ভোগ করিল! মহারাজ! অম্বিকানন্দন এই রূপ বিলাপ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

তখন সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কুরুরাজ দুর্য্যোধন আনন্দিত চিত্তে বৃষের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া ভীমসেনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন।

কুরুরাজ ভীমকে আহ্বান করিবামাত্র ঘোরতর বিবিধ দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে আরম্ভ হইল। মহানিস্বন লোমহর্ষকর নির্ঘাত সকল নিপতিত ও বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাংশুবৃষ্টি ও ঘোরতর অন্ধকারে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। শত শত উল্কাপাতে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। রাহু অসময়ে সূর্য্যকে গ্রাস করিল। সসাগরা পৃথিবী কম্পিত, পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল ভূতলে নিপতিত ও কূপের জল বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অমঙ্গলসূচক শিবা সমুদায় সমাগত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। নানাবিধ মৃগ দশ দিকে ধাবমান হইল। অশুভসূচক জন্তুগণ ভাস্করাধিষ্ঠিত দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে তুমুল শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু কে শব্দ করিতেছে, তাহা কিছুই বোধগম্য হইল না।

মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সেই দুর্নিমিত্ত দর্শনে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন কখনই আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল, তদ্রূপ আজি আমি দুর্য্যোধনের উপর চিরসঞ্চিত ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আপনার হৃদয়নিহিত শোকশল্য সমুদ্ধৃত করিব। আজি গদা দ্বারা কুরুকুলাধম পাপাত্মার দেহ শতধা বিভিন্ন করিয়া আপনার গলদেশে কীর্ত্তিময়ী মালা প্রদান করিব। এই দুরাত্মা পুনরায় হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। আজি আমাদিগের সর্পক্রোড়ে শয়ন, বিষান্ন ভোজন, জতুগৃহ দাহ, সভামধ্যে উপহাস, সর্ব্বস্বাপহরণ, অজ্ঞাত বাস ও বনবাস প্রভৃতি দুঃখের শান্তি হইবে। আমি এক দিনেই উহারে বিনাশ করিয়া আপনার নিকট ঋণশূন্য হইব। আজি উহার পরমায়ু নিঃশেষিত ও মাতৃ পিতৃ দর্শন সমাপ্ত হইল। আর উহারে সুখ সম্ভোগ বা কামিনীগণের সহিত সন্দর্শন করিতে হইবে না। আজি ঐ কুরুকুলাঙ্গারকে রাজ্যহীন, প্রাণ বিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে হইবে। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিপাতিত শ্রবণ করিয়া শকুনির দুর্মন্ত্রণা স্মরণ করিবেন।

হে মহারাজ! শার্দ্দূলসম বিক্রান্ত বৃকোদর এই রূপ কহিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং দুর্য্যোধনকে গদাহস্তে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, কুরুরাজ! বারণাবত নগরে তোমরা পিতাপুত্রে আমাদিগকে নিধন করিবার মানসে যে সকল দুষ্কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর। তোমরা সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীরে যে ক্লেশ প্রদান, শকুনির সহিত একত্র হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে যে বঞ্চনা করিয়াছিলে এবং আমরা তোমাদের নিমিত্ত বনে বাস করিয়া যে সকল কষ্ট ভোগ করিয়াছি, অদ্য সেই সমস্ত দুঃখের মূলোচ্ছেদ করিব। আজি ভাগ্যক্রমে তোমার সন্দর্শন পাইলাম। প্রবল প্রতাপশালী মহারথ ভীষ্ম তোমার নিমিত্তই শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, আমাদের শত্রুতার আদি কারণ শকুনি, দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা

প্রাতিকামী এবং তোমার বিক্রমশালী ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে তোমারেও এই গদাঘাতে নিহত করিব, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নির্ভীক চিত্তে তাঁহারে কহিলেন, বৃকোদর! বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই, অচিরাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজি নিশ্চয়ই তোমার রণকণ্ডূতি অপনোদন করিব। হে কুলাধম! দুর্য্যোধন সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ত্বৎসদৃশ লোকের কথায় ভীত হইবার নহে। আমি বহু দিন অবধি তোমার সহিত গদাযুদ্ধ করিব বলিয়া বাসনা করিতেছি। আজি দৈব অনুকূল হইয়া আমার সেই বাসনা পূর্ণ করিল। এক্ষণে আর বৃথা বাক্য ব্যয় ও আত্মশ্লাঘা করিবার প্রয়োজন নাই। মুখে যেরূপ কহিতেছ, তাহা অচিরাৎ কার্য্যে পরিণত কর।

মহারাজ! ঐ সময় সোম ও অন্যান্য বংশসম্ভূত যে যে ভূপতি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধনও তাঁহাদের প্রশংসায় পুলকিতগাত্র হইয়া যুদ্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তখন নরপতিগণ দুর্য্যোধনকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তলশব্দ দ্বারা পুনরায় আহ্লাদিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদরও গদা সমুদ্যত করিয়া মহাবেগে কুরুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় জয়লোলুপ পাণ্ডবদিগের কুঞ্জরগণ বৃংহিত ধ্বনি ও অশ্বগণ বারংবার হ্রেষারব করিতে লাগিল এবং অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় সমধিক দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে সমরে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রণস্থলে ঘোরতর প্রহারশব্দ সমুত্থিত হইল। দর্শকগণ সেই রুধিরোক্ষিতকলেবর গদাধারী বীরদ্বয়কে কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিলেন। পরস্পরের গদানিষ্পেষে হুতাশনস্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়াতে নভোমণ্ডল খদ্যোত সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবীরদ্বয় যুদ্ধশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত কাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ করিণীলাভলোলুপ মদমত্ত কুঞ্জরযুগলের ন্যায় সেই বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং কাহার যে জয় লাভ হইবে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দর্শকেরা ভীমের যমদণ্ডোপম অশনিসদৃশ ভীষণ গদা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর গদা বিঘূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থলে ঘোরতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে মহাবেগে গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর গদাহস্তে বিবিধ কৌশল ও মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই বীরদ্বয় আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইয়া আহারলাভার্থী মার্জ্জারযুগলের ন্যায় বারংবার পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন এবং পরিশেষে বিচিত্র মণ্ডল,

গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, বিবিধ অবস্থান, পরিমোক্ষ, প্রহার বঞ্চন, পরিবারণ, অভিদ্রাবণ, আক্ষেপ, বিগ্রহ, পরাবর্ত্তন, সংবর্ত্তন, অবপ্লুত, উপপ্লুত, উপন্যস্ত ও অপন্যস্ত প্রভৃতি বিবিধ কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পরের গদাপাত পরিহার করত পুনরায় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সমরক্রীড়া প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে গদা প্রহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পরস্পরের আঘাতে পরস্পরের কলেবর রুধিরধারায় সমাচ্ছন্ন হওয়াতে ঐ বীরদ্বয়কে দশনযুদ্ধে প্রবৃত্ত কুঞ্জরযুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় সেই দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন দক্ষিণ মণ্ডল এবং ভীমসেন বাম মণ্ডল অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন গদা উদ্যত করিয়া মহাবেগে ভীমসেনের পার্শ্বদেশে আঘাত করিলে মহাবীর বৃকোদর তাঁহারে প্রহার করিবার নিমিত্ত বজ্রতুল্য যমদণ্ড সদৃশ ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দর্শকেরা যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া তাঁহার গদার উপর গদাঘাত করিলেন। উভয়ের গদাঘর্ষণে রণস্থলে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত ও তেজ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন বিবিধ মণ্ডল ও কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করত ভীম অপেক্ষা সমধিক যুদ্ধনিপুণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর গদা বিঘূর্ণনে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনও পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় স্বীয় গদা বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার গদাভ্রমণবেগ দর্শনে সোমক ও পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ও বৃকোদর পরস্পর যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে গদা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদাবেগ সম্বরণ করিতে দেখিয়া বিচিত্র কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গদার উপর গদা প্রহার করিলেন। তখন বজ্রদ্বয়ের ন্যায় সেই দুই গদার অভিঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুদায় সমুত্থিত হইল। ভীমসেনের মহাবেগ সম্পন্ন গদা দুর্য্যোধনের গদা প্রতিহত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলে উহার আঘাতে ভূমণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠিল।

তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্বীয় গদা প্রতিহত দেখিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তৎপরে তিনি বাম মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীমের মস্তকে গদা প্রহার করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই গদাঘাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনের প্রতি স্বীয় সুবর্ণমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সত্বরে সেই ভীমনিক্ষিপ্ত গদা নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া দর্শকগণকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন করিলেন। তখন ভীমপ্রেরিত গদা একান্ত ব্যর্থ হইয়া গম্ভীর ধ্বনি সহকারে ভূমণ্ডল বিচলিত করিয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কুরুরাজ ক্রোধভরে ভীমের বক্ষস্থলে এক গদাঘাত করি-

লেন। মহাবীর ভীমসেন সেই আঘাতে বিমোহিতপ্রায় হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ বৃকোদরকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ ও বিমনায়মান হইয়া রহিলেন। পরিশেষে মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনের গদাঘাতে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবেগে কুরুরাজের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া অবনত জানুদ্বয়ে ধরাতল স্পর্শ করিলে সৃঞ্জয়গণ পুনরায় আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুরুরাজ তাঁহাদের সেই সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেনকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করত তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিবার মানসে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার ললাটদেশে গদাঘাত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই গদাঘাতে ভীমের ললাট হইতে রুধিরধারা নির্গত হওয়াতে তাঁহারে মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে অরাতিপাতন অর্জ্জুনাগ্রজ অশনিতুল্য লৌহময় গদা গ্রহণ করিয়া বল পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে প্রহার করিলে কুরুরাজ বনমধ্যে বায়ুবেগ বিপাটিত পুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায় ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া মহা আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া হ্রদ হইতে সমুত্থিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্ষণকাল শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া রোষভরে পুরোবর্ত্তী বৃকোদরের উপরে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন দুর্য্যোধনের গদাঘাতে বিহ্বল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন কুরুরাজ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশনি তুল্য গদার আঘাতে তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় অন্তরীক্ষে দেবতা ও অপ্সরোগণের মহাকোলাহল ধ্বনি সমুত্থিত হইল। দেবগণ স্বর্গ হইতে বিচিত্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহাবীর ভীমসেন ভূতলে নিপতিত এবং তাঁহার সুদৃঢ় বর্ম্ম নির্ভিন্ন হইলে পাণ্ডবগণের মনে মহান্ ভয় সঞ্চার হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর বৃকোদর চৈতন্য লাভ করিয়া বদন পরিমার্জ্জন ও অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিবৃত্ত নয়নে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম অবলোকন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! এই বৃকোদর ও দুর্য্যোধন ইহাঁদের মধ্যে কোন্ বীর তোমার মতে অপেক্ষাকৃত যুদ্ধকুশল এবং কাহারই বা কোন্ গুণ অধিক, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, ভ্রাত: ঐ বীরদ্বয় উভয়েই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভীমসেন দুর্য্যোধন অপেক্ষা বলবান্ বটেন কিন্তু বৃকোদর অপেক্ষা কুরুরাজের যত্ন ও যুদ্ধনৈপুণ্য অধিক। অতএব ভীমসেন ন্যায় যুদ্ধে কদাচ দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। অন্যায় যুদ্ধ করিলেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইবে। আমরা শুনিয়াছি, দেবগণ মায়াবলে অসুরদিগকে

বিনাশ করিয়াছেন। দেবরাজ মায়াপ্রভাবেই বিরোচনকে পরাজয় ও বৃত্রাসুরের তেজ হ্রাস করিয়াছেন। এক্ষণে বৃকোদরও মায়াময় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিনাশ করুন। উনি দ্যূতক্রীড়া সময়ে দুর্য্যোধনের উরু ভগ্ন করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হউক। মায়াবী দুর্য্যোধনকে মায়াবলেই নিপাতিত করা কর্ত্তব্য। যদি ভীমসেন উহার সহিত ন্যায় যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইবেন। হে অর্জ্জুন! আরও দেখ, এক্ষণে ধর্ম্মরাজের অপরাধেই পুনরায় আমাদের মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয় মহাবীরগণ নিহত হওয়াতেই আমাদের জয় লাভ, কীর্ত্তি লাভ ও বৈর নির্য্যাতন হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত এক্ষণে আমাদের জয় লাভে মহান্ সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব কি নির্ব্বোধ! উনি কি বুঝিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, তুমি আমাদের মধ্যে এক জনকে পরাজয় করিতে পারিলেই তোমার রাজ্য লাভ হইবে। দুর্য্যোধন একে যুদ্ধনিপুণ, তাহাতে আবার একাগ্রচিত্তে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং উহারে পরাজয় করা দুঃসাধ্য হইবে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এই একটী সারার্থ সম্বলিত কথা কহিয়াছেন যে, যাহারা প্রথমত প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে তৎকালে জীবিত নিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব তাহাদিগকে দেখিয়া ভয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে অর্জ্জুন! বীরগণ জীবিতাশা নিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্রও তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হন না। দেখ, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া রাজ্য লাভের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যবাসে কৃতনিশ্চয় ও হ্রদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহারে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ আহ্বান করা নিতান্ত অবিজ্ঞতার কার্য্য হইয়াছে। দুর্য্যোধন ত্রয়োদশ বৎসর গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে এবং এক্ষণে ভীমের নিধন বাসনায় কখন ঊর্দ্ধে সমুত্থান ও কখন বা তির্য্যগ্‌ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। অতএব যদি বৃকোদর উহারে অন্যায় যুদ্ধে সংহার না করেন, তাহা হইলে ঐ বীর নিশ্চয়ই আমাদের নির্জ্জিত রাজ্য লাভ করিয়া ভূপতি হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় মহাত্মা মধুসূদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় বাম জানুতে আঘাত করত ভীমসেনকে সঙ্কেত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া গদাহস্তে সব্য মণ্ডল, দক্ষিণ মণ্ডল, যমক ও গোমূত্রক প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে পরিভ্রমণ করিয়া দুর্য্যোধনকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। গদামার্গবিশারদ মহাবীর দুর্য্যোধনও ভীমসেনের নিধন বাসনায় সংগ্রামে বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে সেই ক্রুদ্ধ কৃতান্ত সদৃশ বীরদ্বয় বিজয়লাভের নিমিত্ত অগুরুচন্দন চর্চ্চিত ভীষণ গদা বিকম্পিত করিয়া পরস্পরকে নিধন ও বৈরানল নির্ব্বাণ করিবার বাসনায় নাগলোলুপ গরুড়দ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সমীরণসংক্ষুব্ধ সাগরদ্বয়ের ন্যায়, মদমত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বীরযুগলের পরস্পর গদা সংঘর্ষণে সমরাঙ্গনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিনিঃসৃত ও নির্ঘাত শব্দ সদৃশ ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই সুদারুণ সংগ্রামে তাঁহারা উভয়েই পরিশ্রান্ত হইলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ক্রুদ্ধ চিত্তে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম

করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীষণ সমরে গদাঘাতে উভয়েরই কলেবর ক্ষত-বিক্ষত হইল। তাঁহারা পঙ্কস্থ মহিষদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের প্রতি আঘাত করত জর্জ্জরিতগাত্র ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া হিমালয়স্থিত পুষ্পিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর ইচ্ছা পূর্ব্বক রন্ধ্র প্রদর্শন করিলে দুর্য্যোধন ঈষৎ গর্ব্বিত হইয়া সহসা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদরও তাঁহারে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। আপনার পুত্র তদ্দর্শনে তথা হইতে অপসৃত হইলেন; সুতরাং ভীমের গদা ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এই রূপে কুরুরাজ সেই প্রহার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভীমের শরীরে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই আঘাতে শোণিতাক্ত কলেবর ও মূর্চ্ছাগত প্রায় হইলেন কিন্তু তৎকালে এরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন যে, দুর্য্যোধন তাঁহারে অবিচলিত ও প্রতিপ্রহারোদ্যত বিবেচনা করিয়া পুনরায় আর প্রহার করিলেন না। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ ভীমসেনকে রোষান্বিত চিত্তে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রহার ব্যর্থ করিবার মানসে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবং কুরুরাজ ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইলে তাঁহার জানুদ্বয় লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনের সেই বজ্রতুল্য ভীষণ গদা দুর্য্যোধনের সুচারু জানুদ্বয় ভগ্ন করিয়া তাঁহারে ভূতলে নিপাতিত করিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া ধরাশায়ী হইলে সনির্ঘাত বায়ু প্রবাহিত, পর্ব্বতবৃক্ষ সম্বলিত সমুদায় পৃথিবী বিচলিত হইতে লাগিল। অনবরত শোণিতবর্ষণ, ভীষণ উল্কাপাত ও পাংশুবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অন্তরীক্ষে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রুতগোচর হইতে লাগিল। সেই শব্দ শ্রবণে মৃগকুল ও বিহগগণ তুমুল কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। সংগ্রামস্থিত গজ, বাজী ও মনুষ্যগণ ঘোর রবে চীৎকার করিতে লাগিল। ভেরী শঙ্খ মৃদঙ্গের মহানির্ঘোষে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অসংখ্য করচরণশালী ঘোরদর্শন কবন্ধগণ নৃত্য করিতে করিতে দিক্ সকল পরিবৃত করিল। ধ্বজধারী ও অস্ত্রশস্ত্রধারী বীর পুরুষেরা কম্পিত হইতে লাগিলেন। হ্রদ ও কূপ সকল হইতে রুধির উচ্ছলিত হইতে লাগিল। বেগবতী নদী সকল প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইল এবং পুরুষগণকে নারীর ন্যায় ও নারীগণকে পুরুষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই অদ্ভুত দুর্নিমিত্ত দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ ও বায়ুচরগণ মহাবীর ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের অদ্ভুত যুদ্ধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন ও তাঁহাদের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমহস্তে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিপাতিত হইলে পাণ্ডব ও সোমকগণ আহ্লাদে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় প্রবল প্রতাপশালী ভীমসেন

সমরশায়ী রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দুরাত্মন্! পূর্ব্বে সভামধ্যে আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া যে উপহাস এবং একবস্ত্রা দ্রৌপদীর প্রতি যে বিবিধ কটূক্তি করিয়াছিলে, আজ তাহার ফল ভোগ কর। মহাবীর বৃকোদর এই কথা কহিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত পূর্ব্বক ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, পূর্ব্বে যে যে দুরাত্মারা গরু গরু বলিয়া আমাদিগের সমক্ষে নৃত্য করিয়াছিল, আজি আমরা তাহাদিগের সমক্ষে গরু গরু বলিয়া নৃত্য করিব। আমরা শঠতাচরণ, বহ্নি প্রদান, পাশক্রীড়া ও বঞ্চনা প্রভৃতি কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই না, কেবল স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া থাকি।

হে মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনকে ঐ কথা কহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠির, কেশব, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণকে কহিলেন, দেখ, যে দুরাত্মারা রজস্বলা দ্রৌপদীরে আনয়ন পূর্ব্বক সভামধ্যে বিবস্ত্রা করিয়াছিল, সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ দ্রৌপদীর তপঃপ্রভাবে নিহত হইয়াছে। আর যাহারা পূর্ব্বে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের স্বর্গলাভ বা নরকভোগ হউক, কিছুতেই অসন্তুষ্ট নহি। মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া স্কন্ধাস্থিত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় সেই ধরাতলগত রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা সোমকগণ ভীমসেনের সেই নীচ জনোচিত ব্যবহার অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই আত্মশ্লাঘানিরত বৃকোদরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি বৈরঋণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছ এবং সৎকার্য্য দ্বারা হউক বা অসৎ কার্য্য দ্বারাই হউক, প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়াছ; এক্ষণে ক্ষান্ত হও। দুর্য্যোধন আমাদিগের জ্ঞাতি, বিশেষত এই বীর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের ও কৌরবগণের অধিপতি ছিল, ইহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিও না। এক্ষণে ইহার বন্ধু, অমাত্য, সৈন্য, ভ্রাতা এবং পুত্রগণ নিহত হওয়াতে এই বীর সর্ব্বপ্রকারেই শোচনীয় হইয়াছে; বিশেষত কুরুরাজ আমাদের ভ্রাতা, অতএব ইহার প্রতি ওরূপ ব্যবহার করা তোমার কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। হে বৃকোদর! প্রাচীন লোক মাত্রেই তোমারে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, তবে তুমি কি রূপে রাজারে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিতেছ?

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এই কথা কহিয়া অশ্রুকণ্ঠে দীন ভাবে দুর্য্যোধনের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাত! তোমার দুঃখ বা শোক করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ঘোরতর ফল ভোগ করিতেছ। হে কুরুসত্তম! আমরা তোমার হিংসা করিব এবং তুমি আমাদিগের হিংসায় প্রবৃত্ত হইবে, ইহা বিধাতাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তুমি লোভ ও বালকত্ব প্রযুক্ত আপনার দোষেই ঈদৃশ বিপদগ্রস্ত হইয়াছ। তুমি বয়স্য, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণের বিনাশ সাধন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইলে। কেবল তোমার অপরাধেই আমরা তোমার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণকে নিহত করিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয়। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, এক্ষণে আমাদিগকে সর্ব্বদাই প্রাণাধিক বন্ধুবিচ্ছেদে নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া শোচনীয় অবস্থায় অবস্থান করিতে হইবে। আমরা কি রূপে বিপ্রপত্নী ও ভ্রাতৃবধূগণকে বিধবা

ও শোকার্ত্ত নিরীক্ষণ করিব। তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গে বাস করিবে, কিন্তু আমরা নরকতুল্য সুদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে রহিলাম। ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণ একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া নিরন্তর আমাদিগকে ভৎর্সনা করিবেন। হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন এই বলিয়া দুঃখিত চিত্তে বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত গদাযুদ্ধবিশারদ বলদেব দুর্য্যোধনকে অধর্ম্ম যুদ্ধে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবল বলদেব ভীমসেনকে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনের উরুদেশে গদাঘাত করিতে দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সেই ভূপালগণমধ্যে বাহু সমুদ্যত করিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ ও ভীমসেনকে বারংবার ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মযুদ্ধে নাভির অধঃস্থলে গদাঘাত করা বৃকোদরের নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। গদাযুদ্ধে ভীমসেন যেরূপ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। নাভির অধঃপ্রদেশে কদাচ গদাঘাত করিবে না, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত ও স্থির সিদ্ধান্ত; কিন্তু মহামূর্খ বৃকোদর শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

হে মহারাজ! হলধারী বলদেব এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া লাঙ্গল উদ্যত করিয়া মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় হলধর হস্ত উদ্যত করাতে তাঁহার রূপ বহুবিধ ধাতুরাগরঞ্জিত শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময় বিনয়ী বাসুদেব বলদেবকে ভীমের প্রতি ধাবমান দেখিয়া স্থূল বর্ত্তুল বাহুযুগল দ্বারা তাঁহারে ধারণ করিলেন। সেই ধবল ও কৃষ্ণকলেবর যদুবংশীয় বীরদ্বয় একত্র হইলে অপরাহ্ন কালীন নভোমণ্ডলগত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদের অপূর্ব্ব শোভা হইল। তখন যদুপ্রবীর বাসুদেব বলদেবের ক্রোধ শান্তি করিবার নিমিত্ত কহিলেন, হে মহাত্মন্! শাস্ত্রে ছয় প্রকার উন্নতি নির্দ্দিষ্ট আছে। আপনার উন্নতি, আপনার মিত্রগণের উন্নতি ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণের উন্নতি এবং শত্রুর অবনতি, শত্রুর মিত্রগণের অবনতি ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের অবনতি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার ও স্বীয় মিত্রগণের অবনতি অবলোকন করিলে আপনার ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। সমরবিশারদ পাণ্ডবেরা আমাদিগের পিতৃস্বসার পুত্র; সুতরাং ইহাঁরা আমাদের সহজ মিত্র। এক্ষণে বিপক্ষেরা ইহাঁদিগকে নিতান্ত পরাভূত করিয়াছিল। আর দেখুন, প্রতিজ্ঞা পালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। মহাবীর বৃকোদর আমি রণস্থলে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভগ্ন করিব বলিয়া সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্য্যোধনকে ভীমের গদাঘাতে তোমার উরু ভগ্ন হইবে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে ভীমসেনের এই রূপ অনুষ্ঠানে অণুমাত্রও দোষ লক্ষিত হইতেছে না। হে রেবতীরমণ! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। পাণ্ডবগণের সহিত আমাদিগের যোনিসম্বন্ধ ও সাতিশয় সৌহার্দ্দ আছে; সুতরাং ইহাঁদিগের উন্নতি হইলেই আমাদিগের উন্নতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ হলধর বাসুদেবের

বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! সাধু লোকেরাই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম দ্বারা উপহত হয়। দেখ, অতিশয় লুব্ধ অর্থলোভে ও অত্যাসক্ত ব্যক্তি কামপ্রভাবে ধর্ম্মহীন হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া কাল যাপন করিতে পারে, সেই যথার্থ সুখ ভোগে সমর্থ হয়। হে হৃষীকেশ! এক্ষণে তুমি যত চেষ্টা কর না কেন ভীমসেন যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, ইহা আমার মনোমন্দির হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইবে না।

তখন বাসুদেব কহিলেন, হে রাম! লোকে আপনারে অতিশয় শান্তপ্রকৃতি ও ধর্ম্মবৎসল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব আপনি ক্রোধ সংবরণ ও শান্তি অবলম্বন করুন। দেখুন, এক্ষণে কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভীমসেন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবার এই উপযুক্ত সময়, অতএব ইনি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে বৈর ও প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হউন।

হে মহারাজ! মহাবীর বলদেব কৃষ্ণের মুখে এই রূপ কূটধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও অপ্রসন্ন মনে পুনরায় কহিলেন, হে বাসুদেব! ভীমসেন ধর্ম্মপরায়ণ দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে বিনষ্ট করিয়াছেন, এই নিমিত্ত এই ভূমণ্ডলে কূটযোদ্ধা বলিয়া প্রখ্যাত হইবেন। আর রাজা দুর্য্যোধনও ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইয়াছেন, অতএব উনি শাশ্বত গতি এবং ইহলোকে অতিশয় যশোলাভ করিবেন। শ্বেত পর্ব্বতশিখরাকার রোহিণীতনয় এই বলিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলদেব প্রস্থান করিলে পাঞ্চাল, যাদব ও পাণ্ডবগণ সকলেই যাহার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন। তখন বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অধোবদনে দীন মনে শোক ও চিন্তায় একান্ত আকুল দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব অধর্ম্মে অনুমোদন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। ভীমসেন হতবন্ধু বিচেতন প্রায় দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনি কি বলিয়া উহাতে উপেক্ষা করিতেছেন?

যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! বৃকোদর রোষপরবশ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে যে পদাঘাত করিতেছেন, ইহা আমার অভিমত নহে। আমি কুলক্ষয়েও সন্তুষ্ট নহি। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা নিত্য শঠতাচরণ ও নানাপ্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। সেই সমস্ত দুঃখ ভীমসেনের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমিও সেই কারণ বশতই আমার ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মানুসারেই হউক, আর অধর্ম্মানুসারেই হউক, লোভপরতন্ত্র দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া অভীষ্ট সাধন করুক, এই মনে করিয়া জ্ঞাতিবিনাশ ও দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে যদুবংশাবতংস বাসুদেব অতি কষ্টে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া ভীমের কার্য্যে অনুমোদন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন অরাতিপরাজয়জনিত হর্ষে উৎফুল্ললোচন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ! আজি আপনার পৃথিবী নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে রাজধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করুন। এক্ষণে প্রবঞ্চনাপরতন্ত্র শঠতাপ্রিয় বিপক্ষভাবের মূল কারণ দুর্য্যোধন ধরাতলে শয়ন করিয়াছে। রাধেয়, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি অতি কর্কশভাষী শক্র সমুদায়ও নিহত হইয়াছে।

অদ্যাবধি এই পর্ব্বতকানন সমন্বিত নানা রত্নসমাকীর্ণ বসুন্ধরা পুনরায় আপনার হস্তগত হইল। আপনি এক্ষণে নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৃকোদর! আজি কৃষ্ণের মন্ত্রণাবলে দুর্য্যোধন নিহত, বৈরানল প্রশমিত ও বসুন্ধরা আমাদের অধিকৃত হইল। আজি তুমি ভাগ্যক্রমে অরাতি নিপাতন পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া জননীর ও চিরসঞ্চিত ক্রোধের নিকট আনৃণ্য লাভ করিলে।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে ভীমসেনের গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া কি রূপ অনুষ্ঠান করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনিপাতিত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুর্য্যোধনকে ভীমের গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া প্রীত মনে উত্তরীয় বিধূনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বসুন্ধরা পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের হর্ষবেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ শরাসনে টঙ্কার প্রদান, কেহ কেহ শঙ্খ বাদন, কেহ কেহ দুন্দুভিধ্বনি, কেহ কেহ ক্রীড়া ও কেহ বা হাস্য করিতে করিতে ভীমসেনকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, হে বৃকোদর! আজি তুমি গদাযুদ্ধবিশারদ কৌরবেন্দ্র দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়া যাহার পর নাই মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। আজি সকল লোকেই তোমারে বৃত্রনিহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় বোধ করিতেছেন। তুমি ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি বিচিত্র মার্গচারী মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে পারে? আজি তুমি সৌভাগ্য বশত কৌরবদিগের সহিত শত্রুভাব নিঃশেষিত করিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছ। ইতিপূর্ব্বে তুমি সিংহ যেমন মহিষের রক্ত পান করে, তদ্রূপ দুঃশাসনকে নিহত করিয়া তাহার রুধির পান করিয়াছিলে। হে বীরবর! যাহারা পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তুমি ভাগ্যবলে তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করিলে। তুমি দুর্য্যোধন ও অন্যান্য অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া ধরাতলে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিলে। বৃত্রাসুর নিহত হইলে বন্দিগণ দেবরাজকে যেরূপ অভিনন্দন করিয়াছিল, আজি দুর্য্যোধন নিপতিত হওয়াতে আমরা তোমারে তদ্রূপ অভিনন্দন করিতেছি। দুর্য্যোধনের নিপাত সময়ে আমাদিগের যে পুলকোদ্গম হইয়াছিল, এখনও তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ সমবেত হইয়া ভীমসেনকে এই রূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন মহাত্মা মধুসূদন পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের মুখে সেই রূপ অসঙ্গত প্রশংসা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভূপতিগণ! মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। পাপসহায় নির্লজ্জ দুর্য্যোধন যখন মহাত্মা বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম ও সঞ্জয় প্রভৃতি সুহৃদ্গণ বারংবার অনুরোধ করিলেও লোভ প্রযুক্ত তাঁহাদের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ প্রদানে অসম্মত হইয়াছিল, তখনই আমি উহারে নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছি। এক্ষণে ঐ নরাধম মিত্র বা শত্রুমধ্যেও পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে; ও কাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত জড় হইয়াছে। উহার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। চল, আমরা রথারোহণ পূর্ব্বক এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। পাপাত্মা

দুর্য্যোধন এত দিনের পর ভাগ্যবলে জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত নিহত হইল।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধন বাসুদেবের মুখে ঐ রূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণে বাহুদ্বয়ে পৃথিবী ধারণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া সরোষ নয়নে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তিনি শরীর অর্দ্ধোন্নত করাতে তাঁহারে ছিন্নপুচ্ছ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কুরুরাজ তৎকালে প্রাণান্তকর বিষম বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, তথাপি কৃষ্ণের তিরস্কার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারে নিষ্ঠুর বাক্যে কহিলেন, হে কংসদাসতনয়! ধনঞ্জয় তোমার বাক্যানুসারে বৃকোদরকে আমার ঊরু ভগ্ন করিতে সঙ্কেত করাতে ভীমসেন অধর্ম্ম যুদ্ধে আমারে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না। তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন। তুমি শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ। অশ্বত্থামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্য্যকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার সমক্ষে আচার্য্যকে নিহত করিতে উদ্যত হইলে তাহারে নিষেধ কর নাই। কর্ণ অর্জ্জুনের বিনাশার্থ বহু দিন অতি যত্ন সহকারে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া ব্যর্থ করিয়াছ। সাত্যকি তোমারই প্রবর্ত্তনা পরতন্ত্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবারে নিহত করিয়াছে। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনবধে সমুদ্যত হইলে তুমি কৌশলক্রমে তাঁহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ এবং পরিশেষে সূতপুত্রের রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অর্জ্জুন দ্বারা তাঁহার বিনাশ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছ। অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে! দেখ, যদি তোমরা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কদাপি জয় লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য্য উপায় প্রভাবেই আমরা স্বধর্ম্মানুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।

তখন বাসুদেব দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে গান্ধারীনন্দন! তুমি অসৎ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইলে। তোমার পাপেই মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও তোমার ন্যায় অসচ্চরিত্র সূতপুত্র নিহত হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দুরাত্মা শকুনির পরামর্শে লোভ প্রভাবে পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ প্রদান কর নাই। তুমি ভীমসেনকে বিষান্ন ভক্ষণ করাইয়াছিলে এবং আর্য্যা কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিলে। হে দুরাত্মন্! তুমি যৎকালে সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীরে বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, সেই সময়ই তোমার বধ সাধন করা অতি কর্ত্তব্য ছিল। তুমি শঠতাচরণ পূর্ব্বক দ্যূতনিপুণ শকুনির প্রভাবে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ধর্ম্মরাজকে পরাজয় করিয়াছিলে। পাণ্ডবগণ মৃগয়ার্থ তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করিলে অরণ্যমধ্যে দুরাত্মা জয়দ্রথ তোমার মতানুসারেই দ্রৌপদীরে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং তোমার দোষেই বহুসংখ্য রথী একত্র হইয়া একমাত্র বালক অভিমন্যুর বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণেই তুমি নিহত হইলে। হে নির্লজ্জ! তুমি আমাদিগের উপর যে যে কুকর্ম্ম আরো-

পিত করিতেছ, স্বয়ং সেই সেই কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি কদাচ সুরগুরু বৃহস্পতির উপদেশ বাক্য শ্রবণ, বৃদ্ধগণকে সেবা ও তাঁহাদিগের হিত বাক্যে কর্ণপাত কর নাই। প্রবল লোভ ও ভোগতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া বিস্তর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহারই পরিণত ফল ভোগ কর।

তখন রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন, কৃষ্ণ! আমি অধ্যয়ন, বিধি পূর্ব্বক দান, সসাগরা বসুন্ধরা শাসন, বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অন্য ভূপালের নিতান্ত দুর্লভ দেবভোগ্য সুখ সম্ভোগ ও অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি; পরিশেষে ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমরমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে। এক্ষণে আমি ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিত চিত্তে মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই কথা কহিবামাত্র আকাশ হইতে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর বাদিত্র বাদন ও অপ্সরা সকল রাজা দুর্য্যোধনের যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধগণ তাঁহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধ সম্পন্ন সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সুনির্ম্মল হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ সেই দুর্য্যোধনের সম্মানসূচক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবারে অধর্ম্ম যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে মহাত্মা বাসুদেব পাণ্ডবগণকে একান্ত চিন্তাকুল অবলোকন করিয়া মেঘগম্ভীর নির্ঘোষে কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! ভীষ্মপ্রমুখ মহারথগণ ও রাজা দুর্য্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ও ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন; তোমরা কদাচ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। যদি আমি ঐ রূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয় লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না। দেখ, ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা ভূমণ্ডলে অতিরথ বলিয়া প্রথিত আছেন। লোকপালগণ সমবেত হইয়াও তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে অপরিশ্রান্ত গদাধারী এই দুর্য্যোধনকে দণ্ডধারী কৃতান্তও ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীম যে উহারে অসৎ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আন্দোলন করিবার আবশ্যকতা নাই। এই রূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগকে কূট যুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা সুরগণ কূট যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অসুরগণকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি; সায়ংকালও সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব চল, হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া বিশ্রাম করি। মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে পাঞ্চালগণ পাণ্ডবদিগের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও দুর্য্যোধনের নিধনে প্রফুল্ল হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবাহু

নৃপতিগণ এই রূপে শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবগণ আমাদিগের শিবিরে ধাবমান হইলে মহাধনুর্দ্ধর যুযুৎসু, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণও স্বীয় স্বীয় শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজের শিবিরে গমন করিলেন। তৎকালে ঐ শিবির জনশূন্য রঙ্গভূমির ন্যায়, উৎসবশূন্য নগরের ন্যায় এবং গজরাজ শূন্য হ্রদের ন্যায় নিতান্ত শোভা বিহীন হইয়াছিল। বৃদ্ধ অমাত্যগণ স্ত্রী ও ক্লীবদিগের সহিত উহাতে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রতিনিয়ত ঐ সকল বৃদ্ধ অমাত্যের উপাসনা করিতেন। মহারথ পাণ্ডবগণ সেই শিবিরে সমুপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদের হিতানুষ্ঠানতৎপর হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীর দ্বয় লইয়া অগ্রে রথ হইতে অবরোহণ কর। আমি পশ্চাৎ অবতীর্ণ হইব। মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় লইয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তৎপরে ধীমান্ বাসুদেবও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন। জগৎপতি হৃষীকেশ অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে ধ্বজস্থিত কপিবর অন্তর্হিত হইল এবং অকস্মাৎ রথ তূণীর, রশ্মি, অশ্ব ও যুগবন্ধ কাষ্ঠের সহিত প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল। পাণ্ডবতনয়গণ ধনঞ্জয়ের রথ ভস্মাবশিষ্ট অবলোকন করিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, গোবিন্দ! কি নিমিত্ত আমার রথ ভস্মাবশেষ হইল? যদি বলিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে এই আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় কীর্ত্তন কর।

মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সখে! বিবিধ ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে পূর্ব্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল, কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এ কাল পর্য্যন্তও দগ্ধ হয় নাই। এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইলে আমি ঐ রথ পরিত্যাগ করাতে উহা দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইল। ভগবান্ কেশব অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া ঈষৎ গর্ব্বিত ভাবে ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি আজি ভাগ্যক্রমে জয় লাভ করিলেন। আপনার শত্রু সকল নিহত হইয়াছে এবং আপনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে এই বীরক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আপনি পূর্ব্বে বিরাট নগরে আমারে মধুপর্ক প্রদান পূর্ব্বক হে কৃষ্ণ! ধনঞ্জয় তোমার ভ্রাতা ও সখা, তোমায় ইহারে সমুদায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, এই বলিয়া অর্জ্জুনকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমিও তৎকালে আপনার বাক্য স্বীকার করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই সত্যপরাক্রম মহাবীর ধনঞ্জয় মৎকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া জয় লাভ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত এই বীরক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এই রূপ কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া তাঁহারে কহিলেন, জনার্দ্দন! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ যে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তোমাভিন্ন আর কে তাহা সহ্য করিতে পারে? বজ্রধারী ইন্দ্রও

তাহা সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। তোমার অনুগ্রহেই সংশপ্তকগণ পরাজিত হইয়াছে; অর্জ্জুন অপরাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে এবং আমি পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ কার্য্য সাধন করিয়াছি। হে বাসুদেব! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরাট নগরে আমারে কহিয়াছিলেন যে, যে খানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই কৃষ্ণের অবস্থান এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেই জয় লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনার অসংখ্য দাস, দাসী এবং সমুদায় সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, বিবিধ আভরণ, কম্বল ও অজিন প্রভৃতি নানাপ্রকার ধন প্রাপ্ত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি প্রভৃতি বীর সমুদায় স্ব স্ব বাহনগণের বন্ধন মোচন ও শ্রমাপনোদন করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিলেন। ঐ সময় মহাযশস্বী বাসুদেব কহিলেন যে, হে বীরগণ! মঙ্গলানুষ্ঠানের নিমিত্ত এই রাত্রিতে শিবিরের বহির্ভাগে অবস্থান করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তখন মহাবীর সাত্যকি ও পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত শিবির হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক নদীসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ রজনীতে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হতপুত্রা গান্ধারীর আশ্বাস প্রদানার্থ বাসুদেবকে হস্তিনা নগরে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিয়োগানুসারে দারুকসঞ্চালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে গান্ধারীসমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ধর্ম্মরাজ কি নিমিত্ত গান্ধারীর নিকট কৃষ্ণকে প্রেরণ করিলেন? পূর্ব্বে বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবগণের নিকট গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে ঘোর সংগ্রামে কৌরব পক্ষীয় সমুদায় যোদ্ধা ও রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইলে ধর্ম্মরাজ অরাতিবিহীন ও যশস্বী হইয়াও কি নিমিত্ত কৃষ্ণকে গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন? ইহার অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ থাকিবে, আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। এক্ষণে যে নিমিত্ত ধর্ম্মরাজ বাসুদেবকে গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজা যুধিষ্ঠির অন্যায় গদাযুদ্ধে ভীমসেনের হস্তে দুর্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া শঙ্কিত চিত্তে এই চিন্তা করিলেন যে, পতিপ্রাণা তপস্বিনী গান্ধারী ক্রুদ্ধ হইলে ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে পারেন। অতএব অগ্রে তাঁহার ক্রোধ শান্ত করা আবশ্যক। তিনি অধর্ম্মযুদ্ধে পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন। দুর্য্যোধন ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহারে অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি, গান্ধারী এই কথা শুনিলে নিঃসন্দেহই দুর্ব্বিষহ পুত্রশোক ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিবেন। ধর্ম্মরাজ ভয়শোকাকুলিত চিত্তে এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, পাণ্ডবসখে! তোমার প্রসাদেই আমাদিগের দুষ্প্রাপ্য রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তুমি আমার সমক্ষেই এই লোমহর্ষণ সংগ্রামে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছ। তুমি পূর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রাম কালে দানবগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দেবগণকে যেরূপ সাহায্য দান করিয়াছিলে, এক্ষণে আমাদিগেরও তদ্রূপ আনুকূল্য করিয়াছ। তুমি সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে

রক্ষা করিয়াছ। যদি তুমি অর্জ্জুনকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা এই সৈন্যগণকে কি রূপে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতাম। হে জনার্দ্দন! তুমি আমাদিগের নিমিত্ত বারংবার গদাঘাত, পরিঘ তাড়ন এবং শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশু প্রভৃতি বজ্রোপম অস্ত্রশস্ত্রের আঘাত ও অতি কঠোর বাক্যযন্ত্রণা যে সহ্য করিয়াছিলে, আজি দুর্য্যোধন নিহত হওয়াতেই তাহা সার্থক হইল। এক্ষণে আবার যাহাতে সকল রক্ষা হয়, তোমায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জয় লাভ হওয়াতেও আমার অন্তঃকরণে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারী অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক অতিশয় ক্ষীণকলেবর হইয়াছেন। তিনি পুত্র ও পৌত্রগণের বধসংবাদ শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব আমার মতে তাঁহারে প্রসন্ন করাই শ্রেয়। এক্ষণে সেই পুত্রশোকার্ত্তা ক্রোধসংরক্তলোচনা গান্ধারীকে তোমা ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইবে না; অতএব তুমিই তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিবার নিমিত্ত গমন কর। তুমি অব্যয় এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। তুমি যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অবিলম্বেই গান্ধারীর ক্রোধ শান্তি করিতে সমর্থ হইবে। আর মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নও তথায় গমন করিবেন। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র; অতএব গান্ধারদুহিতার ক্রোধ শান্তি করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

তখন বাসুদেব ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে আমন্ত্রণ করিয়া সারথিরে কহিলেন, দারুক! তুমি অবিলম্বে রথ সুসজ্জিত কর। দারুক কেশবের বাক্য শ্রবণে সত্বরে রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহারে সংবাদ প্রদান করিল। তখন মহাত্মা মধুসূদন রথারোহণ পূর্ব্বক ঘর্ঘর রবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও কৃষ্ণের আগমন সংবাদ অবগত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দর্শন ও তাঁহার পাদবন্দন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া সলিল দ্বারা লোচন দ্বয় প্রক্ষালন ও বিধানানুসারে আচমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি কালের গতি সমুদায়ই অবগত আছেন। পাণ্ডবগণ আপনার চিত্তানুবর্ত্তন ও যাহাতে কুলক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ না হয়, তাহার উপায় করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। পাণ্ডবগণ কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া বনবাস ও নানা বেশ ধারণ পূর্ব্বক অজ্ঞাতবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিতান্ত অক্ষমের ন্যায় বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে আমি স্বয়ং আগমন করিয়া সর্ব্বলোক সমক্ষে আপনার নিকট পাঁচ খানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি তৎকালে কালোপহত চিত্ত হইয়া লোভ প্রভাবে তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই; অতএব আপনার অপরাধের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইয়াছে। মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ধীমান্ বিদুর সন্ধি স্থাপনের নিমিত্ত আপনারে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই। হায়! কালপ্রভাবে সকলেই বিমো-

হিত হইয়া থাকে। আপনি জ্ঞানবান্ হই-য়াও সন্ধি স্থাপনের কথা উত্থাপিত হইলে মোহে অভিভূত হইয়াছিলেন। অতএব কাল ও অদৃষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। হে মহারাজ! আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দোষা-রোপ করিবেন না। এ বিষয়ে ধর্ম্মত, ন্যা-য়ত ও স্নেহত তাঁহাদিগের অণুমাত্রও ব্যতি-ক্রম দৃষ্ট হইতেছে না। এই কুলক্ষয় আপ-নার দোষেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বিবে-চনা করিয়া আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি অসূ-য়া শূন্য হউন। এক্ষণে কুলরক্ষা, পিণ্ডদান ও পুত্রকর্ত্তব্য অন্যান্য কার্য্যকলাপ সমুদা-য়ই পাণ্ডবগণের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব আপনি ও আর্য্যা গান্ধারী শোকা-বেগ সম্বরণ ও পাণ্ডবগণের প্রতি রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাপদে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করুন। আপনার প্রতি ধর্ম্ম-রাজের স্বভাবত যেরূপ স্নেহ ও ভক্তি আছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তিনি এক্ষণে সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়াও দুঃখানলে দিবা রাত্রি দগ্ধ হইতেছেন। আপনার ও গান্ধা-রীর নিমিত্ত অনবরত শোক করাতে তাঁহার সুখের লেশমাত্রও নাই। আপনি পুত্র-শোকে সন্তপ্ত ও একান্ত ব্যাকুল হই-য়াছেন বলিয়া তিনি লজ্জা বশত আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না।

যদুবংশাবতংস মহাত্মা বাসুদেব ধৃত-রাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া শোকবিহ্বলা গান্ধারীরে কহিলেন, সুবলনন্দিনি! ইহ-লোকে আপনার তুল্য নারী আর নয়নগো-চর হয় না। আপনি সভামধ্যে আমার সমক্ষেই আপনার পুত্রগণকে উভয় পক্ষের হিতকর ধর্ম্মার্থসংহিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনার পুত্রেরা তাহা প্রতিপালন করেন নাই। আপনি তৎকালে দুর্য্যোধনকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, রে মূঢ়! আমি বলিতেছি, যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়। এক্ষণে আপনার সেই বাক্য কার্য্যে পরিণত হই-য়াছে। অতএব আপনি আদ্যোপান্ত সমু-দায় চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন। হে মহাভাগে! আপনি মনে করিলে তপো-বলে স্বীয় ক্রোধানলে চরাচর বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া পাণ্ড-বগণের বিনাশ বাসনা করিবেন না।

তখন গান্ধারী বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব! তুমি যাহা কহিতেছ, সত্য বটে। দারুণ শোকাবেগ-প্রভাবে আমার মন বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তোমার বাক্য শ্রবণে আমি শান্ত ভাব অবলম্বন করিলাম। যাহা হউক, বৃদ্ধ রাজা একে অন্ধ, তাহাতে আবার পুত্র বিহীন হইয়াছেন, এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত উঁহার অবলম্বন হইলে। শোককাতরা গান্ধারী এইমাত্র বলিয়া অঙ্গবস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগি-লেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব হেতুগর্ভ বাক্য দ্বারা তাঁহারে বিবিধ আশ্বাস প্রদান করি-লেন।

মহাত্মা হৃষীকেশ এই রূপে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোকাপনোদন করিতেছেন, এমন সময়ে অশ্বত্থামার দুরভিসন্ধি তাঁহার বোধ-গম্য হইল। তখন তিনি অবিলম্বে গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক ব্যাসদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার সমক্ষেই ধৃতরাষ্ট্রকে কহি-লেন, মহাত্মন্! আপনি আর শোক করি-বেন না। আমি চলিলাম, অশ্বত্থামা এই রাত্রেই পাণ্ডবগণের বিনাশের নিমিত্ত অভিসন্ধি করিয়াছেন। উহা আমার স্মৃ-তিপথে সমুদিত হওয়াতে আমি সহসা গাত্রোত্থান করিলাম। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কেশিনিসূদন মধু-সূদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কে-শব! তুমি অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া

পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণ কর। পুনরায় যেন অচিরাৎ তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়।

তখন মহাত্মা বাসুদেব যে আজ্ঞা বলিয়া পাণ্ডবগণের দর্শন বাসনায় দারুক সঞ্চালিত রথে আরোহণ করিয়া সেই রাত্রিতেই হস্তিনা হইতে শিবির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে পাণ্ডবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমস্ত জ্ঞাত করিয়া সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে বাসুদেব প্রস্থান করিলে পর জগৎপূজ্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে অশেষবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার আত্মজ দুর্য্যোধন অতিশয় কোপনস্বভাব। সে আপনারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। বিশেষত পাণ্ডবগণের সহিত তাহার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে। এক্ষণে ভীমসেন তাহার ঊরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া মস্তকে বারংবার পদাঘাত করিলে সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কি কহিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও ধূল্যবলুণ্ঠিত কলেবর হইয়া সেই ঘোরতর বিপদকালে দশ দিক্ অবলোকন ও কেশপাশ বন্ধন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে বারংবার আমারে নিরীক্ষণ, ধরণীতলে বাহু নিষ্পেষণ, দশনে দশন নিপীড়ন ও মূর্দ্ধজজাল বিধূনন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, হায়! শান্তনুতনয় ভীষ্ম, মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শকুনি, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃতবর্ম্মা নিয়ত আমারে রক্ষা করিতেন, তথাপি আমি এই রূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইলাম! কালমাহাত্ম্য অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আমি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি ছিলাম, তথাচ আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকে, তুমি আমার অনুজ্ঞানুসারে তাহারে কহিও যে, ভীম নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমারে বিনষ্ট করিয়াছে। পাণ্ডবেরা ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি অতিশয় নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে। তাহারা এই রূপ অকীর্ত্তিকর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া নিশ্চয়ই সাধু লোকের নিকট হতাদর হইবে। ছল পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া কোন্ বীর প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকে। যে নিয়ম লঙ্ঘন করে, কোন্ বিবেচক ব্যক্তি তাহার সম্মান করিয়া থাকেন। পাপাত্মা বৃকোদর অধর্ম্মযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যেমন হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছে, আর কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার কার্য্য করিয়া তাদৃশ আনন্দিত হয় না। এক্ষণে আমার ঊরুদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, সুতরাং ভীমসেন যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার মস্তকে পদাঘাত করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি। যে ব্যক্তি প্রতাপশালী, রাজশ্রীযুক্ত ও বন্ধুবান্ধব সম্পন্ন ব্যক্তিরে এ রূপ অবমাননা করে, সে কি সম্মানের উপযুক্ত?

হে সঞ্জয়! আমার পিতা মাতা যুদ্ধধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন। তুমি আমার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে কহিবে যে, আমি বিবিধ যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান, ভৃত্য প্রতিপালন, ধর্ম্মানুসারে সসাগরা বসুন্ধরা শাসন, জীবিত শত্রুগণের মস্তকে অবস্থান, যাচকদিগকে অর্থদান, অধ্যয়ন ও মিত্রগণের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়াছি। আমি বন্ধু বান্ধবদিগের সম্মান বর্দ্ধন, বশম্বদ ব্যক্তিদিগকে যথোচিত সৎকার, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন, প্রধান

প্রধান ভূপালগণকে আজ্ঞা প্রদান, অন্যের নিতান্ত দুর্লভ সম্মান লাভ ও উৎকৃষ্ট অশ্বে গমনাগমন করিয়াছি ; আমি শত্রু-রাজ্য অধিকৃত ও অনেকানেক মহীপালকে দাসের ন্যায় বশীভূত করিয়া অনায়াসে জীবন ক্ষেপ করিয়াছি এবং এক্ষণে ধর্ম্মযুদ্ধে উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিলাম ; সুতরাং আমার সদৃশ সৌভাগ্যশালী আর কে আছে। সৌভাগ্যক্রমে আমারে বিপক্ষগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল না। সৌভাগ্য বশত আমি কলেবর পরিত্যাগ করিলে পর আমার রাজ্যলক্ষ্মী অন্যকে আশ্রয় করিবে। স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়গণ যে রূপ মৃত্যু অভিলাষ করিয়া থাকেন, আমি সেই রূপ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি সমরে পরাজিত হইয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় শত্রুভাব পরিত্যাগ করি নাই। নিদ্রিত বা প্রমত্ত শত্রুরে বিনাশ করিলে যে রূপ পাপ হয়, বিষ প্রয়োগ পূর্ব্বক শত্রু সংহার করিলে যে রূপ অধর্ম্ম হয়, অধার্ম্মিক বৃকোদর নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমারে নিপাতিত করিয়া তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি আমার বাক্যানুসারে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে কহিবে, পাণ্ডবেরা নিয়মাতিক্রম ও সতত অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে ; অতএব তোমরা কিছুতেই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না।

কুরুরাজ আমারে এই কথা বলিয়া বার্ত্তাবহদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, ভীম অধর্ম্মযুদ্ধে আমারে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি সার্থহীন পথিকের ন্যায় মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, বৃষসেন, শকুনি, জলসন্ধ, ভগদত্ত, সোমদত্ত, জয়দ্রথ, লক্ষ্মণ, দুঃশাসনতনয় এবং দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য বীরগণের অনুগমন করিব। হায়! আমার ভগিনী দুঃশলা ভ্রাতৃগণের ও ভর্ত্তার নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে কি রূপে জীবন ধারণ করিবে! আমার বৃদ্ধ পিতা ও জননী গান্ধারী পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণে পরিবৃত হইয়া একান্ত শোকাকুল হইবেন। আমার ভার্য্যা আমার ও আত্মজ লক্ষ্মণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এক্ষণে যদি বাগ্মিশারদ পরিব্রাজক চার্ব্বাক এই বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহা হইলে তিনি আমার উপকারার্থ অবশ্যই বৈর নির্যাতনে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহা হউক, আমি আজি এই পবিত্র ত্রিলোকবিশ্রুত সমন্তপঞ্চক তীর্থে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হইব।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলে তত্রত্য সকলেই অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে দশ দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পৃথিবী বিকম্পিত ও নির্ঘাত শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং দিঙ্মণ্ডল নিতান্ত মলিন হইয়া গেল। অনন্তর সেই বার্ত্তাবহগণ অশ্বত্থামার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া গদাযুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের নিপাত বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক বহু ক্ষণ চিন্তা করিয়া দুঃখিত মনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন সেই গদা, শক্তি, তোমর ও বাণের আঘাতে জর্জ্জরিত কলেবর হতাবশিষ্ট মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা দূতগণমুখে দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগ সম্পন্ন অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বরে সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন অটবীমধ্যে ব্যাধ বিনিপাতিত রুধিরাক্তকলেবর মহাগজের

ন্যায়, সহসা নিপতিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, মহাবাত পরিশুষ্ক সাগরের ন্যায়, তুষার সমাচ্ছন্ন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়, বায়ুবেগ বিপাটিত মহাপাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিজালে ধূসরিত হইয়াছে। ধনলোলুপ ভৃত্যগণ যেরূপ নরপতির চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভূত ও রাক্ষসগণ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ক্রোধভরে তাঁহার নয়নদ্বয় উদ্বৃত্ত ও ললাট ভ্রুকুটিকুটিল হইয়াছে। কৃপ প্রভৃতি মহারথগণ কুরুরাজকে তদবস্থায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোক ও দুঃখে একান্ত অভিভূত হইলেন এবং তিন জনেই স্ব স্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুত বেগে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক ভূতলে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা বাষ্পাকুল নয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে সর্ব্বলোকেশ্বর! যখন তুমি ধূলিধূসরিত গাত্রে ভূতলে শয়ান রহিয়াছ, তখন জগতের সমুদায় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর। হায়! পূর্ব্বে তুমি সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়া আজি কি রূপে একাকী এই নির্জন বনে অবস্থান করিতেছ? কি নিমিত্ত মহারথ দুঃশাসন, কর্ণ ও সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে দেখিতে পাইতেছি না? কৃতান্তের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়। দেখ, তুমি সর্ব্ব লোকের অধীশ্বর হইয়াও আজি ধূলিধূসরিত গাত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! পূর্ব্বে যিনি নরপতিগণের অগ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন, আজি তিনি পাংশু গ্রাস করিতেছেন। হে মহারাজ! তোমার সে শ্বেত ছত্র, সে নির্ম্মল ব্যজন এবং সে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কোথায়? কার্য্যকারণের গতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। তুমি সর্ব্বলোকের মাননীয় ও ইন্দ্রতুল্য বিভবশালী হইয়াও ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে। কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে তোমার দুঃখ দর্শনে বোধ হইতেছে যে, লক্ষ্মী চিরদিন কাহারও নিকট স্থির ভাবে অবস্থান করেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্য শ্রবণে কর দ্বারা নয়নদ্বয় পরিমার্জ্জন ও বাষ্পবারি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহারে এবং কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, কালক্রমে সর্ব্ব ভূতেরই বিনাশ হয় এবং লোকস্রষ্টা বিধাতাও ঐ রূপ মর্ত্ত্য ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমাদিগের সাক্ষাতেই সেই মর্ত্ত্য ধর্ম্মানুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। আমি পূর্ব্বে সমুদায় পৃথিবী পালন করিয়া এক্ষণে এতাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমি কোন বিপদেই সমরে পরাঙ্মুখ হই নাই। ভাগ্যক্রমেই পাপাত্মারা ছল পূর্ব্বক আমারে নিপাতিত করিয়াছে। ভাগ্যক্রমে আমি প্রতিনিয়ত যুদ্ধে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছি এবং ভাগ্যক্রমে এক্ষণে আমি সমরক্ষেত্রে জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত নিহত হইলাম। আর আজি যে তোমাদিগকে এই জনক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত ও কল্যাণযুক্ত অবলোকন করিলাম, ইহাও আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তোমরা স্নেহাতিশয় বশত আমার নিধনে কিছুমাত্র অনুতাপ করিও না। যদি বেদবাক্য যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক লাভ করিব। আমি অমিততেজা বাসুদেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি আমারে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক করিবার প্রয়োজন কি? তোমরা আপন আপন উৎসাহ ও পরাক্রমের অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও প্রতিনিয়ত জয় লাভে যত্ন করিয়াছ। কিন্তু পরিণামে অরাতিপরা-

জয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না। কি করিবে, দৈব অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র এই কথা কহিয়া বাষ্পাকুল নয়নে ক্ষণকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যথায় বিহ্বল হইয়া রহিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কুরুরাজকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং করে কর নিপীড়ন করিয়া বাষ্পগদগদ স্বরে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! নীচাশয় পাণ্ডবগণ অতি নৃশংস ব্যবহার দ্বারা আমার পিতারে নিহত করিয়াছে। কিন্তু আজি তোমার জন্য যে রূপ অনুতাপ হইতেছে, তাঁহার নিমিত্ত সে রূপ হইতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, ধর্ম্ম, সুকৃত ও সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যে কোন প্রকারে হউক, আজি বাসুদেবের সমক্ষেই সমস্ত পাঞ্চালগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিব। তুমি আমারে অনুজ্ঞা প্রদান কর। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, আচার্য্য! সত্বরে জলপূর্ণ কলস আনয়ন করুন। কৌরবহিতৈষী কৃপাচার্য্য আপনার পুত্রের আদেশ শ্রবণমাত্র জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হন, তাহা হইলে অচিরাৎ দ্রোণতনয়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, রাজা অনুজ্ঞা প্রদান করিলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের যুদ্ধ করা দোষাবহ নহে। মহাবীর কৃপাচার্য্য কুরুরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সিংহনাদে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলে রাজা দুর্য্যোধন রুধিরাক্ত কলেবরে সেই স্থানেই সেই সর্ব্ব ভূতভয়াবহ ঘোর রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

গদাযুদ্ধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

শল্য পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক্ সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক তথা শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্ত লিখিত পুস্তক দৃষ্টে এই খণ্ড সঙ্কলিত হইল।

পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব।

দ্বাদশ খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

"যদি বিনা ব্যাঘাতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে
মহাভারত গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করুন।" ঋষিবাক্য।

সারস্বতাশ্রম।

পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮৫।

মহাভারতীয় সৌপ্তিক পর্ব্বের সূচিপত্র।

সৌপ্তিক পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য সায়ংকালে শোকসন্তপ্ত চিত্তে রণস্থল হইতে দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইয়া শিবিরের অনতি দূরে গমন ও বাহন সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কিত মনে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করত ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও পাণ্ডবগণের বলবীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই জিগীষাপরবশ পাণ্ডবদিগের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে অনুসরণ ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সমস্ত মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশা দর্শনে একান্ত সন্তপ্ত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন; এক্ষণে কিয়দ্দূর গমন করিয়া সাতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ভীম অযুত নাগ তুল্য বলশালী মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট করিয়া অতি আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হায়! আমার আত্মজ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও সকলের অবধ্য ছিল, কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহারে নিপাতিত করিল। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মনুষ্য কোন ক্রমেই অদৃষ্ট অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হা! আমার হৃদয় পাষাণের ন্যায় নিতান্ত কঠিন; শত পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণেও উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না। আমার মহিষী গান্ধারী স্থবিরা এবং আমিও নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে জানি না, আমাদিগের ভাগ্যে কি রূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে। আমি কিছুতেই পাণ্ডবদিগের রাজ্যে অবস্থান করিতে পারিব না। আমি স্বয়ং রাজা ও রাজার পিতা; আমি সমুদায় পৃথিবী ভোগ ও ভূপতিগণকে শাসন করিয়াছি; এক্ষণে কি রূপে আমার শত পুত্রঘাতী ভীমের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দাসের ন্যায় বাস করিব। মহামতি বিদুর আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু সে তদ্বিষয়ে কর্ণপাতও করে নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার বাক্য উল্লঙ্ঘনের ফল পরিণত হইল। এক্ষণে আমি কোন ক্রমেই ভীমের কঠোর বাক্য শ্রবণে সমর্থ হইব না। হে সঞ্জয়! এক্ষণে দুরা-

আ ভীম অধর্ম্মযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিলে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রোণতনয়প্রমুখ বীরত্রয় অনতিদূরে গমন করিয়া এক দ্রুমরাজিবিরাজিত লতাজাল-সমাচ্ছন্ন ভীষণ অরণ্য নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক অশ্বগণকে জল পান করাইয়া সেই বহুবিধ মৃগ, পক্ষী ও হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ, কল-পুষ্পোপশোভিত, নীলোৎপল সমলঙ্কৃত সলিল সম্পন্ন অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক সহস্র শাখাসঙ্কুল বটবৃক্ষ তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। বীরত্রয় তদ্দর্শনে সেই বৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত ও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণের বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক আচমন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রজনী সমুপস্থিত হইল। নভোমণ্ডল গ্রহনক্ষত্রকুলে সমলঙ্কৃত হইয়া বিচিত্র বসনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রজনীচরগণ স্বেচ্ছানুসারে গতায়াত ও কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। দিবাচরেরা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল এবং ক্রব্যাদগণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য সেই বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া দুঃখিত ও শোকাকুলিত চিত্তে কুরুপাণ্ডবের ক্ষয় বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং অচিরাৎ নিদ্রাবেশ হওয়াতে সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন। দুঃখভোগে অনভ্যস্ত কৃপ ও কৃতবর্ম্মা অনাথের ন্যায় সেই ধরাতলে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মহাবীর দ্রোণতনয় পাণ্ডবদিগের উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও নিদ্রিত হইলেন না। তিনি জাগরিতাবস্থায় থাকিয়া বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে উহার মধ্যে একটী সুদীর্ঘ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ বৃক্ষের শাখায় অসংখ্য বায়স স্ব স্ব আবাস স্থানে শয়ন করিয়া সুখে যামিনী যাপন করিতেছিল। ঐ সময় এক গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ পিঙ্গলবর্ণ মহাকায় উলূক তথায় আগমন করিল। উহার মুখ ও নখর সুদীর্ঘ। পেচক ধীরে ধীরে সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষের শাখায় নিপতিত হইয়া কাকদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক কাহারও কাহারও পক্ষচ্ছেদ, কাহারও কাহারও মস্তক ছেদন এবং কাহারও কাহারও পদ ভঙ্গ করিয়া তত্রত্য বায়সকুল নিঃশেষিত প্রায় করিল। কাককুলের কলেবরে ঐ বৃক্ষতল একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়সান্তক উলূক এই রূপে বৈর নির্য্যাতন করিয়া মহা আহ্লাদিত হইল।

মহাবীর অশ্বত্থামা উলূককে এই রূপে রজনীযোগে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া সেই রূপে বৈর নির্য্যাতন করিবার মানসে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই পেচক আমারে শত্রু বিনাশ করিবার উপদেশ প্রদান করিল। এক্ষণে অরাতিবিনাশের উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। আজি আমি দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবদিগের বিনাশ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু উহারা বিজয়ী, বলবান্ এবং অস্ত্র শস্ত্র ও উৎসাহ শক্তি সম্পন্ন, সুতরাং সম্মুখ সংগ্রামে কখনই উহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিলে বোধ হয় প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ছদ্মভাব অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি ও শত্রুক্ষয় করিতে পারিব। পণ্ডিত

ব্যক্তিরা সন্দিগ্ধ বিষয় অপেক্ষা অসন্দিগ্ধ বিষয়েই হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিলে লোকনিন্দিত অতি গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বিশেষত নীচাশয় পাণ্ডবগণ পদে পদে শঠতা পরিপূর্ণ অতি কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তত্ত্বদর্শী ধার্ম্মিকগণও কহিয়া গিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত, শস্ত্র বিদীর্ণ, নায়কহীন, অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে নিদ্রিত এবং আহার, প্রস্থান বা প্রবেশে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণতনয় এই রূপ চিন্তা করিয়া সেই রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মাতুল কৃপাচার্য্য ও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মারে জাগরিত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অশ্বত্থামার মন্ত্রণা শ্রবণে লজ্জিত হইয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মহাবীর দ্রোণপুত্র মহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বাষ্পাকুল নয়নে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, মাতুল! যাহার জন্য আমরা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নীচাশয় ভীমসেন সেই মহাবল পরাক্রান্ত একাদশ চমূপতি অদ্বিতীয় বীর কুরুরাজকে নিহত করিয়া তাঁহার মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক অতি নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। ঐ শুনুন, পাঞ্চালগণ সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিনিঃস্বন করিয়া মহা আহ্লাদে হাস্য পরিহাস করিতেছে। শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত তুমুল বাদ্যশব্দ পবনপরিচালিত হইয়া দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে অশ্বগণের হেষারব, গজযূথের বৃংহিতধ্বনি, শূরগণের সিংহনাদ, রথ সমুদায়ের লোমহর্ষণ চক্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! পাণ্ডবগণ কৌরব পক্ষীয় শত মাতঙ্গতুল্য বলশালী সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ বীরগণকেও বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে সমুদায় কৌরব সৈন্যই উহাদের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে; কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট রহিয়াছি। এক্ষণে যদি মোহ বশত আপনাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতঃপর আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে বীর! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা দৈব ও পুরুষকারসাধ্য কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া আছে। দৈব ও পুরুষকার অপেক্ষা আর কিছুই বলবান্ নাই। একমাত্র দৈব বা একমাত্র পুরুষকার প্রভাবে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। ঐ উভয়ের একত্র সমাবেশ না হইলে সিদ্ধিলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। কি উৎকৃষ্ট, কি অপকৃষ্ট, সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার সাপেক্ষ। পর্জ্জন্য পর্ব্বতোপরি সলিল বর্ষণ করিয়া কোন ফল উৎপাদনে সমর্থ হয় না; কিন্তু কৃষ্ট ক্ষেত্রে বারি বর্ষণ করিলে প্রচুর ফল উৎপন্ন করিতে পারে। দৈবহীন পুরুষকার আর পুরুষকারশূন্য দৈব উভয়ই নিতান্ত নিষ্ফল। দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই আনুকূল্য থাকিলে মনুষ্যের অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ক্ষেত্র বারিধারা সংসিক্ত ও সম্যক্ কর্ষিত হইলে তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে দৈব পুরুষকারের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই ফল প্রদান করে, কিন্তু বিবেচক লোকেরা দৈববল অবলম্বন পূর্ব্বক পুরুষকারেই মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মনুষ্যের সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। পুরুষকার সহকারে

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা দৈব বলযোগে সুসিদ্ধ হয় এবং সেই দৈব বল প্রভাবেই কর্ম্মকর্ত্তা ফল লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্য দৈব বলশূন্য পুরুষকার প্রকাশ করিলে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয়। আর অলস ও নির্ব্বোধেরা পুরুষকারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না। কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইলে নিশ্চয়ই অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাহার ফল ভোগ করে আর যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার ফল ভোগে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই উভয়বিধ ব্যক্তিকেই নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অক্লেশে কালাতিপাত করিতে পারে, কিন্তু অলস কিছুতেই সুখ লাভে সমর্থ হয় না। এই জীবলোকে সুনিপুণ ব্যক্তিরা প্রায়ই হিতৈষী হইয়া থাকে। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল ভোগে সমর্থ হউক বা না হউক, কিছুতেই নিন্দনীয় হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া ফল লাভ করে, সে নিতান্ত নিন্দনীয় ও সকলেরই বিদ্বেষভাজন। এই নিমিত্তই বুদ্ধিমান্ লোকেরা কহিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষকারকে অনাদর করে, সে আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

দৈব ও পুরুষকার ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যদি পুরুষকার সম্পন্ন ব্যক্তি দৈববল অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কার্য্য অবশ্যই সফল হয়। সকলেরই বৃদ্ধ লোকদিগের সহবাস এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ ও উপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভ্যুদয় কালে সর্ব্বদা বৃদ্ধদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। বৃদ্ধেরা অলব্ধ বস্তু লাভ ও কার্য্য সিদ্ধির মূল কারণ। যে ব্যক্তি বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করে, সে অচিরাৎ ফল লাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ক্রোধ, ভয় ও লোভপরতন্ত্র হইয়া কাহারও সহিত মন্ত্রণা না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, সে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হয়। দেখ, অদূরদর্শী লুব্ধপ্রকৃতি দুর্য্যোধন হিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অনাদর প্রদর্শন ও অসাধু লোকের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিত হইয়াও গুণশালী পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; সেই নিমিত্তই এক্ষণে পরিতাপিত হইতেছে। আমরা সেই পাপাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া আমাদিগের এই রূপ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি ঐ দুরাত্মার নিমিত্তই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে দুঃখপ্রভাবে আমার বুদ্ধি নিতান্ত আকুল হওয়াতে আমি কোন ক্রমেই সৎ বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছি না। মনুষ্য মোহান্ধ হইলে সুহৃদ্ ব্যক্তিকে সৎ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। তৎকালে সেই সুহৃদই তাহার বুদ্ধি, বিনয় ও শ্রেয়োলাভের একমাত্র কারণ; সুতরাং তাহার বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব চল, আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের নিকট গমন পূর্ব্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা হিতকর বলিয়া অবধারণ করিবেন, আমরা তাহাই করিব। কার্য্য আরম্ভ না করিলে কদাচ ফল লাভ হয় না; কিন্তু পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলেও যদি তাহা নিষ্ফল হয়, তবে দৈবকেই তাহার প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে শোকানলে দগ্ধ হইয়া ক্রূরভাবে তাঁহারে ও কৃতবর্ম্মারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরদ্বয়! ব্যক্তিমাত্রেরই বুদ্ধিবৃত্তি পৃথক্ পৃথক্। সকলেই অন্য অপেক্ষা আপনারে সমধিক বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করিয়া নিরন্তর আত্মবুদ্ধির প্রশংসা ও পরবুদ্ধির নিন্দা করে। এক এক বিষয়ে যাহাদের বুদ্ধির ঐক্য হয়, অন্য অন্য বিষয়ে তাহাদিগেরই বুদ্ধি পরস্পর নিতান্ত বিপরীত হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের চিত্তবৈচিত্র্যই বুদ্ধিবৈচিত্র্যের কারণ। সুবিজ্ঞ বৈদ্য যেমন ব্যাধি নির্ণয় করিয়া রোগ শান্তির নিমিত্ত বুদ্ধি প্রভাবে যথাবিধি ঔষধ নির্ণয় করেন, তদ্রূপ অন্যান্য মানবগণও স্বীয় স্বীয় কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত যথোপযুক্ত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। অনেক মনুষ্যের বুদ্ধির ঐক্য হওয়া দূরে থাকুক, এক ব্যক্তির বুদ্ধিও সকল সময়ে সমান থাকে না। দেখ, মনুষ্য যৌবন কালে যে বুদ্ধি প্রভাবে বিমোহিত হয়, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার আর সে বুদ্ধি থাকে না এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যে বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব হয়, বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে সে বুদ্ধি একবারে তিরোহিত হইয়া যায়। হে ভোজরাজ! বিষম দুঃখ বা অধিক সম্পদের সময় মনুষ্যের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেই আপনার বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য নিশ্চয় করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং বুদ্ধিকেই কার্য্যের উদ্যোগকারিণী বলিতে হইবে। লোকে মারণাদি কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াই প্রীত মনে সেই সকল নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ফলত সকল লোকেই স্ব স্ব বুদ্ধি প্রভাবে বিবিধ কার্য্য নির্ণয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করে।

আজি বিষম দুঃখপ্রভাবে আমার যে রূপ বুদ্ধি উপস্থিত, তাহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমি স্থির করিয়াছি যে, ঐ রূপ কার্য্য করিলেই আমার শোক বিনষ্ট হইবে। দেখ, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সৃষ্টি ও তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ গুণ নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণে বেদ, ক্ষত্রিয়ে তেজ, বৈশ্যে দক্ষতা ও শূদ্রে সর্ব্ব বর্ণের অনুকূলতা প্রদান করিয়াছেন। অতএব অদান্ত ব্রাহ্মণ, নিস্তেজ ক্ষত্রিয়, অদক্ষ বৈশ্য ও প্রতিকূলাচারী শূদ্র সকলের নিকটই অসাধু ও নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আমি সুপূজিত ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমারে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইয়াছে। যদি আমি ক্ষত্রধর্ম্ম অবগত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক শান্ত ভাব অবলম্বন করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমারে নিন্দনীয় হইতে হইবে। আমি দিব্যাস্ত্র ও দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং পিতৃবধের প্রতিকার না করিলে জনসমাজে কি রূপে আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইবে। অতএব আজি আমি নিশ্চয়ই ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পিতা ও রাজা দুর্য্যোধনের পদবীতে পদার্পণ করিব। আজি ব্যায়ামপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ জয় লাভে প্রফুল্ল হইয়া কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত হইলে আমি রাত্রিযোগে শিবিরাভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক দেবরাজ যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে সংহার করিব। আজি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ অনলদগ্ধ অরণ্যের ন্যায় বিনষ্ট হইবে। আজি আমি পশুসূদন পিনাকপাণি রুদ্রের ন্যায় পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া

তাহাদের ও পাণ্ডবগণের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিব। আজি আমি পাঞ্চালগণের শরীরে ভূমণ্ডল পরিবৃত করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ করিব। আজি পাঞ্চালগণ দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও আমার পিতার পথে পদার্পণ করিবেন। আজি আমি পশুহন্তা শিবের ন্যায় রজনীযোগে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া নিশিত খড়্গাঘাতে পাঞ্চালরাজ ও পাণ্ডবগণের নিদ্রিত সন্তান সন্ততির ও তৎপক্ষীয় সৈন্য সমুদায়ের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও সুখী হইব।

চতুর্থ অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন, বৎস! আজি ভাগ্যক্রমে তোমার বৈরনির্য্যাতনে বুদ্ধি হইয়াছে। স্বয়ং পুরন্দরও তোমার নিবারণে সমর্থ নহেন। এক্ষণে তুমি বর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই রাত্রি বিশ্রাম কর, কল্য প্রভাতে যুদ্ধযাত্রা করিবে। আমিও কৃতবর্ম্মার সমভিব্যাহারে বর্ম্ম ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব। তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই পাঞ্চালগণ ও তাহাদের অনুচরগণের বধ সাধনে সমর্থ হইবে। তোমার বহু দিন ক্রমাগত জাগরণ হইতেছে; অতএব আজি রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব কর; তাহা হইলে বিশ্রান্ত ও স্থিরচিত্ত হইয়া নিঃসন্দেহই অরাতিগণকে বিনাশ করিতে পারিবে। আমি তোমার সমভিব্যাহারে থাকিলে এবং কৃতবর্ম্মা তোমারে রক্ষা করিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমার ও আমার নিকট অনেক দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান আছে, আর মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মাও রণপণ্ডিত; অতএব আজি আমরা নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শ্রমহীন হইলে কল্য প্রাতঃকালে একত্র সমবেত হইয়া সমস্ত শত্রু সংহার পূর্ব্বক যার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইব। হে দ্রোণতনয়! আজি তুমি নিরুদ্বেগে নিদ্রিত হইয়া যামিনী যাপন কর। কল্য প্রভাতে অরাতিগণের শিবিরমধ্যে প্রবেশ ও স্বীয় নামোচ্চারণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া সমস্ত মহাসুরঘাতী সুররাজের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে পারিবে। পূর্ব্বে মহাত্মা বিষ্ণু যেমন দৈত্যসেনা পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। কি আমি ও কৃতবর্ম্মা, আমরা পাণ্ডবগণকে পরাজয় না করিয়া কখনই সমর হইতে নিবৃত্ত হইব না। হয় আমরা পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালদিগকে বিনাশ করিব, না হয় তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইব। ফলত আমি সত্য কহিতেছি, কাল প্রভাতে কৃতবর্ম্মার সহিত সর্ব্বপ্রকারে তোমার সহায়তা করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য এই রূপ হিত কথা কহিলে মহাবীর অশ্বত্থামা রোষারুণ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মাতুল! আতুর, অমর্ষিত, চিন্তাব্যাপৃত ও কামুক ব্যক্তিরা কখনই নিদ্রাসুখ অনুভবে সমর্থ হয় না। আজি অমর্ষ প্রভাবে আমার নিদ্রা বিচ্ছেদ হইয়াছে। দেখুন, ইহলোকে পিতৃবধ স্মরণ অপেক্ষা আর কি অধিক কষ্টকর হইতে পারে! পিতৃবধ স্মরণেই অহোরাত্র আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কিছুতেই তাহার শান্তি হইতেছে না। পাপাত্মারা যে রূপে আমার পিতারে নিহত করিয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তাদৃশ পিতৃবধ বৃত্তান্ত শ্রবণে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? এক্ষণে সমরাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ না করিয়া কোন ক্রমেই আমার জীবন ধারণে

বাসনা হইতেছে না। ঐ দুরাত্মা আমার পিতারে বিনাশ করিয়াছে বলিয়া তাহারে এবং তাহার সমভিব্যাহারী দগকে বিনাশ করিব; আর রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া আমার সমক্ষে যেরূপ বিলাপ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন্ পাষাণহৃদয়ের হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? কোন্ নির্দ্দয় ব্যক্তি বাষ্পবেগ সম্বরণ করিতে পারে? আমি বিদ্যমান থাকিতে মিত্রপক্ষের এরূপ পরাজয় হওয়াতে আমার শোকসাগর সমুচ্ছলিত হইতেছে। আমি পাঞ্চালগণের বিনাশ সাধনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; অতএব আজি নিদ্রা বা সুখানুভবের সম্ভাবনা কি? আমার বোধ হয়, বাসুদেব ও অর্জ্জুন পাণ্ডবপক্ষীয়দিগকে রক্ষা করিলে ইন্দ্রও যে তাহাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হন না, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তথাপি কোন রূপেই ক্রোধবেগ সম্বরণে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আমারে এই ক্রোধ হইতে মুক্ত করে, এরূপ কোন লোকও নেত্রগোচর হইতেছে না; সুতরাং আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়। দূতমুখে মিত্রপক্ষের পরাভব ও পাণ্ডবগণের জয়লাভ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি আমার হৃদয় ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছে; অতএব আজি রাত্রিতেই নিদ্রিত শত্রুগণকে বিনাশ পূর্ব্বক সুস্থচিত্ত হইয়া বিশ্রাম ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সতত শুশ্রূষা পরতন্ত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও সুচারু রূপে ধর্ম্মার্থ জ্ঞাপন অবগত হইতে পারে না। আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও বিনয় শিক্ষা না করিলে ধর্ম্মার্থ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়। দর্ব্বী যেমন নিয়ত সূপে নিমগ্ন থাকিয়াও তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ জড় ব্যক্তি সর্ব্বদা পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না; কিন্তু জিহ্বা যেমন স্পর্শমাত্রেই সুপরসের আস্বাদগ্রহ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি অল্পক্ষণ পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াই ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন। গুরুশুশ্রূষাতৎপর বুদ্ধিমান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা অচিরাৎ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হন, তাঁহারা কদাচ সর্ব্বসম্মত বিষয় লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন না। দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা লোক সজ্জনের কল্যাণকর উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হয়। সুহৃদ্গণ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে যাহারা তাঁহাদের বাক্যানুসারে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারা সম্পদভাজন হইতে পারে; আর যাহারা সুহৃদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপ কার্য্যে বিরত না হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট হয়। লোকে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিরে যেমন বিবিধ বাক্য দ্বারা শান্ত করে, তদ্রূপ বন্ধুগণ বিবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আত্মীয়কে পাপকার্য্যে পরাঙ্মুখ করেন। যাহারা সুহৃদ্ বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপপরাঙ্মুখ না হয়, তাহাদিগকে অবশ্যই অবসন্ন হইতে হয়। প্রাজ্ঞ লোকেরা বিজ্ঞ সুহৃদ্‌কে পাপনিরত দেখিলে যথাশক্তি বারংবার উপদেশ প্রদান করেন। অতএব হে দ্রোণতনয়! তুমি কল্যাণকর বিষয়ে মনোনিবেশ, ও আত্মদমন করিয়া আমার বাক্য রক্ষা কর, নচেৎ নিশ্চয়ই তোমারে অনুতাপ করিতে হইবে। প্রসুপ্ত, ন্যস্তশস্ত্র, রথহীন, বাহন বিহীন, শরণাগত ও মুক্তকেশ ব্যক্তিদিগকে বধ করা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পাঞ্চালগণ আজি কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায় বিচেতন হইয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত হইবে। যে পামর সেই অবস্থায় তাহাদিগের বিদ্রোহাচরণ করিবে, তাহারে অগাধ নরকে

মগ্ন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি ইহলোকে অস্ত্রবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। অনুমাত্র পাপও তোমারে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। অতএব কল্য সূর্য্যোদয় হইলে প্রকাশ্য যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিও। তুমি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উহা শুক্ল বস্ত্রে শোণিতপাতের ন্যায় নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে।

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, মাতুল! আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ বটে; কিন্তু পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মের সেতু শতধা বিদলিত হইয়াছে। দেখুন, আমার পিতা অস্ত্র ত্যাগ করিলে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূপতিগণের ও আপনাদিগের সমক্ষেই তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। মহাবীর কর্ণের রথচক্র ভূতলে প্রোথিত হইলে অর্জ্জুন সেই বিপদ্‌কালে সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে এবং শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া ন্যস্তশস্ত্র নিরায়ুধ ভীষ্মদেবের বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। সাত্যকি প্রায়োপবিষ্ট মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবারে এবং ভীমসেন অন্যায় গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়াছে। আজি দুতমুখে ভগ্নোরু রাজা দুর্য্যোধনের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মাতুল! পাপাত্মা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এই রূপে বারংবার ধর্ম্মসেতু ভগ্ন করিয়াছে; আপনি কি নিমিত্ত সেই পামরদিগের নিন্দা করেন না। আমি এই রজনীতে পিতৃহন্তাদিগকে সুপ্তাবস্থায় নিপাতিত করিব, ইহাতে যদি আমার কীট অথবা পতঙ্গ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়। এক্ষণে আমি অভীষ্ট সাধনে নিতান্ত তৎপর হইয়াছি। এক্ষণে আমার নিদ্রা ও সুখ বাসনা কোথায়? আজি আমারে এই অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত করিতে পারে, এরূপ লোক ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করে নাই, করিবেও না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপান্বিত অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া রথে অশ্ব সংযোজন পূর্ব্বক বিপক্ষগণের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাত্মা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবীর! তুমি কি অভিপ্রায়ে রথ যোজন করিলে সত্য করিয়া বল। আমরা তোমার দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখী হইয়া থাকি, অতএব আমাদের প্রতি কোন আশঙ্কা করিও না। তখন অশ্বত্থামা পিতৃবধ বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক কোপে কম্পিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরনিকরে সহস্র যোদ্ধার প্রাণ সংহার করিয়া আমার অস্ত্রত্যাগী পিতারে নিপাতিত করিয়াছে। আজি আমি সেই বর্ম্মবিহীন পাপপরায়ণ দ্রুপদপুত্রকে নিহত করিব। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন যাহাতে আমার হস্তে পশুর ন্যায় নিহত হইয়া শস্ত্রবিজিত লোকে গমন ককরিতে না পারে, তাহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা বর্ম্ম ধারণ এবং কার্ম্মুক ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর। দ্রোণপুত্র এই বলিয়া বিপক্ষগণের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীরত্রয়কে যজ্ঞস্থানসমিদ্ধ হুতাশনত্রয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা সেই সুপ্ত জনপূর্ণ শিবির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথ অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক শিবিরদ্বারে গমন করিয়া রথবেগ সম্বরণ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামারে দ্বারদেশে অবস্থিত অবলোকন করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে মহারথ অশ্বত্থামা ক্রোধভরে শিবিরদ্বারে আগমন করিয়া তথায় চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এক মহাকায় পুরুষকে অবলোকন করিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল বিচিত্র সহস্র নেত্র সমলঙ্কৃত; বাহু সকল সুদীর্ঘ, স্থূল ও নাগাঙ্গদ বিভূষিত এবং আস্যদেশ ব্যাদিত, দংষ্ট্রাকরাল ও অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত; তাঁহার পরিধান শোণিতার্দ্র ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন। সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী ভীষণদর্শন মহাপুরুষের আকার ও বেশ বর্ণনা করা নিতান্ত দুষ্কর। তাঁহারে দেখিলে পর্ব্বত সকলও বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে সেই দিব্য পুরুষের মুখ, নাসিকা, কর্ণযুগল ও সহস্র নেত্র হইতে তেজোরাশি নির্গত হইতেছিল। সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে শঙ্খচক্রগদাধারী অসংখ্য হৃষীকেশ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিলেন।

মহারথ অশ্বত্থামা সেই সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর অদ্ভুতাকার মহাপুরুষকে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাকায় পুরুষও বড়বানল যেমন সমুদ্রের সলিলপ্রবাহ গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রাস করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আপনার দিব্যাস্ত্রজাল নিতান্ত নিষ্ফল হইল দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। প্রলয়কালে মহোল্কা যেমন সূর্য্যদেবকে আহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই প্রদীপ্ত রথশক্তি মহাপুরুষকে আহত করিয়া বিদীর্ণ ও নিপতিত হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা এক আকাশ সদৃশ নীলবর্ণ সুবর্ণমুষ্টি সমলঙ্কৃত খড়্গ বিবরনিঃসারিত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। খড়্গ দিব্য পুরুষের দেহে নিপতিত হইয়া গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত নকুলের ন্যায় তিরোহিত হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি এক ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ প্রজ্বলিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন।

এই রূপে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ক্ষয় হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্তত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, সেই মহাপুরুষের তেজোরাশি বিনির্গত অসংখ্য হৃষীকেশ এককালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। তিনি সেই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃপাচার্য্যের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক সন্তপ্ত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি সুহৃদের হিতকর বাক্য অপ্রিয় বোধে অনাদর করে, তাহারে আমার ন্যায় বিপদসাগরে নিমগ্ন হইয়া শোক প্রকাশ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্রসম্মত পথ অতিক্রম করিয়া শত্রু সংহারের অভিলাষ করে, তাহারে ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট হইয়া কুপথে প্রতিহত হইতে হয়। বৃদ্ধ লোকে সর্ব্বদা এই রূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন যে, গো, ব্রাহ্মণ, নৃপ, স্ত্রী, সখা, মাতা, গুরু এবং মৃতপ্রায়, জড়, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মদমত্ত, উন্মত্ত ও অনবহিত ব্যক্তিদিগের প্রতি কদাচ শস্ত্র প্রহার করিবে না। আমি সেই শাস্ত্রবিহিত সনাতন পথ অতিক্রম পূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিয়া এই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি। বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অশক্তি নিবন্ধন ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হওয়াই ঘোরতর বিপদের বিষয়। দৈব অপেক্ষা পুরুষকার কদাচ গুরুতর নহে। যদি কেহ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্দ্দৈব বশত উহা সিদ্ধ করিতে না পারে, তাহা

হইলে তাহারে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি অগ্রে প্রতিজ্ঞা সহকারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ ভয় প্রযুক্ত তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অগ্রে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করা নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি অসৎ কার্য্য সংসাধনে উদ্যত হইয়াছি বলিয়া আমার এই মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই যে মহাপুরুষ উদ্যত দৈব দণ্ডের ন্যায় এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন, আমি বারংবার চিন্তা করিয়াও ইহাঁরে বিদিত হইতে সমর্থ হইতেছি না; বোধ হয়, ইনি আমার অধর্ম্মে প্রবৃত্ত কলুষিত বুদ্ধির ভয়ঙ্কর ফল স্বরূপ। আমি কদাচ সমরে পরাঙ্মুখ হই নাই, এক্ষণে কেবল দৈবই আমারে সমরবিমুখ করিলেন, সন্দেহ নাই। অতঃপর দৈব বল প্রাপ্ত না হইলে আমি কদাচ এই কার্য্য সাধনে সমর্থ হইব না। অতএব এক্ষণে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমার এই দুর্দ্দৈব শান্তি করিয়া দিবেন। ভগবান্ উমাপতি তপ ও বিক্রম প্রভাবে সমস্ত দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন; অতএব তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা এই রূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতিরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেবেশ! আমি অতি ক্ষুদ্রাশয়। এক্ষণে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে আত্মোপহার প্রদান পূর্ব্বক তোমার পূজা করিব। হে দেব! তুমি উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, শর্ব্ব, ঈশান ও ঈশ্বর; তুমি গিরিশ, বরদ ও ভবভাবন; তুমি শিতিকণ্ঠ, অজ, ও শুক্র; তুমি দক্ষযজ্ঞনাশক হর; তুমি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ ও বহুরূপী; তুমি উমাপতি ও মহাগণপতি; তুমি শ্মশানবাসী, খট্টাঙ্গধারী; তুমি জটিল; তুমি স্তুত, স্তুত্য ও স্তূয়মান; তুমি অমোঘ, তুমি শক্র, তুমি কৃত্তিবাসা, বিলোহিত, অসহ্য ও দুর্নিবার; তুমি ব্রহ্মস্রষ্টা, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মচারী; তুমি ব্রতধারী, তপস্বী ও তাপসগণের গতি; তুমি অনন্ত, পারিষদপ্রিয়, ত্রিলোচন, ধনাধ্যক্ষ ও ক্ষিতিমুখ; তুমি পার্ব্বতীর হৃদয়বল্লভ ও স্কন্দের পিতা; তুমি পিঙ্গ, বৃষবাহন ও সূক্ষ্ম বাসধারী; তুমি পার্ব্বতীর ভূষণ ও তাঁহাতে নিরত; তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; তুমি অস্ত্রশস্ত্র বিশারদ; তুমি দিগন্ত ও দেশরক্ষক; তুমি চন্দ্রমৌলি ও হিরণ্যকবচধারী; অতএব আমি একাগ্রচিত্তে তোমার শরণাগত হইলাম। যদি আমি আসন্নবর্ত্তী বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তাহা হইলে তোমারে স্বীয় শরীরস্থ পঞ্চ ভূত উপহার প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা অশ্বত্থামা এই রূপ স্তব করিলে তাঁহার সম্মুখে এক কাঞ্চনময় বেদী সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। ভগবান্ হুতাশন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সেই বেদীমধ্যে বিরাজমান হইলেন। বিচিত্র অঙ্গদধারী উদ্যতবাহু অসংখ্য করচরণ সম্পন্ন বহু মস্তক শোভিত উজ্জ্বলবদন উজ্জ্বলনেত্র পর্ব্বতাকার মহাগণ সকল তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদিগের আকার কুকুর, বরাহ ও উষ্ট্রের ন্যায়; মুখ অশ্ব, শৃগাল, ভল্লুক, মার্জ্জার, ব্যাঘ্র, দ্বীপি, বায়স, বানর, শুক, অজগর, হংস, সারস, চাস, কূর্ম্ম, নক্র, শিশুমার, পারাবত, তিমি, নকুল, বক, মহামকর, শ্যেন, মেষ ও ছাগের ন্যায়; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সহস্রলোচন, কাহার

কাহারও উদর অতি বৃহৎ ও অঙ্গ কৃশ, কেহ কেহ মস্তক বিহীন, কেহ কেহ দীপ্তনেত্র ও দীপ্ত জিহ্বা সম্পন্ন এবং কাহারও কেশ, কাহারও কর্ণ ও কাহারও বা গাত্রলোম তাম্রবর্ণ। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্খের ন্যায় ধবল। কেহ কেহ শঙ্খমাল্যধারী এবং কেহ কেহ শঙ্খশব্দের ন্যায় অতি গভীর কণ্ঠস্বর সম্পন্ন, কেহ কেহ জটাভারধারী, কেহ কেহ পঞ্চশিখা সম্পন্ন, কেহ কেহ মুণ্ডিতমুণ্ড, কাহারও কাহারও চারি দন্ত, কাহারও কাহারও চারি জিহ্বা, কাহারও কাহারও উদর অতিকৃশ, কাহারও কাহারও কর্ণ গর্দ্দভের ন্যায়, কেহ কেহ কিরীট ও উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ মুঞ্জমেখলা সমলঙ্কৃত, কেহ সর্পকিরীট শোভিত, কেহ কেহ সর্পাঙ্গদধারী, কেহ কেহ বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, কাহারও কাহারও কেশকলাপ কুঞ্চিত এবং কাহারও কাহারও মস্তক পদ্ম ও উৎপলে সুশোভিত। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শতঘ্নী, কেহ কেহ বজ্র, কেহ কেহ মুষল, কেহ কেহ ভুষণ্ডী, কেহ কেহ পাশ; কেহ কেহ দণ্ড, কেহ কেহ ধ্বজ, কেহ কেহ পতাকা, কেহ কেহ ঘণ্টা, কেহ কেহ পরশু, কেহ কেহ লগুড়, কেহ কেহ স্থূণা, কেহ কেহ খড়্গ এবং কেহ কেহ বা শরপূর্ণ তূণীর ধারণ করিয়াছে। কাহারও কাহারও কলেবর পঙ্কলিপ্ত, কেহ কেহ শুক্লাম্বর ও শুক্ল মাল্যধারী এবং কেহ কেহ নীল ও কেহ কেহ পিঙ্গলবর্ণ।

ঐ সময় তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত করিতে লাগিল। কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য এবং কেহ কেহ লঙ্ঘন ও কেহ কেহ লম্ফ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ মহাবেগে ধাবমান হইল; উহাদের কেশকলাপ বায়ুবেগে উড্ডীন হইতে লাগিল; কেহ কেহ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বারংবার গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ বিক্রম সম্পন্ন নানারাগ রঞ্জিত বসনধারী রত্নখচিত অঙ্গদ সমলঙ্কৃত শত্রুনাশক ঘোররূপ মাংসভোজী বসাশোণিতপায়ী পরিচারকগণমধ্যে কেহ কেহ চূড়া সম্পন্ন, কেহ কেহ অতিশয় হ্রস্ব, কেহ কেহ অতিশয় দীর্ঘ, কাহার কাহারও উদর পিঠরের ন্যায়, কাহার কাহার ওষ্ঠ লম্বিত, কাহার কাহারও মেঢ় ও অণ্ড অতি বৃহৎ। উহারা চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রপরিপূর্ণ নভোমণ্ডল ভূমণ্ডলে আনয়ন এবং চতুর্ব্বিধ লোক সকলকে বিনাশ করিতে সমর্থ। উহারা প্রতিনিয়ত নির্ভয়ে ভবানীপতির ভ্রূভঙ্গি সহ্য করিয়া থাকে। উহারা নিরন্তর স্বেচ্ছাচার পরায়ণ এবং ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। উহারা হিংসাদ্বেষ শূন্য হইয়া সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করে। ঐ সকল বাক্যবিন্যাসবিশারদ পারিষদগণ অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও গর্ব্বিত হয় নাই। ভগবান্ শূলপাণি উহাদের কার্য্য দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া থাকেন এবং উহাদের কর্তৃক কায়মনোবাক্যে আরাধিত হইয়া ঔরস পুত্রের ন্যায় উহাদিগকে রক্ষা করেন। উহারা রুদ্রের একান্ত ভক্ত। উহারা চতুর্ব্বিধ সোমরস এবং রোষাবিষ্ট চিত্তে রাক্ষসদিগের শোণিত ও বসা পান করিয়া থাকে। উহারা বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা ভগবান্ শশিশেখরকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সলোকতা লাভ করিয়াছে। কালত্রয়ের অধিপতি রুদ্রদেব ও দেবী পার্ব্বতী ঐ সমস্ত আত্মানুরূপ পারিষদের সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত ভূত বিবিধ বাদিত্র বাদন, মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জন, আক্রোশ প্রকাশ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তেজ দর্শন ও মহিমা বর্ণন করিবার মানসে স্ব স্ব প্রভাজাল বিস্তার করিয়া মহাদেবকে স্তব

করিতে করিতে দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইল। সেই ভীমদর্শন ভূতগণকে নিরীক্ষণ করিলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই ভয় জন্মে, কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা তাহাদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভগবান্ শঙ্করকে আপনার দেহ উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তৎকালে তাঁহার কার্ম্মুক সমিধ, শাণিত শরনিকর পবিত্র ও আত্মা হবিঃ স্বরূপ হইল। অনন্তর তিনি রৌদ্রকর্ম্মা রুদ্রদেবকে সৌম্য মন্ত্রে আপনার দেহ উপহার প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! আমি আঙ্গিরসকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, অদ্য এই বিপদকালে তোমার প্রতি ভক্তিভাবে সমাধিবলে হুতাশনে আত্মদেহ আহুতি প্রদান করিতেছি, তুমি এই উপহার প্রতিগ্রহ কর। সমস্ত ভূত তোমাতেই বিদ্যমান আছে এবং তুমিও সর্ব্বভূতে বিরাজমান রহিয়াছ; প্রধান প্রধান গুণ সমুদায় তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আমি শত্রুপরাজয়ে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট হবিঃস্বরূপ অবস্থান করিতেছি, তুমি আমারে প্রতিগ্রহ কর। মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া সেই প্রদীপ্ত প্লাবকযুক্ত বেদীতে আরোহণ পূর্ব্বক হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবান রুদ্র তাঁহারে হুতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট, নিশ্চেষ্ট ও ঊর্দ্ধবাহু নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে বীর! মহাত্মা কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, আর্জ্জব, দান, তপ, নিয়ম, ক্ষমা, রতি, বুদ্ধি ও বাক্যে আমার আরাধনা করিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার আর কেহই প্রিয়তম নাই। সেই কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা ও তোমার বলবীর্য্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি পাঞ্চালগণকে সুরক্ষিত করিয়া মায়াবল বিস্তার করিয়াছিলাম; কিন্তু পাঞ্চালেরা কালগ্রস্ত হইয়াছে, আজি তাহাদিগের জীবন রক্ষা হইবে না। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি এই বলিয়া অশ্বত্থামারে এক সুনির্ম্মল খড়্গ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পুনরায় শঙ্করের তেজঃপ্রভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া যুদ্ধার্থে মহাবেগে শিবিরে ধাবমান হইলেন। ভূত ও রাক্ষসগণ সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় দ্রোণতনয়কে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অদৃশ্য ভাবে তাঁহার উভয় পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা শিবিরে প্রবেশ করিলে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি কার্য্য করিলেন? তাঁহারা কি ভয় ব্যাকুল বা সামান্য রক্ষকগণ কর্ত্তৃক অলক্ষিত ভাবে নিবারিত হইয়া পলায়ন করিলেন অথবা শিবির ভেদ এবং সোমক ও পাণ্ডবগণকে সংহার পূর্ব্বক পাঞ্চালদিগের হস্তে নিহত হইয়া দুর্য্যোধনের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা দ্রোণপুত্র শিবির প্রবেশে সমুদ্যত হইলে মহারথ কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে মৃদু স্বরে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আপনারা যত্ন করিলে নিদ্রাগত হতাবশিষ্ট বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিতে পারেন। আমি এক্ষণে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতান্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিব। যেন এ স্থানে কোন ব্যক্তি আপনাদের নিকট পরিত্রাণ না পায়, আমার এইমাত্র প্রার্থনা। মহাবাহু দ্রোণকুমার

এই বলিয়া গম্য দ্বার পরিহার পূর্ব্বক অন্য স্থান দিয়া নির্ভয় চিত্তে পাণ্ডবগণের শিবিরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সমরপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ বিশ্বস্ত চিত্তে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে আহ্লাদিত চিত্তে দ্রুপদপুত্রের শয়ন গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহারে দিব্যাস্তরণ সমাবৃত সুগন্ধি মাল্য পরিশোভিত বিচিত্র ক্ষৌমমণ্ডিত শয়নীয়ে অকুতোভয়ে নিদ্রাগত দেখিয়া পদাঘাত দ্বারা প্রবোধিত করিলেন। সমরদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার পদপ্রহারে জাগরিত ও উত্থিত হইয়া তাঁহারে দ্রোণপুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন মহাবল অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়কে শয্যা হইতে সমুত্থিত দেখিয়া দুই হস্তে তাঁহার কেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে ধরাতলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের প্রভাবে এই রূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া নিদ্রা ও ভয় প্রযুক্ত প্রতিবিধানের কোন উপায়ই করিতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা চরণ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়া তাঁহারে পশুর ন্যায় নিধন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন দ্রুপদকুমার নখর প্রহারে দ্রোণপুত্রের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, আচার্য্যপুত্র! অস্ত্রপ্রহার দ্বারা অবিলম্বে আমারে সংহার কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রসাদে পবিত্র লোকে গমন করিতে পারিব। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়ের সেই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রে কুলাঙ্গার! আচার্য্যহন্তাদিগের কোন লোকেই গমনে অধিকার নাই; অতএব তোর উপর শস্ত্র নিক্ষেপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কোপান্বিত দ্রোণপুত্র এই বলিয়া সিংহ যেমন মদমত্ত মাতঙ্গের মর্ম্ম পীড়ন করে, তদ্রূপ সুদারুণ পদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্ম পীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য মহিলাগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক সকল তাঁহার আর্ত্তনাদে জাগরিত হইয়া তাঁহারে ভূতোপহত জ্ঞান করিয়া ভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও সমর্থ হইল না। মহাবীর অশ্বত্থামা এই রূপে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক সিংহনাদে দশ দিক্‌ পরিপূরিত করত অন্যান্য শত্রু সংহারার্থ গমন করিতে লাগিলেন।

মহারথ দ্রোণপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে বহির্গত হইলে যাবতীয় মহিলা ও রক্ষকগণের ভীষণ ক্রন্দন কোলাহল সমুত্থিত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্নীগণ স্বামীরে নিহত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রোদনশব্দে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ সহসা জাগরিত হইয়া বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রমণীগণ ভয়বিহ্বল চিত্তে কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন। তোমরা সত্বরে আগমন কর। ঐ দেখ, এক জন পুরুষ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। ঐ ব্যক্তি মনুষ্য কি নিশাচর, তাহা আমরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তখন শিবিরস্থ প্রধান প্রধান যোধগণ সহসা অশ্বত্থামারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার রুদ্রাস্ত্র দ্বারা সেই সমাগত বীরগণকে নিপাতিত করিয়া অনতিদূরে নিদ্রিত উত্তমৌজারে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ পাদ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া তাঁহারে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু উত্তমৌজারে রাক্ষসহস্তে নিহত বিবেচনা করিয়া সত্বরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বত্থামার হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহারে ভূতলে নি-

ক্ষেপ পূর্ব্বক পশুর ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন।

যুধামন্যু নিহত হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্তত শয়ান মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইয়া খড়্গাঘাতে যজ্ঞস্থলে বিকম্পিত পশুগণের ন্যায় একে একে তাহাদের প্রাণ সংহার করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে শিবিরমধ্যস্থ ন্যস্তশস্ত্র পরিশ্রান্ত যোধগণকে সমুদায় হস্তী অশ্বের সহিত নিপাতিত করিয়া রুধিরাক্ত কলেবরে কালান্তক যমের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সেই করাল করবালধারী মহাবীরের গাত্রে অসিবিচ্ছিন্ন ইতস্তত সঞ্চরিত বীরগণের শোণিতধারা সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহারে অতি ভীষণ অপূর্ব্ব প্রাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমরে অগ্রসর যোধগণ অশ্বত্থামার অলৌকিক রূপ দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনেকে তাঁহারে রাক্ষস বিবেচনা করিয়া নেত্র নিমীলিত করিতে লাগিলেন।

এই রূপে মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শিবিরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অবশিষ্ট সোমকগণকে অবলোকন করিলেন। শরাসনধারী মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ সমর কোলাহলে জাগরিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। প্রভদ্রকগণ ও মহাবীর শিখণ্ডী তাঁহাদিগের সমরশব্দে প্রবোধিত হইয়া শরজালে দ্রোণপুত্রকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমরপরাক্রান্ত মহারথ অশ্বত্থামা সেই শরজালবর্ষী বীরগণকে দর্শন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পিতৃবধ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সরোষ নয়নে সহস্র চন্দ্র পরিশোভিত চর্ম্ম ও সুবর্ণমণ্ডিত দিব্য খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রৌপদীতনয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশ ছেদন করিলে ঐ মহাবীর নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিলেন। তখন প্রতাপশালী সুতসোম প্রাস দ্বারা অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা দ্রোণপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধভরে সুতসোমের অসি সমবেত বাহু ছেদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। মহাবীর সুতসোম সেই আঘাতে ব্যথিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন নকুলপুত্র মহাবল শতানীক বাহুবলে অশ্বত্থামার হৃদয়ে রথচক্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার নকুলনন্দনের প্রহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে ভূতলে নিপাতন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা পরিঘ ধারণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া অশ্বত্থামার মধ্যদেশে আঘাত করিলেন। আচার্য্যপুত্র তদ্দর্শনে করাল করবাল দ্বারা তাঁহার আস্যদেশ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা আচার্য্যতনয়ের খড়্গাঘাতে বিকৃতমুখ ও নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহারথ শ্রুতকীর্ত্তি অশ্বত্থামার প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র চর্ম্ম দ্বারা শ্রুতকীর্ত্তির সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাঁহার কুণ্ডলসম্বলিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভীষ্মনিহন্তা শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবীর অশ্বত্থামারে বিবিধ অস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ললাটে এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণকুমার তদ্দর্শনে কোপান্বিত হইয়া খড়্গ দ্বারা শিখণ্ডীরে দুই

খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদতনয় নিহত হইলে অসিমার্গবিশারদ মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া যাবতীয় প্রভদ্রক, বিরাট রাজার হতাবশিষ্ট সৈন্য সমুদায়, দ্রুপদের পুত্র পৌত্র ও সুহৃদ্গণ এবং অন্যান্য বীরগণকেও ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ দেখিলেন যে, রক্তবদনা লোহিতনয়না রক্তমাল্যানুলেপনা রক্তবস্ত্রধারিণী কৃষ্ণবর্ণা কালরাত্রি অসংখ্য অশ্ব কুঞ্জর ও ন্যস্তশস্ত্র মুক্তকেশ মহারথদিগকেও ভীষণ পাশে বদ্ধ করিয়া প্রস্থানে সমুদ্যত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কুরুপাণ্ডবের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হওয়া অবধি পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ প্রতিরাত্রিতেই স্বপ্নে দেখিতেন যে, ঐ করালবদনা কামিনী তাঁহাদিগকে লইয়া গমন করিতেছেন এবং মহারথ দ্রোণতনয় তাঁহাদের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই রূপে মহাবীর দ্রোণকুমার সেই দৈবোপহত প্রাণিগণকে সিংহনাদে বিত্রাসিত ও নিপাতিত করিলেন। বীরগণ তৎকালে পূর্ব্বকালীন স্বপ্নদর্শন স্মরণ করিয়া উহা দৈবপীড়ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর পাণ্ডবশিবিরস্থ সহস্র সহস্র ধনুর্দ্ধর বীর সেই শব্দে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় কাহারও চরণদ্বয় ছেদন, কাহারও জঘন বিদারণ এবং কাহারও বা পার্শ্বদেশ ভেদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ গজ ও কেহ কেহ অশ্ব দ্বারা উন্মথিত হইল এবং অনেকে নিতান্ত পেষিত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এই রূপে সেই সমস্ত নিপতিত বীরগণে রণভূমি পরিপূর্ণ হইলে, ঐ বীর কে, কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কাহার কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইতেছে, এই রূপ নানাপ্রকার ক্রন্দন ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় দ্রোণনন্দন অন্তকের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শস্ত্রহীন কবচশূন্য পাণ্ডবসৈন্য ও সৃঞ্জয়গণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অনেকে অশ্বত্থামার শস্ত্রপাতে নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করত নিদ্রাবেশ প্রভাবে বিসংজ্ঞ ও নিপতিত হইল। অনেকে মোহযুক্ত ও ঊরুস্তম্ভে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং অনেকে নিতান্ত ভীত ও একান্ত অবসন্ন হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ভীম নিস্বন সম্পন্ন রথে পুনরায় আরোহণ পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারণ করিয়া শরনিকরে অনেকানেক বীরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কতগুলি বীর উত্থিত এবং কতগুলি তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইতেছিল, তিনি তাহাদিগকে দূর হইতেই মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে তিনি রথচক্র দ্বারা অনেককে প্রমথিত করিয়া অবশিষ্ট শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন এবং অব্যবহিত পরেই বিচিত্র চর্ম্ম ও আকাশের ন্যায় শ্যামল অসি গ্রহণ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে দ্রোণতনয় মত্ত মাতঙ্গ যেমন অতি বিস্তীর্ণ হ্রদ আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই শত্রুশিবির বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় নিদ্রায় একান্ত কাতর অনেক যোদ্ধা সেই তুমুল সংগ্রামশব্দে নিতান্ত ভীত ও উত্থিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ অতি কর্কশ স্বরে চীৎকার ও কেহ কেহ অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতে লাগিল। তৎকালে অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও বসন প্রাপ্ত হইল না। অনেকের কেশ আলুলিত হইয়া গেল। কেহই কাহারে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। কেহ কেহ গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইয়া নিপতিত

হইল। কেহ কেহ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী ও অশ্বেরা বন্ধন ছেদন করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং কতগুলি দলবদ্ধ হইয়া ধাবমান হইল। কতগুলি মনুষ্য নিতান্ত ভীত হইয়া ভূতলে বিলীন হওয়াতে হস্তী ও অশ্বগণ তাহাদিগকে চরণ দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল।

এই রূপে সেই রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিলে রাক্ষসগণ হৃষ্ট মনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেই সিংহনাদ শব্দে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হস্তী ও অশ্বগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক শিবিরস্থিত ব্যক্তিদিগকে বিমর্দ্দিত করত ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন উহাদিগের চরণসমুত্থিত ধূলিজালে সেই রজনীযোগে শিবিরমধ্যে অন্ধকার দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই জ্ঞান শূন্য হইয়া কে পিতা, কে পুত্র, কে ভ্রাতা, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। হস্তী হস্তিযূথকে ও অশ্ব অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া তাড়িত, সমাহত, ভূতলে পাতিত ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। ঐ সময় সুপ্তোত্থিত অন্ধকারাচ্ছন্ন জ্ঞান শূন্য মনুষ্যগণ কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আত্মপক্ষ বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। তখন দ্বারপালেরা দ্বারদেশ ও শিবিররক্ষকেরা শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে প্রাণপণে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহই কাহারে চিনিতে পারিল না। সকলেই বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করত গোত্র ও নামোচ্চারণ করিয়া হা তাত! হা পুত্র! বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে হাহাকার শব্দ করিতে করিতে ভূতলে শয়ান হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে পলায়মান ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় অনেক ক্ষত্রিয় প্রাণ রক্ষার্থে ভয়ে শিবির হইতে পলায়নে উদ্যত হইল। ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ও মহাবীর কৃপাচার্য্য দ্বারদেশেই তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলুলায়িত কেশে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা তথাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না। ঐ সময় তাঁহারা উভয়ে দ্রোণপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি প্রদান করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়াতে শিবির আলোকময় হইলে আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা করে করবারি ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করত যাহারা তাঁহার অভিমুখে আগমন ও যাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গাঘাতে অনেকে দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দীর্ঘকলেবর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ চীৎকার করিয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের কলেবরে পৃথিবী এককালে সমাকীর্ণ হইয়া গেল। এই রূপে অসংখ্য মনুষ্য নিহত হইলে বহুসংখ্যক কবন্ধ সমুত্থিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কোন কোন বীরের আয়ুধ ও অঙ্গদযুক্ত বাহু, কাহারও মস্তক, কাহারও করিশুণ্ড সদৃশ উরু, কাহারও পাদ, কাহারও পৃষ্ঠ, কাহারও পার্শ্ব, কাহারও মধ্যদেশ ও কাহারও কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কাহার কাহারও স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া তাহার মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রভাবে অনেকেই সমরপরাঙ্মুখ হইল।

মহাবীর অশ্বত্থামা এই রূপে অসংখ্য মনুষ্য সংহার পূর্ব্বক বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রজনী ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল।

অনেকে দ্রোণতনয়ের হস্তে নিহত ও অনেকে দৃঢ়তর সমাহত হইয়া সেই মৃত হস্তী অশ্ব ও রথসঙ্কুল, যক্ষরাক্ষস সমাকীর্ণ সমরস্থলে নিপতিত হইল। অসংখ্য লোক পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের নিমিত্ত আক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সময় কেহ কেহ কহিল, ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যে কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই, আজি দুরাত্মা রাক্ষসগণ সেই কার্য্য সংসাধন করিল। পাণ্ডবগণ এখানে উপস্থিত না থাকাতেই আমাদিগের এই রূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বাসুদেবপরিরক্ষিত ধনঞ্জয়কে কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। ঐ মহাবীর ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, দান্ত ও পরম দয়ালু। শত্রুপক্ষ নিদ্রিত, প্রমত্ত, ন্যস্তশস্ত্র, বদ্ধাঞ্জলি, ধাবমান বা মুক্তকেশ হইলে তিনি কখনই তাহাদিগকে বিনাশ করেন না। হায়! আজি দুরাত্মা রাক্ষসগণ কি ঘোরতর নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল! হে মহারাজ! অসংখ্য লোক এই রূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল।

অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণের তুমুল কোলাহল তিরোহিত হইয়া গেল। বসুন্ধরা শোণিতসিক্ত হওয়াতে সেই ঘোরতর রজোরাশি এককালে অদৃশ্য হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, পশুপতি যেমন পশু বিনাশ করেন, তদ্রূপ কি শয়ান, কি ধাবমান, কি যুধ্যমান, সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অনেকে হুতাশনে দগ্ধ ও অশ্বত্থামার আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর দ্রোণতনয় এই রূপে অর্দ্ধ রাত্রমধ্যে পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে ঐ রাত্রিতে রাক্ষস ও পিশাচগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়া শোণিত পান, মাংস ভক্ষণ এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও বসা আস্বাদন পূর্ব্বক ইহা অতি উপাদেয়, ইহা অতি পবিত্র, ইহা অতি সুস্বাদু এই বলিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বসাপানে পরিতৃপ্ত হইয়া ধাবমান হইল। ঐ সমুদায় মাংসজীবী দেখিতে অতি ভয়ানক। উহাদিগের বর্ণ পিঙ্গল, দন্ত পর্ব্বতাকার, কেশ জটিল, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, উদর বৃহৎ, অঙ্গুলি পশ্চাৎভাগে নিহিত, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ানক, শরীর ঘণ্টাজালে জড়িত এবং কণ্ঠা নীলবর্ণ। উহারা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নির্ঘৃণ। উহাদের মধ্যে অনেকেরই পাঁচ চরণ। হে মহারাজ! এই রূপ নানা প্রকার বদনযুক্ত অতি বিকটাকার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ রাক্ষস তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সময় অসংখ্য ভূতও তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইল।

অনন্তর প্রত্যূষ সময়ে রুধিরাক্তকলেবর মহাবীর অশ্বত্থামা শিবির হইতে প্রতিগমন করিবার বাসনা করিলেন। ঐ সময় তাঁহার খড়্গমুষ্টি একবারে করতলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। তিনি অতি দুর্গম পথে পদার্পণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতৃবিনাশজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি রজনীযোগে লোক সকল নিদ্রিত হইলে শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক উহা যেরূপ নিঃশব্দ দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তত্রত্য যাবতীয় লোক বিনষ্ট হওয়াতে উহা তদ্রূপ নিঃশব্দ দেখিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং অচিরাৎ কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করি-

লেন। তখন তাঁহারাও আমরা অসংখ্য পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়কে উৎসন্ন করিয়াছি বলিয়া অশ্বত্থামার প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা তিন জনই করতালি প্রদান পুর্ব্বক মহা হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই রজনী নিদ্রিত ও অনবহিত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের পক্ষে অতি ভয়ানক হইয়াছিল। কালের গতি অতিক্রম করা সুকঠিন। দেখুন, যাহারা আমাদিগের অসংখ্য বল নিহত করিয়াছিল, তাহারাই আবার এক্ষণে নিহত হইল। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা প্রতিনিয়তই আমার পুত্রের জয় লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ ছিলেন। তিনি কি কারণে পূর্ব্বেই ঐরূপ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হন নাই। এক্ষণে নীচাশয় দুর্য্যোধন নিপাতিত হইলেই বা তিনি কি কারণে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পুর্ব্বে মহাবীর অশ্বত্থামা অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেব, সাত্যকি ও পাণ্ডবগণের ভয়ে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণে তাঁহারা তথায় উপস্থিত না থাকাতে বিশেষত রাত্রিকালে সকলেই নিঃশঙ্ক চিত্তে নিদ্রিত হওয়াতেই তিনি আপনার অভিলষিত কার্য্য সংসাধনে সমর্থ হইলেন। বাসুদেব ও সাত্যকি সমবেত পাণ্ডবগণের সমক্ষে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে পারেন না। এই রূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ পূর্ব্বক পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া পরম সৌভাগ্য পরম সৌভাগ্য বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণতনয় মহা আহ্লাদে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মারে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আমি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্যগণকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। অতএব আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। অচিরাৎ কুরুরাজের সমীপে গমন পূর্ব্বক যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করা কর্ত্তব্য।

নবম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই তিন মহারথ দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া রণনিপতিত রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন ও রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দেখিলেন কুরুরাজ বিচেতনপ্রায় হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতেছেন এবং তাঁহার জীবন অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। বৃক প্রভৃতি ঘোরদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহারে ভক্ষণ করিবার অভিলাষে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি গাঢ়তর বেদনায় নিতান্ত কাতর ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া অতি কষ্টে উহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে সেই হতাবশিষ্ট বীরত্রয় নিতান্ত শোকাকুল হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। কুরুরাজ সেই রুধিরোক্ষিত তিন মহারথ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া হুতাশনত্রয় পরিশোভিত যজ্ঞবেদীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে ধরাশয্যায় শয়ান দেখিয়া দুর্ব্বিষহ দুঃখে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং হস্ত দ্বারা দুর্য্যোধনের মুখমণ্ডল হইতে রুধিরধারা মোচন করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, হায়! দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। কুরুরাজ দুর্য্যোধন একাদশ

অক্ষৌহিণীর অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে উনি নিহত হইয়া রুধিরলিপ্ত কলেবরে ধরাতলে শয়ন করিয়া আছেন। এই গদাপ্রিয় মহাবীরের সমীপে সুবর্ণজালজড়িত ভীষণ গদা নিপতিত রহিয়াছে। ইনি কোন যুদ্ধেই গদা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে প্রিয়তমা ভার্য্যা যেমন হর্ম্ম্যতলে নিদ্রিত ভর্ত্তার সহিত একত্র অবস্থান করে, তদ্রূপ এই গদা কুরুরাজের সহিত অবস্থান করিতেছে। উহা এই স্বর্গারোহণকালেও ইহাঁরে পরিত্যাগ করিতেছে না। হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! যিনি সমস্ত ভূপালগণের শ্রেষ্ঠ, আজি তিনি সমরে নিপতিত হইয়া রজোরাশি গ্রাস করিতেছেন। যিনি বহুসংখ্য শত্রুকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন আজি তিনি বিপক্ষের বলবীর্য্যে বিনষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছেন। অসংখ্য ভূপতি ভীত মনে যাঁহার চরণে প্রণত হইতেন, আজি তিনি সমরশায়ী হইয়া শৃগাল কুক্কুরে পরিবৃত রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ অর্থের নিমিত্ত যাঁহার নিকট সতত প্রার্থনা করিতেন, আজি মাংসাশী জন্তুগণ মাংস লাভার্থে সেই মহাবীরের উপাসনা করিতেছে।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা কুরুরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, মহারাজ! লোকে তোমারে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তুমি হলধারী বলদেবের প্রিয় শিষ্য ও যুদ্ধে ধনাধিপতি কুবেরের অনুরূপ। দুরাত্মা ভীম রণস্থলে কিরূপে তোমার রন্ধ্র প্রাপ্ত হইল? কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। ভীম তোমারে সংহার করিয়াছে ইহাও আমাদিগের দেখিতে হইল! সেই পাপাত্মা মূর্খ ছলপ্রকাশ পূর্ব্বক তোমার বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ঐ দুরাচার ধর্ম্মযুদ্ধে তোমারে আহ্বান করিয়া অধর্ম্মানুসারে গদাঘাতে তোমার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়াছে। সে যখন তোমারে অধর্ম্মযুদ্ধে নিপাতিত করিয়া তোমার মস্তকে পদাঘাত করে, তৎকালে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল। অতএব তাহাদিগকে ধিক্। যত দিন এই জীবলোক বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন বৃকোদর যে শঠতাচরণ পূর্ব্বক তোমারে সংহার করিয়াছে, সকলেই তাহার এই অপযশ ঘোষণা করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবল বলদেব সর্ব্বদা সভামধ্যে শ্লাঘা করিয়া থাকেন যে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন আমার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন, তাঁহা অপেক্ষা গদাযুদ্ধে আর কেহই উৎকৃষ্ট নাই।

হে মহারাজ! মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়দিগের যাহা প্রশস্ত গতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তুমি সমরে অপরাঙ্মুখ ও নিহত হইয়া সেই গতি লাভ করিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না। কেবল তোমার বৃদ্ধ জনক জননী দারুণ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগের নিমিত্তই সন্তপ্ত হইতেছি। তাঁহারা অতঃপর ভিক্ষুক হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিবেন, সন্দেহ নাই। যদুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও দুর্ম্মতি অর্জ্জুনকে ধিক্! উহারা আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু তোমারে অধর্ম্মযুদ্ধে নিহত দেখিয়াও অনায়াসে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল! অন্যান্য ভূপালগণ দুর্য্যোধন কিরূপে নিহত হইয়াছেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নির্লজ্জ পাণ্ডবগণ কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। হে কুরুরাজ! তুমি সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া যে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে এই নিমিত্ত তোমারে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এক্ষণে বন্ধুবান্ধব বিহীনা হতপুত্রা

গান্ধারী ও প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজের কি গতি হইবে! ভোজরাজ কৃতবর্ম্মারে, মহারথ কৃপাচার্য্যকে ও আমারে ধিক্। আমরা প্রজারক্ষক সর্ব্বকামপ্রদ ভূপতিরে অগ্রসর করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে আমরা মহাবীর কৃপাচার্য্যের, আপনার ও আমার পিতার বীর্য্য প্রভাবে বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে রত্নময় বিবিধ গৃহে অবস্থান ও ভূরিদক্ষিণ প্রভৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; আমরা কাহার শরণাপন্ন হইব। আপনি সমুদায় ভূপতিরে অগ্রসর করিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন, কেবল আমরা তিন জন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না। এই নিমিত্তই নিতান্ত তাপিত হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগকে স্বর্গহীন অর্থবিহীন হইয়া চিরকাল আপনার সুকৃত স্মরণ করিতে হইবে। আমরা জীবিত থাকিয়া আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আপনি এই আশ্রিতগণকে পরিত্যাগ করাতে ইহাদের সুখ, শান্তি একবারেই উচ্ছিন্ন হইল। অতঃপর এই হতভাগ্যদিগকে অতিকষ্টে ভূমণ্ডলে পর্য্যটন করিতে হইবে। হে মহারাজ! আপনি স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক আমার বচনানুসারে মহারথগণকে যথোপযুক্ত পূজা করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার পিতা ধর্নুর্দ্ধরাগ্রগণ্য আচার্য্যকে কহিবেন যে, আজি অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়াছে। পিতারে এই কথা বলিয়া মহারথ বাহ্লীক, সিন্ধুরাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য ভূপালগণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা ভগ্নোরু বিচেতন দুর্য্যোধনকে এই কথা কহিয়া পুনরায় তাঁহারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, কুরুরাজ! যদি জীবিত থাকেন, তবে এই শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ করুন। এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাতজন এবং আমাদের পক্ষে আমরা তিন জন, সমুদায়ে উভয় পক্ষে আমরা দশজনমাত্র জীবিত রহিয়াছি। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সমুদায়, পাঞ্চালগণ ও অবশিষ্ট মৎস্যগণ আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। আমি এই রাত্রিযোগে শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় সংহার ও পাণ্ডবগণের সমুদায় বাহন, সৈন্য ও পুত্রগণকে বিনাশ পূর্ব্বক বৈরনির্য্যাতন করিয়াছি। হে মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের মুখে সেই প্রীতিকর সমাচার শ্রবণে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কহিলেন, হে বীর! মহাবাহু ভীষ্মদেব, কর্ণ ও তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্য যে কার্য্য সংসাধনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তুমি কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহা সম্পাদন করিয়াছ। নীচাশয় পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আজি আমি আপনারে ইন্দ্রতুল্য জ্ঞান করিতেছি; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক; পুনরায় স্বর্গে আমার সহিত মিলন হইবে। কুরুরাজ এই কথা বলিয়া সেই বীরত্রয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুবিয়োগ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বর্গে সমারূঢ় হইলেন। তাঁহার দেহমাত্র ভূতলে নিপতিত রহিল। হে মহারাজ! এই রূপে কুরুপতি মহাবীর দুর্য্যোধন সমরে ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে আলিঙ্গন ও সস্নেহ নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া স্ব স্ব রথে আরোহণ পূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত চিত্তে সেই প্রত্যূষ সময়ে নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাই এই কুরুপাণ্ডব সৈন্যক্ষয়ের মূলীভূত কারণ। আজি আপনার পুত্র

স্বর্গারোহণ করিলে আমার ঋষিপ্রদত্ত দিব্য-দর্শিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই রূপে প্রিয় পুত্র দুর্য্যোধনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন।

ঐষীক পর্ব্বাধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

বৈশাম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে রজনী প্রভাত হইবামাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ঐ রাত্রির সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিল, মহারাজ! দ্রুপদতনয়গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রাত্রিকালে বিশ্বস্ত চিত্তে শিবিরমধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, দুরাত্মা কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সেই সুযোগে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মাদিগের প্রাস, শক্তি ও পরশু প্রভাবে আমাদের অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য এককালে নিঃশেষিত হইয়াছে। কুঠারনিকৃত্ত মহাবনের ন্যায় আপনার বিপুল বল বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। দুরাত্মারা আপনার শিবিরস্থ সমুদায় প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়াছে, কেবল আমি একাকী অনবহিত কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে অতি কষ্টে মুক্তি লাভ করিয়াছি।

হে জনমেজয়! কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির দূতমুখে সেই অমঙ্গল বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহারে ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অতিকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া শোকাকুল বাক্যে বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, হায়! আমরা যে শত্রুগণকে পরাজয় করিলাম, আবার তাহাদিগের হস্তেই আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইল। কার্য্যগতি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও নিতান্ত দুর্জ্জেয়। আমরা বিপক্ষগণের গুরু, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, বয়স্য ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া পরিশেষে পরাজিত হইলাম। দৈব প্রভাবে অনর্থ অর্থের ন্যায় এবং অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগের এই জয়লাভ পরাজয় তুল্য এবং বিপক্ষদিগের পরাজয় জয়ের তুল্য হইয়াছে। যে জয় দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্তের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়, সে জয় কখনই জয় নহে; উহা পরাজয় স্বরূপ। হায়! আমরা যাহাদিগের নিমিত্ত বন্ধু বান্ধব বিনাশ করিয়া পাপাচরণ করিলাম, নির্জ্জিত ব্যক্তিগণ আবার সেই জয়লাভপ্রহৃষ্ট পুত্রগণকেই বিনষ্ট করিল। দেখ, কর্ণি ও নালীক যাহার দংষ্ট্রা, খড়্গ যাহার জিহ্বা, কার্ম্মুক যাহার ব্যাদিত বদন ও জ্যানিস্বন যাহার গর্জ্জন স্বরূপ প্রতীয়মান হইত, সেই সিংহ স্বরূপ সমরোৎসাহী ক্রোধাবিষ্ট কর্ণের হস্ত হইতে যাহারা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, তাহারাই আজি প্রমাদ বশত নিহত হইল। যাহারা বায়ুবেগগামী তুরঙ্গ সংযোজিত রথে সমারূঢ় বিচিত্র শরশরাসন সম্পন্ন সমরদুর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্যের নিকট মুক্তি লাভ করিয়াছিল, আজি সেই রাজপুত্রগণই প্রমাদ প্রযুক্ত কালকবলে প্রবেশ করিল! অতএব মর্ত্ত্য লোকে প্রমাদই মনুষ্যের নিধনের প্রধান কারণ। অনবহিত ব্যক্তি অচিরাৎ অর্থভ্রষ্ট ও অনর্থগ্রস্ত হয় এবং কদাচ বিদ্যা, তপস্যা, শ্রী ও কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয় না। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র অবহিত হইয়াই সমস্ত শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক সুখে ইন্দ্রত্ব

ভোগ করিতেছেন। সমৃদ্ধি সম্পন্ন বণিকেরা যেমন সাবধানে সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে প্রমাদ প্রযুক্ত সামান্য নদীমধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ শিবিরস্থ রাজবংশীয় মহেন্দ্র তুল্য বীরগণ মহারথদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া অনবধান বশত ক্ষুদ্র অরাতিহস্তে নিহত হইল। তাহারা নিদ্রিতাবস্থায় শত্রুহস্তে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। হায়! এক্ষণে প্রিয়তমা দ্রৌপদী বৃদ্ধ পিতা এবং ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইয়া শোকানলে দগ্ধ হইবে। হায়! আজি তাহার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল!

রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ বিলাপ করিয়া নকুলকে কহিলেন, মাদ্রীতনয়! তুমি অবিলম্বে মন্দভাগিনী দ্রৌপদীরে তাহার মাতৃকুলের সহিত এই স্থানে উপনীত কর। তখন ধর্ম্মাত্মা নকুল যুধিষ্ঠিরের বচনানুসারে রথারোহণ পূর্ব্বক দেবী পাঞ্চালী ও পাঞ্চলরাজের মহিষীগণকে আনয়নার্থ প্রস্থান করিলেন। মাদ্রীতনয় প্রস্থান করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকার্দ্দিত চিত্তে সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে সেই ভূতগণ সমাকীর্ণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্রগণ ও বন্ধু বান্ধব সমুদায় রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। তাহাদিগের দেহ ছিন্ন ভিন্ন এবং কলেবর হইতে মস্তক পৃথক্কৃত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ তাহাদের সেই দুরবস্থা দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া উচ্চ স্বরে রোদন করিতে করিতে অচেতন ও অনুচরগণের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপে পুত্র পৌত্র ও সুহৃদ্গণকে সমরে নিহত দেখিয়া শোক দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তাঁহাদের রূপলাবণ্য ও গুণগ্রাম স্মরণে তাঁহার শোকসাগর এককালে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন তত্রত্য সুহৃদ্গণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্র কম্পিতকলেবর বিচেতনপ্রায় ধর্ম্মরাজকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা নকুল রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর সহিত সূর্য্য সদৃশ সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ় হইয়া তথায় আগমন করিলেন। কমলনয়না পাঞ্চালী শিবির সন্নিধানে পুত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র বায়ুতাড়িত কদলীর ন্যায় বিকম্পিত কলেবরে শোকাকুলিত চিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্ব্বক সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার মুখকমল তিমিরাবৃত সূর্য্যের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর প্রিয়তমারে ধূলিধূসরিত দেখিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকার্ত্তা দ্রৌপদী ভীমসেন কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণ সমক্ষে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পুত্রগণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়া কি সুখে রাজ্য সম্ভোগ করিবেন? সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াই কি একবারে মত্তমাতঙ্গগামী সুভদ্রাতনয় অভিমন্যুরে বিস্মৃত হইলেন? আপনি শিবিরমধ্যে বীরবরাগ্রগণ্য পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি রূপে সুস্থির রহিয়াছেন? পাপপরায়ণ নৃশংস অশ্বত্থামা সুখপ্রসুপ্ত বীরগণকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। যদি আপনি আজি সেই পামরের জীবন সংহার না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই স্থানে প্রায়োপবেশন করিব। অতএব অবিলম্বে দুরাত্মা দ্রোণতনয়কে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান

করুন। যশস্বিনী কৃষ্ণা এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপে প্রায়োপবেশন করিলেন।

পরম ধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির প্রিয় মহিষী পাঞ্চালীরে প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, যাজ্ঞসেনি! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছ। তোমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছে; অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। আর দ্রোণপুত্রও এ স্থান হইতে অতি দূরবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যে পলায়ন করিয়াছে; অতএব তুমি কি রূপে তাহার সমরমৃত্যু অবগত হইতে সমর্থ হইবে?

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি, দ্রোণপুত্রের মস্তকে একটি সহজ মণি আছে, যদি আপনি ঐ পাপাত্মারে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই মণি আহরণ করেন, তাহা হইলে উহা আপনার মস্তকে রাখিয়া আমি কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারি। চারুদর্শনা যাজ্ঞসেনী ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিয়া ভীমসেনের নিকট আগমন পূর্ব্বক কাতর স্বরে কহিলেন, হে নাথ! ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমারে পরিত্রাণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব সুররাজ যেমন শম্বরকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি পাপাত্মা অশ্বত্থামারে নিপাতিত কর। ইহলোকে তোমার তুল্য পরাক্রান্ত পুরুষ আর কে আছে? তুমি যে বারণাবত নগরে বিষম বিপন্ন পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় হইয়াছিলে; হিড়িম্ব নিশাচরের হস্ত হইতে যে ভ্রাতৃগণ ও মাতাকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর সুররাজ পুরন্দর যেমন নহুষের হস্ত হইতে শচীরে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি বিরাট নগরে দুরাত্মা কীচকের হস্ত হইতে আমারে পরিত্রাণ করিয়াছ। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে যেমন এই সকল মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে দুরাত্মা অশ্বত্থামারে সংহার করিয়া সুস্থশরীর হও।

হে মহারাজ! পুত্রশোকার্ত্তা পাঞ্চালী এই রূপ বিলাপ করিলে মহাবীর বৃকোদর উহা সহ্য করিতে না পারিয়া কার্ম্মুকহস্তে কাঞ্চনভূষিত মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক নকুলকে সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দ্রোণপুত্রের বিনাশ বাসনায় সশর শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বগণ নকুল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বায়ুবেগে ধাবমান হইল। এই রূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দ্রোণপুত্রের রথচক্রচিহ্ন দর্শন পূর্ব্বক সেই চিহ্নের অনুসরণ ক্রমে তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! সমরদুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীমসেন অশ্বত্থামার নিধনার্থ ধাবমান হইলে যদুকুলতিলক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার ভ্রাতা ভীমসেন পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া একাকীই অশ্বত্থামার বিনাশ বাসনায় গমন করিতেছেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা ভীমসেন আপনার সমধিক প্রিয়। আপনি আজি তাহারে বিপদসাগরে পতনোন্মুখ দেখিয়া কি রূপে নিশ্চিন্ত রহিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্রকে ব্রহ্মশির নামে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, উহা সমুদায় পৃথিবী দগ্ধ করিতে সমর্থ। আচার্য্য প্রথমে ঐ অস্ত্র প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে প্রদান করাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা কোপাবিষ্ট হইয়া পিতার নিকট ঐ অস্ত্র প্রার্থনা করেন। সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ দ্রোণাচার্য্য পুত্রকে দুঃশীল ও চঞ্চল বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন, তন্নিমিত্ত অনতিসন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহারে সেই অস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ঘোরতর বিপদকালেও কাহারও বিশেষত মনুষ্যের প্রতি এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আচার্য্য পুত্রকে এই

রূপে অস্ত্র ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বকে পুনরায় কহিলেন, পুত্র! তুমি কখনই সাধুজনাশ্রিত পথে অবস্থান করিতে পারিবে না। তখন অশ্বত্থামা পিতার সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে এককালে মঙ্গল লাভে হতাশ্বাস হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যৎকালে বনবাসী হইয়াছিলেন, সেই সময় দ্রোণপুত্র দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করেন। বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁহারে প্রতিনিয়ত পূজা করিতেন। এক দিন আমি একাকী অবস্থান করিতেছি, এমন সময়ে দ্রোণকুমার আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বাসুদেব! আমার পিতা অতি কঠোর তপস্যা করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট ব্রহ্মশির নামে যে দেবগন্ধর্ব্বপূজিত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার নিকট সেই অস্ত্র বিদ্যমান আছে। আপনি উহা গ্রহণ করিয়া আমারে আপনার অরাতিঘাতন চক্র প্রদান করুন। অশ্বত্থামা এই রূপে অস্ত্র প্রার্থনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিবিধ অনুনয় বিনয় করিলে আমি প্রীত হইয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও পতগগণ একত্র মিলিত হইলে বলবীর্য্যে আমার শতাংশের একাংশও হইবে না। অতএব তোমার অস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই। আমার এই শরাসন, শক্তি, চক্র ও গদা বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে যাহা তুমি সমরে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা প্রার্থনা কর; আমি অবশ্যই তোমারে প্রদান করির। দ্রোণপুত্র আমার বাক্য শ্রবণে গর্ব্ব পূর্ব্বক এই বজ্রতুল্য লৌহময় সহস্র কোটি সম্পন্ন চক্র প্রার্থনা করিল। আমিও তাঁহারে অচিরাৎ চক্র গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা করিলাম। তখন দ্রোণকুমার সহসা উত্থিত হইয়া বাম হস্তে চক্র ধারণ করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না। তৎপরে তিনি উহা দক্ষিণ করে ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে তিনি সম্পূর্ণ আয়াস ও যত্ন সহকারে কোন ক্রমে চক্র সঞ্চালিত করিতে না পারিয়া দুঃখিত মনে চক্র গ্রহণ প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন আমি তাঁহারে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিলাম, আচার্য্যপুত্র! যে মহাবীর সমুদায় মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিতুষ্ট করিয়াছে, পৃথিবী মধ্যে যাহার তুল্য প্রিয় পাত্র আমার আর কেহই নাই, আমি যাহারে পুত্র কলত্র প্রভৃতি সমুদায়ই প্রদান করিতে পারি, সেই পরম সুহৃৎ শ্বেতাশ্ব কপিধ্বজ অর্জ্জুন কদাপি এই চক্র প্রার্থনা করে নাই। আমি হিমালয়ের পার্শ্বে দ্বাদশ বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া যাহারে পুত্রত্বে লাভ করিয়াছি, যে বীর আমার তুল্য ব্রতচারিণী রুক্মিণীর গর্ভে সনৎকুমারের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রিয় পুত্র প্রদ্যুম্নও কখন এই দিব্য চক্র প্রার্থনা করে নাই। আর মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব, গদ ও শাম্ব প্রভৃতি দ্বারকানিবাসী বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণও কখন এই চক্র গ্রহণ করিবার বাসনা করেন নাই। তুমি কোন্ সাহসে ইহা প্রার্থনা করিলে? তোমার পিতা ভরতবংশীয়দিগের আচার্য্য, তুমিও সমুদায় যাদবগণের মান্য। অতএব এরূপ গর্হিত প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে এই চক্র লইয়া কাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিয়াছিলে?

তখন দ্রোণপুত্র কহিলেন, হে প্রভো! আমি আপনারে পূজা করিয়া আপনারই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বভুবনের অপরাজেয় হইব এই অভিপ্রায়ে এই দেবদানব

পূজিত চক্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমি চক্রলাভে কৃতকার্য্য না হইয়াও শিবের সহিত যুদ্ধে গমন করি। তুমি এই যে ভীষণ চক্র ধারণ করিয়াছ, ইহা আর কাহারও ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া রথ, অশ্ব ও বিবিধ ধনরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক যথাসময়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! ঐ মহাবীর নিতান্ত রোষপরায়ণ ও বিশেষত ব্রহ্মশির অস্ত্র অবগত আছেন; অতএব এক্ষণে তাঁহার হস্ত হইতে বৃকোদরকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে জনমেজয়! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য যদুনন্দন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া সর্ব্বায়ুধ সম্পন্ন সূর্য্যসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের ধুরকাষ্ঠের দক্ষিণে শৈব্য, বামে সুগ্রীব এবং উহার উভয় পার্শ্বে মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে কাম্বোজ দেশীয় সুবর্ণমালাভূষিত অশ্ব সংযোজিত ছিল। উহাতে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত রত্নখচিত দিব্য ধ্বজযষ্টি মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ ধ্বজদণ্ডে প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত পতগরাজ গরুড় অবস্থান করাতে উহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন সেই গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ ও বাসুদেবের উভয় পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তখন মহামতি বাসুদেব অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলে অশ্বগণ মহাবেগে ধাবমান হইল। বিহঙ্গকুলের গমন কালে নভোমণ্ডলে যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, অশ্বগণের গমনবেগে অবনিমণ্ডলে সেই রূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। উহারা কিয়ৎক্ষণ মধ্যে ভীমের সন্নিহিত হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ বীরত্রয় শত্রুবিনাশে সমুদ্যত ক্রোধোদ্ধত মহাবীর বৃকোদরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাদের বাক্যে অনাদর প্রকাশ পূর্ব্বক দ্রৌপদীতনয়নিহন্তা দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামারে লক্ষ্য করিয়া ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তথায় অবস্থান করিতেছেন এবং ক্রূরকর্ম্মা অশ্বত্থামা ঘৃতাক্ত, কুশচীরধারী ও ধূলিপটল পরিবৃত হইয়া তাঁহারই সন্নিধানে উপবিষ্ট আছেন। তখন মহাবীর ভীম দ্রোণপুত্রকে দেখিবামাত্র ক্রোধভরে শর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ অশ্বত্থামা ভীমবল ভীমসেনকে মহাবেগে আগমন ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে বাসুদেবের রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল অনুমান করিয়া সেই বিপদ কালে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিবার মানসে ঈষিকা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে সেই ঈষিকায় ব্রহ্মশির অস্ত্র সংযোজন পূর্ব্বক পাণ্ডববংশ বিনষ্ট হউক বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র ত্রিলোক দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন উহাতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবাহু মধুসূদন অশ্বত্থামার আকার দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, সখে! তোমার নিকট যে দ্রোণোপদিষ্ট দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, এক্ষণে ঐ অস্ত্র ত্যাগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। তুমি ভ্রাতৃগণ

ও আপনার পরিত্রাণার্থ সেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ কর। তখন অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে অশ্বত্থামার ও তৎপরে আপনার ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত স্বস্তিবাচন এবং গুরু ও দেবগণকে নমস্কার পূর্ব্বক এই অস্ত্রপ্রভাবে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিরাকৃত হউক বলিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্রের ও অর্জ্জুনের সেই তেজোমণ্ডলমণ্ডিত অস্ত্রদ্বয় সহসা যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় সহস্র সহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল; সমুদায় জীবজন্তু ভয়ে কম্পিত হইল। আকাশমণ্ডলে ভীষণ শব্দ ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল এবং গিরিকানন পরিপূর্ণা সসাগরা ধরিত্রী কম্পিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর সর্ব্বভূতাত্মা নারদ ও ভরতকুল পিতামহ ব্যাসদেব সেই দিব্যাস্ত্রদ্বয়ের তেজঃপ্রভাবে সমুদায় লোককে তাপিত দেখিয়া অশ্বত্থামা ও ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা ও তাঁহাদের অস্ত্রতেজ নিবারণ করিবার মানসে সেই প্রদীপ্ত দিব্য অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক প্রজ্বলিত পাবকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং কহিলেন, পূর্ব্বে অনেক বিবিধাস্ত্রবেত্তা মহারথ ছিলেন; তাঁহারা মনুষ্যের উপর কদাপি এরূপ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে ইহাঁরা দুই জনে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত সাহস প্রকাশ করিয়াছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই হুতাশন সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর তাপসদ্বয়কে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র চিত্তে স্বীয় দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিবার মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি অশ্বত্থামার অস্ত্রবেগ নিবারণ করিবার মানসেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। এক্ষণে উহার প্রতিসংহার করিলে নিশ্চয়ই পাপাত্মা অশ্বত্থামা স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে আমাদিগের সকলকে ভস্মাবশেষ করিবে। অতএব যাহাতে আমাদিগের ও লোকের মঙ্গল হয়, আপনারা তাহার মন্ত্রণা করুন। মহাত্মা ধনঞ্জয় এই বলিয়া স্বীয় অস্ত্র প্রতিসংহৃত করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রতিসংহার করা দেবগণেরও অসাধ্য। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার প্রতিসংহারে সমর্থ নহেন। ঐ দিব্যাস্ত্র ব্রহ্মতেজ দ্বারা বিনির্ম্মিত। ব্রহ্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি উহা প্রয়োগ করিলে আর প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মচর্য্য বিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অস্ত্রের প্রতিসংহারের চেষ্টা করিলে উহা তৎক্ষণাৎ তাহারই মস্তক ছেদন করে। মহাবীর ধনঞ্জয় সত্যব্রতপরায়ণ, ব্রহ্মচারী ও গুরুশুশ্রূষাপরতন্ত্র ছিলেন বলিয়াই সেই অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও কখন ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই।

হে মহারাজ! ঐ সময় দ্রোণতনয় মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ঋষিদ্বয়কে পুরোবর্ত্তী অবলোকন করিয়া কোন ক্রমেই স্বীয় ঘোরতর অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি অতিদীন মনে দ্বৈপায়নকে কহিলেন, মুনিসত্তম! আমি ভীমসেনের ভয়ে ভীত ও নিতান্ত বিপন্ন হইয়াই প্রাণ রক্ষার্থে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। ভীমসেন সমরাঙ্গনে দুর্য্যোধনের বিনাশার্থ কপট ব্যবহার দ্বারা অতি অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। আমি সেই কারণে পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিব বলিয়া এই দুরা-

সদ দিব্যাস্ত্রে ব্রহ্মতেজ নিহিত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহার প্রতিসংহারে সমর্থ হইতেছি না। হে ব্রহ্মন্! আমি রাগোন্মত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছি, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই অস্ত্র নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবে।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! মহাত্মা অর্জ্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র বিদিত থাকিয়াও কদাচ তোমার বিনাশের নিমিত্ত রোষভরে উহা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে কেবল তোমার অস্ত্র নিবারণের নিমিত্তই ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন; অচিরাৎ উহার প্রতিসংহারও করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা তোমার পিতার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াও কদাচ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই। মহাবীর অর্জ্জুন ধৈর্য্যশালী, সাধু ও সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ; তুমি কি নিমিত্ত তাঁহারে তাঁহার ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করিয়াছ। যে রাজ্যে দিব্যাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত হয়, সে রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। এই জন্য মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষমতাপন্ন হইয়াও প্রজাগণের হিতার্থ তোমার অস্ত্র বিনষ্ট করিলেন না। হে দ্রোণতনয়! এক্ষণে আপনারে পাণ্ডবগণকে ও তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি অবিলম্বে দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার পূর্ব্বক ক্রোধশূন্য হও। পাণ্ডবগণও নিরাপদ হউক। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কখনই অধর্ম্মানুসারে বিজয় বাসনা করেন না। এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণকে স্বীয় মস্তকস্থিত মণি প্রদান কর। উহাঁরা সেই মণি গ্রহণ করিয়া তোমার প্রাণ দান করিবেন।

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, মহর্ষে! পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে সকল ধনরত্ন আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষা আমার এই মণি শ্রেষ্ঠ। ইহা ধারণ করিলে অস্ত্রভয়, ব্যাধিভয় ও ক্ষুধা এককালে তিরোহিত হইয়া যায় এবং দেব, দানব, পন্নগ, রাক্ষস ও তস্কর হইতে শঙ্কার লেশমাত্র থাকে না। অতএব এই মণি কোন রূপেই পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাও আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে এই মণি বিদ্যমান আছে, আমিও উপস্থিত রহিয়াছি। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন; কিন্তু এই অমোঘ ঈষীকাস্ত্র পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভস্থ সন্তান সন্ততির উপর নিপতিত হইবে। আমি কোন ক্রমেই এই অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, হে দ্রোণপুত্র! এক্ষণে পাণ্ডবতনয়দিগের কামিনীগণের গর্ভে অস্ত্র নিক্ষেপ করাই তোমার কর্ত্তব্য। আর অন্য ইচ্ছা করিও না। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে দ্রোণতনয় পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভ উদ্দেশ করিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর মহামতি বাসুদেব পাপাত্মা অশ্বত্থামা পাণ্ডবকামিনীগণের গর্ভে ঈষীকাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন অবগত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহারে কহিলেন, দ্রোণতনয়! পূর্ব্বে এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ বিরাট নগরে বিরাটদুহিতা অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরারে কহিয়াছিলেন যে, রাজকুমারি! কৌরব বংশ উৎসন্ন প্রায় হইলে তোমার গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। কৌরব বংশের পরিক্ষীণাবস্থায় ঐ পুত্রের জন্ম হইবে বলিয়া উহার নাম পরিক্ষিৎ হইবে। হে আচার্য্যতনয়! সেই সাধু ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের পরি-

ক্ষিৎ নামে এক বংশধর পুত্র উৎপন্ন হইবে।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক যাহা কহিলে, তাহা কদাচ সফল হইবে না। আমি যাহা কহিয়াছি, তাহাই ঘটিবে। দেখ, তুমি বিরাট-দুহিতার গর্ভ রক্ষা করিবার বাসনা করিতেছ; কিন্তু আমার এই অস্ত্র অচিরাৎ তাহাতে নিপতিত হইবে। বাসুদেব কহিলেন, দ্রোণতনয়! তোমার দিব্যাস্ত্র কদাচ ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু সেই গর্ভস্থ বালক-মৃত ও পুনরায় জীবিত হইয়া সুদীর্ঘকাল বসুন্ধরা অধিকার করিবে। হে দ্রোণাত্মজ! মনীষিগণ তোমারে পাপপরায়ণ কাপুরুষ বলিয়া অবগত আছেন। তুমি বালক ঘাতী, অতএব তোমারে এক্ষণে অবশ্যই এই পাপ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। তুমি অসহায় হইয়া মৌন ভাবে তিন সহস্র বৎসর নির্জ্জন প্রদেশে পর্য্যটন করিবে; কদাচ লোকালয়ে অবস্থান করিতে পারিবে না। তোমারে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ও ও পূয়শোণিতগন্ধ সম্পন্ন হইয়া নিরন্তর দুর্গম অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। আর পাণ্ডবকুলতিলক পরিক্ষিৎ ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে ষষ্টি বৎসর পৃথিবী পালন করিবে। হে নির্ব্বোধ! তোমার সমক্ষেই পরিক্ষিৎ কুরুকুলে রাজপদবী প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি তাহারে অস্ত্রানলে দগ্ধ করিলেও আমি পুনরায় তাহার জীবন প্রদান করিব। আজি তুমি আমার তপস্যা ও সত্যের পরাক্রম অবলোকন কর।

তখন ব্যাসদেব কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ! তুমি যখন আমাদিগকে অনাদর করিয়া এই নিদারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে এবং যখন তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তখন বাসুদেব যাহা কহিলেন, তাহা তোমারে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! আমি এই জীবলোকে আপনারই সহিত বাস করিব, তাহা হইলেই আপনার ও বাসুদেবের বাক্য সত্য হইবে। অশ্বত্থামা এই বলিয়া পাণ্ডবগণকে সেই মণি প্রদান পূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে সর্ব্বসমক্ষে বনে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবেরাও সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক বাসুদেব, ব্যাস ও নারদকে সম্মান করিয়া সত্বরে কৃষ্ণের সহিত বায়ুবেগগামী অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রায়োপবিষ্টা কৃষ্ণার নিকট ধাবমান হইলেন।

তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ মধ্যে শিবিরে গমন পূর্ব্বক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দ্রৌপদী শোকাকুলিত চিত্তে নিরানন্দে অবস্থান করিতেছেন। তখন পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত নিতান্ত দুঃখিত মনে দ্রৌপদী সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দ্রৌপদীরে অশ্বত্থামার শিরোমণি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন; প্রিয়ে! তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তোমার পুত্রহন্তারে পরাজয় করিয়া এই তাহা আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে তুমি উত্থিত হইয়া ইহা গ্রহণ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মরাজ সন্ধিস্থাপনের বাসনা করিলে বাসুদেব যখন দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমন করেন, তৎকালে তুমি তাঁহারে কহিয়াছিলে, মধুসূদন! ধর্ম্মরাজ শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব বোধ হয়,

আমার পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ কেহই নাই এবং তুমিও বিনষ্ট হইয়াছ। হে দ্রৌপদি! তুমি তৎকালে যে সকল ক্ষাত্রিয়ধর্ম্মানুরূপ অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে; এক্ষণে তৎসমুদায় স্মরণ কর। আমি আমাদিগের রাজ্যলাভের কণ্টক স্বরূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বিনাশ সাধন এবং জীবিতাবস্থায় দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের বৈরানল এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে আর কেহ কোন অংশেই নিন্দা করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অশ্বত্থামারে পরাজয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও গুরু বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহার সমগ্র যশ অপহৃত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল কলেবরমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং সে মণিবিয়োজিত ও আয়ুধভ্রষ্ট হইয়া দীনহীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছে।

হে মহারাজ! মনস্বিনী দ্রৌপদী বৃকোদরের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নাথ! আমার মনোরথ সফল হইল। দেখ, গুরুপুত্রও আমার গুরু; অতএব তিনি যে মণি ধারণ করিতেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ উহা স্বীয় মস্তকে ধারণ করুন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর অনুরোধে সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুর উচ্ছিষ্ট জ্ঞান করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। মণি ধর্ম্মরাজের মস্তকে সন্নিহিত হইলে চন্দ্রমণ্ডল মণ্ডিত পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইল। তদ্দর্শনে পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরত্রয়ের হস্তে স্বীয় সমস্ত সৈন্য ও পুত্রগণের নিধন নিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, মধুসূদন! পাপাত্মা নরাধম অশ্বত্থামা কি রূপে আমার মহারথ পুত্রগণকে নিপাতিত করিল এবং কৃতাস্ত্র মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদতনয়গণ লক্ষ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত, তাহারা কি নিমিত্ত দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্যও তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারেন নাই; এক্ষণে সেই বীর কি কারণে অশ্বত্থামার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল। ফলত অশ্বত্থামা এমন কি উপায় অবলম্বন করিয়া একাকী আমার পক্ষীয় সমুদায় বীরের প্রাণ সংহার করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণকুমার নিশ্চয়ই দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহারই প্রসাদে একাকী সমুদায় বীরকে নিপাতিত করিয়াছে। ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইলে বলবীর্য্যের কথা দূরে থাকুক, অমরত্ব পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার প্রভাবে লোকে ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে সমর্থ হয়। আমি দেবদেব মহাদেবকে ও তাঁহার পুরাতন কার্য্য সমুদায় বিশেষরূপে বিদিত আছি। তিনিই সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। তাঁহার প্রভাবে এই জগতের সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোক উৎপন্ন করিবার মানসে ভগবান্ রুদ্রকে কহিলেন, তুমি অচিরাৎ ভূতগণের সৃষ্টি কর। ভগবান্ দেবদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে প্রজার সৃষ্টি করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সলিলে প্রবেশ পূর্ব্বক দীর্ঘ কাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। বিধাতা তাঁহার নিমিত্ত বহু কাল প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে ভূতসৃষ্টির নিমিত্ত আর এক জন অমরের সৃষ্টি করিলেন। তিনি ভগবান্ রুদ্রকে জলমগ্ন

দেখিয়া পিতারে কহিলেন, ভগবন্! যদি অন্য কেহ আমার অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে পারি। তখন কমলযোনি কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার অগ্রজ কেহই নাই। মহাদেব জলমগ্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে আত্মকার্য্য নির্ব্বাহ কর। তখন অমর ব্রহ্মার বাক্যানুসারে সমুদায় ভূত ও দক্ষাদি সপ্ত প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন। ঐ সমুদায় প্রজাপতি হইতেই এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর প্রজাগণ নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তারে ভক্ষণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট সহসা ধাবমান হইল। তখন তিনি ভীত চিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! প্রজাগণের আহার নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমারে পরিত্রাণ করুন। ব্রহ্মা তাঁহার বাক্য শ্রবণে প্রজাগণের আহারার্থ ঔষধি প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ সমুদায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারই নিয়মানুসারে দুর্ব্বল প্রাণিগণ বলবান্দিগের আহারার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তখন প্রজাগণ আপনাদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রস্থান করিল এবং সকলেই স্ব স্ব জাতিতে অনুরক্ত হইয়া জীবসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! প্রজাগণ এই রূপে পরিবর্দ্ধিত ও লোকগুরু ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইলে ভগবান্ মহাদেব সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং ঐ সমস্ত তেজঃপরিবর্দ্ধিত অসংখ্য প্রজা দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বিবিধ বাক্যে তাঁহারে সান্ত্বনা করত কহিলেন, মহাদেব! তুমি এত দীর্ঘ কাল সলিলমধ্যে অবস্থান করিয়া কি কার্য্য করিলে; আর কি নিমিত্তই বা এক্ষণে আপনার লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিয়াছ? তখন মহাদেব কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে কহিলেন, বিধাত! আমার অগোচরে আর এক জন এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব আমার এই লিঙ্গে আর প্রয়োজন কি? আমি জলমধ্যে তপস্যা করিয়া প্রজাগণের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিয়াছি। প্রজাদিগের ন্যায় ঔষধি সমুদায়ও পরিবর্দ্ধিত হইবে। ভগবান্ রুদ্র এই বলিয়া ক্রোধভরে তপঃসাধনার্থ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনন্তর দেবযুগ অতীত হইলে দেবগণ বেদবিধানানুসারে যজ্ঞ করিবার মানসে হবিঃ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী সমুদায় আহরণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞভাগ কল্পনা সময়ে ভগবান্ ভূতভাবনকে বিশেষরূপ বিদিত ছিলেন না বলিয়া তাঁহার ভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই, কেবল আপনাদিগেরই ভাগ কল্পিত করিয়াছিলেন। তখন কৃত্তিবাসা ভূতপতি স্বীয় ভাগ কল্পনা না হওয়াতে প্রথমেই যজ্ঞনাশক শরাসনের সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! লোকযজ্ঞ, ক্রিয়াযজ্ঞ, গৃহযজ্ঞ ও পঞ্চভূতযজ্ঞ এই চারি যজ্ঞ দ্বারা সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা মহেশ্বর ঐ সমুদায় যজ্ঞের মধ্যে লোকযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ দ্বারা পাঁচ কিষ্কু পরিমাণ এক শরাসন নির্ম্মাণ করিলেন। বষট্কার ঐ শরাসনের জ্যা হইল এবং চারি যজ্ঞাঙ্গ উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিল। তখন ভগবান্ মহাদেব ক্রোধভরে সেই কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারিবেশে দেবগণের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। তাঁহারে ধনুষ্পাণি অবলোকন করিয়া বসুন্ধরা নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। পর্ব্বত সকল কম্পিত হইতে লাগিল; সমীরণ স্থির হইলেন; হুতাশনও আর পূর্ব্ববৎ প্রজ্বলিত হইলেন

না ; অন্তরীক্ষমধ্যে নক্ষত্রমণ্ডল ভীত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ; দিবাকরের আর সেরূপ জ্যোতি রহিল না ; চন্দ্রমণ্ডল একবারে শোভা বিহীন হইল এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন দেবগণ নিতান্ত ভয়াভিভূত হইয়া বিষয়জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং তাঁহাদের যজ্ঞেরও শোভা তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর মহাদেব অতি ভীষণ শর দ্বারা সেই যজ্ঞকে বিদ্ধ করিলেন। যজ্ঞ বাণবিদ্ধ হইয় মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক পাবকের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে লাগিল। মহেশ্বরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

এই রূপে যজ্ঞ তথা হইতে প্রস্থান করিলে দেবতাদিগের আর কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। তখন ভগবান্ বিরূপাক্ষ চাপকোটি দ্বারা সূর্য্যের ভুজযুগল, ভগের নয়নদ্বয় এবং পূষার দন্তপংক্তি বিনষ্ট করিলেন। তখন দেবগণ ও যজ্ঞাঙ্গ সমুদায় ভীত চিত্তে তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ ঘূর্ণায়মান হইয়া তথায় মৃতবৎ নিপতিত রহিলেন। মহাত্মা মহাদেব এই রূপে সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া হাস্য বদনে শরাসন দ্বারা দেবগণের গতি রোধ করিলেন। ঐ সময় দেবগণের বাক্যে সহসা সেই শরাসনের জ্যা ছিন্ন হইয়া গেল। তখন দেবগণ দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে শরাসনবিহীন দেখিয়া যজ্ঞের সহিত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া শরণাগত হইলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া জলাশয়ে স্বীয় ক্রোধ সংস্থাপন করিলেন। সেই ক্রোধ অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সলিল শোষণ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাদেব সূর্য্যকে ভুজযুগলদ্বয় ও পূষারে তাঁহার দন্তপংক্তি প্রদান করিয়া যজ্ঞ করিতে আদেশ করিলেন। তখন সমুদায় জগৎ সুস্থ হইল। দেবগণ সমস্ত হবনীয় দ্রব্যে মহেশ্বরের ভাগ কল্পনা করিলেন।

হে ধর্ম্মনন্দন! এই রূপে দেবাদিদেব মহাদেব ক্রুদ্ধ হওয়াতে সকলেই অসুস্থ হইয়াছিল এবং তিনি প্রসন্ন হওয়াতে সমুদায় সুস্থ হইল। এক্ষণে সেই মহাবীর্য্যশালী ভগবান্ ভূতনাথ অশ্বত্থামার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই সে আপনার মহারথ পুত্রগণ এবং অনুচর সমবেত মহাবলশালী পাঞ্চালগণকে নিহত করিয়াছে। অশ্বত্থামার প্রভাবে কখনই এরূপ ঘটে নাই, কেবল মহাদেবপ্রসাদেই এই রূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে কার্য্যান্তর সাধনের চেষ্টা করুন।

ঐষীক পর্ব্ব সমাপ্ত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত।

স্ত্রী পর্ব্ব।

ত্রয়োদশ খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

" সংসারের সমস্ত ব্যাপারই এই মহাভারতের অন্তর্গত, ইহাতে যাহা নাই,
তাহা আর কুত্রাপি দেখা যায় না। " ঋষিবাক্য।

সারস্বতাশ্রম।

পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮৫।

ভূমিকা।

পুরাণসংগ্রহের ত্রয়োদশ খণ্ডে স্ত্রীপর্ব্ব প্রকাশিত হইল। এই পর্ব্ব জলপ্রাদানিক, স্ত্রীবিলাপ ও শ্রাদ্ধপর্ব্বাধ্যায়ে বিভক্ত। মহর্ষি বেদব্যাস এই পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা, কৌরবকামিনীগণের সমরাঙ্গন দর্শন ও বিলাপ এবং সমরনিহত যোধগণের দাহ ও অন্যান্য প্রেতকৃত্য সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই পর্ব্বে অন্ধরাজ লৌহময় ভীমভঙ্গ, পতিপরায়ণা গান্ধারী পুত্রশোকে কাতর হইয়া বাসুদেবকে "তুমি যদুবংশধ্বংসের কারণ হইবে" বলিয়া শাপ প্রদান এবং যশস্বিনী কুন্তী পাণ্ডবগণকে কর্ণের উদ্দেশে জলপ্রদান করাতে অনুরোধ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই করুণরস পরিপূর্ণ স্ত্রীপর্ব্ব রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই পর্ব্ব পাঠ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় করুণরসে আর্দ্র ও নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গলিত হইবে, সন্দেহ নাই।

সারস্বতাশ্রম,
১৭৮৫ শক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারতীয় স্ত্রীপর্ব্বের সূচি পত্র।

স্ত্রীপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

স্ত্রী পর্ব্ব।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও উভয় পক্ষের সমুদায় সৈন্যসামন্ত নিহত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিলাম। অতঃপর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন্ধরাজের শত পুত্র নিহত হওয়াতে তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মূকের ন্যায় বাক্যালাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তাকুল চিত্তে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! শোক পরিত্যাগ করুন, শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হইয়াছে। বসুমতী জনশূন্য হইয়াছেন। যে সকল ভূপাল দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ নানা দেশ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার সহিত প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর আপনি পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ্, জ্ঞাতি, গুরু ও পিতৃগণের যথাবিহিত প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুত্রশোকার্দ্দিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত দ্রুমের ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, সঞ্জয়! আমার পুত্র, অমাত্য ও সুহৃদ্গণ নিহত হইয়াছে। অতঃপর চিরকালই আমারে দীন হীনের ন্যায় এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে হইবে। এক্ষণে বন্ধুবিহীন হইয়া জরাজীর্ণ পক্ষহীন বিহঙ্গমের ন্যায় আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? দিবাকর যেমন রশ্মিহীন হইলে নিতান্ত শোভাশূন্য হন, তদ্রূপ আমিও রাজ্যহীন, নেত্রহীন ও বন্ধুবিহীন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইলাম। পূর্ব্বে পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হিতবাক্য শ্রবণ করি নাই এবং বাসুদেব সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান ও ভীষ্মদেব ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে আমি তৎকালে বধিরের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই অপরাধেই এই অনুতাপ করিতে

হইল। হায়! বৃষভতুল্য মহাবীর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও সূর্য্যতুল্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, আমারে এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব্ব জন্মে কোন না কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, নচেৎ বিধাতা কেন আমারে এরূপ দুঃখভাগী করিবেন। দৈব প্রতিকূল হওয়াতেই আমারে এই বৃদ্ধাবস্থায় সমুদায় বন্ধু বান্ধবের বিনাশ দেখিতে হইল। পৃথিবীতে আমার তুল্য হতভাগ্য আর কেহই নাই। অতএব আজিই পাণ্ডবগণ আমারে ব্রহ্মলোক গমনের সুদীর্ঘ পথ আশ্রয় করিতে দর্শন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে নিতান্ত শোকার্দ্দিত দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, নরনাথ! আপনি বৃদ্ধগণের মুখে সমুদায় বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন। সৃঞ্জয় পুত্রশোকার্ত্ত হইলে মুনিগণ তাঁহারে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও আপনার অবিদিত নাই; অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। দুর্য্যোধন যৌবনমদে মত্ত হইলে আপনি অর্থলালসায় সুহৃদ্‌গণের বাক্য গ্রহণ করেন নাই, নিরন্তর কেবল দুঃশীলগণের বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতেন। এক্ষণে তাহারই ফল ভোগ করিতে হইতেছে। আপনার বুদ্ধি অসিস্বরূপ হইয়া আপনারেই ছেদন করিতেছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রূর, অহঙ্কারী, অল্পবুদ্ধি ও অসন্তুষ্ট ছিল। সে দুরাত্মা দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, চিত্রসেন ও মদ্ররাজ শল্যের মন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, বাসুদেব এবং ব্যাস ও নারদ প্রভৃতি ঋষিগণের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। সতত কেবল যুদ্ধবাসনাই প্রকাশ করিত। সেই নিমিত্তই সে রাজ্যের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। আপনি বুদ্ধিমান্ ও সত্যবাদী। ভবাদৃশ ব্যক্তির শোক মোহের বশবর্ত্তী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। দেখুন, আপনি ধর্ম্মের সমাদর না করিয়া কেবল যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তিদিগকেই প্রশংসা করিতেন, সেই নিমিত্তই যাবতীয় ক্ষত্রিয় বিনষ্ট ও শত্রুদিগের যশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে উভয় পক্ষের মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রগণকে হিতোপদেশ প্রদান বা উভয় পক্ষে সমভাব প্রদর্শন করেন নাই। হে মহারাজ! যে কার্য্য করিলে শেষে অনুতাপ করিতে না হয়, সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই মনুষ্যের শ্রেয়ঃকল্প। আপনি পুত্রের প্রীতি সাধনার্থ তাহারই মতানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই, আপনারে এক্ষণে অনুতাপ করিতে হইল। যে আপনার পতন বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া মধুলোভে পর্ব্বতে আরোহণ করে, তাহারে নিশ্চয়ই নিপতিত হইয়া আপনার ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। শোক অর্থলাভ, ফললাভ, প্রিয়লাভ ও মোক্ষলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন ও বস্ত্রে সংযোগ পূর্ব্বক দগ্ধ হইয়া দুঃখার্ত্ত হয়, তাহারে কখনই পণ্ডিত বলা যায় না। পূর্ব্বে আপনারা পিতা পুত্রে লোভরূপ ঘৃত ও বাক্যরূপ বায়ু দ্বারা পাণ্ডবরূপ ভীষণ হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। আপনার পুত্রগণ সেই সমিদ্ধ পাবকে শলভকুলের ন্যায় দগ্ধ হইয়াছে। অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি অশ্রুজল দ্বারা মুখমণ্ডল প্লাবিত করিতেছেন, উহা কিন্তু নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ! পণ্ডিতেরা কহেন যে, আত্মীয় ব্যক্তির শোকাশ্রু অনল স্বরূপ হইয়া

মৃত ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। মহামতি সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই রূপে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে জনমেজয়! সঞ্জয়ের বাক্যাবসানে মহাত্মা বিদুর অমৃততুল্য বাক্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুলকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ক্ষয় স্তুপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত এবং মৃত্যুই জীবনের অন্ত। কৃতান্ত বীর ও ভীরু উভয়কেই আকর্ষণ করেন। অতএব ক্ষত্রিয়গণ কি নিমিত্ত স্বধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইবেন? দেখুন, লোকে যুদ্ধ না করিয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। ফলত কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! প্রাণিগণের জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে অভাব থাকে, মধ্যে স্থিতি হয় এবং মৃত্যু হইলে পুনরায় অভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত দুঃখ করিবার তাৎপর্য্য কি? মনুষ্য নিতান্ত শোকাকুল হইলেও যখন মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে সমর্থ হয় না; তখন আপনি কি নিমিত্ত এই রূপ শোক প্রকাশ করিতেছেন। কৃতান্ত সকলকেই আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। কেহই তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। তৃণাগ্র সমুদায় যেমন বায়ুবেগের বশীভূত হইয়া উড্ডীন হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কৃতান্তের বশীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন হে মহারাজ! সকলকেই সেই একমাত্র কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইতে হইবে। কাল সকলেরই অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। অতএব মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোকের সম্ভাবনা কি? এক্ষণে যদি শাস্ত্রযুক্তি আপনার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে সংগ্রামনিহত বীরগণের নিমিত্ত আর শোক প্রকাশ করিবেন না। তাঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। ঐ সকল বীর স্বাধ্যায় সম্পন্ন ও ব্রতপরায়ণ; বিশেষত তাঁহারা যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি। আর দেখুন, জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে ঐ সমস্ত বীরগণের দর্শন লাভ হয় নাই এবং এক্ষণেও পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন; আর তাঁহাদিগের সহিত আপনার ও আপনার সহিত তাঁহাদিগের আর কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। হে মহারাজ! সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গলাভ এবং শত্রু বিনষ্ট করিলে যশোলাভ হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ বিষয়ই বহুগুণাত্মক; সুতরাং যুদ্ধপ্রবৃত্তি কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। যাঁহারা সমরে নিহত হন, তাঁহারা ইন্দ্রের নিকট আতিথ্য লাভ করেন। দেবরাজ রণনিহত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অভীষ্ট লোক নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন, সন্দেহ নাই। বীরগণ সমরে প্রাণ ত্যাগ করিয়া যেমন অবিলম্বে স্বর্গ লাভ করেন, অন্যে প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান, তপঃসাধন ও বিদ্যানুশীলন দ্বারা সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না। সেই সমস্ত মহাবীর বিপক্ষ বীরগণের দেহরূপ হুতাশনে শরনিকররূপ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অরাতিগণের শরবেগ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারাজ! যুদ্ধ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গলাভের সুলভ পথ আর কিছুই নাই। সেই সমস্ত মহাবল

পরাক্রান্ত মহাত্মা ক্ষত্রিয় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আপনি শোকবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। শোকে অভিভূত হইয়া আপনার কার্য্য বিস্মৃত হইবেন না। এই জগতে সহস্র সহস্র লোকের মাতা পিতা ও পুত্র কলত্র বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কেহই কাহারও নহে। এই সংসারে শোক ও ভয়ের অসংখ্য কারণ বিদ্যমান আছে; তৎসমুদায় প্রতিনিয়ত মূর্খকেই অভিভূত করিয়া থাকে, পণ্ডিতের সম্মুখীন হইতে কদাচ সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! কাহারও উপর কালের প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। কাল কাহারই প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে না; সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। সকল প্রাণীই কাল প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হয়। সকলে নিদ্রিত হইলেও একমাত্র কাল নিরন্তর জাগরিত থাকে। উহারে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। দেখুন, জীবন, যৌবন, রূপ, ধন, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস কিছুই চিরস্থায়ী নহে; বিবেচক লোকেরা এই ভাবিয়াই ঐ সমস্ত বিষয়ে কোন ক্রমেই লিপ্ত হন না। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত একাকী এই সাধারণভোগ্য দুঃখ ভোগ করিতেছেন? লোকে দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অনুশোচন দ্বারা তাহার সেই দুঃখ কদাচ নিরাকৃত হয় না। দুঃখ চিন্তা না করাই দুঃখ নাশের প্রকৃত ঔষধ। নিরন্তর দুঃখ চিন্তা করিলে উহা কদাচ অপনীত হয় না, প্রত্যুত পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগ এই দুই কারণ বশত মনোদুঃখে নিরন্তর দগ্ধ হয়। হে মহারাজ! শোক প্রকাশ করা ধর্ম্মানুশীলন, অর্থ চিন্তা বা সুখভোগ নহে। শোকাকুল হইলে লোকের কার্য্যক্ষতি ও ত্রিবর্গ নাশই হইয়া থাকে। মূর্খেরা বিশেষ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা সেই অবস্থায় সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে মানসিক দুঃখ ও ঔষধ প্রভাবে দৈহিক দুঃখ অপনীত করিবেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কাহারই দুঃখ দুরীকণের তাদৃশ ক্ষমতা নাই। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম মনুষ্য শয়ন করিলে তাহার পশ্চাৎ শয়ন, অবস্থান করিলে পশ্চাৎ অবস্থান ও ধাবমান হইলে উহা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া থাকে। মনুষ্য যে যে অবস্থায় যেরূপ শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই সেই অবস্থাতেই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং যে শরীরে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারে সেই শরীরে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই আপনার কৃত ও অকৃত কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখ ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দুঃখ হইয়া থাকে। সকলেই আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই ফলভোগে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কখনই জ্ঞানবিরুদ্ধ বহু পাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাত্মন্! তোমার পরম উপাদেয় বাক্য শ্রবণে আমার শোক নিবারণ হইল। এক্ষণে আমি পুনরায় তোমার মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব পণ্ডিতেরা অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত মানসিক দুঃখ হইতে কি রূপে মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! যে যে উপায় দ্বারা মনোদুঃখ ও সুখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, পণ্ডিতেরা সেই সেই উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক সুখদুঃখবর্জ্জিত হইয়া শান্তি লাভ করেন। আমরা যা কিছু চিন্তা করি, সকলই অনিত্য। মানবগণ কদলীবৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসার পদার্থ। যখন বিদ্বান্, মূর্খ, ধনবান্ ও নির্দ্ধন সকলে একত্র হইয়া স্নায়ুপরিবৃত অস্থিময় মাংসশূন্য গাত্রে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তৎকালে অপর লোকে কিরূপে তাহাদিগের কুল, রূপ ও গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে? লোকে আপনার বুদ্ধির দোষেই পরস্পর লিপ্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা মানবদিগের দেহকে গৃহ স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কালক্রমে সেই দেহ ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু জীবাত্মার কোন কালেই বিনাশ নাই। লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মা তদ্রূপ এক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব কার্য্য দ্বারাই ইহলোকে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ ও সুখ দুঃখ লাভ হয় বলিয়াই মনুষ্য অবশই হউক ও স্ববশই হউক, সততই কর্ম্মভার বহন করে। যেমন মৃণ্ময় ভাণ্ডের মধ্যে কতগুলি কুলালচক্রে আরূঢ়, কতগুলি কিঞ্চিৎ আকার সম্পন্ন, কতগুলি সম্পূর্ণ গঠিত, কতগুলি ছিন্ন, কতগুলি অবরোপ্যমান, কতগুলি অবতীর্ণ, কতগুলি শুষ্ক, কতগুলি অনলদগ্ধ, কতগুলি অনল হইতে উদ্ধৃত ও কতগুলি জনসমাজে ব্যবহৃত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ গর্ভবাস কালে, কেহ কেহ প্রসবান্তে, কেহ কেহ একদিন পরে, কেহ কেহ এক পক্ষান্তে, কেহ কেহ এক মাসাবসানে, কেহ কেহ এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে, কেহ কেহ যৌবনাবস্থায়, কেহ কেহ প্রৌঢ়াবস্থায় ও কেহ কেহ বৃদ্ধাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়া থাকে। ভূতগণ জন্মান্তরীণ কার্য্য দ্বারা ইহলোকে জন্ম গ্রহণ বা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে মহারাজ! যখন সংসারের এই রূপ গতি, তখন আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? প্রাণিগণ যেমন সলিলে ক্রীড়া করিতে করিতে এক বার নিমগ্ন ও এক বার উন্মগ্ন হয়, তদ্রূপ অল্পবুদ্ধি লোক স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই সংসারে ক্লেশ ও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে সকল বিজ্ঞলোক ইহলোকে প্রাণিগণের হিত চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগেরই পরম গতি লাভ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বাক্যবিশারদ! অতি দুর্জ্জেয় সংসারের গতি কি রূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, তুমি যথার্থ রূপে উহা কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! প্রাণীদিগের জন্মাবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জীব সর্ব্ব প্রথমে গর্ভ মধ্যে গাঢ় রক্তে লীন থাকে। পরে পঞ্চম মাস অতীত হইলে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইয়া মাংস শোণিতলিপ্ত অতি অপবিত্র স্থানে বাস করে। পরিশেষে বায়ু প্রভাবে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া যোনিদ্বারে আগমন ও বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া তথা হইতে মুক্ত হয়। এই রূপে প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ইন্দ্রিয় পাশে বদ্ধ হইতে থাকে। তখন অন্যান্য বিবিধ উপদ্রব তাহারে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। গ্রহ সমুদায় আমিষলোলুপ সারমেয়গণের ন্যায় তাহার সন্নিধানে সমাগত হয়। ব্যাধি সকল কর্ম্মদোষে তাহার শরীরে প্রবেশ করে এবং আর আর বিবিধ ব্যসন তাহারে নিপীড়িত করিতে থাকে। মনুষ্য বাল্যকালে এই প্রকার বিবিধ

ক্লেশে পরিক্লিষ্ট হইয়া কোন ক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় কাহারে সৎ কর্ম্ম আর কাহারেই বা অসৎ কর্ম্ম বলে, তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। তৎকালে তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরাই তাহারে রক্ষা করিয়া থাকে। ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ক্রমে যমলোক গমনের সময় সমুপস্থিত হইতেছে বলিয়া বোধ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যমদূত তাহারে যথাকালে আকর্ষণ পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে। সংসারের কি চমৎকার গতি! লোকে বারংবার আপনি আপনার বিনাশের কারণ হইয়াও আপনারে উপেক্ষা করে। ক্রোধ, লোভ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া একবারে আত্মজ্ঞান রহিত হয় এবং কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রভাবে কুলহীনদিগকে ও ধনদর্পে দরিদ্রগণকে নিন্দা করিয়া থাকে। অনেকে অন্যের উপর দোষারোপ ও অন্যকে মূর্খ জ্ঞান করে; কিন্তু আপনার শাসন বা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যখন প্রাজ্ঞ ও মূর্খ, ধনবান ও নির্দ্ধন এবং মর্য্যাদাপন্ন ও মর্য্যাদাহীন সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্র হইয়া অস্থিভূয়িষ্ঠ শিরাসংযুক্ত মাংসশূন্য কলেবরে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তখন কেহ কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা তাহাদের কুল, রূপ ও গুণ অবগত হইতে পারে না। যখন সকলকেই সমভাবে ধরাতলে নিপতিত হইয়া দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হইতে হইবে, তখন বুদ্ধিহীন মানবগণ কি নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিতে বাসনা করে। হে মহারাজ! যে ব্যক্তি জন্মাবধি এই বাক্য শ্রবণ করে, তাহার অন্তে পরম গতি লাভ হয় এবং তাহার পক্ষে কোন পথই দুর্গম হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! যে বুদ্ধি প্রভাবে ধর্ম্মগহনে প্রবেশ করা যায়, সেই বুদ্ধির বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! আমি ভগবান্ ব্রহ্মারে নমস্কার করিয়া আপনার আদেশানুরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহর্ষিগণ সংসারকে বনস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে এক দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ বন সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ ও নিশাচরগণে সমাকীর্ণ ও ভীষণ শব্দে পরিপূরিত। উহা এরূপ ভয়ানক যে, দর্শন করিবামাত্র কৃতান্তকেও একান্ত ভীত হইতে হয়। সেই ভীষণ অরণ্য দর্শন করিয়া দ্বিজবরের অন্তঃকরণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি কাহার শরণাপন্ন হইব এই ভাবিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণভয়ে ধাবমান হইলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই সেই বনচরদিগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে, ঐ ভীষণ কানন বন্ধনজালে সমাবৃত ও শৈলের ন্যায় সমুন্নত পঞ্চশীর্ষ নাগগণে সমাকীর্ণ। এক বৃহৎকায় কামিনী বাহুদ্বয় দ্বারা ঐ অরণ্য আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। ঐ কাননে সুদৃঢ় তৃণলতাদিমণ্ডিত একটা বৃহৎ কূপ বিদ্যমান ছিল। দ্বিজবর ভ্রমণ করিতে করিতে সেই লতাবিতানজড়িত গভীর কূপে নিপতিত ও লতাজালে লগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধ্বপাদে অধোমস্তকে বৃন্তসংলগ্ন পনসফলের ন্যায় লম্বমান রহিলেন। ব্রাহ্মণ যে কূপমধ্যে লম্বমান হইয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এমন নহে, ঐ স্থানেও তাঁহার অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হইল। তিনি তথায় সেই অবস্থায় অবস্থান পূর্ব্বক দেখিলেন যে, একটা মহাসর্প ঐ কূপের অধোভাগে অবস্থিত রহিয়াছে এবং একটা ষড়্বক্ত্র দ্বাদশচরণ কৃষ্ণবর্ণ মদ-

মত্ত মাতঙ্গ ক্রমে ক্রমে ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষের সমীপে আগমন করিতেছে। ঐ বৃক্ষের প্রশাখায় নানারূপধারী ভয়ঙ্কর মধুকরগণ মধুক্রম আবৃত করিয়া নিরন্তর প্রাণিগণের প্রার্থনীয় ব্রহ্মারও লোভনীয় অতি উপাদেয় মধু পান করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কতগুলি কৃষ্ণসর্প ও শ্বেতবর্ণ মূষিক দশন দ্বারা ঐ পাদপ ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে মহারাজ! সেই বৃক্ষশাখা হইতে অনবরত মধুধারা নিঃসৃত হইতেছিল। ব্রাহ্মণ ঐ সঙ্কট সময়েও সতত সেই মধুধারা পান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। বরং উত্তরোত্তর তাঁহার অধিক লাভের প্রত্যাশা বলবতী হইতে লাগিল। তখন ঐ অবস্থাতেও তাঁহার জীবনে কিছুমাত্র নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল না। হে মহারাজ! ঐ অরণ্যে প্রথমত হিংস্রজন্তুগণ, দ্বিতীয়ত সেই ঘোররূপা কামিনী, তৃতীয়ত কূপের অধঃস্থিত মহাসর্প, চতুর্থত কূপমুখস্থ বৃক্ষাভিমুখে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গ, পঞ্চমত মূষিকদশনছিন্ন বৃক্ষের পতন ও ষষ্ঠত মধুলুব্ধ মধুকরগণ হইতে বিষম শঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সচ্ছন্দে সেই অরণ্যে কূপমধ্যে সেই অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, কোন ক্রমেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তখন ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হায়! সেই ব্রাহ্মণের তথায় অবস্থান করা নিতান্ত কষ্টকর হইল, সন্দেহ নাই। তিনি কি নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন? তিনি যে স্থানে বাস করিতেছেন, সে স্থান কোথায় এবং তথা হইতে তাঁহার পরিত্রাণের উপায়ই বা কি, তাহা কীর্ত্তন কর। তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! মোক্ষধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান সংসারের আদর্শ স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মানবগণ উহা বিশেষ অবগত হইয়া সাবধানে অবস্থান করিতে পারিলে পরলোকে সুকৃত লাভে সমর্থ হয়। ইতিপূর্ব্বে আপনারে যে মহারণ্যের কথা কহিলাম, উহা মহাসংসার। উহাতে যে সকল হিংস্র জন্তু আছে, তাহারা ব্যাধি আর সেই বৃহৎকায় কামিনী রূপলাবণ্যবিনাশিনী জরা এবং সেই কূপ মানবগণের দেহ-স্বরূপ। ঐ কূপের অধোভাগে যে মহাসর্প বাস করিতেছে, সে মনুষ্যগণের সর্ব্বসংহারকর্ত্তা, প্রাণীদিগের অন্তক কাল। ঐ কূপমধ্যে যে লতা সঞ্জাত হইয়াছে এবং যাহাতে সেই ব্রাহ্মণ লম্বমান রহিয়াছে, উহা মনুষ্যদিগের জীবিতাশা। যে ষড়ানন কুঞ্জর ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষ সমীপে গমন করিতেছে, উহা সংবৎসর; উহার ছয় মুখ ছয় ঋতু এবং দ্বাদশ চরণ দ্বাদশ মাস। যে সকল মূষিক ও পন্নগ ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতেছে, উহারা প্রাণিগণের আয়ুঃক্ষয়কর দিবা ও রাত্রি। আর যে সকল মধুকরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহারা কাম। আর সেই বৃক্ষ হইতে যে মধুধারা নিঃসৃত হইতেছে, উহা কামরস। মানবগণ ঐ রসে সতত নিমগ্ন হইয়া থাকে। হে মহারাজ! পণ্ডিতগণ সংসারকে এই রূপ স্থির করিয়া উহাতে বদ্ধ হন না।

সপ্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাত্মন্! তুমি স্বীয় তত্ত্বদর্শিতা প্রভাবে অদ্ভুত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে। তোমার বাক্যামৃত পান করিতে পুনর্ব্বার কৌতূহল হইতেছে।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! পণ্ডিতেরা যাহা শ্রবণ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হন,

আমি পুনর্ব্বার সেই বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। লোকে যেমন অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইলে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া থাকে, তদ্রূপ নির্ব্বোধ লোকেরা এই সংসার পর্য্যটন ক্রমে বারংবার গর্ভবাস আশ্রয় করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা হইতে মুক্ত হন, এই নিমিত্ত শাস্ত্রবিৎ বিজ্ঞ লোকেরা এই সংসার গহনকে পথ বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই এই পথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; কেবল পণ্ডিতগণ উহাতে বিরত হইয়া আছেন। ঐ পথে হিংস্রজন্তুর ন্যায় শারীরিক ও মানসিক বিবিধ ব্যাধি সতত মনুষ্যগণকে আক্রমণ করে। যদি কেহ কোন ক্রমে ব্যাধির হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা হইলে জরা ক্রমে ক্রমে তাহারে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার রূপ বিনাশ করিতে থাকে, কিন্তু মনুষ্য এরূপ নির্ব্বোধ যে, ঐ রূপ দুরবস্থাতেও কোন ক্রমে জীবিতবাসনা পরিত্যাগ করে না; সততই শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে বিলিপ্ত থাকে। সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবারাত্রি ক্রমে ক্রমে মনুষ্যগণের রূপ ও পরমায়ু ক্ষয় করিতে থাকে; কিন্তু ঐ নির্ব্বোধেরা উহাদিগকে কালের প্রতিনিধি বলিয়া অবগত হইতে পারে না। সকলে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাণিগণের শরীরকে যমের রথ, জীবনকে ঐ রথের সারথি, ইন্দ্রিয়গণকে উহার অশ্ব ও কর্ম্ম বুদ্ধিরে ঐ অশ্বদিগের রশ্মি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি সেই ধাবমান অশ্বগণকে বুদ্ধিরূপ প্রগ্রহ দ্বারা নিবৃত্ত না করিয়া তাহাদের অনুধাবন করে, তাহারে এই সংসারচক্রে চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। আর যাহারা ঐ অশ্বগণের সহিত ভ্রমণ করিয়াও মুগ্ধ না হয়, তাহাদিগকে এই সংসারে বারংবার ভ্রমণ করিতে হয় না।

হে মহারাজ! মানবগণকে এই রূপে সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সেই দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাতে উপেক্ষা করা কোন রূপেই বিধেয় নহে। উপেক্ষা করিলে উহা ক্রমে ক্রমে শতধা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহলোকে যিনি ক্রোধলোভে বিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, সন্তুষ্টচিত্ত ও সত্যবাদী, তিনিই শান্তি লাভে সমর্থ হন। আর যে ব্যক্তি নিতান্ত নির্ব্বোধ ও মুগ্ধ, সেই আপনার মত রাজ্য, সুহৃৎ ও পুত্র বিনাশে নিতান্ত কাতর হইয়া অনুতাপ ও দুঃখ ভোগ করে। সংযতচিত্ত সাধুব্যক্তিরা জ্ঞানরূপ মহৌষধি প্রয়োগ পূর্ব্বক দুঃখরূপ মহাব্যাধি নিরাকৃত করিয়া থাকেন। চিত্তস্থৈর্য্য দুঃখ বিমোচনের যেরূপ উৎকৃষ্ট উপায়, বিক্রম, অর্থ বা বন্ধুবান্ধব সেরূপ নহে। অতএব আপনি স্থিরচিত্ত হইয়া দুঃখ সংবরণ করুন। দম, দান ও অনবধানতা এই তিনটী ব্রহ্মার অশ্ব। যিনি শীলরূপ রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ তিন অশ্বসংযুক্ত মানসরথে আরোহণ করিতে পারেন, তিনি শমনভয় পরিহার পূর্ব্বক অনায়াসে ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হন। আর যিনি প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোকে গমন করেন। অভয়দানে যে রূপ ফল লাভ হয়, সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠানে ও নিত্য উপবাসেও সেরূপ ফল লাভ হয় না। প্রাণিগণের মধ্যে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই। কেহই মৃত্যু অভিলাষ করে না। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অসূক্ষ্মদর্শী ভ্রান্তবুদ্ধি মানবগণ মোহজালে জড়িত হইয়া অনবরত ভ্রমণ করিতে থাকে। আর সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মারা শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

অষ্টম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুত্র-শোকার্ত্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের বাক্য শ্রবণানন্তর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বিদুর, সঞ্জয় এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও দ্বারপালগণ তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বহু ক্ষণ সুশীতল জলসেক, তালবৃন্ত বীজন ও গাত্র-সংস্পর্শ দ্বারা পরম যত্ন সহকারে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। এই রূপে অন্ধরাজ বহু ক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া বিলাপ করত ব্যাসদেবকে কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! মানবদেহ ধারণে ধিক্। মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেই পুত্র, অর্থ ও জ্ঞাতিকুটুম্ব বিনাশের নিমিত্ত পদে পদে বিষাগ্নি সদৃশ বিবিধ দুঃখ উপস্থিত হইয়া শরীর দগ্ধ ও বুদ্ধি বিনষ্ট করিতে থাকে। দুঃখাগ্নিতে দেহ দগ্ধ হইলে লোকে অচিরাৎ মৃত্যু প্রার্থনা করে। এক্ষণে দুর্ভাগ্য বশতই আমার এই রূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে; অতঃপর প্রাণ-পরিত্যাগ ব্যতীত এ দুঃখের আর নিষ্কৃতি দেখিতেছি না; অতএব আমি আজিই কলেবর পরিত্যাগ করিব। মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এই কথা কহিয়া শোকে নিতান্ত অভিভূত ও চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন মহর্ষি বেদব্যাস শোকসন্তপ্ত স্বীয় পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, মেধাবী ও পরম ধার্ম্মিক। কোন বিষয়ই তোমার অবিদিত নাই। মর্ত্ত্যদিগের অনিত্যতা বিষয় বিশেষ অবগত আছ। যখন সমস্ত জীবলোক অনিত্য এবং জন্ম পরিগ্রহকারী ব্যক্তিমাত্রেরই মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তখন তুমি কি নিমিত্ত শোক করিতেছ? দৈব তোমার সাক্ষাতেই দুর্য্যোধনকে নিমিত্ত করিয়া তোমাদের এই বিরোধ উৎপাদন করিয়াছেন। সুতরাং কৌরবকুলের ধ্বংস দৈবায়ত্ত ও অখণ্ডনীয়; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পরলোকগত বীরগণের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? মহামতি বিদুর সন্ধি সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, লোকে চির কাল যত্ন করিলেও দৈব ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না।

হে বৎস! দেবগণ তোমাদের কুলক্ষয়ের নিমিত্ত যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সেই বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। উহা শ্রবণ করিলেই তোমার মন স্থির হইবে। পূর্ব্বে আমি একদা পুরন্দরের সভায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সমস্ত দেবতা ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন। ঐ সময় বসুমতীও স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকেতনে আমার নিমিত্ত যে কার্য্য সাধনে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, অচিরাৎ তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন সর্ব্বলোক পূজনীয় বিষ্ণু বসুমতীর সেই কথা শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, বসুন্ধরে! ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন তোমার কার্য্য সাধন করিবে। সে ভূপতি হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে। ঐ দুরাত্মার কার্য্য সাধনার্থ অন্যান্য ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া দৃঢ়তর অস্ত্রাঘাতে পরস্পরের বধ সম্পাদন করিলেই তোমার ভারলাঘব

হইবে। এক্ষণে অবিলম্বে স্বস্থানে গমন করিয়া লোকদিগকে ধারণ কর।

হে মহারাজ! তোমার পুত্র দুর্য্যোধন লোক সংহারের নিমিত্ত কলির অংশে গান্ধারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। সে নিতান্ত অমর্ষপরায়ণ, চপলস্বভাব, ক্রুদ্ধ ও দুর্ব্বিনীত ছিল। দৈব প্রভাবে তাহার ভ্রাতৃগণও তৎসদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল এবং শকুনি মাতুল ও কর্ণ পরম সখা হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের ন্যায় অন্যান্য অনেক ভূপতিও লোক বিনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। রাজা যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন হন, প্রজারাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে অধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম হইয়া উঠে। স্বামীর গুণ দোষ প্রভাবে ভৃত্যের গুণ দোষ সমুৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই। দুষ্ট রাজার দোষেই তোমার অন্যান্য তনয়গণ নিহত হইয়াছে। অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত অনর্থক শোক করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার পুত্রেরা নিতান্ত দুরাচার ছিল; তাহাদের দোষেই সমুদায় পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এ বিষয়ে পাণ্ডবগণের অণুমাত্র অপরাধ নাই। পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ রাজসূয় যজ্ঞস্থলে যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন যে, মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের কুলক্ষয় করিবে, অতএব এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। ঐ সময় পাণ্ডবগণ নারদের সেই বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে বৎস! এক্ষণে তোমার নিকট এই সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলাম। অতঃপর তুমি দৈবকৃত বিড়ম্বনা অবগত হইয়া শোক পরিত্যাগ, প্রাণধারণে যত্ন ও পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। আমি পূর্ব্বেই এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞসময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম। যুধিষ্ঠিরও আমার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগের সহিত বিদ্রোহ ঘটনা না হইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবের বলবত্ত্ব ও অখণ্ডনীয়তা প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কাহারই কৃতান্তের নিয়ম অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। তুমি ধার্ম্মিক, বুদ্ধিবিশারদ এবং প্রাণিগণের সদ্গতি ও দুর্গতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ; তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে মুগ্ধ হইতেছ? রাজা যুধিষ্ঠির তোমারে এরূপ শোকাভিভূত জানিতে পারিলে প্রাণ পরিত্যাগেও ক্ষান্ত হইবেন না। ধর্ম্মরাজ একান্ত ধীর। তিনি পশুপক্ষীর প্রতিও নিয়ত কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তোমার প্রতি তাঁহার দয়া না হইবার সম্ভাবনা কি? এক্ষণে তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা, দৈবের অখণ্ডনীয়তা অনুধ্যান ও পাণ্ডবগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া জীবন ধারণ কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকসমাজে কীর্ত্তি লাভ, ধর্ম্মার্থের অনুশীলন ও দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে। অতঃপর প্রজ্ঞারূপ জলসেচন দ্বারা প্রজ্বলিত পুত্রশোকানল নির্ব্বাপিত করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে জনমেজয়! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজা বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আমি গুরুতর শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি। বারংবার মোহ উপস্থিত হওয়াতে আমার আত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার মুখে নিগূঢ় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবগত হইলাম যে, আমার পুত্রগণ দৈবপ্রভাবেই নিহত হইয়াছে। অতএব আর আমি প্রাণ ত্যাগের বাসনা বা শোক প্রকাশ করিব না। মহারাজ!

তখন মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

নবম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ বেদব্যাস প্রস্থান করিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? আর ঐ সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি বীরত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার নিকট অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সঞ্জয়, দুর্য্যোধন ও তাঁহার সৈন্যগণের বিনাশে হতবুদ্ধি হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! নানা দেশীয় ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত পিতৃলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। দুর্য্যোধন বৈরতা উচ্ছিন্ন করিবার মানসে সমুদায় পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি যথানিয়মে পুত্র পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করুন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এই রূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিচেতন ও মৃতকল্প হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা বিদুর তাঁহারে ভূতলশায়ী দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় জীবকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন। প্রাণিগণের জন্মের পূর্ব্বে অভাব, তৎপরে কিয়দ্দিন মাত্র স্থিতি এবং পরিশেষে নিধনানন্তর পুনরায় অভাব লক্ষিত হয়। অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা বিজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য নহে। শোক করিলে মৃত ব্যক্তিরে প্রাপ্ত বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়া যায় না। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন। দেখুন, লোকে সংগ্রামবিমুখ হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। কাল সমুদায় জীবকেই আকর্ষণ করে। কালের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। তৃণরাশি যেমন বায়ুর বশীভূত হইয়া উড্ডীন হয়, প্রাণিগণও তদ্রূপ কালের বশীভূত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। ইহ লোকস্থ সমুদায় জীবগণকেই এক স্থানে গমন করিতে হইবে। অতএব কালবশবর্ত্তী ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর আপনি যে সমস্ত মহাত্মার নিমিত্ত শোক করিতেছেন, বস্তুত তাঁহারা শোচ্য নহেন। তাঁহারা সমরে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। বীরগণ যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়া যেরূপ সহজে স্বর্গ লাভ করেন, অন্যান্য লোকে প্রভূতদক্ষিণ বহুসংখ্যক যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যা প্রভাবে সেরূপ সহজে স্বর্গারোহণে সমর্থ হয় না। আপনার পক্ষীয় সমুদায় বীরই বেদবেত্তা ও ব্রত পরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই সংগ্রামবিমুখ হন নাই। তাঁহারা বিপক্ষদিগের শরীরানলে শরাহুতি প্রদান ও অনায়াসে শত্রুনিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাদের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের স্বর্গলাভের উত্তম পথ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সংগ্রাম অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। আপনার পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কখনই শোচনীয় নহেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং আশ্বাসিত হইয়া শোক সম্বরণ করুন। শোকাভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইবেন না।

দশম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যান সুসজ্জিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় বিদুরকে কহিলেন, মহাত্মন্! তুমি গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য মহিলাগণকে অবিলম্বে আনয়ন কর। অন্ধরাজ বিদুরকে এই কথা বলিয়া শোকসন্তপ্ত চিত্তে যানে আরোহণ করিলেন। অনন্তর পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণীদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিলেন। রোরুদ্যমানা রমণীগণ রাজার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বিদুর শোকসন্তপ্ত চিত্তে আর্ত্তস্বরে সেই রোরুদ্যমানা কুলকামিনীদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক রথে সংস্থাপিত করিয়া পুর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবগণের প্রতিগৃহে আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শোকে নিতান্ত অভিভূত হইল। পূর্ব্বে দেবগণও যে রমণীগণের মুখাবলোকন করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহারা অনাথা হইয়া সামান্য লোকের নেত্রপথে নিপতিত হইতে লাগিল। আলোলিতকেশা একবস্ত্রা কামিনীগণ অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক হরিণীগণ যেমন যূথপতির বিনাশে দুঃখার্ত্ত হইয়া শৈলগুহা হইতে বহির্গত হয় তদ্রূপ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং শোকাকুলিত চিত্তে অঙ্গনচারিণী ঘোটকীর ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইয়া পিতা পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন তাঁহারা যুগান্তকালীন লোক সংক্ষয়ের বিষয় প্রকাশ করিতেছেন। ঐ সময় তাঁহারা শোকে নিতান্ত হতজ্ঞান হইয়া কোন প্রকারেই কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে যে কামিনীগণ সখীজনের নিকটেও লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া থাকিতেন, এক্ষণে শ্বশ্রূদিগের সমীপেই লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা অল্প শোকের কারণ উপস্থিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাস প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন এক্ষণে তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই রূপে সেই রোরুদ্যমানা রমণীগণে পরিবৃত হইয়া দুঃখিত মনে সমরাঙ্গনে যাত্রা করিলেন। শিল্পী, বণিক ও বেশ্যারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহিলাগণের আর্ত্তনাদে ত্রিভুবন ব্যথিত হইয়া উঠিল। বীরগণ যুগান্তকালে প্রাণিগণের ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিল এবং অনুরক্ত পুরবাসিগণ ব্যথিত হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পরিজনগণ এক ক্রোশমাত্র গমন করিলে মহারথ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ বীরত্রয় জ্ঞানচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে রোরুদ্যমান নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়া অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমাদের অন্যান্য সমুদায় সৈন্যই বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট আছি।

অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজ্ঞি!

তোমার পুত্রগণ যখন নির্ভীক চিত্তে বীর জনোচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধারণ করিয়া অমরগণের ন্যায় সুনির্ম্মল দিব্য লোকে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদের পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই সমরে পরাঙ্মুখ বা শত্রুগণের শরণাপন্ন হইয়া নিহত হয় নাই। প্রাচীন মহাত্মারা ক্ষত্রিয়গণের সমরমৃত্যুই উৎকৃষ্ট গতিলাভের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাহাদের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার পুত্রগণের অরাতি পাণ্ডবগণও সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও আমি আমরা তিন জন, দুরাত্মা ভীমসেন অধর্ম্মানুসারে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র সেই রজনীতে শিবিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিয়াছি। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আমাদের হস্তে নিহত হইয়াছে। আমরা এই রূপে তোমার পুত্রের শত্রুগণকে বিনাশ পূর্ব্বক পরিশেষে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ রোষভরে নিশ্চয়ই বৈর নির্য্যাতনার্থ সমাগত হইবে, বিবেচনা করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি। পুরুষপ্রধান পাণ্ডবগণ পুত্রদিগের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আমাদিগকে সংহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতঃপর আর এ স্থানে অবস্থান করিতে সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি শোক সম্বরণ করিয়া আমাদিগকে প্রস্থানে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজও আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করুন।

হে জনমেজয়! অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বারংবার নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাগীরথীর অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন চিত্তে তিন জনে তিন দিকে ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্ম্মা স্বীয় রাজধানীতে এবং দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই বীরত্রয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে গমনে প্রবৃত্ত হইলেই মহারথ পাণ্ডবগণ পথিমধ্যে অশ্বত্থামারে আক্রমণ করিয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পরাজিত করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে মহাত্মা বাসুদেব, সাত্যকি, যুযুৎসু ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। দ্রৌপদীও দুঃখশোকাকুলিত চিত্তে পাঞ্চালমহিলাগণের সহিত ধর্ম্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, পুত্রশোকপীড়িত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহিলাগণে পরিবৃত হইয়া ভাগীরথীতীরাভিমুখে গমন করিতেছেন। কামিনীগণ কুররীর ন্যায় দুঃখিত মনে এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন, হা ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তোমার সে ধর্ম্মানুরাগিতা ও অনৃশংসতা কোথায় গেল! তুমি কিরূপে ভ্রাতা, গুরুপুত্র ও মিত্রগণকে বিনাশ করিলে! মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও জয়দ্রথকে সংহার করিয়া কি তোমার মন ব্যথিত হই-

তেছে না! এক্ষণে মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং গুরু ও ভ্রাতৃগণ বিরহে তোমার রাজ্যলাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মহিলাগণের এই রূপ বিলাপ শ্রবণ করিতে করিতে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে অন্যান্য পাণ্ডবেরাও স্ব স্ব নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অন্ধরাজের অভিবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র অপ্রসন্ন মনে ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সম্পন্ন করিবার মানসে ভীমকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন তাঁহার শোকানল ক্রোধসমীরণে সন্ধুক্ষিত হইয়া ভীমসেনরূপ তৃণরাশি দগ্ধ করিবার অভিলাষ করিয়াছে। হে মহারাজ! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব ইহার পূর্ব্বেই ভীমের উপর ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি অন্ধরাজের ভাব দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় সবিশেষ অবগত হইয়া ভীমকে হস্ত দ্বারা অবরোধ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে সেই লৌহময় ভীম প্রদান করিলেন। অযুত নাগতুল্য বলশালী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহময় ভীমকে প্রাপ্তিমাত্র ভুজ দ্বারা গ্রহণ করিয়া যথার্থ ভীম বোধে বল প্রকাশ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভীমের লৌহময় প্রতিকৃতি চূর্ণ করিবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রের বক্ষঃস্থল বিমর্দ্দিত হইয়া গেল এবং আস্যদেশ হইতে অনবরত রুধিরপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি শোণিতসিক্ত কলেবরে পুষ্পিত পারিজাতের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় তাঁহারে অবলম্বন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুলিত চিত্তে হা ভীম! হা ভীম! বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পুরুষপ্রধান বাসুদেব অন্ধরাজকে ক্রোধহীন ও ভীমবধে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনি লৌহময় ভীমকে চূর্ণ করিয়াছেন; প্রকৃত ভীমকে বিনাশ করেন নাই। আমি আপনারে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া ভীমকে মৃত্যুর দশনান্তর্গত বোধ করিয়া অগ্রেই অপসারিত করিয়াছিলাম। আপনার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। আপনি ভুজযুগল দ্বারা পরিগ্রহ করিলে কোন্ ব্যক্তি উহা সহ্য করিতে পারে। কৃতান্তের সন্নিহিত হইলে যেমন কেহ জীবিত সত্ত্বে বিমুক্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ আপনার বাহুযুগলের মধ্যগত হইলে কোন বীরই জীবিত লাভে সমর্থ হয় না। আমি সেই নিমিত্তই আপনার নিকট দুর্য্যোধননির্ম্মিত লৌহময় ভীমপ্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আপনার মন পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত ও ধর্ম্মভাব শূন্য হইয়াছে, এই নিমিত্তই আপনি ভীমসেনকে বিনাশ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুত ভীমকে সংহার করা আপনার শ্রেয় নহে। দেখুন, আপনার পুত্রগণ কদাচ জীবিত থাকিতেন না। নচেৎ আমরা পূর্ব্বে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াও কি নিমিত্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না? অতএব এক্ষণে উহা বিশেষ রূপে অনুধ্যান করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর পরিচারকগণ অন্ধরাজের গাত্রপ্রক্ষালনাদি শৌচক্রিয়া

সম্পাদন করিলে বাসুদেব পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, নরনাথ! আপনি সমস্ত কার্য্যাকার্য্য বিবেচনায় সমর্থ ও বহুদর্শী এবং বেদ, পুরাণ ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তবে কি নিমিত্ত স্বয়ং অপরাধ করিয়া ঈদৃশ কোপ প্রকাশ করিতেছেন? তৎকালে আমি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও সঞ্জয় আমরা সকলে আপনারে কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ সমধিক বলবীর্য্যশালী; সুতরাং তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনই অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাত্মন্! আমরা ঐ রূপে বারংবার আপনারে সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলেও আপনি সে সময় আমাদিগের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলেন; কোন ক্রমেই তদনুরূপ কার্য্য করিলেন না। দেখুন, যে স্থিরবুদ্ধি মহীপাল স্বয়ং আপনার দোষ দর্শন ও দেশকাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, তিনি মঙ্গল লাভে সমর্থ হন। আর যিনি হিতাহিত বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করেন না, তাঁহারে নিশ্চয়ই দুর্নীতি নিবন্ধন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শোক করিতে হয়। আপনি নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব ও দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী ছিলেন বলিয়াই এই রূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমসেনকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ভীমের অপরাধ কি? যে নীচাশয় স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক দ্রৌপদীরে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, মহাবীর বৃকোদর তাহারে বিনাশ করিয়া বৈর নির্য্যাতন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি নিরপরাধে পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, আর দুর্য্যোধনও উহাদের উপর কত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধ সংবরণ করুন।

হে জনমেজয়! দেবকীপুত্র বাসুদেব এই রূপ কহিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! তুমি যাহা যাহা কহিতেছ, তৎসমুদায়ই সত্য; কিন্তু বলবান্ অপত্যস্নেহ আমারে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়াছিল, সেই নিমিত্তই আমি ভীমের অশুভানুষ্ঠানে বাসনা করিয়াছিলাম। তুমি ভাগ্যক্রমে সত্যপরাক্রম মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে রক্ষা করাতে সে আমার ভুজপঞ্জরে নিপতিত হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; আমার শোকতাপ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে; অতঃপর মহাবীর ভীমসেনকে কুশল প্রশ্ন ও সাদর সম্ভাষণ করিব। আমার তনয়গণ ও অন্যান্য ভূপতি সমুদায় নিহত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে পাণ্ডুতনয়গণই আমার প্রীতি ও মঙ্গলের আস্পদ হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া গান্ধারীর নিকটে গমন করিলেন। পুত্রশোকার্ত্তা পতিপরায়ণা গান্ধাররাজদুহিতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অরাতিবিহীন অবগত হইয়া শাপ প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন। ঐ সময় দিব্যদৃষ্টি সর্ব্বভূতভাববেত্তা সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস পাণ্ডবগণের প্রতি গান্ধারীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভাগীরথীর বিমল জলে অবগাহন পূর্ব্বক মনোমারুত বেগে অচিরাৎ পুত্রবধূর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে শান্ত করিবার মানসে কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিগুণ অবলম্বন কর। ইতি পূর্ব্বে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন অরাতিগণের সহিত

সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবসই সময়ে সময়ে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিল, মাত! আমি শক্রগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন। তুমিও সেই সেই সময়ে তাহারে কহিয়াছিলে, বৎস! যে খানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়। হে কল্যাণি! তুমি সমুদায় প্রাণীর হিতচেষ্টায় নিরত। তোমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। মহাত্মা পাণ্ডবগণ তুমুল যুদ্ধে অসংখ্য নৃপতির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া তোমার বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়াছে। পূর্ব্বে তোমার অসাধারণ ক্ষমা, গুণ ছিল, আজি তুমি কি নিমিত্ত সেই গুণ পরিত্যাগ করিতেছ। এক্ষণে অধর্ম্মকে পরাজয় করাই তোমার কর্ত্তব্য। যে খানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক এক্ষণে কোপ সম্বরণ কর।

গান্ধারী কহিলেন, ভগবন্! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ঈর্ষা নাই। আর উহারা যে বিনষ্ট হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু পুত্রশোকে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিহ্বল হইতেছে। কুন্তী যেমন পাণ্ডবগণকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমার এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও তাঁহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবেরও কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কৌরবগণ দর্পপ্রভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াই নিহত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি না। কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন যে দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক, তাহারে অপেক্ষাকৃত শিক্ষানিপুণ দেখিয়া বাসুদেবের সাক্ষাতে তাহার নাভির অধোদেশে গদাঘাত করিয়াছে, উহার সেই অধর্ম্মই আমার কোপানল প্রজ্বলিত করিতেছে। সংগ্রামস্থলে আপনার প্রাণ রক্ষার্থ সাধু জনসমুদ্দিষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কি বীর পুরুষের উচিত কার্য্য?

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর ভীমসেন গান্ধারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ভীত চিত্তে তাঁহারে অনুনয় সহকারে কহিতে লাগিলেন, মাত! আমি আত্মরক্ষা করিবার মানসে ভয় প্রযুক্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ধর্ম্ম্যই হউক আর অধর্ম্ম্যই হউক, আপনি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি অধর্ম্মানুসারেই আপনার আত্মজকে বিনাশ করিয়াছি। ধর্ম্মযুদ্ধে তাহারে সংহার করা নিতান্ত দুষ্কর এবং সে আমারে বিনাশ করিলেই রাজ্য গ্রহণ করিবে, এই ভাবিয়াই আমি অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মরাজকে পরাজয়, আমাদিগের সহিত সতত শঠতাচরণ এবং একবস্ত্রা রজস্বলা রাজকুমারী দ্রৌপদীর প্রতি বিবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। বিশেষত তাহারে আয়ত্ত না করিলে আমাদিগের এই সসাগরা বসুন্ধরা ভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, এই নিমিত্তই আমি ঐ রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে আর্য্যে! যৎকালে সেই দুরাচার সভামধ্যে আমাদিগের প্রতি যথোচিত কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীরে বাম ঊরু প্রদর্শন করিয়াছিল, আমরা তৎকালেই তাহারে বিনাশ করিতাম, কেবল ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারেই এত দিন সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। হে আর্য্যে! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপে ধর্ম্মরাজের অন্তঃকরণে বৈরানল সন্ধুক্ষিত করিয়া আমাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক বিস্তর ক্লেশ প্রদান করিয়াছে। আমি

সেই নিমিত্তই ঐ রূপ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে দুর্য্যোধন বিনষ্ট হওয়াতে বৈরানল এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় রাজ্য অধিকার করিয়াছেন এবং আমরাও রোষ শূন্য হইয়াছি।

তখন গান্ধারী বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভীম! তুমি বৈর নির্য্যাতন মানসে দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে নিহত করিয়া প্রশংসার কার্য্য কর নাই। আর বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনষ্ট করিলে তুমি যে দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছিলে, তোমার সেই কার্য্যটি সাধুজনবিগর্হিত, ক্রূর ও অনার্য্য জনের সমুচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তখন ভীমসেন কহিলেন, আর্য্যে! আত্মীয়ের কথা দূরে থাকুক, অপরেরও রুধির পান করা অকর্ত্তব্য; বিশেষত ভ্রাতা আত্মার তুল্য, সুতরাং দুঃশাসনের রুধির পান আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত, তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু বস্তুত আমি তাহার রুধির পান করি নাই, দুঃশাসনের শোণিত আমার অধর ওষ্ঠ অতিক্রম করিয়া উদরস্থ হয় নাই; কেবল তাহার শোণিতে আমার হস্তদ্বয় সংসিক্ত হইয়াছিল। এই বিষয় মহাবীর কর্ণ সম্যক্ অবগত ছিলেন। বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনাশ করিলে আপনার আত্মজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিল। আমি তৎকালে তাহাদিগের ত্রাসোৎপাদনের নিমিত্ত ঐ রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। আর দেখুন, দ্রৌপদী দ্যূতে পরাজিত হইলে দুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ করাতে আমি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া তাহার রুধির পান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা অদ্যাপি আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। যদি আমি সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিতাম, তাহা হইলে আমারে যাবজ্জীবন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে হইত; এই নিমিত্তই আমি ঐ রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার পুত্রগণ আমাদিগের নিকট বিলক্ষণ অপরাধী হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাহাদিগকে শাসন না করিয়া এক্ষণে আমারে কি নিমিত্ত দোষী করিতেছেন?

তখন গান্ধারী কহিলেন, বৎস! তুমি আমাদিগের এক শত পুত্রের মধ্যে যে তোমাদের অল্প অপরাধ করিয়াছিল, এমন একটিরেও কি নিমিত্ত অবশিষ্ট রাখিলে না? সেই পুত্রই এই অন্ধদ্বয়ের যষ্টিস্বরূপ হইত। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি, আমাদিগের রাজ্যও অপহৃত হইয়াছে, এখন তুমিই আমাদিগের পুত্রস্বরূপ হইলে। যাহা হউক, যদি তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে, তাহা হইলে আমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত হইত না।

হে মহারাজ! পুত্রপৌত্রবধপীড়িতা রাজমহিষী গান্ধারী এই বলিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে পুনরায় কহিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায়? তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত কলেবরে গান্ধাররাজতনয়ার সন্নিহিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবি! আমি আপনার পুত্রহন্তা, অতিনৃশংস এবং আপনাদিগের রাজ্যনাশের একমাত্র হেতু; আপনি এক্ষণে আমারে অভিশাপ প্রদান করুন। আমি আপনার শাপ প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। আর্য্যে! আমি মিত্রদ্রোহী ও মূঢ়। আমি যখন তাদৃশ সুহৃদগণকে বিনষ্ট করিয়াছি, তখন আমার রাজ্য, জীবন ও ধনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দেহ অবনত করিয়া গান্ধারীর চরণে নিপতিত হইবার উপক্রম করিলেন। তখন দূরদর্শিনী গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে কিছুমাত্র

প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবরণের মধ্য হইতে তাঁহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ দর্শন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাত হইবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির কুনখী হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বাসুদেবের পশ্চাৎ ভাগে গমন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ সকলেই ভীত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক জননীর ন্যায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ গান্ধারীর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক বীরপ্রসূতি জননী কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী বহু দিন তনয়গণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ না করিয়া অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বসনে মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রগণকে অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত কলেবর দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের গাত্রে বারংবার করস্পর্শ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তৎপরে তিনি হতপুত্রা দ্রৌপদীরে ভূতলে নিপতিত ও অনর্গল নির্গলিত অশ্রুজলে অভিষিক্ত দেখিয়া বিস্তর অনুতাপ করিলেন।

তখন দ্রৌপদী কুন্তীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যে! এক্ষণে অভিমন্যু ও আমার পুত্রেরা কোথায় গেল! তাহারা বহু দিনের পর এখনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে না! আমি যখন পুত্রহীন হইয়াছি, তখন আর আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? তখন বিশাললোচনা কুন্তী যাজ্ঞসেনীরে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিয়া পুত্রগণের সহিত আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যশস্বিনী গান্ধাররাজতনয়া স্বীয় পুত্রবধূর সহিত তথায় আগমন করিয়া দ্রৌপদীরে কহিলেন, বৎসে! তুমি আর দুঃখ প্রকাশ করিও না; দেখ, আমিও শোকদুঃখে একান্ত আকুল হইয়াছি; এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই লোকক্ষয় কালকৃত ও অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে মহামতি বাসুদেব শান্তিস্থাপনের উদ্দেশে আগমন করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়াতে মহাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সত্যই হইল। এক্ষণে এই দুর্নিবার হত্যাকাণ্ড অতিক্রান্ত হইয়াছে; অতএব এ সময় আর শোক প্রকাশের আবশ্যকতা নাই। যাহারা সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত শোক করা অবিধেয়। আর দেখ, তুমি যে রূপ শোকে আকুল হইয়াছ, আমিও তদ্রূপ কাতর হইয়াছি; সুতরাং এক্ষণে কে আমাদিগকে আশ্বাসিত করিবে? বস্তুত আমারই দোষে এই কুলক্ষয় হইল।

জলপ্রাদানিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বাধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মচারিণী পতিপরায়ণা গান্ধারী দ্রৌপদীরে এই কথা বলিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রদত্ত বরপ্রভাবে দিব্য চক্ষু দ্বারা সেই স্থানে থাকিয়াই কৌরবগণের রণভূমি দেখিতে পাইলেন। ঐ স্থান ভগ্ন রথ, অস্থি, কেশ ও শোণিতে সমাবৃত এবং নর, অশ্ব ও গজ সমুদায়ের রুধিরোক্ষিত মৃত দেহে পরিপূর্ণ ছিল। অসংখ্য অশ্ব, গজ ও নরনারীগণ ঐ স্থানে ভীষণ রবে চীৎকার করিতেছিল এবং শৃগাল, বক, কাকোল, কঙ্ক, কাক, গৃধ্র ও রাক্ষসগণ মহা আহ্লাদে ইতস্তত ধাবমান হইতেছিল। দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন গান্ধারী দূর হইতে সেই রণস্থল অবলোকন

করিয়া করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বেদব্যাসের অনুজ্ঞাক্রমে বাসুদেব ও বন্ধুবিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া কৌরব মহিলাগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামভূমিতে গমন করিলেন। অনাথা কৌরববণিতাগণ কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা, কাহারও বা ভর্ত্তা প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। গোমায়ু, বল, বায়স, ভূত, পিশাচ ও রাক্ষসগণ পরমানন্দে সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। কামিনীগণ এই রূপে সেই শ্মশানসদৃশ সমরভূমি নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে করিতে বিচিত্র যান হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ ব্যাপার দর্শনে স্খলিতদেহ হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন এবং কেহ কেহ নিতান্ত পরিশ্রম বশত বিচেতন হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় পাঞ্চাল ও কৌরবকামিনীগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারী দুঃখার্ত্ত নারীগণের রোদনশব্দে সমরভূমির চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ দেখিয়া পুণ্ডরীকলোচন মধুসূদনকে সম্বোধন পূর্ব্বক করুণ বচনে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, আমার বধূগণ অনাথা হইয়া আলোলিত কেশে কুররীযূথের ন্যায় রোদন করিতে করিতে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব পতি, পুত্র, পিতৃ ও ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করিয়া তাহাদের মৃত দেহের নিকট ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, সমরাঙ্গন পুত্রহীনা বীরজননী ও পতিহীন বীরপত্নীগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তেজস্বী পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, সমরভূমি মহাবীরগণের কাঞ্চনময় কবচ, দিব্য মণি, অঙ্গদ, কেয়ূর, মাল্য, শক্তি, পরিঘ, সুতীক্ষ্ণ খড়্গ, শর ও শরাসন সমূহে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। ক্রব্যাদগণ স্থানে স্থানে অবস্থান, ক্রীড়া ও শয়ন করিতেছে। হে মধুসূদন! সমরভূমির এই রূপ অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। কৌরব ও পাঞ্চালগণ নিহত হওয়াতে বোধ হইতেছে, এককালে পঞ্চ ভূত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, সুপর্ণ ও গৃধ্রগণ শোণিতসিক্ত সহস্র সহস্র বীরকে গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছে। মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অভিমন্যুর বিনাশ চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়! হায়! আজি ঐ সকল দুর্য্যোধনবশবর্ত্তী অমর্ষপরায়ণ অবধ্যকল্প বীরগণ নিহত ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া গৃধ্র, কঙ্ক, বল, শ্যেন, কুক্কুর ও শৃগালগণের ভক্ষ্য হইয়াছেন। যাঁহারা পূর্ব্বে সুকোমল নির্ম্মল শয্যায় শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা নিহত হইয়া বিস্তৃত বসুধাতলে শয়ান রহিয়াছেন। যাঁহারা যথাসময়ে বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতেন, আজি তাঁহাদিগকে শিবাগণের বিবিধ অশুভ ধ্বনি শ্রবণ করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে যাঁহারা অগুরুচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা ধূলিজালে ধূসরিত হইয়াছেন। গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ এক্ষণে উহাঁদিগের আভরণ হইয়াছে। ভয়ঙ্কর জম্বুকগণ বারংবার ভীষণ চীৎকার করত উহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। যুদ্ধাভিমানী নিহত বীরগণ নিশিত শরনিকর, খড়্গ ও বিমল গদা ধারণ পূর্ব্বক জীবিতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বিচিত্র মাল্য সমলঙ্কৃত ঋষভতুল্য অসংখ্য বীর নিশাচরগণ কর্ত্তৃক ধরাতলে বিঘট্টিত হইতেছেন। পরি-

ঘধারী সহস্র সহস্র মহাবীর প্রিয়তমার ন্যায় গদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছেন। রাক্ষসগণ বর্ম্ম ও আয়ুধধারী অসংখ্য যোদ্ধাকে জীবিত বিবেচনা করিয়া ভয়ে আকর্ষণ করিতেছে না। রাক্ষসসমাক্রুষ্ট বহুসংখ্যক বীর পুরুষের সুবর্ণময় বিচিত্র হার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। শৃগালেরা ভীত হইয়া নিহত বীরগণের কণ্ঠাবলম্বী হার আকর্ষণ করিতেছে। সুশিক্ষিত বন্দিগণ পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ দ্বারা যাহাদিগকে আনন্দিত করিত, এক্ষণে রমণীগণ দুঃখ শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহাদিগের নিকট করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। এই দেখ, কৌরব কামিনীগণের মনোহর বদনমণ্ডল নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উহারা অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে দুঃখিত মনে ইতস্তত গমন করিতেছে। উহাদিগের মুখমণ্ডল অনবরত রোদন ও রোষপ্রভাবে রক্তবর্ণ হইয়া রক্তোৎপলবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহারা ভীষণ রোদনকোলাহল প্রভাবে পরস্পরের অপরিস্ফুট বিলাপশব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অনেকে বারংবার বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখে নিস্পন্দ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। অনেকে ভর্ত্তৃগণের মৃত দেহ দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও শিরে করাঘাত করিতেছে। এই দেখ, বীরগণের ছিন্ন মস্তক, হস্ত ও স্তুপাকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহিলাগণ বীরগণের মস্তকশূন্য দেহ ও দেহশূন্য মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইতেছে। কোন কোন কামিনী এক বীরের দেহে অন্য বীরের মস্তক যোজনা করিয়া হায়! কাহার মস্তক কাহার দেহে যোজিত করিলাম বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ বীরগণের দেহে শরসংছিন্ন বাহু, উরু ও চরণ সংযোজিত করিয়া দুঃখিত মনে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। কতগুলি নারী পশুপক্ষীর নখদন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নমস্তক ভর্ত্তৃগণকে সন্দর্শন করিয়াও আপনার পতি বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছে না। কেহ কেহ ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রদিগকে শত্রুগণের হস্তে নিহত দেখিয়া বারংবার শিরে করাঘাত করিতেছে। সখড়্গ বাহু, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ও মাংসশোণিত সঞ্জাত কর্দ্দমে রণভূমি নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, যে কামিনীগণ পূর্ব্বে দুঃখের লেশমাত্রও জানিত না, এক্ষণে তাহারা ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণের হতদেহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন দেখিয়া এককালে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হে কেশব! আমার দীর্ঘকেশী পুত্রবধূগণ যে এক্ষণে এই রূপ মলিন ভাব অবলম্বন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! যখন আমারে পুত্র পৌত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমি পূর্ব্ব জন্মে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম। অন্ধরাজমহিষী এই রূপ বিলাপ করিতে করিতে রণনিহত দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন গান্ধারী দুর্য্যোধনকে দেখিবামাত্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করত রুধিরাক্ত কলেবর রণশয্যায় শয়ান কুরুরাজকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রজলে দুর্য্যোধনের হারবিভূষিত বিপুল বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল। অনন্তর গান্ধাররাজতনয়া সমীপবর্ত্তী হৃষীকেশকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন, কেশব! এই জ্ঞাতিবিনাশক ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবার সময় দুর্য্যোধন কৃতাঞ্জলিপুটে আমারে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে কহিলে আমি আপনার বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কহিয়াছিলাম, বৎস! যেখানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। তুমি যখন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছ না, তখন নিশ্চয়ই দেবতার ন্যায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে। হে মাধব! পূর্ব্বে আমি এই কথা কহিবার সময় পুত্র নিহত হইবে বলিয়া কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করি নাই; কিন্তু এক্ষণে বন্ধুবান্ধববিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্ত নিতান্ত শোকার্ত্ত হইতেছি। ঐ দেখ, অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ যুদ্ধদুর্ম্মদ দুর্য্যোধন বীরশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি! যে দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণের অগ্রগণ্য ছিল, আজি তাহারে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল। যাহা হউক, ঐ বীর যখন বীর জনোচিত শয্যায় শয়ন করিয়াছে, তখন উহার সুদুর্ল্লভ স্বর্গলোক লাভ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আহা! পূর্ব্বে রমণীগণ যাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া ক্রীড়া করিত, এক্ষণে অশিবজনক শিবাগণ তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আমোদ করিতেছে। পণ্ডিতগণ যাহার সমীপে সতত সমুপস্থিত থাকিতেন, এক্ষণে গৃধ্র সকল তাহার সমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে অবলাগণ যাহারে উৎকৃষ্ট ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, আজি পক্ষিগণ তাহারে পক্ষ দ্বারা বীজন করিতেছে। ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনের গদাপ্রহারে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায় রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। যে বীর সমরাঙ্গনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমানীত করিয়াছিল, যে ত্রয়োদশ বৎসর নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিয়াছিল, আজি সেই মহাধনুর্দ্ধরকে স্বীয় দুর্নীতি নিবন্ধন ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইল। হতভাগ্য দুর্য্যোধন মহামতি বিদুর, অন্ধ পিতা ও বৃদ্ধদিগকে অপমান করিয়াই কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে এই পৃথিবীরে দুর্য্যোধনের শাসনবর্ত্তী, হস্তী, গো ও অশ্বে পরিপূর্ণ দেখিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহারে অন্যের হস্তগত ও শূন্যপ্রায় দেখিতে হইল; অতএব আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? এক্ষণে অবলাগণকে মৃত বীর পুরুষদিগের নিকট গমন ও বিলাপ করিতে দেখিয়া আমার যাহার পর নাই কষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, দীর্ঘকেশা বিপুলনিতম্বা স্বর্ণবেদী সদৃশ লক্ষ্মণের গর্ভধারিণী দুর্য্যোধনের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছে। ঐ বরবর্ণিনী পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের জীবিতাবস্থায় উহার বাহুযুগল অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিত, হায়! আজি পুত্রসমবেত দুর্য্যোধনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আমার হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না! ঐ দেখ, লক্ষ্মণমাতা রুধিরাক্তকলেবর স্বীয় পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ ও দুর্য্যোধনের দেহ পরিমার্জ্জন করিতেছে এবং কখন পতির ও কখন পুত্রের নিমিত্ত শোকে অধীর হইতেছে। ঐ দেখ, ঐ নিতম্বিনী কখন স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইতেছে এবং পতি ও পুত্রের মুখপদ্ম পরিমার্জ্জিত করিতেছে। হে বাসুদেব! যদি বেদ ও শাস্ত্র সমুদায় সত্য হয়, তাহা হইলে আমার পুত্র যে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হে মাধব! এই যে আমার শতসংখ্যক পুত্রকে নিহত দেখিতেছ, ভীমসেন প্রায়ই গদাঘাতে উহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে যে আমার হতপুত্রা পুত্রবধূগণ আলোলিত কেশে রণস্থলে ধাবমান হইতেছে,

ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ক্লেশকর। পূর্ব্বে যাহারা অলঙ্কৃত পদে প্রাসাদোপরি বিচরণ করিত, অদ্য তাহারা বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া রুধিরার্দ্র ভূমিতে মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করত গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণকে উৎসারিত করিতেছে। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কৃশোদরী দুর্য্যোধনমহিষী ঘোরতর জনক্ষয় সন্দর্শনে দুঃখার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ রাজপুত্রীরে অবলোকন করিয়া আর আমার মন স্থির হইতেছে না। ঐ দেখ, কামিনীগণ কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পতি ও কেহ কেহ তনয়গণকে সমরনিহত নিরীক্ষণ করিয়া উঁহাদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতেছে। প্রৌঢ় ও স্থবির কামিনীগণ অতি ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, শ্রান্ত ও মোহাবিষ্ট অবলাগণের মধ্যে কেহ কেহ রথনীড় ও কেহ কেহ নিহত গজবাজিগণের দেহ ধারণ এবং কেহ বা স্বীয় স্বামীর কুণ্ডলযুক্ত ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। বোধ হয়, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীগণ এবং আমি পূর্ব্ব জন্মে বহুবিধ গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্তই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হইতে এইরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইল। ফলভোগ ব্যতীত পাপ পুণ্যের কখনই ক্ষয় নাই। হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, নব যৌবন সম্পন্না লজ্জাশীলা অবলাগণ দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া সারসীগণের ন্যায় শব্দ করিতেছে। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে উঁহাদের মুখপদ্ম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। হায়! আজি আমার মত্ত মাতঙ্গপরাক্রম পুত্রগণের মহিষীরা সামান্য লোকদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল! ঐ দেখ, আমার পুত্রগণের শত চন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম, সূর্য্যসন্নিভ ধ্বজ এবং সুবর্ণনির্ম্মিত বর্ম্ম, নিষ্ক ও শিরস্ত্রাণ সকল ভূতলে নিপতিত হইয়া হুত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর দুঃশাসন সমরস্থলে শয়ান রহিয়াছে। মহাবীর ভীমসেন উঁহারে নিপাতিত করিয়া উঁহার সর্ব্বাঙ্গের রুধির পান এবং দ্যূতক্লেশ ও দ্রৌপদীর বাক্য স্মরণ করিয়া গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে সংহার করিয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন ভ্রাতা দুঃশাসন ও সূতপুত্র কর্ণের প্রিয় চিকীর্ষায় সভামধ্যে দ্রৌপদীরে কহিয়াছিল, পাঞ্চালি! তুমি আজি দাসভার্য্যা হইয়াছ, অতএব অবিলম্বে নকুল, সহদেব ও অর্জ্জুনের সহিত আমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর। আমি ঐ সময় দুর্য্যোধনকে আসন্নমৃত্যু অবগত হইয়া কহিয়াছিলাম, বৎস! তুমি অবিলম্বে কলহপ্রিয় দুর্ব্বুদ্ধি মাতুল শকুনিরে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। ভীমসেন তোমার বাক্‌শল্যে বিদ্ধ হইয়া যে উল্কাভিহত কুঞ্জরের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি অনুধাবন করিতেছ না। হে মাধব! তৎকালে দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে ক্রুদ্ধ জানিয়াও সর্প যেমন বৃষভের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাহাদিগের প্রতি বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিল। সেই অপরাধেই এক্ষণে কুরুকুল নির্ম্মূল হইল। ঐ দেখ, দুঃশাসন সুদীর্ঘ ভুজযুগল প্রসারিত করিয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। সিংহ যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর রোষাবিষ্ট হইয়া উঁহারে সংহার পূর্ব্বক উঁহার শোণিত পান করিয়া অতি ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে।

উনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে বাসুদেব! ঐ দেখ, বিজ্ঞ জনসম্মত প্রিয় পুত্র বিকর্ণ ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নীল নীরদসমাচ্ছন্ন শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় গজযূথমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। মাংসলোলুপ গৃধ্রগণ বহু কষ্টে

উহার চাপগ্রহণকর্কশ তলত্রযুক্ত পাণিতল ছেদন করিতেছে। ঐ দেখ, উহার অল্পবয়স্কা ভার্য্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরম যত্ন সহকারে ঐ সমস্ত আমিষগৃধ্নু গৃধ্রগণকে নিরাকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। হায়! যে তরুণবয়স্ক মহাবীর বিকর্ণ চিরকাল পরম সুখে কালহরণ করিয়াছে, আজি তাহারে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল! এক্ষণে কর্ণি, নালীক ও নারাচ দ্বারা উহার মর্ম্মভেদ হইয়াছে, তথাপি শ্রী উহারে পরিত্যাগ করে নাই। ঐ দেখ, অরাতিহন্তা দুর্ম্মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীম কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত রহিয়াছে। শ্বাপদগণ উহার বদনমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ ভক্ষণ করাতে উহা সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হায়! যে বীরের মুখশ্রী অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহারে ধূলিরাশি গ্রাস করিতে দেখিয়া আমি কি রূপে জীবন ধারণ করিব! পূর্ব্বে সংগ্রাম সময়ে যাহার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে পারে নাই, যে বীর অমরগণকেও জয় করিতে সমর্থ ছিল, সেই বীর কি রূপে শত্রুহস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর বিচিত্র মাল্যধারী চিত্রসেন নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। শোকাকুল যুবতীগণ ক্রব্যাদগণের সহিত মিলিত হইয়া উহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে, আমি কামিনীগণের ক্রন্দনকোলাহল ও শ্বাপদদিগের গর্জ্জন শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ঐ দেখ, তরুণবয়স্ক বিবিংশতি ধূল্যবলুণ্ঠিত কলেবরে বীর জনোচিত ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। গৃধ্রগণ উহারে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। উহার মধুর হাস্যসমন্বিত সুন্দর বদন সুধাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপসরারা যেমন গন্ধর্ব্বের সহিত বিহার করে, তদ্রূপ সহস্র সহস্র সুন্দরী ঐ বীরের সহিত ক্রীড়া করিত। বীরসেনানিপাতন, মহাবীর দুঃসহকে পূর্ব্বে কেহই পরাজয় করিতে পারে নাই; এক্ষণে তাহার শরীর অরাতিগণের শরনিকরে সমাচিত হইয়া প্রফুল্ল কর্ণিকারাবৃত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ মহাবীর জীবিতবিহীন হইয়াও সমুজ্জ্বল কবচ ও সুবর্ণময় হার দ্বারা অগ্নিময় ধবল গিরির ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মধুসূদন! যাহার বলবীর্য্য তোমার ও অর্জ্জুনের অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক ছিল, যে সিংহপরাক্রম মহাবীর সহায়হীন হইয়াও আমার পুত্রের একান্ত দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, যে বীর বিপক্ষগণের সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ ছিল, সেই অভিমন্যু এক্ষণে স্বয়ং কৃতান্তের বশবর্ত্তী হইয়াছে। অর্জ্জুনতনয় নিহত হইয়াও কিছুমাত্র প্রভাহীন হয় নাই। দেখ, অনিন্দনীয়া বিরাটনন্দিনী ভর্ত্তা অভিমন্যুরে অবলোকন করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে বিলাপ করিতে করিতে নিজ কোমল করপল্লব দ্বারা উহার কলেবর পরিমার্জ্জিত করিতেছে। পূর্ব্বে ঐ লোকললামভূতা ললনা মধুপানে মত্ত হইয়া অভিমন্যুর বিকসিত পুণ্ডরীক সদৃশ কমনীয় মুখমণ্ডল আঘ্রাণ পূর্ব্বক সলজ্জ ভাবে ইহারে আলিঙ্গন করিত, এক্ষণে সেই নিতম্বিনী ভর্ত্তার বর্ম্ম উন্মোচিত করিয়া উহার শোণিতলিপ্ত কলেবর বারংবার নিরীক্ষণ করত তোমারে কহিতেছে, হে পদ্মপলাশলোচন! আমার এই স্বামীর নেত্রদ্বয় তোমার চক্ষুর ন্যায় সুদীর্ঘ; ইহাঁর রূপও তোমার ন্যায় মনোহর; এই বীর বলবীর্য্য এবং তেজেও তোমারই সদৃশ ছিলেন; এক্ষণে ইনি নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, ঐ বালিকা পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছে,

মহাবাহো! তুমি পূর্ব্বে অতি সুকুমার ও রাঙ্কবচর্ম্মে শয়ন করিতে, এক্ষণে তোমার দেহ ভূতলে সন্নিবেশিত হইয়া কি ব্যথিত হইতেছে না। তুমি জ্যাঘাতকঠিন অঙ্গদ সমলঙ্কৃত করিশুণ্ড সদৃশ প্রকাণ্ড ভুজদণ্ড প্রসারণ পূর্ব্বক শয়ান থাকাতে বোধ হই-তেছে যেন বারংবার ব্যায়াম সাধনে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করি-তেছ। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না। পূর্ব্বে তুমি আমারে দূর হই-তে নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে, কিন্তু এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত আলাপ করিতেছ না। নাথ! আমি ত তোমার নিকট কিছুমাত্র অপরাধ করি নাই। হে আর্য্যপুত্র! তুমি আর্য্যা সুভদ্রা, অমরোপম পিতা ও পিতৃব্যগণ এবং একান্ত দুঃখিনী এই অনাথারে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে! হে মধুসূদন! ঐ দেখ, উত্তরা অভিমন্যুর মুখমণ্ডল স্বীয় উৎ-সঙ্গে সন্নিবেশিত ও শোণিতলিপ্ত কেশ-কলাপ সংযত করিয়া উহারে জীবিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর্য্যপুত্র! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয় ও ধনঞ্জয়ের তনয়; মহারথগণ রণমধ্যে তোমারে কি রূপে সং-হার করিল! যাহারা তোমারে বিনাশ করিয়া আমারে চিরদুঃখিনী করিয়াছে, সেই ক্রূর-কর্ম্মা কৃপাচার্য্য, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামারে ধিক্। হায়! ঐ মহারথগণ যখন তোমারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করে, তৎকালে তাহাদিগের মন কি রূপ হইয়াছিল। হে বীর! তুমি অসংখ্য বন্ধু বান্ধব সম্পন্ন হইয়াও অনাথের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সমক্ষে কি রূপে নিহত হইলে! তোমার পিতা অর্জ্জুন তোমারে বহুসংখ্য বীরগণের হস্তে নিহত দেখিয়া কি রূপে জীবিত আছেন। হে কমললোচন! এক্ষণে একমাত্র তোমার বিরহে পাণ্ডবগণের বিপুল রাজ্যলাভ ও শত্রুজয় কোন ক্রমেই প্রীতিকর হই-তেছে না। আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অবিলম্বে তোমার শস্ত্রবিজিতলোকে গমন করিব; তোমারে তথায় আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে কলেবর পরিত্যাগ করা নিতান্ত সুকঠিন; সেই নিমিত্তই এই মন্দ-ভাগিনী তোমারে নিহত দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছে। হে জীবিতনাথ! তুমি পর-লোকে গমন করিয়া এক্ষণে আমার ন্যায় আর কাহারে হাস্যমুখে মধুর বাক্যে সম্ভা-ষণ করিবে। আমার বোধ হইতেছে, সুরলোকে তোমার রমণীয় রূপ দর্শন ও মধুর বাক্য শ্রবণে নিশ্চয়ই অপ্সরাদিগের মন মোহিত হইবে। তুমি অপ্সরাদিগের সহিত সমাগত হইয়া বিহার করিতে করিতে সময়ে সময়ে আমার কার্য্য সকল স্মরণ করিও। তুমি এই পৃথিবীতে আমার সহিত ছয় মাস বাস করিয়া সপ্তম মাসে দেহ বিস-র্জ্জন করিলে!

হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, বিরাটকুলকামি-নীগণ বিরাটদুহিতারে দুঃখিত মনে এই রূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া উহারে আক-র্ষণ করিতেছে। উহারা বিরাটকে নিহত দেখিয়া শোকে ব্যাকুল হইয়াছে। ঐ দেখ, গৃধ্র ও শৃগালগণ দ্রোণশরসংছিন্ন রুধির-লিপ্তকলেবর সমরাঙ্গনে শয়ান বিরাটকে পরিবেষ্টন করিয়া কোলাহল করিতেছে। এক্ষণে বিরাটকুলরমণীগণ বিরাটের মৃত দেহ বিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। আতপসন্তপ্ত মহিলাগণের মুখমণ্ডল শ্রান্তি নিবন্ধন একান্ত বিবর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কলেবরও নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অপ্রাপ্তযৌবন উত্তর,

সুদর্শন, লক্ষ্মণ ও কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছে।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, জ্বলিতানল সন্নিভ অমর্ষপরায়ণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ অসংখ্য অতিরথকে নিপাতিত করিয়া অর্জ্জুনের প্রভাবে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক শোণিতলিপ্তগাত্রে ধরাতলে শয়ন করিয়াছে। আমার মহারথ পুত্রগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া যাঁহারে যূথপতির ন্যায় অগ্রসর করিয়া অরাতিগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, এক্ষণে সেই বীর মত্ত মাতঙ্গনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায়, সিংহার্দ্দিত শার্দ্দূলের ন্যায় অর্জ্জুনশরে নিহত হইয়াছে। রমণীগণ একত্র সমবেত হইয়া আলোলিত কেশে উহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার ভয়ে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হন নাই, এক্ষণে সেই ইন্দ্রের ন্যায় অপরাজেয়, যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী, হিমালয়ের ন্যায় স্থির, দুর্য্যোধনের প্রধান অবলম্বন মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষসেনজননী কর্ণবনিতা বসুধাতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করত কহিতেছে, হা নাথ! এত দিনে আচার্য্যের অভিশাপ সত্য হইল। পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিলে নির্দ্দয় ধনঞ্জয় সেই অবস্থায় তোমার মস্তক ছেদন করিল। ক্রব্যাদগণ তোমার দেহ ভক্ষণ করিয়া অল্পাবশেষ করাতে উহা কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমার ন্যায় নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে। কর্ণবনিতা এই বলিয়া এক বার ধরাশায়ী হইতেছেন এবং পুনরায় সমুত্থিত ও পতিপুত্রশোকে অধীর হইয়া কর্ণের বদন আঘ্রাণ করিতেছেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে বাসুদেব! ঐ দেখ, গৃধ্র ও জম্বুকগণ ভীমসেনের হস্তে নিহত মহাবীর অবন্তিনাথকে অনাথের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছে। ঐ বীর অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া শোণিতাক্ত কলেবরে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। শৃগাল, কঙ্ক ও ক্রব্যাদগণ উহাঁরে ইতস্তত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমণীগণ মিলিত হইয়া ঐ সমরশয়ান মহাবীরের সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, প্রতীপপুত্র মহাধনুর্দ্ধর বাহ্লীক ভল্ল দ্বারা নিহত হইয়া প্রসুপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। এখনও তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, সিন্ধুসৌবীরভর্ত্তা মহাবীর জয়দ্রথ ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। পুত্রশোকসন্তপ্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করিয়া উহাঁরে নিপাতিত করিয়াছে। অশুভসূচক শিবা ও গৃধ্রগণ চীৎকার করিতে করিতে উহাঁরে আকর্ষণ ও ভক্ষণ করিতেছে। সিন্ধুরাজের পত্নীগণ উহাঁর সমীপে উপবিষ্ট হইয়াও উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। কাম্বোজ ও যবনকামিনীগণ জয়দ্রথের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! জয়দ্রথ যৎকালে কেকয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া দ্রৌপদীরে গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সময়েই উহাঁরে বিনষ্ট করিত। তৎকালে উহারা কেবল দুঃশলার বৈধব্য নিবারণার্থ সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ করে, এক্ষণে সেই দুঃশলার অনুরোধেই উহাঁরে কি নিমিত্ত জীবিত রাখিল না? ঐ দেখ, সেই দুঃশলা দুঃখশোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ,

ও আপনারে বিপদ্‌গ্রস্ত জ্ঞান করিতেছে। হায়! আজি আমার বালিকা কন্যা ও পুত্রবধূগণ বিধবা হইল! ইহার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে! হা কি কষ্ট! ঐ দেখ, দুঃশলা পতির মস্তক না দেখিয়া শোকভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। মহাবীর সিন্ধুরাজ পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে নিবারণ ও তাহাদের অসংখ্য সৈন্যকে সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রবদনা কামিনীগণ ঐ মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ বীরকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মদ্রাধিপতি মহারথ শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উনি নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল। ঐ মহাবীর সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন। উনি কর্ণের রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণের জয়লাভের নিমিত্ত তাহার তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন। আহা! ঐ দেখ, কাক সকল পদ্মপলাশলোচন মদ্রাধিপতির পূর্ণচন্দ্র সন্নিভ বদনমণ্ডল দংশন ও সুবর্ণবর্ণ জিহ্বা ভক্ষণ করিতেছে। সূক্ষ্মবস্ত্রধারিণী কুলকামিনীগণ পঙ্কনিমগ্ন গজরাজের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট করিণীকুলের ন্যায় শরবিক্ষতাঙ্গ ভূতলশায়ী মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, পর্ব্বতবাসী প্রবল প্রতাপশালী ভগদত্ত অঙ্কুশ ধারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। শ্বাপদগণ উঁহারে ভক্ষণ করিতেছে। উঁহার কেশকলাপ শিরঃস্থিত সুবর্ণমালার প্রভাপ্রভাবে কেমন সুশোভিত হইয়াছে। বলিরাজের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যে রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুনের সহিত উঁহারও তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ঐ মহাবীর সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের প্রাণ সংশয় করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীষ্ম গগনতলপরিভ্রষ্ট যুগান্তকালীন দিনকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উঁহার সদৃশ বলবিক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর সংগ্রাম কালে স্বীয় অস্ত্রপ্রতাপে অরাতিগণকে পরিতাপিত করিয়া পরিশেষে অস্তগত সূর্য্যের ন্যায় নিপতিত হইয়াছেন। উনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেবাপি সদৃশ ছিলেন। ঐ বীররসপরায়ণ মহাত্মা কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি শরনিচয়নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিয়া শরবণশায়ী ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। মহাবীর অর্জ্জুন তিন শর দ্বারা উঁহার অতি উৎকৃষ্ট উপধান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা ভীষ্ম পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। উনি অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম ধার্ম্মিক; ঐ বীর মর্ত্ত্য হইয়াও তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে অমরের ন্যায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যখন মহাবীর শান্তনুতনয় ধরাশায়ী হইয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে যে, পৃথিবীমধ্যে আর কোন যুদ্ধবিশারদ ও বলবিক্রমশালী ব্যক্তি জীবিত নাই। পাণ্ডবগণ জিজ্ঞাসা করাতে উনি স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। যে সত্যবাদী মহাত্মা ক্ষয়োন্মুখ কুরুবংশের প্রত্যুদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই মহামতি এক্ষণে কৌরবগণের সহিত পরাভূত হইলেন। হে মাধব! দেবতুল্য দেবব্রত দেবলোকে প্রস্থান করিলে কৌরবকুল আর কাহারে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবে?

ঐ দেখ, মহাবীর অর্জ্জুন, সাত্যকি ও কৌরবগণের উপদেষ্টা দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছেন। যিনি দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাবীর জামদগ্ন্যের ন্যায়

র্ব্বিধ শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, হার প্রসাদে মহাবীর অর্জ্জুন এই দুষ্কর ধন করিয়াছে, যাঁহারে অগ্রসর কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত রিত এবং যিনি সমরমধ্যে হুতা- ন্যায় বিচরণ করিয়া সৈন্যগণকে করিতেন, আজি সেই মহাবীর ইয়া প্রশান্তশিখ পাবকের ন্যায় লীন রহিয়াছেন। উহাঁর বাম- স্তাবাপ বিশীর্ণ হয় নাই। উনি য়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে- চারি বেদ ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র র ন্যায় ঐ বীরকে পরিত্যাগ করে য়! আচার্য্যের যে বন্দনীয় চরণ- গণ কর্ত্তৃক বন্দিত ও শিষ্যগণ রিসেবিত হইত, আজি গোমায়ু- াদদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে। ঐ চারিণী আচার্য্যপত্নী কৃপী অতি আলোলিত কেশে অধোবদনে হত অস্ত্রবিদগ্রগণ্য স্বীয় পতির বস্থান পূর্ব্বক বিলাপ ও উহাঁর ্যর নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। জটাধারী ব্রহ্মচারিগণ রথনীড়, ক্তি ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র দ্বারা ্যের চিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। গণ অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক যথা- চিতা প্রজ্বলিত ও তদুপরি আচা- নিহিত করিয়া ত্রিবিধ সাম গান । অনেকে শোকে অভিভূত ঐ দেখ, আচার্য্যের শিষ্যগণ ান করত দ্রোণাচার্য্যের অন্ত্যেষ্টি ন পূর্ব্বক তাঁহার পত্নীরে অগ্র- চিতার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ভাগী- মুখে গমন করিতেছে।

র্বিংশতিতম অধ্যায়।

ভূরিশ্রবা যুযুধান কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণ-স্থলে শয়ান রহিয়াছেন। বিহগগণ উহাঁরে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। ঐ দেখ, সমরনিহত সোমদত্ত যেন পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যুযুধানকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। ভূরি-শ্রবার জননী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভর্ত্তা সোমদত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছে, মহা-রাজ! আজি ভাগ্যক্রমে তুমি এই ভয়ঙ্কর কুরুকুলক্ষয় অবলোকন করিতেছ না। আজি ভাগ্যক্রমে তোমারে যজ্ঞশীল অতি বদান্য মহাবীর পুত্র যূপধ্বজকে নিহত নিরী-ক্ষণ করিতে হইল না। আজি ভাগ্যক্রমে সাগরমধ্যস্থ সারসীকুলের ন্যায় পুত্রবধূ-গণের বিলাপ তোমার শ্রুতিগোচর হই-তেছে না। হায়! তোমার পুত্রব পতিপুত্র বিহীন হইয়া একমাত্র বসন পূর্ব্বক আলোলিত কেশে ইতস্তত ধা হইতেছে। মহাবীর ভূরিশ্রবা ও শল হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত রহি শ্বাপদগণ উহাঁদিগকে ভক্ষণ করি তোমার পুত্রবধূগণ সকলেই বিধ য়াছে। আজি ভাগ্যক্রমে তোমা দের বৈধব্য অবলোকন করিতে হই হায়! বৎস যূপকেতুর কাঞ্চন রথোপরি নিপতিত রহিয়াছে। সূদন! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার প্রিয় উহাঁরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বি পরিতাপ করিতেছে। উহারা ভ একান্ত কাতর হইয়া দীনভাবে রই অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে অনবহিত ভূরিশ্রবার বাহু ছেদ অতিশয় ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান বিশেষত সোমদত্ততনয় প্রায়োপ সাত্যকি তাহার প্রাণ সংহার করি অপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, ভূরিশ্রবা জনে এক ব্যক্তির প্রা

করিয়াছে বলিয়া বিলাপ করিতেছে। ভূরি-শ্রবার প্রিয়ম হিষী উহার হস্ত উৎসঙ্গে লইয়া রোদন করিয়া দীনবচনে কহিতেছে, হা! যাহা আমাদিগের রসনা আকর্ষণ, কঠিন স্তনযুগল বিমর্দ্দন, নীবি বিশ্রংসন এবং নাভি, ঊরু ও জঘনদেশ স্পর্শ করিত, যাহা শত্রুগণের বধ সাধন, মিত্রগণকে অভয় প্রদান ও বিপ্রগণকে অসংখ্য গো দান করিত, এই সেই হস্ত নিপতিত রহিয়াছে। আর্য্যপুত্র! তুমি যখন অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও অনবহিত ছিলে, পার্থ সেই সময় বাসুদেবের সমক্ষে তোমার এই হস্ত ছেদন করিয়াছেন! মধুসূদন সভামধ্যে কি রূপে অর্জ্জুনের এই কার্য্যের প্রশংসা করিবেন স্বয়ং অর্জ্জুনই বা কি রূপে আত্ম-... সমর্থ হইবেন! হে কৃষ্ণ! ভূরিশ্রবার মহিষী তোমারে এই রূপে ভৎর্সনা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং সপত্নীরা আপনাদিগের পুত্রবধূর ...হার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করি-

...দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধার-...কুনি ভাগিনেয় সহদেব কর্ত্তৃক ...ইয়াছে। পূর্ব্বে পরিচারকেরা যা-...র্ণদণ্ডমণ্ডিত ব্যজন দ্বারা বীজন ...দ্য বিহঙ্গেরা সেই বীরকে পক্ষ-... বীজন করিতেছে। যে ব্যক্তি ...অসংখ্য রূপ ধারণ করিত, সহ-...তেজঃস্বরূপ হুতাশন তাহার সেই ...শ করিয়াছে। যে শঠতাচরণ ...া বিস্তার পূর্ব্বক সভামধ্যে ধর্ম্ম-...ষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়া তাঁহার ...করিয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর সহ-...ই জীবন হরণ করিয়াছে। ঐ ...মার পুত্রগণের বিনাশ সাধনের ...ঠতা শিক্ষা করিয়াছিল। ঐ ...র পুত্রগণের ও স্বপক্ষীয়

সমুদায়ের প্রাণনাশের নিমিত্ত পাণ্ডবগণে সহিত এই বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছি এক্ষণে ঐ দুরাত্মা আমার পুত্রগণে... নিহত হইয়া দিব্য লোক লাভ করি... হে মধুসূদন! আমার পুত্রেরা অ... স্বভাব এবং ঐ মূর্খ নিতান্ত কুটিল, ঐ বোধ হইতেছে, ঐ ধূর্ত্ত লোকান্তরে ...ল হইয়াও আমার পুত্রগণমধ্যে পরস্পরা-রোধ উৎপাদন করিয়া দিবে।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, বৃষভস্কন্ধ... কাম্বোজরাজ নিহত হইয়া ধ... শয়ান রহিয়াছেন। উনি পূর্ব্বে ... দেশীয় মহার্হ আস্তরণমণ্ডিত শয্যা... করিতেন। ঐ দেখ, উহাঁর বনিতা... মের চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় শো... দেখিয়া শোকাকুলিত চিত্তে বিলা... কহিতেছে, হা নাথ! তোমার ঐ অঙ্গুলিসমন্বিত বাহুদ্বয় পরিঘ তুল্য পূর্ব্বে যখন আমি তোমার এই ...ন মধ্যে অবস্থান করিতাম, তখন আমারে এক মুহূর্ত্তও পরিত্যাগ ... না। এক্ষণে তোমার অভাবে ...জী গতি হইবে! কাম্বোজরাজমহিষী বলিয়া অনাথার ন্যায় মধুর স্বরে ... করত বিকম্পিত হইতেছে। ঐ দেখ, ... রাজের উভয় পার্শ্বে সমবস্থিত ক... দিব্য মাল্যের ন্যায় আতপতাপি... শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে না। ঐ দেখ, ... রমণীগণ প্রদীপ্তাঙ্গদধারী মগধরা... সেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করি... দন করিতেছে। ঐ বিশাললো... সম্পন্না রমণীগণের শ্রুতিসুখকর ও নাদে আমার অন্তঃকরণ বি... ...কামপাতী কামিনীগণ পর্য্যনি... ...রাজ ইন্দ্র ও মহাবীর জামদগ্ন্যের ন্যায়

শল্য ধর্ম্মরাজ...
ভূতলে নিপ...
সাক্ষাৎ মা...
সর্ব্বদা তোমা...
উনি কর্ণের র...
গণের জয়লা...
হ্রাস করিয়াছি...
সকল পদ্মপলা...
চন্দ্র সন্নিভ বদ...
জিহ্বা ভক্ষণ ক...
কুলকামিনীগণ...
র্দ্দিকে উপবিষ্ট ক...
তাঙ্গ ভূতলশায়ী...
করিয়া রোদন ক...
বাসী প্রবল প্রতা...
রণ করিয়া ভূতলে...
শ্বাপদগণ উহাঁরে...
কেশকলাপ শিরঃ...
প্রভাবে কেমন সু...
রাজের সহিত দে...
ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া...
উহাঁরও তদ্রূপ ঘোর...

উহারা শোকাকুলিত চিত্তে আভরণ সকল ইতস্তত নিক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ দেখ, কোশলরাজপুত্র বৃহদ্বলের নারীগণ পতিরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে এবং ব্যাকুল মনে উহাঁর হৃদয়গত শরজাল উদ্ধৃত করিতে করিতে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। আতপতাপ ও পরিশ্রমে উহাদিগের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণ মাল্যধারী অঙ্গদসমলঙ্কৃত অল্পবয়স্ক আত্মজগণ নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছে। উহারা পাবক তুল্য প্রতাপশালী দ্রোণের বাণপথে পতিত হইয়া শলভের ন্যায় নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ, রুচিরাঙ্গদধারী কেকয় দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা দ্রোণশরে নিহত ও সমরশয্যায় শয়ান হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। উহাঁদের তপ্ত কাঞ্চননির্ম্মিত বর্ম্ম, বিচিত্র ধ্বজ, রথ ও মাল্যের প্রভাবে সমরাঙ্গন দেদীপ্যমান হইয়াছে। ঐ দেখ, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ অরণ্যমধ্যে সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দ্রোণশরে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। উহাঁর সুনির্ম্মল পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ পাঞ্চালরাজের পুত্রবধূ ও ভার্য্যারা দুঃখিত মনে উহাঁর মৃত দেহ দগ্ধ করিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমন করিতেছে।

ঐ দেখ, চেদিদেশাধিপতি মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য শত্রু সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং দ্রোণশরে নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। বিহঙ্গেরা উহাঁর কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। উহাঁর ভার্য্যারা রণস্থলে উপস্থিত হইয়া উহাঁরে অঙ্কে আরোপণ পূর্ব্বক অনবরত রোদন করিয়া স্থানান্তরিত করিতেছে। ঐ দেখ, উহাঁর চারুকুণ্ডলমণ্ডিত মহাবল পরাক্রান্ত আত্মজও [illegible] শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণস্থলে নিপতিত রহিয়াছে। ঐ বীর অদ্যাপি স্বীয় পিতারে পরিত্যাগ করে নাই। আমার পৌত্র লক্ষ্মণও ধৃষ্টকেতুর পুত্রের ন্যায় স্বীয় পিতার অনুগমন করিয়াছে। ঐ দেখ, কাঞ্চনাঙ্গদ সমলঙ্কৃত কাঞ্চন বর্ম্মধারী বিমল মাল্যসুশোভিত বৃষভলোচন অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বসন্তকালে বায়ুবেগবিপাটিত কুসুমপরিশোভিত শালবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! পাণ্ডবেরা যখন মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন উহারা ও তুমি অবধ্য। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ শস্ত্রবলে দেবগণকেও বিনাশ করিতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! আজি তাঁহারাই নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। হে বাসুদেব! তুমি যখন শান্তিস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া বিরাট নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে, তখনই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার পুত্রগণ নিহত হইয়াছে। তৎকালে মহাত্মা ভীষ্ম ও বিদুর আমারে কহিয়াছিলেন, তুমি আপনার পুত্রগণের প্রতি আর স্নেহ প্রদর্শন করিও না। সেই মহাত্মাদিগের বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। ঐ দেখ, আমার পুত্রেরা পাণ্ডবগণের রোষানলে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

হে মহারাজ! গান্ধাররাজতনয়া এই বলিয়া দুঃখশোকে একান্ত অধীর ও হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রোধভরে বাসুদেবের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিলেন, জনার্দ্দন! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে

তু… …নানিও তাদৃশ র উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বলবীর্য্যশালী, তথাপি তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব তোমারে অবশ্যই ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে। আমি পতিশুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভ তপঃপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন এবং বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।

তখন মহামতি বাসুদেব গান্ধারীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে তাঁহারে কহিলেন, দেবি! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দিগকে বিনাশ করে, এমন আর কেহই নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা বহু দিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেরা মনুষ্য বা দেব দানবগণের বধ্য নহে; সুতরাং তাঁহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন। বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র পাণ্ডবেরা ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া প্রাণ ধারণবিষয়ে এককালে হতাশ হইলেন।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব সমাপ্ত।

শ্রাদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর বাসুদেব গান্ধারীরে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! অবিলম্বে গাত্রোত্থান করুন, এক্ষণে আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার অপরাধেই অসংখ্য বীর নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতি দুরাত্মা, পরশ্রীকাতর, আত্মাভিমানী, নিষ্ঠুর ও গুরুজনের নিতান্ত অবাধ্য ছিল। আপনি তাহার দুষ্কৃত কার্য্যে সাধুবাদ প্রদান করিতেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত আত্মদোষ ক্ষালনার্থ আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন? যাহা হউক, অতঃপর দুঃখ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গতানুশোচন দ্বারা দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠে। বিশেষত ব্রাহ্মণী, পুত্র হইলে তপোনুষ্ঠান করিবে; বৈশ্যা, পুত্র হইলে পশু পালন করিবে; শূদ্রা, পুত্র হইলে দাসত্ব স্বীকার করিবে; তুরঙ্গী, শাবক হইলে দ্রুততর ধাবমান হইবে; গাভী, বৎস হইলে ভার বহন করিবে এবং তোমার মত ক্ষত্রিয়ারা পুত্র হইলে সমরমৃত্যু লাভ করিবে বলিয়াই গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে গান্ধারী উহা নিতান্ত অপ্রিয় বোধে শোকাকুলিত চিত্তে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় বুদ্ধিবিপাকজ শোক সম্বরণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে যে সমুদায় সৈন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতগুলি নিহত হইয়াছে, আর কতগুলিই বা জীবিত আছে; যদি তুমি উহা অবগত থাক, তাহা হইলে কীর্ত্তন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবনাথ! এই

যুদ্ধে শতাধিক ষট্‌ষষ্টি কোটি বিংশতি সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং চতুর্ব্বিংশতি সহস্র এক শত পঞ্চষষ্টি যোদ্ধা জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিয়াছে। তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুরুষসত্তম! তুমি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব নিহত ব্যক্তিরা কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে, তাহা কীর্ত্তন কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! এই যুদ্ধে যাহারা হৃষ্টচিত্তে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রলোকে, যাহারা মৃত্যু অবধারণ করিয়া অসন্তুষ্ট চিত্তে নিহত হইয়াছে, তাহারা গন্ধর্ব্বলোকে, যাহারা শরণার্থী হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইবার সময় অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছে, তাহারা গুহ্যকলোকে, যাহারা সমর পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত লজ্জাকর বোধ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়াও শত্রুর অভিমুখে গমন পূর্ব্বক অস্ত্রাঘাতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মসদনে এবং যাহারা সমরাঙ্গনের বহির্ভাগে নিহত হইয়াছে, তাহারা কথঞ্চিৎ উত্তর কুরুতে গমন করিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! তুমি কোন্ জ্ঞান প্রভাবে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় এই সমস্ত বিষয় অবলোকন করিতেছ? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তবে কীর্ত্তন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবনাথ! পূর্ব্বে আমি আপনার আদেশানুসারে বনবাসী হইয়া তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবর্ষি লোমশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার অনুগ্রহেই জ্ঞানযোগে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! এই সমরে যে সমুদায় ব্যক্তি নিহত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যাহারা অনাথ বা বন্ধুবান্ধব শূন্য ও যাহাদের অগ্নিহোত্র সঞ্চিত নাই, তাহাদিগকে ত বিধি পূর্ব্বক দগ্ধ করিতে হইবে? এক্ষণে আমরাই বা কি রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? আর গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণ যাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য হইলে তাহারা ত সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে?

হে জনমেজয়! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিলে তিনি সুশর্ম্মা, ধৌম্য, সঞ্জয়, মহাত্মা বিদুর, যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেনপ্রমুখ ভৃত্য ও সারথিগণকে কহিলেন, তোমরা অচিরাৎ বীরগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন কর। ইহাদিগের শরীর যেন অনাথের ন্যায় ধ্বংস না হয়। ধর্ম্মরাজ এই রূপ আদেশ করিলে সুশর্ম্ম প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অবিলম্বে অগুরু, চন্দন, কালীয়ক, ঘৃত, তৈল, গন্ধ, ক্ষৌম বস্ত্র, মহামূল্য কাষ্ঠ, ভগ্ন রথ ও বিবিধ প্রহরণ আহরণ পূর্ব্বক পরম যত্নে চিতা প্রস্তুত করিয়া প্রাধান্যানুসারে ঘৃতধারা সমাহুত হুতাশনে মহারাজ দুর্য্যোধন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শল্য, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসনতনয়, লক্ষ্মণ, ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, সৃঞ্জয়গণ, ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কোশলরাজ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, শকুনি, অচল, বৃষক, ভগদত্ত, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, কেকয়গণ, ত্রিগর্ত্তগণ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ, অলম্বুষ, রাজা জলসন্ধ ও অন্যান্য শতসহস্র নরপতির মৃত দেহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন কোন মহাত্মা পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সাম বেদ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করিতে লাগিল। সেই রজনীতে সাম ও ঋকবেদ ধ্বনি এবং রমণীগণের আর্ত্তনাদে সমুদায় প্রাণিগণ মূর্চ্ছিত প্রায় হইল। হুতাশন ধূমশূন্য ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডলে গ্রহ সমুদায় মেঘে পরিবৃত হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তি নানা দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক

অনাথ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে তৈলসংসিক্ত রাশি রাশি কাষ্ঠে চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে একত্র দাহ করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে বীরগণের দাহক্রিয়া সমাধান হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ব্যক্তিরা পুণ্যতোয়া প্রসন্নসলিলা ভগবতী ভাগীরথীতে সমুপস্থিত হইয়া ভূষণ ও উত্তরীয় সকল পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৌরবকুলকামিনীগণ দুঃখিত মনে গলদশ্রু নয়নে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পৌত্র, কেহ কেহ শ্বশুর, কেহ কেহ পতি এবং কেহ কেহ বা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই বীরপত্নীগণ বীরগণের উদককার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে গঙ্গার অবতরণপথ সাতিশয় সুশোভিত হইল। ভাগীরথীর তীর এক কালে বীরপত্নীগণে সমাকীর্ণ, নিরানন্দ ও উৎসব শূন্য হইয়া উঠিল।

ঐ সময় আর্য্যা কুন্তী শোকাকুলিত চিত্তে গলদশ্রু নয়নে পাণ্ডবগণকে কহিলেন, পুত্রগণ! যে বীরলক্ষণলাঞ্ছিত মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছে; যাহারে তোমরা রাধাগর্ভসম্ভূত সূতপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে; যে সৈন্যগণমধ্যে দিবাকরের ন্যায় বিরাজিত হইত; যে তোমাদিগের ও তোমাদের অনুচরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল; যে দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায়কে পরিচালিত করিত; এই পৃথিবীতে যাহার তুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন আর কেহই নাই; যে জীবন প্রদান করিয়াও যশোলাভের বাসনা করিত; সেই সত্যসন্ধ সমরে অপরাঙ্মুখ মহাবীর কর্ণের উদককার্য্য সম্পাদন কর। সেই সহ কবচকুণ্ডলধারী মহাবীর তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সে দিবাকরের ঔরসে আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে পাণ্ডবগণ কর্ণের নিমিত্ত যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জননীরে কহিলেন, যে সমুদ্র সদৃশ বীরের শরজাল তরঙ্গ স্ব ধ্বজ আবর্ত্ত স্বরূপ, ভুজযুগল গ্রাহ স্বরূ এবং রথ হ্রদ স্বরূপ ছিল; ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর কোন বীরই যাহার শরবেগ সহ্য করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে পারিত না, তিনি দেবতার ঔরসে আপনার গর্ভে কি রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? যাঁহার বাহুবলে আমরা সকলেই পরিতাপিত হইয়াছিলাম, আপনি তাঁহারে বস্ত্রাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কি রূপে তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা যেমন অর্জ্জুনের ভুজবল অবলম্বন করিয়া আছি, তদ্রূপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়াছিল, যাঁহা ব্যতিরেকে আর কেহই সমস্ত ভূপাল গণের সৈন্য সমুদায়ের তেজ সহ্য করি সমর্থ হয় নাই, সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহা কর্ণ কি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলে আপনি সেই অদ্ভুতবিক্রম মহাবীরকে রূপে অগ্রে প্রসব করিয়াছিলেন? আ এই বিষয় গোপনে রাখিয়াছিলেন বা য়াই আমরা এক্ষণে কর্ণের বিনাশ নিবন্ধ বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে বিপন্ন হই যাহার পর নাই দুঃখ ভোগ করিতে আমি অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র পাঞ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে যে পরিতাপিত হইয়াছি, আজি কর্ণের বিনা তদপেক্ষা শত গুণ পরিতাপিত হইলা এক্ষণে কর্ণবিরহ হুতাশনের ন্যায় আম